

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্‌

বেদান্তদর্শনম্‌

সূত্রার্থ-তদ্বঙ্গানুবাদ-শাঙ্করভাষ্য-তদ্বঙ্গানুবাদ-বৈয়াসিকন্যায়মালা-
তদ্বঙ্গানুবাদ-ভাবদীপিকাব্যাখ্যা-
সমলঙ্কৃতম্‌।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অনুবাদকঃ ব্যাখ্যাতা চ
স্বামী বিশ্বরূপানন্দঃ

সংশোধকসম্পাদকৌ
স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী
বেদান্তবাগীশঃ শ্রীআনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্যশ্চ



অ দ্বৈ তা শ্র ম
৫, ডিহি এণ্টালি রোড্‌
কলিকাতা—১৪।

প্রকাশক
স্বামী চিদাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ
অদ্বৈত আশ্রম
মায়াবতী, আলমোড়া, হিমালয়।

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ১৯৬৮
M C

দ্রষ্টব্য — এই গ্রন্থ প্রকাশনের সমগ্র ব্যয়ভার "স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী কমিটি" বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

মুদ্রাকর—
শ্রীপরেশনাথ ঘোষ
সরলা প্রেস, বারাণসী—১।

মূল্য ১৩ টাকা

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি"॥
(ঐতঃ ব্রাঃ ৩৩।৩)

বিচরণশীল পুরুষই [বৃক্ষাগ্রে অবস্থিত] মধু লাভ করে। বিচরণশীলই [বৃক্ষতলে পতিত] সুমিষ্ট উডুম্বর ফল লাভ করে (—ক্ষুদ্র, বা মহৎ কোনপ্রকার ফলই পরিশ্রম ব্যতিরেকে লব্ধ হয় না)। সূর্য্যদেবতার শ্রেষ্ঠতা দর্শন কর, যিনি [সর্বত্র] বিচরণ করিয়াও অলস হন না। অতএব বিচরণ কর (—শ্রেয়োলাভের জন্য প্রযত্ন কর')।

* * *

"সাধন বড় দরকার, ফস্ করে কি আর ঈশ্বর দর্শন হয়?…ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন, বল্লে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? সাধন চাই"।—**ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।**
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১৯।৩।১৮৫)।

* * *

"তোমাদের একটা self reliance নেই। সাধনপথে পুরুষকার দরকার। কিছু কর। চার বৎসর অন্ততঃ করে দেখ দেখি। যদি কিছু না হয়, আমার গালে একটা চড় মেরো"—**স্বামী ব্রহ্মানন্দ।** (ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ১১০ পৃঃ)

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

আপঃ ধর্ম্মঃ—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র।
আপঃ শ্রৌঃ—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র।
ঈশঃ—ঈশোপনিষৎ।
ঋক্ সং—ঋগ্বেদ সংহিতা।
ঐতঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ
ঐতঃ আঃ—ঐতরেয় আরণ্যক।
ঐতঃ ব্রাঃ—ঐতরেয় (পঞ্চ, ৮) ব্রাহ্মণ।
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কাঃ সং—কাঠক সংহিতা।
কাঃ শ্রৌঃ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
কাণ্ব—কাণ্বশাখা।
কূঃ পুঃ—কূর্ম্ম পুরাণ।
কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌঃ—কৌষীতকী উপনিষৎ।
গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
গৌঃ ধর্ম্মঃ—গৌতম ধর্ম্মসূত্র।
ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
জাবাঃ—জাবালোপনিষৎ।
জৈঃ সূঃ—জৈমিনি সূত্র।
তাঃ ব্রাঃ—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।
তৈঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।
তৈঃ আঃ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
তৈঃ সং—তৈত্তিরীয় সংহিতা।
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য।
নৈঃ সিঃ—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি।
ন্যাঃ দঃ—ন্যায়দর্শন।
পাঃ সূঃ—পাণিনিসূত্র।
পাতঃ দঃ—পাতঞ্জল দর্শন।
পূঃ—পূর্ব্বপক্ষ।
পূঃ মীঃ—পূর্ব্বমীমাংসা।
প্রকটার্থ—প্রকটার্থ বিবরণ।
প্রশ্নঃ—প্রশ্নোপনিষৎ।
মনু সং—মনুসংহিতা।
মহা ভাঃ—মহাভারত।
মাঃ কাঃ—মাণ্ডুক্য কারিকা।
মাঃ, বা মাণ্ডু—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।
মাধ্যাঃ—মাধ্যন্দিনশাখা।
মুঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ।
যোঃ সূঃ—পাতঞ্জল যোগসূত্র।
বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
বৃঃ ভাষ্য বাঃ—বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিক।
বৈঃ সূঃ—বৈশেষিক সূত্র।
ব্রঃ ভরণ—ব্রহ্মবিদ্যাভরণ।
ব্রঃ সূঃ—ব্রহ্মসূত্র।
শতঃ ব্রাঃ—শতপথব্রাহ্মণ।
শাবঃ ভাঃ—শাবরভাষ্য।
শুক্ল যজুঃ—শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা।
শ্বেঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
শ্রীমদ্ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত।
শ্লোক বাঃ—শ্লোকবার্ত্তিক।
সং—সংহিতা।
সিঃ—সিদ্ধান্ত।

(ক) পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের এই সূচীপত্রও দ্রষ্টব্য। (খ) গ্রন্থের নামবিহীন কেবল সংখ্যামাত্র থাকিলে আরব্ধ এই গ্রন্থের সংখ্যাকে বুঝাইবে। (গ) মহাভারতের পার্শ্বে 'শাঃ' 'ভীঃ' ইত্যাদি শব্দ 'শান্তিপর্ব্ব', 'ভীষ্মপর্ব্ব' ইত্যাদির দ্যোতক। (ঘ) ১।২৭২ পৃঃ, ২।৩১০ পৃঃ ইত্যাদি সংখ্যা প্রথমাধ্যায়ের ২৭২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩১০ পৃষ্ঠা, ইত্যাদিকে বুঝাইবে। (ঙ) পূর্ব্ববর্ত্তী '১'। '২'। ইত্যাদি সংখ্যাবিহীন ২৭২ পৃঃ ইত্যাদি সংখ্যা প্রস্তাবিত সেই অধ্যায়ের পৃষ্ঠাসংখ্যাকে বুঝাইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীভারতীতীর্থকৃতা

বৈয়াসিকন্যায়মালা।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-ভগবৎপাদ-শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতম্

শারীরকভাষ্যম্

স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত

বঙ্গানুবাদ

এবং

ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা।

সংশোধক ও সম্পাদক—

স্বামী শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

ও

বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য

গ্রন্থানুবাদ ও সম্পাদন শৈলী

১। (ক) ইহাতে প্রথমে অধিকরণারম্ভে অধিকরণের নাম ও সূত্রসংখ্যা স্থূলতমাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে), (খ) অতঃপর স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) বৈয়াসিক ন্যায়মালার শ্লোকদ্বয়, (গ) অতঃপর ক্ষুদ্রতমাক্ষরে (বর্জাইস অক্ষরে) অন্বয়, (ঘ) অতঃপর ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা নামে বিষম স্থলের ব্যাখ্যা থাকিবে।

২। (ক) তৎপরে স্থূলতমাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে) সূত্র, (খ) ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) সূত্রার্থ ও তাহার অনুবাদ, (গ) স্থূলতরাক্ষরে (স্মলপাইকা এ্যানটীক্ অক্ষরে) ভাষ্য, (ঘ) স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ভাষ্যানুবাদ এবং (ঙ) ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) বিষম স্থলের ব্যাখ্যার জন্য ভাবদীপিকা নামে ভাষ্যানুবাদের ব্যাখ্যা থাকিবে।

৩। অনুবাদে ও ন্যায়মালার ব্যাখ্যাতে আভাবক্ত বিষয় '[ ]' এইপ্রকার বন্ধনীমধ্যে থাকিবে। ৪। উদ্ধৃতির আকরনির্দেশ '( )' এইপ্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। ৫। '(—' এইপ্রকার চিহ্ন 'অর্থাৎ' এই শব্দের সূচক। ৬। অনুবাদের অন্তর্ভূক্ত প্রতিশব্দ ও ব্যাখ্যা '(—' এই চিহ্নের পরে ')' এইপ্রকার বন্ধনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবে। ৭। '(—]' এইপ্রকার বন্ধনীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের বা বাক্যের ব্যাখ্যা থাকিবে এবং পরবর্ত্তী বাক্যের অপেক্ষিত অংশ, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহা সন্নিবিষ্ট হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের বা বাক্যের ব্যাখ্যা এবং পরবর্ত্তী বাক্যের অপেক্ষিত অংশের সংযোগস্থলটী পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য শেষ হইলে তাহার সংখ্যাদ্বারা এবং তাহা শেষ না হইলে বিরামবোধক কোনপ্রকার চিহ্নদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। ৮। বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলে ভাষ্য ও ন্যায়মালার যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, আর বন্ধনীমধ্যস্থ শব্দ বা বাক্যের সহিত পাঠ করিলে ভাবাংশসহ একটী প্রাঞ্জল অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ৯। বাক্যশেষে " " এইপ্রকার চিহ্নমধ্যে যাহা পঠিত হইবে, তাহাকে বাক্যের পরিপূরক শেষভাগরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ১০। অনুবাদে বিষয়বিশেষের পরিস্ফুর্তির জন্য সেই বিষয়বিশেষ ও ভাবদীপিকার মধ্যে সমসংখ্যার নির্দ্দেশ থাকিবে। ১১। বিষয়বিশ্লেষণের জন্য শিরোনামা (Analytical heading) ব্যবহৃত হইবে। ১২। যথাবিহিত স্থলে পরবর্ত্তী ভাষ্যের প্রারম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইবে এবং সম্ভব হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যশেষে পরবর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্কও প্রদত্ত হইবে।

সাম্বমাখ্যঃ

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

"মার্ত্তণ্ডতিলকস্বামিমহাগণপতীন্বয়ম্। বিশ্বব্যাপ্যমমন্তামঃ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ" ॥

"যং হি বৈরাগ্যসম্পন্নাস্তত্ত্বমর্থবিবেকিনঃ। লভন্তে সাধনৈর্দ্দাহাস্তং সীতানায়কং ভজে" ॥

"ব্রহ্মসূত্রকৃতে তস্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে। জ্ঞানশক্ত্যবতারায় নমো ভগবতো হরেঃ" ॥

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানামালয়ং করুণালয়ম্। নমামি ভগবৎপাদং শঙ্করং লোকশঙ্করম্" ॥

অধ্যায়প্রতিপাদ্য—"তৃতীয়ে বিরতিস্তত্ত্বং পদার্থপরিশোধনম্। গুণোপসংহৃতির্জ্ঞানবহিরঙ্গাদিসাধনম্"। মোক্ষের সাধনভূত বৈরাগ্য, তৎ ও ত্বংপদার্থের (—ব্রহ্মস্বরূপ ও জীবস্বরূপের) শোধন, ব্রহ্মোপাসনা, উপাসনাঙ্গের উপসংহার (—একত্রীকরণ) ও অগুণসংহার, আশ্রম, যজ্ঞাদি বহিরঙ্গসাধন এবং শমদমাদি ও শ্রবণমননাদি অন্তরঙ্গসাধন নিরূপণ।

অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি—পূর্ব্ব অধ্যায়ে উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতিবাক্য, স্মৃতিবাক্য ও বিভিন্ন মতাবলম্বিগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত যুক্তিসকলের বিরোধ পরিহার দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাহাদের সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে এবং শ্রুতিবাক্যসকলের অপ্রামাণ্য নিরাকরণদ্বারা তাহাদের প্রামাণ্যও নিশ্চিত হইয়াছে। এক্ষণে এই অধ্যায়ে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনসকল বর্ণিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধ্যায়ের সহিত এই অধ্যায়ের **হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়; যেহেতু শ্রুতির প্রামাণ্য নিশ্চিত হইলেই তাহাতে বর্ণিত ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনসকলকে জানিবার ও অভ্যাস করিবার প্রবৃত্তি হয়।

প্রথমঃ পাদঃ [রংহতিপাদঃ]

পাদপ্রতিপাদ্য—জীবের পরলোকে গমনাগমন বিচারের দ্বারা বৈরাগ্য নিরূপণ।

অবান্তরপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে জীবের ভোগসাধনভূত লিঙ্গশরীর নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই লিঙ্গশরীরকে উপজীবন (—অবলম্বন) করতঃ তদুপাধিযুক্ত জীবের পরলোকে গত্যাগতি সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদের **উপজীব্যোপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

১। রংহত্যধিকরণম্। [১-৭ সূত্র]

[তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ভাবী শরীরের বীজভূত পঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত জীবের লোকান্তরে গমন।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ত্রিবৃৎকরণ (—পঞ্চীকরণ) বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ব্যবহার কি, তাহা নির্ণীত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **ফলফলিভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত জীবের গত্যাগতিনিরূপণদ্বারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। পরবর্ত্তী অধিকরণসকলের মুখ্য-

পাদসঙ্গতি এইপ্রকারই বুঝিতে হইবে। কোন বিশেষ থাকিলে তাহা তৎস্থলে প্রদর্শিত হইবে।

ন্যায়মালা

অবেষ্টিতো বেষ্টিতো বা ভূতসূক্ষ্মৈঃ পুমান্ ব্রজেৎ।
ভূতানাং সুলভত্বেন যাত্যবেষ্টিত এব সঃ॥
বীজানাং দুর্লভত্বেন নিরাধারেন্দ্রিয়াগতেঃ।
পঞ্চমাহুতিযুক্তেশ্চ জীবস্তৈর্যাতি বেষ্টিতঃ॥

অন্বয়—পুমান্ ভূতসূক্ষ্মৈঃ অবেষ্টিতঃ বেষ্টিতঃ বা ব্রজেৎ? ভূতানাং সুলভত্বেন সঃ অবেষ্টিতঃ এব যাতি। বীজানাং দুর্লভত্বেন, নিরাধারেন্দ্রিয়াগতেঃ, পঞ্চমাহুতিযুক্তেশ্চ জীবঃ তৈঃ বেষ্টিতঃ যাতি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["অথ এনম্ এতে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি" ইত্যারভ্য "অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" (বৃঃ ৪।৪।১-৪) ইত্যন্তং শ্রুতিবাক্যসূচিতং সংসারচক্রম্ অবলম্ব্য জীবস্য গত্যাগতী বিচার্য্যেতে, তৎসম্পৃক্তম্ অন্যৎ চ কিঞ্চিৎ। দেহান্তরসঞ্চারী জীবঃ অত্র বিষয়ঃ। জীবস্য পরলোকগমনকালে "তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ" (বৃঃ ৪।৪।১) ইতি শ্রুতিঃ করণানাম্ উপাদানং ব্রবীতি; নিরাধারাণাং তু করণানাং রংহণং ন সম্ভবতি। অতঃ সন্দিহ্যতে—শরীরান্তরপ্রতিপত্তিবেলায়াম্ ইতো নির্গচ্ছন্ পূর্ব্বপাদপ্রতিপাদিতপ্রাণোপাধিকঃ] পুমান্ [ভাবিশরীরবীজৈঃ] ভূতসূক্ষ্মৈঃ অবেষ্টিতঃ বেষ্টিতঃ বা ব্রজেৎ?

পূর্ব্বপক্ষ ভূতানাং [সর্ব্বত্র] সুলভত্বেন [নয়নস্য নিরর্থকত্বাৎ] সঃ অবেষ্টিতঃ এব যাতি।

সিদ্ধান্ত—[ভূতমাত্রস্য সুলভত্বেঽপি দেহ-] বীজানাং দুর্লভত্বেন [জীবদ্দশায়াং জীবোপাধিভূতেন্দ্রিয়াণাং ভূতাধারম্ অন্তরেণ গমনং ন দৃষ্টম্, অতঃ] নিরাধারেন্দ্রিয়াগতেঃ, ["পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি" (ছাঃ ৫।৯।১) ইতি শ্রুতিবোধিত-] পঞ্চমাহুতিযুক্তেশ্চ জীবঃ তৈঃ [ভূতসূক্ষ্মৈঃ] বেষ্টিতঃ [পরলোকং] যাতি।

অনুবাদ

সংশয়—["অনন্তর এই ইন্দ্রিয়সকল ইহার (—জীবের) নিকট আগমন করে", ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্য অভিনব ও অধিকতর উত্তম শরীর নির্ম্মাণ করে", এই পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যসকলে সূচিত সংসারচক্রকে অবলম্বন করিয়া জীবের [পরলোকে] গমনাগমন ও তাহার সহিত সম্বন্ধ অন্য কোন কোন বিষয় বিচার করা হইতেছে। দেহান্তরে গমনকারী জীব এখানে বিষয়। জীবের পরলোকগমনকালে "তেজোমাত্রাসকলকে (—ইন্দ্রিয়গণকে) সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া", এই শ্রুতি ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণের কথা বলেন; কিন্তু নিরাধার ইন্দ্রিয়সকলের গমন সম্ভব নহে। সেইহেতু সন্দেহ হইতেছে—শরীরান্তরপ্রাপ্তিকালে ইহা (—এই শরীর) হইতে নির্গমনকারী পূর্ব্বপাদে প্রতিপাদিত প্রাণোপাধিক] পুরুষ (—জীব, ভাবি শরীরের বীজভূত] সূক্ষ্মভূতসকলের দ্বারা অবেষ্টিত হইয়া গমন করে, অথবা বেষ্টিত হইয়া?

পূর্ব্বপক্ষ—ভূতসকল [সর্ব্বত্র] সুলভ হওয়ায় [লইয়া যাওয়া নিরর্থক বলিয়া] সে বেষ্টিত না হইয়াই গমন করে।

সিদ্ধান্ত—[কেবল ভূত সুলভ হইলেও দেহের] বীজসকল দুর্লভ হওয়ায়, [জীবদ্দশাতে ভূতরূপ আধার ব্যতিরেকে জীবের উপাধিভূত ইন্দ্রিয়সকলের গমন পরিদৃষ্ট হয় না,

সেইহেতু] নিরাধার ইন্দ্রিয়গণের গমন সম্ভব না হওয়ায় এবং ["পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে", এই শ্রুতিবোধিত] পঞ্চম আহুতিযুক্ত (১) হওয়ায় জীব সেই ভূতসূক্ষ্মসকলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া [পরলোকে] গমন করে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নিরাধার ইন্দ্রিয়ের গমনাগমন সম্ভব না হওয়ায় তদ্বিচার দ্বারা বৈরাগ্য অসম্ভব। সিদ্ধান্তে—ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত তাহাদের তাহা সম্ভব হওয়ায় বৈরাগ্য সম্ভব।

ভাবদীপিকা [পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও আহুতিপঞ্চক]

(১) এই স্থলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির সাধনভূত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার কথা বলা হইতেছে। ইহা ছাঃ ৫।৩ হইতে এবং বৃঃ ৬।২ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থলে ভূতসূক্ষ্মদ্বারা* পরিবেষ্টিত ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠানকারী মনুষ্যের চন্দ্রলোকে ভোগোপযোগী শরীরলাভ এবং কর্ম্মক্ষয়ে তথা হইতে বিভিন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্তিদ্বারা পুনঃ মনুষ্যাদি জন্মলাভ পর্য্যন্ত অবস্থাসকলকে পাঁচটী আহুতিরূপে চিন্তার দ্বারা উপাসনার বিধান আছে। সেই আহুতিপঞ্চক এই—**১ ৷** যজমানের শরীরত্যাগকালে অধিদৈবভাবপ্রাপ্ত (বৃঃ ৪।৪।১ ভাষ্য) তাহার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সূর্য্যাদি দেবতাগণ ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত লিঙ্গশরীরোপহিত তাহাকে (—যজমানরূপ জীবকে) দ্যুলোক নামক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। ইহাই **প্রথমা**হুতি। ইহার ফলে যজমান সোমরূপে জন্মলাভ করে, অর্থাৎ চন্দ্রলোকে ভোগযোগ্য জলপ্রধান স্থূলশরীর লাভ করে। **২ ৷** তথায় ভোগপ্রদ কর্ম্মক্ষয়ে তাহার সেই শরীর অগ্নিসংযোগে ঘৃতের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। তখন ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত সেই লিঙ্গশরীর [সোমলোকস্থ (—চন্দ্রলোকস্থ) শরীরের সূক্ষ্ম পরিণাম হওয়ায় ছাঃ ৫।৫।২ শ্রুতিতে ইহাকে 'সোম' বলা হইয়াছে।] প্রথমতঃ আকাশের ন্যায়, পরে বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া বায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ নীত হয়। পরে ধূমের ন্যায় হইয়া পর্জ্জন্যে (—বারিবর্ষণকারী মেঘে) প্রবিষ্ট হয় ও তদ্রূপ ধারণ করে (ছাঃ ৫।১০।৫ ভাষ্য)। ইহাই পর্জ্জন্য নামক অগ্নিতে **দ্বিতীয়** আহুতি। **৩ ৷** পর্জ্জন্য হইতে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টি পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাই পৃথিবী নামক অগ্নিতে **তৃতীয়** আহুতি। **৪ ৷** বৃষ্টি হইতে ধান্যযবাদি অন্নের উৎপত্তি হয়। ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত লিঙ্গশরীরোপহিত জীব এই ধান্যযবাদিকে আশ্রয়করতঃ বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থা হইতে জীবের নিষ্ক্রমণ বহু সময়সাধ্য (ছাঃ ৫।১০।৬), কারণ যথোচিতকালে অবন্ধ্যা যোষিতে শুক্রনিষেকসমর্থ পুরুষ-কর্ত্তৃক ভক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শস্যকেই আশ্রয় করিতে হয়। উপযুক্ত পুরুষ, সেই অন্ন ভক্ষণ করে; ইহাই পুরুষনামক অগ্নিতে **চতুর্থ** আহুতি। **৫ ৷** সেই অন্ন হইতে পুরুষের শুক্র উৎপন্ন হয়। তাহা গর্ভধারণ ও প্রসবসমর্থা স্ত্রীতে নিষিক্ত হয়।

*ভূতসূক্ষ্ম—"পঞ্চীকৃতভূতভাগাঃ উত্তরদেহপরিণামিনঃ ভূতসূক্ষ্মাঃ (—রত্নপ্রভা)—পরবর্তী দেহরূপে যাহা পরিণাম প্রাপ্ত হয়, পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সেই সূক্ষ্ম অংশসকলকে বলে ভূতসূক্ষ্ম (২।১৫১ পৃঃ ৯ ভাবদীঃ) ভামতী-কার বলেন—"ইন্দ্রিয়ের যাহা উপাদান (—অপঞ্চীকৃতভূত, তন্মাত্রা), তদতিরিক্ত ভূতকে গ্রহণ করিবার জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে"। সুতরাং পঞ্চীকৃত মহাভূতপঞ্চকের সূক্ষ্মাংশই ভূতসূক্ষ্মরূপে তাঁহার মতেও গ্রহণীয়। শ্রুতিতে (ছাঃ ৫।৩।৩) অপ্ (—জল) এবং শ্রদ্ধা (ছাঃ ৫।৪।২) শব্দে এই পঞ্চীকৃত ভূতসকলের সূক্ষ্মাংশই গৃহীত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে দুগ্ধাদি জলীয় পদার্থ আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়। তাহা অদৃষ্ট উৎপাদন করে। পূর্ত্ত ও দানাদি শুভ কর্ম্মও তাহা করে। যজমানের শরীরত্যাগ হইলে শরীরদাহকালীন যে ধূম উদ্গত হয়, তাহার সহিত ভাবি শরীরের উপাদানভূত জলীয়াংশপ্রধান পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম অংশসকল যজমানের সেই অদৃষ্টবশে তাহার লিঙ্গশরীরকে বেষ্টন করিয়া [ইহাই সূক্ষ্মশরীর ১।৮৪০ পৃঃ] পরলোকে গমন করে। তেজঃআদি অপেক্ষা জলীয়াংশ প্রধান হওয়ায় এই ভূতসূক্ষ্মসকলকে 'অপ্' বলা হয় (ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী ৩।১।২, ছাঃ ৫।৩।৩ টীকা, ৫।১০।৪ ভাষ্য দ্রঃ)। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সোমাদি আহুত হয় বলিয়া উক্ত অপ্ সংজ্ঞক ভূতসূক্ষ্মকে 'শ্রদ্ধা' বলা হয় (ছাঃ ৫।৪।২ টীঃ)।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্॥৩।১।১॥

সূত্রার্থ—[জীবঃ কিং দেহান্তরারম্ভকৈঃ পঞ্চীকৃতভূতভাগৈঃ অসম্পরিষ্বক্তঃ গচ্ছতি, উত সম্পরিষ্বক্তঃ ইতি সন্দেহে, প্রমাণাভাবাৎ অসম্পরিষ্বক্তঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদন্তরপ্রতিপত্তৌ** — দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ [ভাবিশরীরারম্ভকপঞ্চীকৃতভূতসূক্ষ্মৈঃ।] **সম্পরিষ্বক্তঃ**—পরিবেষ্টিতঃ [জীবঃ] **রংহতি**—গচ্ছতি। [কুতঃ এতদবগম্যতে ?] **প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্**—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি" (ছাঃ ৫।৩।৩) ইত্যাদি প্রশ্নঃ, দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চসু অগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতীঃ দর্শয়িত্বা "ইতি তু পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি" (ছাঃ ৫।৯।১), ইতি নিরূপণম্—প্রতিবচনম্, তাভ্যাম্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[জীব কি অন্য দেহের আরম্ভক পঞ্চীকৃত ভূতাংশের দ্বারা অপরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, অথবা পরিবেষ্টিত হইয়া, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'প্রমাণ না থাকায় অপরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদন্তরপ্রতিপত্তৌ**—দেহান্তরপ্রাপ্তিতে [ভাবী দেহের আরম্ভক পঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূতসকলের দ্বারা] **সম্পরিষ্বক্তঃ**—পরিবেষ্টিত হইয়া [জীব] **রংহতি**—গমন করে। [কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় ? তাহা বলিতেছেন—] **প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্**—"যেপ্রকারে পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে, তাহা জান কি ?" এইপ্রকার যে 'প্রশ্ন' এবং দ্যুলোক পর্জ্জন্য পৃথিবী পুরুষ ও স্ত্রীরূপ পাঁচটী অগ্নিতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা সোম বৃষ্টি অন্ন ও শুক্ররূপ পাঁচটী আহুতিকে প্রদর্শন করিয়া "এইপ্রকারে পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে", এই প্রকার যে 'নিরূপণ'—প্রতিবচন, সেই দুইটীর দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্বিতীয়ে অধ্যায়ে স্মৃতিন্যায়বিরোধঃ বেদান্তবিহিতে ব্রহ্মদর্শনে পরিহৃতঃ।১ পরপক্ষাণাং চ অনপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতম্।২ শ্রুতিবিপ্রতিষেধশ্চ পরিহৃতঃ।৩ তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। অতীতাধ্যায়ের ও তৃতীয়াধ্যায়ের প্রতিপাদ্য। অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়।]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে [প্রথম পাদে] বেদান্তবিহিত ব্রহ্মজ্ঞানে স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে।১ আর [দ্বিতীয় পাদে] পরপক্ষসকল অপেক্ষণীয় নহে, ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।২ [তৃতীয় ও চতুর্থপাদে] শ্রুতিবিরোধও পরিহৃত হইয়াছে।৩ আর সেই স্থলে জীব হইতে ভিন্ন, জীবের উপকরণভূত (—ভোগসাধন-

ভাবদীপিকা

ইহাই যোষিৎ-নামক অগ্নিতে পঞ্চম আহুতি। তখনও বহু লক্ষ জীব যুগপৎ জন্মলাভের জন্য ধাবিত হয়, কিন্তু যাহার অদৃষ্ট বলবান্, এতাদৃশ একটী, কচিৎ দুই তিনটী বা চারিটী জীব শরীরলাভ করিতে সমর্থ হয়। উক্ত দেবতাগণ সর্ব্বত্র আহুতিপ্রদানে কর্ত্তৃরূপে বর্ত্তমান থাকেন। বিশেষ বর্ণনা আকরে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্ত্বানি জীবোপকরণানি ব্রহ্মণঃ জায়ন্তে ইতি উক্তম্।৪ অথ ইদানীম্ উপকরণোপহিতস্য জীবস্য সংসারগতিপ্রকারঃ তদবস্থান্তরাণি ব্রহ্মসতত্ত্বং বিদ্যাভেদাভেদৌ গুণোপসংহারানুপসংহারৌ সম্যগ্‌দর্শনাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ সম্যগ্‌দর্শনোপায়বিধিপ্রভেদঃ মুক্তিফলানিয়মশ্চ ইতি এতৎ অর্থজাতং তৃতীয়ে অধ্যায়ে নিরূপয়িষ্যতে, প্রসঙ্গাগতং চ কিমপি অন্যৎ।৫ তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাম্ আশ্রিত্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রদর্শ্যতে বৈরাগ্যহেতোঃ, "তস্মাৎ জুগুপ্সেত" (ছাঃ ৫।১০।৮) ইতি চ অন্তে শ্রবণাৎ।৬ জীবঃ মুখ্যপ্রাণসচিবঃ সেন্দ্রিয়ঃ সমনস্কঃ অবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে ইতি এতৎ অবগতম্, "অথ এনম্ এতে প্রাণাঃ অভিসমায়ন্তি", ইতি এবমাদেঃ "অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" (বৃঃ ৪।৪।১-৪), ইতি

ভাষ্যানুবাদ

ভূত, ইন্দ্রিয়াদি] পদার্থসকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বর্ণিত হইয়াছে।৪ অতঃপর এক্ষণে [এই প্রথম পাদে] উপকরণ-উপহিত (—ভোগসাধনভূত লিঙ্গশরীররূপ উপাধিযুক্ত) জীবের সংসারগতির প্রকার ; [দ্বিতীয়পাদে] তাহার [স্বপ্নাদি] অন্য অবস্থাসকল ও তত্ত্বের সহিত ব্রহ্ম (—ব্রহ্মতত্ত্ব) ; [তৃতীয় পাদে] বিদ্যার (—উপাসনার) ভেদ ও অভেদ, গুণসকলের (—উপাসনাঙ্গসকলের) উপসংহার (—একত্রীকরণ) ও অনুপসংহার ; [চতুর্থ পাদে] সম্যগ্‌দর্শন হইতে পুরুষার্থসিদ্ধি, সম্যগ্‌দর্শনের উপায়বিষয়ে (—শমদমাদি, সন্ন্যাস ও শ্রবণমননাদিবিষয়ে) বিধির বিভিন্নতা এবং মুক্তিরূপ ফলের অনিয়ম (—স্বর্গের ন্যায় তারতম্যনিয়মের অভাব, অথবা যে জন্মে সাধন অনুষ্ঠিত হইবে, সেই জন্মেই জ্ঞানোদয় ও মোক্ষ হইবে, এইপ্রকার নিয়মের অভাব) ইত্যাদি এই সকল বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইবে এবং প্রসঙ্গবশতঃ আগত [দেহাত্মবাদে দোষপ্রদর্শন প্রভৃতি] অন্য কোন কোন বিষয়ও নিরূপণ করা হইবে।৫ তন্মধ্যে প্রথম পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে অবলম্বনকরতঃ বৈরাগ্যের জন্য সংসারগতির বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইতেছে, যেহেতু "সেইহেতু [সংসারগতিকে] ঘৃণা করিবে", ইহা অন্তে (—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বর্ণনার শেষভাগে) শ্রুত হইতেছে।৬ [অধিকরণের বিচার্য্য বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন—] মুখ্যপ্রাণসহায় ইন্দ্রিয়যুক্ত ও মনোযুক্ত জীব অবিদ্যা (—চিৎপ্রতিবিম্বের হেতুভূতা অনির্ব্বচনীয়া মূলাবিদ্যা, শুভাশুভ ও মিশ্রিত] কর্ম্ম এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞাকে (—জন্মান্তরীয় সংস্কারকে) গ্রহণকরতঃ পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহকে প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি ইহা অবগত হওয়া যায়, যেহেতু "অনন্তর ইহারা (—ইন্দ্রিয়সকল) ইহার নিকট আগমন করে", ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "অন্য অভিনব ও

শাঙ্করভাষ্যম্

এবমন্তাৎ সংসারপ্রকরণস্থাৎ শব্দাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগসম্ভবাৎ চ।৭ সঃ কিং দেহবীজৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ অসম্পরিষ্বক্তঃ গচ্ছতি, আহোস্বিৎ সম্পরিষ্বক্তঃ ইতি চিন্ত্যতে।৮ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৯ অসম্পরিষ্বক্তঃ ইতি।১০ কুতঃ।১১ করণোপাদানবৎ ভূতোপাদানস্য অশ্রুতত্বাৎ।১২ "সঃ এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ" (বৃঃ৪।৪।১) ইতি হি অত্র তেজোমাত্রাশব্দেন করণানাম্ উপাদানং সঙ্কীর্ত্তয়তি, বাক্যশেষে চক্ষুরাদিসঙ্কীর্ত্তনাৎ।১৩ ন এবং ভূতমাত্রোপাদানসঙ্কীর্ত্তনম্ অস্তি।১৪ সুলভাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতমাত্রাঃ, যত্রৈব দেহঃ আরব্ধব্যঃ তত্রৈব সন্তি।১৫ ততশ্চ তাসাং নয়নং নিষ্প্রয়োজনম্।১৬ তস্মাৎ অসম্পরিষ্বক্তঃ যাতি ইতি।১৭ এবং প্রাপ্তে পঠতি আচার্য্যঃ—তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্প-

ভাষ্যানুবাদ

অধিকতর উৎকৃষ্ট শরীর নির্ম্মাণ করে", ইত্যাদি এই পর্য্যন্ত সংসারবোধক প্রকরণে পঠিত শ্রুতি আছে এবং যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ সম্ভব (—নিয়মিত দেশকালে ফলভোগ অন্যথা সঙ্গত হয় না বলিয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে জীবের দেহান্তরসঞ্চরণ সিদ্ধ হয়, এইপ্রকার যুক্তি আছে ইহাই ভাব)।৭ সে (—জীব) কি দেহের বীজভূত ভূতসূক্ষ্মসকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হইয়া [লোকান্তরে] গমন করে, অথবা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা বিচার করা হইতেছে।৮ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৯

[পূঃ—ভূতসূক্ষ্মের দ্বারা অপরিবেষ্টিত জীবের পরলোকগমন।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] পরিবেষ্টিত না হইয়া গমন করে।১০ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ?১১ [উত্তর—] যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রহণের ন্যায় ভূতের গ্রহণ শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে না।১২ দেখ, "সে (—জীব) এই তেজোমাত্রাসকলকে (—রূপাদির প্রকাশক তেজঃপ্রভৃতির অংশভূত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে) সম্যগ্‌রূপে গ্রহণকরতঃ", ইত্যাদি এই স্থলে তেজোমাত্রাশব্দের দ্বারা [অপঞ্চীকৃতভূতোৎপন্ন] ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণ [শ্রুতি] বর্ণনা করিতেছেন, যেহেতু ["চাক্ষুষঃ পুরুষঃ", "পশ্যতি", "জিঘ্রতি", (বৃ. ৪।৪।১-২) ইত্যাদি] বাক্যশেষে চক্ষু প্রভৃতির বর্ণনা আছে।১৩ [কিন্তু] এইপ্রকারে ভূতমাত্রার (—পঞ্চীকৃত ভূতাংশের) গ্রহণ বর্ণিত হইতেছে না।১৪ আর ভূতাংশসকল সর্ব্বত্র সুলভ, যে স্থলেই শরীর উৎপন্ন হইবে, সেই স্থলেই তাহারা বর্ত্তমান আছে।১৫ সেইহেতু তাহাদের নয়ন (—তাহাদিগকে সঙ্গে লওয়া) নিষ্প্রয়োজন।১৬ অতএব [জীব ভূতসূক্ষ্মসকলের দ্বারা] পরিবেষ্টিত না হইয়া [পরলোকে] গমন করে, ইত্যাদি।১৭

সিঃ—[ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত জীবের লোকান্তরে গতি। তৃপ্রশ্নক শ্রুতির তাৎপর্য্য।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আচার্য্য [বাদরায়ণ] বলি

শাঙ্করভাষ্যম্

রিষক্তঃ ইতি ।১৮ তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহ-বীজৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্তঃ রংহতি গচ্ছতি ইতি অবগন্তব্যম্।১৯ কুতঃ ?২০ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ।২১ তথাহি প্রশ্নঃ—"বেত্থ যথা পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি" (ছাঃ ৫।৩।৩) ইতি ।২২ নিরূপণং চ প্রতিবচনং দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎসু পঞ্চসু অগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতীঃ দর্শয়িত্বা "ইতি তু পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি" (ছাঃ ৫।৯।১) ইতি ।২৩ তস্মাৎ অদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতঃ জীবঃ রংহতি ব্রজতি ইতি গম্যতে ।২৪ ননু অন্যা শ্রুতিঃ জলূকাবৎ পূর্ব্বদেহং ন মুঞ্চতি যাবৎ ন দেহান্তরম্ আক্রমতি ইতি দর্শয়তি—"তৎ যথা তৃণজলায়ুকা" (বৃঃ ৪।৪।৩) ইতি।২৫ তত্রাপি অপ্‌পরিবেষ্টিতস্য এব জীবস্য কর্ম্মোপস্থাপিতপ্রতিপত্তব্যদেহবিষয়ভাবনাদীর্ঘীভাবমাত্রং জলূকয়া উপমীয়তে ইতি অবিরোধঃ ।২৬ এবং শ্রুত্যুক্তে দেহান্তরপ্রতিপত্তিপ্রকারে

ভাষ্যানুবাদ

তেছেন—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ" ইত্যাদি ।১৮ [ইহার অর্থ—] 'তদন্তরপ্রতিপত্তৌ—দেহান্তরপ্রাপ্তিতে দেহের বীজভূত ভূতসূক্ষ্মসকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া [জীব] রংহতি—গমন করে, এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে।১৯ কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় ?২০ [উত্তর—] প্রশ্ন ও নিরূপণ (—প্রতিবচন), এই দুইটীর দ্বারা অবগত হওয়া যায় ।২১ যেমন দেখ, প্রশ্ন এই—"পঞ্চম আহুতিতে জল যেপ্রকারে পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে, তাহা জান কি ?" ইত্যাদি ।২২ আর নিরূপণশব্দের অর্থ—প্রতিবচন, [তাহা এই—] দ্যুলোক পর্জ্জন্য পৃথিবী পুরুষ ও স্ত্রীরূপ পাঁচটী অগ্নিতে শ্রদ্ধা সোম বৃষ্টি অন্ন ও রেতোরূপ পাঁচটী আহুতিকে প্রদর্শন করিয়া "এইপ্রকারে কিন্তু পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষশব্দবাচ্য হয়", ইত্যাদি ।২৩ সেইহেতু জলপরিবেষ্টিত জীব রংহণ (—গমন) করে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।২৪ [শঙ্কা—] কিন্তু অন্য শ্রুতি [জীব] পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জোঁকের ন্যায় অন্য দেহকে আশ্রয় করে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"সেই স্থলে [দৃষ্টান্ত এই—] যেমন তৃণাশ্রিত জোঁক", ইত্যাদি ।২৫ [সমাধান—] সেই স্থলেও অপ্‌পরিবেষ্টিত জীবেরই কর্ম্মদ্বারা উপস্থাপিত যে প্রাপ্তব্য [ভাবী] দেহ, তদ্বিষয়ক ভাবনার (—উদ্ভূত সংস্কারের) দীর্ঘীভাবমাত্র জোঁকের দৃষ্টান্তদ্বারা উপমিত হইতেছে (২) এইহেতু বিরোধ হয় না ।২৬

ভাবদীপিকা

(২) ভাব এই—জোঁক যেমন অপর তৃণকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ব্ব তৃণকে পরিত্যাগ করে, জীবও তদ্রূপ কর্ম্মবশে ফলদানে উদ্বুদ্ধ সংস্কারের দ্বারা উপস্থাপিত ভাবি মনোময় শরীরকে আশ্রয় (—তাহাতে আত্মাভিমান) করিয়াই পূর্ব্ব শরীরকে ত্যাগ করে। যে

শাঙ্করভাষ্যম্

সতি যাঃ পুরুষমতিপ্রভবাঃ কল্পনাঃ ব্যাপিনাং করণানাম্ আত্মনশ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কর্ম্মবশাৎ বৃত্তিলাভঃ তত্র ভবতি; কেবলস্যৈব আত্মনঃ বৃত্তিলাভঃ তত্র ভবতি, ইন্দ্রিয়াণি তু দেহবৎ অভিনবানি এব তত্র তত্র ভোগস্থানে উৎপদ্যন্তে; মনঃ এব বা কেবলং ভোগস্থানম্ অভিপ্রতিষ্ঠেত ; জীবঃ এব উৎপ্লুত্য দেহাৎ দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে, শুকঃ ইব বৃক্ষাৎ বৃক্ষান্তরম্ ইতি এবমাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ এব অনাদর্ত্তব্যাঃ, শ্রুতিবিরোধাৎ ।২৭।।৩।১।১।।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতিবিরোধবশতঃ দেহান্তর প্রাপ্তিতে সাংখ্যাদির বিভিন্ন মতবাদ আদরণীয় নহে।]

শ্রুতিতে বর্ণিত দেহান্তর প্রাপ্তির প্রকার (—প্রক্রিয়া) এইপ্রকার হইলে পুরুষের বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন যে কল্পনাসকল, যথা—[সাংখ্যমতে] দেহান্তরপ্রাপ্তিকালে কর্ম্মবশতঃ ব্যাপী ইন্দ্রিয়সকলের ও আত্মার সেই স্থলে (—নূতন শরীরে) বৃত্তিলাভ হয়; [বৌদ্ধমতে] কেবল (—ইন্দ্রিয়াদিরহিত) আত্মার (—আলয়-বিজ্ঞানধারার) সেই স্থলে (—দেহান্তরে) বৃত্তিলাভ হয়, ইন্দ্রিয়সকল কিন্তু দেহের ন্যায় নূতনভাবেই সেই সেই [নূতন শরীররূপ] ভোগস্থানে উৎপন্ন হয় (৩); অথবা [বৈশেষিকমতে] কেবল (—আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদিরহিত) মনই ভোগস্থানের অভিমুখে গমন করে (৪); [জৈনমতে] পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে [উল্লম্ফন ও বায়ুর উপর ভাসমান হইয়া] গমন করে, এইরূপে জীবই একদেহ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক [ভাসমান হইয়া] অন্য দেহকে প্রাপ্ত হয়; ইত্যাদি এই [কল্পনা-] সকল, সকলগুলিই অনাদরণীয়; যেহেতু শ্রুতির সহিত [তাহাদের] বিরোধ হইয়া পড়ে।২৭।।৩।১।১।।

ভাবদীপিকা

শরীর তখনও উৎপন্ন হয় নাই, সংস্কারের দ্বারা দীর্ঘব্যবহিত তাহার যে প্রাপ্তি, তাহাই সংস্কারের (—ভাবনার) দীর্ঘীভাব।

[শরীরান্তরপ্রাপ্তিতে বিভিন্ন বৌদ্ধমত]

(৩) বিজ্ঞানবাদিগণ বাহ্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না, সুতরাং বাহ্য পদার্থ যে দেহান্তর, তাহাতে আলয়বিজ্ঞানধারার বৃত্তিলাভরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি কিপ্রকারে সম্ভব? বলিতেছি—বিজ্ঞানবাদীর মতে আলয়বিজ্ঞানধারারূপ আত্মার যখন বাসনার পরিপাকবশতঃ (২।৪১৪ পৃঃ) এতদ্দেহাকারা বৃত্তি না হইয়া অন্য দেহাকারা বৃত্তি হয়, তাহাকেই বলা হয়, তাহার দেহান্তরপ্রাপ্তি। আর সেই অন্য দেহাকারা বৃত্তিধারার অনন্তর উক্ত আলয়বিজ্ঞানধারা হইতে বাসনার পরিপাকবশতঃ যে ইন্দ্রিয়াকারা প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারার উৎপত্তি, তাহাই এই মতে তত্তৎ নূতন দেহে ইন্দ্রিয়াদির নূতনভাবে উৎপত্তি এবং শব্দাদি বিষয়াকারা প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারার যে উৎপত্তি, তাহাই এই মতে নূতন দেহে ভোগ। বাহ্যাস্তিত্ববাদীর মতে নির্ব্বিকল্পক অহম্ ইত্যাকার জ্ঞানধারাত্মক যে আলয়বিজ্ঞানধারারূপ আত্মা, তাহার যে চতুর্ব্বিধ ক্ষণিক

শাঙ্করভাষ্যম্—নন্বু উদাহৃতাভ্যাং প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং কেবলাভিঃ অদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তঃ রংহতি ইতি প্রাপ্নোতি, অপ্‌শব্দ-শ্রবণসামর্থ্যাৎ।১ তত্র কথং সামান্যেন প্রতিজ্ঞায়তে সর্ব্বৈরেব ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তঃ রংহতি ইতি ?২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ-কিন্তু উদাহৃত প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে কেবল জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া [জীব পরলোকে] গমন করে, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু অপ্‌শব্দশ্রবণের [এইপ্রকার] সামর্থ্য আছে (—অপ্‌শব্দের দ্বারা কেবল জলেরই বোধ হয়, ভূতান্তরের নহে)।১ সেই স্থলে কিপ্রকারে সাধারণভাবে প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে যে, সকলপ্রকার ভূতের সূক্ষ্মাংশসকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া [জীব লোকান্তরে] গমন করে ?২ এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, আচার্য্য] উত্তর দিতেছেন—

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥৩।১।২॥

পদচ্ছেদ—ত্র্যাত্মকত্বাৎ, তু, ভূয়স্ত্বাৎ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—উক্তচোদ্যনিরাসার্থঃ। [ত্রিবৃৎকরণশ্রুত্যা অপাম্ ইতরভূতদ্বয়-মেলনেন] **ত্র্যাত্মকত্বাৎ**—তেজোবন্নাত্মকত্বাৎ [জীবস্য জলেতরভূতপরিষ্বঙ্গঃ সিধ্যতি। কথং তর্হি শ্রুতৌ অপাং ব্যপদেশঃ ? তদাহ—] **ভূয়স্ত্বাৎ**—তেজআদ্যপেক্ষয়া দেহে অপাং আধিক্যাৎ। [যদ্যপি দেহে পৃথিবীভূয়স্ত্বম্ এব, তথাপি তেজআদ্যপেক্ষয়া অপাং ভূয়স্ত্বং বোধ্যম্]।

অনুবাদ—তুশব্দটী উক্ত শঙ্কা নিরাকরণের জন্য। [ত্রিবৃৎকরণপ্রতিপাদিকা শ্রুতির (ছাঃ ৬।৩।৩) বলে অন্য ভূতদ্বয়ের সহিত মিলনবশতঃ, জলের] **ত্র্যাত্মকত্বাৎ**—তেজঃ জল ও ক্ষিতিস্বরূপতা সিদ্ধ হওয়ায় [জীবের জলভিন্ন ভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সিদ্ধ হয়। আচ্ছা তাহা হইলে শ্রুতিতে জলের উল্লেখ কেন ? উত্তর—] **ভূয়স্ত্বাৎ**- যেহেতু তেজঃ প্রভৃতির অপেক্ষায় দেহে জলের আধিক্য আছে। [যদিও দেহে ক্ষিতির আধিক্যই আছে, তাহা হইলেও তেজঃ প্রভৃতির অপেক্ষায় জলের আধিক্য বুঝিতে হইবে, ইহাই ভাব।]

ভাবদীপিকা

পরমাণুদ্বারা গঠিত শরীরান্তরে শব্দাদিবিষয়াকারা সবিকল্পক বিজ্ঞানভাবপ্রাপ্তি, তাহাই তাহার দেহান্তরপ্রাপ্তি। এই মতে স্বীকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক গোলকমাত্র এবং মন সমনন্তরপ্রত্যয়মাত্র (২।৩৬৮ পৃঃ) হওয়ায় তাহারা নূতন দেহে নবরূপে উৎপন্ন হয়। যে শরীরচ্ছিদ্রে ইন্দ্রিয় অবস্থান করে, তাহাকে বলে **'গোলক'**। ভাষ্যমধ্যে শেষোক্ত মত বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) **বৈশেষিকমতে**—অণুপরিমাণ মন নূতন শরীরে গমন করে, ইন্দ্রিয়সকল সেই স্থলে নূতনভাবে উৎপন্ন হয়। ক্রিয়ারহিত বিভু আত্মা সেই নূতন শরীরে বৃত্তিলাভ করে, অর্থাৎ ভোগানুকূল বিশেষ সম্বন্ধমাত্র লাভ করে। **চার্ব্বাকগণ** বলেন—দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকায় পরলোকে গমনই সম্ভব নহে, পরন্তু মরণই মুক্তি। এই মতবাদ ভাষ্যস্থ 'আদ্য' শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দেন চোদিতাম্ আশঙ্কাম্ উচ্ছিনত্তি।১ ত্র্যাত্মিকা হি আপঃ ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ।২ তাসু আরম্ভিকাসু অভ্যুপগতাসু ইতরৎ অপি ভূতদ্বয়ম্ অবশ্যম্ অভ্যুপগন্তব্যং ভবতি।৩ ত্র্যাত্মকশ্চ দেহঃ, ত্রয়াণামপি তেজোবন্নানাং তস্মিন্ কার্য্যোপলব্ধেঃ।৪ পুনশ্চ ত্র্যাত্মকঃ ত্রিধাতুত্বাৎ ত্রিভিঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মভিঃ।৫ ন সঃ ভূতান্তরাণি প্রত্যাখ্যায় কেবলাভিঃ অদ্ভিঃ আরব্ধুং শক্যতে।৬ তস্মাৎ ভূয়স্ত্বাপেক্ষঃ অয়ম্ "আপঃ পুরুষবচসঃ" (ছাঃ ৫।৯।১) ইতি, প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ অপ্‌শব্দঃ ন কৈবল্যাপেক্ষঃ, সর্ব্বদেহেষু হি রসলোহিতাদিদ্রবদ্রব্যভূয়স্ত্বং দৃশ্যতে।৭ ননু পার্থিবঃ ধাতুর্ভূয়িষ্ঠঃ দেহেষু উপলক্ষ্যতে।৮ নৈষঃ দোষঃ, ইতরাপেক্ষয়া অপি অপাং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ — ত্রিবৃৎকরণশ্রুতে চোদিত [illegible] ও পঞ্চভূতের প্রাচুর্যই অপ্‌শব্দের অর্থ।]

[সিদ্ধান্ত—] তুশব্দটীর দ্বারা উত্থাপিত আশঙ্কাকে উচ্ছেদ করিতেছেন।১ জল নিশ্চয়ই ভূতত্রয়াত্মিকা (—ভূতত্রয়াত্মিকা, ২।১৩৫ পৃঃ, ২ ভাবদীঃ), যেহেতু ত্রিবৃৎকরণপ্রতিপাদিকা শ্রুতি (ছাঃ ৬।৩।৩) আছে।২ তাহাকে (—জলকে, শরীরের] উৎপাদকরূপে স্বীকার করিলে [ক্ষিতি ও তেজোরূপ] অন্য ভূতদ্বয়কেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।৩ যেহেতু দেহ ত্র্যাত্মক (—অগ্নি জল ও ক্ষিতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন), কারণ তাহাতে তেজঃ জল ও ক্ষিতি, এই তিনটারই [পরিপাক, স্বেদ ও গন্ধরূপ] কার্য্য উপলব্ধ হয়।৪ [কিন্তু উক্ত কার্য্যসকল হইতে ভিন্ন প্রাণনক্রিয়া ও অবকাশদানরূপ বায়ু ও আকাশের কার্য্যও তো দেহে পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে 'ত্র্যাত্মকত্বাৎ' এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেহ [দেহ] ত্র্যাত্মক (—ধাতুত্রয়স্বরূপ), যেহেতু [দেহের ধারক] বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিনটার দ্বারা তাহা ধাতুত্রয়যুক্ত।৫ তাহা (—ধাতুত্রয় দ্বারা বিধৃত সেই শরীর) অন্য ভূতসকলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল জলের দ্বারা আরব্ধ হইতে পারে না; [কারণ তাহা হইলে দেহে 'তেজের কার্য্য পিত্ত', 'বায়ুর কার্য্য বাত' (—শ্বাসাদিগ্রাহ্য বাতাস) 'আকাশের কার্য্য অবকাশ' ও 'ক্ষিতির কার্য্য গন্ধ' পরিদৃষ্ট হইত না।৬ কিন্তু বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপ ধাতুর দ্বারা বিধৃত শরীর যদি পাঞ্চভৌতিক হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতে নিয়মিতভাবে জলেরই গ্রহণ কেন হইয়াছে? উত্তর—] সেইহেতু (—শরীর পাঞ্চভৌতিক হওয়ায়) "জল পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে", ইত্যাদি প্রশ্ন ও প্রতিবচনে এই অপ্‌শব্দ কেবলতাকে (—ভূতান্তরবর্জ্জিত কেবল জলকে) অপেক্ষা করে না, কিন্তু ভূয়স্ত্বকে (—জলের আধিক্যকে) অপেক্ষা করে, যেহেতু সকল দেহে রস ও রক্ত ইত্যাদি তরল দ্রব্যের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়।৭ [শঙ্কা—] কিন্তু দেহসকলে পার্থিব ধাতুরই আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়।৮ [সমাধান—] ইহা দোষ

শাঙ্করভাষ্যম্

বাহুল্যং ভবিষ্যতি।৯ দৃশ্যতে চ শুক্রশোণিতলক্ষণে অপি দেহ-বীজে দ্রববাহুল্যম্।১০ কর্ম্ম চ নিমিত্তকারণং দেহান্তরারম্ভে।১১ কর্ম্মাণি চ অগ্নিহোত্রাদীনি সোমাজ্যপয়ঃপ্রভৃতিদ্রবদ্রব্যব্যপাশ্রয়াণি।১২ কর্ম্মসমবায়িন্যশ্চ আপঃ শ্রদ্ধাশব্দোদিতাঃ সহ কর্ম্মভিঃ দ্যুলোকাখ্যে অগ্নৌ হূয়ন্তে ইতি বক্ষ্যতি।১৩ তস্মাৎ অপি অপাং বাহুল্যপ্রসিদ্ধিঃ।১৪ বাহুল্যাৎ চ অপ্‌শব্দেন সর্ব্বেষাম্ এব দেহবীজানাং ভূতসূক্ষ্মাণাম্ উপাদানম্ ইতি নিরবদ্যম্।১৫॥৩।১।২॥

ভাষ্যানুবাদ

নহে, যেহেতু ইতরের (—পৃথিবীভিন্ন তেজঃ প্রভৃতির) অপেক্ষাতেও জলের আধিক্য হইবে।৯ আর শুক্র ও শোণিতরূপ যে দেহবীজ, তাহাতেও দ্রবত্বের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হইতেছে।১০ [কেবল দেহবীজেই যে দ্রবত্বের বাহুল্য থাকে, তাহা নহে, দেহের নিমিত্তকারণ কর্ম্মেও তাহা থাকে, ইহা বলিতেছেন—] আর অন্য দেহের উৎপত্তিতে কর্ম্ম নিমিত্তকারণ।১১ আবার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকল সোম ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি তরল দ্রব্যকে আশ্রয় করে (—তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আত্মলাভ করে।১২ কিন্তু সোমাদি তো এখানেই ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদ্গত জলবাহুল্যের অন্যদেহারম্ভের প্রতি উপযোগিতা কি? তাহা বলিতেছেন—] শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা বর্ণিত যে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জল, তাহা কর্ম্মসকলের (—তজ্জনিত অপূর্ব্বের, অদৃষ্টের) সহিত দ্যুলোক নামক অগ্নিতে আহুত হয়, ইহা পরে [৩।১।৬ সূত্রে] বলিবেন।১৩ সেই হেতুবশতঃও (—কর্ম্মরূপ নিমিত্তকারণগত দ্রববাহুল্য এইপ্রকারে দেহারম্ভের উপযোগী হওয়ায়) জলের বাহুল্য প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয় (৫)।১৪ আর [জলের] আধিক্যবশতঃ অপ্‌শব্দের দ্বারা দেহবীজভূত ভূতসূক্ষ্মসকলের (—পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সূক্ষ্মাংশের) গ্রহণ হইয়াছে, ইহা দোষবিহীন।১৫॥৩।১।২॥

ভাবদীপিকা

(৫) **ন্যায়**নির্ণয়কার বলেন—"আপো হি····সূক্ষ্মরূপেণ পুরুষম্ অশ্রিতাঃ শ্রদ্ধাশব্দাঃ সহ কর্ম্মসংস্কারৈঃ দ্যুলোকাগ্নৌ হুতাঃ" ইত্যাদি। **প্রকটার্থ**কার বলেন—"স্থূলকর্ম্মসাধনতয়া তৎসম্বন্ধিন্যঃ আপঃ সূক্ষ্মরূপেণ পুরুষম্ আশ্রিত্য অবতিষ্ঠমানাঃ" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা যজ্ঞসাধনভূত সোমাদি দ্রবদ্রব্য ভস্মীভূত হইলেও অদৃষ্টবলে সূক্ষ্মরূপে যজমানকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং তৎসহ লোকান্তরে গমন করে, ইহাই প্রতিভাত হয়। "পয়োদ্রব্যং...আহবনীয়ে প্রক্ষিপ্তম্ অগ্নিনা ভক্ষিতম্ অদৃষ্টেন সূক্ষ্মেণ রূপেণ বিপরিণতম্","তাঃ সূক্ষ্মাঃ আপঃ আহুতিকার্য্যভূতাঃ" (বৃঃ ৬।২।২ ভাষ্য) ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য। [বস্তুতঃ কর্ম্মজনিত অদৃষ্টবলেই জীব ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত হইয়া লোকান্তরে গমন করে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা যাহারা সোমাদি আহুতি প্রদান করে নাই, নিরাধার প্রাণসকলের গতি সম্ভব না হওয়ায় (৩।১।৩ সূঃ), তাহাদের শরীরান্তরপ্রাপ্তিই সম্ভব হইবে না। "ভূতসূক্ষ্মরূপস্য অদৃষ্টস্য" ইত্যাদি 'ব্রহ্মবিদ্যাভরণ' (২।২।১২ সূঃ) হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই সূচিত হয়। ১০ ভাবদীঃ দ্রঃ]।

প্রাণগতেশ্চ ॥৩।১।৩॥

সূত্রার্থ—চ—অপিচ, প্রাণগতেঃ—[জীবদ্দশায়াং দেহাশ্রয়ান্তিকতয়া ভূতাশ্রিতানাং] প্রাণানাং—মুখ্যপ্রাণচক্ষুরাদীনাং, গতেঃ—গমনদর্শনাৎ, [ভূতাশ্রিতাঃ এব প্রাণাঃ গচ্ছন্তি ইতি অবগন্তব্যম্। তথা চ ভূতসম্পরিষ্বক্তস্য এব মরণকালে রংহণম্ সিদ্ধ্যতি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—চ—আর, প্রাণগতেঃ—[জীবদ্দশাতে দেহরূপে অবস্থিত ভূতসকলে আশ্রিত] প্রাণানাং—মুখ্যপ্রাণ ও চক্ষু প্রভৃতির, গতেঃ—গমন পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [ভূতাশ্রিত হইয়াই প্রাণসকল গমন করে, ইহা অবগত হইতে হইবে। তাহাতে মরণকালে ভূতপরিবেষ্টিত জীবেরই গমন সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণানাং চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ শ্রাব্যতে—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ ।১ সা চ প্রাণানাং গতিঃ ন আশ্রয়ম্ অন্তরেণ সম্ভবতি ইতি অতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তা তদাশ্রয়ভূতানাম্ অপাম্ অপি ভূতান্তরোপসৃষ্টানাং গতিঃ অবগম্যতে ।২ নহি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ ক্বচিৎ গচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা জীবতঃ অদর্শনাৎ ।৩॥৩।১।৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীবদ্দশাতে আশ্রয়ব্যতিরেকে প্রাণগতি সম্ভব না হওয়ায় অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে লোকান্তরগমনকালেও তাহা অঙ্গীকার্য।]

আর "সে (—জীব) উৎক্রমণ করিলে তাহাকে অনুসরণকরতঃ মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে, মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করিলে তাহাকে অনুসরণকরতঃ সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রমণ করে", ইত্যাদি শ্রুতিসকলের দ্বারা দেহান্তরপ্রাপ্তিকালে প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) গতি শ্রাবিত হইতেছে।১ আবার প্রাণসকলের সেই গতি আশ্রয়ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, এইহেতু প্রাণসকলের গতিবশতঃ তাহাদের আশ্রয়ভূত অন্য ভূতসকলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে জল, তাহারও গতি [অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে] অবগত হওয়া যাইতেছে। ২ [কিন্তু আশ্রয়ব্যতিরেকে প্রাণসকলের স্বতন্ত্রভাবে গতি কেন স্বীকার করিতেছ না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] নিরাশ্রয় প্রাণসকল কোথাও গমন করে, অথবা অবস্থান করে, ইহা নিশ্চয় বলা যায় না, যেহেতু জীবিত ব্যক্তির তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। (৬) ।৩॥৩।১।৩॥

ভাবদীপিকা

(৬) দৃষ্ট পদার্থে ব্যাপ্তিগ্রহণ করিয়াই অদৃষ্ট পদার্থ অনুমিত হয়। জীবিত ব্যক্তির প্রাণসকলের গতি দেহরূপ আশ্রয়াবলম্বনেই পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া লোকান্তরগমনকালেও সেইপ্রকারেই অনুমান করিতে হইবে, ইহাই ভাব। এই স্থলে অনুমানের আকার এই—"উৎক্রান্তৌ প্রাণাঃ দেহবীজভূতাশ্রয়াঃ, প্রাণত্বাৎ, জীবদ্দেহস্থপ্রাণবৎ"।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতিচেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥৩।১।৪॥

পদচ্ছেদ—অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ, ইতি, চেৎ, ন, ভাক্তত্বাৎ।

সূত্রার্থ—["মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি" (বৃঃ ৩।২।১৩) ইত্যাদিনা বাগাদীনাং ইন্দ্রিয়াণাং] **অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ** - অগ্ন্যাদিষু দেবেষু গতেঃ—লয়স্য শ্রবণাৎ [ন তেষাং লোকান্তরং প্রতি গতিঃ, যয়া ভূতসম্পরিষ্বঙ্গসিদ্ধিঃ স্যাৎ], **ইতি চেৎ**; ন, [বাগাদিলয়শ্রুতেঃ "ওষধীর্লোমানি"(বৃঃ ৩।২।১৩) ইতিবৎ] **ভাক্তত্বাৎ**—গৌণত্বাৎ।

অনুবাদ—["মৃতব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে বিলীন হয়", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের] **অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ**—অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসকলে গতেঃ—বিলয়ের বর্ণনা শ্রুত হওয়ায় [তাহাদের লোকান্তরে গমন হয় না, যাহার বলে ভূতসকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সিদ্ধ হইবে], **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়; [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **ন**—তাহা বলা যায় না, যেহেতু ["লোমসকল ওষধিতে লয়প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদির ন্যায় বাগাদির লয়প্রতিপাদিকা শ্রুতির] **ভাক্তত্বাৎ**—গৌণতা সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, নৈব প্রাণাঃ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ সহ জীবেন গচ্ছন্তি, অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ ।১ তথাহি শ্রুতিঃ মরণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণাঃ অগ্ন্যাদীন্ দেবান্ গচ্ছন্তি ইতি দর্শয়তি—"যত্র অস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণঃ" (বৃঃ ৩।২।১৩) **ইত্যাদিনা ইতি চেৎ ?২ ন, ভাক্তত্বাৎ। ৩ বাগাদীনাম্ অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিঃ গৌণী, লোমসু কেশেষু চ অদর্শনাৎ ।৪ "ওষধীঃ লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ"** (বৃঃ ৩।২।১৩), **ইতি হি তত্র আম্নায়তে ।৫ নহি লোমানি কেশাশ্চ উৎপ্লুত্য ওষধীঃ বনস্পতীংশ্চ গচ্ছন্তি ইতি**

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ইন্দ্রিয়গণ তত্তৎ দেবতাতে গমন করে, জীবের সহিত গমন করে না।]

[সংশয়—] আচ্ছা, তাহা হউক্, অন্য দেহপ্রাপ্তিতে প্রাণসকল [কিন্তু] জীবের সহিত গমনই করে না, যেহেতু অগ্নি প্রভৃতিতে [তাহাদের] গতি শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। ১ যেমন দেখ, "যখন এই মৃত পুরুষের বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে বিলীন হয়, [মুখ্য] প্রাণ বায়ুতে বিলীন হয়", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি মরণকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসকলে গমন করে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, ইত্যাদি; যদি এইপ্রকার বলা হয় ?২

[সিঃ—ইন্দ্রিয়ের তত্তৎ দেবতাতে গমনবোধিকা শ্রুতি গৌণী, উপকারনিবৃত্তিই তাহার তাৎপর্য্য।]

[সিদ্ধান্ত—] তাহা নহে, যেহেতু [উক্তপ্রকার বর্ণনা] গৌণ। ৩ [ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির অগ্নি প্রভৃতিতে গতি প্রতিপাদিকা শ্রুতি গৌণী, যেহেতু লোমসকলে এবং কেশসকলে [ওষধি ও বনস্পতিতে গমন] পরিদৃষ্ট হয় না। ৪ "লোমসকল ওষধিসকলকে, কেশসকল বনস্পতিসকলকে প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকারেই সেই স্থলে পঠিত হইতেছে। ৫ লোমসকল ও কেশসকল লম্ফপ্রদান-

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্ভবতি ।৬ ন চ জীবস্য প্রাণোপাধিপ্রত্যাখ্যানে গমনম্ অবকল্প্যতে ।৭ নাপি প্রাণৈঃ বিনা দেহান্তরে উপভোগঃ উপপদ্যতে ।৮ বিস্পষ্টং চ প্রাণানাং সহ জীবেন গমনম্ অন্যত্র শ্রাবিতম্ ।৯ অতঃ বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীনাম্ অগ্ন্যাদিদেবতানাং বাগাদ্যুপকারিণীনাং মরণকালে উপকারনিবৃত্তিমাত্রম্ অপেক্ষ্য বাগাদয়ঃ অগ্ন্যাদীন্ গচ্ছন্তি ইতি উপচর্য্যতে ।১০।৩।১৪।

ভাষ্যানুবাদ

পূর্বক ওষধিসকলে ও বনস্পতিসকলে গমন করে, ইহা নিশ্চয় সম্ভব নহে। [সেইহেতু এই সকল স্থলে মুখ্য গতি অঙ্গীকার করা যায় না]। ৬ আর প্রাণরূপ উপাধিকে পরিত্যাগ করিলে জীবের [লোকান্তরে] গমন সঙ্গত হয় না [যেহেতু লিঙ্গশরীরের উৎক্রান্তি ও গত্যাগতিই তদুপাধিক জীবের উৎক্রান্তি ও গত্যাগতি, প্রশ্নঃ ৬।৩-৪]।৭ আর প্রাণসকল (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল) ব্যতিরেকে দেহান্তরে [জীবের] উপভোগও সম্ভব হয় না।৮ আর ["সর্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২) ইত্যাদি] অন্য স্থলে জীবের সহিত প্রাণসকলের গমন অতি স্পষ্টভাবে শ্রবণকরান হইয়াছে। [অতএব "অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি" (বৃঃ ৩।২।১৩) এবং "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি" (বৃঃ ৪।৪।২), এই শ্রুতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইলে জীবের লোকান্তরে গমন ও তথায় উপভোগ, অন্যথা উপপন্ন হয় না বলিয়া অগ্ন্যাদিতে গতিবোধিকা শ্রুতিকে গৌণী বলিতে হইবে।৯ আচ্ছা, তাহা হইলে "অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য কি? তাহা বলিতেছেন—] অতএব বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা ও বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যকারী অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসকলের যে [জীবের] মরণকালে [ইন্দ্রিয়পরিচালনরূপ] উপকারের নিবৃত্তিমাত্র, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া 'বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি অগ্নি প্রভৃতিতে গমন করে', ইহা গৌণভাবে বলা হইয়াছে।১০।৩।১৪॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতিচেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥৩।১৫॥

পদচ্ছেদ—প্রথমে, অশ্রবণাৎ, ইতি, চেৎ, ন, তাঃ, এব, হি, উপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—[ননু দ্যুলোকাদিষু পঞ্চাগ্নিষু অপাম্ আহুতিত্বে সিদ্ধে পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ অপাং পুরুষবচস্ত্বং নিশ্চেতুং শক্যতে। তদেব তু নাস্তি। দ্যুলোকাদিপঞ্চাগ্নিষু] **প্রথমে**—আদ্যে দ্যুলোকাগ্নৌ ["দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" (ছাঃ ৫।৪।২), ইতি শ্রদ্ধায়াঃ আহুতিত্বশ্রবণাৎ, অপাম্] **অশ্রবণাৎ**—প্রথমাশ্রবণাভাবাৎ। [অতঃ কথম্ অপাং পুরুষবচস্ত্বম্] **ইতি চেৎ?** **ন, হি**—যতঃ, [শ্রদ্ধাশব্দেন] **তাঃ এব**—আপঃ এব [লক্ষ্যন্তে। কুতঃ?] **উপপত্তেঃ**—যতঃ "শ্রদ্ধা বৈ আপঃ" (তৈঃ ব্রাঃ ৩।২।৪।১), "আপঃ হ অস্মৈ শ্রদ্ধাং সংনমন্তে পুণ্যায় কর্মণে", ইত্যাদিবৈদিকপ্রয়োগে শ্রদ্ধাহেতুত্বাৎ অপ্সু শ্রদ্ধাশব্দস্য উপপত্তিঃ দৃশ্যতে।

অনুবাদ—[পরন্তু দ্যুলোকাদি পাঁচটি অগ্নিতে জলের আহুত হওয়া সিদ্ধ হইলে 'পঞ্চম

আহুতিতে জলের পুরুষসংজ্ঞালাভ' নিশ্চয় করিতে পারা যায়। তাহা কিন্তু নাই। দ্যুলোকাদি অগ্নিপঞ্চকের মধ্যে] **প্রথমে—আস্ত** দ্যুলোকাগ্নিতে ["দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করেন", এইপ্রকারে শ্রদ্ধার আহুতিতা শ্রুত হওয়ায় জলের] **অশ্রবণাৎ—** প্রাথম্য বর্ণনা যেহেতু শ্রুতিতে নাই। [সেইহেতু জলের পুরুষসংজ্ঞালাভ কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ?] **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়, তদুত্তর সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ন**—তাহা বলা যায় না, **হি**—যেহেতু [শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা] **তাঃ এব**—সেই জলই [লক্ষিত হইতেছে। কি প্রকারে ?] **উপপত্তেঃ**-যেহেতু "জলই শ্রদ্ধা", "জলই [স্নানাদি] পুণ্যকর্ম্মের জন্য ইহার শ্রদ্ধা উৎপাদন করে", ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগে শ্রদ্ধার হেতু হওয়ায় জলে শ্রদ্ধা-শব্দের উপপত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ,কথং পুনঃ "পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি" (ছাঃ ৫।৩।৩), **ইতি এতৎ নির্ধারয়িতুং পার্য্যতে?১ যাবতা নৈব প্রথমে অগ্নৌ অপাং শ্রবণম্ অস্তি।২ ইহ হি দ্যুলোকপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চানাম্ অহুতীনাম্ আধারত্বেন অধীতাঃ।৩ তেষাং চ প্রমুখে "অসৌ বাব লোকঃ গৌতম অগ্নিঃ"** (ছাঃ ৫।৪।১) **ইতি উপন্যস্য "তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি"** (ছাঃ ৫।৪।২) **ইতি শ্রদ্ধা হোম্যদ্রব্যত্বেন আবেদিতা।৪ ন তত্র আপঃ হোম্যদ্রব্যতয়া শ্রুতাঃ।৫ যদি নাম পর্জ্জন্যাদিষু উত্তরেষু চতুর্ষু অগ্নিষু অপাং হোম্যদ্রব্যতা পরিকল্প্যেত, পরিকল্প্যতাম্ নাম, তেষু হোতব্য-তয়া উপাত্তানাং সোমাদীনাম্ অব্বহুলত্বোপপত্তেঃ।৬ প্রথমে তু অগ্নৌ শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্য অশ্রুতাঃ আপঃ পরিকল্প্যন্তে ইতি**

ভাষ্যানুবাদ

' (পূঃ—পঞ্চম আহুতিতে জলের পুরুষভাবপ্রাপ্তি অসঙ্গত, যেহেতু সেই স্থলে শ্রুত শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ মানসবৃত্তিবিশেষ।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] আচ্ছা, তাহা হউক্, কিন্তু "পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে", ইত্যাদি ইহা কি প্রকারে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় ? ১ যেহেতু প্রথম অগ্নিতে [আহুতিরূপে] জলের বর্ণনাই শ্রুতিতে নাই। ২ যেহেতু এখানে (—পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে) দ্যুলোক প্রভৃতি পাঁচটী অগ্নি পাঁচটী আহুতির আধাররূপে পঠিত হইয়াছে।৩ আর তাহাদের মধ্যে প্রথমে "হে গৌতম, ঐ দ্যুলোকই অগ্নি", এইপ্রকারে উল্লেখ করিয়া "সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করেন", এইপ্রকারে হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রদ্ধা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।৪ সেইস্থলে জল হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হয় নাই।৫ যদি পর্জ্জন্য প্রভৃতি পরবর্ত্তী চারিটী অগ্নিতে জলকে হোমীয় দ্রব্যরূপে পরিকল্পনা করা যায়, তাহা না হয় কল্পনা করিতে পার; যেহেতু সেই সকলে হবনীয়রূপে পরিগৃহীত সোম প্রভৃতির জল-বহুলতা সঙ্গত।৬ কিন্তু প্রথম অগ্নিতে [হবনীয়রূপে] শ্রুত শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুত জল পরিকল্পিত হইতেছে, ইহা সাহস (—হঠকারিতা) মাত্র। ৭

শাঙ্করভাষ্যম্

সাহসমাত্রম্ এতৎ।৭ শ্রদ্ধা চ নাম প্রত্যয়বিশেষঃ, প্রসিদ্ধিসামর্থ্যাৎ।৮ তস্মাৎ অযুক্তঃ পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ অপাং পুরুষভাবঃ ইতি চেৎ ?৯ নৈষঃ দোষঃ, যতঃ তত্রাপি প্রথমে অগ্নৌ তাঃ এব আপঃ শ্রদ্ধাশব্দেন অভিপ্রেয়ন্তে।১০ কুতঃ?১১ উপপত্তেঃ।১২ এবং হি আদিমধ্যাবসানসংগানাৎ অনাকুলম্ এতৎ একবাক্যম্ উপপদ্যতে।১৩ ইতরথা পুনঃ পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ অপাং পুরুষবচস্ত্বপ্রকারে পৃষ্টে প্রতিবচনাবসরে প্রথমাহুতিস্থানে যদি অনপঃ হৌম্যদ্রব্যং শ্রদ্ধাং নাম অবতারয়েৎ, ততঃ অন্যথা প্রশ্নঃ অন্যথা প্রতিবচনম্ ইতি একবাক্যতা ন স্যাৎ।১৪ "ইতি তু পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসঃ ভবন্তি" (ছাঃ ৫।৯।১), ইতি চ উপসংহরন্ এতদেব দর্শয়তি।১৫ শ্রদ্ধাকার্য্যং চ সোমবৃষ্ট্যাদি স্থূলীভবৎ

ভাষ্যানুবাদ

[যদি বলা হয়—শ্রদ্ধাশব্দের লক্ষণাবৃত্তিতে জলই গ্রহণীয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] মানসবৃত্তিবিশেষের নাম শ্রদ্ধা, যেহেতু প্রসিদ্ধির (—শব্দের শক্তিবৃত্তির, সেইপ্রকার] সামর্থ্য আছে।৮ সেইহেতু (—লক্ষণাবৃত্তি অপেক্ষা শক্তিবৃত্তি প্রবলা হওয়ায়) 'পঞ্চম আহুতিতে জলের পুরুষভাব' সঙ্গত নহে, এইপ্রকার যদি বলা হয় ?৯

[সিঃ—উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাবলে শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ 'জল'।]

[সিদ্ধান্ত—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু সেই স্থলেও (—পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সেই প্রকরণেও), প্রথম অগ্নিতে সেই জলই শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা অভিপ্রেত হইতেছে।১০ তাহাতে হেতু কি ?১১ [উত্তর—] যেহেতু যুক্তিসঙ্গত।১২ [যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু এইপ্রকার হইলে (—শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা জল গৃহীত হইলে) আদি মধ্য এবং শেষভাগের সংগান (—একার্থতা) বশতঃ এই একবাক্যতা অনাকুলভাবে সঙ্গত হয়।১৩ কিন্তু তাহা না হইলে (—শ্রদ্ধাশব্দে জল গৃহীত না হইলে) 'পঞ্চম আহুতিতে জল কিপ্রকারে পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে', ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তরদানকালে প্রথমাহুতির স্থানে যদি জলভিন্ন [মানসবৃত্তিরূপা] শ্রদ্ধানামক হবনীয় দ্রব্যকে অবতরণ করান (—গ্রহণ করা) হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন একপ্রকার এবং প্রতিবচন অন্যপ্রকার হওয়ায় [উপক্রম ও উপসংহারের] একবাক্যতা হইবে না। [তাহা সঙ্গত নহে; অতএব শ্রদ্ধাশব্দে জলকেই গ্রহণ করিতে হইবে]।১৪ আর "এইপ্রকারেই পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে", এইপ্রকারে উপসংহারকরতঃ [শ্রুতি] ইহাই (—শ্রদ্ধাশব্দের জলরূপ অর্থই) প্রদর্শন করিতেছেন।১৫

[সিঃ—মানসবৃত্তিরূপা শ্রদ্ধার গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় কার্য্যকারণভাববশতঃ শ্রদ্ধাশব্দের লাক্ষণিকার্থ 'জল'।]

["উপপত্তেঃ" এই সূত্রাংশের অর্থান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ["শ্রদ্ধাং জুহ্বতি...সোমো রাজা সম্ভবতি" (ছাঃ ৫।৪।২-৫।৮।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে] শ্রদ্ধার

শাঙ্করভাষ্যম্

অব্বহুলং লক্ষ্যতে ।১৬ সা চ শ্রদ্ধায়াঃ অপ্‌ত্বে যুক্তিঃ, কারণানুরূপং হি কার্য্যং ভবতি ।১৭ ন চ শ্রদ্ধাখ্যঃ প্রত্যয়ঃ মনসঃ জীবস্য বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণঃ নিষ্কৃষ্য হোমায় উপাদাতুং শক্যতে, পশ্বাদিভ্যঃ ইব হৃদয়াদীনি ইতি আপঃ এব শ্রদ্ধাশব্দাঃ ভবেযুঃ ।১৮ শ্রদ্ধাশব্দশ্চ অপ্‌সু উপপদ্যতে, বৈদিকপ্রয়োগদর্শনাৎ "শ্রদ্ধা বৈ আপঃ" (তৈঃ ব্রাঃ ৩।২।৪।১) ইতি ।১৯ তনুত্বং শ্রদ্ধাসারূপ্যং গচ্ছন্ত্যঃ আপঃ দেহ-বীজভূতাঃ ইতি অতঃ শ্রদ্ধাশব্দাঃ স্যুঃ ।২০ যথা সিংহপরাক্রমঃ নরঃ

ভাষ্যানুবাদ

কার্য্যভূত সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি [ক্রমশঃ] স্থূলভাব প্রাপ্ত হইয়া জলবহুলরূপে লক্ষিত হইতেছে ।১৬ আর তাহাই (—জলবহুলতাই) শ্রদ্ধার জলত্বের প্রতি যুক্তি, যেহেতু কার্য্য কারণের অনুরূপই হইয়া থাকে ।১৭ [মানসবৃত্তিরূপা শ্রদ্ধা গ্রহণীয় নহে, ইহা বলিতেছেন—] আর শ্রদ্ধানামক প্রত্যয় [সিদ্ধান্তে] মনের, অথবা [বৈশেষি-কাদিমতে] জীবের ধর্ম্ম হওয়ায় পশু প্রভৃতি হইতে হৃদয়াদির ন্যায় ধর্ম্মী [মন বা জীব] হইতে নিষ্কাশনকরতঃ হোমের জন্য গৃহীত হইতে পারে না; এইহেতু জলই হইবে শ্রদ্ধাশব্দবোধ্য (৭) ।১৮

[সিঃ—এই স্থলে শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ জল, এই বিষয়ে বৈদিকপ্রয়োগ, গৌণীবৃত্তি এবং দ্বিবিধ লক্ষণাবৃত্তি প্রদর্শন।]

["উপপত্তেঃ" ইহার ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শ্রদ্ধাশব্দ জলে উপপন্ন হয় (—জলেও প্রযুক্ত হয়), যেহেতু "শ্রদ্ধা জলস্বরূপই", এইপ্রকার বৈদিক প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, [সুতরাং এইপ্রকার প্রয়োগকে অপ্রসিদ্ধ বলা যায় না। ১৯ কিন্তু লোকমধ্যে বৃদ্ধগণের এইপ্রকার প্রয়োগ না থাকায় লোকবুদ্ধির অনুসরণকারী বেদেও তাদৃশ প্রয়োগ কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে গৌণীবৃত্তি অবলম্বনে সমাধান করিতেছেন—] আর [মানসবৃত্তিরূপা] শ্রদ্ধার সদৃশ তনুতাপ্রাপ্ত (—সূক্ষ্মতা-প্রাপ্ত) জল দেহের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে, এইহেতু (—সূক্ষ্মতারূপ গুণের যোগ-বশতঃ, সূক্ষ্ম জল] শ্রদ্ধাশব্দের বোধ্য হইবে ।২০ যেমন সিংহপরাক্রম মনুষ্য [সিংহ-

ভাবদীপিকা

(৭) তাৎপর্য্য এই—মানসবৃত্তিরূপা শ্রদ্ধার আহুতি উপপন্ন হয় না বলিয়া 'তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ' এই স্থলে শ্রদ্ধাশব্দের লাক্ষণিকার্থরূপে জলকে গ্রহণ করিতে হইবে। শব্দের শক্তিবৃত্তি লক্ষণাবৃত্তি অপেক্ষা বলবতী হইলেও, ইহা হোমবর্ণনার প্রকরণ হওয়ায় এবং "জুহ্বতি" (ছাঃ ৫।৫।২, ৫।৬।২ ইত্যাদি) শ্রুতির সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ থাকায়, প্রকরণ-প্রমাণপুষ্ট লিঙ্গপ্রমাণবলে এখানে শ্রদ্ধাশব্দের শক্তিবৃত্তি (—শ্রুতিপ্রমাণ) বাধিত হইয়া পড়ে। গঙ্গাতীরের সহিত গঙ্গাজলপ্রবাহের সম্বন্ধের ন্যায় শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থের সহিত লাক্ষণিক অর্থের একটা সম্বন্ধ থাকে। প্রস্তাবিত স্থলে কার্য্যকারণভাবই সেই সম্বন্ধ (১৬-১৭ বাক্য)। শ্রদ্ধা আহুত হইয়া (ছাঃ ৫।৪।২) ক্রমশঃ রেতোরূপে পরিণত হয় (ছাঃ ৫।৮।২)। তাহা জল বহুল। অতএব কারণস্বরূপ শ্রদ্ধাকেও জহল্লক্ষণাবৃত্তিতে জলরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সিংহশব্দঃ ভবতি।২১ শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়াৎ চ অপ্‌সু শ্রদ্ধাশব্দঃ উপপদ্যতে, মঞ্চশব্দঃ ইব পুরুষেষু।২২ শ্রদ্ধাহেতুত্বাৎ চ শ্রদ্ধাশব্দোপপত্তিঃ, "আপঃ হ অস্মৈ শ্রদ্ধাং সংনমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে" ইতি শ্রুতেঃ।২৩॥৩।১।৫

ভাষ্যানুবাদ

নিষ্ঠ শূরতাদি গুণের যোগবশতঃ] সিংহশব্দের বোধ্য হইয়া থাকে।২১ [প্রকারান্তরে লক্ষণা প্রদর্শন করিতেছেন—] শ্রদ্ধাপূর্ব্বক [অনুষ্ঠিত] কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় [এককর্ম্মযোগিত্বরূপ (৮) সম্বন্ধবশতঃ] শ্রদ্ধাশব্দ জলে সঙ্গত, যেমন মঞ্চশব্দ [অজহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে] পুরুষসকলে সঙ্গত।২২ [লক্ষণার অন্যপ্রকার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শ্রদ্ধার হেতু হওয়ায় [জলে] শ্রদ্ধাশব্দের যুক্তিযুক্ততা সঙ্গত, যেহেতু "জল (— তীর্থস্থ সলিল, স্নানাদি] পুণ্যকর্ম্মের জন্য ইহার (—পুরুষের) শ্রদ্ধা উৎপাদন করে", এইপ্রকার শ্রুতি আছে (৯)।২৩॥৩।১।৫॥

অশ্রুতত্বাদিতিচেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৩।১।৬॥

পদচ্ছেদ—অশ্রুতত্বাৎ, ইতি, চেৎ, ন, ইষ্টাদিকারিণাম্, প্রতীতেঃ।

সত্রার্থ—[নমু শ্রদ্ধাশব্দিতানাম্ অপাং পুরুষবচস্ত্বেঽপি তদ্বেষ্টিতস্য জীবস্য গমনং ন যুজ্যতে], **অশ্রুতত্বাৎ**—অবাদিবৎ জীবস্য রংহণকর্ত্তৃত্বস্য অশ্রুতত্বাৎ, **ইতি চেৎ**; **ন**, ["অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে" (ছাঃ ৫।১০।৩) ইত্যাদিবাক্যশেষেণ] **ইষ্টাদিকারিণাম্**—ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিণাং' **প্রতীতেঃ**—গমনপ্রতীতেঃ ; [অতঃ অপ্‌পরিবেষ্টিতস্য জীবস্য গমনং সিধ্যতি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু শ্রদ্ধাশব্দের দ্বারা কথিত জলের পুরুষসংজ্ঞা সিদ্ধ হইলেও তদ্বেষ্টিত জীবের গমন সঙ্গত নহে], **অশ্রুতত্বাৎ**—যেহেতু জলাদির ন্যায় জীবের গমনকর্ত্তৃত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয় ; [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—তাহা বলা যায় না, যেহেতু ["আর এই যাহারা গ্রামে (— গৃহস্থাশ্রমে) ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করেন", ইত্যাদি বাক্যশেষের দ্বারা] **ইষ্টাদিকারিণাম্**—ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের, **প্রতীতেঃ**—গমন প্রতিভাত হয়। [অতএব অপ্‌পরিবেষ্টিত জীবের গমন সিদ্ধ হয়]।

ভাবদীপিকা

(৮) জলপ্রধান সোমাদি হোমীয় দ্রব্য এবং মানসবৃত্তিরূপা শ্রদ্ধা একই কর্ম্মের প্রতি উপযোগী হওয়ায় ইহাদের মধ্যে 'এককর্ম্মযোগিত্বরূপ' সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। মঞ্চস্থ উচ্চশব্দকারী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া যেমন বলা হয়—'মঞ্চ চীৎকার করিতেছে', তদ্রূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় অজহল্লক্ষণাবৃত্তিতে জলকে শ্রদ্ধা বলা হইতেছে, ইহাই ভাব।

(৯) তীর্থসলিল শ্রদ্ধার হেতু, শ্রদ্ধা তাহার কার্য্য। এই 'হেতুত্ব'রূপ শক্যসম্বন্ধের বলে শ্রদ্ধার হেতু জলে শ্রদ্ধাশব্দের জহল্লক্ষণাবৃত্তিতে প্রয়োগ হইয়াছে ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথাপি স্যাৎ প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং নাম আপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ পুরুষাকারং প্রতিপদ্যেরন্।১ ন তু তৎসম্পরিষক্তাঃ জীবাঃ রংহেয়ুঃ, অশ্রুতত্বাৎ।২ নহি অত্র অপাম্ ইব জীবানাং শ্রাবয়িতা কশ্চিৎ শব্দঃ অস্তি।৩ তস্মাৎ রংহতি সম্পরিষক্তঃ ইতি অযুক্তম্ ইতি চেৎ?৪ নৈষঃ দোষঃ।৫ কুতঃ?৬ ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ।৭ "অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইতি উপাসতে, তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৫।১০।৩), ইতি উপক্রম্য ইষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযাণেন পথা চন্দ্রপ্রাপ্তিং কথয়তি—"আকাশাৎ চন্দ্রমসম্, এষঃ সোমঃ রাজা" (ছাঃ ৫।১০।৪) ইতি।৮ তে এব ইহাপি প্রতীয়ন্তে "তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যাঃ আহুতেঃ সোমঃ রাজা সম্ভবতি" (ছাঃ ৫।৪।২), ইতি শ্রুতিসামান্যাৎ।৯ তেষাং চ অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্ম-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—শ্রুতিতে বর্ণিত না হওয়ায় জীব ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে না।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] আচ্ছা হইতে পারে, প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে [বিজ্ঞাত] জল শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চম আহুতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হইবে।১ কিন্তু তৎপরিবেষ্টিত জীবসকল গমন করিবে না, যেহেতু শ্রুতিতে তাহা বর্ণিত হয় নাই।২ যেহেতু এখানে (—শ্রুতির এই প্রকরণে) জলের ন্যায় জীবসকলের শ্রাবয়িতা কোন শব্দ নাই।৩ সেইহেতু [অপ্‌শব্দের দ্বারা লক্ষিত পঞ্চীকৃত ভূতের সূক্ষ্মাংশ-দ্বারা] পরিবেষ্টিত [জীব পরলোকে] গমন করে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, এইপ্রকার যদি বলা হয়? ৪

[সিঃ—বিভিন্ন শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত জীবের পরলোকে গতি সমর্থন।]

[সিদ্ধান্ত—] ইহা দোষ নহে।৫ কেন? ৬ [উত্তর—] ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের [অপ্‌পরিবেষ্টিত গতি] প্রতীত হয়।৭ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "আর এই যাঁহারা গ্রামে (—গৃহস্থাশ্রমে) ইষ্ট পূর্ত্ত ও দত্ত (১।১৫৩ পৃঃ) ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধূমকে (—তদভিমানিনী দেবতাকে) প্রাপ্ত হন", এই প্রকারে বর্ণনারম্ভ করিয়া ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের ধূমাদির দ্বারা পিতৃযান-মার্গে চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা [শ্রুতি] বলিতেছেন, যথা—"আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন, ইনিই সোম রাজা", ইত্যাদি।৮ তাহারাই (—ইষ্টাদিকারী জীবগণই) এখানেও (—পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবাক্যেও) প্রতীত হইতেছে, যেহেতু "সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হন," ইত্যাদি শ্রুতির সাদৃশ্য আছে (—সোমরাজারূপে উৎপত্তির সাদৃশ্য থাকায় শ্রদ্ধাশব্দিত অপ্‌দ্বারা পরিবেষ্টিত জীবের দ্যুলোকে গতি সিদ্ধ হয়।৯ কিন্তু সাদৃশ্য কোথায়? কোথাও শ্রদ্ধাশব্দিত জলের দ্যুলোকে আহুতি শ্রুত

শাঙ্করভাষ্যম্

সাধনভূতাঃ দধিপয়ঃপ্রভৃতয়ঃ দ্রবদ্রব্যভূয়স্ত্বাৎ প্রত্যক্ষম্ এব আপঃ সন্তি।১০ তাঃ আহবনীয়ে হুতাঃ সূক্ষ্মাঃ আহুত্যঃ অপূর্ব্বরূপাঃ সত্যঃ তান্ ইষ্টাদিকারিণঃ আশ্রয়ন্তি।১১ তেষাং চ শরীরং নৈধনেন বিধানেন অন্ত্যে অগ্নৌ ঋত্বিজঃ জুহ্বতি "অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" ইতি।১২ ততঃ তাঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়িন্যঃ আহুতিময্যঃ আপঃ অপূর্ব্বরূপাঃ সত্যঃ তান্ ইষ্টাদিকারিণঃ জীবান্ পরিবেষ্ট্য অমুং লোকং ফলদানায় নয়ন্তি ইতি যৎ তৎ অত্র জুহোতিনা অভিধীয়তে—"শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" (ছাঃ ৫।৪।২) ইতি।১৩ তথাচ অগ্নিহোত্রে ষট্প্রশ্নীনির্ব্বচনরূপেণ বাক্যশেষেণ "তে বৈ এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৬।৫।৬), ইতি এবমাদিনা অগ্নি-

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে, কোথাও ইষ্টাদিকারিগণের ধূমাদিক্রমে আকাশপ্রাপ্তি শ্রুত হইতেছে. জলের সাহচর্য্য শ্রুত হইতেছে না। এইপ্রকার মহান্ বৈলক্ষণ্য থাকায় জল-পরিবেষ্টিত জীবের গতি কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? উত্তর—] আর তাহাদের (—ইষ্টাদিকারিগণের) বেলায় জল প্রত্যক্ষভাবেই আছে, যেহেতু অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি কর্ম্মের সাধনভূত যে দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি, তাহারা দ্রবদ্রব্যের আধিক্যযুক্ত।১০ [কিন্তু দধ্যাদিনিষ্ঠ জল তো ভস্মীভূত হইয়া যায়। তদুত্তরে, বলিতেছেন—] আহবনীয় অগ্নিতে আহুত [সেই দধি দুগ্ধ প্রভৃতি] আহুতি-সকল সূক্ষ্ম অপূর্ব্বরূপ (১০) হইয়া সেই ইষ্টাদিকারিগণকে আশ্রয় করে।১১ [কিপ্রকারে আশ্রয় করে, তাহা বলিতেছেন—] আর তাহাদের (—ইষ্টাদি-কারিগণের) শরীরকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধানানুযায়ী ঋত্বিগ্‌গণ "এই যজমান স্বর্গলোকে গমন করুক", এই মন্ত্রদ্বারা শেষ (—শ্মশানস্থ) অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।১২ তদনন্তর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আহুতিময়ী (—দধ্যাদি আহুতির কার্য্যরূপা) আপ্ অপূর্ব্বরূপা (—সূক্ষ্মরূপা) হইয়া সেই ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারী জীবগণকে পরিবেষ্টনকরতঃ ফলদানের জন্য ঐ লোকে (—চন্দ্রলোকে) লইয়া যায়, এই যাহা (—এই যে প্রক্রিয়া), তাহাই এখানে "শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" এইপ্রকারে বর্ণিত হইতেছে।১৩ [এই বিষয়ে অন্য শ্রুতি প্রদর্শন

ভাবদীপিকা [অপূর্ব্ববিষয়ে মতভেদ]

(১০) সিদ্ধান্তে "ঈশ্বরের প্রসাদই অপূর্ব্ব" (বৃঃ ৩।৮।৯ ভাষ্য)। পূর্ব্বমীমাংসকাদিমতে আত্মগত অতিশয়বিশেষ, অর্থাৎ 'কর্ম্মজন্য অদৃষ্টই' অপূর্ব্ব। প্রস্তাবিত স্থলে দধ্যাদি হবনীয় দ্রব্য সাক্ষাদ্ভাবে এইপ্রকার অপূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না; সেইহেতু হবনীয় দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ জীবাদৃষ্টদ্বারা, অথবা ঈশ্বরেচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সেই অদৃষ্টের সহিতই লোকান্তরে গমন করে বলিয়া এখানে আহুতিসকলে গৌণভাবে অপূর্ব্বশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে (ব্রঃ ভরণ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

হোত্রাহুত্যোঃ ফলারম্ভায় লোকান্তরপ্রাপ্তিঃ প্রদর্শিতা।১৪ তস্মাৎ আহুতীময়ীভিঃ অদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তাঃ জীবাঃ রংহন্তি স্বকর্ম্মফলোপভোগায় ইতি শ্লিষ্যতে ।১৫।৩।১।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন-) এইরূপে অগ্নিহোত্রে ছয়টী প্রশ্নের নির্ব্বচনাত্মক ["সায়ং ও প্রাতঃকালে আহুত] সেই এই আহুতিদ্বয় (১১) হুত হইয়া উৎক্রমণ করে", ইত্যাদি এই সকল বাক্যশেষের দ্বারা (১২) অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্বয়ের ফলারম্ভের জন্য লোকান্তরপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।১৪ সেইহেতু (—শ্রুত্যন্তরদ্বারাও সমর্থিত হওয়ায়) আহুতির বিকারভূত জলের (—পঞ্চীকৃতভূতপঞ্চকের সূক্ষ্মাংশের) দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীবগণ স্বকর্ম্মফলভোগের জন্য [লোকান্তরে] গমন করে, ইহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে।১৫।৩।১।৬॥

ভাবদীপিকা [অগ্নিহোত্রযজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রবিদ্যা]

(১১) **অগ্নিহোত্রযজ্ঞ ও আহুতিদ্বয়ের পরিচয়**—অগ্ন্যাধানক্রিয়াসিদ্ধ অগ্নিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যদেবতাকে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ সূর্য্যোজ্যোতিঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা", এই মন্ত্রে একটী এবং সায়ংকালে অগ্নিদেবতাকে "ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা", এই মন্ত্রে একটী, এইপ্রকারে দুইটী আহুতি প্রদত্ত হয়, ইহাকেই বলে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। ইহা ত্রৈবর্ণিক গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম। এই যজ্ঞে উক্ত প্রধানাহুতিদ্বয় ব্যতিরেকে পুষ্টি ও যজ্ঞবৈগুণ্য সমাধানের জন্য আহবনীয়াগ্নিতে প্রজাপতিদেবতাকে ধ্যানপূর্ব্বক বিনামন্ত্রে একটী ও গার্হপত্যাগ্নিতে 'অগ্নি গৃহপতি' ও 'প্রজাপতিকে' এক একটী এবং দক্ষিণাগ্নিতে 'অগ্নি অন্নপতি' ও 'প্রজাপতিকে' উক্তপ্রকারে এক একটী আহুতি প্রদত্ত হয়। দুগ্ধ, যবাগু, (—যব বা গোধূমচূর্ণের চরু), চাউল, দধি, ঘৃত তৈল, ভক্ষণীয় অন্ন, সোম, ফল ও জল, এই সকল পদার্থের মধ্যে যাহা যজমানের পক্ষে সহজলভ্য, তাহাই এই যজ্ঞে হবনীয়।

(১২) **অগ্নিহোত্রবিষয়ক ষট্ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর এই**—শতপথ ব্রাহ্মণে ১১ কাণ্ড, ৪ প্রপাঠক, ৫ ব্রাহ্মণে (৬ অঃ ২ ব্রাঃ) ৪ কণ্ডিকাতে অগ্নিহোত্রপ্রকরণে জনকযাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এইপ্রকার বর্ণনা আছে—জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি আহুতিদ্বয়ের ১। উৎক্রান্তি, ২। গতি, ৩। প্রতিষ্ঠা ৪। তৃপ্তি, ৫। পুনরাবৃত্তি এবং ৬। লোকপ্রত্যুত্থায়িতা (—পুত্ররূপে উৎপত্তি) অবগত আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উত্তর জানিতেন না। তখন স্বয়ং জনকই বলিলেন—(ক) অগ্নিহোত্রের আহুতিদ্বয় হুত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করে, ইহাই ১। উৎক্রান্তি। তাহারা অন্তরিক্ষলোকে প্রবেশ করে, ইহা ২। গতি। পরে তাহারা অন্তরিক্ষলোককে আহবনীয় করে, অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিরূপে তাহাতে আহুত হয়, ইহাই ৩। প্রতিষ্ঠা। পরে তাহারা অন্তরিক্ষকে ৪। তর্পণ (—তৃপ্তিদান) করে, অর্থাৎ কিয়ংকাল তথায় অবস্থান করে। অনন্তর (খ) তাহারা তথা হইতে ১। উৎক্রমণ করে। তদনন্তর দ্যুলোকে প্রবেশ করে, ইহাই ২। গতি। পরে চন্দ্ররূপে দ্যুলোকে আহুত হয়, ইহাই ৩। প্রতিষ্ঠা। পরে দ্যুলোককে ৪। তৃপ্তিদান করে (—উপাসনা ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠানের ফলে যাহারা পূর্ব্বেই দেবত্বলাভ করিয়াছেন, সেই আজানদেবগণের ভোগ্য হয়)। অনন্তর (গ) তথা হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহাই

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং পুনঃ ইদম্ ইষ্টাদিকারিণাং স্বকর্ম্মফলোপভোগায় রংহণং প্রতিজ্ঞায়তে? ১ যাবতা তেষাং ধূমপ্রতীকেন বর্ত্মনা চন্দ্রমসম্ অধিরূঢ়ানাম্ অন্নভাবং দর্শয়তি—"এষঃ সোমো রাজা তৎ দেবানাম্ অন্নং, তং দেবাঃ ভক্ষয়ন্তি" (ছাঃ ৫।১০।৪) ইতি।২ "তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি, তান্ তত্র দেবাঃ যথা সোমং রাজানম্ আপ্যায়স্ব অপক্ষীয়স্ব ইতি এবম্ এতান্ তত্র ভক্ষয়ন্তি" (বৃঃ ৬।২।১৬), ইতি চ সমানবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্।৩ ন চ ব্যাঘ্রাদিভিঃ ইব দেবৈঃ ভক্ষ্যমাণানাম্ উপভোগঃ সম্ভবতি ইতি।৪ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত কর্ম্মিগণের ভোগাসম্ভাবনা।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] কিন্তু ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের নিজ কর্ম্মফলভোগের জন্য [চন্দ্রলোকে] গমন কিপ্রকারে প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে? ১ যেহেতু ধূম যাহাতে প্রতীক (—চিহ্ন), সেই মার্গের দ্বারা যাঁহারা চন্দ্রলোকে আরোহণ করেন, [শ্রুতি] তাঁহাদের অন্নভাব (—তাঁহারা দেবগণের ভক্ষ্য, ইহা) প্রদর্শন করিতেছেন—"ইনিই সোমরাজা, ইনি দেবগণের অন্ন, ইঁহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন", ইত্যাদি।২ আর "তাঁহারা চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হন, [ঋত্বিগ্‌গণ] যেমন [চমসস্থ] সোমরাজাকে (—সোমরসকে) 'বর্দ্ধিত হও', 'ক্ষয় প্রাপ্ত হও', এই বলিয়া পান করেন

ভাবদীপিকা [অগ্নিহোত্রবিদ্যা]

৫। পুনরাবৃত্তি। পরে পৃথিবীতে প্রবেশ করে, ইহাই ২। গতি। অনন্তর ওষধিরূপে তাহাতে আহুত হয়, ইহাই ৩। প্রতিষ্ঠা। পরে শস্যরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করে, ইহাই ৪। তৃপ্তি (ঘ) পরে পৃথিবী হইতে ১। উৎক্রমণ করে। অনন্তর পুরুষে প্রবেশ করে, ইহাই ২। গতি। পরে অন্নরূপে মুখকে আহবনীয় করে (—ভক্ষিত হয়), ইহাই ৩। প্রতিষ্ঠা। তাহারা পুরুষকে ৪। তৃপ্তিদান করে। (ঙ) পরে পুরুষ হইতে ১। উৎক্রমণ করে। স্ত্রীতে প্রবিষ্ট হয়, ইহাই ২। গতি। তাহার উপস্থকে আহবনীয় করে। (—শুক্ররূপে আহুত হয়), ইহাই প্রতিষ্ঠা। তাহারা স্ত্রীকে ৪। তৃপ্তিদান করে, অনন্তর পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, ইহাই ৬। লোকপ্রত্যুত্থায়িতা, যেহেতু পুত্রই যজমানরূপে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে। শ্রুতি বলেন—"যাঁহারা এই বিদ্যা অবগত হইয়া স্ত্রীগমন করেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্রই সম্পাদন করেন" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৪।৫।১০)। সম্পূর্ণ বিদ্যা আকরে দ্রষ্টব্য। যাহাহউক্ এইরূপে অগ্নিহোত্রাহুতিদ্বয়ের যজমান সহ গত্যাগতি হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, অপ্‌পরিবেষ্টিত জীবগণ লোকান্তরে গমন করে। [ভামতীকার এই বিদ্যাকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কল্পতরুকার ইহাকে আচার্য্যের প্রৌঢ়িবাদ বলিয়াছেন। প্রকটার্থকার প্রভৃতি ভামতীকারের মত সমর্থন করেন নাই। পরিমলকার সমর্থন করিয়াছেন। তাহা কিন্তু সঙ্গত মনে হইতেছে না, কারণ ফলভেদ বিদ্যাভেদের হেতু, ইহা ৩।৩।২৪ অধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে। ৩।৩।৭ সূত্রভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকারও বলিবেন—'নচ বিবক্ষিতার্থভেদে অবগম্যমানে বাক্যচ্ছায়ানুকারমাত্রেণ সমানার্থত্বম্ অধ্যবসাতুং যুক্তম্' ইত্যাদি]।

ভাষ্যানুবাদ

(—পুনঃ পুনঃ চমসপাত্র পূর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পান করেন), এইরূপেই ইঁহাদিগকে দেবগণ ভক্ষণ করেন", ইত্যাদি এইপ্রকার সমানবিষয়ক অন্য শ্রুতি আছে।৩ কিন্তু ব্যাঘ্রাদিকর্ত্তৃক ভক্ষণের ন্যায়, দেবগণকর্ত্তৃক যাঁহারা ভক্ষিত হন, তাঁহাদের উপভোগ সম্ভব হয় না, ইত্যাদি। ৪ এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া, ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥৩।১।৭॥

পদচ্ছেদ—ভাক্তম্, বা, অনাত্মবিত্ত্বাৎ, তথা, হি, দর্শয়তি।

সূত্রার্থ—**বাশব্দঃ**—চোদিতদোষনিরাসার্থঃ। [তেষাম্ ইষ্টাদিকারিণাম্ অন্নত্বং] **ভাক্তম্**—গৌণম্. [ন মুখ্যম্; অন্যথা "স্বর্গকামঃ যজেত", ইতি শ্রুতিবাধপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ কর্ম্মিণাম্] **অনাত্মবিত্ত্বাৎ**—আত্মজ্ঞানশূন্যত্বাৎ [দেবান্ প্রতি পুত্রভার্য্যাদিবৎ ভোগোপকরণত্বমাত্রত্বম্ অন্নত্বং বোধ্যম্]। **হি**—যস্মাৎ, [যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে" (বৃঃ ১।৪।১০), ইত্যাদিশ্রুতিঃ অনাত্মবিদাং] **তথা**—দেবভোগ্যত্বং, **দর্শয়তি**। [তস্মাৎ পরলোকে ভোগার্থং ভূতসম্পরিষ্বক্তস্য রংহণম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—**বাশব্দ**—আশঙ্কিত দোষ নিরাকরণের জন্য। [সেই ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের যে অন্নত্ব, তাহা] **ভাক্তম্**—গৌণ, [মুখ্য নহে; অন্যথা (—মুখ্য হইলে) "স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবেন", এই শ্রুতি বাধিতা হইয়া পড়িবেন। সেইহেতু কর্ম্মিগণ] **অনাত্মবিত্ত্বাৎ**—আত্মজ্ঞানবিহীন হওয়ায় [পুত্র ও ভার্য্যাদির ন্যায় দেবগণের ভোগসাধনতামাত্রকে অন্নত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে]। **হি**—যেহেতু, ["যাঁহারা অন্য (—আত্মভিন্ন) দেবতাকে উপাসনা করেন", ইত্যাদি শ্রুতি অনাত্মবিদ্‌গণের] **তথা**—দেবভোগ্যতা, **দর্শয়তি**—প্রদর্শন করিতেছেন। সেইহেতু পরলোকে ভোগের জন্য ভূতপরিবেষ্টিত জীবের গমন সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাশব্দঃ চোদিতদোষব্যাবর্ত্তনার্থঃ।১ ভাক্তম্ এষাম্ অন্নত্বং, ন মুখ্যম্।২ মুখ্যে হি অন্নত্বে "স্বর্গকামঃ যজেত" ইতি এবংজাতীয়কাধিকারশ্রুতিঃ উপরুধ্যেত।৩ চন্দ্রমণ্ডলে চেৎ ইষ্টাদিকারিণাম্ উপভোগঃ ন স্যাৎ, কিমর্থম্ অধিকারিণঃ ইষ্টাদ্যায়াসবহুলং কর্ম্ম

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অন্নশব্দের গৌণার্থ। চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত কর্ম্মিগণের রাজভৃত্যাদির ন্যায় দেবাধীন ভোগপ্রাপ্তি।]

[সিদ্ধান্ত—] বাশব্দ আশঙ্কিত দোষ নিরাকরণের জন্য।১ ইহাদের (—ইষ্টাদিকারিগণের) অন্নতা গৌণ, মুখ্য নহে।২ যেহেতু [তাঁহাদের] অন্নতা (—অন্ন হওয়া) মুখ্য হইলে "স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবেন", ইত্যাদি এইজাতীয় অধিকারশ্রুতি (—ফলের সহিত সম্বন্ধবোধক বেদবাক্য) বাধিত হইয়া পড়িবে।৩ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] চন্দ্রমণ্ডলে যদি ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের উপভোগ না থাকে, তাহা হইলে অধিকারিগণ আয়াসবহুল ইষ্টাদি কর্ম্মসকল কোন্ প্রয়োজনে সম্পাদন

শাঙ্করভাষ্যম্

কুর্যুঃ ?৪ অন্নশব্দশ্চ উপভোগহেতুত্বসামান্যাৎ অনন্নে অপি উপচর্য্যমাণঃ দৃশ্যতে, যথা—'বিশঃ অন্নং রাজ্ঞাং, পশবঃ অন্নং বিশাম্', ইতি।৫ তস্মাৎ ইষ্টস্ত্রীপুত্রমিত্রভৃত্যাদিভিঃ ইব গুণভাবোপগতৈঃ ইষ্টাদিকারিভিঃ যৎ সুখবিহরণং দেবানাং, তদেব এষাং ভক্ষণম্ অভিপ্রেতং, ন মোদকাদিবৎ চর্ব্বণং নিগরণং বা।৬ "ন হ বৈ দেবাঃ অশ্নন্তি, ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" (ছাঃ ৩।৬।১), ইতি চ দেবানাং চর্ব্বণাদিব্যাপারং বারয়তি।৭ তেষাং চ ইষ্টাদিকারিণাং দেবান্ প্রতি গুণভাবোপগতানাম্ অপি উপভোগঃ উপপদ্যতে, রাজোপজীবিনাম্ ইব পরিজনানাম্।৮ অনাত্মবিত্ত্বাৎ চ ইষ্টাদিকারিণাং দেবোপভোগ্যভাবঃ উপপদ্যতে।৯ তথাহি শ্রুতিঃ অনাত্মবিদাং দেবোপভোগ্যতাং দর্শয়তি—"অথঃ যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি ইতি, ন সঃ বেদ,

ভাষ্যানুবাদ

করিবেন ? [অতএব এই স্থলে অন্নশব্দের মুখ্যার্থগ্রহণ সম্ভব নহে ।৪ অন্নশব্দের অমুখ্যার্থে প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর উপভোগের হেতু হওয়ারূপ সাদৃশ্য থাকায় যাহা অন্ন নহে, তাহাতেও গৌণভাবে অন্নশব্দ, প্রযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে, যথা—'বৈশ্যগণ রাজার অন্ন', 'পশুগণ বৈশ্যের অন্ন', ইত্যাদি।৫ [কিন্তু ছাঃ ৫।১০।৪ বাক্যে ভক্ষণশব্দের প্রয়োগ আছে কেন ? উত্তর—] সেইহেতু (—অন্নশব্দের এইপ্রকার গৌণপ্রয়োগ থাকায়) বাঞ্ছিত স্ত্রী পুত্র মিত্র ও ভৃত্যাদির সহিত সুখে বিহারের ন্যায় [চন্দ্রলোকে] অধীনভাবে আগত ইষ্টাদিকারিগণের সহিত [আজানদেবগণের] যে সুখে বিহার, তাহাই ইঁহাদের ভক্ষণরূপে অভিপ্রেত, কিন্তু মোদকাদির ন্যায় চর্বণ বা গলাধঃকরণ নহে।৬ [দেবগণের ভক্ষণ অমুখ্য, এই বিষয়ে শ্রুত্যন্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "দেবগণ নিশ্চয়ই ভক্ষণ করেন না, পানও করেন না ; এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন", এই শ্রুতি দেবগণের চর্বণাদি ব্যাপার নিষেধ করিতেছেন।৭ [কিন্তু পরাধীন হওয়ায় ইষ্টাদিকারিগণের ভোগই সিদ্ধ হয় না, সেইহেতু ভোগের জন্য চন্দ্রলোকে গতি কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? উত্তর—] আর রাজার উপজীবী পরিজনবর্গের উপভোগের ন্যায় দেবগণের অধীনতাপ্রাপ্ত সেই ইষ্টাদিকারিগণেরও উপভোগ যুক্তিসঙ্গত।৮

[সিঃ—আত্মবিদ্ না হওয়াই দেবভোগ্যতার হেতু।]

[আচ্ছা, কর্মিগণ কি দোষে দেবগণের ভোগ্য হয় ? উত্তর—] আর অনাত্মবিদ্ হওয়ায় ইষ্টাদিকারিগণের দেবোপভোগ্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত।৯ যেমন দেখ, "আর [আমার উপাস্য] উনি আমা হইতে ভিন্ন,আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন, এইপ্রকারে যিনি অন্য (—আত্মা হইতে ভিন্ন) দেবতাকে উপাসনা করেন, তিনি [যথার্থ তত্ত্ব] জানেন

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা পশুঃ এবং সঃ দেবানাম্" (বৃঃ ১।৪।১২) ইতি।১০ সঃ চ অস্মিন্ অপি লোকে ইষ্টাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ প্রীণয়ন্ পশুবৎ দেবানাম্ উপকরোতি, অমুষ্মিন্ অপি লোকে তদুপজীবী তদাদিষ্টং ফলম্ উপভুঞ্জানঃ পশুবৎ দেবানাম্ উপকরোতি ইতি গম্যতে।১১ "অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি", ইতি অস্য অপরা ব্যাখ্যা—অনাত্মবিদঃ হি এতে কেবলকর্ম্মিণঃ ইষ্টাদিকারিণঃ, ন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠায়িনঃ।১২ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাম্ ইহ আত্মবিদ্যা ইতি উপচরতি প্রকরণাৎ।১৩ পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞানবিহীনত্বাৎ চ ইদম্ ইষ্টাদিকারিণাং গুণবাদেন অন্নত্বম্ উদ্ভাব্যতে, পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞানপ্রশংসায়ৈ।১৪ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা হি ইহ বিধিৎসিতা, বাক্যতাৎপর্য্যা-

ভাষ্যানুবাদ

না, পশু যেপ্রকার [মনুষ্যগণের ভোগসাধন], তিনি দেবতাগণের এইপ্রকার ভোগসাধন"] ইত্যাদি শ্রুতি অনাত্মবিদ্‌গণের দেবোপভোগ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন।১০ [উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—] আর তিনি (—সেই অনাত্মবিদ্) ইহ লোকেও ইষ্টাদি (১।১৫৩ পৃঃ) কর্ম্মসকলের দ্বারা প্রীতিসম্পাদনকরতঃ পশুর ন্যায় দেবগণের উপকার করেন, পরলোকেও তাঁহাদের উপজীবী হইয়া তাঁহাদের আদিষ্ট (—তৎপ্রদত্ত) ফলকে উপভোগকরতঃ পশুর ন্যায় দেবগণের উপকার করেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।১১ [অতএব চন্দ্রলোকে ইষ্টাদিকারিগণের উপভোগ সম্ভব হওয়ায় ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত জীবের তথায় গতি সিদ্ধ হয়]।

[সিঃ—"অনাত্মবিত্ত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রাংশের ব্যাখ্যান্তর। কেবল কর্ম্মিগণের চন্দ্রলোকে দেবাধীন ভোগ সিদ্ধ হওয়ায় ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত জীবের গত্যাগতি সিদ্ধি]।

["অনাত্মবিত্ত্বাৎ অত্রস্থ আত্মশব্দের মুখ্যার্থগ্রহণদ্বারা ব্যাখ্যাকরতঃ এক্ষণে প্রকরণানুরোধে তাহার গৌণার্থ গ্রহণদ্বারা ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] "অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি", ইত্যাদি ইহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা—এই ইষ্টাদিকারী কেবল কর্ম্মিগণ নিশ্চয়ই অনাত্মবিৎ, কিন্তু জ্ঞান (—উপাসনা) ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে (—একত্রে) অনুষ্ঠানকারিগণ নহেন।১২ [ভগবান্ সূত্রকার] এখানে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে 'আত্মবিদ্যা' এইরূপে গৌণভাবে গ্রহণ করিতেছেন, যেহেতু প্রকরণ আছে (১৩)।১৩ আর পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞানবিহীন হওয়ায়(-অনাত্মবিদ্ হওয়ায়) পঞ্চাগ্নিবিজ্ঞানের প্রশংসার জন্য ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের এই অন্নতা (—দেবভোগ্যতা) গৌণভাবে উদ্ভাবিত হইতেছে।১৪ [পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসা কেন করা হইতেছে, তাহা

ভাবদীপিকা

(১৩) ভাব এই—পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রকরণে আহুতিপরিবেষ্টিত (—পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত) জীবাত্মগণের গত্যাগতি বর্ণিত হওয়ায় এই বিদ্যাকে গৌণভাবে আত্মবিদ্যা বলা হইতেছে। যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্ নহেন, তাঁহারা অনাত্মবিৎ, ইহাই এখানে বিবক্ষিত।

শাঙ্করভাষ্যম্

অগমাৎ ।১৫ তথাহি শ্রুত্যন্তরং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগসদ্ভাবং দর্শয়তি —"সঃ সোমলোকে বিভূতিম্ অনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে" (প্রশ্নঃ ৫।৪) **ইতি ।১৬ তথা অন্যদপি শ্রুত্যন্তরম্—"অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানাম্ আনন্দাঃ....সঃ একঃ কর্ম্মদেবানাম্ আনন্দঃ, যে কর্ম্মণা দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে"** (বৃঃ ৪।৩।৩৩), **ইতি ইষ্টাদিকারিণাং দেবৈঃ সহ সংবসতাং ভোগপ্রাপ্তিং দর্শয়তি ।১৭ এবং ভাক্তত্বাৎ অন্নভাববচনস্য ইষ্টাদিকারিণঃ অত্র জীবাঃ রংহন্তি ইতি প্রতীয়তে ।১৮ তস্মাৎ রংহতি সম্পরিষক্তঃ ইতি যুক্তম্ এব উক্তম্** ।১৯।৩।১।৭॥ ইতি প্রথমং রংহত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] এখানে (—শ্রুতির এই প্রকরণে) পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকেই বিধান করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে, যেহেতু [গৌতম ও প্রবাহণের কথোপকথনাত্মক ছাঃ ৫।৩।৬,৫।১০।১০ ইত্যাদি] বাক্যসকলের এইপ্রকার তাৎপর্য্যই অবগত হওয়া যায়। [অতএব উপাসনাবিহীন কর্ম্মিগণের নিন্দার জন্য তাহাদিগকে দেবগণের অন্ন বলা হইয়াছে; তাহাদের যে তথায় উপভোগ হয় না, তাহা নহে।১৫ এই বিষয়ে "তথাহি" ইত্যাদি সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন দেখ, অন্য শ্রুতি চন্দ্রমণ্ডলে ভোগের সদ্ভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"তিনি চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়া পুনরায় [ইহ লোকে] আগমন করেন", ইত্যাদি ।১৬ এইপ্রকারে ["পিতৃ-] লোকজয়কারী পিতৃগণের যে শতগুণ আনন্দ,...তাহা কর্ম্মদেবগণের একটী আনন্দ"। [কর্ম্মদেবশব্দের অর্থ শ্রুতিই বলিতেছেন—] "যাঁহারা [কেবল] কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি অন্য শ্রুতিও দেবগণের সহিত বাসকারী ইষ্টাদিকারিগণের ভোগপ্রাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন ।১৭ এইভাবে অন্নভাবপ্রাপ্তিবোধক [ছাঃ ৫।১০।৪] বচন গৌণ হওয়ায় ইষ্টাদিকারী জীবগণ [ভোগের জন্য চন্দ্রলোকে] গমন করে, ইহা এখানে (—গৌতম ও প্রবাহণের প্রশ্ন ও প্রতিবচনে) প্রতিভাত হইতেছে ।১৮ সেইহেতু (—চন্দ্রলোকে ভোগ সম্ভব হওয়ায় এবং নিরাধার লিঙ্গ-শরীরের গত্যাগতি সম্ভব না হওয়ায়, পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্ম] পরিবেষ্টিত [জীব] গমন করে, ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবেই [৩।১।১ সূত্রে] বলা হইয়াছে ।১৯।৩।১।৭॥

রংহত্যধিকরণ সমাপ্ত ।

২। কৃতাত্যয়াধিকরণম্। [৮—১১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মশেষযুক্ত জীবের চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত জীবের চন্দ্রলোকে গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ চন্দ্রলোকস্থ ভোগশরীরে কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায় ভোগান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জীবের লিঙ্গশরীরকে পরিবেষ্টন করিবার জন্য সোমাদি আহুতির সূক্ষ্মাবস্থাভূত ভূতসূক্ষ্ম থাকিবে না। ফলে অবরোহণকালে ভূতসূক্ষ্মদ্বারা অপরিবেষ্টিত জীবের আগমনের ন্যায় আরোহণকালেও জীব ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

স্বর্গাবরোহী ক্ষীণানুশয়ঃ সানুশয়োঽথবা।
যাবৎসম্পাতবচনাৎ ক্ষীণানুশয়ঃ ইষ্যতে॥
জাতমাত্রস্য ভোগিত্বাদেকভব্যে বিরোধতঃ।
চরণশ্রুতিতঃ সা নু শ য়ঃ কর্ম্মান্তরৈরয়ম্॥

অন্বয়—স্বর্গাবরোহী ক্ষীণানুশয়ঃ, অথবা সানুশয়ঃ? যাবৎসম্পাতবচনাৎ ক্ষীণানুশয়ঃ ইষ্যতে। জাতমাত্রস্য ভোগিত্বাৎ, একভব্যে বিরোধতঃ চরণশ্রুতিতঃ, কর্ম্মান্তরৈঃ সানুশয়ঃ অয়ম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যবরোহী অত্র বিষয়ঃ। "তস্মিন্ যাবৎসম্পাতম্ উষিত্বা অথ এতম্ এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৫) ইতি আম্নায়তে। অত্র "যাবৎসম্পাতম্" ইতি বিশেষণাৎ, "রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং যোনিম্" (ছাঃ ৫।১০.৭) ইত্যাদিবাক্যাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] স্বর্গাবরোহী [পুরুষঃ অবরোহণকালে] ক্ষীণানুশয়ঃ [অবরোহতি], অথবা সানুশয়ঃ? [অনুশয়ঃ নাম কর্ম্মশেষঃ, জীবম্ অনুশেতে ইতি ব্যুৎপত্তেঃ]।

পূর্ব্বপক্ষ—যাবৎসম্পাতবচনাৎ ক্ষীণানুশয়ঃ [পুরুষঃ অবরোহণে] ইষ্যতে। [যতঃ 'সম্পততি অনেন কর্ম্মণা স্বর্গম্' ইতি সম্পাতঃ—কর্ম্মসমূহঃ। সম্পাতম্ অনতিক্রম্য যাবৎ-সম্পাতম্—নিঃশেষং কর্ম্মফলম্ ইত্যর্থঃ। তং ভোক্তুং তত্র উষিত্বা অনুশয়ফলস্য সর্ব্বস্য তত্রৈব উপভুক্তত্বাৎ কর্ম্মশেষরহিতস্য স্বর্গাদবরোহণং প্রতীয়তে]।

সিদ্ধান্ত—[স্বর্গার্থম্ অনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ সাকল্যেন উপভোগেঽপি অনুপভুক্তানি সঞ্চিতানি পুণ্যপাপানি বহূনি জীবস্য বিদ্যন্তে। অন্যথা সদ্যঃ সমুৎপন্নস্য বালস্য ইহ জন্মনি অনুষ্ঠিতয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ অভাবাৎ সুখদুঃখভোগঃ ন স্যাৎ। অতঃ] জাতমাত্রস্য ভোগিত্বাৎ, [ইন্দ্রাদিপদপ্রাপকাণাম্ অশ্বমেধাদীনাং, বিড্‌বরাহাদিদেহপ্রাপকাণাং চ পাপানাং যুগপদুপ-ভোগাসম্ভবেন] একভব্যে বিরোধতঃ, ["রমণীয়চরণাঃ...রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইতি] চরণশ্রুতিতঃ কর্ম্মান্তরৈঃ সানুশয়ঃ অয়ম্ [অবরোহতি ইতি স্থিতম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যবরোহণকারী এখানে বিষয়। "সেই স্থলে কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাস করিয়া অনন্তর এই [বক্ষ্যমাণ] মার্গে পুনরায় ফিরিয়া আসেন", এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। সেই স্থলে (—উক্ত বাক্যে) "যতকাল কর্ম্মক্ষয় না হয়, ততকাল", এইপ্রকার

বিশেষণ থাকায় এবং "শুভকর্ম্মকারিগণ উৎকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি বাক্য থাকায় সংশয় হয়—] স্বর্গ হইতে অবরোহণকারী [পুরুষ অবরোহণকালে] কর্ম্মশেষবিহীন হইয়া অবতরণ করেন, অথবা কর্ম্মশেষযুক্ত হইয়া ? ['অনুশয়' শব্দের অর্থ—কর্ম্মশেষ, যেহেতু জীবকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, [অথবা জীবকে অনুগমন করে], এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি হয়] ।

পূর্ব্বপক্ষ—'কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত' এইপ্রকার বচন থাকায় কর্ম্মশেষবিহীন পুরুষ [অবরোহণে] অভিপ্রেত । [যেহেতু 'এই কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে সম্যগ্‌রূপে পতিত হয় (—গমন করে'), এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে সম্পাতশব্দের অর্থ—কর্ম্মসমূহ । সম্পাতকে অতিক্রম না করাই যাবৎসম্পাত, অর্থ—নিঃশেষ কর্ম্মফল (১) । তাহাকে ভোগ করিবার জন্য সেই স্থলে (—চন্দ্রলোকে) বাস করিয়া কর্ম্মশেষের সকল ফল সেই স্থলেই উপভুক্ত হওয়ায় কর্ম্মশেষশূন্য পুরুষেরই স্বর্গ হইতে অবরোহণ প্রতিভাত হইতেছে] ।

সিদ্ধান্ত—[স্বর্গের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সম্পূর্ণভাবে উপভোগ হইলেও অনুপভুক্ত ও সঞ্চিত বহু পুণ্য ও পাপ জীবের বিদ্যমান থাকে । তাহা না থাকিলে সদ্যোজাত শিশুর ইহ জন্মে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাববশতঃ সুখদুঃখভোগ সম্ভব হইত না । অতএব] জাতমাত্রের (—যে এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার সুখদুঃখ] ভোগ হয় বলিয়া, [ইন্দ্রাদিপদপ্রাপক অশ্বমেধ প্রভৃতির এবং বিষ্ঠাভোজী বরাহাদিদেহপ্রাপক পাপসকলের যুগপৎ উপভোগ সম্ভব না হওয়ায়] একভবে (—সমস্তপ্রকার কর্ম্ম মিলিত হইয়া ভোগপ্রদানের জন্য একটী জন্ম প্রদান করে, এই মতবাদে) বিরোধ হয় বলিয়া এবং ["শুভকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ···উৎকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হন", এইপ্রকার] আচরণবোধক শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়া [উপভুক্ত কর্ম্মব্যতিরিক্ত] অন্য কর্ম্মসকলের দ্বারা কর্ম্মশেষবান্ ইনি [স্বর্গ হইতে] অবরোহণ করেন, ইহা সিদ্ধ হইল ।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ম্মশেষ না থাকায় তির্য্যগাদি যোনিপ্রাপ্তি হয় না, ফলে বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় না । সিদ্ধান্তে—আমোক্ষ ফলদানকারি সঞ্চিত কর্ম্ম থাকায় বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় । আবার আজীবন সন্ধ্যাবন্দনাদি নানাবিধ ক্লেশকর কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে দেবগণের ভৃত্যত্বলাভরূপ ক্ষুদ্র ফলের আলোচনাদ্বারাও বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় ।

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ ॥৩।১।৮॥

পদচ্ছেদ—কৃতাত্যয়ে, অনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্, যথেতম্, অনেবম্, চ ।

সূত্রার্থ—[এবং হি স্বর্গিণাম্ অবরোহণং শ্রূয়তে—"তস্মিন্ যাবৎসম্পাতম্ উষিত্বা অথ এতম্ এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্ত্তন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৫) ইতি । স্বর্গাদবরোহন্তঃ কিং সানুশয়াঃ

ভাবদীপিকা

(১) পরবর্ত্তী ভাষ্যগ্রন্থে এইপ্রকার অর্থই গৃহীত হইয়াছে। ছান্দোগ্য ৫।১০।৫ ভাষ্যে কিন্তু "যাবৎসম্পাতম্" এই পদটীর অর্থ করা হইয়াছে—"সম্পতন্তি যেন ইতি সম্পাতঃ—কর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ, যাবৎসম্পাতম্ যাবৎকর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ" । অর্থ—যাহার দ্বারা সম্যগরূপে পতন হয়, তাহা সম্পাত, অর্থাৎ কর্ম্মের ক্ষয় । [কারণ কর্ম্মক্ষয় হইলেই জীব চন্দ্রলোক হইতে পতিত হয় । সুতরাং] 'যাবৎসম্পাত' শব্দের অর্থ—'কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত' । এইরূপে উভয় ব্যাখ্যাতেই পর্য্যবসিত অর্থ প্রায় সমানই। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষী মনে করেন—চন্দ্রলোকে উপভোগদ্বারা যাবতীয় কর্ম্মেরই নিঃশেষে ক্ষয় হয় । সিদ্ধান্তী মনে করেন—চন্দ্রলোকে ভোগযোগ্য কর্ম্মেরই নিঃশেষে ক্ষয় হয় ।

উত নিরনুশয়াঃ ইতি সন্দেহে, নিরনুশয়াঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **কৃতাত্যয়ে**—কৃতস্য—স্বর্গপ্রাপককর্ম্মজাতস্য [ভোগেন] অত্যয়ে—নাশে সতি, **অনুশয়বান্**—আমুষ্মিকফলপ্রাপককর্ম্মাতিরিক্তকর্ম্মশেষবান্ পুরুষঃ [অবরোহতি। কুতঃ?] **দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্**—["তৎ যে ইহ রমণীয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইতি] দৃষ্টা—প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ, ["প্রেত্য কর্ম্মফলম্ অনুভূয় ততঃ শেষেণ" (গৌঃ সং ১১।২৯) ইতি] স্মৃতিঃ, তাভ্যাম্ [অনুশয়বন্তঃ এব অবরোহন্তি ইতি গম্যতে। তে চ যেন মার্গেণ চন্দ্রলোকম্ আরূঢ়াঃ, তেনৈব অবরোহন্তি, কিংবা তদ্বিপরীতেন ইতি আকাঙ্ক্ষায়াম্ আহ—] **যথেতম্**—যথা গতং ধূমাদিমার্গেণ, **অনেবং চ**—তদ্বিপর্য্যয়েণ বক্ষ্যমাণাভ্রাদিমার্গেণ চ অবরোহন্তি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[স্বর্গভোগকারিগণের অবরোহণ এইপ্রকারে শ্রুত হইতেছে—"তাহাতে কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাস করিয়া অনন্তর এই [বক্ষ্যমাণ] মার্গেই পুনরায় ফিরিয়া আসেন," ইত্যাদি। স্বর্গ হইতে অবরোহণকারিগণ কি কর্ম্মশেষযুক্ত, অথবা কর্ম্মশেষবিহীন, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, কর্ম্মশেষবিহীনগণ 'অবরোহণ করেন', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **কৃতাত্যয়ে**—কৃতস্য—স্বর্গপ্রাপক কর্ম্মসকলের [ভোগদ্বারা] অত্যয়ে—ক্ষয় হইলে, **অনুশয়বান্**—স্বর্গে ফলদায়ক কর্ম্মব্যতিরিক্ত অন্য কর্ম্মযুক্ত পুরুষ [অবরোহণ করেন। কিপ্রকারে জানিলে? তাহা বলিতেছেন—] **দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্**—["তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে শুভকর্ম্মানুষ্ঠানকারী, ইহা] দৃষ্টা—প্রত্যক্ষা শ্রুতি, ["পরলোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তদনন্তর অবশিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা", ইহা] স্মৃতিঃ—স্মৃতি, সেই দুইটি হইতে [অবগত হওয়া যায় যে, কর্ম্মশেষযুক্ত পুরুষগণই অবরোহণ করেন। আর তাঁহারা যে মার্গে চন্দ্রলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই অবরোহণ করেন, অথবা তাহার বিপরীত মার্গে, এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে বলিতেছেন—] **যথেতম্**—যেপ্রকারে ধূমাদিমার্গে গমন করিয়াছিলেন, সেইপ্রকারে, **অনেবম্ চ**—এবং তাহার বিপরীতভাবে বক্ষ্যমাণ অভ্রাদি-মার্গে অবরোহণ করেন, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা বর্ত্মনা চন্দ্রমণ্ডলমধিরূঢ়ানাং ভুক্তভোগানাং ততঃ প্রত্যবরোহঃ আম্নায়তে—"তস্মিন্ যাবৎসম্পাতম্ উষিত্বা অথ এতম্ এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্ত্তন্তে যথেতম্" (ছাঃ৫।১০।৫), ইতি আরভ্য যাবৎ রমণীয়চরণাঃ ব্রাহ্মণাদিযোনিম্ আপদ্যন্তে, কপূয়চরণাঃ শ্বাদিযোনিম্ ইতি ।১ তত্র ইদং বিচার্য্যতে

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শ্রুতিবচনবলে কর্ম্মশেষহীন জীবগণের চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ]

ধূমাদি মার্গের দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে অধিরূঢ় যে ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ (১।১৫৩পৃঃ), যাঁহাদের ভোগসকল উপভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের তথা হইতে পুনরায় অবতরণ শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—"তাহাতে (—চন্দ্রলোকে) কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া অনন্তর যেপ্রকারে গিয়াছিলেন, [সেইপ্রকারে বক্ষ্যমাণ] মার্গে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া 'রমণীয় আচরণশীলগণ ব্রাহ্মণাদিযোনি প্রাপ্ত হন, অশুভ আচরণশীলগণ কুক্কুরাদিযোনি প্রাপ্ত হন' (ছাঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

—কিং নিরনুশয়াঃ ভুক্তকৃৎস্নকর্ম্মাণঃ অবরোহন্তি, আহোস্বিৎ সানুশয়াঃ ইতি ?২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৩ নিরনুশয়াঃ ইতি ।৪ কুতঃ ?৫ যাবৎসম্পাতম্ ইতি বিশেষণাৎ ।৬ সম্পাতশব্দেন অত্র কর্ম্মাশয়ঃ উচ্যতে, সম্পতন্তি অনেন অস্মাৎ লোকাৎ অমুং লোকং ফলোপভোগায় ইতি ।৭ "যাবৎসম্পাতম্ উষিত্বা," ইতি চ কৃৎস্নস্য তস্য কৃতস্য তত্রৈব ভুক্ততাং দর্শয়তি ।৮ "তেষাং চ যদা তৎপর্য্যবৈতি" (বৃঃ ৬।২।১৬), ইতি চ শ্রুত্যন্তরেণ এষঃ এব অর্থঃ প্রদর্শ্যতে ।৯ স্যাদেতৎ, যাবৎ অমুষ্মিন্ লোকে উপভোক্তব্যং কর্ম্ম, তাবৎ উপভুঙ্‌ক্তে ইতি কল্পয়িষ্যামি ইতি ।১০ নৈবং কল্পয়িতুং শক্যতে, "যৎকিঞ্চ" ইতি অন্যত্র পরামর্শাৎ ।১১ "প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে"॥ (বৃঃ ৪।৪।৬), ইতি হি অপরা শ্রুতিঃ "যৎকিঞ্চ" ইতি অবিশেষপরাম-

ভাষ্যানুবাদ

৫।১০।৭) ইত্যাদি এই পর্য্যন্ত ।১ সেই স্থলে ইহা বিচার করা হইতেছে—যাঁহাদের যাবতীয় কর্ম্ম উপভুক্ত হইয়া গিয়াছে, সেই নিরনুশয় (—কর্ম্মশেষবিহীন) ব্যক্তিগণ কি অবরোহণ করেন ? অথবা যাঁহাদের অনুশয় (—কর্ম্মশেষ) অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা অবরোহণ করেন?২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] কর্ম্মশেষবিহীনগণ অবরোহণ করেন ।৪ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ?৫ [উত্তর—] যেহেতু 'যাবৎসম্পাত' (—নিঃশেষে কর্ম্মক্ষয় হইয়া যতকাল না পতিত হয়, ততকাল পর্য্যন্ত) এইপ্রকার বিশেষণ আছে ।৬ এখানে সম্পাতশব্দের দ্বারা কর্ম্মাশয় (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট) কথিত হইতেছে, [যেহেতু] 'ইহার দ্বারা ইহলোক হইতে ঐ [স্বর্গ] লোকে ফলোপভোগের জন্য সম্যগ্‌রূপে পতিত হয় (—গমন করে), এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি হয়' ।৭ আর "যাবৎসম্পাতম্ উষিত্বা" (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্টের নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাস করিয়া), এইপ্রকারে [শ্রুতি] তৎকর্ত্তৃক কৃত যাবতীয় কর্ম্মের সেই স্থলেই উপভোগ প্রদর্শন করিতেছেন ।৮ আবার "যখন তাঁহাদের তাহা (—কর্ম্ম) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", এই অন্য শ্রুতিকর্ত্তৃক এই অর্থই প্রদর্শিত হইতেছে ।৯ [শঙ্কা—] আচ্ছা, ইহা না হয় হইল, কিন্তু ঐ [চন্দ্রলোকে] উপভোগযোগ্য কর্ম্ম যতকাল থাকে, ততকাল উপভোগ করে, এইপ্রকারে ['যাবৎ'শব্দের অর্থসঙ্কোচ] কল্পনা করিব ।১০ [পূর্ব্বপক্ষীয় সমাধান—] এইপ্রকার কল্পনা করিতে পারা যায় না, যেহেতু অন্য স্থলে "যাহা কিছু" এইপ্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে ।১১ [সেই শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু "ইনি (—জীব) এখানে 'যাহা কিছু' করেন, সেই কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হইয়া (—তাহাদের ফলভোগ শেষ করিয়া) সেই লোক হইতে কর্ম্ম করিবার জন্য পুনরায় ইহলোকে আগমন করেন", এই অপর

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রেণ কৃৎস্নস্য ইহ কৃতস্য কর্ম্মণঃ তত্র ক্ষয়িতৃতাং দর্শয়তি ।১২ অপিচ প্রায়ণম্ অনারব্ধফলস্য কর্ম্মণঃ অভিব্যঞ্জকম্, প্রাক্‌প্রায়ণাৎ আরব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্য অভিব্যক্ত্যনুপপত্তেঃ । ১৩ তচ্চ অবিশেষাৎ যাবৎ কিঞ্চিৎ অনারব্ধফলং তস্য সর্ব্বস্য অভিব্যঞ্জকম্ ।১৪ নহি সাধারণে নিমিত্তে নৈমিত্তিকম্ অসাধারণং ভবিতুম্ অর্হতি । ১৫ নহি অবিশিষ্টে প্রদীপসন্নিধৌ ঘটঃ অভিব্যজ্যতে, ন পটঃ ইতি উপপদ্যতে ।১৬ তস্মাৎ নিরনুশয়া অবরোহন্তি ইতি ।১৭ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—'কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্' ইতি ।১৮ যেন

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতি "যাহা কিছু" এইপ্রকারে অবিশেষভাবে উল্লেখের দ্বারা ইহলোকে কৃত যাবতীয় কর্ম্মের সেই স্থলে ক্ষয়প্রাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন ।১২

[পূঃ—যুক্তিবলে কর্ম্মশেষহীনগণের অবরোহণ প্রতিপাদন। মৃত্যু অনারব্ধফল যাবতীয় কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক ।]

[অবরোহণকারীর যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই, প্রায়ণ (—মৃত্যু) তাহার অভিব্যঞ্জক (—ফলদানে উন্মুখতা সম্পাদক), যেহেতু মৃত্যুর পূর্ব্বে আরব্ধফল কর্ম্মের দ্বারা (—যে কর্ম্ম ফলদান করিতেছে, তাহার দ্বারা) প্রতিবন্ধের (—যাহা ফলদান করিতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, সেই অনারব্ধ কর্ম্মের) অভিব্যক্তি (—ফলোন্মুখতা) যুক্তিযুক্ত নহে ।১৩ আর তাহা (—মৃত্যু) যাহা কিছু অনারব্ধফল (—যে সকল সঞ্চিত কর্ম্মের ফলদান আরব্ধ হয় নাই) তাহাদের সকলের অবিশেষভাবে অভিব্যঞ্জক ।১৪ নিমিত্ত (—কারণ) সাধারণ হইলে নৈমিত্তিক (—কার্য্য) অসাধারণ হইবে, ইহা নিশ্চয়ই সঙ্গত নহে ।১৫ যেহেতু প্রদীপের সান্নিধ্য অবিশিষ্ট (—সমান) হইলে ঘট প্রকাশিত হয়, পট হয় না, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে (২) ।১৬ সেইহেতু (—শ্রুতি ও যুক্তিবলে চন্দ্রলোকে যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় সিদ্ধ হয় বলিয়া) কর্ম্মশেষবিহীনগণ অবরোহণ করেন 'ইহা সিদ্ধ হয়' ইত্যাদি ।১৭

ভাবদীপিকা

(২) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"মরণং স্বসন্নিহিতাশেষাভিব্যঞ্জকম্, অভিব্যঞ্জকত্বাৎ, প্রদীপবৎ"। মৃত্যু অনারব্ধফল কর্ম্মের ফলদানোন্মুখতা সম্পাদন করে, সেইহেতু যাবতীয় অনারব্ধফল সঞ্চিত কর্ম্মকে তাহা ফলদানে উদ্বুদ্ধ করিবে; কাহাকেও করিবে, কাহাকেও করিবে না, এই বিষয়ে কোন নিয়ামক নাই। আর মৃত্যু অনারব্ধফল যাবতীয় কর্ম্মকে ফলদানে উদ্বুদ্ধ করিবে, তাহাদের মধ্যে কোন কর্ম্ম স্বর্গলোকে ফলদান করিবে, কোন কর্ম্ম ইহলোকে ফলদান করিবে, এইপ্রকার বিভাগও সম্ভব নহে, কারণ "সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ"—'যাহা ফলদানে সমর্থ, তাহা বিলম্ব করিবে না'। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—চন্দ্রলোকে যাবতীয় অনারব্ধফল সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ শেষ করিয়া কর্ম্মশেষহীন জীব অবতরণ করেন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মবৃন্দেন চন্দ্রমসম্ আরূঢ়াঃ ফলোপভোগায় তস্মিন্ উপভোগেন ক্ষয়িতে তেষাং যৎ অম্ময়ং শরীরং চন্দ্রমসি উপভোগায় আরব্ধং, তৎ উপভোগক্ষয়দর্শনশোকাগ্নিসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়তে, সবিতৃকিরণসম্পর্কাৎ ইব হিমকরকাঃ, হুতভুগর্চ্চিঃসম্পর্কাৎ ইব ঘৃতকাঠিন্যম্ ।১৯ ততঃ কৃতাত্যয়ে কৃতস্য ইষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ ফলোপভোগেন উপক্ষয়ে সতি সানুশয়াঃ এব ইমম্ অবরোহন্তি ।২০ কেন হেতুনা?২১ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ ইত্যাহ ।২২ তথাহি প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ সানুশয়ানাম্ অবরোহং দর্শয়তি—"তৎ যে ইহ রমণীয়চরণাঃ অভ্যাশঃ হ যৎ তে রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্, ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা ; অথ যে ইহ কপূয়চরণাঃ অভ্যাশ: হ যৎ তে কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্, শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইতি ।২৩

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি, যুক্তি ও স্মৃতিবলে কর্ম্মশেষযুক্তগণের অবরোহণ ।]

[সিদ্ধান্ত—]এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—"কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্" ইত্যাদি ।১৮ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন – ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ] ফলোপভোগের জন্য যে কর্ম্মসকলের দ্বারা চন্দ্রলোকে আরূঢ় হইয়াছেন, উপভোগের দ্বারা তাহার ক্ষয় হইলে চন্দ্রমাতে উপভোগের জন্য তাঁহাদের যে জলময় শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা উপভোগের ক্ষয়দর্শনজনিত শোকাগ্নির সহিত সম্পর্কবশতঃ সূর্য্যকিরণসম্পর্কে হিমশীলার ন্যায়, অথবা বহ্নিশিখার সম্পর্কে ঘৃতকাঠিন্যের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়।১৯ সেইহেতু কৃতাত্যয় হইলে, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত ইষ্টাদি কর্ম্মের ফল উপভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মশেষযুক্তগণই ইহাতে (—এই পৃথিবীতে) অবরোহণ করেন ।২০ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ?২১ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—"দৃষ্টশ্রুতিভ্যাম্" (—ঋষিগণকর্ত্তৃক দৃষ্টা শ্রুতি এবং স্মৃতিবলে বলিতেছি) ইত্যাদি ।২২ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] যেমন দেখ ['দৃষ্টা' অর্থাৎ] প্রত্যক্ষা শ্রুতি কর্ম্মশেষযুক্তগণেরই [চন্দ্রলোক] হইতে অবরোহণ প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ (—পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান) করেন, [চন্দ্রলোকে ভোগযোগ্য কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, পূর্ব্বকৃত সেই পুণ্যকর্ম্মবলে] শীঘ্রই (—প্রতিবন্ধরহিতভাবে) তাঁহারা রমণীয় জন্ম, যথা—ব্রাহ্মণজন্ম ক্ষত্রিয়জন্ম, অথবা বৈশ্যজন্ম প্রাপ্ত হন ; আর যাঁহারা ইহলোকে নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, [চন্দ্রলোকে ভোগযোগ্য কর্ম্মের ক্ষয় হইলে সেই পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মবলে] শীঘ্রই তাঁহারা নিন্দিত (—ধর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিত) জন্ম, যথা কুক্কুরজন্ম সূকরজন্ম অথবা চণ্ডালজন্ম প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি ।২৩ [কিন্তু শ্রুতিতে 'চরণ' অর্থাৎ আচরণ হইতে জন্মপ্রাপ্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

চরণশব্দেন অনুশয়ঃ সূচ্যতে ইতি বর্ণয়িষ্যতি।২৪ দৃষ্টশ্চ অয়ং জন্মনা এব প্রতিপ্রাণি উচ্চাবচরূপঃ উপভোগঃ প্রবিভজ্যমানঃ আকস্মিকত্বাসম্ভবাৎ অনুশয়সদ্ভাবং সূচয়তি, অভ্যুদয়প্রত্যবায়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতহেতুত্বস্য সামান্যতঃ শাস্ত্রেণ অবগমিতত্বাৎ।২৫ স্মৃতিরপি "বর্ণাঃ আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলম্ অনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে" (গৌঃ সং ১১।২৯), ইতি সানুশয়ানাম্ এব অবরোহং দর্শয়তি।২৬ কঃ পুনঃ অনুশয়ঃ নাম ইতি?২৭ কেচিৎ তাবৎ আহুঃ—'স্বর্গার্থস্য কর্ম্মণঃ ভুক্তফলস্য

ভাষ্যানুবাদ

কথিত হইতেছে, অনুশয় হইতে নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] চরণশব্দের দ্বারা অনুশয় সূচিত হইতেছে, ইহা [আচার্য্য ৩।১।১১ সূত্রে] বর্ণনা করিবেন।২৪ [দৃষ্টশব্দের অর্থ প্রত্যক্ষশ্রুতি, ইহা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর জন্মের দ্বারাই (—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়াই) প্রত্যেক প্রাণীতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টরূপে প্রবিভক্ত এই উপভোগ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, আকস্মিকত্ব (—অহেতুক উৎপত্তি) সম্ভব না হওয়ায় [সেই উপভোগ] অনুশয়ের (—কর্ম্মশেষের) অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে, যেহেতু [স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরূপ] অভ্যুদয় এবং [নরকাদি দুঃখপ্রাপ্তিরূপ] প্রত্যবায়, এই দুইটীতে সুকৃতদুষ্কৃতের হেতুতা (—সুকৃত ও দুষ্কৃত অভ্যুদয় ও প্রত্যবায়ের হেতু, ইহা) সাধারণভাবে [পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (বৃঃ ৩।২।১৩), এই] শাস্ত্রের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে (৩)।২৫ আর "স্বস্বকর্ম্মনিষ্ঠ [ব্রাহ্মণাদি] বর্ণসকল এবং [ব্রহ্মচর্য্যাদি] আশ্রমাবলম্বিগণ মৃত্যুর পর [লোকান্তরে] কর্ম্মফলভোগ করিয়া তাহা হইতে অবশিষ্টের দ্বারা (—ভুক্ত কর্ম্ম হইতে ভিন্ন অবশিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা) বিশিষ্ট দেশ জাতি কুল রূপ আয়ু বৃত্ত (—আচার), বিত্ত (—ধন), সুখ এবং মেধাযুক্তগণের জন্মলাভ করে, (—তত্তৎ দেশাদিতে তত্তৎ গুণযুক্তরূপে জন্মগ্রহণ করে"), ইত্যাদি স্মৃতিও অনুশয়যুক্তগণেরই [চন্দ্রলোক হইতে] অবরোহণ প্রদর্শন করিতেছে।২৬

[একদেশিমতে 'অনুশয়' শব্দের অর্থ—'স্বর্গভোগপ্রদ কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশিষ্টাংশ'।]

আচ্ছা, অনুশয়নামক পদার্থটী কি?২৭ কেহ কেহ (—একদেশী) বলেন—স্বর্গ-

ভাবদীপিকা

(৩) "পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা" এই শ্রুতিবলে 'যঃ উপভোগঃ সঃ কর্ম্মনিমিত্তঃ', এইপ্রকারে ব্যাপ্তিগ্রহদ্বারা এই স্থলে কর্ম্মশেষের অস্তিত্বসাধক এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"জন্মারভ্য দৃষ্টঃ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টভোগঃ কর্ম্মহেতুকঃ ভোগত্বাৎ, স্বর্গনরকভোগবৎ"। উচ্চাবচ ভোগসকল দৃষ্টসিদ্ধ হওয়ায় সূত্রস্থ 'দৃষ্টশব্দের অর্থ হইল—'ভোগবৈচিত্র্যদর্শন।' তাহার বলে কর্ম্মশেষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, অন্যথা ভোগবৈচিত্র্যের কোন হেতু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবশেষঃ কশ্চিৎ অনুশয়ঃ নাম ভাণ্ডানুসারিস্নেহবৎ।২৮ যথাহি স্নেহভাণ্ডং রিচ্যমানং ন সর্ব্বাত্মনা রিচ্যতে, ভাণ্ডানুসার্য্যেব কশ্চিৎ স্নেহশেষঃ অবতিষ্ঠতে, তথা অনুশয়ঃ অপি ইতি।২৯ ননু কার্য্যবিরোধিত্বাৎ অদৃষ্টস্য ন ভুক্তফলস্য অবশেষাবস্থানং ন্যায্যম্।৩০ নায়ং দোষঃ, নহি সর্ব্বাত্মনা ভুক্তফলত্বং কর্ম্মণঃ প্রতিজানীমহে।৩১ ননু নিরবশেষকর্ম্মফলোপভোগায় চন্দ্রমণ্ডলম্ আরূঢ়ঃ।৩২ বাঢ়ম্, তথাপি স্বল্পকর্ম্মাবশেষমাত্রেণ তত্র অবস্থাতুং ন লভ্যতে।৩৩ যথা কিল কশ্চিৎ সেবকঃ সকলৈঃ সেবোপকরণৈঃ রাজকুলম্ উপসৃপ্তঃ চিরপ্রবাসাৎ পরিক্ষীণবহূপকরণঃ ছত্রপাদুকাদিমাত্রাবশেষঃ ন রাজকুলে অবস্থাতুং শক্নোতি।৩৪ এবম্ অনুশয়মাত্রপরিগ্রহঃ ন চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থাতুং শক্নোতি ইতি।৩৫ ন চ এতৎ যুক্তম্ ইব, নহি স্বর্গার্থস্য কর্ম্মণঃ ভুক্তফলস্য অবশেষানু-

ভাষ্যানুবাদ

লাভের জন্য অনুষ্ঠিত যে কর্ম্মের ফল ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, ভাণ্ডসংলগ্ন তৈলের ন্যায় তাহার যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট অংশ, তাহাই অনুশয়।২৮ যেমন দেখ, যে তৈলভাণ্ড রিক্ত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হয় না, কিন্তু ভাণ্ডসংশ্লিষ্টরূপে কিঞ্চিৎ তৈলাবশেষ থাকিয়া যায়; অনুশয়ও সেইপ্রকার হইবে, ইত্যাদি।২৯ [শঙ্কা—] কিন্তু অদৃষ্ট কার্য্যের বিরোধী হওয়ায় (—ভোগরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইলে কর্ম্মজনিত ভোগপ্রদ অদৃষ্ট বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া) যাহার ফল উপভুক্ত হইয়াছে, তাহার (—সেই কর্ম্মজনিত অদৃষ্টের) অবশিষ্টভাবে অবস্থান ন্যায্য নহে।৩০ [একদেশীর. সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু কর্ম্মের সর্ব্বাত্মকভাবে (—নিঃশেষে) ফলোপভোগ আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি না। [সুতরাং অনুপভুক্তফল কর্ম্মজনিত অদৃষ্টের অবস্থিতি সম্ভব]।৩১ [শঙ্কা—] কিন্তু নিরবশেষভাবে কর্ম্মফলভোগ করিবার জন্য [ইষ্টাদিকারিগণ] চন্দ্রমণ্ডলে আরূঢ় হইয়াছেন।৩২ [একদেশী—] হাঁ সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম্মের যে স্বল্পমাত্র অবশেষ, তাহার বলে সেখানে অবস্থান করিতে পায় না।৩৩ যেমন কোন সেবক সেবার উপযোগী সকল উপকরণের সহিত রাজকুলে (—রাজবাটীতে) গমন করিয়াছে, [কিন্তু] দীর্ঘকাল প্রবাসবশতঃ যাহার [রাজসেবার উপযোগী] বহু উপকরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহার ছত্র ও পাদুকামাত্র অবশিষ্ট আছে, সে রাজকুলে অবস্থান করিতে পারে না।৩৪ এইপ্রকারে অনুশয়মাত্রপরিগ্রহ ব্যক্তি (—যাহার ভোগপ্রদ স্বল্পমাত্র কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, সে) চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করিতে পারে না, ইত্যাদি।৩৫

[সিঃ—স্বর্গভোগপ্রদ কর্ম্মব্যতিরিক্ত ইহলোকে ভোগপ্রদ কর্ম্মই 'অনুশয়'। অন্যথা শাস্ত্রবিরোধ।]

সিদ্ধান্তী– ইহা (—একদেশীর এই মতবাদ) যুক্তিসঙ্গতই নহে, যেহেতু স্বর্গের

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃত্তিঃ উপপদ্যতে, কার্য্যবিরোধিত্বাৎ ইতি উক্তম্।৩৬ ননু এতদপি উক্তম্, ন স্বর্গফলস্য কর্ম্মণঃ নিখিলস্য ভুক্তফলত্বং ভবিষ্যতি ইতি।৩৭ তদেতৎ অপেশলম্, স্বর্গার্থং কিল কর্ম্ম স্বর্গস্থস্য এব স্বর্গফলং নিখিলং ন জনয়তি স্বর্গচ্যুতস্যাপি কিঞ্চিৎ ফললেশং জনয়তি ইতি ন শব্দপ্রমাণকানাম্ ঈদৃশী কল্পনা অবকল্পতে।৩৮ স্নেহভাণ্ডে তু স্নেহলেশানুবৃত্তিঃ দৃষ্টত্বাৎ উপপদ্যতে।৩৯ তথা সেবকস্য উপকরণলেশানুবৃত্তিশ্চ দৃশ্যতে।৪০ ন তু ইহ তথা স্বর্গফলস্য কর্ম্মণঃ লেশানুবৃত্তিঃ দৃশ্যতে, নাপি কল্পয়িতুং শক্যতে, স্বর্গফলত্বশাস্ত্রবিরোধাৎ।৪১ অবশ্যং চ এতৎ এবং বিজ্ঞেয়ম্—ন স্বর্গফলস্য ইষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ ভাণ্ডানুসারিস্নেহবৎ একদেশঃ অনুবর্ত্তমানঃ অনুশয়ঃ ইতি।৪২ যদি হি যেন সুকৃতেন কর্ম্মণা ইষ্টাদিনা স্বর্গম্

ভাষ্যানুবাদ

জন্য অনুষ্ঠিত যে কর্ম্মের ফল ভুক্ত হইয়াছে, তাহার অবশেষের অনুবৃত্তি (—মর্ত্ত্যলোকে ভোগের জন্য অবশিষ্ট থাকা) যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ [অদৃষ্ট] কার্য্যের বিরোধী, ইহা কথিত হইয়াছে (৩০ বাক্য)।৩৬ [শঙ্কা—] কিন্তু ইহাও তো কথিত হইয়াছে যে, স্বর্গ যাহার ফল, সেই নিখিল কর্ম্মের ফল উপভুক্ত হইবে না (৩১ বাক্য) ইত্যাদি।৩৭ [সমাধান—] সেই ইহা (—স্বর্গপ্রদ নিখিল কর্ম্মফল উপভুক্ত না হওয়া) শোভন নহে, স্বর্গের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বর্গস্থেরই স্বর্গরূপ ফল সমগ্রভাবে উৎপন্ন করে না, কিন্তু স্বর্গচ্যুতেরও কিঞ্চিৎ ফললেশ উৎপাদন করে, ইত্যাদি এইপ্রকার কল্পনা শব্দপ্রমাণবাদিগণের (—বেদকে যাঁহারা প্রমাণ মনে করেন, তাঁহাদের) পক্ষে সঙ্গত নহে।৩৮ [একদেশীর দৃষ্টান্তকে বিঘটন করিতেছেন—] স্নেহভাণ্ডে কিন্তু [তৈল ঘৃতাদি] স্নেহলেশের অনুবৃত্তি (—পরেও বর্ত্তমান থাকা) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া যুক্তিসঙ্গত।৩৯ এইরূপে সেবকের [রাজসেবোপযোগী] উপকরণলেশের অনুবৃত্তিও পরিদৃষ্ট হয়। [সুতরাং সেই সকল স্থলে তাহা যুক্তিযুক্ত]।৪০ কিন্তু এখানে স্বর্গফলপ্রদ কর্ম্মের সেইপ্রকার লেশানুবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, আর তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না, কারণ স্বর্গরূপ ফলবোধক শাস্ত্রের বিরোধ হইয়া পড়িবে (৪)।৪১ ইহাকে অবশ্যই এইরূপে অবগত হইতে হইবে—ভাণ্ডসংলগ্ন স্নেহের ন্যায় স্বর্গরূপ ফলপ্রদ ইষ্টাদিকর্ম্মের অবশিষ্টরূপে বর্ত্তমান একাংশ অনুশয় নহে।৪২ [কেন নহে? উত্তর—] যেহেতু ইষ্টি প্রভৃতি যে সুকৃত

ভাবদীপিকা

(৪) ভাব এই—স্বর্গভোগের জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ফল স্বর্গেই উপভুক্ত হওয়া উচিত, অথবা মর্ত্ত্যলোকেও তাহার কিঞ্চিৎ আগমন করে? **প্রথম** পক্ষে—তাহার অবশেষ থাকিতে পারে না। **দ্বিতীয়** পক্ষে—মর্ত্ত্যভোগেরও বিধায়ক হওয়ায় "স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি স্বর্গবিধানকারী শাস্ত্রের বিরোধ হইয়া পড়িবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুভূবন্ তস্য এব কশ্চিৎ একদেশঃ অনুশয়ঃ কল্প্যেত, ততঃ রমণীয়ঃ এব একঃ অনুশয়ঃ স্যাৎ, ন বিপরীতঃ।৪৩ তত্র ইয়ম্ অনুশয়বিভাগশ্রুতিঃ উপরুধ্যেত—"তৎ যে ইহ রমণীয়চরণাঃ...অথ যে ইহ কপূয়চরণাঃ (ছাঃ ৫।১০।৭) ইতি।৪৪ তস্মাৎ আমুষ্মিকফলে কর্ম্মজাতে উপভুক্তে অবশিষ্টং ঐহিকফলং কর্ম্মান্তরজাতং অনুশয়ঃ, তদ্বন্তঃ অবরোহন্তি ইতি।৪৫ যদুক্তং "যৎকিঞ্চ" (ছাঃ ৪।৪।৬) ইতি অবিশেষপরামর্শাৎ সর্ব্বস্য ইহ কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলোপভোগেন অন্তং প্রাপ্য নিরনুশয়াঃ অবরোহন্তি ইতি।৪৬ ন এতৎ এবম্, অনুশয়সদ্ভাবস্য অবগমিতত্বাৎ।৪৭ যৎকিঞ্চিৎ ইহ কৃতম্ আমুষ্মিকফলং কর্ম্ম আরব্ধভোগং, তৎ সর্ব্বং ফলোপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ইতি গম্যতে।৪৮ যদপি উক্তং প্রায়ণম্ অবিশেষাৎ অনারব্ধফলং কৃৎস্নম্

ভাষ্যানুবাদ

কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গকে ভোগ করিয়াছে,তাহার কোন একাংশ যদি অনুশয়রূপে কল্পিত হয়,তাহা হইলে অনুশয় রমণীয়রূপ একইপ্রকার হইবে, বিপরীত নহে।৪৩ তাহাতে (—একইপ্রকার হইলে) "তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ করেন... আর যাঁহারা ইহলোকে নিন্দিত আচরণ করেন", ইত্যাদি অনুশয়ের বিভাগপ্রতিপাদিকা এই শ্রুতি বাধিতা হইয়া পড়িবেন।৪৪ সেইহেতু (—একদেশিমতে এই দোষসকল হওয়ায়) পরলোকে ফলপ্রদ কর্ম্মসকল [নিঃশেষে] উপভুক্ত হইলে ইহলোকে ফলপ্রদ অবশিষ্ট অন্য [ফলদানোন্মুখ সঞ্চিত] কর্ম্মসকলকেই অনুশয় বলিতে হইবে, তদ্বিশিষ্ট [জীব-] গণই [চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণ করেন।৪৫

[সিঃ—"যৎকিঞ্চ" (ছাঃ ৪.৪.৬) শ্রুতির অর্থসংকোচ। 'চন্দ্রলোকে যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয়', এই মতবাদ নিরাকরণ।]

[পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক] যে কথিত হইয়াছে—"যাহা কিছু" এইরূপে অবিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়ায় ফলোপভোগের দ্বারা ইহলোকে কৃত সমস্তপ্রকার কর্ম্মের অন্ত প্রাপ্ত হইয়া (—ফলভোগ শেষ করিয়া) কর্ম্মশেষহীন জীবগণ অবরোহণ করেন (১২ বাক্য), ইত্যাদি।৪৬ ইহা এইপ্রকার নহে, যেহেতু অনুশয়ের অস্তিত্ব [শ্রুতিকর্ত্তৃক] বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।৪৭ [কিপ্রকারে ? তাহা বলিতেছেন—] আমুষ্মিকফল (—পরলোকে ভোগপ্রদ) "যাহা কিছু" কর্ম্ম ইহলোকে করা হইয়াছে এবং [চন্দ্রলোকে] যাহার ভোগ আরব্ধ হইয়াছে, সেই সকলকে ফলোপভোগের দ্বারা [চন্দ্রলোকেই] ক্ষয় করিয়া [পুনরায় ইহ লোকে আগমন করেন], ইহা ["প্রাপ্যান্ত" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদি বাক্য হইতে] অবগত হওয়া যাইতেছে' (৫)।৪৮

ভাবদীপিকা

(৫) ভাব এই —ভোগলিঙ্গক অনুমিতির (৩ ভাবদীঃ) দ্বারা পুষ্ট "রমণীয়চরণাঃ... কপূয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইত্যাদি শ্রুতিবলে ইহলোকে ভোগপ্রদ অনুশয় (-ফলপ্রদানোন্মুখ কর্ম্ম) অবশিষ্ট থাকে, ইহা অবগত হওয়া যায়। তাহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া "যৎকিঞ্চ"

শাঙ্করভাষ্যম্

এব কর্ম্ম অভিব্যনক্তি, তত্র কেনচিৎ কর্ম্মণা অমুষ্মিন্ লোকে ফলম্ আরভ্যতে,কেনচিৎ অস্মিন্ ইতি অয়ং বিভাগঃ ন সম্ভবতি ইতি।৪৯ তদপি অনুশয়সদ্ভাবপ্রতিপাদনেন এব প্রত্যুক্তম্।৫০ অপিচ কেন হেতুনা প্রায়ণম্ অনারব্ধফলস্য কর্ম্মণঃ অভিব্যঞ্জকং প্রতিজ্ঞায়তে ইতি বক্তব্যম্।৫১ আরব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্য ইতরস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তেঃ তদুপশমাৎ প্রায়ণকালে বৃত্ত্যুদ্ভবঃ ভবতি ইতি যদি উচ্যেত।৫২ ততঃ বক্তব্যম্—যথৈব তর্হি প্রাক্-প্রায়ণাৎ আরব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্য ইতরস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিঃ ইতি, এবং প্রায়ণকালেঽপি বিরুদ্ধফলস্য অনেকস্য কর্ম্মণঃ যুগপৎ।ফলারম্ভাসম্ভবাৎ বলবতা প্রতিবদ্ধস্য দুর্ব্বলস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিঃ ইতি।৫৩ নহি অনারব্ধফলত্বসামান্যেন জাত্যন্তরোপ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— মৃত্যুকালে বলবৎ কর্ম্মের দ্বারা দুর্ব্বল কর্ম্মের বৃত্তি অবরুদ্ধ হয় বলিয়া সকল কর্ম্মের যুগপৎ অভিব্যক্তি অসম্ভব।]

আর যে বলা হইয়াছে—প্রায়ণ (—মৃত্যু) অবিশেষভাবে অনারব্ধফল যাবতীয় কর্ম্মকেই অভিব্যক্ত (—ফলদানে উন্মুখ) করে, তন্মধ্যে কোন কর্ম্মের দ্বারা পরলোকে ফল আরব্ধ হয়, কোন কর্ম্মের দ্বারা ইহলোকে ফল আরব্ধ হয়, ইত্যাদি এই বিভাগ সম্ভব নহে (১৩-১৭ বাক্য, ২ ভাবদীঃ) ।৪৯ তাহাও ["রমণীয়-চরণাঃ… কপূয়চরণাঃ", ছাঃ ৫।১০।৭, ইত্যাদি শ্রুতি ও যুক্তিবলে] অনুশয়ের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের দ্বারাই প্রত্যুক্ত হইয়াছে।৫০ আর দেখ, কোন্ হেতুবলে মরণকে অনারব্ধফল [যাবতীয়] কর্ম্মের অভিব্যঞ্জকরূপে প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে,ইহা বলিতে হইবে।৫১ যদি বলা হয়—আরব্ধফল কর্ম্মের দ্বারা প্রতিবদ্ধ যে ইতর (—অনারব্ধফল কর্ম্ম), তাহার বৃত্তির (—ফলদানোন্মুখতারূপ ক্রিয়ার) উদ্ভব সঙ্গত না হওয়ায় তাহার (—আরব্ধফল কর্ম্মের) উপশমবশতঃ মৃত্যুকালে [অনারব্ধফল কর্ম্মের] বৃত্তির উদ্ভব হয়, ইত্যাদি।৫২ তাহা হইলে বলিতে হইবে—মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন আরব্ধফল কর্ম্মের দ্বারা প্রতিবদ্ধ ইতরের (—অনারব্ধফল কর্ম্মের) বৃত্তির উদয় সঙ্গত নহে, এইপ্রকারে মরণকালেও বিরুদ্ধফলপ্রদ অনেক কর্ম্মের যুগপৎ ফলারম্ভ সম্ভব না হওয়ায় বলবানের (—বিরুদ্ধফলপ্রদ বলবৎ কর্ম্মের) দ্বারা প্রতিবদ্ধ দুর্ব্বলের বৃত্তির উদ্ভব যুক্তিসঙ্গত নহে।৫৩

ভাবদীপিকা

(বৃঃ ৪।৪।৬), "যাবৎসম্পাতম্" (ছাঃ ৫।১০।৫)—'নিঃশেষে কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত', "প্রাপ্যান্তম্" (৪।৪.৬), ইত্যাদি এই সাধারণভাবে কর্ম্মক্ষয়প্রতিপাদক অসহায় শ্রুতিবাক্য-সকলের অর্থসঙ্কোচ করিতে হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে—চন্দ্রলোকে ভোগপ্রদ "যাহা কিছু কর্ম্ম", তাহাকে নিঃশেষে ক্ষয় করিয়া অন্য কর্ম্মবলে পুনঃ ইহলোকে আগমন করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভোগ্যফলম্ অপি অনেকং কর্ম্ম একস্মিন্ প্রায়ণে যুগপৎ অভিব্যক্তং সৎ একাং জাতিম্ আরভতে ইতি শক্যং বক্তুং, প্রতিনিয়তফলত্ববিরোধাৎ।৫৪ নাপি কস্যচিৎ কর্ম্মণঃ প্রায়ণে অভিব্যক্তিঃ, কস্যচিৎ উচ্ছেদঃ ইতি শক্যতে বক্তুম্, ঐকান্তিকফলত্ববিরোধাৎ।৫৫ নহি প্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ হেতুভিঃ বিনা কর্ম্মণাম্ উচ্ছেদঃ সম্ভাব্যতে।৫৬ স্মৃতিরপি বিরুদ্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্য কর্ম্মান্তরস্য চিরম্ অবস্থানং দর্শয়তি—"কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম্ম

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—একভবিকবাদ নিরাকরণ : ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্মের প্রতিনিয়তফলতার বিরোধবশতঃ উক্ত মতবাদ অসঙ্গত।]

[যদি বলা হয়—'বিরুদ্ধ কর্ম্মসকলের যুগপৎ ফলারম্ভ অসম্ভব', ইহা সিদ্ধ হয় না, কারণ একই দেহে বিরুদ্ধ সুখদুঃখভোগ পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রবৃত্তফল কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে অবিশেষভাবে অনারব্ধফল হওয়ায় পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও সকলপ্রকার কর্ম্ম মিলিত হইয়া একটী জন্মকে আরম্ভ করিবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] জন্মান্তরে যাহাদের ফল উপভুক্ত হইবে, এতাদৃশ অনেকপ্রকার কর্ম্মও অনারব্ধফলস্বরূপ সাদৃশ্যবশতঃ একই মৃত্যুকালে যুগপৎ অভিব্যক্ত হইয়া একটী জন্মকে আরম্ভ করে, ইহা বলিতে পারা যায় না; কারণ তাহাতে [অশ্বমেধাদি ও ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্মের] প্রতিনিয়তফলতার (—যে প্রকার কর্ম্ম, সেইপ্রকার ফল, এই নিয়মের) বিরোধ হইবে (৬)।৫৪

[সিঃ—একভবিকবাদাঙ্গীকারে দেবাদির শোচনীয়াবস্থা। মৃত্যু কর্ম্মের নাশক নহে, তাহা দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় থাকে]।

আর কোন কোন [প্রবল] কর্ম্মের মৃত্যুকালে অভিব্যক্তি হয় এবং কোন কোন [দুর্ব্বল] কর্ম্মের উচ্ছেদ হয়, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু [কর্ম্মের উচ্ছেদ অঙ্গীকারে] ঐকান্তিক ফলতার (—কর্ম্ম অবশ্যই ফলদান করে, এই নিয়মের) বিরোধ হইবে।৫৫ যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত [ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, ধ্যান, উপাসনা ও ভোগ] প্রভৃতি হেতুসকল ব্যতিরেকে [কেবলমাত্র মৃত্যুর দ্বারা] কর্ম্মসকলের উচ্ছেদ সম্ভব নহে।৫৬ [মৃত্যু দুর্ব্বল কর্ম্মের নাশক নহে, এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর স্মৃতিও বিরুদ্ধফলপ্রদ কর্ম্মের দ্বারা প্রতিবদ্ধ অন্য কর্ম্মের দীর্ঘ-

ভাবদীপিকা

(৬) 'যাবতীয় কর্ম্ম মিলিত হইয়া ভোগপ্রদানের জন্য একটীমাত্র জন্ম প্রদান করে', এই যে মতবাদ, ইহাকে বলে—**একভবিকবাদ**। এই মতবাদিগণ বলেন—নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা প্রত্যবায়ের পরিহার হয়, নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন দ্বারা পাপের উৎপত্তি না হওয়ায় নরকপ্রাপ্তি হয় না, কাম্যকর্ম্মের অননুষ্ঠানের দ্বারা পুণ্যের উৎপত্তি না হওয়ায় স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না। ফলে যাবতীয় কর্ম্মারব্ধ সেই শরীরে ভোগদ্বারা যাবতীয় কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় শরীরপাত হইলেই মোক্ষ লব্ধ হয়, তজ্জন্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। এই স্থলে ৫৪ সংখ্যক ভাষ্যবাক্য হইতে এই মতবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—যদি একই দেহে সুখ

শাঙ্করভাষ্যম্

কূটস্থমিহ তিষ্ঠতি। মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্দুঃখাদ্বিমুচ্যতে" ॥ ইতি এবংজাতীয়কা।৫৭ যদি চ কৃৎস্নম্ অনারব্ধফলং কর্ম্ম একস্মিন্ প্রায়ণে অভিব্যক্তং সৎ একাং জাতিম্ আরভেত, ততঃ স্বর্গনরকতির্য্যগ্‌যোনিষু অধিকারানবগমাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মানুৎপত্তৌ নিমিত্তাভাবাৎ ন উত্তরা জাতিঃ উপপদ্যেত।৫৮ ব্রহ্মহত্যাদীনাং চ একৈকস্য কর্ম্মণঃ অনেকজন্মনিমিত্তত্বং স্মর্য্যমাণম্ উপরুধ্যেত।৫৯ ন চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ স্বরূপফলসাধনাদিসমধিগমে শাস্ত্রাৎ অতিরিক্তং কারণং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্।৬০ ন চ দৃষ্টফলস্য কর্ম্মণঃ কারীর্যাদেঃ

ভাষ্যানুবাদ

কাল [নিষ্ক্রিয়ভাবে] অবস্থিতি (—উচ্ছেদাভাব) প্রদর্শন করিতেছেন—"সংসারে মজ্জমান ব্যক্তির সুকৃত কর্ম্মসকল ইহলোকে কখনও কখনও [ততকাল পর্য্যন্ত] কূটস্থরূপে (—নির্ব্যাপাররূপে) অবস্থান করে, যতকাল পর্য্যন্ত না [সেই ব্যক্তি] দুঃখ(—পাপকর্ম্মের ফলভোগ) হইতে বিমুক্ত হয়", ইত্যাদি এই জাতীয়।৫৭[কর্ম্মনাশপক্ষকে নিরাকরণ করিয়া পুনরায় সকল কর্ম্মের যুগপৎ অভিব্যক্তিতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] যদি সমস্ত অনারব্ধফল কর্ম্ম একই মৃত্যুতে (—মৃত্যুকালে) অভিব্যক্ত হইয়া একটী জন্ম আরম্ভ করে, তাহা হইলে স্বর্গ নরক এবং তির্য্যক্ (—পশু) যোনিসকলে [কর্ম্মে] অধিকার অবগত হওয়া যায় না বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি না হওয়ায় নিমিত্তের অভাববশতঃ পরবর্ত্তী জন্ম সঙ্গত হইবে না ; [ফলে দেবতাদির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িবে, কারণ ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হওয়ায় আর জন্ম হইবে না এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানের অভাবে মোক্ষও হইবে না] ।৫৮

[সিঃ—একভবিকবাদাঙ্গীকারে বহুজন্মপ্রদ কর্ম্ম নিরবকাশ হইয়া পড়িবে। মৃত্যুতে যাবতীয় কর্ম্মের অভিব্যক্তি অসম্ভব] ।

আর [যাবতীয় কর্ম্মের যুগপৎ অভিব্যক্তি অঙ্গীকার করিলে] ব্রহ্মহত্যাদি এক একটী কর্ম্মের যে অনেক জন্মের প্রতি হেতু হওয়া (৭) স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে ।৫৯ আর ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ ফল ও সাধন প্রভৃতির অবগতিবিষয়ে শাস্ত্র হইতে অতিরিক্ত কারণ কল্পনা করিতে পারা যায় না ।৬০

ভাবদীপিকা

ও দুঃখ ভোগরূপ ফল হইত, তাহা হইলে না হয় উক্তপ্রকার কল্পনা করা যাইত। বস্তুস্থিতি কিন্তু তাহা নহে। কাহারও দেবদেহে দুঃখসম্বন্ধবর্জ্জিত সুখভোগপ্রদ কর্ম্ম থাকে, অপরের নারক দেহে সুখসম্বন্ধবর্জ্জিত দুঃখভোগপ্রদ কর্ম্ম থাকে। এতাদৃশ বিরুদ্ধ কর্ম্মসকল একই জন্ম আরম্ভ করিতে পারে না ; তাহা অঙ্গীকার করিলে শাস্ত্র ও যুক্তির বিরোধ হইয়া পড়ে, ইহাই ভাব।

(৭) "শ্বশূকরখরোষ্ট্রাণাং গোঽজাবিমৃগপক্ষিণাম্। চণ্ডালপুক্কসানাং চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি" ॥ (মনু সং ১২।৫৫)। অর্থ স্পষ্ট। পুক্কস—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। কিন্তু একই কর্ম্মের অনেকজন্মারম্ভকতা কিপ্রকারে অঙ্গীকার করা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—নচ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ—আর ধর্ম্মাধর্ম্মের' ইত্যাদি (৬০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রায়ণম্ অভিব্যঞ্জকং সম্ভবতি ইতি অব্যাপিকা অপি ইয়ং প্রায়ণস্য অভিব্যঞ্জকত্বকল্পনা।৬১ প্রদীপোপন্যাসোঽপি কর্ম্মবলাবলপ্রদর্শনেনৈব প্রতিনীতঃ।৬২ স্থূলসূক্ষ্মরূপাভিব্যক্ত্যনভিব্যক্তিবৎ চ ইদং দ্রষ্টব্যম্।৬৩ যথা হি প্রদীপঃ সমানেঽপি সন্নিধানে স্থূলং রূপং অভিব্যনক্তি ন সূক্ষ্মম্, এবং প্রায়ণং সমানেঽপি অনারব্ধফলস্য কর্ম্মজাতস্য প্রাপ্তাবসরত্বে বলবতঃ কর্ম্মণঃ বৃত্তিম্ উদ্ভাবয়তি, ন দুর্ব্বলস্য ইতি।৬৪ তস্মাৎ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাৎ অশ্লিষ্টঃ অয়ম্ অশেষকর্ম্মাভিব্যক্ত্যভ্যুপগমঃ।৬৫ শেষকর্ম্মসদ্ভাবে

ভাষ্যানুবাদ

[মৃত্যু সকল কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, ইহা বিঘটন করিতেছেন—] মৃত্যু কারীরী (৮) প্রভৃতি দৃষ্টফল কর্ম্মসকলের অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্ভব নহে ; এইহেতু মৃত্যুর এই যে অভিব্যঞ্জকত্বকল্পনা, তাহা অব্যাপিকা (—এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না)।৬১ আর [দৃষ্টান্তরূপে] প্রদীপের উল্লেখও (১৬ বাক্য) কর্ম্মের বলাবল প্রদর্শনের দ্বারাই নিরাকৃত হইয়াছে (৯)।৬২ স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপের অভিব্যক্তি এবং অনভিব্যক্তির ন্যায় ইহাকে (—প্রদীপদৃষ্টান্তকে) বুঝিতে হইবে।৬৩ যেমন দেখ, প্রদীপ নৈকট্য সমান হইলেও স্থূল বস্তুকে অভিব্যক্ত করে, সূক্ষ্ম (—অনুদ্ভূতরূপ) বস্তুকে করে না; এইপ্রকারে যাহাদের ফল আরব্ধ হয় নাই, সেই কর্ম্মসকলের অবসরপ্রাপ্তি (—ফলদানের সুযোগ) সমান হইলেও মৃত্যু বলবৎ কর্ম্মের বৃত্তিকে (—ফলদানোন্মুখতাকে) উদ্বুদ্ধ করে, দুর্ব্বল কর্ম্মের বৃত্তিকে তাহা করে না। [সুতরাং মরণকালে অবিশেষভাবে যাবতীয় কর্ম্মের অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয় না]।৬৪ অতএব শ্রুতি স্মৃতি এবং যুক্তির (১০) বিরোধবশতঃ এই যে অশেষ কর্ম্মের [যুগপৎ] অভিব্যক্তি

ভাবদীপিকা

(৮) কোন দেশে অনাবৃষ্টি হইলে শ্রুতিতে বৃষ্টির জন্য কারীরী যজ্ঞের বিধান আছে। ইহার ফল দৃষ্ট, মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না।

(৯) ভাব এই—প্রদীপ যেমন রূপকে (—বস্তুকে) প্রকাশ করে, মৃত্যু এইপ্রকারে কোন কিছুকে প্রকাশিত করে না। মৃত্যুকালে প্রবল প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইলে প্রতিবন্ধকের অভাববশতঃ দুর্ব্বল অন্যান্য কর্ম্ম ফলোদানোন্মুখ হয়, ইহাই সেই স্থলে বস্তুস্থিতি। সুতরাং প্রদীপদৃষ্টান্ত বিঘটিত হইয়া পড়িল এবং মৃত্যু কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, এই মতবাদ নিরাকৃত হইল। এক্ষণে মৃত্যু কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, ইহা অঙ্গীকার করিয়াও প্রদীপদৃষ্টান্তকে স্বানুকূল করিতেছেন—স্থূলসূক্ষ্ম—'স্থূল' ইত্যাদি (৬৩ বাক্য)।

(১০) "রমণীয়চরণাঃ (ছাঃ ৫।১০।৭) ইত্যাদি শ্রুতি, "বহুকর" (মনু সং ১২।৫৫, ৭ তাবদীঃ) এবং "ততঃ শেষেণ" (গৌ সং ১১।২৯) ইত্যাদি স্মৃতি এবং "কেন হেতুনা" (৫১ বাক্য) ইত্যাদিরূপে আরব্ধ যুক্তিকে এই স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। একভবিকবাদের বিস্তৃতভাবে নিরাকরণ ৪।১।৩৫ অধিকরণে ১৪ সূত্রভাষ্যে ৬৪ বাক্য হইতে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ইতি অয়ম্ অপি অস্থানে সম্ভ্রমঃ, সম্যগ্‌দর্শনাৎ অশেষকর্ম্মক্ষয়শ্রুতেঃ।৬৬ তস্মাৎ স্থিতম্ এতদেব—অনুশয়বন্তঃ অবরোহন্তি ইতি।৬৭ তে চ অবরোহন্তঃ 'যথেতম্' 'অনেবং চ' অবরোহন্তি।৬৮ 'যথেতম্' ইতি যথাগতম্ ইত্যর্থঃ।৬৯ 'অনেবম্' ইতি তদ্বিপর্য্যয়েণ ইত্যর্থঃ।৭০ ধূমাকাশয়োঃ পিতৃযাণে অধ্বনি উপাত্তয়োঃ অবরোহে সঙ্কীর্ত্তনাৎ যথেতংশব্দাৎ চ যথাগতম্ ইতি প্রতীয়তে।৭১ রাত্র্যাদ্যসঙ্কীর্ত্তনাৎ অভ্রাদ্যুপসংখ্যানাৎ চ বিপর্য্যয়োঽপি প্রতীয়তে।৭২॥৩।১।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গীকার (—একভবিকবাদ), ইহা অসঙ্গত।৬৫ [যদি বলা হয়—একই দেহে সকল কর্ম্মের ফল উপভুক্ত না হইলে মোক্ষ সম্ভব না হওয়ায় একভবিকবাদ অঙ্গীকার্য্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কর্ম্মের অবশেষ বিদ্যমান থাকিলে মোক্ষ হইবে না, ইহা অস্থানে সম্মান প্রদর্শন, যেহেতু সম্যগ্‌দর্শনবলে অশেষ কর্ম্মের ক্ষয় প্রতিপাদিকা ["ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি", ইত্যাদি] শ্রুতি আছে।৬৬ অতএব ইহাই স্থির হইল যে, কর্ম্মশেষবিশিষ্ট জীবগণ [চন্দ্রলোক হইতে] অবরোহণ করেন।৬৭

[সিঃ—চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের মার্গ বর্ণনা।]

আর অবরোহণকারী তাঁহারা যেপ্রকারে (—যে মার্গাবলম্বনে) গমন করিয়াছিলেন, সেইপ্রকারে এবং অন্য মার্গে অবরোহণ করেন।৬৮ 'যথেতম্' ইহার অর্থ —যেপ্রকারে গমন করিয়াছিলেন।৬৯ 'অনেবম্' ইহার অর্থ—তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারে।৭০ পিতৃযাণমার্গে পরিগৃহীত ধূম এবং আকাশের অবরোহণকালে বর্ণনা থাকায় এবং 'যথেতম্' এই শব্দটী থাকায় 'যেপ্রকারে গমন করিয়াছিলেন', ইহা প্রতিভাত হইতেছে।৭১ রাত্রি প্রভৃতির বর্ণনা না থাকায় এবং অভ্র প্রভৃতির সংগ্রহ হওয়ায় ব্যতিক্রমও প্রতিভাত হইতেছে (১১)।৭২॥৩।১।৮॥

ভাবদীপিকা [চন্দ্রলোকে গমন ও প্রত্যাগমনের মার্গ]

(১১) চন্দ্রলোকে **গমনের মার্গ পিতৃ**যাণের পর্য্যক্রম এই—১। ধূম, ২। রাত্রি ৩। কৃষ্ণপক্ষ, ৪। দক্ষিণায়ন, ৫। পিতৃলোক, ৬। আকাশ এবং ৭। চন্দ্র (বৃঃ ৬।২।১৬, ছাঃ ৫।১০।৩-৪ দ্রঃ)। ধূমাদিশব্দে তত্তৎ অভিমানিনী দেবতাকে গ্রহণ করিতে হইবে (৪।৩।৪ অধিঃ দ্রঃ)। চন্দ্রলোক হইতে **প্রত্যা**বর্ত্তনমার্গ এই—আকাশ বায়ু ধূম অভ্র (—বারিপূর্ণ মেঘ), মেঘ (—বর্ষণকারী মেঘ), বৃষ্টি পৃথিবী ব্রীহিযবাদি পুরুষ এবং স্ত্রী (ছাঃ ৫।১০।৫-৬, বৃঃ ৬।২।১৬)। এইরূপে দেখা গেল—কর্ম্মী জীব যে মার্গে গমন করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার বিপরীতক্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। তবে প্রত্যাবর্ত্তনপথে পিতৃযাণমার্গস্থ আকাশ এবং ধূমকে প্রাপ্ত হন। এই দুইটী গমন ও প্রত্যাবর্ত্তনে সাধারণ। সেইহেতু ভগবান্ সূত্রকার বলিলেন—**যথেতম্**—আকাশ এবং ধূমকে অবলম্বন করিয়া যেপ্রকারে গমন করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে। আবার প্রত্যাবর্ত্তনমার্গে পিতৃযাণমার্গে অশ্রুত বায়ু ও অভ্র ইত্যাদি শ্রুত হইতেছে। সেইহেতু বলিলেন-**'অনেবম্'**-যে মার্গে গিয়াছিলেন, তাহা হইতে ভিন্ন মার্গে, ইহাই ভাব।

[একদেশী সূত্র—] চরণাদিতিচেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণা-জিনিঃ ॥৩।১।৯॥

পদচ্ছেদ—চরণাৎ, ইতি চেৎ, ন, উপলক্ষণার্থা, ইতি, কার্ষ্ণাজিনিঃ।

সূত্রার্থ—[ননু "রমণীয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইতি শ্রুতিঃ] **চরণাৎ**—আচারাৎ [যোন্যাপত্তিং দর্শয়তি, ন অনুশয়াৎ। অতঃ ন অনুশয়সিদ্ধিঃ। **ইতি, চেৎ, ন,** [যতঃ] **কার্ষ্ণাজিনিঃ**—আচার্য্যঃ কার্ষ্ণাজিনিঃ [ইয়ং চরণশ্রুতিঃ] **উপলক্ষণার্থা**—অনুশয়োপলক্ষণার্থা ইতি মন্যতে।

অনুবাদ—["রমণীয় আচরণবিশিষ্টগণ" ইত্যাদি শ্রুতি] **চরণাৎ**—আচরণ হইতে [জন্মপ্রাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন, অনুশয় হইতে নহে। সেইহেতু অনুশয় (—ফলদানোন্মুখ কর্ম্মশেষ) সিদ্ধ হয় না]। **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়, [তদুত্তরে বলিতেছেন—] **ন**—এইপ্রকার বলা যায় না, [যেহেতু] **কার্ষ্ণাজিনিঃ**—আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনি, [এই আচরণবোধিকা শ্রুতি] **উপলক্ষণার্থা**—অনুশয়ের উপলক্ষণের জন্য, ইহা মনে করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথাপি স্যাৎ, যা শ্রুতিঃ অনুশয়সদ্ভাবপ্রতিপাদনায় উদাহৃতা—"তৎ যে ইহ রমণীয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইতি, সা খলু চরণাৎ যোন্যাপত্তিং দর্শয়তি, ন অনুশয়াৎ।১ অন্যৎ চরণম্, অন্যঃ অনুশয়ঃ।২ চরণং চারিত্র্যম্ আচারঃ শীলম্ ইতি অনর্থান্তরম্।৩ অনুশয়স্তু ভুক্তফলাৎ কর্ম্মণঃ অতিরিক্তং কর্ম্ম অভিপ্রেতম্।৪ শ্রুতিশ্চ কর্ম্মচরণে ভেদেন ব্যপদিশতি—"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইতি, "যানি অনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিত-

ভাষ্যানুবাদ

['অনুশয়' শব্দের অর্থ। কার্ষ্ণাজিনিমতে—চরণশ্রুতি (ছাঃ ৫।১০।৭) অনুশয়ের উপলক্ষক।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইতে পারে, [কিন্তু] অনুশয়ের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য "তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে শুভ আচরণযুক্ত," ইত্যাদি যে শ্রুতিবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই আচরণ হইতে জন্মপ্রাপ্তি প্রদর্শন করিতেছে, অনুশয় হইতে নহে।১ আচরণ অন্য পদার্থ, অনুশয় অন্য পদার্থ।২ চরণ চারিত্র্য (—চরিত্র, স্বার্থে ষ্যঞ), আচার ও শীল (১২), ইহাদের অন্যপ্রকার অর্থ নাই (—ইহারা পর্য্যায়শব্দ)।৩ অনুশয়শব্দে কিন্তু যাহার ফল উপভুক্ত হইয়াছে, সেই কর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত কর্ম্ম অভিপ্রেত।৪ শ্রুতিও কর্ম্ম এবং আচরণকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিতেছেন, যথা—"যিনি যেপ্রকার কর্ম্ম করেন, যেপ্রকার আচরণ

ভাবদীপিকা

(১২) **শীল**—"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা। অনুগ্রহশ্চ জ্ঞানং চ শীলমেতদ্বিদুর্বুধাঃ"। অর্থ স্পষ্ট। জ্ঞান—শাস্ত্রার্থজ্ঞান। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার আচারশব্দে সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পাদপ্রক্ষালনাদি সদাচারসকলকেও গ্রহণ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যানি, নো ইতরাণি; যানি অস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়া উপাস্যানি" (তৈঃ ১।১১।২) ইতি চ।৫ তস্মাৎ চরণাৎ যোন্যাপত্তি-শ্রুতেঃ ন অনুশয়সিদ্ধিঃ ইতি চেৎ?৬ নৈষঃ দোষঃ, যতঃ অনুশয়োপলক্ষণার্থা এব এষা চরণশ্রুতিঃ ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে ।৭॥৩।১।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

করেন, সেইপ্রকার হইয়া থাকেন", ইত্যাদি এবং "যে সকল কর্ম্ম অনিন্দিত, সেই সকল [তোমার] অনুষ্ঠান করা উচিত, অন্য (—নিন্দিত) কর্ম্মসকল নহে; আমাদের (—আচার্য্যগণের) যাহা শাস্ত্রসম্মত আচরণ, তাহাই ত্বৎকর্ত্তৃক উপাসিত (—অনুষ্ঠিত) হওয়া উচিত", ইত্যাদি ।৫ অতএব আচরণ হইতে জন্মপ্রাপ্তিবোধিকা শ্রুতি থাকায় [জন্মপ্রাপ্তির হেতুভূত] অনুশয় সিদ্ধ হয় না, এইপ্রকার যদি বলা হয়?৬ [তদুত্তরে একদেশী বলেন—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু ["রমণীয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইত্যাদি] এই চরণশ্রুতি (—আচরণ জ্ঞাপিকা শ্রুতি) অনুশয়ের উপলক্ষণের (১৩) জন্য, ইহা আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনি মনে করেন ।৭॥৩।১।৯॥

[একদেশী সূত্র—] আনর্থক্যমিতিচেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০॥

পদচ্ছেদ—আনর্থক্যম্, ইতি, চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[ননু চরণশ্রুতিঃ (ছাঃ ৫।১০।৭) অনুশয়োপলক্ষণার্থা ইতি অসঙ্গতং, সদাচারদুরাচারাত্মকস্য চরণস্যৈব সদসদ্যোনিপ্রাপকত্বসম্ভবাৎ। অন্যথা অনুশয়াখ্যস্য কর্ম্মণঃ এব সদসদ্যোনিপ্রাপকত্বে স্বীকৃতে চরণশ্রুতেঃ] **আনর্থক্যম্**—প্রয়োজনশূন্যত্বং [স্যাৎ], **ইতি চেৎ? ন,** [কুতঃ? ইষ্টাদিকর্ম্মণাং চরণাখ্যাচারনির্বর্ত্যত্বেন] **তদপেক্ষত্বাৎ**—চরণাপেক্ষত্বাৎ [চরণশ্রুতেঃ অর্থবত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু চরণশ্রুতি অনুশয়ের উপলক্ষণের জন্য, ইহা অসঙ্গত, কারণ সদাচার ও দুরাচারাত্মক যে আচরণ, তাহাই সৎ এবং অসৎ জন্মের প্রাপক, ইহা সম্ভব। অন্যথা অনুশয়নামক কর্ম্মই সদসৎ জন্মপ্রাপ্তির হেতুরূপে স্বীকৃত হইলে, চরণশ্রুতির] **আনর্থক্যম্**—প্রয়োজনশূন্যতা হইয়া পড়িবে, **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়? [তদুত্তরে একদেশী

ভাবদীপিকা

(১৩) **উপলক্ষণ**—২।৭৪ পৃঃ দ্রঃ। অভিপ্রায় এই—শীল, অর্থাৎ প্রস্তাবিত স্থলে সদাচাররূপ ধর্ম্ম শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকলপ্রকার কর্ম্মেরই অঙ্গ হওয়ায় এবং কর্ম্মানুষ্ঠানকালে আচরিত হওয়ায় লক্ষণাবৃত্তিতে স্বসম্বন্ধ অঙ্গী কর্ম্মেরও বোধক হইয়া থাকে। অনুশয়, অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ অবশিষ্ট কর্ম্ম এই অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরই 'অপূর্ব্ব' নামক পরবর্ত্তী অবস্থা। এইরূপে "রমণীয়চরণাঃ" অত্রস্থ চরণশব্দের লক্ষণাবৃত্তিতে 'স্ব'এর, অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মের বোধ হয় এবং স্বভিন্ন যে অনুশয়, অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ অপূর্ব্ব, তাহারও বোধ হয়। ফলে 'স্ব'এর এবং 'স্বেতরের' প্রতিপাদক হওয়ায় আচরণবোধিকা চরণশ্রুতি হইল অনুশয়েরও উপলক্ষণ।

বলেন—] ন—তাহা বলা যায় না, [কেন? বলিতেছি—ইষ্টাদি কর্ম্মসকল চরণাখ্য আচারদ্বারা সম্পাদিত হওয়ায়] তদপেক্ষত্বাৎ—আচরণকে অপেক্ষা করে বলিয়া [চরণ-শ্রুতির সার্থকতা হইয়া থাকে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, কস্মাৎ পুনঃ চরণশব্দেন শ্রৌতং শীলং বিহায় লাক্ষণিকঃ অনুশয়ঃ প্রত্যায্যতে?১ ননু শীলস্যৈব শ্রৌতস্য বিহিত-প্রতিষিদ্ধস্য সাধ্বসাধুরূপস্য শুভাশুভযোন্যাপত্তিঃ ফলং ভবিষ্যতি।২ অবশ্যং চ শীলস্যাপি কিঞ্চিৎ ফলম্ অভ্যুপগন্তব্যম্, অন্যথা হি আনর্থক্যম্ এব শীলস্য প্রসজ্যেত ইতি চেৎ?৩ নৈষঃ দোষঃ।৪ কুতঃ?৫ তদপেক্ষত্বাৎ।৬ ইষ্টাদি হি কর্ম্মজাতং চরণাপেক্ষম্।৭ নহি সদাচারহীনঃ কশ্চিৎ অধিকৃতঃ স্যাৎ, "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" (বশিষ্ঠ সং ৬।৩) **ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ।৮ পুরুষার্থত্বেঽপি আচারস্য ন আনর্থক্যম্।৯ ইষ্টাদৌ হি কর্ম্মজাতে ফলম্ আরভমাণে তদপেক্ষঃ এব আচারঃ তত্রৈব কিঞ্চিৎ অতি-**

ভাষ্যানুবাদ

[কাষ্ণাজিনিমতের পরিষ্কৃতি। চরণশব্দের অনুশয়রূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণে যুক্তি।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা তাহা হউক, কিন্তু কোন্ হেতুবশতঃ শ্রুতিপ্রতিপাদিত শীলকে পরিত্যাগ করিয়া চরণশব্দের দ্বারা লক্ষণাবৃত্তিলব্ধ অনুশয় বিজ্ঞাপিত হইতেছে? [মুখ্য অর্থ সম্ভব হইলে তো লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয় নহে]।১ পরন্তু বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ যে [সত্য ও অদ্রোহাদি-আত্মক] সাধুত্ব এবং [অসত্য ও ক্রোধাদি-আত্মক] অসাধুত্বরূপ শ্রুতিপ্রতিপাদিত শীল, তাহারই শুভ ও অশুভ জন্মপ্রাপ্তিরূপ ফল হইবে।২ আর [যাহা বিহিত, তাহা নিষ্ফল হইতে পারে না বলিয়া] শীলেরও কিছু ফল অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে, যেহেতু অন্যথা শীল অনর্থক হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার যদি বলা হয়?৩ [তদুত্তরে একদেশী বলেন—] ইহা দোষ নহে।৪ কেন নহে?৫ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু তাহার অপেক্ষা আছে।৬ [ইহাই স্পষ্ট করিতেছেন—] ইষ্টাদি কর্ম্মসকল অবশ্যই আচরণকে অপেক্ষা করে। [প্রযাজাদির দর্শপূর্ণমাসাঙ্গতার ন্যায় ইহাও কর্ম্মাঙ্গ]৭ যেহেতু সদাচারহীন কেহ কর্ম্মে অধিকারী হয় না, "বেদসকল (—তদুক্ত কর্ম্মসকল) আচারহীনকে পবিত্র করে না", ইত্যাদি স্মৃতিসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। [সুতরাং কর্ম্মাঙ্গভূত আচার অনর্থক নহে।৮ কর্ম্মাঙ্গ প্রযাজের ন্যায় ক্রত্বর্থতা (—যজ্ঞের অঙ্গসম্পাদকতা) না হইয়া পুরুষার্থতা(—স্নানাদির ন্যায় পুরুষের সংস্কার সম্পাদকতা) অঙ্গীকৃত হইলেও আচারের আনর্থক্য হয় না।৯ যেহেতু ইষ্টাদি কর্ম্মসকল ফলপ্রদান আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে অপেক্ষা করিয়াই [কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উদ্গীথাদি উপাসনার ন্যায়] আচার সেই স্থলেই কিছু অতিশয় (—ফলোৎকর্ষ) আরম্ভ করিবে। [সুতরাং পুরুষার্থসাধক

শাঙ্করভাষ্যম্

শরম্ আরপ্স্যতে।১০ কর্ম্ম চ সর্বার্থকারি ইতি শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধিঃ।১১ তস্মাৎ কর্ম্মৈব শীলোপলক্ষিতম্ অনুশয়ভূতং যোন্যাপত্তৌ কারণম্ ইতি কার্ষ্ণাজিনেঃ মতম্।১২ নহি কর্ম্মণি সম্ভবতি শীলাৎ যোন্যাপত্তিঃ যুক্তা।১৩ নহি পদ্ভ্যাং পলায়িতুং পারয়মাণঃ জানুভ্যাং রংহিতুম্ অর্হতি ইতি।১৪॥৩।১।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

তাহা অনর্থক নহে।১০ আচ্ছা, তাহা হইলে আচার হইতেই জন্মপ্রাপ্তি হউক, তজ্জন্য লক্ষণাবৃত্তিতে অনুশয়কে গ্রহণ করিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কর্ম্মই সকলপ্রকার প্রয়োজনসম্পাদক, ইহা [বৃঃ ৩।২।১৩ ইত্যাদি] শ্রুতি এবং [গীতা ৩।১০ ইত্যাদি] স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। [সুতরাং মাত্র আচার হইতেই জন্ম-প্রাপ্তি হইতে পারে না বলিয়া লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ করিতে হইতেছে]।১১ সেইহেতু শীলশব্দের দ্বারা উপলক্ষিত অনুশয়ভূত কর্ম্মই জন্মপ্রাপ্তিতে কারণ, ইহা [আচার্য্য] কার্ষ্ণাজিনির মত।১২ দেখ, কর্ম্মে (—কর্ম্মের দ্বারা) সম্ভব হইলে শীল হইতে জন্ম-প্রাপ্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।১৩ যেহেতু পদদ্বয়দ্বারা পলায়ন করিতে পারিলে জানুদ্বয়-দ্বারা গমন সঙ্গত নহে।১৪॥৩।১।২০॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩।১।১১॥

পদচ্ছেদ—সুকৃতদুষ্কৃতে, এব, ইতি, তু, বাদরিঃ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—লক্ষণাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। **বাদরিঃ**—বাদরিনামকঃ আচার্য্যঃ [চরণশব্দেন] **সুকৃতদুষ্কৃতে এব**—পুণ্যপাপকর্ম্মণী এব [উচ্যেতে], **ইতি** [মন্যতে। লোকে ইষ্টাদিকারিণি "ধর্ম্মং চরতি" ইতি কর্ম্মচরণয়োঃ অভেদেন প্রয়োগদর্শনাৎ। অতঃ চন্দ্রলোকং গতানাং পুনরবরোহার্থম্ অনুশয়ঃ অস্তি ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—তুশব্দ—লক্ষণা ব্যাবৃত্তির জন্য। **বাদরিঃ**—বাদরিনামক আচার্য্য, [চরণশব্দের দ্বারা] **সুকৃতদুষ্কৃতে এব**—পুণ্য ও পাপ কর্ম্মই [কথিত হইতেছে], **ইতি**—ইহা [মনে করেন। যেহেতু লোকমধ্যে ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষে "ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন", এইপ্রকারে কর্ম্ম ও আচরণের অভিন্নভাবে প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব যাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের পুনরায় অবরোহণের জন্য 'অনুশয়' বর্ত্তমান থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাদরিস্তু আচার্য্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন প্রত্যায্যেতে ইতি মন্যতে।১ চরণম্ অনুষ্ঠানং কর্ম্ম ইতি অনর্থান্তরম্।২

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আচার্য্য বাদরির মতে—চরণশ্রুতি সুকৃতদুষ্কৃত কর্ম্মের বাচক হওয়ায় লক্ষণার অবকাশ নাই]।

[সিদ্ধান্ত—] কিন্তু বাদরিনামক আচার্য্য চরণশব্দের দ্বারা সুকৃত ও দুষ্কৃতই বিজ্ঞাপিত হইতেছে, ইহা মনে করেন। চরণ (—আচরণ), অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম

শাঙ্করভাষ্যম্

তথাহি অবিশেষেণ কর্ম্মমাত্রে চরতিঃ প্রযুজ্যমানঃ দৃশ্যতে ।৩ যঃ হি ইষ্টাদিলক্ষণং পুণ্যং কর্ম্ম করোতি, তং লৌকিকাঃ আচক্ষতে 'ধর্ম্মং চরতি এষঃ মহাত্মা' ইতি ।৪ আচারোঽপি চ ধর্ম্মবিশেষঃ এব ।৫ ভেদব্যপদেশস্তু কর্ম্মচরণয়োঃ ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন অপি উপপদ্যতে ।৬ তস্মাৎ রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকর্ম্মাণঃ, কপূয়চরণাঃ নিন্দিতকর্ম্মাণঃ ইতি নির্ণয়ঃ।৭।৩।১।১১॥ইতি দ্বিতীয়ং কৃতাত্যয়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

ইহারা অর্থান্তর নহে (—ইহাদের অর্থ একই) ।২ যেমন দেখ, কর্ম্মমাত্রে অবিশেষভাবে 'চর্' ধাতু প্রযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে ।৩ যেহেতু [লোকমধ্যে] যিনি ইষ্টাদিরূপ পুণ্য কর্ম্ম করেন, লোকসকল তাঁহাকে 'এই মহাত্মা ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন', এইপ্রকার বলিয়া থাকে ।৪ [কিন্তু কর্ম্মই আচার হইলে "যথাকারী যথাচারী" (বৃঃ ৪।৪।৫) এইপ্রকার ভেদোক্তি কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? উত্তর—] আর আচারও ধর্ম্মবিশেষই (—একপ্রকার কর্ম্মই, ১৪) ।৫ কিন্তু কর্ম্ম ও চরণের মধ্যে ভেদের কথন 'ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েও' (১৫) উপপন্ন হয় ।৬ সেইহেতু (—লক্ষণা অঙ্গীকারের প্রতি কোন হেতু না থাকায়) "রমণীয়চরণাঃ", ইহার অর্থ—'প্রশস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ' এবং "কপূয়চরণাঃ", ইহার অর্থ—'নিন্দিতকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ', ইহাই সিদ্ধান্ত ৭।৩।১।১১॥ কৃতাত্যয়াধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১৪) ভাব—যদিও অক্রোধাদিরূপ শীল সাধারণ ধর্ম্মাত্মক হওয়ায় তদ্রূপ যজ্ঞাদি বিশেষ কর্ম্ম হইতে অভিন্ন (১৩ ভাবদীঃ)। তাহা হইলেও চরণশব্দ এবং আচারশব্দ কর্ম্মেরই বাচক, শীলের বাচক নহে ; এইহেতু প্রস্তাবিত স্থলে কর্ম্মরূপ অর্থলাভের জন্য চরণ-শব্দে লক্ষণাবৃত্তির অবসরই নাই। তাহাতে প্রস্তাবিত স্থলে কি হইল ? তাহা বলিতেছেন—**ভেদ**—কিন্তু ইত্যাদি (৬ বাক্য)।

(১৫) **ব্রাহ্মণ**পরিব্রাজকন্যায়—১।২।২০ পৃঃ দ্রঃ। 'ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার' আচার্য্যপাদ সুরেশ্বরের এই অভিমত অঙ্গীকার করিলে এখানে **"গোবলীবর্দ্দন্যায়"** বিবক্ষিত, বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ ভামতীকার তাহাই করিয়াছেন। বলীবর্দ্দ যেমন গো হইতে অভিন্ন হইলেও বিভিন্নভাবে কথিত হয়, আচার ও কর্ম্ম তদ্রূপ অভিন্ন হইলেও, অর্থাৎ এক কর্ম্মশব্দেরই বাচ্য হইলেও বিভিন্নভাবে কথিত হয়। সুতরাং লক্ষণার অবসর নাই, ইহাই ভাব।

কৃতাত্যয়াধিকরণ সমাপ্ত।

৩। অনিষ্টাদিকার্য্যাধিকরণম্। [১২-২১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—পাপীর যমলোকে গমন, চন্দ্রলোকে নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণে ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের চন্দ্রলোকে গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা সঙ্গত নাহ; কারণ "যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে" (কৌঃ ১।২), এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় পাপীরও চন্দ্রলোকে গতি অবগত হওয়া যায়। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া প্রথমাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

চন্দ্রং যাতি নবা পাপী "তে সর্ব্বে" ইতি বাক্যতঃ।
পঞ্চমাহুতিলাভার্থং ভোগাভাবেঽপি যাত্যসৌ॥
ভোগার্থমেব গ ম ন মা হু তি র্বা ভি চা রি ণী।
সর্ব্বশ্রুতিঃ সুকৃতিনাং যাম্যে পাপিগতিঃ শ্রুতা॥

অন্বয়—পাপী চন্দ্রং যাতি, ন বা? "তে সর্ব্বে" ইতি বাক্যতঃ ভোগাভাবেঽপি পঞ্চমাহুতিলাভার্থম্ অসৌ যাতি। ভোগার্থম্ এব গমনম্, আহুতিঃ ব্যভিচারিণী, সর্ব্বশ্রুতিঃ সুকৃতিনাম্, পাপিগতিঃ যাম্যে শ্রুতা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অনিষ্টাদিকারী অত্র বিষয়ঃ। "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌঃ ১।২), ইতি অবিশেষশ্রুতেঃ, "বৈবস্বতং সংগমনং জনানাম্" (ঋক্ সং ১০।১৪।১), ইতি শ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] পাপী চন্দ্রং যাতি, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—"তে সর্ব্বে" (কৌঃ ১।২) ইতি বাক্যতঃ [চন্দ্রলোকে পাপিনাং] ভোগাভাবেঽপি [পুনরাগত্য শরীরগ্রহণে] পঞ্চমাহুতিলাভার্থম্ অসৌ [চন্দ্রলোকাখ্যং স্বর্গং] যাতি।

সিদ্ধান্ত—ভোগার্থম্ এব [চন্দ্রলোকে] গমনম্, [ন পঞ্চমাহুতিলাভার্থং; যতঃ দ্রোণাদীনাং যোষিদাহুতেঃ অভাবাৎ, সীতাদীনাং চ পুরুষাহুতেরপি অভাবাৎ] আহুতিঃ ব্যভিচারিণী। ["তে সর্ব্বে" ইতি] সর্ব্বশ্রুতিঃ [তু] সুকৃতিনাম্ [এব চন্দ্রলোকগমনং প্রতিপাদয়তি। "বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্যত" ইত্যাদিশ্রুতৌ চ] পাপিগতিঃ যাম্যে শ্রুতা। [তস্মাৎ ন পাপিনাং স্বর্গে গতিঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[ইষ্টকর্ম্মাদিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানকারী (—পাপকর্ম্মানুষ্ঠানকারী) এখানে বিষয়। "যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে", এই অবিশেষভাবে সকলের চন্দ্রলোকে গতিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি থাকায় এবং ["পাপী] জনগণের সম্যগ্ গমনীয় বৈবস্বতকে", এই শ্রুতি থাকায় সংশয় হয়—] পাপী চন্দ্রলোকে গমন করে, অথবা করে না?

পূর্ব্বপক্ষ—"তাঁহারা সকলেই" এইপ্রকার বাক্য থাকায় [চন্দ্রলোকে পাপিগণের] ভোগ না থাকিলেও [পুনরায় আগমন করিয়া শরীরগ্রহণে] পঞ্চম আহুতি লাভের জন্য সে [চন্দ্রলোকাখ্য স্বর্গে] গমন করে।

সিদ্ধান্ত—ভোগের জন্যই [চন্দ্রলোকে] গমন, [পঞ্চম আহুতি লাভের জন্য নহে; যেহেতু দ্রোণ প্রভৃতির যোষিদাহুতি না থাকায় এবং সীতা প্রভৃতির পুরুষাহুতিও না থাকায়] আহুতি ব্যভিচারিণী (—সকল স্থলেই যে তাহা পাঁচটী হইবে, এইপ্রকার নিয়ম

নাই। "তাহারা সকলেই", এই] সকলের গতিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি [কিন্তু] শুভকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণেরই [চন্দ্রলোকে গমন প্রতিপাদন করেন। আর ["পাপী] জনগণের সম্যগ্ গমনীয় সূর্যাপুত্র যমরাজকে হবির দ্বারা প্রীত করিবে." ইত্যাদি শ্রুতিতে] পাপিগণের গতি যমলোকই শ্রুত হইয়াছে। সেইহেতু পাপিগণের স্বর্গে গতি হয় না]।

ফলভেদ— পূর্ব্বপক্ষে, পাপিগণেরও স্বর্গভোগ হওয়ায় ইষ্টাদির অনুষ্ঠান ব্যর্থ, পাপ হইতে বিরাগও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—পাপীর চন্দ্রলোক দর্শনও হয় না বলিয়া ইষ্টাদি অনুষ্ঠানের সার্থকতা ও পাপ হইতে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সিদ্ধ হয়।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥৩।১।১২॥**

পদচ্ছেদ—অনিষ্টাদিকারিণাম্, অপি, চ, শ্রুতম্।

সূত্রার্থ—[পাপিনাং চন্দ্রলোকগতিঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে—] **অনিষ্টাদিকারিণাম্ অপি**—যে ইষ্টাপূর্ত্তাদিব্যতিরিক্তং পাপং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তে অনিষ্টকারিণঃ, তেষাম্ অপি, ["যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌ ১।২), ইত্যাদিশ্রুতৌ] **শ্রুতম্**—চন্দ্রলোকগমনং পঠিতম্। **চকারঃ**— চন্দ্রপ্রাপ্তিমন্তরেণ পঞ্চমাহুত্যপূরণরূপাং যুক্তিং সমুচ্চিনোতি। [অতঃ ধর্ম্মিণঃ এব চন্দ্রলোকং গচ্ছন্তি ইতি এতৎ অসঙ্গতম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[পাপিগণের চন্দ্রলোকে গতি হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] **অনিষ্টাদিকারিণাম্ অপি**—যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি হইতে ভিন্ন পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অনিষ্টকারী, তাহাদেরও, ["যে কেহ এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **শ্রুতম্**— চন্দ্রলোকে গমন পঠিত হইয়াছে। চকারটী— চন্দ্রপ্রাপ্তিব্যতিরেকে পঞ্চম আহুতির পূরণ না হওয়ারূপ যুক্তিকে সমুচ্চয় করিতেছে। [অতএব পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণই চন্দ্রলোকে গমন করেন, ইত্যাদি ইহা অসঙ্গত, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইষ্টাদিকারিণঃ চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি ইতি উক্তম্।১ যে তু ইতরে অনিষ্টাদিকারিণঃ তেঽপি কিং চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি, উত ন গচ্ছন্তি ইতি চিন্ত্যতে।২ তত্র তাবদাহুঃ—ইষ্টাদিকারিণঃ এব চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি ইতি এতৎ ন।৩ কস্মাৎ?৪ যতঃ অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতম্।৫ তথাহি—অবিশেষেণ কৌষীত-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—পুণ্যবান্ ও পাপী অবিশেষভাবে সকলেরই চন্দ্রলোকে গতি ; তবে পাপীর তথায় ভোগ হয় না।]

ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ চন্দ্রলোকে গমন করেন, ইহা [প্রথমাধিকরণে] বর্ণিত হইয়াছে।১ কিন্তু অপর যে অনিষ্টাদিকারিগণ (—ইষ্টাদিকর্ম্মাতিরিক্ত নিন্দিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ), তাহারাও কি চন্দ্রে গমন করে, অথবা গমন করে না, ইহা বিচার করা হইতেছে।২ সেই বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষী] বলেন—ইষ্টাদিকারিগণই (১।১৫৩ পৃঃ) চন্দ্রে গমন করেন, ইহা নহে।৩ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ?৪

শাঙ্করভাষ্যম্

কিঞ্চ সমামনন্তি – "যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌঃ ১।২) ইতি ।৬ দেহারম্ভঃ অপি চ পুনঃ জায়মানানাং ন অন্তরেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিম্ অবকল্পতে, "পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ" (ছাঃ ৫।৯।১) ইতি আহুতিসংখ্যানিয়মাৎ ।৭ তস্মাৎ সর্ব্বে এব চন্দ্রমসম্ আসীদেয়ুঃ ।৮ ইষ্টাদিকারিণাম্ ইতরেষাং চ সমানগতিত্বং ন যুক্তম্ ইতি চেৎ ?৯ ন, ইতরেষাং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগাভাবাৎ ।১০॥৩।১।১২॥

ভাষ্যানুবাদ

[তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু শ্রুতিতে অনিষ্টাদিকারিগণেরও গন্তব্যরূপে চন্দ্রমণ্ডল বর্ণিত হইয়াছে ।৫ যেমন দেখ, কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণ অবিশেষভাবে [গতি] পাঠ করেন, যথা—"যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রমাতেই গমন করেন", ইত্যাদি ।৬ আর যাঁহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের শরীরোৎপত্তিও [দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত হইয়া, ছাঃ ৫।৪।২] চন্দ্রপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, যেহেতু "পঞ্চম আহুতিতে" এইপ্রকারে আহুতিসংখ্যার নিয়ম আছে। [চন্দ্রলোকে গমন না হইলে একটী আহুতি কম হইয়া পড়িবে]।৭ সেইহেতু [পুণ্যবান্ ও পাপী] সকলেই চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হইবে ।৮ [শঙ্কা—] কিন্তু ইষ্টাদিকারিগণের এবং তদ্ভিন্নগণের সমান গতি যুক্তিসঙ্গত নহে,যদি এইপ্রকার বলা হয় ?৯ [উত্তরে পূর্ব্ববাদী বলেন–] না, তাহা নহে যেহেতু অপরসকলের (–ইষ্টাদির অনুষ্ঠান যাহারা না করে, তাহাদের) চন্দ্রমণ্ডলে ভোগ হয় না ।১০॥৩।১।১২॥

১৩। [সিদ্ধান্ত সূত্র—] সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥৩।১।১৩॥

পদচ্ছেদ—সংযমনে, তু, অনুভূয়, ইতরেষাম্, আরোহাবরহৌ, তদ্গতিদর্শনাৎ ।

সূত্রার্থ—তুশব্দ—অনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রগতিং ব্যাবর্ত্তয়তি । [পাপিনঃ যমলোকম্ আরুহ্য] **সংযমনে** - যমালয়ে [স্বপাপানুরূপা যামীর্যাতনা] **অনুভূয়**—উপভুক্তা [পুনঃ ইমং লোকং প্রত্যবরোহন্তি ইতি এবম্ভূতৌ এব] **ইতরেষাম্**—পাপিনাং, **আরোহাবরোহৌ** - গত্যাগতী [ভবতঃ । কুতঃ ? "পুনঃপুনঃ বশম্ আপদ্যতে মে" (কঠ ১।২।৬) ইত্যাদিশ্রুতৌ] **তদ্গতিদর্শনাৎ**—যমবশত্বলক্ষণগতেঃ দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ—**তুশব্দঃ**—ইষ্টাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারিগণের (—নিষিদ্ধাচরণকারিগণের) চন্দ্রে গতি নিরাকরণ করিতেছে। [পাপিগণ যমলোকে আরোহণ করিয়া] **সংযমনে**—যমলোকে [নিজের পাপানুযায়ী যমযাতনাসকলকে] **অনুভূয়**—উপভোগ করিয়া [পুনরায় ইহলোকে অবরোহণ করেন, এইপ্রকারই] **ইতরেষাম্**—পাপিগণের, **আরোহাবরোহৌ**—গমনাগমন [হইয়া থাকে । কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ ? তাহা বলিতেছেন—"পুনঃ পুনঃ আমার অধীনতা প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **তদ্গতিদর্শনাৎ**—যেহেতু যমের বশীভূত হওয়ারূপ গতি পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই ভাব ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তু শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি।১ ন এতদ্ অস্তি সর্ব্বে চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি ইতি।২ এতৎ কস্মাৎ?৩ যতঃ ভোগায় এব চন্দ্রারোহণম্, ন নিষ্প্রয়োজনম্, নাপি প্রত্যবরোহায় এব।৪ যথা কশ্চিৎ বৃক্ষম্ আরোহতি পুষ্পফলোপাদানায় এব, ন নিষ্প্রয়োজনম্, নাপি পতনায় এব।৫ ভোগশ্চ অনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমসি নাস্তি ইতি উক্তম্।৬ তস্মাৎ ইষ্টাদিকারিণঃ এব চন্দ্রমসম্ আরোহন্তি, ন ইতরে।৭ তে তু সংযমনং যমালয়ম্ অবগাহ্য স্বদুষ্কৃতানুরূপাঃ যামীঃ যাতনাঃ অনুভূয় পুনরেব ইদং লোকং প্রত্যবরোহন্তি।৮ এবম্ভূতৌ তেষাম্ আরোহাবরোহৌ ভবতঃ।৯ কুতঃ?১০ তদ্গতিদর্শনাৎ।১১ তথাহি—যমবচনসরূপা শ্রুতিঃ প্রযতাম্ অনিষ্টাদিকারিণাং যমবশ্যতাং দর্শয়তি "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে" ॥ (কঠ ১।২।৬) ইতি।১২ "বৈবস্বতং সংগমনং জনানাম্" (ঋক্ সং ১০।১৪।১) ইতি এবংজাতীয়কং চ বহু এব যমবশ্যতাপ্রাপ্তিলিঙ্গং ভবতি।১৩।৩।১।১৩।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ইষ্টাদিকারিগণের চন্দ্রলোকে এবং নিন্দিতাচরণকারিগণের যমলোকে গতি প্রদর্শন।]

তুশব্দ পূর্ব্বপক্ষকে ব্যাবর্ত্তন করিতেছে।১ সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে, ইহা হয় না।২ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?৩ [উত্তর—] যেহেতু ভোগের জন্যই চন্দ্রে আরোহণ করে, বিনা প্রয়োজনে নহে, অথবা পুনরায় অবরোহণের জন্যও নহে।৪ যেমন কোন ব্যক্তি পুষ্প ও ফল আহরণ করিবার জন্যই বৃক্ষে আরোহণ করে, বিনা প্রয়োজনে নহে, অথবা পতনের জন্যও নহে।৫ ইষ্টাদিকর্ম্মের অননুষ্ঠানকারিগণের চন্দ্রে ভোগ হয় না, ইহা [স্বংকর্ত্তৃকই পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে] কথিত হইয়াছে।৬ সেইহেতু ইষ্টাদিকারিগণই চন্দ্রে আরোহণ করেন, অপরে নহে।৭ তাহারা (—ইষ্টাদির অনুষ্ঠান যাহারা করে না, সেই নিন্দিতাচরণকারী অপরগণ) কিন্তু সংযমনে, অর্থাৎ যমালয়ে অবগাহনকরতঃ (—তাহা প্রাপ্ত হইয়া) নিজের দুষ্কৃতানুযায়ী যমযন্ত্রণাসকলকে অনুভব করিয়া পুনরায় ইহলোকে প্রত্যবরোহণ (—প্রত্যাগমন) করে।৮ তাহাদের এইপ্রকার আরোহণ ও অবরোহণই হইয়া থাকে।৯ কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ ?১০ [উত্তর—] যেহেতু সেই স্থলে (—যমলোকে) গতি [শ্রুতিতে] পরিদৃষ্ট হয়।১১ যেমন দেখ, যমের বচনাত্মিকা শ্রুতি [মৃত্যুর পর] গমনকারী ইষ্টাদির অননুষ্ঠানকারিগণের (—পাপাচারিগণের). যমবশ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন—"প্রমাদকারী (—পুত্র ও পশু প্রভৃতি বিষয়ে আসক্তচিত্ত) ধনমোহে মূঢ় বালকের (—অজ্ঞের) নিকট সাম্পরায় (—পরলোকপ্রাপ্তির সাধন) প্রতিভাত হয় না। [স্ত্রী ও অন্নপানাদিবিশিষ্ট] এই লোকই আছে, পরলোক নাই এইপ্রকার

ভাষ্যানুবাদ

বুদ্ধিযুক্ত হইয়া [সেই মূঢ়] পুনঃ পুনঃ আমার (—যমের) অধীনতা প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি ।১২ আর ["পাপী] জনগণের সম্যগ্ গমনীয় বৈবস্বতকে (—বিবস্বতের, অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র যমকে"), ইত্যাদি এই জাতীয় যমবশ্যতাপ্রাপ্তির বোধক বহু লিঙ্গপ্রমাণ (১) অবশ্যই আছে ।১৩৷৩৷১৷১৩॥

স্মরন্তি চ ॥৩।১।১৪॥

সূত্রার্থ—চকারঃ—প্রসিদ্ধিসমুচ্চয়ার্থঃ। **স্মরন্তি**—মন্বাদয়ঃ শিষ্টাঃ পাপিণাং নরকভোগং স্বস্মৃতিগ্রন্থেষু বর্ণয়ন্তি । [অতঃ ধর্ম্মিণাম্ এব চন্দ্রগমনং নেতরেষাম্ ইত্যর্থঃ] ।

অনুবাদ—চকারঃ- প্রসিদ্ধি সমুচ্চয়ের জন্য । **স্মরন্তি**—মনু প্রভৃতি শিষ্টগণ স্ব স্ব

ভাবদীপিকা [গতিশ্রুতির অর্থসংকোচ বিচার]

(১) আশঙ্কা হয়—"যে বৈ কে চ" (কৌঃ ১।২) ইত্যাদি কৌষীতকিবাক্যে অবিশেষভাবে সকলেরই চন্দ্রলোকে গতি শ্রুত হইতেছে । আর "বৈবস্বতং সংগমনং জনানাম্" (ঋক্ সং ১০।১৪।১) ইত্যাদি বাক্যে অবিশেষভাবে সকলেরই যমলোকে গতি শ্রুত হইতেছে । এই বিরোধের সমাধান কি ? তদুত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—**যমবশ্যতাপ্রাপ্তিলিঙ্গম্**, ইত্যাদি । ভাব এই—অবিশেষভাবে সকলের চন্দ্রলোকে গতি "যে বৈ কে চ", ইত্যাদি বাক্যপ্রমাণবলে অবগত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে "বৈবস্বতং সংগমনম্", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে যে যমবশ্যতা প্রতিভাত হয়, তাহা লিঙ্গপ্রমাণবলে । বহু স্মৃতিবাক্যও এই লিঙ্গপ্রমাণের সমর্থকরূপে আছে । ফলে বহু স্মৃতিপুষ্ট বলবান্ লিঙ্গপ্রমাণবলে "যে বৈ কে চ" ইত্যাদি বাক্য বাধিত হইয়া পড়ে, ফলে অবিশেষভাবে সকলের চন্দ্রলোকে গতি তাহা প্রতিপাদন করিতে পারে না । পরন্তু "অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে ..চন্দ্রমসম্" (ছাঃ ৫।১০।৩-৪) ইত্যাদি অন্য শ্রুতির সহযোগে তাহা "যাহারা ইষ্টাদিকর্ম্মকারী তাহারা সকলেই চন্দ্রে গমন করে", এইপ্রকার সঙ্কুচিতার্থই সমর্পণ করে । কিন্তু "বৈবস্বতং সংগমনম্ জনানাম্" ইত্যাদি বাক্যে অবিশেষভাবে সকলের যমলোকে গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা কি ? তদুত্তরে বলা যায়—"ন সাম্পরায়" (কঠ ১।২।৬) বাক্যে প্রমত্ত এবং নাস্তিকাদিরই যমলোকে গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদনুসারে "জনানাম্" ইহার সঙ্কুচিত অর্থ হইবে—"নাস্তিকাদিজনানাম্", এইপ্রকারে উভয় শ্রুতির একবাক্যতা সম্পাদন করিতে হইবে, অন্যথা বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে, তাহা কাম্য নহে। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে—অবিশেষভাবে সকলেই যদি যমলোকে বা চন্দ্রলোকে গমন করে, তাহা হইলে "অথ এতয়োঃ পথয়োঃ ন কতরেণচন" (ছাঃ ৫।১০।৮), "এই উভয় পথের কোন পথেই গমন করে না", ইত্যাদি এই অনিষ্টাদিকারিগণের মশকাদি জন্মপ্রাপ্তিরূপ তৃতীয় স্থান প্রতিপাদিকা শ্রুতি নিরবকাশ হইয়া পড়িবেন। তাহা না হউক্, সেইহেতু "বৈবস্বতং সংগমনম্" এবং "যে বৈ কেচ" এই উভয় শ্রুতির অর্থই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে । সঙ্কুচিতার্থ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে । এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হয়— ইষ্টাদিকারিগণ চন্দ্রলোকে গমন করেন । পাপীগণ যমলোকে গমন করে, অথবা দংশমশকাদি তৃতীয় স্থান, অথবা কর্ম্মানুসারে ক্রমশঃ উভয়ই প্রাপ্ত হয় । [উপাসকগণ দেবযানমার্গে দেবলোকে গমন করেন, ৪।৩পাদ দ্রঃ] ।

স্মৃতি গ্রন্থে পাপীগণের নরকভোগ বর্ণনা করিতেছেন। [অতএব পুণ্যকারিগণেরই চন্দ্রে গমন হয়, অপরের নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ মনুব্যাসপ্রভৃতয়ঃ শিষ্টাঃ সংযমনে পুরে যমায়ত্তং কপূয়কর্ম্মবিপাকং স্মরন্তি নাচিকেতোপাখ্যানাদিষু॥৩।১।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পাপীর নরকভোগবিষয়ে শিষ্টসম্মতি।]

আর মনু ও ব্যাস প্রভৃতি শিষ্টগণ নচিকেতাসম্বন্ধী উপাখ্যান প্রভৃতিতে যমপুরে যমের অধীন নিন্দিত কর্ম্মের ফলভোগ স্মরণ করেন। [সেইহেতু অবিশেষভাবে সকলের চন্দ্রলোকগতিপ্রতিপাদক "যে বৈ কে চ" ইত্যাদি কৌষীতকি বাক্যের অর্থ-সঙ্কোচ করিতে হইবে] ॥৩।১।১৪॥

অপিচ সপ্ত ॥৩।১।১৫॥

সূত্রার্থ—অপিচ [পাপফলভোগভূমিত্বেন] **সপ্ত**—রৌরবাদয়ঃ সপ্ত নরকাঃ [পৌরাণিকৈঃ স্মর্য্যন্তে। পাপিনঃ তান্ প্রাপ্নুবন্তি, ন চন্দ্রলোকম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—অপিচ—আর, [পাপফলের ভোগভূমিরূপে] **সপ্ত**—রৌরব প্রভৃতি সাতটী নরক [পৌরাণিকগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হয়। পাপিগণ সেই সকলকে প্রাপ্ত হন, চন্দ্রলোককে নহে।]

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ সপ্ত নরকাঃ রৌরবপ্রমুখাঃ দুষ্কৃতফলোপভোগ-ভূমিত্বেন স্মর্য্যন্তে পৌরাণিকৈঃ।১ তান্ অনিষ্টাদিকারিণঃ প্রাপ্নুবন্তি।২ কুতঃ তে চন্দ্রং প্রাপ্নুয়ুঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ।৩॥৩।১।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নিষিদ্ধাচরণকারীর রৌরবাদি নরকপ্রাপ্তি।]

আর দেখ, দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগভূমিরূপে রৌরব প্রভৃতি সাতটী নরক (২) পৌরাণিকগণকর্ত্তৃক স্মৃত হইতেছে।১ যাহারা ইষ্টাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না (—নিষিদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে), তাহারা সেই সকলকে প্রাপ্ত হয়।২ তাহারা কি প্রকারে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবে (—চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইবে না), ইহাই অভিপ্রায়।৩॥৩।১।১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্—ননু বিরুদ্ধম্ ইদং যমায়ত্তাঃ যাতনাঃ পাপ-কর্ম্মাণঃ অনুভবন্তি ইতি।১ যাবতা তেষু রৌরবাদিষু অন্যে চিত্র-] গুপ্তাদয়ঃ নানাধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্তে ইতি।২ ন, ইতি আহ—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] কিন্তু পাপকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যমের অধীন যাতনা-সকলকে অনুভব করে, ইহা বিরুদ্ধ কথন।১ যেহেতু সেই রৌরবাদিতে চিত্রগুপ্ত

ভাবদীপিকা [নরকের অবস্থিতি স্থল]

(২) পাতঞ্জলদর্শনের ৩।২৬ সূত্রভাষ্যে ও তাহার বার্ত্তিকাদি টীকাতে পৃথিবীর নিম্নদেশে অবীচি রৌরব মহাকাল অন্ধতামিস্র ইত্যাদি সাতটি নরকের অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা লোকসকলের মধ্যে ভূর্লোকের অন্তর্গত। অবীচিনামক সর্ব্বনিম্নস্থ নরক হইতে সুমেরু পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গপর্য্যন্ত যতদূর পাদগম্য ভূমি, তাহাকে বলা হয় 'ভূর্লোক'। সুতরাং লোকে যে বলে—'নরক এখানেই', তাহা অমূলক নহে।

[ভাষ্যানুবাদ—]প্রভৃতি অন্য নানা অধিষ্ঠাতৃগণ স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছেন, [যম নহেন।২ সুতরাং যমযাতনা ভোগের জন্য যমলোকে গতি বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত নহে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—না, তাহা নহে, [যেহেতু—]

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥

পদচ্ছেদ—তত্র, অপি, চ, তদ্ব্যাপারাৎ, অবিরোধঃ।

সূত্রার্থ—চকারঃ—শঙ্কায়াঃ অতিমন্দত্বসূচনার্থঃ। **তত্রাপি**—রৌরবাদিষু অপি, **তদ্ব্যাপারাৎ**—তস্য—যমস্য অধিষ্ঠাতৃত্বরূপব্যাপারাৎ, **অবিরোধঃ**—যমায়ত্তায়াঃ যাতনায়াঃ বিরোধাভাবঃ, [চিত্রগুপ্তাদীনাং যমপ্রযুক্তত্বাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—চকারটী—শঙ্কার অতিমন্দতা সূচনার জন্য। **তত্রাপি**—রৌরবাদিতেও, **তদ্ব্যাপারাৎ**—তাঁহার—যমের প্রেরণকর্তৃত্বরূপ ব্যাপার থাকায়, **অবিরোধঃ**—যমায়ত্ত যাতনার বিরোধ নাই; [কারণ চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি যমকর্তৃক নিয়োজিত ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেষু অপি সপ্তসু নরকেষু তস্যৈব যমস্য অধিষ্ঠাতৃত্বব্যাপারাভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ।১ যমপ্রযুক্তাঃ এব হি তে চিত্রগুপ্তাদয়ঃ অধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্তে।২॥৩।১।১৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি যমের অধীন হওয়ায় নরকভোগ যমায়ত্ত।]

সেই সপ্ত নরকেও সেই যমেরই প্রেরকত্বরূপ ব্যাপার স্বীকৃত হওয়ায় বিরোধ হয় না।১ যেহেতু যমকর্তৃক নিযুক্ত সেই চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিই [তত্তৎ নরকের] অধিষ্ঠাতৃরূপে (—ব্যবস্থাপকরূপে) স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছেন।২॥৩।১।১৬॥

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥

পদচ্ছেদ—বিদ্যাকর্ম্মণোঃ, ইতি, তু, প্রকৃতত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[নম্ন মার্গদ্বয়স্য প্রকৃতত্বাৎ তয়োঃ অন্যতরেণ ধূমাদিমার্গেণ অনিষ্টাদিকারিণঃ চন্দ্রলোকং গচ্ছন্তি, অন্যস্য তৃতীয়স্য মার্গস্য অভাবাৎ ইতি চেৎ? ন, ন অনিষ্টকারিভিঃ চন্দ্রমা প্রাপ্যতে; যতঃ "অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণ চ তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি" (ছাঃ ৫।১০।৮), ইত্যাদিশ্রুতৌ মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং তৃতীয়ঃ পন্থাঃ আম্নায়তে। কুতঃ এতৎ? তদাহ—] **বিদ্যাকর্ম্মণোঃ**—বিদ্যাকর্ম্মণোঃ এব দেবযানপিতৃযাণাত্মকমার্গদ্বয়সাধনত্বেন, **প্রকৃতত্বাৎ**—প্রস্তাবিতত্বাৎ। **ইতিশব্দঃ**—উদ্ধৃতছান্দোগ্যশ্রুতিপঠিতস্য "এতয়োঃ পথোঃ" ইতি অস্য অর্থঃ "বিদ্যাকর্ম্মণোঃ" ইতি সূচয়তি। **তুশব্দঃ**—"জায়স্ব ম্রিয়স্ব" (ছাঃ ৫।১০।৮) ইতি তৃতীয়স্থানং দর্শয়িত্বা "চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌঃ ১।২) ইতি শ্রুতিসমুত্থশঙ্কাং বিচ্ছিনত্তি, সর্ব্বশব্দস্য পুণ্যপুরুষমাত্রপরত্বাৎ।

অনুবাদ—[কিন্তু দুইটী মার্গ প্রস্তাবিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে অন্যতর ধূমাদিমার্গের দ্বারা অনিষ্টাদিকারিগণ(—ইষ্টাদিকর্ম্মের অননুষ্ঠায়ী নিন্দিতকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ) চন্দ্রলোকে গমন করে; যেহেতু অন্য তৃতীয় মার্গ নাই, এইপ্রকার যদি বলা হয়? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] অনিষ্টাদিকারিগণ চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন না। যেহেতু 'আর [দেবযান ও পিতৃযাণ] এই উভয়

পথের মধ্যে কোন পথেই গমন করে না, সেই এই ক্ষুদ্র প্রাণী", ইত্যাদি শ্রুতিতে মার্গদ্বয়ভ্রষ্ট-গণের তৃতীয় পন্থা পঠিত হইতেছে। ইহা কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? তাহা বলিতেছেন—] **বিদ্যাকর্ম্মণোঃ**—বিদ্যা (—উপাসনা) এবং কর্ম্মই দেবযান ও পিতৃযাণাত্মক মার্গদ্বয়ের সাধনরূপে, **প্রকৃতত্বাৎ**—যেহেতু প্রস্তাবিত হইয়াছে। **ইতিশব্দ**—উদ্ধৃত ছান্দোগ্যশ্রুতিতে পঠিত "এতয়োঃ পথোঃ" ইহার অর্থ—'বিদ্যা ও কর্ম্মের', ইহা সূচিত করিতেছে। **তুশব্দ**—"জন্ম-গ্রহণ কর ও মর", এইপ্রকারে তৃতীয় স্থানকে প্রদর্শন করিয়া "তাঁহারা সকলেই চন্দ্রে গমন করেন", এই শ্রুতি হইতে উত্থিত আশঙ্কাকে নিরাকরণ করিতেছে, যেহেতু সর্ব্বশব্দটী কেবলমাত্র পুণ্যবান্ পুরুষকে সমর্পণ করে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ "বেত্থ যথা অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে" (ছাঃ ৫।৩।৩) ইতি অস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনাবসরে শ্রূয়তে—"অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণচন তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি অসকৃৎ আবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেন অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে" (ছাঃ ৫।১০।৮) ইতি।১ তত্র "এতয়োঃ পথোঃ" ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ইতি এতৎ।২ কস্মাৎ ?৩ প্রকৃতত্বাৎ।৪ বিদ্যাকর্ম্মণী হি দেবযানপিতৃযাণয়োঃ পথোঃ প্রতি-পত্তৌ প্রকৃতে।৫ "তৎ যে ইত্থং বিদুঃ" (ছাঃ ৫।১০।১) ইতি বিদ্যা, তয়া

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অনিষ্টাদিকারিগণের চন্দ্রলোকে গতি হয় না, তাহাদের জন্য তৃতীয় পথ।]

[মার্গদ্বয়ভ্রষ্টগণের জন্য তৃতীয় মার্গের বর্ণনা থাকায় অনিষ্টাদিকারিগণের (—নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের) চন্দ্রলোকে গতি হয় না, ইহা প্রতিপাদন করিতে-ছেন—] পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে "যে কারণে ঐ [চন্দ্র] লোক পরিপূর্ণ হয় না, তাহা জান কি" ? ইত্যাদি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরদানকালে শ্রুত হইতেছে—"আর এই পথদ্বয়ের মধ্যে কোন পথেই যাহারা গমন করে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কর ও মর, এইপ্রকার [ঈশ্বরাদেশে] অসকৃৎ আবর্ত্তী (—পুনঃ পুনঃ জন্মমরণযুক্ত) ক্ষুদ্র [মশ-কাদি] জীব হইয়া থাকে, ইহাই তৃতীয় স্থান (২), সেইহেতু ঐ [চন্দ্র] লোক পরিপূর্ণ হয় না", ইত্যাদি।১ সেই স্থলে "এতয়োঃ পথোঃ"—'এই পথদ্বয়ের', ইহার অর্থ—বিদ্যা (—উপাসনা) ও কর্ম্মের (—বিদ্যা ও কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য পথদ্বয়ের) এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।২ কোন্ হেতুবলে ?৩ [উত্তর—] যেহেতু প্রস্তাবিত হইয়াছে।৪ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু বিদ্যা ও কর্ম্ম, এই দুইটী দেবযান

ভাবদীপিকা

(২) এই 'স্থান' শব্দটীর লাক্ষণিকার্থ—'মার্গ', 'পথ'। 'দুইটী ব্রাহ্মণ ভোজন করিতেছে, এইটী তৃতীয়', এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে তৃতীয় ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ, ইহা যেমন অবগত হওয়া যায় ; তদ্রূপ "এতয়োঃ পথোঃ" এইপ্রকারে বিবচনায় পদপ্রয়োগদ্বারা আরম্ভ করিয়া "তৃতীয় স্থানম্" এইপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত হওয়ায়, 'তৃতীয় পথ', এইপ্রকার অর্থেরই বোধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিপত্তব্যঃ দেবযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।৬ "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্" (ছাঃ ৫।১০।৩) ইতি কর্ম্ম, তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযাণঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।৭ তৎপ্রক্রিয়ায়াম্—"অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতরেণচন" ইতি শ্রুতম্।৮ এতদুক্তং ভবতি—যে ন বিদ্যাসাধনেন দেবযানে পথি অধিকৃতাঃ, নাপি কর্ম্মণা পিতৃযাণে, তেষাম্ এষঃ ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণঃ অসকৃদাবর্ত্তী তৃতীয়ঃ পন্থাঃ ভবতি ইতি।৯ তস্মাদপি ন অনিষ্টকারিভিঃ চন্দ্রমা প্রাপ্যতে।১০ স্যাদেতৎ, তেঽপি চন্দ্রবিম্বম্ আরুহ্য ততঃ অবরুহ্য ক্ষুদ্রজন্তুত্বং প্রতিপৎস্যন্তে ইতি।১১ তদপি নাস্তি, আরোহানর্থক্যাৎ।১২ অপিচ সর্ব্বেষু প্রযৎসু চন্দ্রলোকং প্রাপ্নুবৎসু অসৌ লোকঃ প্রযদ্ভিঃ সম্পূর্য্যেত ইতি অতঃ প্রশ্নবিরুদ্ধং প্রতিবচনং প্রসজ্যেত।১৩ তথা হি প্রতিবচনং দাতব্যং

ভাষ্যানুবাদ

ও পিতৃযাণের প্রতিপত্তিতে (—প্রাপ্তিতে, সাধনরূপে] প্রস্তাবিত হইয়াছে।৫ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ['আমরা দ্যুলোকাদি অগ্নি হইতে জাত পঞ্চাগ্নিস্বরূপ'] এইপ্রকার জানেন", এইপ্রকারে বিদ্যা এবং তাহার দ্বারা প্রাপ্তব্য দেবযানমার্গ বর্ণিত হইয়াছে।৬ "ইষ্ট পূর্ত্ত ও দত্ত", এইপ্রকারে কর্ম্ম এবং তাহার দ্বারা প্রাপ্তব্য পিতৃযাণমার্গ বর্ণিত হইয়াছে।৭ সেই প্রক্রিয়াতে "আর এই পথদ্বয়ের মধ্যে কোন পথেই গমন করে না", এইপ্রকার শ্রুত হইয়াছে।৮ [সেই স্থলে] ইহাই কথিত হইতেছে—যাহারা বিদ্যারূপ সাধনের দ্বারা দেবযানমার্গে [গমনের] অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, আবার কর্ম্মের দ্বারা পিতৃযাণমার্গে অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের জন্যই [দংশমশকাদি] ক্ষুদ্র জন্তুরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল এই তৃতীয় মার্গ।৯ সেইহেতুবশতঃও ইষ্টাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান যাঁহারা করেন না, তাঁহারা (—নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ) চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন না।১০

[সিঃ—চন্দ্র হইতে অবরোহণ 'তৃতীয় স্থান' নহে। শ্রুতিতে চন্দ্রলোকের অপূরণের জন্য তৃতীয় স্থান বর্ণিত হওয়ায় অবিশেষভাবে সকলের চন্দ্রে গতি সম্ভব নহে।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা তাহা হউক, [ইহা হইতে পারে—] তাহারাও (—নিষিদ্ধানুষ্ঠানকারিগণও) চন্দ্রলোকে আরোহণ করিয়া তথা হইতে অবরোহণকরতঃ [মশকাদি] ক্ষুদ্রজন্তুভাব প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি।১১ [সিদ্ধান্ত—] তাহাও হইতে পারে না, যেহেতু [চন্দ্রলোকে] আরোহণ অনর্থক হইয়া পড়িবে। [সুতরাং অফল ও প্রমাণহীন কল্পনা ন্যায্য নহে]।১২ আর দেখ, [মৃত্যুর পর] প্রয়াণকারী সকলেই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ লোক প্রয়াণকারিগণকর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া পড়িবে, এইহেতু প্রতিবচন (ছাঃ ৫।১০।৮) প্রশ্নের (ছাঃ ৫।৩।৩) বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে।১৩ সেইপ্রকারই প্রতিবচন দেওয়া উচিত, যেপ্রকারে ঐ [চন্দ্র] লোক পরিপূর্ণ না

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে।১৪ অবরোহাভ্যুপগমাৎ অসম্পূর্ণোপপত্তিঃ ইতি চেৎ?১৫ ন, অশ্রুতত্বাৎ।১৬ সত্যম্ অবরোহাৎ অপি অসম্পূরণম্ উপপদ্যতে, শ্রুতিস্তু তৃতীয়স্থানসঙ্কীর্ত্তনেন অসম্পূরণং দর্শয়তি—"এতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেন অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে" (ছাঃ ৫।১০।৮) ইতি।১৭ তেন অনারোহাৎ এব অসম্পূরণম্ ইতি যুক্তম্।১৮ অবরোহস্য ইষ্টাদিকারিষু অপি অবিশিষ্টত্বে সতি তৃতীয়স্থানোক্ত্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ।১৯ তু-শব্দস্তু শাখান্তরীয়বাক্যপ্রভবাম্ অশেষগমনাশঙ্কাম্ উচ্ছিনত্তি।২০ এবং সতি অধিকৃতাপেক্ষঃ শাখান্তরীয়ে বাক্যে সর্ব্বশব্দঃ অবতিষ্ঠতে—'যে বৈ কেচিৎ অধিকৃতাঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি ইতি'।২১।৩।১।১৭॥

ভাষ্যানুবাদ

হয়।১৪ [শঙ্কা—চন্দ্রলোক হইতে] অবরোহণ স্বীকার করা হয় বলিয়া [তাহার] পরিপূর্ণ না হওয়ার উপপত্তি হইবে, এইপ্রকার যদি বলা হয়?১৫ [সিদ্ধান্ত—] তাহা বলা যায় না, যেহেতু শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই।১৬ [ইহা বিশদ করিতেছেন—] সত্য, অবরোহণ হইতেও [চন্দ্রলোকের] পরিপূর্ণ না হওয়া সঙ্গত হইতেছে, শ্রুতি কিন্তু তৃতীয় স্থানের বর্ণনাদ্বারা 'পরিপূর্ণ না হওয়া' প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"ইহা তৃতীয় স্থান, সেইহেতু ঐ [চন্দ্র] লোক পরিপূর্ণ হয় না", ইত্যাদি।১৭ সেইহেতু (—শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায়, চন্দ্রলোকে] 'আরোহণ না করা' হইতেই [তাহার] 'পরিপূর্ণ না হওয়া' যুক্তিসঙ্গত।১৮ [কিন্তু অবরোহণকেই তৃতীয় স্থানরূপে শ্রুতি কেন বলিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু অবরোহণ ইষ্টাদিকারিগণের পক্ষেও সমান হওয়ায় [শ্রুতিতে] তৃতীয় স্থানের উক্তি অনর্থক হইয়া পড়িবে।১৯

[সিঃ—সূত্রের 'তু' শব্দের অর্থ বর্ণনা। অবিশেষশ্রুতির অর্থসঙ্কোচ।]

[সূত্রস্থ—] তু-শব্দটী কিন্তু অন্য শাখাতে (—কৌষীতকিতে) পঠিত ["চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌঃ ১।২), এই] বাক্য হইতে উৎপন্ন অশেষ গমনাশঙ্কাকে (—অবিশেষভাবে সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে, এইপ্রকার সম্ভাবনাকে) উচ্ছেদ করিতেছে।২০ [উচ্ছেদের প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকার হইলে (—চন্দ্রলোকে সকলের গতি না হওয়ায় তাহার অপূরণ সিদ্ধ হইলে) শাখান্তরীয়বাক্যে (—কৌষীতকিবাক্যে) সর্ব্বশব্দটী অধিকারীকে অপেক্ষা করিয়া অবস্থান করে (—অধিকারীকে সমর্পণ করে), যথা—'যে কেহ প্রসিদ্ধ অধিকৃত (—ইষ্টাদির অনুষ্ঠানদ্বারা চন্দ্রলোকগমনে অধিকারী) এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করেন', ইত্যাদি।২১।৩।১।১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যৎ পুনঃ উক্তং দেহলাভোপপত্তয়ে সর্ব্বে চন্দ্রমসং গন্তুম্ অর্হন্তি "পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ" (ছাঃ ৫।৯।১), ইতি আহুতিসংখ্যানিয়মাৎ ইতি।১ তৎপ্রত্যুচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—আর যে বলা হইয়াছে—দেহলাভের সঙ্গতির জন্য সকলেরই চন্দ্রলোকে গমন করা উচিত, যেহেতু "পঞ্চম আহুতিতে", এইপ্রকারে আহুতি-সংখ্যার নিয়ম আছে (৪৯ পৃঃ ৭ বাক্য) ইত্যাদি।১ তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে—

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥৩।১।১৮॥

সূত্রার্থ—**তৃতীয়ে**—তৃতীয়ে মার্গে [প্রবিষ্টানাং পাপিনাং দেহপ্রাপ্ত্যর্থম্ আহুতি-সংখ্যানিয়মঃ, **ন**—ন আদর্ত্তব্যঃ। [কুতঃ ?] **তথোপলব্ধেঃ**—"জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থানম্" (ছাঃ ৫।১০।৮), ইত্যাদিশ্রুতৌ সংখ্যানিয়মং বিনৈব ধাঙ্ক্ষবদংশমশকাদি-দেহপ্রাপ্তেঃ উপলব্ধেঃ। [অতঃ ইষ্টাদিকারিণাম্ এব অয়ং সংখ্যানিয়মঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—**তৃতীয়ে**—তৃতীয় মার্গে [প্রবিষ্ট পাপিগণের দেহপ্রাপ্তির জন্য আহুতি-সংখ্যার নিয়ম, **ন**—আদরণীয় নহে। [কেন নহে ? তাহা বলিতেছেন—] **তথোপলব্ধেঃ**—যেহেতু "জন্মগ্রহণ কর ও মর, ইহা তৃতীয় স্থান", ইত্যাদি শ্রুতিতে সংখ্যানিয়মব্যতিরেকেই ধাঙ্ক্ষ বক দংশ ও মশকাদিদেহপ্রাপ্তির উপলব্ধি হয়। [অতএব ইষ্টাদিকারিগণের পক্ষেই এই সংখ্যানিয়ম বুঝিতে হইবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় পঞ্চসংখ্যানিয়মঃ আহুতীনাম্ আদর্ত্তব্যঃ।১ কুতঃ ?২ তথোপলব্ধেঃ।৩ তথাহি—অন্তরেণৈব আহুতিসংখ্যানিয়মং বর্ণিতেন প্রকারেণ তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিঃ উপলভ্যতে "জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থানম্" (ছাঃ ৫।১০।৮) ইতি।৪ অপিচ "পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" (ছাঃ ৫।৯।১), ইতি মনুষ্যশরীরহেতুত্বেন আহুতিসংখ্যা সঙ্কীর্ত্ত্যতে, ন কীটপতঙ্গাদিশরীরহেতুত্বেন, পুরুষশব্দস্য মনুষ্যজাতিবচনত্বাৎ।৫ অপিচ পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ অপাং পুরুষবচস্ত্বম্ উপ-

ভাষ্যানুবাদ

[টিঃ—মনুষ্যদেহলাভের জন্যও আহুতিসংখ্যার নিয়ম নাই। চন্দ্রলোকগামিগণের পক্ষেই সেই নিয়ম।]

তৃতীয় স্থানে দেহলাভের জন্য আহুতিসকলের পঞ্চসংখ্যার নিয়ম আদরণীয় নহে।১ কেন নহে ?২ [উত্তর—] যেহেতু সেইপ্রকার উপলব্ধি হয়।৩ [ইহা বিশদ করিতেছেন—] যেমন দেখ, আহুতিসংখ্যার নিয়মব্যতিরেকেই বর্ণিত প্রকারে তৃতীয় স্থান প্রাপ্তি উপলব্ধ হইতেছে, যথা—"জন্মগ্রহণ কর ও মর ইত্যাদি ইহাই তৃতীয় স্থান", ইত্যাদি।৪ আরও দেখ, "পঞ্চম আহুতিতে জল পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে", এইপ্রকারে মনুষ্যশরীরের হেতুরূপে আহুতির সংখ্যা বর্ণিত হইতেছে, কিন্তু কীট-পতঙ্গাদির শরীরের হেতুরূপে নহে, যেহেতু পুরুষশব্দ মনুষ্য জাতির বাচক।৫ [কিন্তু "শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইত্যাদিপ্রকারে ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

দিশ্যতে, ন অপঞ্চম্যাম্ আহুতৌ পুরুষবচস্ত্বং প্রতিষিধ্যতে, বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাদোষাৎ।৬ তত্র যেষাম্ আরোহাবরোহৌ সম্ভবতঃ তেষাং পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ দেহঃ উদ্ভবিষ্যতি।৭ অন্যেষাং তু বিনৈব আহুতিসংখ্যয়া ভূতান্তরোপসৃষ্টাভিঃ অদ্ভিঃ দেহঃ আরপ্স্যতে।৮॥৩।১।১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

জন্মের ন্যায় অমনুষ্যজন্মও বর্ণিত হওয়ায় পুরুষশব্দটীকে মনুষ্য ও অমনুষ্য সাধারণরূপে কেন গ্রহণ করিতেছ না? উত্তর—] দেখ, পঞ্চম আহুতিতে জলের পুরুষশব্দবাচ্যতা উপদিষ্ট হইতেছে, কিন্তু অপঞ্চম আহুতিতে (—পঞ্চম আহুতি ব্যতিরেকে) পুরুষশব্দবাচ্যতা নিষিদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু [তাহাতে] বাক্যের দ্ব্যর্থতাদোষ (—বাক্যভেদদোষ) হইয়া পড়িবে। [সুতরাং পঞ্চম আহুতিব্যতিরেকে মনুষ্য ও অমনুষ্য উভয়প্রকার শরীর উৎপন্ন হইলেও শ্রুতিতাৎপর্য্যের বিরোধ হয় না।৬ কিন্তু পঞ্চম আহুতি তবে কাহাদের জন্য বিবক্ষিত? উত্তর—] সেই স্থলে (—পঞ্চমাহুতিতে, শরীরপ্রাপ্তিবিষয়ে সিদ্ধান্ত এই—] যাহাদের [চন্দ্রলোকে] আরোহণ ও অবরোহণ সম্ভব, তাহাদের পঞ্চম আহুতিতে দেহ উৎপন্ন হইবে।৭ অপরের কিন্তু [সে মনুষ্য হইলেও] আহুতিসংখ্যা ব্যতিরেকেই অন্য ভূতসকলের সহিত সংশ্লিষ্ট জলের দ্বারা দেহ আরব্ধ হইবে।৮ [অতএব দেহপ্রাপ্তিতে পঞ্চম আহুতির উপপত্তির জন্য অবিশেষভাবে সকলেরই চন্দ্রলোকে গতি অঙ্গীকার্য্য নহে]॥৩।১।১৮॥

স্মর্য্যতেঽপিচ লোকে ॥৩।১।১৯॥

সূত্রার্থ—অপি, **লোকে**—[লোক্যতে অনেন ইতি লোকঃ মহাভারতাদিঃ তস্মিন্] মহাভারতাদৌ, **স্মর্য্যতে**—দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নাদীনাং সীতাদ্রৌপদ্যাদীনাং চ অযোনিজত্বং স্মর্য্যতে। চকারঃ—বলাকা অন্তরেণৈব রেতঃসেকং গর্ভং ধত্তে ইতি লোকপ্রসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—অপি—আর, **লোকে**—['ইহার দ্বারা লোকিত (—বিজ্ঞাত) হয়', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে লোকশব্দটীর যৌগিকার্থ মহাভারত প্রভৃতি, সেই] মহাভারত প্রভৃতিতে, **স্মর্য্যতে**—দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির এবং সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতির অযোনিজতা স্মৃত হইতেছে। চকারটী—বক রেতঃসেক ব্যতিরেকেই গর্ভধারণ করে, এইপ্রকার লোকপ্রসিদ্ধিকে সমুচ্চয় করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ স্মর্য্যতে লোকে দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং সীতাদ্রৌপদীপ্রভৃতীনাং চ অযোনিজত্বম্।১ তত্র দ্রোণাদীনাং যোষিদ্বিষয়া একাহুতিঃ নাস্তি।২ ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনাং তু যোষিৎপুরুষবিষয়ে দ্বে আহুতী ন স্তঃ।৩ যথা চ তত্র আহুতিসংখ্যানিয়মানাদরঃ* ভবতি,

* আহুতিসংখ্যাবাদরঃ—ইতি পাঠঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যত্রাপি ভবিষ্যতি ।৪ বলাকাপি অন্তরেণৈব রেতঃসেকং গর্ভং ধত্তে ইতি লোকরূঢ়িঃ ।৫॥৩।১।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আহুতিসংখ্যার অনিয়মবিষয়ে দৃষ্টান্ত ।]

আবার দেখ, লোকে (—মহাভারতাদিতে) দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির এবং সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতির অযোনিজতা (—যোনি হইতে অনুৎপত্তি) স্মৃত হইতেছে ।১ তন্মধ্যে দ্রোণ প্রভৃতির স্ত্রীবিষয়ক একটী আহুতি নাই ।২ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির স্ত্রী ও পুরুষবিষয়ক দুইটী আহুতি নাই (৩) ।৩ সেই স্থলে যেমন আহুতিসংখ্যার নিয়মবিষয়ে অনাদর আছে, অন্যত্রও এইপ্রকার হইবে ।৪ [লোকশব্দের যৌগিকার্থ গ্রহণদ্বারা সূত্রার্থ প্রদর্শন করিয়া একণে তাহার রূঢ়ার্থ গ্রহণক্রমতঃ তাহা করিতেছেন—] আর বলাকা (—স্ত্রীবক) রেতঃসেক ব্যতিরেকেই গর্ভধারণ করে, এইপ্রকার লোকপ্রসিদ্ধি আছে ।৫॥৩।১।১৯॥

দর্শনাচ্চ ॥৩।১।২০॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ [লোকে জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জেষু চতুর্বিধদেহেষু স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োঃ স্ত্রীপুংব্যক্তিসংযোগং বিনৈব] দর্শনাৎ—উৎপত্তিদর্শনাৎ [ন আহুতিসংখ্যানিয়মঃ]।

অনুবাদ—চ—আর [লোকমধ্যে জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ (—স্বেদ হইতে উৎপন্ন) ও উদ্ভিজ্জ, এই চারিপ্রকার দেহের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ দেহদ্বয়ের স্ত্রীব্যক্তি এবং পুংব্যক্তির সংযোগ বিনাই] দর্শনাৎ—উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [আহুতিসংখ্যার নিয়ম নাই]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ চতুর্বিধে ভূতগ্রামে জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জলক্ষণে স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োঃ অন্তরেণৈব গ্রাম্যধর্ম্মম্ উৎপত্তিদর্শনাৎ আহুতিসংখ্যানাদরঃ ভবতি ।১ এবম্ অন্যত্রাপি ভবিষ্যতি ।২॥৩।১।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

আবার জরায়ুজ (—মনুষ্যাদি), অণ্ডজ (—পক্ষী ইত্যাদি), স্বেদজ (—ক্রীমি প্রভৃতি) এবং উদ্ভিজ্জরূপ যে চারিপ্রকার প্রাণিসমূহ, তাহাদের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ (৪), এই দুইটীর গ্রাম্যধর্ম্ম ব্যতিরেকেই উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া আহুতিসংখ্যার আদর নাই ।১ অন্যত্রও (—ইষ্টাদিকর্ম্মাতিরিক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের স্থলেও) এইপ্রকার হইবে (—আহুতিসংখ্যার অনাদর হইবে) ।২॥৩।১।২০॥

ভাবদীপিকা

(৩) দ্রোণীর (—কাষ্ঠনির্ম্মিত জলপাত্র বিশেষের) মধ্যে রক্ষিত মহর্ষি ভরদ্বাজের শুক্র হইতে দ্রোণাচার্য্যের জন্ম। দ্রুপদরাজার যজ্ঞাগ্নি হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর [মতান্তরে যজ্ঞবেদী হইতে দ্রৌপদীর] জন্ম। ভূমি হইতে সীতার জন্ম। [মধ্যবর্ত্তিকালে ভগবান্ যীশুর এবং ইদানীন্তনকালে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মে পুরুষবিষয়ক আহুতির অভাব সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ]

(৪) এই স্থলে গ্রাম্যধর্ম্ম দেখা যায় না, অথচ উৎপত্তি হয়, ইহাই বিবক্ষা। নতুবা যাবতীয়

শাঙ্করভাষ্যম্—ননু "তেষাং খলু এষাং ভূতানাং ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি, আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্" (ছাঃ ৬।৩।১) ইতি।১ অত্র ত্রিবিধঃ এব ভূতগ্রামঃ শ্রূয়তে, কথং চতুর্বিধত্বং ভূতগ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতম্ ইতি।২ অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—যাহাদের গমনাগমন বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাদের তৃতীয় স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে], "সেই ভূতসকলের বীজ তিনপ্রকারই হইয়া থাকে, যথা—"আণ্ডজ জীবজ (—জরায়ুজ) এবং উদ্ভিজ্জ", ইত্যাদি।১ এই স্থলে শ্রুতিতে প্রাণীসকল তিনপ্রকারই বর্ণিত হইতেছে, [সুতরাং] প্রাণীসকলের চাতুর্বিধ্য কিপ্রকারে প্রতিজ্ঞা করা হইল?২ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] এইবিষয়ে বলা হইতেছে—

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩।১।২১॥

সূত্রার্থ—["আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্" (ছাঃ ৬।৩।১) ইত্যত্র] সংশোকজস্য—স্বেদজস্য, তৃতীয়শব্দাবরোধঃ—তৃতীয়েন উদ্ভিজ্জশব্দেন, অবরোধঃ—সংগ্রহঃ [ভবতি ; ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য তুল্যত্বাৎ। ন চ এতাবতা চাতুর্বিধ্যহানিঃ, স্থাবরজঙ্গমাত্মকত্বেন উভয়োঃ ভেদস্য স্থিরপক্ষত্বাৎ]।

অনুবাদ—["আণ্ডজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ" এই স্থলে] সংশোকজস্য—স্বেদ (—ক্লেদ, পচানি) হইতে উৎপন্ন শরীরের, তৃতীয়শব্দাবরোধঃ - তৃতীয় যে উদ্ভিজ্জ-শব্দ, তাহার দ্বারা অবরোধঃ—সংগ্রহ হইতেছে ; [যেহেতু ভূমি ও জলকে উদ্ভেদ করিয়া উৎপত্তি উভয়ত্র সমান। আর ইহার দ্বারা [প্রাণিশরীরের] চাতুর্বিধ্য পরিত্যক্ত হয় না, যেহেতু অচল ও সচলাত্মকরূপে উভয়ের ভেদ নিরাকরণ করা যায় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্" (ছাঃ ৬।৩।১) ইতি অত্র তৃতীয়েন উদ্ভিজ্জশব্দেন এব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতব্যঃ, উভয়োরপি স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োঃ ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রসঙ্গতঃ উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজবিষয়ক ছান্দোগ্য ও ঐতরেয় শ্রুতির বিরোধ পরিহার]

"আণ্ডজ (—অণ্ড হইতে জাত পক্ষী প্রভৃতি), জীবজ (—জরায়ুজ, মনুষ্য প্রভৃতি) ও উদ্ভিজ্জ", ইত্যাদি এই স্থলে তৃতীয় যে উদ্ভিজ্জশব্দ, তাহার দ্বারাই

ভাবদীপিকা

উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রাণিদেহকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। কেন? বলিতেছি—স্বেদজ কেঁচো যুগ্মলিঙ্গক, একই শরীরে তাহারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই, ইহা প্রাণিবিদ্‌গণ বলেন। যুগ্মলিঙ্গ উদ্ভিদও আছে, যাহাদের পুং অংশ, অর্থাৎ পরাগবাহী অংশ এবং স্ত্রীঅংশ ডিম্বকোষ একই পুষ্পে থাকে। বিভিন্ন পুষ্পে স্ত্রী ও পুরুষ অংশ বহুজাতীয় বৃক্ষেরই আছে। সুতরাং কোন না কোনপ্রকারে স্ত্রী ও পুরুষনিষ্ঠ আহুতি বিদ্যমান থাকেই। উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর অন্তর্গত 'ছত্রক' এবং স্বেদজ শ্রেণীর অন্তর্গত নানাপ্রকার জীবাণুশরীরের উৎপত্তি স্বদেহবিভাগদ্বারা হয়। ইহারা যুগ্ম-লিঙ্গও হইতে পারে। এই স্থলসকলে অবশ্যই স্ত্রী-পুংসংযোগ দেখা যায় না ; ইহাই অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুল্যত্বাৎ।১ স্থাবরোদ্ভেদাৎ তু বিলক্ষণঃ জঙ্গমোদ্ভেদঃ ইতি অন্যত্র স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োঃ ভেদবাদঃ ইতি অবিরোধঃ।২॥৩।১।২১॥

ইতি তৃতীয়ং অনিষ্টাদিকার্য্যাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

স্বেদজের উপসংগ্রহ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, যেহেতু স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ উভয়েরই [যথাক্রমে] জল ও ভূমি উদ্ভেদপূর্ব্বক উৎপত্তি সমান (৫)।১ [আচ্ছা, শ্রুতিতে "স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি" (ঐতঃ ৩।৩) এইপ্রকারে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের ভেদ তবে কেন বর্ণিত হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] স্থাবরের উদ্ভেদ হইতে জঙ্গমের উদ্ভেদ কিন্তু ভিন্ন, এইহেতু অন্যত্র (—ঐতরেয়কে) স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের ভেদকথন আছে, এইহেতু বিরোধ হয় না।২ [এইরূপে শরীরলাভের জন্য আহুতি-সংখ্যার অনিয়ম প্রদর্শনপ্রসঙ্গে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার করতঃ অনিষ্টাদিকারিগণ চন্দ্রলোকে গমন করে না, পরন্তু কর্ম্মানুযায়ী যমলোক ও তৃতীয় স্থান, অথবা ক্রমশঃ উভয়ই প্রাপ্ত হয়, ইহা নির্ণীত হইল]॥৩।১।২১॥

অনিষ্টাদিকার্য্যাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। সাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্। [২২ সূত্র]

[তৎসাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকারীর আকাশাদি সাদৃশ্যপ্রাপ্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে স্থানশব্দের লাক্ষণিকার্থ মার্গ, এইরূপ কথিত হইয়াছে (৫৪ পৃঃ)। প্রস্তাবিত অধিকরণে "বায়ুঃ ভূত্বা ধূমো ভবতি" (ছাঃ ৫।১০।৫) ইত্যাদি স্থলে কিন্তু 'বায়ুসদৃশ হইয়া ধূমসদৃশ হয়', এইপ্রকার লাক্ষণিকার্থ গ্রহণ করা চলিবে না ; কারণ "দুগ্ধং দধি ভবতি" ইত্যাদি প্রয়োগে 'ভবতি' ইহার মুখ্যার্থ 'পরিণাম', 'সাদৃশ্য' নহে, আর তাদৃশ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণের প্রতি তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিরূপ হেতুও নাই। এই-রূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বিয়দাদিস্বরূপত্বং তৎসাম্যং বাবরোহিণঃ।
বায়ুর্ভূত্বেত্যাদিবাক্যাত্তদ্ভাবং প্রপদ্যতে ॥
খবৎসূক্ষ্মো বায়ুবশো যুক্তো ধূমাদিভির্ভবেৎ।
অন্যস্যান্যস্বরূপত্বং ন মুখ্যমুপপদ্যতে ॥

অন্বয়—অবরোহিণঃ বিয়দাদিস্বরূপত্বং তৎসাম্যং বা? "বায়ুর্ভূত্বা" ইত্যাদিবাক্যাৎ তদ্ভাবং প্রপদ্যতে। খবৎসূক্ষ্মঃ বায়ুবশঃ ধূমাদিভিঃ যুক্তঃ ভবেৎ। অন্যস্য অন্যস্বরূপত্বং ন মুখ্যম্ উপপদ্যতে।

ভাবদীপিকা

(৫) প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—স্বেদজ জীবাণুসকল উদ্ভিদ্‌জাতীয়। ইহাও স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের একত্র গ্রহণের হেতু হইতে পারে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ইষ্টাদিকারিণাম্ অবরোহপ্রকারঃ অত্র বিষয়ঃ। "অথ এতম্ এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্ত্তন্তে যথেতম্ আকাশম্, আকাশাৎ বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমঃ ভবতি" (ছাঃ ৫।১০।৫), ইতি অবরোহশ্রুতিঃ ভবতি। তত্র 'আকাশং' 'বায়ুং' ইতি কর্ম্মত্বোক্তেঃ, "ধূমো ভবতি" ইতি ভবতিশ্রুতেশ্চ সংশয়ঃ ভবতি—চন্দ্রমণ্ডলাৎ] অবরোহিণঃ [জীবস্য] বিয়দাদিস্বরূপত্বং [ভবতি], তৎসাম্যং বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—"বায়ুর্ভূত্বা" ইত্যাদিবাক্যাৎ [স্বর্গাৎ অবরোহণকারী জীবঃ] তত্তৎ [বায়্বাদি-] ভাবং প্রপদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[অবরোহণকালে অপ্পরিবেষ্টিতঃ অসৌ জীবঃ] খবৎসূক্ষ্মঃ বায়ুবশঃ ধূমাদিভিঃ [চ] যুক্তঃ ভবেৎ। [আকাশাদিভাবপ্রতিপত্তিঃ নাম আকাশাদিবৎ সূক্ষ্মরূপাপত্তিঃ। যতঃ] অন্যস্য অন্যস্বরূপত্বং ন মুখ্যম্ উপপদ্যতে। [অতঃ অত্র বায়ুভাবঃ বায়ুবশতা, ধূমাদিভাবঃ ধূমাদিভিঃ সম্পর্কঃ ইতি নির্ণয়ঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের অবরোহণপ্রকার এখানে বিষয়। "অতঃপর যে মার্গে গমন করিয়াছিলেন [সেই] এই মার্গেই পুনরায় ফিরিয়া আসেন। [তাঁহারা] আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ু হইয়া ধূম হন", এইপ্রকার অবরোহশ্রুতি আছে। সেই স্থলে 'আকাশকে' 'বায়ুকে' এইপ্রকারে কর্ম্মতার কথন থাকায় (—পূর্ব্বসিদ্ধ আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি বর্ণিত হওয়ায়) এবং "ধূম হন" এই স্থলে 'ভবতি' শ্রুতি থাকায় (—উক্ত শ্রুতিপ্রমাণবলে ধূমরূপে পরিণামপ্রাপ্তির বোধ হওয়ায়) সংশয় হয়—চন্দ্রমণ্ডল হইতে] অবরোহণকারী জীবের আকাশাদিস্বরূপতা প্রাপ্তি হয়, অথবা তাহার সাদৃশ্য প্রাপ্তি ?

পূর্ব্বপক্ষ—"বায়ু হইয়া" ইত্যাদি বাক্য থাকায় [স্বর্গ হইতে অবরোহণকারী জীব] সেই সেই বায়ু প্রভৃতিভাব (—তত্তদ্রূপে পরিণাম) প্রাপ্ত হয়।

সিদ্ধান্ত—[অবরোহণকালে অপ্পরিবেষ্টিত সেই জীব] আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, বায়ুর অধীন এবং ধূমাদির সহিত যুক্ত হয় [আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি এই শব্দের অর্থ—আকাশাদির ন্যায় সূক্ষ্মরূপতা প্রাপ্তি। যেহেতু] এক বস্তুর অন্যস্বরূপতা মুখ্যভাবে সঙ্গত হয় না। [অতএব এই স্থলে বায়ুভাবশব্দের অর্থ—'বায়ুর বশ হওয়া', ধূমাদিভাবশব্দের অর্থ—ধূমাদির সহিত সম্বন্ধ, ইহাই নির্ণয়]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি মুখ্য হওয়ায় আকাশাভিমানিনী দেবতার ন্যায় ভোগ সিদ্ধ হয় বলিয়া বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—আকাশাদির ন্যায় জড়তাপ্রাপ্তিরূপ লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয় হওয়ায় দীর্ঘকাল জড়ভাবে অবস্থিতি পর্য্যালোচনাদ্বারা বৈরাগ্য সিদ্ধ হয়।

[তৎ-] সাভাব্যাপত্তিরূপপত্তেঃ ॥৩।১।২২॥

পদচ্ছেদ—[তৎ-] সাভাব্যাপত্তিঃ, উপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—[অত্র চন্দ্রমণ্ডলাৎ অবরোহপ্রকারঃ চিন্ত্যতে তথাচ অবরোহশ্রুতিঃ—"অথ এতম্ এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্ত্তন্তে যথেতম্ আকাশম্, আকাশাৎ বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমঃ ভবতি"

(ছাঃ ৫।১০।৫) ইত্যাদি। তত্র কিং স্বর্গাৎ অবরোহন্তঃ জীবাঃ আকাশাদিস্বরূপং প্রতিপদ্যন্তে, উত তৎসাম্যম্ ইতি বিশয়ে, আকাশাদিস্বরূপম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্ত—জীবানাং তৈঃ—আকাশাদিভিঃ] সাভাব্যাপত্তিঃ—সমানঃ ভাবঃ—রূপং যেষাং তে সভাবাঃ, তদ্ভাবঃ—সাভাব্যং, সাদৃশ্যং, তস্য আপত্তিঃ—প্রাপ্তিঃ [ভবতি। কুতঃ? উপপত্তেঃ—চন্দ্রমণ্ডলাৎ অবরোহিনঃ শরীরং কর্ম্মক্ষয়দর্শনজনিতশোকাগ্নিনা দহ্যমানং হিমকরকাদিবৎ বিলীয়মানম্ আকাশসমং ভবতি ইতি এতৎ উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[এই স্থলে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণপ্রকার বিচারিত হইতেছে। অবরোহণপ্রতিপাদিকা শ্রুতি এই—"অতঃপর যে মার্গে গমন করিয়াছিলেন [সেই] এই মার্গেই পুনরায় ফিরিয়া আসেন, [তাঁহারা] আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে, বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ু হইয়া ধূম হন", ইত্যাদি। স্বর্গ হইতে অবরোহণকারী জীবগণ কি সেই স্থলে আকাশাদির স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় (—আকাশাদিরূপে পরিণত হইয়া যায়), অথবা তাহাদের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকার সংশয় হইলে আকাশাদির স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—জীবগণের **তৈঃ**—সেই আকাশাদির সহিত] **সাভাব্যাপত্তিঃ**—সমান ভাব—সমানরূপ যাহাদের তাহারা 'সভাব', তাহাদের যে ভাব (—ধর্ম্ম), তাহা সাভাব্য অর্থাৎ সাদৃশ্য, তাহার আপত্তি—প্রাপ্তি (—সাদৃশ্যপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? উত্তর—] **উপপত্তেঃ**—যেহেতু চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণকারিগণের শরীর কর্ম্মক্ষয়দর্শনজনিত শোকরূপ অগ্নির দ্বারা দহ্যমান ও হিমশিলার ন্যায় বিলীয়মান হইয়া আকাশের ন্যায় হয়, ইত্যাদি ইহা যুক্তিযুক্ত, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইষ্টাদিকারিণঃ চন্দ্রমসম্ আরুহ্য তস্মিন্ যাবৎসম্পাতম্ উষিত্বা ততঃ সানুশয়াঃ অবরোহন্তি ইতি উক্তম্।১ অথ অবরোহ-প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে।২ তত্র ইয়ম্ অবরোহশ্রুতিঃ ভবতি—"অথ এতম্ এব অধ্বানং পুনঃ নিবর্ত্তন্তে যথেতম্ আকাশম্, আকাশাৎ বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি, অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" (ছাঃ ৫।১০।৫-৬) ইতি।৩

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। পূঃ—শ্রুতিপ্রমাণবলে অবরোহণকারিগণের আকাশাদিস্বরূপতা প্রাপ্তি।]

ইষ্টাদিকারিগণ চন্দ্রে আরোহণকরতঃ যাবৎসম্পাত (—ভোগযোগ্য কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত) তাহাতে বাস করিয়া সানুশয় (—ইহলোকে ভোগপ্রদ কর্ম্মশেষ-যুক্ত) হইয়া [চন্দ্র হইতে] অবরোহণ করেন, ইহা [৩।১।৮ সূত্রভাষ্যে] কথিত হইয়াছে।১ এক্ষণে অবরোহণের প্রকার বিচারিত হইতেছে।২ সেই স্থলে অবরোহণ প্রতিপাদিকা এই শ্রুতি আছে—"অনন্তর যে মার্গে গমন করিয়াছিলেন, [সেই] এই [বক্ষ্যমাণ] মার্গে পুনরায় ফিরিয়া আসেন, [তাঁহারা] আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ু হইয়া ধূম হন, ধূম হইয়া অভ্র (—জলধারণক্ষম মেঘ) হন, অভ্র হইয়া [বর্ষণক্ষম] মেঘ হন, মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন (—বারিধারা-রূপে পৃথিবীতে পতিত হন"), ইত্যাদি।৩ সেই স্থলে সংশয় হয়—অবরোহণকারিগণ

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র সংশয়ঃ—কিম্ আকাশাদিস্বরূপমেব অবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে, কিম্বা আকাশাদিসাম্যম্ ইতি।৪ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ আকাশাদিস্বরূপম্ এব প্রতিপদ্যন্তে ইতি।৫ কুতঃ?৬ এবং হি শ্রুতিঃ ভবতি।৭ ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতিলক্ষণাবিশয়ে চ শ্রুতিঃ ন্যায্যা, ন লক্ষণা।৯ তথাচ 'বায়ুর্ভূত্বা ধূমঃ ভবতি' ইতি এবমাদীনি অক্ষরাণি তত্তৎস্বরূপোপপত্তৌ আঞ্জস্যেন অবকল্পন্তে। তস্মাৎ আকাশাদিস্বরূপাপ্রতিপত্তিঃ ইতি।১১ এবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ—আকাশাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্তে ইতি।১২ চন্দ্রমণ্ডলে যদ্ অম্ময়ং শরীরম্ উপ-

ভাষ্যানুবাদ

কি আকাশাদিস্বরূপতাকেই প্রাপ্ত হন, কিম্বা আকাশাদির সাদৃশ্যকে? ৪ [পূর্বপক্ষ—] তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া গেল—[অবরোহণকারিগণ] আকাশাদিস্বরূপতাকেই প্রাপ্ত হন, (—আকাশাদিই হইয়া যান)।৫ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? ৬ [উত্তর—] যেহেতু এইপ্রকার শ্রুতি আছে (১)।৭ অন্যথা (—শব্দের শক্তিবৃত্তি অঙ্গীকার না করিলে) লক্ষণা হইয়া পড়িবে।৮ [হউক্, ক্ষতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] শ্রুতি ও লক্ষণার মধ্যে সংশয় হইলে শ্রুতিই (—শক্তিবৃত্তিই) ন্যায্যা (—প্রবলা), লক্ষণা নহে।৯ আর তাহা হইলেই (—শব্দের শক্তিবৃত্তি গৃহীত হইলেই) "বায়ু হইয়া ধূম হন", ইত্যাদি এই অক্ষরসকল (—বর্ণসমূহাত্মক এই বাক্যসকল) সেই সেই [বায়ু প্রভৃতির] স্বরূপপ্রাপ্তিতে সম্যগ্‌ভাবে উপপন্ন হয়।১০ সেইহেতু [অবরোহণকারিগণের] আকাশাদির স্বরূপতাপ্রাপ্তি 'উক্ত শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে'।১১

সিঃ—যুক্তিপুষ্ট শ্রুত্যর্থাপত্তিবলে 'ভবতি' শ্রুতির লাক্ষণিকার্থ গ্রহণীয়। অবরোহণকারীর আকাশসাদৃশ্য-প্রাপ্তিই অঙ্গীকার্য।]

সিদ্ধান্ত— এইপ্রকার [পূর্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—[চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণকারিগণ] আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হন (—তাঁহাদের অনুভবযোগ্য স্থূল শরীর থাকে না এবং আকাশাদির সহিত তাঁহাদের শরীরের ভেদও স্ফুরিত হয়

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে "ধূমো ভবতি" ইত্যাদি স্থলে 'ভবতি' এই পদটী শ্রুতিপ্রমাণরূপে গৃহীত হইতেছে। "দুগ্ধং দধি ভবতি" এই স্থলে 'ভবতি' পদের শক্তিবৃত্তিতে যেমন পরিণামের বোধ হয়, প্রস্তাবিত 'ধূমো ভবতি' ইত্যাদি স্থলেও তদ্রূপ ধূমরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকার অর্থবোধ হইবে। জীব অপরিণামী চৈতন্যস্বরূপ, তাহার পরিণাম সম্ভব নহে, ইহা বলা যায় না, যেহেতু জীবের উপাধি যে ভূতসূক্ষ্ম, তাহাই আকাশাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ 'জীবের পরিণাম', ইহা বলা যায়। মহাপাপের ফলে নহুষরাজশরীরের অজগরত্বপ্রাপ্তি এবং মহাপুণ্যফলে নন্দীনামক মনুষ্যের শিবানুচরস্বরূপ ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তির ন্যায় জীবোপাধি ভূতসূক্ষ্মের আকাশাদিস্বরূপতাপ্রাপ্তি সঙ্গত, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভোগার্থম্ আরব্ধং, তদ্ উপভোগক্ষয়ে সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মম্ আকাশসমং ভবতি, ততঃ বায়োঃ বশম্ এতি, ততঃ ধূমাদিভিঃ সম্প্চ্যতে ইতি।১৩ তদ্ এতদ্ উচ্যতে—"যথেতম্ আকাশম্ আকাশাৎ বায়ুম্" (ছাঃ ৫।১০।৫) ইতি এবমাদিনা।১৪ কুতঃ এতৎ? ১৫ উপপত্তেঃ, এবং হি এতদ্ উপপদ্যতে।১৬ নহি অন্যস্য অন্যভাবঃ মুখ্যঃ উপপদ্যতে।১৭ আকাশস্বরূপপ্রতিপত্তৌ চ বায্বাদিক্রমেণ অবরোহঃ ন উপপদ্যতে।১৮ বিভুত্বাৎ চ আকাশেন নিত্যসম্বন্ধ-

ভাষ্যানুবাদ

না)।১২ চন্দ্রমণ্ডলে [তাঁহাদের] যে জলময় শরীর উপভোগের জন্য আরব্ধ হইয়াছিল, উপভোগের ক্ষয় হইলে প্রবিলীয়মান (—ক্ষয়প্রাপ্ত) হইয়া তাহা আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম হয়, তদনন্তর বায়ুর বশে আগমন করে, তাহার পর ধূম প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হয়।১৩ সেই ইহাই "যে মার্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই মার্গেই আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই সকল বাক্যের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।১৪ ইহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে (—আকাশাদিস্বরূপ না হইয়া তৎসদৃশ হয়, ইহা কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ)? ১৫ [উত্তর—] "উপপত্তেঃ", অর্থাৎ যেহেতু এইপ্রকারেই (—আকাশাদির সাদৃশ্য অঙ্গীকার করিলেই) ইহা (—আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি) হয় যুক্তিসঙ্গত।১৬ যেহেতু একের অন্যভাব (—অন্য হওয়া) মুখ্যভাবে সঙ্গত হয় না (২)।১৭ আর [অবরোহণকারী] আকাশস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে বায়ু প্রভৃতিক্রমে (—পরে বায়ু প্রভৃতিরূপে পুনঃ

ভাবদীপিকা

(২) ভাব এই—"যথেতম্" (ছাঃ ৫।১০।৫), ইত্যাদি বাক্যের পর্য্যালোচনা হইতে অবগত হওয়া যায়—চন্দ্রলোকে আরোহণকারী আরোহণকালে যে আকাশাবলম্বনে গমন করিয়াছিল, অবরোহণকালেও সেই আকাশকেই প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বসিদ্ধ সেই আকাশ একই, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। পরবর্ত্তী একটী ঘট যেমন তদ্ভিন্ন পূর্ব্বসিদ্ধ অন্য ঘটস্বরূপতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তদ্রূপ জীবও তদ্ভিন্ন পূর্ব্বসিদ্ধ (—পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান) সেই একই আকাশস্বরূপতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ আকাশরূপে তাহার পরিণাম হইতে পারে না। সেইহেতু এই স্থলে 'ভবতি' পদটীর মুখ্যার্থ যে পরিণামপ্রাপ্তি, তাহা সঙ্গত হইতেছে না বলিয়া অগত্যা সাদৃশ্যরূপ লাক্ষণিকার্থই গ্রহণ করিতে হইবে। আর যে নহুষাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ নহুষাদি দেহের আরম্ভক ভূতসকলের ক্রমশঃ পরিণাম হইয়া সর্পরূপ অন্য আকার হইতে পারে। এই মনুষ্য ও সর্প, উভয় আকার একই কালে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে না। প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু জীবাশ্রয়ভূত ভূতসূক্ষ্ম এবং পূর্ব্বসিদ্ধ আকাশ যুগপৎ একই কালে বর্ত্তমান থাকে, সেইহেতু একের অন্যভাব (—জীবাশ্রয়ভূত ভূতসূক্ষ্মের আকাশাদিস্বরূপতাপ্রাপ্তি) সম্ভব হয় না। এক্ষণে তাহা সম্ভব, ইহা স্বীকার করিয়াও দোষোদ্ঘাটন করিতেছেন—'আকাশ'—আর [অবরোহণকারী] ইত্যাদি (১৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বত্ত্বাৎ ন তৎসাদৃশ্যাপত্তেঃ অন্যঃ তৎসম্বন্ধঃ ঘটতে।১৯ শ্রুত্য-সম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং ন্যায্যম্ এব।২০ অতঃ আকাশাদিতুল্যতা-পত্তিঃ এব অত্র আকাশাদিভাবঃ ইতি উপচর্য্যতে॥২২॥৩।১।২২॥

ইতি চতুর্থং সাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, তাহার] অবরোহণ উপপন্ন হয় না (৩)।১৮ আর [আকাশ] ব্যাপক হওয়ায় [উপাধিপরিচ্ছিন্ন অবরোহণকারী] আকাশের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া তৎসাদৃশ্যপ্রাপ্তি (—আকাশসাদৃশ্যপ্রাপ্তি) ব্যতিরেকে তাহার (—অবরোহীর) অন্যপ্রকার সম্বন্ধ সঙ্গত হয় না।১৯ আর [প্রদর্শিত যুক্তিসকলের বলে] শ্রুত (—শ্রুত্যর্থ) সম্ভব না হইলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ ন্যায্যই বটে।২০ অতএব আকাশাদির তুল্যতাপ্রাপ্তিই (—সাদৃশ্যই) এখানে আকাশাদি-ভাব, ইহা গৌণভাবে কথিত হইতেছে।২২॥৩।১।২২॥ সাভাব্যাপত্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৫। নাতিচিরাধিকরণম্। [২৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—স্বর্গ হইতে অবরোহণকারীর আকাশাদির সদৃশাবস্থা হইতে অল্প কালে এবং ব্রীহ্যাদির সহিত সংশ্লেষাবস্থা হইতে দীর্ঘ কালে নিষ্ক্রমণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অবরোহণকারীর আকাশাদি ভিন্নমাত্রায় সাদৃশ্যপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সাদৃশ্যপ্রাপ্তিকে উপজীবন (—অবলম্বন) করিয়া জীব তৎসদৃশরূপে দীর্ঘকাল অবস্থান করে, অথবা অল্পকাল, ইহা বিচারিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—প্রাক্তন আকাশস্বরূপতার নাশ হইয়া বায়ুস্বরূপতা অঙ্গীকার করিলে দধিরূপে পরিণত দুগ্ধের নাশের ন্যায় আকাশেরও নাশ হইয়া যাইবে। কল্পান্তকালস্থায়ী আপেক্ষিক নিত্য আকাশের কিন্তু নাশ সম্ভব নহে। আর শ্রুতিই বলিতেছেন—সেই অবরোহণকারী ব্রীহি, যব, তিল মাষ ইত্যাদিরূপে নিষ্ক্রমণ করেন (ছাঃ ৫।১০।৬)। অবরোহী আকাশাদিস্বরূপ হইয়া পড়িলে এই সকল অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া 'শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ', "আকাশের নাশ সম্ভব নহে", "একের অন্য ভাবপ্রাপ্তি মুখ্যভাবে সম্ভব হয় না", ইত্যাদি এই যুক্তিসকলের দ্বারা পুষ্ট হইয়া উক্ত 'ভবন্তি' শ্রুতিকে (১ ভাবদীঃ) গৌণার্থে বিনিয়োগ করে। ফলে অবরোহী আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হন, এইপ্রকার লাক্ষণিকার্থই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু লাক্ষণিকার্থই যদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে 'আকাশের সহিত তাহার সংযোগ হয়', এইপ্রকার লাক্ষণিকার্থই কেন গ্রহণ করিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন—বিভুত্বাৎ—'আর [আকাশ'] ইত্যাদি (১৯ বাক্য)।

ন্যায়মালা

ব্রীহ্যাদেঃ প্রাগ্বিলম্বেন ত্বরয়া বাঽবরোহতি।
তত্রানিয়ম এব স্যান্নিয়ামকবিবর্জ্জনাৎ ॥
দুঃখং ব্রীহ্যাদিনির্যাণমিতি তত্র বিশেষিতঃ।
বিলম্বস্তেন পূর্ব্বত্র ত্বরার্থাদবসীয়তে ॥

অন্বয়—ব্রীহ্যাদেঃ প্রাক্ বিলম্বেন অবরোহতি, ত্বরয়া বা? নিয়ামকবিবর্জ্জনাৎ তত্র অনিয়মঃ এব স্যাৎ। তত্র ব্রীহ্যাদিনির্যাণং দুঃখম্ ইতি বিশেষিতঃ, তেন বিলম্বঃ, পূর্ব্বত্র অর্থাৎ ত্বরা অবসীয়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[চন্দ্রমণ্ডলাৎ অবরোহিণঃ চিরাচিরগতিঃ অত্র বিষয়ঃ। প্রবর্ষণানন্তরং ব্রীহ্যাদিভাবঃ আম্নায়তে—"তে ইহ ব্রীহিযবাঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ তিলমাষাঃ ইতি জায়ন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইতি। লোকে গন্তৄণাং চিরাচিরগতিদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—চন্দ্রাদবরোহী] ব্রীহ্যাদেঃ প্রাক্ বিলম্বেন অবরোহতি, ত্বরয়া বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[প্রাক্ এতস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবাৎ আকাশাদৌ বিলম্বত্বরয়োঃ] নিয়ামকবিবর্জ্জনাৎ তত্র অনিয়মঃ এব স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—[ব্রীহ্যাদিভাবম্ অভিধায় অনন্তরম্ "অতঃ বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইতি যা শ্রুতিঃ অস্তি], তত্র ব্রীহ্যাদিনির্গাণং দুঃখম্ ইতি বিশেষিতঃ, তেন [ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষাৎ নির্গমনে] বিলম্বঃ [ভবতি; ততঃ] পূর্ব্বত্র [আকাশাদেঃ নির্গমনে] অর্থাৎ ত্বরা অবসীয়তে।

অনুবাদ

সংশয়—[চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণকারীর বিলম্বিত ও অবিলম্বিত গতি এখানে বিষয়। বর্ষাধারারূপে বর্ষিত হইবার পর [অবরোহীর] ধান্যাদিভাব পঠিত হইতেছে, যথা—"তাঁহারা ইহলোকে ধান্য যব ওষধি বনস্পতি তিল ও মাষ ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন", ইত্যাদি। লোকে গমনকারিগণের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত গতি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সংশয় হয়—চন্দ্র হইতে অবরোহণকারী] ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিলম্বে অবতরণ করেন, অথবা শীঘ্র অবতরণ করেন?

পূর্ব্বপক্ষ—[এই ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তির পূর্ব্বে আকাশাদিতে বিলম্ব ও শীঘ্রতার] নিয়ামক না থাকায় সেই স্থলে অনিয়মই হইবে।

সিদ্ধান্ত[—ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির কথা বলিয়া অব্যবহিত পরে "ইহা (—ধান্যযবাদি) হইতে নিক্রমণ অধিকতর দুঃসাধ্য", এই যে শ্রুতি আছে] সেই স্থলে 'ধান্যাদি হইতে নির্গমন দুঃখকর', এইপ্রকার বিশেষিত হইয়াছে, সেইহেতু ধান্যাদিসম্বন্ধ হইতে নির্গমনে] বিলম্ব হইয়া থাকে; [তাহার] পূর্ববর্ত্তী [আকাশাদি হইতে নির্গমনে] অর্থতঃ শীঘ্রতা পর্য্যবসিত হয় (—অর্থাপত্তিবলে আকাশাদি হইতে শীঘ্র নির্গমন অবগত হওয়া যায়)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বিলম্বে বা অবিলম্বে নির্গমণের প্রতি নিয়ামক না থাকায় বিলম্বে জন্মলাভ; শীঘ্র জন্মলাভের জন্য যত্নাধিক্য। সিদ্ধান্তে—কোথাও বিলম্বে, কোথাও অবিলম্বে নির্গমন পর্য্যালোচনা দ্বারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তা

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥৩।১।২৩॥

পদচ্ছেদ—ন, অতিচিরেণ বিশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[তত্র কিং জীবঃ চিরকালম্ এব একসাদৃশ্যেন অবস্থায় অপরং সাদৃশ্যং গচ্ছতি, উত অল্পম্ অল্পম্ ইতি বিশয়ে নিয়ামকাভাবাৎ অনিয়মঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্তস্ত—অবরোহিণঃ জীবস্য] **অতিচিরেণ**—অতিদীর্ঘেণ কালেন [একসাদৃশ্যাৎ সাদৃশ্যান্তরং প্রতি নির্গমনং সর্ব্বত্র] **ন**—ন ভবতি [কুতঃ?] **বিশেষাৎ**—ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষাপত্ত্যনন্তরম্ "অতঃ বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপততরম্" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইতি দীর্ঘকালসাপেক্ষতয়া বিশেষাৎ [ততঃ পূর্ব্বং সুনিষ্প্রপততরত্বং প্রতীয়তে]।

অনুবাদ—[সেই স্থলে (—আকাশাদিসাদৃশ্যপ্রাপ্তিস্থলে) জীব কি দীর্ঘকাল একের সদৃশভাবে অবস্থান করিয়া অপর সাদৃশ্যকে প্রাপ্ত হয়, অথবা অল্প অল্প সময় অবস্থান করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকার সংশয় হইলে; নিয়ামক না থাকায় এইবিষয়ে নিয়ম নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—অবরোহণকারী জীবের] **অতিচিরেণ**—অতি দীর্ঘকালে [একের সাদৃশ্য হইতে অন্যসাদৃশ্যের প্রতি নির্গমন সকল স্থলে] **ন**—হয় না। [কেন হয় না? তাহা বলিতেছেন—] **বিশেষাৎ**—ধান্যাদির সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্তির অনন্তর "ইহা হইতে নিষ্ক্রমণ কিন্তু অধিকতর দুঃসাধ্য", এইপ্রকারে দীর্ঘকালসাপেক্ষরূপে বিশেষিত হওয়ায় [তাহার পূর্ব্বে নিষ্ক্রমণ অধিকতর সুসাধ্য, ইহা প্রতিভাত হইয়েছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র আকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাক্ ব্রীহ্যাদিপ্রতিপত্তেঃ ভবতি বিশয়ঃ—কিং দীর্ঘং দীর্ঘং কালং পূর্ব্বপূর্ব্বসাদৃশ্যেন অবস্থায় উত্তরোত্তরসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উত অল্পম্ অল্পম্ ইতি? ১ তত্র অনিয়মঃ, নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রস্য অভাবাৎ ইতি। ২ এবং প্রাপ্তে ইদম্ আহ—নাতিচিরেণ ইতি। ৩ অল্পম্ অল্পং কালম্ আকাশাদিভাবেন অবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহ ইমাং ভুবম্ আপতন্তি। ৪ কুতঃ এতৎ? ৫ বিশেষদর্শাৎ। ৬ তথাহি ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেঃ অনন্তরং বিশিনষ্টি—

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আকাশাদিসাদৃশ্য হইতে অল্পকালে এবং ধান্যাদিসংশ্লেষ হইতে দীর্ঘকালে অবরোহীর নির্গমন।]

সেই স্থলে (—অবরোহণ স্থলে) ধান্য প্রভৃতি প্রাপ্তির পূর্ব্বে আকাশাদি প্রাপ্তিতে সংশয় হয়—পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের সদৃশভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল অবস্থান করিয়া পরবর্ত্তী পরবর্ত্তী পদার্থের সাদৃশ্যকে (—তাহাদের সহিত সম্বন্ধকে) প্রাপ্ত হয়, অথবা অল্প অল্প কাল অবস্থান করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয়? ১ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] তাহাতে নিয়ম নাই, যেহেতু নিয়মকারী শাস্ত্র নাই (—অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞাপক শাস্ত্রে এইবিষয়ে কিছু বলা হয় নাই)। ২ এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী] ইহা বলিতেছেন—"নাতিচিরেণ" ইত্যাদি। ৩ [ইহার অর্থ—] আকাশাদিভাবে (—আকাশাদিসদৃশভাবে) অল্প অল্প কাল অবস্থান করিয়া বারিধারাসকলের সহিত এই পৃথিবীতে পতিত হয়। ৪ ইহা কিপ্রকারে জানিলে? ৫ [উত্তর—] যেহেতু বিশেষ পরিদৃষ্ট

শাঙ্করভাষ্যম্

"অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপততরম্" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইতি ।৭ তকারঃ একঃ ছান্দস্যাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তঃ মন্তব্যঃ ।৮ দুর্নিষ্প্রপততরং দুর্নিষ্ক্রমতরং দুঃখতরম্ অস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবাৎ নিঃসরণং ভবতি ইত্যর্থঃ।৯ তদত্র দুঃখং নিষ্প্রপতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্ব্বেষু সুখং নিষ্প্রপতনং দর্শয়তি।১০ সুখদুঃখতাবিশেষশ্চ অয়ং নিষ্প্রপতনস্য কালাল্পত্বদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ, তস্মিন্ অবধৌ শরীরানিষ্পত্তেঃ উপভোগাসম্ভবাৎ।১১ তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেঃ প্রাক্ অল্পেনৈব কালেন অবরোহঃ স্যাৎ ইতি ।১২॥৩।১।২৩॥ ইতি পঞ্চমং নাতিচিরাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

হয়।৬ যেমন দেখ, ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তির অনন্তর [শ্রুতি] বিশেষিত করিতেছেন—"ইহা হইতে নিক্রমণ কিন্তু অধিকতর দুঃসাধ্য", ইত্যাদি।৭ [শ্রুতিস্থ 'দুর্নিষ্প্রপতরম্' এই পদটীর পূরণ ও ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতেছেন—'দুর্নিষ্প্রপতরম্' এই স্থলে] একটী তকার ছান্দস প্রক্রিয়াতে (—বৈদিক প্রয়োগানুসারে) লুপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।৮ [তাহাতে পদটী হইবে—] দুর্নিষ্প্রপততরম্, ইহার অর্থ—দুর্নিক্রমতর, অর্থাৎ ধান্যাদিভাব (—তৎসংশ্লেষ) হইতে নিক্রমণ অধিকতর দুঃখকর হইয়া থাকে।৯ [কিন্তু ইহার দ্বারা আকাশাদিসাদৃশ্য হইতে শীঘ্র নিঃসরণ কিপ্রকারে নিশ্চিত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই এই স্থলে [ধান্যাদি হইতে] দুঃখে নির্গমন প্রদর্শনকরতঃ [শ্রুতি] পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাসকলে সুখে নির্গমন প্রদর্শন করিতেছেন।১০ [কিন্তু আকাশাদিসাদৃশ্য হইতে সুখে নিঃসরণ শ্রুতি হইতে অর্থাপত্তিবলে অবগত হওয়া যাইতেছে। অবিলম্বে নিঃসরণ তো প্রতিভাত হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] নির্গমনের এই যে সুখকরতা ও দুঃখকরতারূপ বিশেষ, তাহা কালের অল্পতা এবং দীর্ঘতারূপ নিমিত্তবশতঃ বুঝিতে হইবে, যেহেতু সেই সময় পর্য্যন্ত [ভোগসমর্থ স্থূল] শরীর উৎপন্ন না হওয়ায় [সুখদুঃখের] উপভোগ সম্ভব হয় না। [সেইহেতু এখানে সুখকরতা ও দুঃখকরতা শব্দের লক্ষণাবৃত্তিতে কালের অল্পতা ও দীর্ঘতাকেই গ্রহণ করিতে হইবে]।১১ অতএব ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তির পূর্ব্বে অবরোহ অল্পকালেই হইবে ১২॥৩।১।২৩॥ নাতিচিরাধিকরণ সমাপ্ত।

৬। অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ । [২৪-২৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অবরোহীর ধান্যাদিরূপে মুখ্যজন্ম নহে, কিন্তু সংশ্লেষমাত্র।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "দুর্নিষ্প্রপতর" শব্দের দীর্ঘকালাবস্থিতিরূপ লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু সেইপ্রকার অর্থ গ্রহণ করা চলিবে না, কারণ "তিলমাষাঃ ইতি জায়ন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৬) এইপ্রকারে শক্তিবৃত্তিতে মুখ্যজন্ম শ্রুত হইতেছে। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ধান্যাদির আহার্য্যরূপে সমর্থ পুরুষশরীরে এবং শুক্ররূপে গর্ভধারণক্ষমা ঋতুমতী স্ত্রীশরীরে দৈববশেই প্রবেশলাভ হয়। স্ত্রীশরীরে যুগপৎ প্রবিষ্ট লক্ষ লক্ষ জীবের মধ্যে কদাচিৎ কাহারও ডিম্বের মধ্যে প্রবেশ ও জন্মলাভ সম্ভব। এই সকল কর্ম্মগতি পর্য্যালোচনাদ্বারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ব্রীহ্যাদৌ জন্ম তেষাং স্যাৎ সংশ্লেষো বা জনির্ভবেৎ।
জায়ন্ত ইতি মুখ্যত্বাৎ পশুহিংসাদিপাপতঃ ॥
বৈধান্ন পাপসংশ্লেষঃ কর্ম্মব্যাপৃত্যনুক্তিতঃ।
ঋবিপ্রাদৌ মুখ্যজনৌ চরণব্যাপৃতিঃ শ্রুতা ॥

অন্বয়—তেষাং ব্রীহ্যাদৌ জন্ম স্যাৎ, সংশ্লেষঃ বা ? 'জায়ন্তে' ইতি মুখ্যত্বাৎ জনিঃ ভবেৎ, পশুহিংসাদিপাপতঃ। বৈধত্বাৎ ন পাপসংশ্লেষঃ, কর্ম্মব্যাপৃত্যনুক্তিতঃ, ঋবিপ্রাদৌ মুখ্যজনৌ চরণব্যাপৃতিঃ শ্রুতা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[চন্দ্রাদবরোহিণঃ ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তিঃ বিষয়ঃ। "তে ইহ ব্রীহিযবাঃ....তিলমাষাঃ ইতি জায়ন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৬), ইত্যাদিশ্রুতৌ অবরোহিণঃ তিলমাষাদিজন্ম শ্রূয়তে। তত্র জনিশ্রুতেঃ, আকাশাদিবর্ষান্তসাদৃশ্যোক্তেঃ, কর্ম্মব্যাপারসঙ্কীর্ত্তনবিধুরত্বাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] তেষাং ব্রীহ্যাদৌ জন্ম স্যাৎ, সংশ্লেষো বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আকাশাদৌ ইব ব্রীহ্যাদৌ ন তেষাং সংশ্লেষমাত্রং, কিন্তু ব্রীহ্যাদিরূপেণ মুখ্যং জন্ম বিবক্ষিতম্], 'জায়ন্তে' ইতি মুখ্যত্বাৎ। [ন চ স্বর্গে সুকৃতফলম্ অনুভূয় অবরোহতঃ পাপফলরূপস্য স্থাবরজন্মনঃ অসম্ভবঃ], পশুহিংসাদিপাপতঃ [তাদৃক্ জন্ম সম্ভবাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[যজ্ঞে পশুহিংসায়াঃ] বৈধত্বাৎ [যজমানস্য] ন পাপসংশ্লেষঃ। [নতু তস্য ব্রীহ্যাদিভাবেন মুখ্যং জন্ম সম্ভবতি], কর্ম্মব্যাপৃত্যনুক্তিতঃ। [যত্র তু মুখ্যং জন্ম ব্যবস্থিতং তত্র] ঋবিপ্রাদৌ মুখ্যজনৌ ["রমণীয়চরণাঃ...কপূয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭), ইতি] চরণব্যাপৃতিঃ শ্রুতা। [অতঃ "জায়ন্তে" ইতি শ্রুত্যা অবরোহতাং ব্রীহ্যাদৌ সংশ্লেষমাত্রং বিবক্ষিতম্ ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[চন্দ্র হইতে অবরোহণকারিগণের ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তি এখানে বিষয়। "তাঁহারা এখানে ধান্য যব...তিল মাষ ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে অবরোহণকারিগণের তিল ও মাষাদিরূপে জন্ম শ্রুত হইতেছে। সেই স্থলে জন্মবোধক শ্রুতি থাকায়, আকাশ হইতে বর্ষাধারা পর্য্যন্ত সাদৃশ্য কথিত হওয়ায় এবং কর্ম্মব্যাপারের (—কীদৃশ কর্ম্মফলে ধান্যাদি জন্ম হয়, তাহার) বর্ণনা না থাকায় সংশয় হয়—] ধান্যাদিতে তাঁহাদের জন্ম হয়, অথবা সংশ্লেষ ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আকাশাদির ন্যায় ধান্যাদিতে তাঁহাদের সংশ্লেষমাত্র হয় না, কিন্তু ধান্যাদিরূপে মুখ্য জন্ম বিবক্ষিত হইয়াছে], যেহেতু "জায়ন্তে" এইপ্রকারে [শক্তিবৃত্তিতে] মুখ্য জন্ম বর্ণিত হইয়াছে। [স্বর্গে শুভকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া যাঁহারা অবরোহণ করেন, তাঁহাদের পাপের ফলভূত স্থাবরজন্ম সম্ভব নহে, ইহা বলা যায় না], যেহেতু পশুহিংসাদিজনিত পাপ হইতে [তাদৃশ জন্ম সম্ভব]।

সিদ্ধান্ত—[যজ্ঞে পশুহিংসা] বেদবিহিত হওয়ায় [যজমানের] পাপের সহিত সম্বন্ধ হয় না। [আর তাঁহার ধান্যাদিরূপে মুখ্য জন্ম সম্ভব নহে], যেহেতু কর্ম্মের ব্যাপার বর্ণিত

হয় নাই। [কিন্তু যেখানে মুখ্যজন্ম ব্যবস্থিত হইয়াছে, সেই] কুকুর ও বিপ্র প্রভৃতি মুখ্য-জন্মে ["রমণীয় আচরণযুক্ত···নিন্দিত আচরণযুক্ত" এইরূপে] আচরণের ব্যাপার (—কর্ম্মের ফল) শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [অতএব "জায়ন্তে" এই শ্রুতিকর্ত্তৃক যাঁহারা অবরোহণ করেন, তাঁহাদের ধান্যাদির সহিত সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ধান্যাদিজন্ম মুখ্য হওয়ায় এবং পুণ্যকর্ম্মা স্বর্গাবরোহিগণেরও ভজ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় চিত্তশুদ্ধির জন্যও পুণ্যকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি। সিদ্ধান্তে—ক্রমশঃ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং কষ্টকর সংসারগতি পর্য্যালোচনাদ্বারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তা।

অন্যাধিষ্ঠিতেষু পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥৩।১।২৪॥

পদচ্ছেদ—অন্যাধিষ্ঠিতেষু, পূর্ব্ববৎ, অভিলাপাৎ।

সূত্রার্থ—["তে ইহ ব্রীহিযবাঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ তিলমাষাঃ ইতি জায়ন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইতি শ্রূয়তে। তত্র কিং ব্রীহ্যাদিভাবেন জীবানাং জনিশ্রুতিঃ মুখ্যা, উত জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রবোধকতয়া গৌণী ইতি বিশয়ে, মুখ্যা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অন্যাধিষ্ঠিতেষু**—অন্যৈঃ জীবৈঃ অধিষ্ঠিতেষু [ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রম্ অনুশয়িনাং ভবতি। কুতঃ ?] **পূর্ব্ববৎ**—যথা আকাশাদিবর্ষান্তেষু কর্ম্মপরামর্শম্ অন্তরেণৈব প্রবেশঃ উক্তঃ, [এবং ব্রীহ্যাদিষু অপি কর্ম্মপরামর্শং বিনৈব] **অভিলাপাৎ**—প্রবেশসঙ্কীর্ত্তনাৎ। [যত্র সুখদুঃখভোক্তৃত্বং তত্র কর্ম্মপরামর্শঃ "রমণীয়চরণাঃ", ইত্যাদিনা দৃশ্যতে। অত্র তু কর্ম্মপরামর্শঃ নাস্তিঃ। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদৌ জনিশ্রুতিঃ সংসর্গমাত্রাভিপ্রায়া, ন মুখ্যা ইতি সিদ্ধম্]

অনুবাদ—["তাঁহারা এখানে ধান্য যব ওষধি বনস্পতি তিল মাষকলাই ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন", শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। সেই স্থলে ধান্য ইত্যাদিরূপে জীবসকলের যে জন্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতি আছে, তাহা কি মুখ্যা, অথবা অন্য জীবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্য প্রভৃতিতে সম্বন্ধমাত্রবোধিকারূপে গৌণী, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'মুখ্যা' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অন্যাধিষ্ঠিতেষু**—অন্য জীবসকলকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত [ধান্যাদিতে কর্ম্মশেষযুক্ত জীবগণের সম্বন্ধমাত্র হইয়া থাকে। কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ ? উত্তর—] **পূর্ব্ববৎ**—যেহেতু যেমন আকাশ হইতে বর্ষাধারা পর্য্যন্ত অবস্থাসকলে কর্ম্মের উল্লেখ ব্যতিরেকেই [জীবের] প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে, [এইপ্রকারে ধান্যাদিতেও কর্ম্মের উল্লেখ ব্যতিরেকেই] **অভিলাপাৎ**—প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। [যেখানে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব, সেখানে "রমণীয় আচরণযুক্ত", ইত্যাদিরূপে কর্ম্মের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এখানে কিন্তু কর্ম্মের উল্লেখ নাই। সেইহেতু ধান্যাদিতে জন্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতি সম্বন্ধমাত্রের অভিপ্রায় সূচনা করেন, মুখ্যজন্ম প্রতিপাদন করেন না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মিন্ এব অবরোহে প্রবর্ষণানন্তরং পঠ্যতে—"তে ইহ ব্রীহিযবাঃ ওষধিবনস্পতয়ঃ তিলমাষাঃ ইতি জায়ন্তে" (ছাঃ ৫।১০।৬)

ভাষ্যানুবাদ

[সংশয়। পূঃ—পশুহিংসাদিপাপবশতঃ অবরোহিগণের ধান্যাদিরূপে মুখ্যজন্ম]।

সেই অবরোহেই (—কর্ম্মশেষযুক্ত জীবগণের চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ-প্রসঙ্গেই) প্রবর্ষণের (—বৃষ্টিধারারূপে পৃথিবীতে পতনের) পর এইপ্রকার পঠিত

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ অস্মিন্ অবরোহে স্থাবরজাত্যাপন্নাঃ স্থাবরসুখদুঃখভাজঃ অনুশয়িনঃ ভবন্তি, আহোস্বিৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতেষু স্থাবরশরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তি ইতি।২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৩ স্থাবরজাত্যাপন্নাঃ তৎসুখদুঃখভাজঃ অনুশয়িনঃ ভবন্তি ইতি।৪ কুতঃ এতৎ?৫ জনেঃ মুখ্যার্থত্বোপপত্তেঃ।৬ স্থাবরভাবস্য চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ উপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ।৭ পশুহিংসাদিযোগাৎ চ ইষ্টাদেঃ কর্ম্মজাতস্য অনিষ্টফলত্বোপপত্তেঃ।৮ তস্মাৎ মুখ্যম্ এব ইদম্ অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্ম শ্বাদিজন্মবৎ।৯

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে—"তাঁহারা ইহলোকে ধান্য যব ওষধি বনস্পতি তিল ও মাষকলাই ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন", ইত্যাদি।১ সেই স্থলে সংশয় হয়—এই অবধিতে (—আকাশসাদৃশ্য হইতে বারিধারার সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্তির পরবর্ত্তী অবস্থাতে) কর্ম্মশেষযুক্ত জীবগণ কি স্থাবরজন্ম প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়, অথবা অন্য জীবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত স্থাবরশরীরসকলে সম্বন্ধমাত্র প্রাপ্ত হয়? ২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] কর্ম্মশেষযুক্ত জীবগণ স্থাবরজন্ম প্রাপ্ত হইয়া তদুচিত সুখদুঃখভাগী হইয়া থাকে।৪ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ? ৫ [উত্তর—] যেহেতু [জন্মবাচক] 'জন্' ধাতুর মুখ্যার্থ (—শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ) সঙ্গত।৬ [কিন্তু স্থাবরভাবপ্রাপ্তিতে মুখ্য জন্ম কিপ্রকারে হইবে? অনুশয়িগণের দেহাভিমানপূর্ব্বক ভোগ তো সেই স্থলে হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] শ্রুতি এবং স্মৃতিতে (১) স্থাবরভাবেরও উপভোগের স্থানরূপে প্রসিদ্ধি থাকায় 'সেই স্থলেও অনুশয়িগণের দেহাভিমানপূর্ব্বক ভোগ অঙ্গীকার করিতে হইবে'।৭ আর পশুহিংসা [সোমপানকালে পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন, বাজপেয় যজ্ঞে সুরাপান] প্রভৃতির সহিত যোগ থাকায় ইষ্টাদিকর্ম্মসকলের [স্থাবরজন্মপ্রাপ্তিরূপ] অনিষ্টফলতা সঙ্গত হওয়ায় 'উক্তপ্রকার অসঙ্গতি হয় না' (২)।৮ সেইহেতু কর্ম্মশেষযুক্ত জীবগণের কুক্কুরাদিজন্মের ন্যায় এই ধান্যাদি জন্ম মুখ্যই বটে।৯ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

(১) সেই শ্রুতি এবং স্মৃতি এই—"স্থাণুমন্যে অনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্" (কঠ ২।২।৭)। "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্"॥ (মনু সং ১২।৯)। কিন্তু অবরোহণকারীর পাপ না থাকায় স্থাবরত্বপ্রাপ্তি কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—পশুহিংসা—'আর পশুহিংসা' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

[সাংখ্যাদিমতে বৈধহিংসা পাপজনক]

(২) সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণ বলেন—"ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি নিষেধ বাক্যের দ্বারা 'হিংসা অনর্থের হেতু', ইহাই জ্ঞাপিত হয়; কিন্তু তাহা 'ক্রত্বর্থ (—যজ্ঞের সাদ্গুণ্যসম্পাদক) নহে', ইহা জ্ঞাপিত হয় না। আবার "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত"—"অগ্নীষোমনামক

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা "শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" (ছাঃ ৫।১০।৭), ইতি মুখ্যম্ এব অনুশয়িনাং শ্বাদিজন্ম তৎসুখদুঃখান্বিতং ভবতি, এবং ব্রীহ্যাদিজন্ম অপি ইতি ।১০ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—অন্যৈঃ জীবৈঃ অধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু সংসর্গমাত্রম্ অনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্তে, ন তৎসুখদুঃখভাজঃ ভবন্তি, পূর্ব্ববৎ ।১১ যথা বায়ুধূমাদিভাবঃ অনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রম্, এবং ব্রীহ্যাদিভাবঃ অপি জাতি-

ভাষ্যানুবাদ

"কুকুরজন্ম শূকরজন্ম অথবা চণ্ডাল জন্ম", এইপ্রকারে বর্ণিত কর্ম্মশেষযুক্তগণের তদুচিত সুখদুঃখযুক্ত কুকুরাদিজন্ম যেমন মুখ্যই হইয়া থাকে, এইপ্রকারে ধান্যাদিজন্মও মুখ্যই হইবে, ইত্যাদি ।১০

[সিঃ—কর্ম্মব্যাপারের বর্ণনা না থাকায় অবরোহীর আকাশাদি স্থলের ন্যায় ধান্যাদিতেও সংশ্লেষমাত্র, মুখ্যজন্ম নহে ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি— অনুশয়িগণ (—কর্ম্মশেষযুক্ত অবরোহিগণ) অন্য জীবসকল কর্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্য প্রভৃতিতে সম্বন্ধমাত্র প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তদুচিত সুখদুঃখভাগী হয় না, যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী স্থলে হইয়াছে ।১১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—৩।১।৪ অধিকরণে বর্ণিত] অনুশয়িগণের বায়ু ও ধূমাদিভাব যেমন তাহাদের সহিত সম্বন্ধমাত্র, এইপ্রকারে ধান্যাদিভাবও স্থাবরজাতিসকলের সহিত সম্বন্ধমাত্র 'বুঝিতে হইবে' (৩), [তদুচিত সুখদুঃখভোগিতা

ভাবদীপিকা

দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবধ করিবে", এই বিধিবাক্যের দ্বারা পশুহিংসা যজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদক, ইহাই জ্ঞাপিত হয়, কিন্তু 'হিংসা অনর্থের হেতু নহে', ইহা জ্ঞাপিত হয় না। যেহেতু একই বাক্যের দুইপ্রকার অর্থ স্বীকার করিলে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। আর "ন হিংস্যাৎ", এই বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপিত 'অনর্থহেতুতা' এবং "অগ্নীষোমীয়ম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপিত 'যজ্ঞাঙ্গতা', ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধও নাই, কারণ হিংসা পুরুষের পাপ উৎপাদন করিলেও যজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদনদ্বারা তাহার ফলোৎপাদনেও সহায়তা করে। যেমন পাপজনক হইলেও 'শ্যেনযাগ' শত্রুনিপাতরূপ পুরুষপ্রয়োজন সিদ্ধ করে। অতএব "ন হিংস্যাৎ" এবং "অগ্নীষোমীয়ম্" ইত্যাদি এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ না থাকায় "অগ্নীষোমীয়ম্" ইত্যাদি বাক্যের বলে "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া 'যজ্ঞাদিব্যতিরিক্ত স্থলে হিংসা পাপজনক', এইপ্রকার অর্থবোধ হইবে না। পরন্তু "হিংসা সর্ব্বত্রই পাপজনক", এইপ্রকার অর্থই বোধিত হইবে। সেইহেতু ইষ্টাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে পশুহিংসাদিরূপ পাপানুষ্ঠানের ফলে অবরোহণকারী ইষ্টাদিকারিগণ স্থাবরত্বাদি প্রাপ্ত হন, ইহা সিদ্ধ হয়। [বিশেষ বিচার সাংখ্যতত্ত্বকৌঃ ২, যোঃ সূঃ ২।৩৪ ভাষ্য, বার্ত্তিকাদি দ্রঃ]।

(৩) আশঙ্কা হয়—অনুশয়িগণের ধান্যাদির সহিত এই সম্বন্ধ কিপ্রকার? বিভু আকাশের সহিত তাঁহাদের সাদৃশ্য ব্যতিরেকে অন্যপ্রকার সম্বন্ধ নিরাকৃত হইয়াছে (৬৬ পৃঃ)। সুতরাং এখানে 'পূর্ব্ববৎ' ইহা কিপ্রকারে বলা হইতেছে? উত্তর—তত্তৎ পদার্থের সদৃশ

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্।১২ কুতঃ এতৎ? ১৩ তদ্বৎ এব ইহাপি অভিলাপাৎ। ১৪ কঃ অভিলাপস্য তদ্বদ্ভাবঃ? ১৫ কর্ম্মব্যাপারম্ অন্তরেণ সঙ্কীর্ত্তনম্।১৬ যথা আকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ন কঞ্চিৎ কর্ম্মব্যাপারং পরামৃশতি, এবং ব্রীহ্যাদিজন্মনি অপি। ১৭ তস্মাৎ নাস্তি অত্র সুখদুঃখভাক্ত্বম্ অনুশয়িনাম্।১৮. যত্র তু সুখদুঃখভাক্-

ভাষ্যানুবাদ

নহে]।১২ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? ১৩ [তদুত্তরে সূত্রস্থ "পূর্ব্ববৎ" পদের হেতুস্বরূপ দ্বিতীয়প্রকার অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] যেহেতু এখানেও তাহাদের (—আকাশ ও বায়ু প্রভৃতির) ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।১৪ আচ্ছা, অভিলাপের (—বর্ণনার) তদ্বৎ-ভাব (—সেই সকলের ন্যায় হওয়া) কি ? ১৫ [উত্তর—] কর্ম্মব্যাপার (—কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব) ব্যতিরেকে বর্ণনাই 'তদ্বৎ-ভাব'।১৬ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেমন আকাশ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবর্ষণান্ত (—বারিধারারূপে পৃথিবীতে আগমন পর্য্যন্ত) অবস্থাসকলে [শ্রুতি] কোনপ্রকার কর্ম্মব্যাপার উল্লেখ করিতেছেন না, এইপ্রকারে ধান্যাদি জন্মেও 'তাহা করিতেছেন না'।১৭ সেইহেতু এই [ধান্য প্রভৃতি] স্থলে অনুশয়িগণের সুখদুঃখভোক্তৃত্ব নাই (৪)।১৮ কিন্তু [শ্রুতি] যে স্থলে [জীবের] সুখদুঃখভোক্তৃত্ব (—সুখদুঃখ উপ-

ভাবদীপিকা

হওয়া', ইহার অর্থ—'তত্তৎ পদার্থের সহিত ভেদের স্ফুরণ না হওয়া' (৭৪ পৃঃ ১২ বাক্য), ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ভেদের স্ফুরণ না হইলেও বস্তুটী বিদ্যমান থাকেই। আর বিদ্যমান উভয় পরিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধই সম্ভব। সুতরাং বিভু আকাশের সহিত অপ্-পরিবেষ্টিত পরিচ্ছিন্ন অনুশয়ীর নিত্য সংযোগ থাকায় সেই স্থলে 'অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ' নবতর সংযোগ সম্ভব না হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে তৎসদৃশভাবাপন্ন অনুশয়ীর তত্তৎ বস্তুর সহিত সংযোগসম্বন্ধই বুঝিতে হইবে। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী বায়ুপ্রভৃতির সাদৃশ্যপ্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া "পূর্ব্ববৎ" এই পদপ্রয়োগ সঙ্গতই হইয়াছে। এইপ্রকার অভিপ্রায়বশতঃই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—"যথা বায়ুধূমাদিভাবঃ" (১২ বাক্য) ইত্যাদি। এইপ্রকারে সূত্রস্থ "পূর্ব্ববৎ" শব্দের 'বায়ু ও ধূমাদিবৎ' এইপ্রকারে দৃষ্টান্তরূপ একপ্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইল।

(৪) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিভাবঃ ন মুখ্যজন্মরূপঃ কর্ম্মব্যাপারসঙ্কীর্ত্তনং বিনৈব উক্তত্বাৎ, পূর্ব্বোক্তাকাশাদিভাববৎ"। শ্রুতিতে যে যে স্থলে মুখ্যজন্ম বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই কর্ম্মব্যাপারের বর্ণনা আছে, যথা—'রমণীয়চরণাঃ···রমণীয়াং যোনিম্" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইত্যাদি। আকাশাদি ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত স্থলে কর্ম্মব্যাপার বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং সেই সকল স্থলে ব্যাপক যে কর্ম্মব্যাপারের বর্ণনা, তাহার অভাববশতঃ ব্যাপ্য যে মুখ্য জন্ম, তাহারও অভাব হইবে। এইপ্রকারে সূত্রস্থ "পূর্ব্ববৎ", এই পদের অর্থ হইল—"কর্ম্মব্যাপার সঙ্কীর্ত্তন ব্যতিরেকে উক্তি"। ইহাই উক্ত অনুমানে হেতু। এইরূপে 'পূর্ব্ববৎ' শব্দের 'হেতুস্বরূপ' অন্যপ্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন্তম্ অভিপ্রৈতি, পরামৃশতি তত্র কর্ম্মব্যাপারং "রমণীয়চরণাঃ... কপূয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইতি চ।১৯ অপিচ মুখ্যে অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মনি ব্রীহ্যাদিষু লূয়মানেষু কণ্ড্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্যমাণেষু চ তদভিমানিনঃ অনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ।২০ যঃ হি জীবঃ যচ্ছরীরম্ অভিমন্যতে, সঃ তস্মিন্ পীড্যমানে প্রবসতি ইতি প্রসিদ্ধম্।২১ তত্র ব্রীহ্যাদিভাবাৎ রেতঃসিগ্ভাবঃ অনুশয়িনাং ন অভিলপ্যেত।২২ অতঃ সংসর্গমাত্রম্ অনুশয়িনাম্ অন্যাধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু ভবতি।২৩ এতেন জনেঃ মুখ্যার্থত্বং প্রতিক্রয়াৎ উপভোগস্থানত্বং চ স্থাবরভাবস্য।২৭ নচ বয়ম্ উপভোগস্থানত্বং

ভাষ্যানুবাদ

ভোগের জন্য মুখ্য জন্ম) অভিপ্রায় করেন, সেই স্থলে "শোভন আচরণযুক্ত" এবং "নিন্দিত আচরণযুক্ত", এইপ্রকারে কর্ম্মব্যাপারের উল্লেখ করেন"। [এই স্থলে তাহার উল্লেখ না থাকায় শ্রুতার্থাপত্তিবলে অনুশয়ীর ধান্যাদি জন্মের অমুখ্যতা সিদ্ধ হয়৫।]১৯

[সিঃ—পুরুষশরীরে প্রবেশ অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় শ্রুতার্থাপত্তিবলে অবরোহীর মুখ্যজন্ম নিরাকরণ।]

আর দেখ অনুশয়িগণের (—কর্ম্মশেষযুক্ত অবরোহিগণের) ধান্য প্রভৃতি জন্ম মুখ্য হইলে, ধান্য প্রভৃতি কর্ত্তিত হইলে, কণ্ডিত (—বিতুষীকৃত) হইলে, পাচিত হইলে এবং ভক্ষিত হইলে তাহাতে অভিমানকারী অনুশয়িগণ প্রবাস করিবেন (—সেই ধান্যাদি দেহকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন)।২০ যেহেতু যে জীব যে শরীরে অভিমান করে (—আমার শরীর বলিয়া মনে করে), তাহা পীড়িত হইলে প্রবাস করে (—তাহার মৃত্যু হয়), ইহা প্রসিদ্ধ।২১ সেই স্থলে (—জীব ধান্যাদিশরীর ত্যাগ করিয়া গমন করিলে) অনুশয়িগণের ধান্যাদিভাব হইতে রেতঃসিগ্ভাব (—শুক্রসেকক্ষম পুরুষশরীরে প্রবেশ, ছাঃ ৫।১০।৬ শ্রুতিতে] বর্ণিত হইত না।২২ সেইহেতু (—পুরুষশরীরে প্রবেশ অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া) অন্য জীবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধান্য প্রভৃতিতে অনুশয়িগণের সম্বন্ধমাত্র হয়, 'মুখ্য জন্ম নহে, ইহা শ্রুতার্থাপত্তিবলে অঙ্গীকার করিতে হইবে'। [ফলে ধান্যাদিতে অভিমানী জীবের মৃত্যু হইলেও ধান্যশরীরের সহিত সম্বন্ধ জীবের তদবলম্বনে পুরুষশরীরে প্রবেশ ব্যাহত হয় না]।২৩ ইহার দ্বারা (—পূর্ব্বোক্ত অনুমান ও শ্রুতার্থাপত্তিদ্বয়ের বলে অনুশয়ীর মুখ্যজন্ম সিদ্ধ না হওয়ার দ্বারা) 'জন্' ধাতুর মুখ্যার্থতাকে

ভাবদীপিকা

(৫) এই স্থলে ভাব এই—ব্রাহ্মণাদিরূপে মুখ্যজন্মেই "রমণীয়চরণাঃ", ইত্যাদিরূপে কর্ম্মব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মণাদি জন্মের পূর্ব্বেই ধান্যাদিরূপে মুখ্যজন্ম অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে "রমণীয়চরণাঃ", ইত্যাদিরূপে কর্ম্মব্যাপারের বর্ণনাত্মিকা শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়েন। এইপ্রকার অনুপপত্তি না হউক, সেইহেতু অনুশয়ীর ধান্যাদিতে মুখ্যজন্ম নহে, কিন্তু সংশ্লেষমাত্র, ইহাই শ্রুতার্থাপত্তিবলে সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থাবরভাবস্থ অবজানীমহে।২৫ ভবতু অন্যেষাং জন্তুনাম্ অপুণ্য-সামর্থ্যেন স্থাবরভাবম্ উপগতানাম্ এতৎ উপভোগস্থানম্।২৬ চন্দ্রমসস্তু অবরোহতঃ অনুশয়িনঃ ন স্থাবরভাবম্ উপভুঞ্জতে ইতি আচক্ষ্মহে।২৭॥৩।১।২৪॥

ভাষ্যানুবাদ

(৬ বাক্য) এবং স্থাবরভাবের উপভোগস্থানতাকে (৭ বাক্য) প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে ।২৪ [কিন্তু 'জন্' ধাতুর মুখ্যজন্মরূপ অর্থ এবং ধান্যাদি স্থাবরভাবের উপ-ভোগস্থানতা গৃহীত না হইলে পূর্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি (১ ভাবদীঃ) ব্যর্থ হইয়া পড়িবে । তদুত্তরে বলিতেছেন—] আমরা [ধান্যাদি] স্থাবরভাবের উপভোগস্থান-তাকে অবজ্ঞা করিতেছি না।২৫ অপুণ্যের (—পাপের) সামর্থ্যবশতঃ [ধান্যাদি] স্থাবরভাবপ্রাপ্ত অন্য জীবগণের ইহা উপভোগস্থান হউক । [সুতরাং উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি বাধিত হয় না]। ২৬ কিন্তু চন্দ্র হইতে অবরোহণকারী অনুশয়িগণ স্থাবর-ভাবকে ভোগ করে না (—ধান্যাদি স্থাবররূপে মুখ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া তদুচিত সুখ-দুঃখভোগ করে না) ইহাই আমরা বলিতেছি (৬) ।২৭॥৩।১।২৪॥

অশুদ্ধমিতিচেন্ন শব্দাৎ ॥৩।১।২৫॥

পদচ্ছেদ—অশুদ্ধম্, ইতি, চেৎ, ন, শব্দাৎ।

সূত্রার্থ—[নম্ন জ্যোতিষ্টোমাদিকং কর্ম্ম পশুহিংসাদিযোগাৎ] **অশুদ্ধম্**, [অতঃ তৎ-কারিণাম্ অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিস্থাবরেষু দুঃখানুভবার্থং মুখ্যম্ এব জন্ম অস্ত], **ইতি চেৎ**, **ন**; **শব্দাৎ**—বিধিশাস্ত্রাৎ জ্যোতিষ্টোমাদেঃ ধর্ম্মত্বেন অবগতত্বাৎ। [অতঃ ন বৈধহিংসায়াঃ দুঃখহেতুত্বম্ ইত্যর্থঃ] ।

ভাবদীপিকা

(৬) আশঙ্কা হয়—চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকারীর যখন কুকুর ও শূকরাদিরূপে মুখ্যজন্ম হইতে পারে (ছাঃ ৫।১০।৭), তখন ধান্যাদি স্থাবররূপে মুখ্যজন্মই বা তাহার হইবেনা কেন ? উত্তরে বলা যায়—পুণ্যের ফলে চন্দ্রে গতি হয় এবং নিরতিশয় পাপের ফলে হয় স্থাবরত্বপ্রাপ্তি। যিনি পুণ্যানুষ্ঠান করেন, তাহার পক্ষে নিরতিশয় পাপানুষ্ঠান সম্ভব নহে । আর অল্প পাপের ফলে স্থাবরত্বপ্রাপ্তি সম্ভবও নহে । সেইহেতু অবরোহীর ধান্যাদি স্থাবরত্বপ্রাপ্তি হয় না । অনাদি অসংখ্য জন্মপ্রবাহের মধ্যে কোন জন্মে নিরতিশয় পাপানুষ্ঠান সম্ভব, তাহাই তৎকালে স্থাবরত্ব-প্রাপ্তিরূপ ফলদান করিবে, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু সজাতীয় কর্ম্ম তজ্জাতীয় কর্ম্মের ফলোন্মুখতার উদ্বোধক, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ ; কারণ কোন ব্যক্তির সুখ বা দুঃখভোগ আরব্ধ হইলে সে উপর্য্যুপরি আশাতীতভাবে সুখ বা দুঃখই ভোগ করিতে থাকে । সুতরাং পুণ্যকর্ম্ম যখন ফল-দান করিতেছে, তখন দীর্ঘকাল ব্যবহিত এবং অন্য বহুবিধ কর্ম্মের দ্বারা প্রতিবদ্ধ নিরতিশয় পাপকর্ম্ম ফলদান করিবে, ইহা সম্ভব নহে। আর অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞাপিকা শ্রুতির অভি-প্রায়ও তাহা নহে, ইহা শ্রুতার্থাপত্তি প্রভৃতির বলে নির্ণীত হইয়াছে । অতএব স্বর্গ হইতে অব-রোহীর ধান্যাদি স্থাবররূপে মুখ্যজন্ম হয় না, ইহাই সিদ্ধ হয় ।

অনুবাদ—[জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম পশুহিংসাদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ] **তৎ অশুদ্ধম্**—অশুদ্ধ, [সেইহেতু তদনুষ্ঠানকারী অনুশয়িগণের ধান্য প্রভৃতি স্থাবরসকলে দুঃখানুভবের জন্য মুখ্য জন্মই হউক], **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়; [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—তাহা বলা যায় না; **শব্দাৎ**—যেহেতু বিধিশাস্ত্র হইতে জ্যোতিষ্টোমাদির ধর্ম্মরূপতা (—ইহারা ধর্ম্ম, ইহা) অবগত হওয়া যায়। [অতএব বিধিবোধিত হিংসা দুঃখের হেতু নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ পুনঃ উক্তম্—পশুহিংসাদিযোগাৎ অশুদ্ধম্ আধ্বরিকং কর্ম্ম, তস্য অনিষ্টম্ অপি ফলম্ অবকল্পতে ইতি অতঃ মুখ্যম্ এব অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্ম অস্তু, তত্র গৌণী কল্পনা অনর্থিকা ইতি ।১ তৎ পরিহ্রিয়তে ।২ ন, শাস্ত্রহেতুত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য ।৩ অয়ং ধর্ম্মঃ, অয়ম্ অধর্ম্মঃ ইতি শাস্ত্রম্ এব বিজ্ঞানে কারণম্, অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ, অনিয়তদেশকালনিমিত্তত্বাৎ চ ।৪ যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যঃ ধর্ম্মঃ অনুষ্ঠীয়তে, সঃ এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষু অধর্ম্মঃ ভবতি ।৫ তেন শাস্ত্রাৎ ঋতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং ন কস্যচিৎ অস্তি ।৬ শাস্ত্রাৎ চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মকঃ জ্যোতিষ্টোমঃ

ভাষ্যানুবাদ

সিঃ—শাস্ত্রই ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানে হেতু। শাস্ত্রবিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি হিংসাদিযুক্ত হইলেও ধর্ম্ম।]

আর যে বলা হইয়াছে—পশুহিংসা প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় আধ্বরিক (—যজ্ঞসম্বন্ধি) কর্ম্ম অশুদ্ধ, তাহার অনিষ্ট ফলও সঙ্গত, এইহেতু অনুশয়িগণের ধান্যাদিজন্ম মুখ্যই হউক, সেই স্থলে [সংশ্লেষরূপ] গৌণী কল্পনা অনর্থক (২৪সূঃ, ৮-১০ বাক্য) ইত্যাদি।১ তাহা পরিহার করা হইতেছে।২ [সিদ্ধান্ত—] না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু শাস্ত্রই ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানের হেতু।৩ [ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] ইহা ধর্ম্ম, ইহা অধর্ম্ম, এইপ্রকার জ্ঞানে শাস্ত্রই কারণ, যেহেতু তাহারা (—ধর্ম্মাধর্ম্ম) ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে এবং যেহেতু তাহাদের দেশ কাল ও নিমিত্ত অনিয়ত (—ব্যবস্থিত নহে।৪ কেন অনিয়ত, তাহা বলিতেছেন—] যে কালে, যে দেশে এবং যে হেতুবশতঃ যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই অন্য কাল, অন্য দেশ ও অন্য হেতুবশতঃ অধর্ম্ম হইয়া পড়ে (৭)।৫ সেইহেতু শাস্ত্রব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান কাহারও হয় না।৬ আর হিংসা ও [দানাদি] অনুগ্রহ যাহার স্বরূপ, সেই জ্যোতিষ্টোম যে ধর্ম্ম, ইহা শাস্ত্র হইতেই নিশ্চিত হয়, তাহা অশুদ্ধ, ইহা

ভাবদীপিকা

(৭) যেমন অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম শুচি দেশে, সায়ং ও প্রাতঃকালে জীবনাদিনিমিত্তবশতঃ অনুষ্ঠিত হইলে হয় 'ধর্ম্ম'। তাহাই আবার অশুচি দেশে, মধ্যরাত্রে মরণাদিনিমিত্তবশতঃ অনুষ্ঠিত হইলে হয় 'অধর্ম্ম'। যেমন মিথ্যাভাষণ অধর্ম্ম হইলেও স্থলবিশেষে অধর্ম্ম নহে, যথা—"উদ্বাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে। বিপ্রস্যার্থে অনৃতং বদেয়ুঃ পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি"॥ (বাসিষ্ঠ সং ১৬ অঃ) ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ধর্ম্মঃ ইতি অবধারিতঃ, সঃ কথম্ অশুদ্ধঃ ইতি শক্যতে বক্তুম্ ?৭ ননু "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শাস্ত্রম্ এব ভূতবিষয়াং হিংসাম্ অধর্ম্মঃ ইতি অবগময়তি ।৮ বাঢ়ম্, উৎসর্গস্তু সঃ ।৯ অপবাদঃ অয়ম্ "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত" ইতি ।১০ উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিতবিষয়ত্বম্ ।১১ তস্মাৎ বিশুদ্ধং কর্ম্ম বৈদিকং শিষ্টৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

কিপ্রকারে বলিতে পারা যায় ? (—শাস্ত্রবোধিত তাহা অশুদ্ধ হইতে পারে না)।
(সিঃ—বিশেষবিধিবলে সামান্যবিধির অর্থসংকোচ . . . পশুবধ পাপজনক নহে।)

[সাংখ্যীয় শঙ্কা—] কিন্তু "সকল প্রাণীকে (—কোন জীবকেই) হিংসা করিবে না", এই শাস্ত্রই প্রাণিবিষয়ক হিংসাকে 'অধর্ম্ম', এইরূপে জ্ঞাপন করিতেছেন ।৮ [সিদ্ধান্তীয় সমাধান—] হাঁ সত্য, কিন্তু তাহা (—"ন হিংস্যাৎ" এই বাক্য) উৎসর্গ (—সামান্য বিধি) ।৯ "অগ্নীষোমনামক দেবতার উদ্দেশ্যে পশু বধ করিবে", ইত্যাদি ইহা অপবাদ (—সামান্য বিধির ব্যতিক্রম, বিশেষ বিধি । সুতরাং বিশেষবিধিবলে সামান্যবিধির অর্থসঙ্কোচ হইবে ।১০ যদি বল—এই বিধিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ না থাকায় সামান্যবিধির অর্থসঙ্কোচ হইবে না (২ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] উৎসর্গ এবং অপবাদের ব্যবস্থিতবিষয়তা আছে (—ইহাদের বিষয় বিভিন্নই হইয়া থাকে (৮) ।১১

ভাবদীপিকা [বৈধ হিংসা পাপজনক নহে]

(৮) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—"ন হিংস্যাৎ", এই নিষেধবাক্যজ্ঞাপিত "পাপজনকতা" এবং "অগ্নীষোমীয়ম্" এই বিধিবাক্যজ্ঞাপিত "যজ্ঞাঙ্গতা", ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই (২ ভাবদীঃ), ইহা বলা যায় না । যেহেতু "বলবদনিষ্টানন্নুবন্ধী ইষ্টসাধনতার জ্ঞান" হইলেই, অর্থাৎ এই কর্ম্মের ফলে আমার নরকাদি অনিষ্টপ্রাপ্তি হইবে না, পরন্তু অভীষ্ট স্বর্গাদিই লব্ধ হইবে, এইপ্রকার জ্ঞান হইলেই পুরুষের তত্তৎ বিধিবোধিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় ; কিন্তু 'অনিষ্টানুবন্ধী (—অনিষ্টের সহিত সংযুক্ত) ইষ্টসাধনতার জ্ঞান হইলে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাই বস্তুস্থিতি । সেইহেতু পশুহিংসাদিতে প্রবর্ত্তক বিধিবাক্য যদি পাপজনক, সুতরাং অনর্থপ্রাপ্তির হেতু হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিধিবোধিত কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি না হওয়ায় বিধিবাক্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর বিধি ব্যর্থ হইলে সেই বিধিবোধিত পশুহিংসার যজ্ঞাঙ্গতাও ব্যাহত হইয়া পড়িবে। সুতরাং পশুহিংসার পাপজনকতা এবং তাহার যজ্ঞাঙ্গতা অবশ্যই পরস্পর বিরোধী, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ফলে সাংখ্যী যে মনে করেন—ইষ্টাদির অনুষ্ঠানকারী স্বর্গেও গমন করিবেন এবং ইষ্টাদির অনুষ্ঠানকালে হিংসাদির ফলে অবরোহণকালে ধান্যাদি স্থাবরভাবও প্রাপ্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত নহে। কিন্তু শাস্ত্রে "ন হিংস্যাৎ" এবং "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত", এই উভয়প্রকার বিধি পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই স্থলে ব্যবস্থা কিপ্রকার হইবে ? বলিতেছি—সর্ব্বস্থলে কাম্যকর্ম্মে পুরুষের রাগই (—আসক্তিই) প্রবৃত্তির হেতু, কিন্তু সেই কর্ম্মের অঙ্গসকলে প্রবৃত্তি বিশেষ বিধিবলেই হইয়া থাকে । সেইহেতু বিশেষ বেদবিধিবলেই যজ্ঞের অঙ্গভূত পশুহিংসাদিতে

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুষ্ঠীয়মানত্বাৎ অনিন্দ্যমানত্বাৎ চ।১২ তেন ন তস্য প্রতিরূপং ফলং জাতিস্থাবরত্বম্।১৩ ন চ শ্বাদিজন্মবদপি ব্রীহ্যাদিজন্ম ভবি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বৈদিক কর্ম্ম পাপজনক না হওয়ায় অবরোহীর ধান্যাদিরূপে মুখ্যজন্ম হয় না।]

সেইহেতু (—বিধি ও নিষেধের বিষয় বিভিন্ন হওয়ায়) বৈদিক কর্ম্ম বিশুদ্ধ (—পাপজনক নহে), যেহেতু শিষ্টগণকর্তৃক (—ফল ও সাধনবিষয়ে ভ্রান্তিরহিত

ভাবদীপিকা [বৈধ হিংসা পাপজনক নহে।]

পুরুষের প্রবৃত্তি হয়। সেই বিশেষ বিধি যদি সামান্যবিধিপ্রাপ্ত হিংসার পাপজনকতাকে বাধা না দিতে পারে, তাহা হইলে পুরুষের তাহাতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় স্বয়ং ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ফলে সেই বিধি নিরবকাশ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ তাহার করিবার কিছুই থাকিবে না। ফলে লোককল্যাণকারিণী শ্রুতির প্রবৃত্তিই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক্, সেইহেতু "সাবকাশ ও নিরবকাশের মধ্যে নিরবকাশই বলবান্", এই ন্যায়বলে সেই বিশেষবিধি সর্ব্বপ্রকার হিংসার পাপজনকতাজ্ঞাপক "ন হিংস্যাৎ" এই সাবকাশ সামান্যবিধিকে অবিহিত স্থলে স্থাপন করিবে, অর্থাৎ "যে হিংসা বিধিবিহিত নহে, তাহাই পাপজনক", এই প্রকারে উক্ত সামান্যবিধির অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিবে। শ্রুতিও "অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যাদিরূপে এইপ্রকার অর্থকেই সমর্থন করিতেছেন। অতএব জ্যোতিষ্টোমাদিস্থলে বিধিবোধিত হিংসা পাপজনক না হওয়ায় উক্ত যজ্ঞাদির ফলে স্বর্গগামী পুরুষ অবরোহণকালে ধান্যাদি স্থাবর-ভাব প্রাপ্ত হইবেন না, ইহাই সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারাই (—বিধিবোধিত হয় বলিয়াই) সোম-পানকালে উচ্ছিষ্টভোজন, বাজপেয়যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্গসকল পাপজনক নহে, ইহা সিদ্ধ হইল। বস্তুতঃ যে হিংসা ও সুরাপান প্রভৃতি রাগতঃ প্রাপ্ত, অর্থাৎ আসক্তিবশতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই পাপজনক, ইহাই "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি বিধির প্রতিপাদ্য। যাহা বিধিপ্রাপ্ত, তাহাতে পাপজনকতাশঙ্কার অবসরই নাই, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ফলে সাংখ্যপাতঞ্জলশাস্ত্রে যে বৈধ হিংসার নিন্দা পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে নিবৃত্তিমার্গের স্তুতিরূপে, অথবা তাঁহাদের অজ্ঞতারূপে অবগত হইতে হইবে। **আশঙ্কা** হয়—বিধিবোধিত হইলে যদি পাপজনক না হয়, তাহা হইলে শ্যেনযাগও তাহা হইবে না। বেদবিধিবোধিত শ্যেনযজ্ঞ কিন্তু পাপজনক, কারণ তদনুষ্ঠা-তার জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তুমি আমাদের বিচারের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পার নাই। কর্ম্মাঙ্গসকলে প্রবৃত্তি বিধিসাপেক্ষ, তাহা পাপজনক নহে, ইহাই আমরা বলিয়াছি। কিন্তু রাগ (—আসক্তি) বশতঃ পুরুষ নিষিদ্ধ যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহা পাপজনক নহে, ইহা আমরা বলি নাই। কাম্যকর্ম্মস্থলে সর্ব্বত্র পুরুষের রাগই প্রবৃত্তির হেতু; তাহার জন্য কোন বিধির অপেক্ষা সে করে না। তবে শ্রুতিতে যে তৎজ্ঞাপক বিধি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অন্ধকারে দীপশিখার ন্যায় রাগী পুরুষকে অতীন্দ্রিয় অভিলষিত বস্তু-প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শনের জন্য, পুরুষকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিবার জন্য নহে। শ্যেনাদিকর্ম্ম পাপজ-নক, ইহা "নাভিচরেৎ"—'অভিচার করিবে না', ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন। সুতরাং শত্রু-নিপাতে রাগবশতঃ নিষিদ্ধ শ্যেনযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী পাপভাগী হয়, স্বর্গভোগে রাগবশতঃ অনিষিদ্ধ জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠানকারী পুণ্যভাগী হয়, ইহাতে তোমার আশঙ্কার কোন অবসরই নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুম্ অর্হতি ।১৪ তদ্ধি কপূয়চরণান্ অধিকৃত্য উচ্যতে, ন এবম্ ইহ বৈশেষিকঃ কশ্চিৎ অধিকারঃ অস্তি ।১৫ অতঃ চন্দ্রমণ্ডলস্খলিতানাম্ অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবঃ ইতি উপচর্য্যতে ।১৬।৩।১।২৫।।

ভাষ্যানুবাদ

বেদানুগামী ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; [কিন্তু কোন কোন দেশে শিষ্টগণ মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁহারা অনুষ্ঠান করিলেই যে বিশুদ্ধ হইবে, ইহা বলা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যেহেতু [বেদবিহিত কর্ম্ম] নিন্দার বিষয় নহে ।১২ সেইহেতু তাহার (—বেদবিহিত কর্ম্মের) স্থাবরজন্মরূপ প্রতিকূল ফল হয় না ।১৩ আর ধান্যাদি জন্ম কুক্কুরাদি জন্মের ন্যায়ও হইতে পারে না ।১৪ যেহেতু তাহা (—কুক্কুরাদি জন্ম) নিন্দিত আচরণকারিগণকে অধিকার (—অবলম্বন) করিয়া কথিত হইতেছে, এখানে (—ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তিতে) কিন্তু এইপ্রকার কোন বিশেষ অধিকার (—বিশেষ কর্ম্মের উল্লেখ) নাই (—'এইপ্রকার কর্ম্মের ফলে ধান্যাদি জন্ম হয়', এইপ্রকার অসাধারণ হেতু বর্ণিত হয় নাই)।১৫ অতএব চন্দ্রমণ্ডল হইতে স্খলিত অনুশয়িগণের ধান্যাদির সহিত সম্বন্ধমাত্রই তদ্ভাব (—ধান্যাদিভাব), ইহা গৌণভাবে কথিত হইতেছে ।১৬।৩।১।২৫।।

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥৩।১।২৬॥

পদচ্ছেদ— রেতঃসিগ্‌যোগঃ অথ ।

সূত্রার্থ—অথ—ব্রীহ্যাদিভাবানন্তরম্, [অনুশয়িনাং] রেতঃসিগ্‌যোগঃ—'রেতঃ সিঞ্চতি' ইতি রেতঃসিক্, তদ্‌যোগঃ—তৎসংশ্লেষঃ [ভবতি । যতঃ "যঃ হি অন্নম্ অত্তি, যঃ রেতঃ সিঞ্চতি" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইত্যাদিশ্রুতৌ এবম্ আম্নায়তে । নহি অত্র অনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাবঃ মুখ্যঃ সম্ভবতি, ইদানীং পুরুষপ্রবিষ্টত্বেন অপ্রাপ্তযৌবনত্বাৎ ইতি ভাবঃ] ।

অনুবাদ—অথ—ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তির অনন্তর, [অনুশয়িগণের] রেতঃসিগ্‌-যোগঃ—'যিনি রেতঃ সিঞ্চন করেন', তিনি রেতঃসিক্, তদ্‌যোগঃ—তাহার সহিত সম্বন্ধ [হইয়া থাকে । যেহেতু "যিনি অন্ন ভক্ষণ করেন, যিনি শুক্রসিঞ্চন করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে । এই স্থলে অনুশয়িগণের মুখ্য রেতসিঞ্চনকারিভাব কদাপি সম্ভব নহে, যেহেতু এক্ষণে পুরুষে প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রাপ্তযৌবন নহে, ইহাই ভাব] ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবঃ, যৎকারণং ব্রীহ্যাদি-ভাবস্য অনন্তরম্ অনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাবঃ আম্নায়তে—"যঃ যঃ অন্নম্ অত্তি, যঃ রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইতি ।১ ন চ অত্র মুখ্যঃ রেতঃসিগ্‌ভাবঃ সম্ভবতি ।২ চিরজাতঃ হি প্রাপ্তযৌবনঃ রেতঃসিগ্‌ভবতি ।৩ কথম্ ইব অনুপচরিতং তদ্ভাবম্ অদ্যমানান্নানুগতঃ অনুশয়ী প্রতিপদ্যেত ? ৪ তত্র তাবৎ অবশ্যং

শাঙ্করভাষ্যম্

রেতঃসিগ্‌যোগঃ এব রেতঃসিগ্‌ভাবঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ।৫ তদ্বৎ ব্রীহ্যাদিভাবঃ অপি ব্রীহ্যাদিযোগঃ এব ইতি অবিরোধঃ।৬॥৩।১।২৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—রেতঃসিক্‌সংযোগের ন্যায় ধান্যাদিতেও অনুশয়ীর সংযোগমাত্র প্রতিপাদন।]

আর এইহেতুবশতঃও ধান্যাদির সহিত সম্বন্ধমাত্রকেই তদ্ভাব (—ধান্যাদিভাব) বলিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির অনন্তর অনুশয়িগণের রেতঃসিগ্‌ভাব (—শুক্রনিষেকসমর্থ পুরুষের সহিত সংশ্লেষ) পঠিত হইতেছে, যথা— "যে কেহ এই [অনুশয়িসংশ্লিষ্ট] অন্নকে ভক্ষণ করে এবং যে রেতঃসেক করে, [অনুশয়ী] তাহারই আকার প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি।১ [কিন্তু "তদ্ভূয় এব ভবতি", এই বাক্য হইতে অনুশয়ীর রেতঃসিগ্‌ভাবই অবগত হওয়া যায়, কিন্তু রেতঃসিঞ্চনসমর্থ পুরুষের সহিত সংযোগ তো প্রতিভাত হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব সম্ভব নহে।২ যেহেতু দীর্ঘকাল পূর্ব্বে জাত এবং প্রাপ্তযৌবন পুরুষই রেতঃসেককারী হইয়া থাকে।৩ ভক্ষ্যমাণ অন্নের অনুগত (—তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট) অনুশয়ী কিপ্রকারে অনুপচরিত তদ্ভাব (—মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব) প্রাপ্ত হইবে ?৪ সেই স্থলে রেতঃসেককর্ত্তার সহিত সংযোগই রেতঃসিগ্‌ভাব, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে।৫ তাহার ন্যায় (—রেতঃসেককর্ত্তার সহিত সংযোগের ন্যায়) ধান্যাদিভাবও ধান্যাদির সহিত সংযোগই হইবে, এইপ্রকারে [উপক্রম ও উপসংহারের] অবিরোধ হয় (৯)।৬॥৩।১।২৬॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥৩।১।২৭॥

সূত্রার্থ—[নমু অনুশয়িনাং সর্ব্বত্র সংসর্গস্যৈবাঙ্গীকারে মুখ্যং জন্ম কাপি ন স্যাৎ ইতি। অতঃ আহ—যোনৌ রেতসি নিষিক্তে ততঃ] **যোনেঃ, শরীরম্**—সুখদুঃখোপভোগযোগ্যং শরীরম্ [অনুশয়িনাং জায়তে ইতি "রমণীয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইত্যাদি শাস্ত্রম্ আহ। তস্মাৎ ব্রাহ্মণাদিযোনৌ এব অনুশায়িনাং মুখ্যং জন্ম, ন ব্রীহ্যাদৌ। তৃতীয়স্থানিনাম্ এব চ ব্রীহ্যাদিজন্ম মুখ্যম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—অনুশয়িগণের সর্ব্বত্র সংসর্গই অঙ্গীকৃত হইলে মুখ্য জন্ম কোথাও হইবে না, ইত্যাদি। তদুত্তরে [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—যোনিতে রেতঃ নিষিক্ত

ভাবদীপিকা

(৯) ভাব এই—স্বর্গ হইতে অবরোহণকারীর জন্মবর্ণনপ্রসঙ্গে উপসংহারে পুরুষের সহিত অনুশয়ীর সংশ্লেষ প্রতিপাদিত হওয়ায় উপক্রমেও আকাশাদিভাবপ্রাপ্তিরূপ অবস্থাসকলেও তাহার সংশ্লেষমাত্রই হয় বুঝিতে হইবে। এইপ্রকারে উপক্রম ও উপসংহারের অবিরোধ হয়। আর ৩।১।২২ সূঃ ১৯ বাক্যে আকাশের সহিত অনুশয়ীর নিত্যসংযোগ (৩ ভাবদীঃ দ্রঃ) প্রতিপাদিত হওয়ায় এবং এখানেও রেতঃসেককর্ত্তার সহিত তাহার সংযোগসম্বন্ধই প্রতিপাদিত হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী সকল স্থলেই অনুশয়ীর সংযোগই হয়, ইহা সন্দংশন্যায়বলে সিদ্ধ হয়।

হইলে, সেই] **যোনেঃ** – যোনি হইতে, **শরীরম্**—সুখদুঃখ উপভোগের যোগ্য শরীর [অনুশয়িগণের উৎপন্ন হয়, ইহা "রমণীয় আচরণকারিগণ", ইত্যাদি শাস্ত্র বলিতেছেন। সেই-হেতু ব্রাহ্মণাদিযোনিতেই অনুশয়িগণের মুখ্য জন্ম, ধান্যাদিতে নহে। আর তৃতীয়স্থানপ্রাপ্ত-গণেরই ধান্যাদিজন্ম মুখ্য, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ রেতঃসিগ্‌ভাবস্য অনন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রেতসি যোনেঃ অধি শরীরম্ অনুশয়িনাম্ অনুশয়ফলোপভোগায় জায়তে ইতি আহ শাস্ত্রম্—"তৎ যে ইহ রমণীয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭) ইত্যাদি।১ তস্মাদপি অবগম্যতে ন অবরোহে ব্রীহ্যাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরম্ এব সুখদুঃখান্বিতং ভবতি ইতি।২ তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রম্ অনুশয়িনাং তজ্জন্ম ইতি সিদ্ধম্ ।৩।১।২৭।

ইতি ষষ্ঠম্ অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্যবর্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্থ গত্যাগতিচিন্তয়া বৈরাগ্যনিরূপণাখ্যঃ প্রথমঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[নিঃ—যোনি হইতেঃ ভোগক্ষম শরীরোৎপত্তি হওয়ায় ধান্যাদিতে জন্ম মুখ্য নহে।]

অতঃপর (—ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পর) রেতঃসিগ্‌ভাবের (—শুক্রনিষেকসমর্থ পুরুষের সহিত সংশ্লেষের) অনন্তর যোনিতে রেতঃ নিষিক্ত হইলে অনুশয়িগণের অনুশয়ফলের উপভোগের জন্য যোনি হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, ইহা "তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে শুভ আচরণযুক্ত", ইত্যাদি শাস্ত্র বলিতেছেন।১ সেই হেতুবশতঃই (—যোনি হইতেই ভোগক্ষম শরীর উৎপন্ন হয় বলিয়াই) অবগত হওয়া যায় যে, [চন্দ্র] হইতে অবরোহণে ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তিকালে সেই [ধান্যাদি] শরীরই সুখদুঃখযুক্ত হয় না (–ধান্যাদি শরীরে অনুশয়ীর সুখদুঃখভোগ হয় না)।২ সেই-হেতু অনুশয়িগণের সেই [ধান্যাদি] জন্ম যে ধান্যাদির সহিত সংশ্লেষমাত্র, ইহা সিদ্ধ হইল (১০)।৩।১।২৭। অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [জন্মপ্রাপ্তির ক্রম]

(১০) এতাবৎপর্যন্ত বিচারে ভোগযোগ্য স্থূলশরীরোৎপত্তির পূর্ব পর্যন্ত অনুশয়ীর অবস্থা যাহা বর্ণিত হইল, তাহা সংক্ষেপে এইপ্রকার—স্বর্গভোগযোগ্য কর্মের ক্ষয় হইলে তাঁহার চন্দ্রমণ্ডলস্থ জলময় স্থূল শরীর বিলীন হইয়া আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে। তখন জীব মূর্চ্ছিতভাবে অবস্থান করে, সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করে না। এতাদৃশাবস্থাপন্ন জীবের সূক্ষ্ম-শরীর পরে বায়ুসদৃশ হইয়া বায়ুর বশে ইতস্ততঃ বাহিত হইতে থাকে। পরে সেই শরীর ক্রমশঃ ধূমের ন্যায়, জলধারণক্ষম মেঘের ন্যায় ও বারিবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় হইয়া তত্তৎ মেঘাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া বারিধারাবলম্বনে পৃথিবীতে পতিত হয়। পর্বতাদিপ্রদেশে পতিত হইলে পুনঃ বাষ্পের সহিত সূর্যকিরণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূমসদৃশ হইয়া পুনঃ বারিধারাবলম্বনে পৃথিবীতে ধান্যাদি খাদ্য শস্যে পতিত হয়। কর্মবশে সেই জীব ধান্য যব ওষধি বনস্পতি তিল, মাষ

ভাবদীপিকা [জন্মপ্রাপ্তির ক্রম]

ইত্যাদির শরীরকে আশ্রয় করে। লক্ষ্য করিতে হইবে – এই ধান্যাদিও জীব, তবে তাহারা নিরতিশয় পাপানুষ্ঠানকারী তৃতীয়মার্গপ্রাপ্ত, এইভাবে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই ধান্যাদিই তাহাদের ভোগশরীর হওয়ায় সেই স্থলে তাহারা উচিত সুখদুঃখভোগ করে। পুনঃ্যকর্ম্মা জীব এই ধান্যাদিশরীরকে আশ্রয় করিয়াই উৎকৃষ্টতর শরীরলাভের জন্য গমন করে। এই স্থলে তাঁহাদের সুখদুঃখভোগ হয় না। এই ধান্যাদির সহিত সংশ্লেষ হইতে সহজে অনুশয়ী জীবের নিষ্ক্রমণ হয় না। দৈবাৎই বারিধারা ভক্ষণীয় শস্যে পতিত হয়। দৈবাৎ তাহা রেতঃসেকসমর্থ পুরুষকর্তৃক ভক্ষিত হয়। ভাগ্যবশেই তাহা গর্ভধারণ ও প্রসবসমর্থা স্ত্রীতে প্রবেশের সুযোগ পায়। আবার কয়েক লক্ষ জীব যুগপৎ স্ত্রীশরীরে প্রবেশ করিলেও ভাগ্যবশেই কাহারও সন্তানরূপে জন্মলাভ ঘটে। অপর সকলে পুনঃ পুনঃ জলে মিশ্রিত হইয়া বাষ্পরূপে সূর্য্যকিরণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূমাদিভাব ধারণকরতঃ মেঘসদৃশ হইয়া বারিধারার সহিত ধান্যাদি খাদ্যশস্যে বর্ষিত হয়। শরীরলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ চলিতে থাকে। সেইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"অতঃ বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" (ছাঃ ৫।১০।৬) ইত্যাদি। এই স্থলে আশঙ্কা হয় – জীব তো মূর্চ্ছিতভাবে অবস্থান করে। এই যে আকাশাদির সাদৃশ্যাবস্থা হইতে বিভিন্ন অবস্থাসকলের প্রাপ্তি, ইহার চেতন কেহ নিয়ামক আছে, অথবা স্বভাবপ্রেরিত হইয়া যথাকথঞ্চিদ্‌ভাবে এই অবস্থাসকলের প্রাপ্তি হইতে থাকে। তদুত্তরে বলা যায়— "অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিম্", অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিম্" (ছাঃ ৫।১০।৭), ইত্যাদি স্থলে আচরণকে অর্থাৎ কর্ম্মকেই শীঘ্র জন্মপ্রাপ্তির হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আর "কর্ম্ম হ এব তৎ প্রশশংসতু" (বৃঃ ৩।২।১৩), এইপ্রকার কর্ম্মপ্রশংসাজ্ঞাপক শ্রুতিও আছে। এই শ্রুতিসকল অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া কর্ম্মবশেই জীবের তত্তৎ অবস্থা হইতে শীঘ্র বা বিলম্বে নিষ্ক্রমণ হয়, ইহা শ্রুতার্থাপত্তিবলে নির্ণীত হয়। কর্ম্ম, অর্থাৎ তজ্জনিত অদৃষ্ট কিন্তু জড় পদার্থ; চেতনের সহায়তাব্যতিরেকে তাহা ফলদান করিতে পারে না। সুতরাং "দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" (ছাঃ ৫।৪।২), "দেবাঃ রেতো জুহ্বতি (ছাঃ ৫।৮।২), ইত্যাদি শ্রুতিবলে কর্ম্মফলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরকর্তৃক নিযুক্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবগণই এইসকল স্থলেও নিয়ামক, ইহাই নির্ণীত হয়। (পরিষ্কৃতি আমাদের)।

অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ সমাপ্ত

তৃতীয়াধ্যায়ের "গত্যাগতিচিন্তার দ্বারা বৈরাগ্যনিরূপণ" নামক প্রথম পাদ সমাপ্ত

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

"শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে" ॥
"শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং কেশবং বাদরায়ণম্। সূত্রভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ" ॥

পাদপ্রতিপাদ্য—"তত্ত্বমসি", এই মহাবাক্যের অর্থজ্ঞানের সাধনভূত ত্বংপদার্থ ও তৎপদার্থের পরিশোধন (—জীব ও ব্রহ্মের শুদ্ধস্বরূপ নিরূপণ)। [তন্মধ্যে ৩।২।১-১০ সূত্র পর্য্যন্ত জীবের এবং ৩।২।১১ সূত্র হইতে পাদান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। [**ঈশ্বরানুগ্রহই** তৎত্বংপদার্থবিবেকের হেতু, ইহা অন্তিম অধিকরণে বর্ণিত হইবে]।

অবান্তর পাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে প্রতিপাদিত গত্যাগতি নিরূপণের দ্বারা সংসার ও কর্ম্মফলে যাঁহার বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থজ্ঞানসম্পাদনের জন্য এই পাদে ত্বংপদার্থের এবং তৎপদার্থের শোধন করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদের **হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। আবার ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের সাধন বিচারিত হইতেছে বলিয়া এই পাদের **মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতিও** সিদ্ধ হয়।

১। সন্ধ্যাধিকরণম্। [১-৬ সূত্র]

অধিকরণ প্রতিপাদ্য—স্বপ্নসৃষ্টির মিথ্যাত্ব (১)।

অধিকরণসঙ্গতি—পাদের আদি অধিকরণ হওয়ায় এই সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে গত্যাগতিবিষয়ক বিচারের দ্বারা জীবের জাগ্রদবস্থা বিচারিত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বংপদার্থশোধনের জন্য (—জীবের শুদ্ধস্বরূপ নিরূপণের জন্য) তাহার স্বপ্নাবস্থার বিচারদ্বারা তাহা হইতে বিবিক্ত (—পৃথক্কৃত) যে শোধিত জীব, তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপতা ও শুদ্ধতা নিরূপণদ্বারা মহাবাক্যের অর্থজ্ঞানযোগ্যতা সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের **মুখ্যপাদসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সত্যা মিথ্যাঽথবা স্বপ্নসৃষ্টিঃ সত্যা শ্রুতীরণাৎ।
জাগ্রদ্দেশাবিশিষ্টত্বাদীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা ॥
দেশকালাদ্যনৌচিত্যাদ্বাধিতত্বাচ্চ সা মৃষা।
অভাবোক্তের্দ্বৈতমাত্রাসাম্যাজ্জীবানুবাদতঃ ॥

অন্বয়—স্বপ্নসৃষ্টিঃ সত্যা অথবা মিথ্যা? শ্রুতীরণাৎ সত্যা, জাগ্রদ্দেশাবিশিষ্টত্বাৎ ঈশ্বরেণ এব নির্ম্মিতা। দেশকালাদ্যনৌচিত্যাৎ, বাধিতত্বাৎ, অভাবোক্তেঃ, দ্বৈতমাত্রাসাম্যাৎ, জীবানুবাদতঃ চ সা মৃষা।

ভাবদীপিকা

(১) লক্ষ্য করিতে হইবে—২।১।৬ আরম্ভণাধিকরণে শ্রুতি ও যুক্তিবলে চৈতন্যভিন্ন সকল পদার্থের মিথ্যাত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে জাগ্রদবস্থাতে ঘটাদি পদার্থের যেমন ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয়, স্বাপ্ন পদার্থের তদ্রূপ ব্যাবহারিক সত্তা আছে, অথবা শুক্তিরজতাদির ন্যায় তাহা প্রাতিভাসিক, ইহা বিচারিত হইতেছে। মোট কথা, আরম্ভণাধিকরণে স্বাপ্ন পদার্থ প্রাতিভাসিক (—মিথ্যা), ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া জাগ্রদবস্থার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই স্বাপ্নপদার্থই মিথ্যা, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[স্বপ্নাবস্থা অত্র বিষয়ঃ। "রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ ৪।৩।১০), ইত্যাদিশ্রুতৌ স্বপ্নকালে রথাদীনাং সৃষ্টিঃ উক্তা। তত্রৈব চ "ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি" (ঐ) ইত্যপি পঠিতা। তত্র রথাদিসৃষ্ট্যুক্তেঃ তদভাবোক্তেঃ, রথাদ্যুচিতসামাগ্র্যভাবাচ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] স্বপ্নসৃষ্টিঃ সত্যা, অথবা মিথ্যা ?

পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতীরণাৎ [বিয়দাদিসৃষ্টিবৎ স্বাপ্নব্যবহারদশায়াং সা স্বপ্নসৃষ্টিঃ] সত্যা। [ন চ জাগ্রদ্দেশস্য স্বপ্নদেশস্য চ কশ্চিৎ বিশেষং পশ্যামঃ, তৎকালে ভোজনাদীনাং তৃপ্ত্যাদ্যর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ। অতঃ] জাগ্রদ্দেশাবিশিষ্টত্বাৎ [সা স্বাপ্নসৃষ্টিঃ] ঈশ্বরেণ এব নির্ম্মিতা]।

সিদ্ধান্ত—[নহি কেশসহস্রাংশপরিমিতনাড়ীমধ্যে গিরিনদীসমুদ্রাদীনাম্ উচিতঃ দেশঃ অস্তি। নাপি মহানিশীথে শয়ানস্য সূর্য্যগ্রহণোচিতঃ কালঃ অস্তি। নাপি বালস্য পুত্রজন্মোৎসবাদিহর্ষনিমিত্তানি উচিতানি ইতি দেশকালাদ্যনৌচিত্যং, তস্মাৎ] দেশকালাদ্যনৌচিত্যাৎ ; [স্বপ্নোপলব্ধানাং পদার্থানাং স্বপ্নে এব বাধঃ দৃশ্যতে, কদাচিৎ তরুত্বেন অবসীয়মানঃ পদার্থঃ তদৈব গিরিত্বেন অবসিতঃ ভবতি ইতি স্বাপ্নপদার্থানাং স্বপ্নে এব] বাধিতত্বাৎ ; ["ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ", ইত্যাদিশ্রুতৌ স্বাপ্নপদার্থানাং [অভাবোক্তেঃ ; [অনুচিতদেশকালাদেঃ ভূয়সা বৈষম্যস্য উক্তত্বেন] বৈতমাত্রাসাম্যাৎ ; ["যঃ এষঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষঃ নির্ম্মিমাণঃ" (কঠ ২।২।৮), ইতি স্বপ্ননির্ম্মাতৃত্বেন] জীবানুবাদতঃ চ সা [স্বপ্নসৃষ্টিঃ] মৃষা। [ন সা ঈশ্বরেণ নির্ম্মিতা। বস্তুতঃ অসতী সা শুক্তিরজতবৎ অবভাসতে ইতি শ্রুতেঃ অভিপ্রায়ঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[স্বপ্নাবস্থা এখানে বিষয়। "রথ অশ্ব ও পথসকল সৃজন করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বপ্নকালে রথাদির সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। আর সেই স্থলেই "সেখানে রথসকল অশ্বসকল ও পথসকল থাকে না", ইহাও পঠিত হইয়াছে। "সেই স্থলে রথাদির সৃষ্টি কথিত হওয়ায়, তাহাদের অভাব কথিত হওয়ায় এবং রথাদির উপযোগী সামগ্রী না থাকায় সংশয় হয়—] স্বপ্নকালীন সৃষ্টি সত্য, অথবা মিথ্যা ?

পূর্ব্বপক্ষ—শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় স্বাপ্নব্যবহারদশাতে স্বপ্নকালীন সেই সৃষ্টি] সত্য। [আর জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যে কোনপ্রকার প্রভেদও দেখিতেছি না, যেহেতু তৎকালে ভোজন প্রভৃতিরও তৃপ্তি প্রভৃতি ব্যবহারসম্পাদকতা থাকে (—জাগ্রৎকালীন ভোজনের ন্যায় স্বপ্নকালীন ভোজনও তৃপ্তিপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব] জাগ্রদ্দেশের সহিত কোন প্রভেদ না থাকায় [সেই স্বাপ্নসৃষ্টি] ঈশ্বরকর্ত্তৃকই নির্ম্মিত।

সিদ্ধান্ত—[দেখ, কেশের সহস্রাংশ পরিমিত নাড়ীর মধ্যে পর্ব্বত নদী ও সমুদ্রাদির যোগ্য স্থান নাই। আর মহানিশীথে নিদ্রিত পুরুষের নিকট সূর্য্যগ্রহণের যোগ্য কালও নাই। আবার বালকের পক্ষে পুত্রের জন্মোৎসবাদি জনিত আনন্দের হেতুসকলও সঙ্গত নহে, ইহাই দেশকালাদির অনৌচিত্য, সেই] দেশকালাদির অনৌচিত্যবশতঃ (—তাদৃশ দেশকালাদি উচিত না হওয়ায়); [স্বপ্নে উপলব্ধ পদার্থসকলের স্বপ্নকালেই বাধ পরিদৃষ্ট হয়, কখনও বৃক্ষরূপে প্রতীয়মান পদার্থ তখনই পর্ব্বতরূপে প্রতিভাত হয়, এইপ্রকারে স্বাপ্ন পদার্থসকল স্বপ্নেই] বাধিত হওয়ায়; ["সেই স্থলে রথসকল নাই, অশ্বসকল নাই", ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বাপ্নপদার্থসকলের] অভাব কথিত হওয়ায় ; [অনুচিত দেশ ও কাল প্রভৃতির বিষমতা বহুলভাবে কথিত

হওয়ায়] ; দ্বৈত বস্তুমাত্রের সহিত সমতা না থাকায় এবং ["ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত হইলে এই যে পুরুষ কামনানুযায়ী ভোগ্য বিষয় নির্মাণকরতঃ জাগরিত থাকেন", এইপ্রকারে স্বাপ্নপদার্থের নির্মাতৃরূপে] জীবের অনুবাদ হওয়ায় তাহা (—সেই স্বাপ্নসৃষ্টি) মিথ্যা। [তাহা ঈশ্বরকর্তৃক নির্মিত নহে। বস্তুতঃ অবিদ্যমান তাহা শুক্তিরজতের ন্যায় প্রতিভাত হয়, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়]।

ফলভেদ—পূর্বপক্ষে, স্বপ্নাবস্থাও জাগ্রদবস্থার ন্যায় সত্য হওয়ায় তাহা হইতে অবিবিক্ত (—অপৃথকীকৃত) জীবের স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—স্বপ্নকালে প্রাতীতিক দৃশ্যের সাক্ষিরূপে জীবের বিবেক (—পৃথকীকরণ) সিদ্ধ হওয়ায় তাহার স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব সিদ্ধি।

[পূর্বপক্ষ সূত্র—] **সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥৩।২।১॥**

পদচ্ছেদ —সন্ধ্যে, সৃষ্টিঃ, আহ, হি।

সূত্রার্থ —["ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ... অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ ৪।৩।১০), ইত্যাদিশ্রুতৌ রথাদিসর্গাম্নানাৎ তদভাবাম্নানাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—স্বাপ্নসৃষ্টিঃ কিং ঘটাদিবৎ ব্যাবহারিকী, উত শুক্তিরজতাদিবৎ মায়ামাত্রম্ ইতি? অত্রায়ং পূর্বপক্ষঃ—] **সন্ধ্যে**—জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোঃ সন্ধৌ ভবে স্বপ্নে, **সৃষ্টিঃ**—দৃশ্যমানং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ [ব্যাবহারিকম্ এব], **হি**—যতঃ, [ভগবতী শ্রুতিঃ] **আহ**—"রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে", ইতি কথয়তি।

অনুবাদ—["সেখানে রথসকল ও অশ্বসকল নাই... তথাপি রথসকল অশ্বসকল ও পথসকল সৃজন করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে রথাদির সৃষ্টি পঠিত হওয়ায় এবং তাহার অভাব পঠিত হওয়ায় সংশয় হয়—স্বপ্নকালীন সৃষ্টি কি ঘটাদির ন্যায় ব্যাবহারিকী, অথবা শুক্তিরজতাদির ন্যায় মায়ামাত্র (—প্রাতিভাসিক)? এই স্থলে পূর্বপক্ষ এই—] **সন্ধ্যে**—জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থলে বর্তমান স্বপ্নে, **সৃষ্টিঃ**—দৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ [অবশ্যই ব্যাবহারিক], **হি**—যেহেতু, [ভগবতী শ্রুতি] **আহ**—"রথসকল অশ্বসকল ও পথসকল সৃজন করেন", ইহা বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাম্ উদাহৃত্য জীবস্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ।১ ইদানীং তু তস্যৈব অবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে।২ ইদম্ আমনন্তি—"সঃ যত্র প্রস্বপিতি" (বৃঃ ৪।৩।৯) ইতি উপক্রম্য "ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ ৪।৩।১০) ইত্যাদি।৩ তত্র সংশয়ঃ—কিং

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। পূঃ—স্বাপ্নসৃষ্টির ব্যাবহারিক সত্ত্ব প্রতিপাদন]

পূর্ববর্তী পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া জীবের বিভিন্নপ্রকার সংসারগতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।১ এক্ষণে কিন্তু তাহারই (—সেই জীবেরই, জাগ্রৎ স্বপ্ন ইত্যাদি] অবস্থাভেদ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে।২ শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"তিনি (—আত্মা) যখন স্বপ্নদর্শন করেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "সেই স্থলে রথসকল অশ্বসকল এবং পথসকল থাকে না, তথাপি রথসকল অশ্বসকল ও পথসকল সৃজন করেন", ইত্যাদি।৩ সেই স্থলে সংশয় হয়—

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবোধে ইব স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিঃ, আহোস্বিৎ মায়াময়ী ইতি।৪ তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে—সন্ধ্যে তথ্যরূপা সৃষ্টিঃ ইতি।৫ সন্ধ্যম্ ইতি স্বপ্নস্থানম্ আচষ্টে বেদে প্রয়োগদর্শনাৎ "সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্" (বৃঃ ৪।৩।৯) ইতি।৬ দ্বয়োঃ লোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্বা সন্ধৌ ভবতি ইতি সন্ধ্যম্।৭ তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তথ্যরূপা এব সৃষ্টিঃ ভবিতুম্ অর্হতি।৮ কুতঃ? ৯ যতঃ প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ এবম্ আহ—"অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ ৪।৩।১০) ইত্যাদি।১০ "সঃ হি কর্ত্তা" (বৃঃ ৪।৩।১০) ইতি চ উপসংহারাৎ এবম্ এব অবগম্যতে।১১॥৩।২।১॥

ভাষ্যানুবাদ

জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্নেও সৃষ্টি কি পারমার্থিকী (—ব্যাবহারিক সত্তাযুক্ত), অথবা মায়াময়ী (—প্রাতিভাসিক সত্তাযুক্ত)?৪ সেই স্থলে [পূর্ব্বপক্ষী] অবগত হইতেছেন—সন্ধ্যে সৃষ্টি তথ্যরূপা (—ব্যাবহারিক সত্তাযুক্ত)।৫ [সন্ধ্যশব্দের অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] 'সন্ধ্য' এইপ্রকারে স্বপ্নস্থান (—স্বপ্নাবস্থা) কথিত হইতেছে, যেহেতু "তৃতীয় যে স্বপ্নস্থান, তাহাই সন্ধ্য", এইপ্রকার প্রয়োগ বেদে পরিদৃষ্ট হইতেছে।৬ [কিন্তু লোকমধ্যে প্রয়োগ না থাকায় বৈদিক প্রয়োগই বা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? যেহেতু শ্রুতি লোকবুদ্ধিকেই অনুসরণ করেন। তদুত্তরে উক্ত শব্দের যৌগিকার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—] লোকরূপ (—ইহলোক ও পরলোকরূপ) স্থানদ্বয়ের, অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিরূপ স্থানদ্বয়ের সন্ধিস্থলে অবস্থিত, এইহেতু 'সন্ধ্য' নামে অভিহিত হয়।৭ সেই সন্ধ্যস্থানে (—সন্ধিস্থানে, স্বপ্নাবস্থাতে) সৃষ্টি তথ্যরূপা (—সত্য) হওয়া উচিত।৮ কেন?৯ [উত্তর—] যেহেতু প্রমাণভূতা শ্রুতি এইপ্রকার বলিতেছেন—"তথাপি রথসকল অশ্বসকল ও পথসকল সৃজন করেন", ইত্যাদি।১০ আবার "তিনিই কর্ত্তা", এইপ্রকারে উপসংহৃত হওয়ায় এইপ্রকারই অবগত হওয়া যাইতেছে (২)। ১১॥৩।২।১॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥৩।২।২॥**

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, **একে**—একে শাখিনঃ, [অস্মিন্ এব স্বপ্নে কামানাং] **নির্ম্মাতারং**—উৎপাদকম্ [ঈশ্বরম্ আমনন্তি "কামং কামং পুরুষঃ নির্ম্মিমাণঃ" (কঠ ২।২।৮) ইতি। নহু অত্র শ্রুতৌ কামানাং বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষাণাং নির্ম্মাতা পরমাত্মা ইতি শ্রূয়তে, ন অর্থ-

ভাবদীপিকা

(২) তাৎপর্য্য এই—যাহা কোন কর্ত্তা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট, তাহা সত্তাযুক্ত, যেমন ঘট। স্বাপ্ন-পদার্থের স্রষ্টার কথা শ্রুতি বলিতেছেন, সুতরাং ঘটাদির ন্যায় স্বপ্নপদার্থও ব্যাবহারিক সত্তাযুক্ত, শুক্তিরজতাদির ন্যায় প্রাতিভাসিক নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; কারণ মুখ,ককর্ত্তৃক শুক্তিরজত সৃষ্ট হইয়াছে', এইপ্রকার নির্দ্দেশ কেহ করে না।

নির্মাতা ইতি। অতঃ আহ—কাম্যন্তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা] **পুত্রাদয়শ্চ**—পুত্রাদয়ঃ এব কামাঃ তত্র অভিধীয়ন্তে। তথাচ পুত্রাদিস্বাপ্নবিষয়াণাং নির্মাতৃত্বং পরমাত্মনঃ এব ইতি সিধ্যতি। এবঞ্চ "স্বাপ্নসৃষ্টিঃ ব্যাবহারিকী ঈশ্বরকর্তৃকত্বাৎ ক্ষিত্যাদিবৎ", ইতি অনুমানেন অনেন সূত্রসূচিতেন স্বাপ্নসৃষ্টেঃ ব্যাবহারিকত্বং সিদ্ধম্ ইতি ভাবঃ

অনুবাদ—**চ**—আর, **একে**—কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ [এই স্বপ্নেই কামসকলের] **নির্মাতারং**— উৎপাদকরূপে [ঈশ্বরকে পাঠ করেন, যথা—"পুরুষ কামনানুযায়ী ভোগ্য বিষয় সৃজনকরতঃ", ইত্যাদি। কিন্তু এই শ্রুতিতে বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষরূপ কামসকলের নির্মাতা পরমাত্মা, ইহা শ্রুত হইতেছে, ভোগ্য বিষয়ের নির্মাতা নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'যাহাদিগকে কামনা করা হয়', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে] **পুত্রাদয়শ্চ**—পুত্র প্রভৃতিই সেই স্থলে কামশব্দে অভিহিত হইতেছে। তাহার ফলে পুত্রাদি স্বাপ্নবিষয়সকলের নির্মাতৃত্ব পরমাত্মারই, ইহা সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে এই সূত্রের দ্বারা সূচিত "স্বপ্নকালীন সৃষ্টি ব্যাবহারিকী, যেহেতু ঈশ্বর তাহার কর্তা, যেমন পৃথিবী প্রভৃতি", এই অনুমানের দ্বারা স্বাপ্নসৃষ্টির ব্যাবহারিকত্ব সিদ্ধ হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ একে শাখিনঃ অস্মিন্ এব সন্ধ্যে স্থানে কামানাং নির্মাতারম্ আত্মানম্ আমনন্তি—"যঃ এষঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষঃ নির্মিমাণঃ" (কঠ ২।২।৮) ইতি ।১ পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামাঃ অভিপ্রেয়ন্তে 'কাম্যন্তে' ইতি ।২ ননু কামশব্দেন ইচ্ছাবিশেষাঃ এব উচ্যেরন্ ।৩ ন, "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ" (কঠ ১।১।২৩), ইতি প্রকৃত্য অন্তে "কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি" (কঠ ১।১।২৪), ইতি প্রকৃতেষু তত্র তত্র পুত্রাদিষু কামশব্দস্য প্রযুক্তত্বাৎ ।৪ প্রাজ্ঞং চ এনং নির্মাতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ ।৫ প্রাজ্ঞস্য

ভাষ্যানুবাদ

[সূঃ—শ্রুতি ও যুক্তিবলে ঈশ্বরনির্মিত স্বপ্নসৃষ্টির সত্যতা প্রতিপাদন।]

পূর্বপক্ষ—আর দেখ, কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ সন্ধ্যাস্থানে (—স্বপ্নাবস্থাতে) কাম্যবস্তুসকলের নির্মাতৃরূপে আত্মাকে (—পরমাত্মাকে) পাঠ করেন, যথা—["ইন্দ্রিয়গণ] নিদ্রিত হইলে এই যে পুরুষ কামনানুযায়ী [স্ত্রী প্রভৃতি] ভোগ্য বিষয় নির্মাণকরতঃ জাগরিত থাকেন", ইত্যাদি।১ সেই স্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) পুত্র প্রভৃতিই কামসকলরূপে অভিপ্রেত হইতেছে, [ইহার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] 'যাহাদিগকে কামনা করা হয়, তাহারা কাম', এইপ্রকার।২ [শঙ্কা—] কিন্তু কামশব্দের দ্বারা ইচ্ছাবিশেষসকলই কথিত হওয়া উচিত (—কামশব্দের রূঢ় অর্থ 'বিশেষ ইচ্ছা') ।৩ [সমাধান—] না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু "শতবর্ষজীবী পুত্র ও পৌত্রসকল প্রার্থনা কর", এইপ্রকারে প্রস্তাব করিয়া শেষভাগে "আমি তোমাকে কামসকলের কামভাজন (—কাম্যবস্তুভোগে সমর্থ) করিতেছি", এইপ্রকারে সেই সেই স্থলে প্রস্তাবিত পুত্র প্রভৃতিতে কামশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। [অতএব প্রকরণ এবং উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাবলে এই স্থলে কামশব্দে

শাঙ্করভাষ্যম্

হি ইদং প্রকরণম্ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদি।৬ তদ্বিষয়ঃ এব চ বাক্যশেষঃ অপি—"তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" ॥ (কঠ ২।২।৮) ইতি।৭ প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকা চ সৃষ্টিঃ তথ্যরূপা সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া; তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টিঃ ভবিতুম্ অর্হতি।৮ তথাচ শ্রুতিঃ-"অথো খলু আহুঃ জাগরিতদেশঃ এব অস্য এষঃ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্তঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৪), ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমানন্যায়তাং শ্রাবয়তি।৯ তস্মাৎ তথ্যরূপা এব সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ ইতি।১০॥৩।২।২॥

ভাষ্যানুবাদ

'কাম্যবস্তুকেই' প্রাপ্ত হওয়া যায়]।৪ প্রকরণ প্রমাণ ও বাক্যশেষের বলে [কাম্যবস্তুসকলের] এই নির্ম্মাতাকে আমরা প্রাজ্ঞরূপে (—ঈশ্বররূপে) অবগত হইতেছি।৫ যেহেতু "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন", ইত্যাদি এই প্রকরণটী প্রাজ্ঞের।৬ আর তদ্বিষয়ক বাক্যশেষও আছে, যথা—"তিনিই শুক্র (—শুদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশ), তিনিই ব্রহ্ম (—সর্ব্বব্যাপী), তিনিই অমৃতরূপে কথিত হন। [পৃথিব্যাদি] সমস্ত লোক তাঁহাতে আশ্রিত, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না", ইত্যাদি।৭ আর জাগরিতাশ্রয়া (—জাগ্রদবস্থাতে প্রতীয়মান) ঈশ্বরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত [ক্ষিতি ও জলাদি] সৃষ্টি তথ্যরূপা (—সত্য), ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে, স্বপ্নাশ্রয়া সৃষ্টিও [ঈশ্বরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হওয়ায়] সেইপ্রকার (—সত্য) হওয়া উচিত (৩)।৮ যেমন দেখ, শ্রুতি "আবার অপরে বলেন—ইহা (—স্বপ্নাবস্থা) ইঁহার (—আত্মার) জাগরিত দেশ, কারণ জাগ্রৎকালে যেসকল বস্তু দর্শন করেন; সেই সকলকেই নিদ্রিত হইয়া (—স্বপ্নকালে) দর্শন করেন", এইপ্রকারে স্বপ্ন ও জাগরণের সমানন্যায়তা (—স্বপ্ন ও জাগরণের তুল্যদেশতারূপ যুক্তির বিষয় হওয়া) শ্রবণ করাইতেছেন।৯ সেইহেতু স্বপ্নকালে সৃষ্টি সত্যই হইবে, ইত্যাদি।১০॥৩।২।২॥

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—

ভাষ্যানুবাদ—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী] প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

[সিদ্ধান্ত সূত্র— মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩॥

পদচ্ছেদ—মায়ামাত্রম্, তু, কার্ৎস্ন্যেন, অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।

ভাবদীপিকা

(৩) এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষী এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনির্ম্মিতত্বাৎ আকাশাদিবৎ"।

সূত্রার্থ—**তু**-শব্দঃ—পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ। [স্বাপ্নসৃষ্টিঃ] **মায়ামাত্রম্**—শুক্তিরজতবৎ প্রাতিভাসিকম্। [কুতঃ?] **কার্ৎস্ন্যেন**—উচিতদেশকালাদিসম্পত্ত্যা, **অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ**—পরমার্থবস্তুধর্মেণ অভিব্যক্তিশূন্যস্বরূপত্বাৎ। [নহি রথাদীনাম্ উচিতঃ দেশঃ স্বপ্নে সম্ভবতি, দেহান্তর্নাড়ীপ্রবিষ্টমনোবাসনাসাক্ষিনিষ্ঠত্বাৎ। নাপি উচিতঃ কালঃ, মুহূর্তমাত্রবর্তিনি স্বপ্নে বহুসম্বৎসরসাধ্যগত্যাগতিদর্শনাৎ। তস্মাৎ প্রাতিভাসিকঃ এব স্বাপ্নপ্রপঞ্চঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—**তু**-শব্দ—পূর্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। [স্বপ্নকালীন সৃষ্টি] **মায়ামাত্রম্**—শুক্তিরজতের ন্যায় প্রাতিভাসিক। [তাহাতে হেতু কি? তাহা বলিতেছেন—] **কার্ৎস্ন্যেন**—যেহেতু উচিত দেশকালাদি প্রাপ্তির দ্বারা, **অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ**—পারমার্থিক বস্তুর ধর্মসংযোগে তাহা অভিব্যক্তিশূন্যস্বরূপ (—পারমার্থিক বস্তুর যেপ্রকার উচিত দেশকালাদি থাকে, স্বাপ্নবস্তুর তাহা থাকে না। ইহা বিবৃত করিতেছেন—দেখ, রথাদির উচিত দেশ স্বপ্নে সম্ভব নহে, যেহেতু দেহমধ্যবর্তী নাড়ীতে প্রবিষ্ট যে মন, তদুপাধিক সাক্ষীতে তাহা আশ্রিত (—অধ্যস্ত)। আবার উচিত কালও সম্ভব নহে, যেহেতু মুহূর্তমাত্রব্যাপী স্বপ্নে বহু সম্বৎসরসাধ্য গমনাগমন পরিদৃষ্ট হয়। অতএব স্বাপ্নপ্রপঞ্চ প্রাতিভাসিকই, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ।১ ন এতদ্ অস্তি যদুক্তং সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ পারমার্থিকী ইতি ।২ মায়া এব সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ, ন পরমার্থগন্ধোঽপি অস্তি ।৩ কুতঃ?৪ কার্ৎস্ন্যেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ।৫ নহি কার্ৎস্ন্যেন পরমার্থবস্তুধর্মেণ অভিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ ।৬ কিং পুনঃ অত্র কার্ৎস্ন্যম্ অভিপ্রেতম্?৭ দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিঃ অবাধশ্চ ।৮

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বাপ্ন দেশাদির অভাববশতঃ স্বাপ্নসৃষ্টি মিথ্যা।]

সিদ্ধান্ত—তুশব্দ পূর্বপক্ষকে নিরাকরণ করিতেছে।১ স্বপ্নকালে সৃষ্টি পারমার্থিক (—জাগ্রৎকালীন সৃষ্টির ন্যায় ব্যাবহারিক সত্য), এই যাহা বলা হইয়াছে, ইহা হয় না।২ স্বপ্নকালে সৃষ্টি মায়ামাত্রই (৪), [তাহাতে] পরমার্থের গন্ধও (—ব্যাবহারিক সত্যতার লেশমাত্রও) নাই।৩ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? ৪ [উত্তর—] যেহেতু সমগ্রভাবে তাহার স্বরূপ অভিব্যক্ত হয় না।৫ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু স্বপ্ন সমগ্রভাবে পরমার্থবস্তুর ধর্মের দ্বারা (—জাগ্রৎকালীন ব্যাবহারিক বস্তুর অভিব্যক্তির জন্য আবশ্যক উচিত দেশকালাদির সহিত বর্তমানতারূপ ধর্মের দ্বারা) অভিব্যক্তস্বরূপ নহে।৬ আচ্ছা, এখানে 'কার্ৎস্ন্য' (—সমগ্রতা) বলিতে কি অভিপ্রেত হইয়াছে? ৭ [উত্তর—] দেশ কাল ও নিমিত্তের

ভাবদীপিকা

(৪) 'যাহা প্রতীত হয়, অথচ তত্ত্বতঃ বিদ্যমান নাই', তাহাই এখানে মায়াশব্দে অভিহিত হইতেছে। যেমন শুক্তিরজত, গন্ধর্বনগর ঐন্দ্রজালিক কৃত বৃক্ষ, ইত্যাদি। পরমেশ্বরের শক্তি অনির্বচনীয়া মায়ার, অর্থাৎ মূলাবিদ্যার কথা এখানে বলা হইতেছে না। পরন্তু তাহার মিথ্যা কার্যের কথা বলা হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

নহি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকালনিমিত্তানি অবাধশ্চ স্বপ্নে সম্ভাব্যন্তে।৯ ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনাম্ উচিতঃ দেশঃ সম্ভবতি ।১০ নহি সংবৃতে দেহদেশে রথাদয়ঃ অবকাশং লভেরন্ ।১১ স্যাদেতৎ, বহিঃ দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি, দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহণাৎ ।১২ দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ বহির্দেহাৎ স্বপ্নম্—"বহিষ্কুলায়াৎ অমৃতশ্চরিত্বা সঃ ঈয়তে অমৃতঃ যত্র কামম্" (বৃঃ ৪।৩।১২) ইতি ।১৩ স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদশ্চ ন অনিষ্ক্রান্তে জন্তৌ সামঞ্জস্যম্ অশ্নুবীত ইতি ।১৪ ন ইতি উচ্যতে ।১৫ নহি সুপ্তস্য জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেণ যোজনশতান্তরিতং দেশং পর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুং চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে।১৬ ক্বচিৎ চ প্রত্যাগমনবর্জ্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি—'কুরুষু অহম্ অদ্য শয়ানঃ নিদ্রয়া অভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালান্ অভিগতশ্চ অস্মিন্ প্রতিবুদ্ধশ্চ' ইতি।১৭ দেহাৎ চেৎ অপেয়াৎ পঞ্চালেষু প্রতিবুধ্যেত;

ভাষ্যানুবাদ

সহিত বর্ত্তমান থাকা এবং বাধিত না হওয়া।৮ সত্য বস্তুবিষয়ক দেশ কাল ও নিমিত্তসকল এবং 'বাধিত না হওয়া' স্বপ্নে সম্ভবই হয় না।৯ দেখ, স্বপে রথাদির উচিত (—স্থিতিযোগ্য) দেশ সম্ভব নহে।১০ যেহেতু সংবৃত (—সঙ্কুচিত) দেহরূপ দেশে রথ প্রভৃতি [স্বীয় স্থিতির অনুকূল] অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না।১১

[পুঃ—বৃঃ ৪।৩ ১২ শ্রুতিবলে শরীরের বহির্দেশে স্বপ্নদর্শন প্রতিপাদন।]

পূর্ব্বপক্ষ—আচ্ছা তাহা হউক, [আমরা বলিতেছি—] দেহ হইতে বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করিবে, যেহেতু [স্বপ্নে] অন্যদেশস্থ দ্রব্যের গ্রহণ হয়।১২ শ্রুতিও দেহ হইতে বাহিরে স্বপ্নকে প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"অমৃত (—অমরণধর্ম্মী পুরুষ, শরীররূপ] নীড় হইতে বাহিরে বিচরণ করিয়া সেই অমৃত যেখানে ইচ্ছা গমন করেন", ইত্যাদি।১৩ আর স্থিতি এবং গতিবিষয়ক বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান জীব [দেহ হইতে] নিষ্ক্রান্ত না হইলে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না; [কারণ ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে দূরদেশে গমন, পর্ব্বতাদিদেশে অবস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান সম্ভব নহে]।১৪

[সিঃ—দেশবিষয়ক বিরোধ প্রদর্শনদ্বারা শ্রুতি ও যুক্তিবলে শরীরাভ্যন্তরে স্বপ্নদর্শন প্রতিপাদন। বৃঃ ৪।৩।১২ শ্রুতির গৌণী ব্যাখ্যা।]

সিদ্ধান্ত—না, তাহা হইতে পারে না, ইহা বলা হইতেছে।১৫ যেহেতু নিদ্রিত জীবের ক্ষণকালমধ্যে শতযোজনব্যবহিত দেশে গমন করিতে এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে সামর্থ্য সম্ভব নহে।১৬ আবার [স্বপ্নদ্রষ্টা], কখনও কখনও প্রত্যাগমনবর্জ্জিত স্বপ্নের কথা [জাগ্রৎকালে অন্য ব্যক্তিকে] শ্রবণ করায়, যথা—'আমি অদ্য কুরুদেশে শয়নকরতঃ নিদ্রার দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বপ্নে পঞ্চালদেশসকলে গমন করিয়াছিলাম এবং এখানে (—এই কুরুদেশে) জাগরিত হইয়াছি', ইত্যাদি।১৭ [স্বপ্নদ্রষ্টা] যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইত, তাহা হইলে পঞ্চালদেশসকলে জাগরিত

শাঙ্করভাষ্যম্

ন তান্ অসৌ অভিগতঃ ইতি কুরুষু এব তু প্রতিবুধ্যতে ।১৮ যেন চ অয়ং দেহেন দেশান্তরম্ অশ্নুবানঃ মন্যতে, তম্ অন্যে পার্শ্বস্থাঃ শয়নদেশে এব পশ্যন্তি ।১৯ যথাভূতানি চ অয়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যতি, ন তানি তথাভূতানি এব ভবন্তি ।২০ পরিধাবন্ চেৎ পশ্যেৎ, জাগ্রদ্বৎ বস্তুভূতম্ অর্থম্ আকলয়েৎ ।২১ দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ অন্তঃ এব দেহে স্বপ্নম্ -"সঃ যত্র এতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি", ইতি উপক্রম্য "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্তেতে" (বৃঃ ২।১।১৮) ইতি ।২২ অতশ্চ শ্রুত্যুপপত্তিবিরোধাৎ 'বহিষ্কুলায়শ্রুতিঃ' গৌণী ব্যাখ্যাতব্যা 'বহিরিব কুলায়াৎ অমৃতঃ চরিত্বা' ইতি ।২৩ যঃ হি বসন্ অপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি, সঃ বহিরিব শরীরাৎ ভবতি ইতি ।২৪ স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদাঃ অপি এবং সতি বিপ্রলম্ভঃ এব অভ্যুপগন্তব্যাঃ ।২৫ কালবিসংবাদঃ অপি চ স্বপ্নে ভবতি, রজন্যাং সুপ্তঃ বাসরং ভারতে বর্ষে মন্যতে ।২৬ তথা মুহূর্ত্তমাত্রবর্ত্তিনি

ভাষ্যানুবাদ

হইত ; সে কিন্তু সেই সকলে গমন করে নাই, এইহেতু কুরুদেশেই জাগরিত হয়।১৮ আর যে দেহের দ্বারা এই ব্যক্তি [নিজেকে] দেশান্তর প্রাপ্ত মনে করে, তাহাকে (—সেই দেহকে) পার্শ্বস্থ অন্য ব্যক্তিগণ শয়নদেশেই দর্শন করিয়া থাকে। [সুতরাং স্বপ্নদ্রষ্টা দেশান্তরে গমন করে না, ইহাই সিদ্ধ হয়] ।১৯ আবার এই ব্যক্তি স্বপ্নে অন্য দেশসকলকে যেপ্রকার দর্শন করে, সেই সকল সেইপ্রকারই হয় না।২০ [স্বপ্নদ্রষ্টা] যদি [শরীর হইতে বাহিরে] ধাবিত হইয়া [সেই দেশসকলকে] দর্শন করিত, তাহা হইলে জাগ্রৎকালের ন্যায় বস্তুভূত (—যথার্থ) পদার্থসকল আকলন (—স্মরণ) করিত । [তাহা কিন্তু করে না। সুতরাং স্বপ্নদ্রষ্টা দেহের বাহিরে গমন করে না, ইহাই সিদ্ধ হয়]। ২১ শ্রুতিও স্বপ্নকে শরীরের মধ্যেই প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—"তিনি যখন স্বপ্নবৃত্তি অবলম্বনে এইভাবে বিচরণ করেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "নিজের শরীরের মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করেন", ইত্যাদি । ২২ শ্রুতি ও যুক্তির এই বিরোধবশতঃ "বহিষ্কুলায়" শ্রুতিকে (১৩ বাক্য) গৌণভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যথা—'অমৃত (—অমরণধর্ম্মী পুরুষ, স্বপ্নকালে] যেন [শরীররূপ] নীড় হইতে বাহিরে বিচরণ করিয়া' ইত্যাদি । ২৩ [কিন্তু গৌণ ব্যাখ্যা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? উত্তর—] যেহেতু যিনি শরীরে অবস্থান করিয়াও তাহার দ্বারা প্রয়োজন সম্পাদন করেন না, তিনি যেন শরীর হইতে বাহিরেই থাকেন, এইপ্রকার 'বলা হয়' ।২৪ এইপ্রকার হইলে (—শ্রুতি ও যুক্তিবলে শরীরাভ্যন্তরেই স্বপ্নদর্শন সিদ্ধ হইলে) স্থিতি ও গতিবিষয়ক বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানও বিভ্রমমাত্রই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে । ২৫

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বপ্নে কদাচিৎ বহুবর্ষপূগান্ অতিবাহয়তি ।২৭ নিমিত্তানি অপিচ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কর্ম্মণে বা উচিতানি বিদ্যন্তে ।২৮ করণোপসংহারাৎ হি ন অস্য রথাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদীনি সন্তি । ২৯ রথাদিনির্বর্ত্তনে অপি কুতঃ অস্য নিমেষমাত্রেণ সামর্থ্যং দারূণি বা ? ৩০ বাধ্যন্তে চ এতে রথাদয়ঃ স্বপ্নদৃষ্টাঃ প্রবোধে । ৩১ স্বপ্নে এব চ এতে সুলভবাধাঃ ভবন্তি, আদ্যন্তয়োঃ ব্যভিচারদর্শনাৎ । ৩২ রথঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—যোগ্য কালের, নিমিত্তের, 'বাধিত না হওয়ার অভাবের' এবং শ্রুতির বলে স্বাপ্নসৃষ্টির মিথ্যাত্ব ।]

আর [দেশবিষয়ক বিরোধের ন্যায়] স্বপ্নে কালবিষয়ক বিরোধও হইয়া থাকে, যথা—ভারতবর্ষে রাত্রিতে সুপ্ত হইয়া বাসর (—দিন) বলিয়া মনে করে (৫)। ২৬ এইরূপে মুহূর্ত্তমাত্রকালস্থায়ী স্বপ্নে কখনও বহুবর্ষসমূহ অতিবাহিত করে (৬) ।২৭ আর স্বপ্নে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য, অথবা কর্ম্মসম্পাদনের জন্য যোগ্য নিমিত্তসকলও বর্ত্তমান থাকে না। ২৮ যেহেতু ইন্দ্রিয়সকল [স্ব স্ব গোলক হইতে] উপসংহৃত হওয়ায় ইহার (—স্বপ্নদ্রষ্টার) রথাদিবিষয়কে গ্রহণ করিবার জন্য চক্ষু-প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে না। ২৯ আর রথাদি নির্ম্মাণেও নিমিষমাত্রমধ্যে ইহার (—স্বপ্নদ্রষ্টার) সামর্থ্য, অথবা [রথনির্ম্মাণযোগ্য] কাষ্ঠসকল কোথা হইতে আসিবে ?৩০ আর স্বপ্নকালে দৃষ্ট এই রথ প্রভৃতি জাগ্রৎকালে বাধিত হয় ।৩১ [কেবল যে জাগ্রৎকালেই বাধিত হয়, তাহা নহে], স্বপ্নকালেই ইহারা (—স্বাপ্নপদার্থসকল) হয়

ভাবদীপিকা

(৫) ভারতবর্ষে রাত্রি হইলেও কেতুমালবর্ষ (—ইওরোপ ও আমেরিকা) প্রভৃতিতে সেই সময় দিন হওয়ায় 'ভারতবর্ষে' এইপ্রকার বলা হইল ভারতবর্ষে সুপ্ত পুরুষ মুহূর্ত্তমাত্রমধ্যে কেতুমালবর্ষে যাইতে পারে না, ইহাই ভাব।

(৬) সিদ্ধান্তী এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে (৩ ভাবদীঃ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি ও স্বরূপাসিদ্ধি প্রদর্শন করিলেন। তাহা এইপ্রকার—'উচিতদেশকালাদিজন্যত্ব' এইটী 'উপাধি'। যেহেতু যেখানে সাধ্য 'সত্যত্ব' থাকে, সেখানেই 'উচিতদেশকালাদিজন্যত্ব' থাকে। কিন্তু যেখানে 'প্রাজ্ঞ নির্ম্মিতত্বরূপ' হেতুটী থাকে, সেখানেই 'উচিতদেশকালাদিজন্যত্ব' থাকে না' যথা—'শুক্তিরজত'। সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরই শুক্তিরজতেরও স্রষ্টা। এইরূপে সাধ্যের ব্যাপক ও সাধনের অব্যাপক হওয়ায় 'উচিতদেশকালাদিজন্যত্ব' হইল উক্ত অনুমানে উপাধি। আবার "স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায়" (বৃঃ ৪।৩.৯), "সঃ হি কর্ত্তা" (বৃঃ ৪।৩।১০), ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকেই স্বাপ্নসৃষ্টির কর্ত্তা বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর উক্ত অনুমানে 'পক্ষ' যে স্বাপ্নপদার্থ, তাহাতে 'প্রাজ্ঞনির্ম্মিতত্বরূপ' হেতুটী থাকিতেছে না। ফলে উক্ত অনুমানটী স্বরূপাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত হইয়া পড়িল। 'কার্ৎস্ন্য' শব্দের যাহা অর্থ করা হইয়াছিল (৮ বাক্য), তন্মধ্যে 'দেশ কাল ও নিমিত্তের সহিত বর্ত্তমান থাকারূপ' কৃৎস্নতার অভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে "বাধিত না হওয়ারূপ কৃৎস্নতাও" সম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—বাধ্যন্তে—'আর স্বপ্নকালে', ইত্যাদি (৩১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অয়ম্ ইতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্পদ্যতে, মনুষ্যঃ অয়ম্ ইতি নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ।৩৩ স্পষ্টং চ অভাবং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শাস্ত্রম্—"ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি" (বৃঃ ৪।৩।১০) ইত্যাদি।৩৪ তস্মাৎ মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্।৩৫॥৩।২।৩॥

ভাষ্যানুবাদ

স্থলভবাধ (—ইহাদের বাধ প্রায়ই অনুভূত হয়), যেহেতু আদি ও অন্তের ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয়।৩২ [ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু স্বপ্নকালে কদাচিৎ 'ইহা রথ', এইরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, [আবার] 'ইহা মনুষ্য', এইরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে বৃক্ষ হইয়া পড়ে, [এইরূপে স্বাপ্নসৃষ্টি হইল বাধযোগ্য, ৭]।৩৩ আর শাস্ত্র স্বপ্নে রথ প্রভৃতির অভাবের কথা স্পষ্টভাবেই শ্রবণ করাইতেছেন, যথা "সেখানে রথসকল থাকে না, অশ্বসকল থাকে না, পথসকল থাকে না", ইত্যাদি।৩৪ সেইহেতু (—যোগ্য দেশ কাল ও নিমিত্তের এবং 'বাধিত না হওয়ার' অভাববশতঃ) স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র (—প্রাতিভাসিক)।৩৫॥৩।২।৩॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৪॥

পদচ্ছেদ—সূচকঃ, চ, হি, শ্রুতেঃ, আচক্ষতে, চ, তদ্বিদঃ।

সূত্রার্থ—[ননু স্বপ্নস্য মিথ্যাত্বে তৎসূচিতঃ অর্থঃ অপি সত্যঃ ন স্যাৎ ইতি চেৎ? উচ্যতে—যদ্যপি স্বপ্নে জায়মানঃ স্ত্রীদর্শনাদিঃ অসত্যঃ, তথাপি সঃ] **সূচকঃ চ**—সত্যস্য সাধ্বসাধুসূচনস্য হেতুঃ এব [ভবতি], **হি**—যতঃ, **শ্রুতেঃ**—"যদা কর্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি" (ছাঃ ৫।২।৮) ইত্যাদিশ্রুতেঃ [এতদবগম্যতে]। **চ**—অপিচ, **তদ্বিদঃ**—স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ [স্বপ্নদর্শনস্য শুভাশুভসূচকত্বম্] **আচক্ষতে**—কথয়ন্তি। [বস্তুতঃ মিথ্যাশুক্তিরূপ্যজ্ঞানস্য সত্যহর্ষাদিজনকত্ববৎ মিথ্যাস্বপ্নস্য সত্যশুভাশুভসূচকত্বম্ অবিরুদ্ধম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু স্বপ্ন মিথ্যা হইলে তৎসূচিত বিষয়ও সত্য হইবে না, ইহা যদি বলা হয়। তদুত্তরে কথিত হইতেছে—যদিও স্বপ্নে উৎপন্ন স্ত্রীদর্শন প্রভৃতি অসত্য, তাহা হইলেও তাহা] **সূচকঃ চ**—সত্য শুভাশুভসূচনার হেতু অবশ্যই হইয়া থাকে। **হি**—যেহেতু, **শ্রুতেঃ**—"কাম্য কর্মসকলের অনুষ্ঠানকালে যখন স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করে", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়]। **চ**—আর এককথা, **তদ্বিদঃ**—স্বপ্নাধ্যায়নামক গ্রন্থবিশেষ

ভাবদীপিকা

(৭) এই স্থলে পূর্ব্ববাদীর অনুমানে (৩ ভাবদীঃ) অন্তপ্রকারে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি প্রদর্শিত হইল। 'অবাধযোগ্যত্ব' এই স্থলে উপাধি। যেখানে 'সত্যত্ব' থাকে, সেখানেই 'অবাধযোগ্যত্ব' থাকে; কিন্তু যেখানে 'প্রাক্‌নির্ণীতত্বরূপ' হেতুটী থাকে, সেখানেই 'অবাধযোগ্যত্ব' থাকে না, যথা—'শুক্তিরজত'।

ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ [স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভসূচকতা] আচক্ষতে—বলিয়া থাকেন। [বস্তুতঃ মিথ্যা শুক্তিরৌপ্যের জ্ঞান যেমন সত্য হর্ষাদির জনক, তদ্রূপ মিথ্যা স্বপ্নের সত্য শুভাশুভ-সূচকতা অবিরুদ্ধ, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

মায়ামাত্রত্বাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধঃ অস্তি ইতি ।১ ন ইতি উচ্যতে।২ সূচকশ্চ হি স্বপ্নঃ ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ্বসাধুনোঃ।৩ তথাহি শ্রূয়তে—"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে"॥ (ছাঃ ৫।২।৯)।৪ তথা "পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, সঃ এনং হন্তি" (ঐতঃ আঃ ৩।২।৪), ইতি এবমাদিভিঃ স্বপ্নৈঃ অচিরজীবিত্বম্ আবেদ্যতে ইতি শ্রাবয়তি।৫ আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ "কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি, খরযানাদীনি অধন্যানি" ইতি।৬ মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষ-নিমিত্তাশ্চ কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনঃ ভবন্তি ইতি মন্যন্তে।৭ তত্রাপি ভবতু নাম সূচ্যমানস্য বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকস্য তু স্ত্রীদর্শ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বপ্নসূচিত বস্তু সত্য হইলেও স্বপ্নের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন।]

[শঙ্কা—] তাহা হইলে মায়ামাত্র হওয়ায় স্বপ্নে পরমার্থতার (—সত্যতার) কোন-প্রকার গন্ধ (—লেশ) নাই, ইত্যাদি।১ [সামাধান—]না, ইহা কথিত হইতেছে।২ যেহেতু স্বপ্ন ভাবী শুভ ও অশুভের সূচক অবশ্যই হইয়া থাকে।৩ সেইপ্রকারই শ্রুত হইতেছে, যথা—"কাম্য কর্ম্মসকলে (—কাম্য কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানকালে, যজমান] যখন স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করেন, তখন সেই স্বপ্নদর্শন হইলে সমৃদ্ধিকে অবগত হইবে (—সেই কর্ম্ম সফল হইবে, বুঝিবে")।৪ এইরূপে "কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট পুরুষকে [যিনি] দর্শন করেন, সে (—সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ) ইঁহাকে (—স্বপ্নদর্শীকে) হনন করে", ইত্যাদি এইপ্রকার স্বপ্নসকলের দ্বারা অচিরজীবিত্ব জ্ঞাপিত হয়, ইহা [শ্রুতি] শ্রবণ করাইতেছেন।৫ আর স্বপ্নাধ্যায়বিদ্‌গণ (৮) বলেন—"স্বপ্নে হস্তিতে আরোহণ প্রভৃতি ধন্য (—শুভসূচক), গর্দ্দভযান (—গর্দ্দভ বাহিত যানে আরোহণ) প্রভৃতি অধন্য (—অশুভ সূচক") ইত্যাদি।৬ আবার মন্ত্র দেবতা ও দ্রব্যবিশেষরূপ (—ওষধি প্রভৃতি ধারণরূপ) নিমিত্তসকল হইতে উৎপন্ন কোন কোন স্বপ্ন সত্যার্থ-গন্ধী (—সত্য বিষয়ের সূচক) হইয়া থাকে, ইহা [স্বপ্নাধ্যায়বিদ্‌গণ] মনে করেন।৭ [কিন্তু মন্ত্র ও দেবানুগ্রহাদিবশতঃ সত্যতার সূচক হইলে স্বপ্নও সত্যই হইবে, তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই স্থলেও (—স্বপ্ন সত্য বিষয়ের সূচক হইলেও, মিথ্যা রজ্জুসর্প

ভাবদীপিকা

(৮) ঐতরেয় আরণ্যকের ৩।২।৪ ইত্যাদি স্থলে এইপ্রকার বহু অরিষ্টদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। 'স্বপ্নাধ্যায়' নামক পৃথক্ কোন শাস্ত্র আছে, অথবা শ্রুতির উক্ত অধ্যায়সকল এই-প্রকারে অভিহিত হইতেছে, তাহা অনুসন্ধেয়।

শাঙ্কর ভাষ্যম্

মাদেঃ ভবতি এব বৈতথ্যং বাধ্যমানত্বাৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ।৮ তস্মাৎ উপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্।৯ যদুক্তং "আহ হি" (৩।২।১) ইতি, তৎ এবং সতি ভাক্তং ব্যাখ্যাতব্যম্।১০ যথা 'লাঙ্গলং গবাদীন্ উদ্বহতি' ইতি নিমিত্তমাত্রত্বাৎ এবম্ উচ্যতে, ন তু প্রত্যক্ষম্ এব লাঙ্গলং গবাদীন্ উদ্বহতি।১১ এবং নিমিত্তমাত্রত্বাৎ 'সুপ্তঃ রথাদীন্ সৃজতে', "সঃ হি কর্ত্তা" (বৃঃ ৪।৩।১০) ইতি চ উচ্যতে।১২ ন তু প্রত্যক্ষম্ এব সুপ্তঃ রথাদীন্ সৃজতি।১৩ নিমিত্তত্বং তু অস্য রথাদিপ্রতিভাননিমিত্তমোদত্রাসাদিদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভূতয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কর্তৃত্বেন ইতি বক্তব্যম্।১৪ অপিচ জাগরিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ আদিত্যাদিজ্যোতির্ব্যতিকরাৎ চ আত্মনঃ স্বয়ং-

ভাষ্যানুবাদ

দর্শনে সত্য ভীতির ন্যায়, স্বপ্নের দ্বারা] সূচিত বস্তুসকলের সত্যতা হয় হউক; কিন্তু সূচক স্ত্রীদর্শন প্রভৃতির অবশ্যই মিথ্যাত্ব হইবে, যেহেতু তাহারা বাধিত হইয়া থাকে, ইহাই [সিদ্ধান্তীর] অভিপ্রায়।৮ সেইহেতু স্বপ্নের মায়ামাত্রতা যুক্তিসঙ্গত।৯

[টিঃ—জীব কর্ত্তা ও ফলভোক্তা হওয়ায় "সঃ হি কর্ত্তা" ইত্যাদি শ্রুতির প্রবৃত্তি। তাহা গৌণভাবে ব্যাখ্যেয়।]

আর যে "আহ হি" (—'যেহেতু প্রামাণভূতা শ্রুতি সত্য রথাদির সৃষ্টির কথা বলিতেছেন'), ইত্যাদি বলা হইয়াছে, এইপ্রকার হইলে (—স্বাপ্নপদার্থ মিথ্যা হইলে) তাহাকে গৌণরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।১০ যেমন 'লাঙ্গল গো প্রভৃতিকে উদ্বহন (—পালন) করে', এই স্থলে [লাঙ্গলের কৃষিকর্ম্মের প্রতি] নিমিত্তমাত্রতাবশতঃ এইপ্রকার কথিত হয়, কিন্তু লাঙ্গল [কৃষকের ন্যায়] প্রত্যক্ষভাবে গবাদিকে পালন করে না।১১ এইপ্রকারে [স্বপ্নদ্রষ্টা শুভাশুভ অদৃষ্টপ্রভাবে স্বাপ্নসৃষ্টির] নিমিত্তমাত্র হওয়ায় 'নিদ্রিত ব্যক্তি রথাদি নির্ম্মাণ করে' এবং "তিনিই কর্ত্তা", ইত্যাদি এই সকল কথিত হইতেছে।১২ কিন্তু [কুম্ভকারের ঘটনির্ম্মাণের ন্যায়] নিদ্রিত ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রথ প্রভৃতিকে সৃজন করে না।১৩ [কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মই তো শুভাশুভ স্বপ্নদর্শনের নিমিত্ত, সুপ্ত পুরুষকে তাহার নিমিত্ত (—কর্ত্তা) বলিতেছ কেন? উত্তর—] পরন্তু ইহার (—সুপ্ত পুরুষের) যে নিমিত্ততা, তাহা [স্বাপ্ন] রথাদির জ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ আনন্দ ও ভয় প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া তাহার (—সেই আনন্দাদির) হেতুভূত সুকৃতদুষ্কৃতের কর্তৃরূপে বলিতে হইবে (—জীব সুকৃতদুষ্কৃতের কর্ত্তা ও ফলভোক্তা হওয়ায় সুকৃতিদুষ্কৃতিবশতঃ যে স্বপ্নদর্শন হয়, জীবকে তাহার কর্ত্তা "সঃ হি কর্ত্তা" ইত্যাদি শ্রুতিতে বলা হইয়াছে)।১৪

[টিঃ—জাগ্রতে আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা বিনষ্ট হয় না বলিয়া আত্মজ্যোতি বর্ণিত হইয়াছে। তাহা গৌণভাবে ব্যাখ্যেয়।]

আর দেখ, জাগ্রৎকালে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং আদিত্যাদি জ্যোতির ব্যতিকর (—সংমিশ্রণ) বশতঃ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা দুর্বিবেচন হইয়া থাকে

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্যোতিষ্ট্বং দুর্বিবেচনম্ ইতি তদ্বিবেচনায় স্বপ্নঃ উপন্যস্তঃ।১৫ তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং শ্রুত্যা নীয়েত, তদা স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন নির্ণীতং স্যাৎ।১৬ তস্মাৎ রথাদ্যভাববচনং শ্রুত্যা, রথাদিসৃষ্টি-বচনং তু ভক্ত্যা ইতি ব্যাখ্যেয়ম্।১৭ এতেন নির্ম্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্।১৮ যদপি উক্তম্—'প্রাজ্ঞম্ এনং নির্ম্মাতারম্ আমনন্তি' ইতি।১৯ তদপি অসৎ, শ্রুত্যন্তরে "স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি" (বৃঃ ৪।৩।৯) ইতি জীবব্যাপারশ্রবণাৎ।২০ ইহাপি "যঃ এষঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি" (কঠ ২।২।৮), ইতি প্রসিদ্ধানুবাদাৎ জীবঃ এব অয়ং কামানাং নির্ম্মাতা সঙ্কীর্ত্ত্যতে।২১ তস্য তু বাক্য-

ভাষ্যানুবাদ

(—তাহাকে স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায় না), এইহেতু তাহাকে বিবেচন করিবার (—পৃথগ্ভাবে অবগত হইবার) জন্য [বৃঃ ৪।৩ ইত্যাদি শ্রুতিতে] স্বপ্ন উপন্যস্ত হইয়াছে।১৫ সেই স্থলে রথাদি সৃষ্টিবোধক বচনকে যদি শ্রুতির (—শব্দের মুখ্য বৃত্তির) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে [জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যে পার্থক্য না থাকায় আত্মার] স্বয়ংপ্রকাশতা নির্ণীত হইবে না।১৬ সেইহেতু (—পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনাদ্বারা শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থই প্রতিভাত হয় বলিয়া এবং স্বাপ্ন রথাদির ব্যাবহারিক সত্তা সিদ্ধ হয় না বলিয়া) রথাদির অভাবপ্রতিপাদক বচনকে মুখ্য বৃত্তির দ্বারা এবং রথাদির সৃষ্টিপ্রতিপাদক বচনকে গৌণী বৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে।১৭ ইহার দ্বারা (—রথাদিসৃষ্টিবোধক বাক্যের গৌণতা দ্বারা) নির্ম্মাণশ্রবণ (—৩।২।২ সূত্রে উদ্ধৃত "কামং কামং পুরুষঃ নির্ম্মিমাণঃ" (কঠ ২।২।৮), এই শ্রুতি) ব্যাখ্যাত হইল (—এই শ্রুতিকেও গৌণভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।১৮ অতএব স্বাপ্নসৃষ্টির বাস্তবতা প্রতিপাদন শ্রুতির অভিপ্রেত নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—জীব স্বাপ্নসৃষ্টির কর্ত্তা। আকাশাদির সত্তা ব্যাবহারিক এবং স্বাপ্নসৃষ্টির সত্তা প্রাতিভাসিক।]

আর যে বলা হইয়াছে—'শ্রুতি এই নির্ম্মাতাকে প্রাজ্ঞরূপে (—ঈশ্বররূপে) পাঠ করিতেছেন' (৩।২।২ সূঃ ভাষ্য) ইত্যাদি।১৯ তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু অন্য শ্রুতিতে "নিজেই [এই স্থূল শরীরকে] বিনাশ (—চেতনাশূন্য) করিয়া নিজেই [বাসনাময় স্বাপ্নশরীর] নির্ম্মাণকরতঃ নিজের দীপ্তির (—অন্তঃকরণবৃত্তির) দ্বারা স্বীয় জ্যোতিঃ-রূপে (—সাক্ষিচৈতন্যরূপে) নিদ্রিত হন (—স্বপ্নকে অনুভব করেন"), এইপ্রকারে [স্বাপ্নসৃষ্টিতে] জীবের ব্যাপার (—কর্তৃত্ব) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।২০ [কেবল বৃহদারণ্যকে নহে], এই স্থলেও (—৩।২।২ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত তদভিপ্রেত কাঠক শ্রুতিতেও, ["ইন্দ্রিয়গণ] সুপ্ত হইলে এই যিনি জাগরিত থাকেন", এইপ্রকারে প্রসিদ্ধের (—"এই যিনি" এইপ্রকারে সন্নিকৃষ্ট বস্তুরূপে উল্লিখিত জীবের) অনুবাদবশতঃ [স্বাপ্ন] কাম্যবস্তুসকলের নির্ম্মাতৃরূপে এই জীবই বর্ণিত হইতেছে।২১ [কিন্তু উক্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

শেষেণ "তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম" (কঠ ২।২।৮), ইতি জীবভাবং ব্যাবর্ত্ত্য ব্রহ্মভাবঃ উপদিশ্যতে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিবৎ, ইতি ন ব্রহ্মপ্রকরণং বিরুধ্যতে।২২ ন চ অস্মাভিঃ স্বপ্নে অপি প্রাজ্ঞব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে, তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বাসু অবস্থাসু অধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ।২৩ পারমার্থিকস্তু ন অয়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গঃ বিয়দাদিসর্গবৎ ইতি এতাবৎ প্রতিপাদ্যতে।২৪ ন চ বিয়দাদি-সর্গস্য অপি আত্যন্তিকং সত্যত্বম্ অস্তি।২৫ প্রতিপাদিতং হি "তদ-

ভাষ্যানুবাদ

কাঠকবাক্যে জীব অভিহিত হইলে ব্রহ্মবোধক প্রকরণের বিরোধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরন্তু "তদেব শুক্র, তদেব ব্রহ্ম", ইত্যাদি বাক্যশেষের দ্বারা তাহার (—জীবের) জীবভাব নিরাকরণ করিয়া "তত্ত্বমসি" ইত্যাদির ন্যায় ব্রহ্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে, এইহেতু ব্রহ্মবোধক প্রকরণ বিরুদ্ধ হয় না।২২ [কিন্তু জীব স্বাপ্ন-সৃষ্টির কর্তা হইলে ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আমাদিগকর্তৃক স্বপ্নেও প্রাজ্ঞব্যাপার (— ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু সর্বেশ্বর হওয়ায় সকল অবস্থাতেই তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব (—প্রেরকত্ব) উপপন্ন হয় (৯)।২৩ কিন্তু স্বপ্নে আশ্রিত এই সৃষ্টি আকাশাদিসৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক (—লৌকিক পারমার্থিক ব্যবহারকালে অবাধিত) নহে, এইটুকুই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে (১০)।২৪ আর আকাশাদিসৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই।২৫

ভাবদীপিকা

(৯) ভাব এই—সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান ও সর্বত্র অনুস্যূত চেতন পরমেশ্বর সাধারণকারণ-রূপে আছেন বলিয়াই অন্যের কর্তৃত্বাদি সম্ভব, অন্যথা সমস্তই জড় হইয়া পড়িত। রহস্য এই—সর্বব্যাপী চেতনই পরমেশ্বর, অন্তঃকরণরূপ পরিচ্ছেদবশতঃ জীবকে তাঁহা হইতে পৃথক্ মনে হইতেছে। সেই সর্বব্যাপী চেতন ব্যতিরেকে জীবের পৃথক্ সত্তাই নাই। সেইহেতু পরিচ্ছেদযুক্ত কুম্ভকার সাক্ষাদ্ভাবে ঘটকর্তা হইলেও সাধারণকারণরূপে সর্বানুস্যূত পরমেশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব যেমন ব্যাহত হয় না। তদ্রূপ নিদ্রা ও অদৃষ্টরূপ সহকারিযোগে জীবের অবিদ্যা স্বাপ্নপ্রপঞ্চাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়ায় জীবই তাহার সাক্ষাৎ কর্তা হইলেও সাধারণকারণরূপে পরমেশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব, সুতরাং স্বাপ্নসৃষ্টিরও কর্তৃত্ব ব্যাহত হয় না। তাহাতে পূর্ব্ববাদী বলেন—জীব স্বাপ্নসৃষ্টির কর্তা হইলে উহা স্পষ্টই আকাশাদির ন্যায় স্বাপ্ন রথাদিও সত্য পদার্থ, ইহা অঙ্গীকার্য। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পারমার্থিকস্তু—'কিন্তু' ইত্যাদি (২৪ বাক্য)।

(১০) তাৎপর্য্য এই—স্বাপ্ন রথাদিকে তুমি সত্য বলিতে ইচ্ছা করিতেছ। এই সত্যতা-শব্দে তুমি কি বুঝিতেছ? এই স্বাপ্ন রথাদি কি ব্যাবহারিক সত্য (—ব্যবহারকালে অবাধিত) অথবা পারমার্থিক সত্য (—সর্বাবস্থাতেই অবাধিত)? কোন পক্ষই সম্ভব নহে; কারণ জাগ্রৎকালে বাধিত হইয়া পড়ে। স্বাপ্ন পদার্থের কা কথা, যে আকাশাদিকে তুমি পারমার্থিক সত্য

শাঙ্করভাষ্যম্

নন্বত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৪) ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্।২৬ প্রাক্ তু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চঃ ব্যবস্থিতরূপঃ ভবতি; সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যতে ইতি।২৭ অতঃ বৈশেষিকম্ ইদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বম্ উদিতম্।২৮॥৩।২।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ", ইত্যাদি এই স্থলে সমস্ত প্রপঞ্চের মায়ামাত্রতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।২৬ [আচ্ছা, তাহা হইলে জাগ্রৎকালীন এই আকাশাদি পদার্থ হইতে স্বপ্নকালীন রথাদি পদার্থের প্রভেদটী কি ? উত্তর—] ব্রহ্মাত্মদর্শনের পূর্ব্বে আকাশাদি প্রপঞ্চ ব্যবস্থিতরূপ হইয়া থাকে (—তাহাদের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকৃত হয়), কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত হইয়া থাকে (—তাহাদের সত্তা প্রাতিভাসিক মাত্র)।২৭ সেইহেতু (—ব্যবহারদশাতেই বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া) স্বপ্নের মায়ামাত্রতা বিশেষভাবে কথিত হইল।২৮॥৩।২।৪॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোহ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥৩।২।৫॥

পদচ্ছেদ—পরাভিধ্যানাৎ, তু, তিরোহিতম্, ততঃ, হি, অস্য, বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।

সূত্রার্থ—[নমু যথা পরমেশ্বরঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সত্যং জগৎ সৃজতি, এবং তদংশঃ জীবঃ অপি সঙ্কল্পমাত্রেণ অবিতথং স্বাপ্নং জগৎ সৃজতু। তথাচ উচিতদেশাদিনিমিত্তাভাবাৎ স্বপ্নঃ মায়ামাত্রম্ ইতি যদুক্তং, তৎ অযুক্তম্ ইতি চেৎ ? অত্র উচ্যতে—জীবেশ্বরয়োঃ অংশাংশিভাবে অপি] **অস্য** জীবস্য [ঐশ্বর্য্যং মায়য়া] **তিরোহিতম্**—আবৃতং ভবতি। [তৎ] **পরাভিধ্যানাৎ**—পরস্য আত্মনঃ অভিধ্যানাৎ—অভেদাভ্যাসরূপাহংগ্রহধ্যানাৎ [ঈশ্বরপ্রসাদেন অভিব্যক্তং ভবতি। কুতঃ ?] **হি**—যতঃ, **ততঃ বন্ধবিপর্য্যয়ৌ**—তস্মাৎ অজ্ঞাতাৎ ঈশ্বরাৎ বন্ধঃ, জ্ঞাতাৎ বিপর্য্যয়ঃ—মোক্ষঃ [ভবতি ইতি "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ··· তস্যাভিধ্যানাৎ বিশ্বৈশ্বর্য্যম্" (শ্বেঃ ১।১১), ইত্যাদিশ্রুতিঃ দর্শয়তি]। **তুশব্দঃ**—মোক্ষায় উপায়ান্তরং বারয়তি। [এবং জীবেশ্বরয়োঃ অংশাংশিভাবে অপি ঐশ্বর্য্যস্য তিরোহিতত্বাৎ ন জীবস্য সঙ্কল্পমাত্রেণ অবিতথস্বাপ্নস্রষ্টৃত্বম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[কিন্তু পরমেশ্বর যেমন সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা সত্য জগৎ সৃজন করেন, এইরূপে তাঁহার অংশভূত জীবও সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা সত্য স্বাপ্ন জগৎ সৃজন করুক্। তাহাতে যোগ্য দেশাদিনিমিত্তের অভাববশতঃ স্বপ্ন মায়ামাত্র, এই যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; যদি এইপ্রকার বলা হয় ? এই বিষয়ে বলা হইতেছে—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অংশাংশিভাব হই-

ভাবদীপিকা

পদার্থ মনে করিতেছ, তাহারাও মহাপ্রলয়ে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোদয়ে বাধিত হইয়া পড়ে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে (৩ ভাবদীঃ) দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ প্রদর্শিত হইল। এই শেষোক্ত পক্ষের কথাই বলিতেছেন—**ন চ**—'আর আকাশাদি', ইত্যাদি (২৫ বাক্য)।

লেও] অস্য—জীবের, [ঈশ্বরভাব মায়ার দ্বারা] তিরোহিতম্—আবৃত থাকে। [তাহা] পরাভিধ্যানাৎ—পরমাত্মার অভিধ্যানবশতঃ, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের অভিন্ন-ভাব অভ্যাসরূপ অহংগ্রহধ্যানবশতঃ [ঈশ্বরের প্রসাদে অভিব্যক্ত হয়। কি প্রকারে জানিলে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] হি—যেহেতু, ততঃ বন্ধবিপর্য্যয়ৌ—সেই অজ্ঞাত ঈশ্বর হইতে বন্ধন এবং জ্ঞাত হইতে বিপর্য্যয়—মোক্ষ [হইয়া থাকে, ইহা "দেবকে জানিয়া সমস্ত বন্ধন বিনষ্ট হয়···তাহার ধ্যানপ্রভাবে সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্য লব্ধ হয়", ইত্যাদি শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন] তুশব্দটী—মোক্ষের জন্য অন্য উপায় নিষেধ করিতেছে। [এইপ্রকারে জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাব হইলেও ঐশ্বর্য্য (—ঈশ্বরভাব) তিরোহিত থাকায় সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা জীবের সত্য স্বাপ্নপদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথাপি স্যাৎ পরস্যৈব তাবৎ আত্মনঃ অংশঃ জীবঃ অগ্নেঃ ইব বিস্ফুলিঙ্গঃ।১ তত্র এবং সতি যথা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তী ভবতঃ, এবং জীবেশ্বরয়োঃ অপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তী।২ ততশ্চ জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যবশাৎ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি ইতি।৩ অত্র উচ্যতে—সত্যপি জীবেশ্বরয়োঃ অংশাংশিভাবে প্রত্যক্ষম্ এব জীবস্য ঈশ্বরবিপরীতধর্ম্মত্বম্।৪ কিং পুনঃ জীবস্য ঈশ্বরসমানধর্ম্মত্বং নাস্তি এব?৫ ন নাস্তি এব, বিদ্যমানম্ অপি তৎ তিরোহিতম্ অবিদ্যাদিব্যবধানাৎ।৬ তৎ পুনঃ তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরম্ অভিধ্যায়তঃ যতমানস্য জন্তোঃ

ভাষ্যানুবাদ

[শঙ্কা—ঈশ্বরসঙ্কল্পপ্রভব সত্য সৃষ্টির ন্যায় ঈশ্বরাংশ জীবসঙ্কল্পপ্রভব সৃষ্টিও সত্য।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা, বলা যাইতে পারে—জীব পরমাত্মারই অংশ, যেমন বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ।১ সেই স্থলে এইপ্রকার হইলে অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের দহন ও প্রকাশনশক্তি যেমন সমান, এইপ্রকারে জীব ও ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যরূপ শক্তিদ্বয়ও সমান।২ আর সেইহেতু [ঈশ্বরের সঙ্কল্পবলে সত্য সৃষ্টির ন্যায়] জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবলে স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টি সাঙ্কল্পিকী (—সঙ্কল্পবলে সত্য) হইবে, ইত্যাদি।৩

[সমাধান—অবিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত থাকায় জীবসঙ্কল্পিত স্বাপ্নসৃষ্টি সত্য নহে।]

[সিদ্ধান্ত—] এইবিষয়ে বলা হইতেছে—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে [ঔপাধিক] অংশাংশিভাব থাকিলেও জীব ঈশ্বরের বিপরীতধর্ম্মযুক্ত (—অসত্যসঙ্কল্প), ইহা অবশ্যই প্রত্যক্ষ। [সুতরাং জীবসঙ্কল্পিত সৃষ্টি সত্য নহে]।৪ [শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে ঈশ্বরসমানধর্ম্মতা কি জীবের নিশ্চয়ই নাই?৫ [সমাধান—] নিশ্চয়ই নাই, এইরূপ নহে; বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যা প্রভৃতির (—অবিদ্যা ও তাহার অন্তঃকরণাদি কার্য্যের) ব্যবধানবশতঃ তাহা তিরোহিত থাকে।৬ [যাহা কখনও উপলব্ধ হয় না, জীবে সেই ঈশ্বরসমানধর্ম্মতা সত্য, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়? উত্তর—] কিন্তু তাহা (—সত্যসঙ্কল্পত্বাদিরূপ সমানধর্ম্মতা) তিরোহিত থাকিলেও ঈশ্বরের

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধূতধ্বান্তস্য তিমিরতিরস্কৃতা ইব দৃক্শক্তিঃ ঔষধবীর্য্যাৎ ঈশ্বর-প্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিৎ এব আবির্ভবতি, ন স্বভাবতঃ এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাম্।৭ কুতঃ? ৮ ততঃ হি ঈশ্বরাৎ হেতোঃ 'অস্য' জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ।৯ ঈশ্বরস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ বন্ধঃ, তৎস্বরূপপরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ।১০ তথাচ শ্রুতিঃ—"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ, ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাভি-ধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে, বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ"॥ (শ্বেঃ ১।১১) ইতি এবমাদ্যা।১১॥৩।২।৫॥ ৫

ভাষ্যানুবাদ

বীর্য্যবলে তিমিররোগমুক্ত দৃষ্টিশক্তির ন্যায়, পরমেশ্বরের ধ্যানশীল যে যত্নবান্ জীব, যাঁহার সমস্ত ধ্বান্ত (—পাপরূপ অন্ধকার) বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ঈশ্বরপ্র-সাদে সংসিদ্ধ হইয়াছেন (—অনিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন), এতাদৃশ কোন কোন জীবেরই তাহা আবির্ভূত হইয়া থাকে ; সকল জীবের তাহা স্বভাবতঃই [আবির্ভূতরূপে] থাকে না।৭ কেন থাকে না ?৮ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সেই ঈশ্বররূপ হেতু হইতে 'ইহার' অর্থাৎ জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে।৯ ঈশ্বরস্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ বন্ধন হয়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপকে জানিলে হয় মোক্ষ।১০ যেমন দেখ, এই বিষয়ে "দেবকে (—স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বরকে, "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকারে] জানিয়া অবিদ্যাদি (—অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই) সকলপ্রকার বন্ধন নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। আর [উক্ত অবিদ্যাদি] ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্ম ও মৃত্যু আত্যন্তিকভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। [ইহা নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফল। এক্ষণে সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা ক্রমমুক্তির কথা বলিতেছেন—] তাঁহার (—সেই পরমেশ্বরের) অভিধ্যানপ্রভাবে (—অহংগ্রহো-পাসনাপ্রভাবে) দেহভেদ (—সাধকদেহের মৃত্যু) হইলে [অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন-করতঃ বন্ধ ও মোক্ষাপেক্ষা, অথবা সর্ব্বপাশহানি ও জন্মমৃত্যুহানি অপেক্ষা] তৃতীয়-স্থানাপন্ন বিশ্বৈশ্বর্য্যকে (—অণিমাদি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যকে, অথবা বিশ্ব যাঁহার ঐশ্বর্য্য, সেই বিরাট্ ও সূত্রাত্মাপেক্ষা তৃতীয়স্থানবর্ত্তী সবিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যকে) প্রাপ্ত হন। [তদনন্তর ঈশ্বরোচিত ভোগসকলকে ভোগ করিয়া, কল্পক্ষয়ে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলে] কেবল (—অদ্বিতীয়) এবং আপ্তকাম (—নিরতিশয় আনন্দাত্মস্বরূপে অবস্থিত) হন" (১১), ইত্যাদি এইসকল শ্রুতি আছে।১১ [অতএব সিদ্ধ হইল যে,

ভাবদীপিকা

(১১) এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিটীর অন্যপ্রকার অর্থও পরিদৃষ্ট হয়। আমরা প্রকটার্থবিবরণ ন্যায়নির্ণয় ভাষ্যরত্নপ্রভা ও শ্বেতাশ্বতরভাষ্য মিলাইয়া এইপ্রকার অনুবাদ করিলাম।

ভাষ্যানুবাদ

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং ঔপাধিক দৃষ্টিতে তাঁহার অংশ হইলেও অবিদ্যাবশতঃ ঈশ্বরভাব তিরোহিত থাকায় তৎসঙ্কল্পিত স্বাপ্নসৃষ্টি সত্য নহে।] ॥৩।২।৫॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥৩।২।৬॥

পদচ্ছেদ—দেহযোগাৎ, বা, সঃ, অপি।

সূত্রার্থ—[নমু জীবস্য ঐশ্বর্য্যতিরোভাবে কঃ হেতুঃ ? উচ্যতে—] **সঃ অপি**—জীবস্য ঐশ্বর্য্যতিরোভাবঃ অপি, **দেহযোগাৎ**—দেহাদৌ আত্মত্বাভিমানলক্ষণাবিদ্যাবশাৎ [ভবতি। যথা ভস্মযোগাৎ বহ্নেঃ প্রকাশনসামর্থ্যতিরোভাবঃ, তদ্বৎ ইত্যর্থঃ] । **বাশব্দঃ**—জীবস্য ঈশ্বরত্বাসম্ভবশঙ্কানিরাসার্থঃ, অভেদস্য শ্রুতিসহস্রসিদ্ধত্বাৎ।

অনুবাদ—[আচ্ছা, জীবের ঈশ্বরভাবতিরোভাবের প্রতি হেতু কি ? তাহা বলা হইতেছে—] **সঃ অপি**—জীবের ঈশ্বরভাবতিরোভাবও, **দেহযোগাৎ**—দেহাদিতে আত্মত্বাভিমানরূপ অবিদ্যাবশতঃ হইয়া থাকে। [যেমন ভস্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বহ্নির প্রকাশনসামর্থ্যের তিরোভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ]। **বাশব্দ**—'জীবের ঈশ্বরত্ব সম্ভব নহে', এই আশঙ্কাকে নিরাকরণের জন্য, যেহেতু [জীব ও ব্রহ্মের] অভিন্নতা সংস্র সহস্র শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ।

শাঙ্করভাষ্যম্

কস্মাৎ পুনঃ জীবঃ পরমাত্মাংশঃ এব সন্ তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ ভবতি ? ১ যুক্তং তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োঃ অতিরস্কৃতত্বং, বিস্ফুলিঙ্গস্য ইব দহনপ্রকাশনয়োঃ ইতি। ২ উচ্যতে—সত্যম্ এব এতৎ। ৩ সোঽপি তু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাৎ ভবতি। ৪ অস্তি চ অত্র

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দেহাদিরূপ উপাধিযোগবশতঃ জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য তিরোহিত থাকে।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা, জীব পরমাত্মার অংশই হইলে তাহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য কোন্ হেতুবশতঃ তিরোহিত হয় ? ১ [বহ্নির অংশভূত] বিস্ফুলিঙ্গের দহন ও প্রকাশনের ন্যায় [ঈশ্বরাংশ জীবের] জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য কিন্তু অতিরোহিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ২ [সমাধান—] কথিত হইতেছে—ইহা সত্যই (—অংশ অংশীর গুণযুক্ত হয়, ইহা সত্য। ৩ কিন্তু তাহা হইলেও চৈতন্যস্বরূপ জীবের ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির প্রতি সত্য হেতু না থাকিলেও কল্পিত তাহা আছে, ইহা বলিতেছেন—] জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্যের সেই তিরোভাব কিন্তু দেহযোগবশতঃ, অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও বিষয়জ্ঞান প্রভৃতির (১২) সহিত সম্বন্ধবশতঃ হইয়া থাকে। ৪ আর [উপাধিযোগ-

ভাবদীপিকা

(১২) ভাষ্যস্থ 'আদি' শব্দে অবিদ্যা এবং 'বেদনা' শব্দে সুখ প্রভৃতি গ্রহণীয়। এইপ্রকারে 'দেহ-শব্দে' স্থূলশরীর, 'ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি' শব্দে সূক্ষ্মশরীর এবং 'আদি' পদসূচিত অবিদ্যাশব্দে কারণশরীর, এইরূপে জীবোপাধিত্রয় গৃহীত হইল। বিষয়জ্ঞান এই শরীরত্রয়েই হইয়া থাকে। স্থূলশরীরে ঘটাদিবিষয়ক এবং সূক্ষ্মশরীরে স্বাপ্নরথাদিবিষয়ক জ্ঞান প্রসিদ্ধ। সুপ্তোত্থিতের 'আমি

শাঙ্করভাষ্যম্

উপমা—যথা অগ্নেঃ দহনপ্রকাশনসম্পন্নস্য অপি অরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতঃ, যথা বা ভস্মচ্ছন্নস্য ।৫ এবম্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতদেহাদ্যুপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতঃ জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ ।৬ বাশব্দঃ জীবেশ্বরয়োঃ অন্যত্বাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ।৭ ননু অন্যঃ এব জীবঃ ঈশ্বরাৎ অস্তু তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যত্বাৎ, কিং দেহযোগকল্পনয়া ? ৮ ন ইতি উচ্যতে ।৯ নহি অন্যত্বং জীবস্য ঈশ্বরাৎ উপপদ্যতে, "সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত" (ছাঃ ৬।২।৩), ইতি উপক্রম্য "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য" (ছাঃ ৬।৩।২), ইতি আত্মশব্দেন জীবস্য পরামর্শাৎ ।১০ "তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৯।৪), ইতি চ জীবায় উপদিশতি ঈশ্বরাত্মত্বম্ ।১১ অতঃ অনন্যঃ এব ঈশ্বরাৎ

ভাষ্যানুবাদ

বশতঃ শক্তি তিরোহিত থাকে] এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে, যথা—দহন ও প্রকাশনশক্তিসম্পন্ন হইলেও কাষ্ঠমধ্যগত বহ্নির দহন ও প্রকাশন শক্তি তিরোহিত থাকে, অথবা যেমন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির 'তাহারা তিরোহিত থাকে'।৫ এইপ্রকারে অবিদ্যার দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত [মহাভূতাত্মক] নাম ও রূপের দ্বারা কৃত যে দেহাদি উপাধি, তাহার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় তাহার (—দেহাদির, আত্মা হইতে] অবিবেকরূপ ভ্রমবশতঃ জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের (—ঈশ্বরভাবের) তিরোভাব হইয়া থাকে।৬ [সূত্রস্থ] 'বা' শব্দটি জীব ও ঈশ্বরের বিভিন্নতাবিষয়ক শঙ্কা নিরাকরণের জন্য 'প্রযুক্ত হইয়াছে'।৭

[সিঃ—ঈশ্বরাভিন্নজীবের দেহযোগবশতঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভাব। স্বাপ্নসৃষ্টি জীবসঙ্কল্পপ্রভব নহে।]

[শঙ্কা—] কিন্তু জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য না থাকায় জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্নই হউক, [জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোধানের জন্য] দেহের সহিত [জীবের] সম্বন্ধ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি ? ৮ [সমাধান—] না, ইহা কথিত হইতেছে।৯ যেহেতু ঈশ্বর হইতে জীবের ভিন্নতা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ "সেই এই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া", এইরূপে আত্মশব্দের দ্বারা জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে।১০ আর "তিনি সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতু তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকারে [শ্রুতি] জীবকে [তাহার] ঈশ্বরস্বরূপতা উপদেশ করিতেছেন।১১ এইহেতু জীব ঈশ্বর হইতে নিশ্চিতভাবে অভিন্ন হইলেও দেহের

ভাবদীপিকা

সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই জানিতাম না,' এইপ্রকার স্মৃতিদৃষ্টে অনুমিত হয়—সুষুপ্তিতে কারণশরীরাবলম্বনে সুখ ও অজ্ঞানরূপ বিষয়ের অনুভব হইয়াছিল, জাগ্রতে তাহার স্মৃতি হইতেছে (২।৪৩১ পৃঃ, পাদটীকা দ্রঃ)। এইরূপে দেহ ও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত থাকে, ইহাই বিবক্ষিত।

শাঙ্করভাষ্যম্

জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ ভবতি ।১২ অতশ্চ ন সাঙ্কল্পিকী জীবস্য স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ ঘটতে ।১৩ যদি চ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ স্যাৎ, নৈব অনিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ ।১৪ নহি কশ্চিৎ অনিষ্টং সঙ্কল্পয়তে ।১৫ যৎপুনঃ উক্তম্—জাগরিতদেশ-শ্রুতিঃ স্বপ্নস্য সত্যত্বং স্থাপয়তি ইতি ।১৬ ন তৎ সাম্যবচনং সত্যত্বাভিপ্রায়ং, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ববিরোধাৎ ।১৭ শ্রুত্যৈব চ স্বপ্নে রথাদ্যভাবস্য দর্শিতত্বাৎ ।১৮ জাগরিতপ্রভববাসনানির্ম্মিতত্বাৎ তু স্বপ্নস্য তত্তুল্যনির্ভাসত্বাভিপ্রায়ং তৎ ।১৯ তস্মাৎ উপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্ ।২০॥৩।২।৬॥ ইতি প্রথমং সন্ধ্যাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

সহিত সম্বন্ধবশতঃ তাহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হয় 'বুঝিতে হইবে'।১২ আর এইহেতু (—জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত থাকায়) স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টি জীবের সঙ্কল্পপ্রভাবে হয়, ইহা ঘটে না ।১৩ আর স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টি যদি [জীবের] সঙ্কল্পপ্রভাবে হইত, তাহা হইলে কেহ অনিষ্ট (—অশুভ) স্বপ্ন দর্শন করিত না ।১৪ যেহেতু কেহ [নিজের] অনিষ্ট সঙ্কল্প করে না ।১৫

[টিঃ—স্বাপ্নপদার্থের জাগ্রত্তুল্য প্রতিভাস প্রতিপাদনই বৃঃ ৪।৩।১৪ শ্রুতির তাৎপর্য্য ।]

আর যে বলা হইয়াছে—"জাগরিতদেশবোধক শ্রুতিবাক্য" (৮৯ পৃঃ ৯ বাক্যে উদ্ধৃত বৃঃ ৪।৩।১৪ শ্রুতিবাক্য) স্বপ্নের সত্যতা স্থাপন করিতেছে, ইত্যাদি ।১৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—জাগ্রৎকালিক সৃষ্টির সহিত] সাম্যপ্রতিপাদক সেই বচন [স্বাপ্নসৃষ্টির] সত্যতার অভিপ্রায় প্রকাশ করে না, যেহেতু [তাহা করিলে জাগ্রৎকালের ন্যায় আদিত্যাদি জ্যোতির অস্তিত্ববশতঃ সেই প্রকরণে প্রতিপাদিত আত্মার] স্বয়ংজ্যোতিষ্টের (—স্বয়ংপ্রকাশতার) বিরোধ হইয়া পড়িবে (১৩) ।১৭ আর যেহেতু শ্রুতিকর্তৃকই ["ন তত্র রথাঃ" (বৃঃ ৪।৩।১০), ইত্যাদিরূপে] স্বপ্নে রথাদির অভাব প্রদর্শিত হইয়াছে ।১৮ [আচ্ছা, তাহা হইলে জাগ্রৎসৃষ্টির সহিত সমতাপ্রতিপাদক উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য কি ? উত্তর—] তাহা (—বৃঃ ৪।৩।১৪ বাক্য) কিন্তু জাগ্রৎকালে [বিষয়ভোগ হইতে] উৎপন্ন বাসনার (—সংস্কারের) দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় স্বপ্ন তাহার (—জাগ্রৎকালীন বিষয়ের) ন্যায় প্রতিভাত হয়, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করে ।১৯ সেইহেতু (—সত্যতাসাধক কোন যুক্তি ও শ্রুতি না থাকায়) স্বপ্নের মায়ামাত্রতা (—প্রাতিভাসিকতা) উপপন্ন হইল (১৪) ।২০ ॥৩।২।৬॥ সন্ধ্যাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(১৩) ভাব এই—জাগ্রৎকালে সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ প্রভৃতি থাকায় বিষয়ের প্রকাশক কে, ইহা নির্ণীত হয় না। স্বপ্নকালে কিন্তু বিষয়প্রকাশক সূর্য্যাদি-জ্যোতিঃ এবং জাগ্রৎকালের ন্যায় যোগ্য বিষয় ইন্দ্রিয় ও তাহাদের সংযোগ প্রভৃতি না থাকি-

২। তদভাবাধিকরণম্। [৭-৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মই জীবের সুষুপ্তিস্থান।

অধিকরণসঙ্গতি—জীবের স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব সিদ্ধির জন্য বাহ্য করণের উপরমরূপ স্বপ্নাবস্থার বিচার করিয়া তাহার অনন্তর যাহার প্রাদুর্ভাব হয়, অন্তঃকরণোপরমরূপ সেই সুষুপ্তি অবস্থার বিচার করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আনন্তর্য্য-ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—সুষুপ্তিকালে ত্বংপদার্থ (—জীব) উপাধিকালুষ্যরহিত হওয়ায় ব্রহ্মাভিন্ন হইয়া পড়ে। সেইহেতু সুষুপ্তির নিরূপণদ্বারা মহাবাক্যার্থজ্ঞান সম্ভব হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [জীবের সুষুপ্তিকালিক এই ব্রহ্মাভিন্নতাকে ঔপচারিক বলিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ অবিদ্যা ব্যবধান থাকায় মুখ্যভাবে ব্রহ্মাভিন্নতা সম্ভব হয় না, তাহা ব্রহ্মাত্মবিদ্যার দ্বারাই সম্ভব, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে]।

ন্যায়মালা

নাড়ীপুরীতদ্ব্রহ্মাণি বিকল্প্যন্তে সুষুপ্তয়ে ।
সমুচ্চিতানি বৈকার্থ্যাদ্বিকল্প্যন্তে যবাদিবৎ ॥
সমুচ্চিতানি নাড়ীভিরুপসৃপ্য পুরীততি ।
হৃৎস্থে ব্রহ্মণি যাত্যৈক্যং বিকল্পেহষ্টদোষতা ॥

অন্বয়—নাড়ীপুরীতদ্ব্রহ্মাণি সুষুপ্তয়ে বিকল্প্যন্তে, সমুচ্চিতানি বা? ঐকার্থ্যাৎ যবাদিবৎ বিকল্প্যন্তে। নাড়ীভিঃ উপসৃপ্য পুরীততি হৃৎস্থে ব্রহ্মণি ঐক্যং যাতি, সমুচ্চিতানি; বিকল্পে তু অষ্টদোষতা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সুষুপ্ত্যবস্থা অত্র বিষয়ঃ। "আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।৬।৩), ইত্যাদিশ্রুতৌ সুষুপ্তিকালে জীবস্য নাড়ীপ্রবেশঃ গম্যতে। "তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" (বৃঃ ২।১।১৯), ইতি শ্রুতৌ পুরীততি তদাশ্রিতত্বং প্রতীয়তে। "যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে" (বৃঃ ২।১।১৭), ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ আকাশশব্দবাচ্যব্রহ্মাশ্রিতত্বং প্রতীয়তে। তথা "তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি" (কৌঃ ৪।১৯), ইতি শ্রুতেঃ নাড়ীপরমাত্মনোঃ সমুচ্চয়ং প্রতিভাতি। এবম্ নাড়ীপুরীতৎব্রহ্মসু সপ্তমীশ্রুতেঃ সমুচ্চয়শ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—তানি এতানি] নাড়ীপুরীতদ্-ব্রহ্মাণি সুষুপ্তয়ে বিকল্প্যন্তে, সমুচ্চিতানি বা?

ভাবদীপিকা

লেও স্বাপ্নবিষয় প্রকাশিত হয়। সেইহেতু স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাই বিষয়প্রকাশক, ইহা নির্ণীত হয়।

(১৪) এইরূপে এই অধিকরণে স্বাপ্নবিষয়ের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় স্বাপ্ন শরীরেন্দ্রিয়ের সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই, ইহা নির্ণীত হইল। আর সেই যুক্তিবলেই জাগ্রৎকালেও তৎকালীন শরীরেন্দ্রিয়ের সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই, ইহাও নির্ণীত হইল, কারণ জাগ্রৎকালীন দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধ যদি পরমার্থতঃ সত্য হইত, তাহা হইলে জীবের স্বপ্নদর্শনই সম্ভব হইত না, যেহেতু যাহা পরমার্থতঃ সৎ, তাহার ব্যভিচার (—সেই অবস্থা হইতে বিচ্যুতি) হয় না। এইপ্রকারে জীব অসঙ্গ, ইহা নিশ্চিত হইল। সন্ধ্যাধিকরণ সমাপ্ত।

পূর্ব্বপক্ষ ঐকার্থ্যাৎ "ব্রীহিভিঃ যজেত যবৈঃ যজেত", ইত্যাদিবাক্যে পুরোডাশ-নিষ্পাদনায় পরস্পরনিরপেক্ষ-] যবাদিবৎ [নাড়ীপুরীতৎব্রহ্মাণি] বিকল্পান্তে।

সিদ্ধান্ত [নাড়ীপ্রভৃতীনাং পরস্পরনিরপেক্ষৈক প্রয়োজনবত্ত্বম্ অসিদ্ধং পৃথগুপযোগস্য সুবচত্বাৎ। তথাহি—নাড়াঃ তাবৎ চক্ষুরাদিষু সঞ্চরতঃ জীবস্য হৃদয়নিষ্ঠব্রহ্মগন্তুঃ মার্গভূতাঃ ভবিষ্যন্তি। অতএব শ্রুত্যন্তরে "তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য" (বৃঃ ২।১।১৯) ইতি তৃতীয়য়া সাধনত্বং নাড়ীনাং শ্রুতম্। হৃদয়বেষ্টনরূপং তু পুরীতৎ প্রাসাদবৎ আবরকং ভবিষ্যতি, ব্রহ্ম তু মঞ্চকবৎ আধারঃ। অতঃ যথা দ্বারেণ প্রবিশ্য প্রাসাদে পর্য্যঙ্কে শেতে, তথা অয়ং জীবঃ] নাড়ীভিঃ উপসৃপ্য পুরীতি হৃদয়ে ব্রহ্মণি ঐক্যং যাতি, [ইতি উপকারভেদাৎ নাড়ীপুরীতদ্‌ব্রহ্মাণি] সমুচ্চিতানি [ভবন্তি। নমু সুষুপ্তৌ ব্রহ্মণি জীবাবস্থানে কুতঃ আধারাধেয়ভাবঃ ন প্রতিভাতি ইতি চেৎ ; একীভাবাৎ ইতি ক্রমঃ। যথা সোদককুম্ভঃ তড়াগজলে প্রক্ষিপ্তঃ মগ্নঃ ন পৃথগ্ ভাতি, তথা অন্তঃকরণোপাধিকঃ জীবঃ আবরকাজ্ঞানসহিতঃ ব্রহ্মণি মগ্নত্বাৎ ন পৃথগ্ অবভাসতে। যঃ বিকল্পঃ ত্বয়া উক্তঃ, তস্মিন্] বিকল্পে তু অষ্টদোষতা [স্যাৎ]।

অনুবাদ

সংশয়—[সুষুপ্তি অবস্থা এখানে বিষয়। "তখন এই নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়", এই শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালে জীবের নাড়ীতে প্রবেশ অবগত হওয়া যায়। "সেই [নাড়ী-] সকল অবলম্বনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুরীততে শয়ন করেন", এই শ্রুতিতে পুরীততে তাহার (—জীবের) আশ্রয়তা প্রতীত হয়। "হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী এই যে আকাশ, তাহাতে শয়ন করেন", এই অন্য শ্রুতি হইতে [জীব] আকাশশব্দবাচ্য ব্রহ্মে আশ্রিত, ইহা প্রতিভাত হয়। এইরূপ "যখন সুপ্ত হইয়া কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন করে না, তখন সেই [নাড়ী-] সকলের মধ্যে অবস্থান করে, অনন্তর এই প্রাণেই (—পরমাত্মাতেই) একীভূত হয়", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় নাড়ী এবং পরমাত্মার সমুচ্চয় প্রতিভাত হয়। এইপ্রকারে নাড়ী পুরীতৎ এবং ব্রহ্ম, এই সকল স্থলে সপ্তমীবিভক্তি শ্রুত হওয়ায় এবং [নাড়ী ও পরমাত্মার] সমুচ্চয় শ্রুত হওয়ায় সংশয় হয়—সেই এই] নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, ইহারা কি সুষুপ্তির জন্য বিকল্পিত, অথবা সমুচ্চিত (—ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীতে কি জীব সুষুপ্ত হয়, অথবা এই সকলগুলিরই আবশ্যকতা থাকে)?

পূর্ব্বপক্ষ—[সুষুপ্তিরূপ] একই প্রয়োজনসম্পাদক হওয়ায় ["ধান্যসকলের দ্বারা যজ্ঞ করিবে, যবসকলের দ্বারা যজ্ঞ করিবে", ইত্যাদি বাক্যে পুরোডাশ নির্ম্মাণের জন্য পরস্পর নিরপেক্ষ] যবাদির ন্যায় [নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম] বিকল্পিত হইবে (—যজ্ঞার্থে পুরোডাশের জন্য স্বেচ্ছানুসারে কখনও ধান্যের, কখনও বা যবের গ্রহণের ন্যায় জীব স্বেচ্ছানুসারে নাড়ী প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটীতে সুপ্ত হইবে)।

সিদ্ধান্ত—[নাড়ী প্রভৃতির পরস্পর নিরপেক্ষ একই প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়া সিদ্ধ হয় না, যেহেতু তাহাদের পৃথগ্‌ভাবে উপযোগ অনায়াসেই বলা যায়। যেমন দেখ, চক্ষু প্রভৃতিতে বিচরণকারী জীবের হৃদয়স্থ ব্রহ্মে গমন করিবার জন্য নাড়ীসকল হইবে মার্গস্বরূপ। সেইহেতু অন্য শ্রুতিতে "সেই [নাড়ী-] সকল অবলম্বনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া", এইপ্রকারে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা নাড়ীসকলের সাধনতা শ্রুত হইয়াছে। হৃদয়ের বেষ্টনরূপ (—আবরকরূপ) পুরীতৎ কিন্তু রাজপ্রাসাদের ন্যায় [হৃদয়স্থিত ব্রহ্মের] আবরক হইবে। ব্রহ্ম কিন্তু হইবেন মঞ্চের ন্যায় আধার। এইহেতু যেমন 'দ্বারাবলম্বনে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করে',

এইরূপে এই জীব] নাড়ীসকলের দ্বারা গমন করিয়া পুরীততের মধ্যবর্ত্তী হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্মে একতা প্রাপ্ত হয়, [এইপ্রকারে উপযোগভেদে নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, ইহারা] সমুচ্চিত হইয়া থাকে (—ক্রমশঃ সকলেই প্রয়োজনসম্পাদক হইয়া থাকে। যদি বলা হয়—সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মে অবস্থান করিলে আধার-আধেয়ভাব প্রতিভাত হয় না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছি—যেহেতু একীভূত হয়। যেমন বারিপূর্ণ কুম্ভ তড়াগজলে নিক্ষিপ্ত ও মগ্ন হইয়া পৃথগ্‌ভাবে প্রতিভাত হয় না, এইপ্রকারে অন্তঃকরণোপাধিক জীব আবরক অজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মে মগ্ন হওয়ায় পৃথগ্‌ভাবে প্রতিভাত হয় না। আর ত্বৎকর্ত্তৃক যে বিকল্প কথিত হইয়াছে, সেই] বিকল্পে কিন্তু আটপ্রকার দোষ হইয়া পড়িবে (১)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, সুষুপ্তিস্থানের বিকল্পবশতঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য নির্ণীত হয় না। সিদ্ধান্তে—তাহার সমুচ্চয়বশতঃ ঐক্য নির্ণীত হয়।

ভাবদীপিকা [বিকল্পে আটপ্রকার দোষ]

(১) **বিকল্প স্বীকারে অষ্টদোষ**—বিকল্প (১।১০১ পৃঃ) স্বীকার করিলে শাস্ত্রের পাক্ষিক প্রামাণ্য (—কখনও প্রামাণ্য, কখনও অপ্রামাণ্য) স্বীকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া ৮টী দোষ হইয়া পড়ে। তাহা এইপ্রকার—শ্রুতি বলেন, "ব্রীহিভিঃ যজেত, যবৈর্ব্বা"—'ধান্যের (—তণ্ডুলের) দ্বারা [পুরোডাশ নির্ম্মাণ করিয়া] যজ্ঞ করিবে, অথবা যবের দ্বারা করিবে'। এই উভয়ের মধ্যে যদি **(ক) যব** গৃহীত হয়, তাহা হইলে ব্রীহিবোধক শাস্ত্রে **১। প্রাপ্ত** প্রামাণ্যের ত্যাগ হইবে, কারণ শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় পূর্ব্ব যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ব্রীহিবোধক শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা ত্যক্ত হইতেছে। আবার এই ব্রীহিবোধক শাস্ত্রেই **২। অপ্রাপ্ত** অপ্রামাণ্যের স্বীকার হইবে, কারণ পূর্ব্বযজ্ঞানুষ্ঠানকালে ব্রীহি গৃহীত হওয়ায় তৎবোধক শাস্ত্রে যে অপ্রামাণ্যকে স্বীকার করা হয় নাই, এক্ষণে ব্রীহি গৃহীত না হওয়ায় তাহাই স্বীকার করা হইল। এইরূপে ব্রীহিবোধক শাস্ত্রে দুইটী দোষ হইয়া পড়ে। আর যব গৃহীত হওয়ায় যববোধক শাস্ত্রে **৩। পূর্ব্ব**স্বীকৃত অপ্রামাণ্যের ত্যাগ হইবে, কারণ পূর্ব্বানুষ্ঠানে যব গৃহীত না হওয়ায় তৎবোধক শাস্ত্রকে তৎকালে বস্তুতঃ অপ্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা গৃহীত হওয়ায় সেই অপ্রামাণ্যকে ত্যাগ করা হইল। আবার সেই যববোধক শাস্ত্রে **৪। পূর্ব্ব**ত্যক্ত প্রামাণ্যের পুনরুজ্জীবন হইবে, কারণ পূর্ব্বানুষ্ঠানে যব গৃহীত না হওয়ায় তৎবোধক শাস্ত্রে যে প্রামাণ্য ফলতঃ ত্যক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে যব গৃহীত হওয়ায় সেই পূর্ব্বত্যক্ত প্রামাণ্যকে পুনরায় স্বীকার করা হইল। এইরূপে **যব**বোধক শাস্ত্রে দুইটী দোষ হইয়া পড়ে। **যব** গৃহীত হইলে এইরূপে মোট **চারিটী** দোষ হইয়া পড়ে। এইপ্রকারেই **(খ) ব্রীহি** গৃহীত হইলে যববোধক শাস্ত্রে **১। প্রাপ্ত** প্রামাণ্যের ত্যাগ ও **২। অপ্রাপ্ত** অপ্রামাণ্যের স্বীকার এই দুইটী দোষ এবং ব্রীহিবোধক শাস্ত্রে **৩। পূর্ব্ব**স্বীকৃত অপ্রামাণ্যের ত্যাগ ও **৪। পূর্ব্ব**ত্যক্ত প্রামাণ্যের পুনরুজ্জীবন, এই দুইটী ; এইরূপে মোট **চারিটী** দোষ হইয়া পড়ে। ব্রীহি ও যব বিকল্পে গৃহীত হইলে এইরূপে মোট ৮টী দোষ হইয়া পড়ে।* (ক্রমশঃ)

* স্মরণ রাখিতে হইবে—যব ও ব্রীহি স্থলে বিকল্পাঙ্গীকারে এইপ্রকারে ৮টী দোষ হইলেও যাজ্ঞিকগণকর্ত্তৃক বিকল্পই অঙ্গীকৃত হয়, কারণ দুর্ভিক্ষাদিকালে ইহাদের অন্যতরটী দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। এইপ্রকার বিকল্পাঙ্গীকারকে 'ঐচ্ছিক বিকল্প' বলে। যে স্থলে যেটী গৃহীত হয়, সেইটীকেই সারাজীবন অনুসরণ করা হয়, তাহাকে বলে ব্যবস্থিত বিকল্প। যেমন "উদিতে জুহোতি, অনুদিতে জুহোতি", এই স্থলে প্রথম অগ্নিহোত্রকালে যে পক্ষ গৃহীত হইবে, সেইটীই সারাজীবন অনুসৃত হইবে।

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥৩।২।৭॥

পদচ্ছেদ—তদভাবঃ, নাড়ীষু, তচ্ছ্রুতে, আত্মনি, চ।

সূত্রার্থ—["আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।৬।৩), "পুরীততি শেতে" (বৃঃ ২।১।১৯), "অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে" (বৃঃ ২।১।১৭), "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১), ইতি. বিপ্রতিপন্নানি সুষুপ্তিবাক্যানি দৃশ্যন্তে। তত্র কিং জীবস্য যত্র কুচিৎ সুষুপ্তিঃ ইতি বিকল্পঃ, উত নাড়ীপুরীতৎপ্রবেশানন্তরং পরমাত্মনি এব ইতি সমুচ্চয়ঃ ইতি সংশয়ে; বিকল্পঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদভাবঃ**—তস্য স্বপ্নস্য অভাবঃ সুষুপ্তিঃ ইত্যর্থঃ। **নাড়ীষু আত্মনি চ**—দেহান্তঃস্থিতাসু শিরাসু পুরীতৎবেষ্টিত-হৃদয়স্থব্রহ্মণি চ [ভবতি]। **চকারাৎ** পুরীতৎ লব্ধম্। [অতঃ নাড্যাদীনাং সমুচ্চয়ঃ এব, ন বিকল্পঃ। কুতঃ?] **তচ্ছ্রুতে**—তস্য নাড্যাদীনাং সুষুপ্তিস্থানত্বস্য শ্রুতত্বাৎ। [সমুচ্চয়ানঙ্গীকারে শ্রুতীনাং সংগ্রহঃ ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—["তখন এই নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়", "পুরীততে শয়ন করে", "হৃদয়ের অভ্যন্তরে আকাশ, তাহাতে শয়ন করে", "হে সোম্য, তখন সতের সহিত একীভূত হয়", ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ সুষুপ্তিবোধক বাক্যসকল পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে জীবের কি যে কোন স্থলে সুষুপ্তি হয়, এইপ্রকারে বিকল্প হইবে, অথবা নাড়ী ও পুরীততের মধ্যে প্রবেশের অনন্তর পরমাত্মাতেই সুষুপ্তি হয়, এইরূপে সমুচ্চয় হইবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে; বিকল্প হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদভাবঃ**—সেই স্বপ্নের অভাব, অর্থাৎ সুষুপ্তি। **নাড়ীষু আত্মনি চ**—দেহের অভ্যন্তরবর্ত্তী স্নায়ুসকলে এবং পুরীতৎপরিবেষ্টিত যে হৃদয়, তৎস্থিত ব্রহ্মে হইয়া থাকে। **চকার** হইতে পুরীতৎ লব্ধ হইয়াছে। [এইহেতু স্নায়ু প্রভৃতির সমুচ্চয়ই হইবে, বিকল্প নহে। কেন? উত্তর—] **তচ্ছ্রুতেঃ**—যেহেতু সেই স্নায়ু প্রভৃতির সুষুপ্তিস্থানতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। [সমুচ্চয় স্বীকার না করিলে শ্রুতিবাক্যসকলের সংগ্রহ (—একত্রে বিনিয়োগ) হইবে না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিতা।১ সুষুপ্তাবস্থা ইদানীং পরীক্ষ্যতে।২ তত্র

ভাবদীপিকা

যাহাতউক্ প্রস্তাবিত নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, ইহাদের মধ্যে বিকল্প স্বীকার করিলেও উক্ত ৮টী দোষ হইয়া পড়িবে, যথা—(ক) জীব যদি নাড়ীতে সুপ্ত হয়, তাহা হইলে পুরীতৎ ও ব্রহ্মবোধকবাক্যে ১। প্রাপ্ত প্রামাণ্যের ত্যাগ, ও ২। অপ্রাপ্ত অপ্রামাণ্যের স্বীকার, এই দুইটী দোষ এবং নাড়ীবোধক বাক্যে ৩। পূর্ব্বস্বীকৃত অপ্রামাণ্যের ত্যাগ ও ৪। পূর্ব্বত্যক্ত প্রামাণ্যের পুনরুজ্জীবন, এই দুইটী দোষ; এইরূপে মোট **চারিটী** দোষ হইয়া পড়ে। আর (খ) জীব যদি পুরীতৎ ও ব্রহ্মে সুপ্ত হয়, তাহা হইলে নাড়ীবোধক বাক্যে ১। প্রাপ্ত প্রামাণ্যের ত্যাগ ও ২। অপ্রাপ্ত অপ্রামাণ্যের স্বীকার, এই দুইটী দোষ এবং পুরীতৎ ও ব্রহ্মবোধক বাক্যে ৩। পূর্ব্বস্বীকৃত অপ্রামাণ্যের ত্যাগ এবং ৪। পূর্ব্বত্যক্ত প্রামাণ্যের পুনরুজ্জীবন, এই দুইটী দোষ; এইরূপে মোট **চারিটী** দোষ হইয়া পড়িবে। এই-প্রকারে নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, ইহাদের মধ্যে বিকল্প অঙ্গীকৃত হইলে উক্ত ৮টী দোষ হইয়া পড়িবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

এতাঃ সুষুপ্তিবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ ভবন্তি ।৩ কচিৎ শ্রূয়তে—“তৎ যত্র এতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তঃ ভবতি” (ছাঃ ৮।৬।৩) ইতি ।৪ অন্যত্র তু নাড়ীরেব অনুক্রম্য শ্রূয়তে—“তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে” (বৃঃ ২।১।১৯) ইতি ।৫ তথা অন্যত্র নাড়ীরেব অনুক্রম্য “তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি” (কৌঃ ৪।১৯) ইতি ।৬ তথা অন্যত্র “যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে” (বৃঃ ২।১।১৭) ইতি ।৭ তথা অন্যত্র “সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি স্বম্ অপীতো ভবতি” (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি ।৮ “প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম্” (বৃঃ ৪।৩।২১) ইতি চ ।৯ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ এতানি নাড্যাদীনি পরস্পরনিরপেক্ষাণি ভিন্নানি সুষুপ্তিস্থানানি, আহোস্বিৎ পরস্পরাপেক্ষয়া একং সুষুপ্তিস্থানম্ ইতি ।১০ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? ১১ ভিন্নানি ইতি ।১২

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। বিষয়বাক্য ও সংশয়]

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইয়াছে ।১ এক্ষণে সুষুপ্তাবস্থা বিচারিত হইতেছে ।২ সেইস্থলে (—সুষুপ্তিচিন্তার প্রকরণে) সুষুপ্তিবিষয়ক এই শ্রুতিসকল আছে ।৩ কোন কোন স্থলে শ্রুত হইতেছে—“সেই স্থলে যখন [জীব] এতাদৃশ সুষুপ্ত, সমস্ত (—উপরতকরণবৃত্তি) ও সম্প্রসন্ন (—বাহ্যবিষয়সহ সম্বন্ধজনিত কালুষ্যরহিত) হইয়া স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়”, ইত্যাদি ।৪ অন্য স্থলে কিন্তু নাড়ীসকলকেই উল্লেখ করিয়া শ্রুত হইতেছে—“সেই [নাড়ী-] সকলের দ্বারা প্রত্যাবর্তন করিয়া পুরীততে শয়ন করে”, ইত্যাদি ।৫ এইপ্রকারে অন্যত্র নাড়ীসকলকেই উল্লেখ করিয়া শ্রুত হইতেছে—“সেই [নাড়ী-] সকলের মধ্যে তখন অবস্থান করে, যখন সুপ্ত হইয়া কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন করে না, অনন্তর এই প্রাণেই (—পরমাত্মাতেই) একীভূত হয়”, ইত্যাদি ।৬ এইপ্রকারে অন্য স্থলে শ্রুত হইতেছে—এই যে হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্তী আকাশ (—পরমাত্মা), তাহাতে শয়ন করে”, ইত্যাদি ।৭ এইরূপে অন্যত্র শ্রুত হইতেছে—“হে সোম্য, সেই সময়ে সতের (— ব্রহ্মের) সহিত একীভূত হয়, স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়”, ইত্যাদি ।৮ আর “প্রাজ্ঞ আত্মার (—পরমাত্মার) দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য, অথবা আভ্যন্তর কোন বস্তুকেই জানিতে পারে না”, ইত্যাদি শ্রুতিও আছে ।৯ সেই স্থলে সংশয় হয়—এই নাড়ী (—স্নায়ু) প্রভৃতি কি পরস্পর নিরপেক্ষ বিভিন্ন সুষুপ্তিস্থান, অথবা পরস্পর-সাপেক্ষ হওয়ায় একটী সুষুপ্তিস্থান ?১০ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?১১

[পূঃ—নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, ইহারা পরস্পরনিরপেক্ষ সুষুপ্তিস্থান।]

পূর্ব্বপক্ষ—ইহরা বিভিন্ন সুষুপ্তিস্থান ।১২ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? ১৩

শাঙ্করভাষ্যম্

কুতঃ? ১৩ একার্থত্বাৎ।১৪ নহি একার্থানাং ক্বচিৎ পরস্পরাপেক্ষত্বং দৃশ্যতে ব্রীহিযবাদীনাম্।১৫ নাড্যাদীনাং তু একার্থতা সুষুপ্তৌ দৃশ্যতে—"নাড়ীষু সৃপ্তঃ ভবতি" (ছাঃ ৮।৬।৩), "পুরীততি শেতে" (বৃঃ ২।১।১৯), ইতি চ তত্র তত্র সপ্তমীনির্দ্দেশস্য তুল্যত্বাৎ।১৬ ননু ন এবং সতি সপ্তমীনির্দ্দেশঃ দৃশ্যতে "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি।১৭ নৈষঃ দোষঃ, তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্য গম্যমানত্বাৎ।১৮ বাক্যশেষঃ হি তত্র আয়তনৈষী জীবঃ সদুপসর্পতি ইতি আহ—"অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধা প্রাণম্ এব উপশ্রয়তে" (ছাঃ ৬।৮।২) ইতি।১৯ প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্য সতঃ উপাদানাৎ।২০ আয়তনং চ সপ্তম্যর্থঃ।২১ সপ্তমীনির্দ্দেশঃ অপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে—"সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে"

ভাষ্যানুবাদ

[উত্তর—] যেহেতু একই প্রয়োজনসম্পাদক।১৪ দেখ, [পুরোডাশনির্ম্মাণরূপ] একই প্রয়োজনসম্পাদক ধান্য ও যব প্রভৃতির পরস্পরাপেক্ষা কোন স্থলে পরিদৃষ্ট হয় না।১৫ নাড়ী প্রভৃতির [সুষুপ্তিরূপ] একই প্রয়োজনসম্পাদকতা কিন্তু সুষুপ্তিতে পরিদৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু "নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়", "পুরীততে শয়ন করে", এইপ্রকারে সেই সেই স্থলে সপ্তমীবিভক্তির নির্দ্দেশ সমানভাবেই আছে।১৬ [শঙ্কা—] পরন্তু সতে (—ব্রহ্মবস্তুতে) এইপ্রকার সপ্তমীবিভক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে না, যথা—"হে প্রিয়দর্শন, তখন সতের সহিত একীভূত হয়", 'এইরূপে তৃতীয়াবিভক্তি শ্রুত হইতেছে'।১৭ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু সেই স্থলেও সপ্তমীবিভক্তির অর্থ অবগত হওয়া যাইতেছে।১৮ [ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু সেই স্থলে (—"সতা সোম্য" ইত্যাদি বাক্যে) আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী জীব সৎকে উপসর্পণ (—ব্রহ্মে গমন) করে, ইহা বাক্যশেষাংশ বলিতেছে, যথা—"অন্যত্র আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া প্রাণকেই আশ্রয় করে", ইত্যাদি।১৯ [কিন্তু প্রাণকে আশ্রয় করিলে প্রস্তাবিত সতের কি হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রাণশব্দের অর্থ 'সৎ'], যেহেতু সেই স্থলে (—ছাঃ ৬।৮।২ শ্রুতিতে) প্রাণশব্দের দ্বারা [ছাঃ ৬।৮।১ বাক্যে] প্রস্তাবিত সতেরই (—সদ্বস্তু ব্রহ্মেরই) গ্রহণ হইয়াছে।২০ [কিন্তু তাহা হইলেও সপ্তমীবিভক্তির অর্থকে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হওয়া গেল? উত্তর—] আর সপ্তমীর অর্থ আয়তন, (—আধার, এই স্থলে প্রাণই সেই আধার, সুতরাং প্রাণশব্দসমর্পিত সতে সপ্তমীবিভক্তি প্রতিভাত হইতেছে, ইহাই ভাব।২১ 'সৎ-শব্দে সপ্তমীবিভক্তি পরিদৃষ্ট হয় না,' ইহা অঙ্গীকারকরতঃ ইহা কথিত হইল। এক্ষণে 'তাহাতে সপ্তমীবিভক্তি আছে' ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] সেই স্থলে (—সৎ-শব্দে) সপ্তমীবিভক্তির নির্দ্দেশ বাক্যশেষে [স্পষ্ট] পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"সতে

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ৬।৮।২) ইতি ।২২ সর্বত্র চ বিশেষবিজ্ঞানোপরমলক্ষণং সুষুপ্তং ন বিশিষ্যতে।২৩ তস্মাৎ একার্থত্বাৎ নাড্যাদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্থানং স্বাপায় উপসর্পতি ইতি।২৪ এবং প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে—"তদভাবো নাড়ীষু আত্মনি চ" ইতি।২৫ 'তদভাবঃ' ইতি তস্য প্রকৃতস্য স্বপ্নদর্শনস্য অভাবঃ সুষুপ্তম্ ইত্যর্থঃ।২৬ "নাড়ীষু আত্মনি চ" ইতি সমুচ্চয়েন এতানি নাড্যাদীনি স্বাপায় উপৈতি, ন বিকল্পেন ইত্যর্থঃ।২৭ কুতঃ? ২৮ তৎ-শ্রুতেঃ।২৯ তথাহি—সর্বেষাম্ এব নাড্যাদীনাং তত্র তত্র সুষুপ্তিস্থানত্বং শ্রূয়তে।৩০ তচ্চ সমুচ্চয়ে সংগৃহীতং ভবতি।৩১ বিকল্পে হি এষাং পক্ষে বাধঃ

ভাষ্যানুবাদ

একীভূত হইয়া [প্রাণিগণ] জানিতে পারে না 'আমরা সতে একীভূত হইয়াছি", ইত্যাদি। [অতএব নাড়ী ও সৎ প্রভৃতি তত্তৎ স্থলে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ সমানভাবেই আছে]।২২ আর [নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম] সকলস্থলেই বিশেষ বিজ্ঞানের উপরমরূপ সুষুপ্তি বিভিন্নপ্রকার হয় না (—একইপ্রকার হইয়া থাকে)।২৩ সেই-হেতু [পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একই প্রয়োজনের সম্পাদক হওয়ায় নাড়ী প্রভৃতির বিকল্পদ্বারা [জীব] সুষুপ্তির জন্য কখনও কোন স্থলে গমন করে (—জীব সুষুপ্তির জন্য কখনও নাড়ীতে, কখনও পুরীততে, কখনও ব্রহ্মে, কখনও বা বৃঃ ২।১।১৯ শ্রুতিপ্রতিপাদিতপ্রকারে নাড়ীদ্বারা পুরীতৎমধ্যস্থ ব্রহ্মে গমন করে), ইত্যাদি।২৪

[সিঃ—নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, ইহারা সমুচ্চিতভাবে জীবের সুষুপ্তিস্থান।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে প্রতিপাদিত হইতেছে—"তদভাবঃ নাড়ীষু আত্মনি চ", ইত্যাদি।২৫ 'তদভাবঃ' ইহার অর্থ—সেই [পূর্ব্বাধিকরণে] প্রস্তাবিত স্বপ্নদর্শনের অভাব, অর্থাৎ সুষুপ্তি।২৬ "নাড়ীষু আত্মনি চ", ইহার অর্থ—[জীব] সুষুপ্তির জন্য এই নাড়ী প্রভৃতিকে সমুচ্চিতভাবে প্রাপ্ত হয় (—নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, সকলগুলিকেই ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়), কিন্তু বিকল্পিতভাবে নহে (—কখনও কোনটীকে প্রাপ্ত হয়, এইরূপ নহে), ইহাই অর্থ।২৭ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ?২৮ [উত্তর—] তাহা (—নাড়ী প্রভৃতির সুষুপ্তিস্থানতা) শ্রুতিতে [শ্রুত] হইতেছে।২৯ যেমন দেখ, নাড়ী প্রভৃতি সকলগুলিরই সুষুপ্তিস্থানতা সেই সেই স্থলে শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।৩০ আর তাহা (—নাড়ী প্রভৃতির সুষুপ্তিস্থানতা) সমুচ্চয় (—সকলগুলি [ক্রমশঃ] গৃহীত) হইলেই সংগৃহীত হয়।৩১ [কিন্তু ইহারা কখনও কোনটী, এইপ্রকারে বিকল্পে গৃহীত হইলেও সংগৃহীত হয়ই। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা সম্ভব নহে], যেহেতু বিকল্পাঙ্গীকারে ইহাদের (—নাড়ী প্রভৃতির) পক্ষে বাধ হইয়া পড়িবে (—নাড়ী গৃহীত হইলে পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, পুরীতৎ গৃহীত হইলে নাড়ী ও ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম গৃহীত হইলে নাড়ী ও পুরীতৎ ত্যক্ত হইয়া পড়িবে)।৩২ [শঙ্কা—]

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ।৩২ ননু একার্থত্বাৎ বিকল্পঃ নাড্যাদীনাং ব্রীহিযবাদিবৎ ইতি উক্তম্।৩৩ ন ইতি উচ্যতে।৩৪ নহি একবিভক্তিনির্দ্দেশ-মাত্রেণ একার্থত্বং বিকল্পশ্চ আপততি, নানার্থত্বসমুচ্চয়য়োঃ অপি একবিভক্তিনির্দ্দেশদর্শনাৎ 'প্রাসাদে শেতে' 'পর্য্যঙ্কে শেতে' ইতি এবমাদিষু।৩৫ তথা ইহাপি 'নাড়ীষু পুরীততি ব্রহ্মণি চ স্বপিতি' ইতি এতদ্ উপপদ্যতে সমুচ্চয়ঃ।৩৬ তথাচ শ্রুতিঃ—

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু একই প্রয়োজনের সাধক হওয়ায় ধান্য ও যবাদির ন্যায় নাড়ী প্রভৃতির বিকল্প হইবে, ইহা বলা হইয়াছে (২৪ বাক্য)।৩৩ [সমাধান—] বলা হইতেছে—না, ইহা বলা যায় না (২)।৩৪ দেখ, কেবলমাত্র সমানবিভক্তির নির্দ্দেশ দ্বারা একই প্রয়োজনসম্পাদকতা এবং বিকল্প আপতিত হয় না (—তাহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না), যেহেতু নানাপ্রয়োজনসম্পাদকতা এবং সমুচ্চয় (—সম্মিলিত কার্য্য-কারিতা), এই উভয়েই একবিভক্তির নির্দ্দেশ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—'প্রাসাদে শয়ন করে', 'পর্য্যঙ্কে শয়ন করে', ইত্যাদি স্থলসকলে হইয়া থাকে (৩)।৩৫ এইরূপে (—প্রাসাদ ও পর্য্যঙ্কের সমুচ্চয়ের ন্যায়) এখানেও (—সুষুপ্তিতেও) নাড়ীসকলে

ভাবদীপিকা

(২) ধান্য যবের দৃষ্টান্তবলে তুমি নাড়ী প্রভৃতির বিকল্প অঙ্গীকার করিতেছ, ইহা বিষম-দৃষ্টান্ত। যেহেতু দর্শপূর্ণমাসে পুরোডাশনির্ম্মাণের সাধনরূপে ধান্য (—তণ্ডুল) ও যব বিহিত হইয়াছে, তাহারা পরস্পর নিরপেক্ষ সাধন, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ। শ্রুতিও 'বা' শব্দপ্রয়োগের (১০৭ পৃঃ) দ্বারা তাহা বলিতেছেন। সেইহেতু গত্যন্তর না থাকায় সেই স্থলে বিকল্প অঙ্গীকৃত হই-য়াছে। নাড়ী প্রভৃতির কিন্তু পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া সুষুপ্তির সাধন হইবার সামর্থ্য নাই,ইহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। অতএব দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বৈষম্যবশতঃ যবাদিদৃষ্টান্তবলে নাড়ী প্রভৃতির বিকল্প অঙ্গীকার করা যায় না। আর তুমি যে নাড়ী প্রভৃতির একই প্রয়োজনসম্পাদক-তার কথা বলিতেছ (১৬ বাক্য), ১। তাহা কি কোন প্রমাণসিদ্ধ, অথবা ২। মাত্র সপ্তমী-বিভক্তির বলে তাহা বলিতেছ ? প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে ; কারণ তাদৃশ কোন প্রমাণ উপলব্ধ হয় না। দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—নহি—'দেখ, কেবল' ইত্যাদি (৩৫ বাক্য) .

(৩) ভাব এই—পর্য্যঙ্ক ধারণই প্রাসাদের প্রয়োজন এবং শয়নের আধার হওয়াই পর্য্য-ঙ্কের প্রয়োজন। এইরূপে বিভিন্নপ্রকার প্রয়োজনসম্পাদক হইলেও উভয়ত্র সপ্তমীবিভক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবার প্রাসাদ পর্য্যঙ্ককে ধারণ করে এবং পর্য্যঙ্ক শায়িতকে ধারণ করে, এইপ্রকারে তাহাদের সমুচ্চয়ও দৃষ্টসিদ্ধ। তথাপি উভয়ত্র সপ্তমীবিভক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং মাত্র সমানবিভক্তির বলে যে একই প্রয়োজনসম্পাদকতা ও বিকল্প অঙ্গীকার করিতেছ, তাহা অসঙ্গত। প্রাসাদ ও পর্য্যঙ্কের সমুচ্চয়ের ন্যায় নাড়ী ও পুরীতৎ সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্ম-গমনের মার্গরূপে এবং ব্রহ্ম সুষুপ্তির অধিকরণরূপে সমুচ্চিত হয়, ইহা বলিতেছেন—তথা—'এইরূপে' ইত্যাদি (৩৬ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথ অস্মিন্ প্রাণে এব একধা ভবতি" (কৌ: ৪।১৯) ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণস্য চ সুষুপ্তৌ শ্রাবয়তি একবাক্যোপাদানাৎ।৩৭ প্রাণস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধিগতং "প্রাণস্তথানুগমাৎ" (১।১।২৮) ইত্যত্র।৩৮ যত্রাপি নিরপেক্ষাঃ ইব নাড়ীঃ সুপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি—"আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তঃ ভবতি" (ছা: ৮।৬।৩) ইতি, তত্রাপি প্রদেশান্তর-প্রসিদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ অপ্রতিষেধাৎ নাড়ীদ্বারেণ এব ব্রহ্মণি এব অবতিষ্ঠতে ইতি প্রতীয়তে।৩৯ নচ এবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুধ্যতে, নাড়ীদ্বারাপি ব্রহ্মোপসর্পন্ সৃপ্তঃ এব নাড়ীষু ভবতি।৪০ যঃ হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি, গতঃ এব সঃ গঙ্গায়াং

ভাষ্যানুবাদ

পুরীতত্তে এবং ব্রহ্মে সুষুপ্ত হয়, এইপ্রকারে সমুচ্চয় সঙ্গত হইতেছে, [বিকল্প নহে]।৩৬ যেমন দেখ, ["জীব] সেই [নাড়ী-] সকলের মধ্যে তখন অবস্থান করে, যখন সুপ্ত হইয়া কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন করে না, অনন্তর এই প্রাণেই একীভূত হয়", এই শ্রুতি সুষুপ্তিতে নাড়ীসকলের এবং প্রাণের সমুচ্চয় শ্রবণ করাইতেছেন; যেহেতু [নাড়ী ও প্রাণ] একই বাক্যে গৃহীত হইয়াছে।৩৭ [কিন্তু নাড়ী ও প্রাণের সমুচ্চয়ই সিদ্ধ হইল, ব্রহ্মের নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "প্রাণ-স্তথানুগমাৎ" ইত্যাদি এই স্থলে প্রাণের ব্রহ্মতা সম্যগ্রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে।৩৮

[সিঃ—নাড়ী সুষুপ্তির জন্ত ব্রহ্মে গমনের দ্বারমাত্র, অন্তনিরপেক্ষ সুষুপ্তিস্থান নহে।]

[কিন্তু নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয় অঙ্গীকার করিলে যে সকল শ্রুতিতে তাহাদের অন্য নিরপেক্ষ সুষুপ্তিস্থানতা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা বিরোধগ্রস্ত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [শ্রুতি] যেখানে যেন নিরপেক্ষ নাড়ীসকলকে সুষুপ্তিস্থান-রূপে শ্রবণ করাইতেছেন, যথা—"তখন এই নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়" ইত্যাদি, সেই স্থলেও প্রদেশান্তরে (—শ্রুতির অন্য প্রকরণে) প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিষেধ না হওয়ায় নাড়ীরূপ দ্বার অবলম্বনেই ব্রহ্মেই অবস্থান করে (—গমন করে), ইহা প্রতীত হয়।৩৯ [কিন্তু নাড়ী ব্রহ্মে গমনের দ্বারস্বরূপ হইলে অধিকরণ-ভাবাত্মক সপ্তমী বিভক্তির গতি কি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই-প্রকার হইলেও (—নাড়ী ও ব্রহ্মের সমুচ্চয় হইলেও) নাড়ীসকলে সপ্তমীবিভক্তি বিরুদ্ধ হয় হয় না, [কারণ] নাড়ীরূপ দ্বার অবলম্বনেও ব্রহ্মের নিকট গমনকারী নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই থাকে।৪০ যেমন যিনি গঙ্গার দ্বারা সাগরে গমন করেন, তিনি গঙ্গাতে গতই হইয়া থাকেন। [অতএব নাড়ীতে সপ্তমীবিভক্তির অর্থ—'আধারতা মাত্র', 'অন্যনিরপেক্ষ আধারতা' নহে। সেইহেতু নাড়ীতে সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা সমুচ্চয়ের বাধ হয় না] ।৪১

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি ।৪১ অপিচ অত্র রশ্মিনাড়ীদ্বারাত্মকস্য ব্রহ্মলোকমার্গস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নাড়ীস্তুত্যর্থং সুপ্তিসংকীর্ত্তনম্ ।৪২ "নাড়ীষু সৃপ্তঃ ভবতি", ইতি উক্ত্বা "তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি" (ছাঃ ৮৷৬৷৩), ইতি ব্রুবন্ নাড়ীঃ প্রশংসতি ।৪৩ ব্রবীতি চ পাপ্মস্পর্শাভাবে হেতুম্— "তেজসা হি তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৮৷৬৷৩) ইতি ।৪৪ তেজসা নাড়ীগতেন পিত্তাখ্যেন অভিব্যাপ্তকরণঃ ন বাহ্যান্ বিষয়ান্ ঈক্ষতে ইত্যর্থঃ ।৪৫ অথবা 'তেজসা' ইতি ব্রহ্মণঃ এব অয়ং নির্দ্দেশঃ, শ্রুত্যন্তরে "ব্রহ্ম এব তেজঃ এব" (বৃঃ ৪৷৪৷৭) ইতি তেজঃশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রযুক্তত্বাৎ ।৪৬ ব্রহ্মণা হি তদা সম্পন্নঃ ভবতি নাড়ীদ্বারেণ অতঃ তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি ইত্যর্থঃ ।৪৭ ব্রহ্মসম্পত্তিশ্চ পাপ্মস্পর্শাভাবে হেতুঃ সমধিগতঃ "সর্ব্বে পাপ্মানঃ অতঃ নিব-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নাড়ী ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ। মার্গরূপে নাড়ীর স্তুতি শ্রুত হওয়ায়, ব্রহ্মের সহিত একীভাব পাপসংস্পর্শাভাবের হেতু হওয়ায় এবং নাড়ীপ্রবেশ উক্ত একীভাবের হেতু হওয়ায় নাড়ী ব্রহ্মে গমনের দ্বারস্বরূপ।]

[কিন্তু নাড়ীকে সুষুপ্তিস্থানরূপে গ্রহণ না করিয়া দ্বাররূপে করিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দেখ, এখানে (—ছান্দোগ্যের (৮৷৬) নাড়ীপ্রকরণে) রশ্মিসংযুক্ত নাড়ীরূপ দ্বারাত্মক যে ব্রহ্মলোকগমনের মার্গ তাহা বিবক্ষিত হওয়ায় নাড়ীর স্তুতির জন্য [তাহাতে] প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে।৪২ [স্তুতিবিষয়ে লিঙ্গ-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়", ইহা বলিয়া "তাহাকে কোন পাপ স্পর্শ করে না", এইপ্রকার কথনকারী [বেদ] নাড়ীসকলকে প্রশংসা করিতেছেন।৪৩ আর "তেজের (—নাড়ীমধ্যগত পিত্তের) দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে ব্যাপ্ত হয়", এইপ্রকারে [শ্রুতি] পাপের সহিত সংস্পর্শাভাবের প্রতি হেতুর কথা বলিতেছেন।৪৪ [কিন্তু তেজোব্যাপ্তের পাপসংস্পর্শ হয় না, ইহা কিপ্রকারে সম্ভব? তাহা বলিতেছেন—] নাড়ীমধ্যগত পিত্তনামক তেজের দ্বারা যাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বাহ্য বিষয়সকলকে দর্শন করে না। [ফলে সুখদুঃখের অভাববশতঃ তাহার হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের (—পুণ্যপাপের) সহিত সংস্পর্শ থাকে না, ইহাই ভাব। এইরূপে মার্গরূপে নাড়ীর স্তুতি শ্রুত হওয়ায় নাড়ী সুষুপ্তি-স্থান নহে, ইহা সিদ্ধ হয়।৪৫ এই বিষয়ে ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] অথবা "তেজসা" এই নির্দ্দেশটী ব্রহ্মেরই, যেহেতু অন্য শ্রুতিতে "ব্রহ্মই হইয়া থাকেন, তেজই হইয়া থাকেন", এইপ্রকারে তেজঃশব্দটী ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইয়াছে।৪৬ নাড়ীরূপ দ্বার অবলম্বনে [জীব] তখন ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়, এইহেতু তাহাকে কোন পাপ স্পর্শ করে না, ইহাই ভাব।৪৭ আর ব্রহ্মের সহিত একীভাব পাপস্পর্শাভাবের প্রতি হেতু, ইহা "সকল পাপ ইঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, যেহেতু এই ব্রহ্মরূপ লোক সর্ব্ব-

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতে অপহতপাপ্মা হি এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ছাঃ ৮।৪।২), ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ।৪৮ এবং চ সতি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তি-স্থানেন অনুগতঃ নাড়ীনাং সমুচ্চয়ঃ সমধিগতঃ ভবতি।৪৯ তথা পুরীততঃ অপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং সঙ্কীর্ত্তনাৎ তদনুগুণমেব সুষুপ্তি-স্থানত্বং বিজ্ঞায়তে—"যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে" (বৃঃ ২।১।১৭) ইতি।৫০ হৃদয়াকাশে সুষুপ্তিস্থানে প্রকৃতে ইদম্ উচ্যতে—"পুরীততি শেতে" (বৃঃ ২।১।১৯) ইতি।৫১ 'পুরীতৎ' ইতি হৃদয়পরিবেষ্টনম্ উচ্যতে।৫২ তদন্তর্বর্ত্তিনি অপি হৃদয়া-কাশে শয়ানঃ শক্যতে 'পুরীততি শেতে' ইতি বক্তুম্।৫৩ প্রাকারপরিক্ষিপ্তে অপি পুরে বর্ত্তমানঃ প্রাকারে বর্ত্ততে ইতি উচ্যতে।৫৪ হৃদয়াকাশস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধিগতং "দহর উত্তরেভ্যঃ"

ভাষ্যানুবাদ

পাপাতীত", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে।৪৮ আর এইপ্রকার হইলে (—নাড়ীসকল সর্ব্বপাপাতীত ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইলে, শ্রুতির] অন্য স্থানে প্রসিদ্ধ যে সুষুপ্তিস্থানভূত ব্রহ্ম, তাঁহার সহিত অনুগতভাবে (—তাঁহার অধীনভাবে) নাড়ীসকলের সমুচ্চয় (—গ্রহণ, অর্থাৎ নাড়ীসকল ব্রহ্মে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ, ইহা) সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া যাইতেছে।৪৯

[সিঃ—পুরীতৎ ও ব্রহ্মের সমুচ্চয়। পুরীতৎ অন্তনিরপেক্ষ সুষুপ্তিস্থান নহে, হৃদয়ের আবরক মাত্র।]

[নাড়ী ও ব্রহ্মের অপ্রধান ও প্রধানভাবে সমুচ্চয় প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে পুরীতৎ ও ব্রহ্মবিষয়ে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারে ব্রহ্মবোধক প্রক্রিয়াতে (—প্রকরণে) পুরীততেরও বর্ণনা থাকায় তাহার (—প্রকরণপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের) অনুগতরূপেই (—অধীনরূপেই, পুরীততের] সুষুপ্তিস্থানতা অবগত হওয়া যাইতেছে, যথা—"এই যে হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ, তাহাতে শয়ন করে", ইত্যাদি।৫০ [কিন্তু আকাশেই শয়নের কথা বলা হইতেছে, তাহাতে পুরীততের কি হইল ? উত্তর—উক্ত শ্রুতিতে] হৃদয়াকাশ সুষুপ্তিস্থানরূপে প্রস্তাবিত হইলে ইহা কথিত হইতেছে—"পুরীততে শয়ন করে", ইত্যাদি।৫১ [তাহাতেই বা কি হইল ? উত্তর—] হৃদয়ের বেষ্টনকে (—মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তী হৃদয়কমলের আবরক ঝিল্লীকে) 'পুরীতৎ' বলা হয়।৫২ তাহার (—পুরীততের) অভ্যন্তরবর্ত্তী হৃদয়াকাশে যিনি শয়ান, তাঁহাকেও 'পুরীততে শয়ন করেন' ইহা বলিতে পারা যায়।৫৩ [যেমন] প্রাকার (—প্রাচীর) পরিবেষ্টিত পুরীতে যিনি বর্ত্তমান, তাঁহাকেও 'প্রাকারের মধ্যে বর্ত্তমান' এইরূপ বলা হয়।৫৪ [আচ্ছা এইপ্রকারে পুরীতৎ ও আকাশের অপ্রধান ও প্রধানভাবে সমুচ্চয় অবগত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্রহ্মের তাহাতে কি হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "দহর উত্তরেভ্যঃ"

শাঙ্করভাষ্যম্

(১।৩।১৪) ইত্যত্র।৫৫ তথা নাড়ীপুরীতৎসমুচ্চয়ঃ অপি—"তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" (বৃঃ ২।১।১৯) ইতি একবাক্যোপাদানাৎ অবগম্যতে।৫৬ সৎপ্রাজ্ঞয়োশ্চ প্রসিদ্ধম্ এব ব্রহ্মত্বম্।৫৭ এবম্ এতাসু শ্রুতিষু ত্রীণি এব সুষুপ্তিস্থানানি সঙ্কীর্ত্তিতানি—নাড্যঃ পুরীতৎ ব্রহ্ম চ ইতি।৫৮ তত্রাপি দ্বারমাত্রং নাড্যঃ পুরীতৎ চ, ব্রহ্ম এব তু একং অনপায়ি সুষুপ্তিস্থানম্।৫৯ অপিচ নাড্যঃ পুরীতদ্বা জীবস্য উপাধ্যাধারঃ এব ভবতি, তত্র অস্য করণানি বর্ত্তন্তে ইতি।৬০

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি স্থলে হৃদয়াকাশের ব্রহ্মতা সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে।৫৫ এই-প্রকারে পুরীতৎ অন্যনিরপেক্ষ সুষুপ্তিস্থান নহে; ইহা প্রতিপাদিত হইল]।

[সিঃ—নাড়ী ও পুরীততের সমুচ্চয়। ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান, নাড়ী ও পুরীতৎ দ্বারমাত্র।]

[পুরীতৎ ও ব্রহ্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদন করিয়া একণে নাড়ী ও পুরীততের তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] তদ্রূপ "সেই [নাড়ী-] সকলের দ্বারা [জাগরিত স্থান হইতে] প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুরীততে শয়ন করে", এইপ্রকারে একটী বাক্যে গৃহীত (—বর্ণিত) হওয়ায় নাড়ী ও পুরীততের সমুচ্চয়ও অবগত হওয়া যাইতেছে (৪)।৫৬ সৎ ও প্রাজ্ঞের ব্রহ্মত্ব প্রসিদ্ধই আছে (—উক্ত শব্দদ্বয় শ্রুতিতে ব্রহ্মবোধকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে)।৫৭ এইপ্রকারে এই শ্রুতিসকলে নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই তিনটীই সুষুপ্তিস্থানরূপে বর্ণিত হইয়াছে।৫৮ তাহাদের মধ্যেও নাড়ীসকল ও পুরীতৎ দ্বারমাত্র, কিন্তু একমাত্র অবিনাশী ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান।৫৯

[সিঃ—সুষুপ্তিতে নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্মের ক্রমসমুচ্চয়, বিকল্প নহে।]

[নাড়ী ও পুরীতৎ দ্বারমাত্র, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, নাড়ীসকল, অথবা পুরীতৎ জীবের [লিঙ্গশরীররূপ] উপাধির আধারই হইয়া থাকে, সেই স্থলে ইহার ইন্দ্রিয়সকল বর্ত্তমান থাকে (৫)।৬০ [কিন্তু "ইন্দ্রিয়সকল

ভাবদীপিকা

(৪) এতাবৎপর্য্যন্ত বিচারে বস্তুস্থিতি হইল এইপ্রকার—নাড়ীরূপ দ্বার অবলম্বনে পুরীততে গমন করিয়া তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী হৃদয়াকাশরূপ ব্রহ্মে শয়ন করে (—সুষুপ্ত হয়)। আশঙ্কা হয়—"সতা…সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) এবং "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষক্তঃ" (বৃঃ ৪।৩।২১), ইত্যাদি স্থলে "সৎ" এবং "প্রাজ্ঞ", ইহারাও সুষুপ্তিস্থানরূপে বর্ণিত হওয়ায় সুষুপ্তিস্থান হইতেছে পাঁচটী, নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই তিনটী মাত্র নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—**সৎপ্রাজ্ঞয়োশ্চ**—'সৎ' ইত্যাদি (৫৭ বাক্য)।

(৫) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—"স্বপ্নদর্শনকালে জীব নাড়ীর মধ্যে অবস্থান করে, তথা হইতে পুরীততে গমন করে"। এই স্থলে রহস্য এই—নিদ্রারম্ভকালে জীবের ইন্দ্রিয়-সকল বাহ্যগোলকত্যাগ করিয়া হিতানামক নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবেশ করে (বৃঃ ৪।৩।২০, ২।১।১৯)। নিদ্রাদোষসহকৃত পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার এবং শুভাশুভ অদৃষ্টপ্রভাবে সেই

শাঙ্করভাষ্যম্

নহি উপাধিসম্বন্ধম্ অন্তরেণ স্বতঃ এব জীবস্য আধারঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি, ব্রহ্মাব্যতিরেকেণ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ।৬১ ব্রহ্মাধারত্বম্ অপি অস্য সুষুপ্তে নৈব আধারাধেয়ভেদাভিপ্রায়েণ উচ্যতে।৬২ কথং তর্হি?৬৩ তাদাত্ম্যাভিপ্রায়েণ।৬৪ যতঃ আহ—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি, স্বম্ অপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি।৬৫ স্বশব্দেন আত্মা অভিলপ্যতে, স্বরূপম্ আপন্নঃ সুপ্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ।৬৬ অপিচ ন কদাচিৎ জীবস্য ব্রহ্মণা সম্পত্তিঃ

ভাষ্যানুবাদ

বর্তমান থাকে" বলিতেছ কেন? সাক্ষাদ্‌ভাবে জীবই সেই স্থলে অবস্থান করে, ইহা বলাই উচিত। উত্তর—] দেখ, উপাধিসম্বন্ধ ব্যতিরেকে (—উপাধির আশ্রয় হওয়া ব্যতিরেকে, নাড়ী প্রভৃতি] কোন কিছু স্বভাবতঃ জীবের আধার হইবে, ইহা সম্ভব নহে; যেহেতু [জীব] ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত (ছাঃ ৭।২৪।১)।৬১ [তাহা হইলে ব্রহ্মই বা জীবের স্বাপাধার কিপ্রকারে হইবেন? উত্তর—] আর সুষুপ্তিতে ইহার (—জীবের) ব্রহ্মাধারতা (—ব্রহ্মে স্থিতি) আধার ও আধেয়ের বিভিন্নতার অভিপ্রায়ে নিশ্চয়ই কথিত হয় নাই।৬২ তবে কি অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে?৬৩ [উত্তর—] তাদাত্ম্যের (—তৎস্বরূপতার) অভিপ্রায়ে (৬)।৬৪ যেহেতু [শ্রুতি] বলিতেছেন—"হে প্রিয়দর্শন, [জীব] তখন সতের সহিত একীভূত হইয়া যায়, স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি।৬৫ [উক্ত শ্রুতিস্থ] স্বশব্দের দ্বারা আত্মা কথিত হইতেছেন, সুপ্ত ব্যক্তি স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ (৫ ভাবদীঃ দ্রঃ)।৬৬

ভাবদীপিকা

নাড়ীসকলের মধ্যে স্বপ্নজগদাদি প্রাতিভাসিক বিষয়সকল নির্মাণ করিয়া সুখদুঃখ উপভোগ করে (বৃঃ ৪।৩।১০,২০)। তদনন্তর সুষুপ্তির জন্য জীবের লিঙ্গশরীর পুরীততে প্রবেশ করে (বৃঃ ২।১।১৯)। পুরীততে প্রবেশের ঠিক প্রাক্‌কালে জীব যে স্বপ্নদর্শন করে, তাহা সে জাগ্রতে স্মরণ করিতে পারে না; কারণ তখন পুরীতৎসমীপবর্তী লিঙ্গশরীরের প্রায় বিলীনাবস্থা। পুরীততে প্রবিষ্ট হইলে প্রাতিভাসিক স্বাপ্নপ্রপঞ্চসহ লিঙ্গশরীর [মুখ্যপ্রাণ ব্যতিরিক্ত বুঝিতে হইবে, বৃঃ ৪।৩।১২ দ্রঃ] স্বকারণভূত তন্মাত্রাসকলে বিলীন হইয়া যায়। তাহারা আবার স্বকারণ অবিদ্যাতে বিলীন হয়। ["সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে" (কৈবল্য উঃ ১।১৩) দ্রঃ]। এইরূপে উপাধি বিলীন হইলে চৈতন্যমাত্রস্বরূপ জীব হৃদয়াকাশরূপ ব্রহ্মাত্মকস্বরূপে অবস্থান করে, ইহাই সুষুপ্তাবস্থা। এইরূপে দেখা গেল—নাড়ী ও পুরীততে জীবের দীর্ঘকাল স্থিতিই সম্ভব না হওয়ায় 'একই প্রয়োজনসম্পাদক' (১৭ বাক্য) হয় না বলিয়া নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্মের বিকল্প সম্ভব নহে।

(৬) "ভেদগর্ভিত অভেদ সম্বন্ধকে" বলে—তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, ইহা আমরা ২।১।৬ অধিঃ ২২ ভাবদীঃ এবং ২।২।৩ অধিঃ ৩১ ভাবদীঃতে বলিয়াছি। সুষুপ্তিকালে লিঙ্গশরীরের

শাঙ্করভাষ্যম্

নাস্তি, স্বরূপস্য অনপায়িত্বাৎ। ৬৭ স্বপ্নজাগরিতয়োস্তু উপাধি-সম্পর্কবশাৎ পররূপাপত্তিম্ ইব অপেক্ষ্য তদুপশমাৎ সুষুপ্তে স্বরূপাপত্তিঃ বিবক্ষ্যতে "স্বম্ অপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি।৬৮ অতশ্চ সুপ্তাবস্থায়াং কদাচিৎ সতা সম্পদ্যতে, কদাচিৎ ন সম্পদ্যতে ইতি অযুক্তম্। ৬৯ অপিচ স্থানবিকল্পাভ্যুপগমেঽপি বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং তাবৎ সুষুপ্তং ন ক্বচিৎ বিশিষ্যতে।৭০ তত্র 'সতি সম্পন্নঃ' তাবৎ তদেকত্বাৎ 'ন বিজানাতি' ইতি যুক্তম্, "তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ (বৃঃ ২।৪।১৪) ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নাড়ী ও পুরীতত্তে সৌষুপ্তিক স্বস্বরূপাপত্তি এবং বিশেষ জ্ঞানের উপরম সম্ভব না হওয়ায় সুষুপ্তিতে নাড়ী প্রভৃতির বিকল্প সম্ভব নহে।]

[নাড়ী পুরীতৎ ও ব্রহ্মের বিকল্প সম্ভব নহে, এই বিষয়ে অন্য হেতুদ্বয় প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার দেখ, কোন সময়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্পত্তি (—একীভাব) নাই, তাহা নহে ; যেহেতু [জীবের] স্বরূপ অবিনাশী।৬৭ [আচ্ছা, জীব যদি অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপই হয়, তবে সুষুপ্তিতে তাহার ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির কথা কেন বলিতেছ ? উত্তর—] কিন্তু স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাতে [লিঙ্গ ও স্থূল শরীররূপ] উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ [ব্রহ্মাভিন্ন জীব] যেন অপরের স্বরূপই প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া সুষুপ্তিতে তাহার উপশম হওয়ায় স্বরূপাপত্তি (—ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি) বিবক্ষিত হইতেছে, যথা —"স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি।৬৮ আর সেইহেতু (—সুষুপ্তিতে ভেদক উপাধি না থাকায় ব্রহ্মস্বরূপাপত্তির অপবাদ (—নিষেধ) হয় না বলিয়া) সুপ্তাবস্থাতে কখনও সতের (— ব্রহ্মের) সহিত একীভূত হয়, কখনও একীভূত হয় না (—নাড়ী, অথবা পুরীততে ব্রহ্মভিন্নরূপে অবস্থান করে), ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। [অতএব সুষুপ্তির আধাররূপে নাড়ী প্রভৃতির বিকল্প সম্ভব নহে]।৬৯ আর এক কথা, [নাড়ী ও পুরীতৎ প্রভৃতি সুষুপ্তিস্থানের] বিকল্প অঙ্গীকার করিলেও বিশেষ জ্ঞানের উপশমরূপে সুষুপ্তি কোন স্থলে বিশেষিত (—বিভিন্ন) হইবে না (—সকলস্থলেই সুষুপ্তি একইপ্রকার হইবে।৭০ 'তাহা কিন্তু বলিতে পার না'। কেন পারি না ? উত্তর—] সেই স্থলে

ভাবদীপিকা

উপাদান তন্মাত্রাসকল যাহাতে বিলীন হয়, সেই অবিদ্যারূপ উপাধি [ইহাই কারণশরীর, ১০২ পৃঃ ১২ ভাবদীঃ] এবং কর্ম বর্তমান থাকায় ব্রহ্মস্বরূপ জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা থাকে, অথচ স্থূল ও লিঙ্গশরীররূপ ভেদক উপাধি না থাকায় ব্রহ্মের সহিত জীবের একপ্রকার একীভূত অবস্থাও হইয়া পড়ে। এইরূপে ভেদগর্ভিত অভিন্নতাবশতঃ সুষুপ্তিকালিক এই ব্রহ্মাভিন্নতাকে ঔপচারিক বলিয়া বুঝিতে হইবে ; অন্যথা সুষুপ্তাবস্থাই মুক্তাবস্থা হইয়া পড়িত, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ৩।২।৩ অধিঃ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতেঃ ।৭১ নাড়ীষু পুরীততি চ শয়ানস্য ন কিঞ্চিৎ অবিজ্ঞানে কারণং শক্যং বিজ্ঞাতুং, ভেদবিষয়ত্বাৎ "যত্র বৈ অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৩।৩১) ইতি শ্রুতেঃ ।৭২ ননু ভেদবিষয়স্যাপি অতিদূরাদি করণম্ অবিজ্ঞানে স্যাৎ ।৭৩ বাঢ়ম্, এবং স্যাৎ যদি জীবঃ স্বতঃ পরিচ্ছিন্নঃ অভ্যুপগম্যেত, যথা—বিষ্ণুমিত্রঃ প্রবাসী স্বগৃহং ন পশ্যতি ।৭৪ ন তু জীবস্য উপাধিব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদঃ বিদ্যতে ।৭৫ উপাধিগতম্ এব অতিদূরাদি কারণম্ অবিজ্ঞানে ইতি যদি উচ্যেত ।৭৬ তথাপি উপাধেঃ উপশান্তত্বাৎ 'সতি' এব সম্পন্নঃ ন বিজানাতি ইতি যুক্তম্ ।৭৭ ন চ বয়ম্ ইহ

ভাষ্যানুবাদ

(—ব্রহ্মরূপ সুষুপ্তিস্থলে) 'সতের সহিত একীভাবাপন্ন ব্যক্তি' তাঁহার সহিত এক হওয়ায় 'কিছুই জানিতে পারে না', ইহা যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু "সেখানে কাহার (—কোন্ করণের) দ্বারা কাহাকে জানিবে", এইপ্রকার শ্রুতি আছে ।৭১ কিন্তু নাড়ীসকলে এবং পুরীততে শয়ান ব্যক্তির অবিজ্ঞানের (—বিষয়জ্ঞানের অভাবের) প্রতি কোন কারণকে জানিতে পারা যায় না, যেহেতু "যেখানে (—জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থাতে) যেন অন্যের ন্যায় হয় (—আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তু অবিদ্যাপ্রভাবে প্রত্যুপস্থাপিত হয়), তখন একে অপরকে দর্শন করে", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় ভেদবিষয়তা আছে (—বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সকল আছে) ।৭২ [অতএব ব্রহ্মভিন্নস্থলে সুষুপ্তিই সম্ভব না হওয়ায় সুষুপ্তিস্থানের বিকল্প সম্ভব নহে]।

[টিঃ—নাড়ী প্রভৃতির মধ্যে "বিশেষজ্ঞানের অভাবরূপ" সুষুপ্তি সম্ভব না হওয়ায় সুষুপ্তিস্থানের বিকল্প অসম্ভব।]

[শঙ্কা—তুমি বলিতেছ—"নাড়ী এবং পুরীততে অবিজ্ঞানের প্রতি কোন কারণকে জানিতে পারা যায় না" (৭২ বাক্য)। তাহা সঙ্গত নহে]; কিন্তু ভেদবিষয়েরও (—বিভিন্নপ্রকার বিষয়েরও) অবিজ্ঞানের প্রতি অতি দূরত্বাদিই কারণ হইবে। [জীব থাকে নাড়ী বা পুরীততের মধ্যে, বিষয় থাকে বাহিরে দূর দেশে; সেইহেতু বিষয়জ্ঞানের অভাববশতঃ সেই সকলস্থলেও সুষুপ্তি হইবে, ইহাই ভাব] ।৭৩ [সমাধান—] হাঁ সত্য, এইপ্রকার হইতে পারিত, জীবকে যদি স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্নরূপে অঙ্গীকার করা হইত, যেমন 'প্রবাসী বিষ্ণুমিত্র স্বগৃহ দর্শন করে না' ।৭৪ [স্বরূপতঃ বিভু] জীবের কিন্তু [স্থূল ও লিঙ্গ শরীররূপ] উপাধি ব্যতিরেকে [কোনপ্রকার] পরিচ্ছেদ বিদ্যমান নাই। [সেইহেতু তাহার অবিজ্ঞানের প্রতি কোন হেতু কল্পনা করা যায় না] ।৭৫ উপাধিগত অতিদূরত্বাদিই অবিজ্ঞানের (—বিষয়জ্ঞানের অভাবের) প্রতি কারণ (—উপাধিপরিচ্ছিন্ন অবিভু জীব সুষুপ্তিকালে নাড়ীমধ্যে থাকায় তদ্‌বহির্ভূত দূরস্থ বিষয়কে জানিতে পারে না), যদি এইপ্রকার বলা হয় ।৭৬ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] তাহা হইলেও

শাঙ্করভাষ্যম্

তুল্যবৎ নাড্যাদিসমুচ্চয়ং প্রতিপাদয়ামঃ।৭৮ নহি নাড্যঃ সুপ্তি-স্থানং পুরীতদ্বা ইতি অনেন বিজ্ঞানেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ অস্তি।৭৯ নহি এতদ্বিজ্ঞানপ্রতিবদ্ধং কিঞ্চিৎ ফলং শ্রূয়তে।৮০ নাপি এতদ্বিজ্ঞানং ফলবতঃ কস্যচিৎ অঙ্গম্ উপদিশ্যতে।৮১ ব্রহ্ম তু অনপায়ি সুপ্তিস্থানম্ ইতি এতৎ প্রতিপাদয়ামঃ।৮২ তেন তু বিজ্ঞানেন প্রয়োজনম্ অস্তি জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণং স্বপ্ন-জাগরিতব্যবহারবিমুক্তত্বাবধারণং চ।৮৩ তস্মাৎ আত্মা এব সুপ্তিস্থানম্।৮৪।৩।২।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[সুষুপ্তিতে স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ] উপাধির উপশম হইয়া যায় বলিয়া 'সতেই' একীভূত ব্যক্তি [কিছুই] জানিতে পারে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত (৭)।৭৭

[সিঃ— নাড়ী প্রভৃতির প্রধান ও অপ্রধানভাবে সমুচ্চয়। ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান। সেই জ্ঞানের ফল।]

[সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ যদি বলেন—আচ্ছা, সুষুপ্তিতে যদি উপাধিরই উপশম হইয়া যায়, তাহা হইলে নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয়ের (—সমসমুচ্চয়, সকলগুলির সমপ্রধানভাবে কার্য্যকারিতার) কথা কেন বলিতেছ? উত্তর—] আমরা এখানে (—সুষুপ্তিস্থানে), নাড়ী প্রভৃতির তুল্যতাযুক্ত সমুচ্চয় (—সমপ্রধানভাবে সকলগুলির কার্য্যকারিতা) প্রতিপাদন করিতেছি না।৭৮ যেহেতু নাড়ীসকল সুষুপ্তিস্থান, অথবা পুরীতৎ, এইপ্রকার জ্ঞানের দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।৭৯ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—যেহেতু এই জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ (—এই জ্ঞানের এই ফল, এই-প্রকার সম্বন্ধযুক্ত) কোন ফল শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে না।৮০ অথবা এই জ্ঞান [স্বর্গফলপ্রদ সোমযজ্ঞের অন্তর্ভূত উদ্গীথে দেবতাজ্ঞানের ন্যায়] ফলবান্ কাহারও অঙ্গরূপেও উপদিষ্ট হইতেছে না।৮১ [কিন্তু তুমি বিকল্পও অঙ্গীকার করিলে না, সমসমুচ্চয়ও অঙ্গীকার করিতেছ না। তোমার প্রতিপাদ্য তাহা হইলে কি? উত্তর—]. ব্রহ্ম কিন্তু অনপায়ি (—অব্যভিচারি) সুষুপ্তিস্থান, ইহাই আমরা প্রতিপাদন করিতেছি (—নাড়ী ও পুরীতৎ ব্রহ্মে প্রবেশের দ্বারমাত্র, ব্রহ্মই সুষুপ্তিস্থান;

ভাবদীপিকা

(৭) ভাব এই—উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীব নাড়ী, বা পুরীততে সুষুপ্ত হইলে নাড়ী বহির্ভূত দূরস্থ বিষয়কে জানিতে না পারিলেও নাড়ীমধ্যবর্ত্তী ঝিল্লী ও রসাদি নিকটবর্ত্তী কোন কোন বিষয়কে জানিতে পারিবে। তাহা হইলে কিন্তু "অশেষবিশেষজ্ঞানের অভাবরূপ সুষুপ্তিই" ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তাদৃশ সুষুপ্তি কিন্তু জীবের হয়ই। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে, নাড়ী প্রভৃতিতে জীব সুপ্ত হয়, দূরত্বাদিই তাহার অবিজ্ঞানের প্রতি কারণ। অতএব "অশেষ-বিশেষজ্ঞানের অভাবরূপ সুষুপ্তি" সিদ্ধির জন্য সুষুপ্তিতে উপশান্ত-উপাধি জীব ব্রহ্মেই সুষুপ্ত হয়, ইহা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইবে। সুতরাং নাড়ী ও পুরীততে তাহার সুষুপ্তিই সম্ভব না হওয়ায় সুষুপ্তিস্থানের বিকল্প সম্ভব নয়।

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে অপ্রধান ও প্রধানভাবে ক্রমসমুচ্চয়ই আমাদের প্রতিপাদ্য।৮২ কিন্তু এইপ্রকার জ্ঞানেরই বা ফল কি ? তাহা বলিতেছেন—] সেই জ্ঞানের দ্বারা কিন্তু প্রয়োজন আছে (—প্রয়োজন সিদ্ধ হয়), যথা—জীবের ব্রহ্মাত্ম অবধারণ এবং স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন ব্যবহার হইতে [জীবের] বিমুক্ততার অবধারণ (৮)।৮৩ অতএব আত্মাই সুষুপ্তিস্থান, ইহা নিরূপিত হইল ৮৪॥৩।২।৭॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥৩।২।৮॥

পদচ্ছেদ—অতঃ, প্রবোধঃ, অস্মাৎ।

সূত্রার্থ—[যতঃ পরমাত্মা এব সুষুপ্তিস্থানম্], **অতঃ**—অতএব, **অস্মাৎ**—পরমাত্মনঃ [জীবস্য] **প্রবোধঃ**—ব্যুত্থানম্, ["সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" (ছাঃ ৬।১০।২) ইত্যাদিশ্রুতৌ উপদিশ্যতে। অন্যস্য সুষুপ্তিস্থানত্বে ইদং শ্রবণং বাধ্যেত, অন্যত্র সুপ্তস্য অন্যস্মাৎ সমুত্থানাযোগাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যেহেতু পরমাত্মাই সুষুপ্তিস্থান], **অতঃ**—সেইহেতু, **অস্মাৎ**—এই পরমাত্মা হইতে, [জীবের] **প্রবোধঃ**—ব্যুত্থান ["সৎ হইতে আগমন করিয়া জানিতে পারে না, সৎ হইতে আমরা আগমন করিতেছি", ইত্যাদি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইতেছে। অন্য কিছু সুষুপ্তিস্থান হইলে এই শ্রুতি বাধিত হইয়া পড়িবেন, কারণ একস্থলে সুপ্তের অন্য স্থল হইতে সমুত্থান (—জাগরণ) সম্ভব নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যস্মাৎ চ আত্মা এব সুপ্তিস্থানম্, অতএব চ কারণাৎ নিত্যবৎ এব অস্মাৎ আত্মনঃ প্রবোধঃ স্বাপাধিকারে শিষ্যতে—"কুতঃ এতৎ আগাৎ" (বৃঃ ২।১।১৬), ইতি অস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনাবসরে "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি, এবম্ এব এতস্মাৎ আত্মনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্ম হইতেই সুপ্তের ব্যুত্থান হওয়ায় তিনিই সুষুপ্তিস্থান।]

আর যেহেতু আত্মাই (—পরমাত্মাই) সুষুপ্তিস্থান, এই কারণবশতঃই "কোথা হইতে এইরূপে আসিল", ইত্যাদি এই প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল বিভিন্ন দিকে নির্গত হয়, এইপ্রকারেই এই আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়সকল নির্গত হয়", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিত্যের ন্যায়ই (—নিত্য নিয়মিত-

ভাবদীপিকা

(৮) এইপ্রকারে 'ত্বম্'-পদার্থের শোধন প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্বাধিকরণে স্বপ্নের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়দ্বারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই, ইহা নিশ্চিত হইয়াছে। 'স্বপ্নে কিন্তু জীবের অন্তঃকরণ বর্ত্তমান থাকে' (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। সুষুপ্তিকালে সেই অন্তঃকরণও অবিদ্যাতে বিলীন হইয়া যায়। এইপ্রকারে স্থূল ও সূক্ষ্ম সকলপ্রকার উপাধিই ব্যভিচারী হওয়ায়, অর্থাৎ আত্মার সহিত তাহাদের সার্ব্বকালিক সম্বন্ধ সিদ্ধ না হওয়ায় তাহাদের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে, জীব অসঙ্গ ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বে প্রাণাঃ" (বৃঃ ২।১।২০) ইত্যাদিনা ।১ "সতঃ আগম্য ন বিদুঃ সতঃ আগচ্ছামহে" (ছাঃ ৬।১০।২) ইতি চ ।২ বিকল্প্যমানেষু তু সুষুপ্তি-স্থানেষু কদাচিৎ নাড়ীভ্যঃ প্রতিবুধ্যতে, কদাচিৎ পুরীততঃ, কদাচিৎ আত্মনঃ ইতি অশাসিষ্যৎ ।৩ তস্মাদপি আত্মা এব সুষুপ্তি-স্থানম্ ইতি ।৪।৩।২।৮। ইতি দ্বিতীয়ং তদভাবাধিকরণম্

ভাষ্যানুবাদ

ভাবেই) এই আত্মা হইতে [জীবের] প্রবোধ (—জাগরণ) সুষুপ্তিপ্রকরণে [শ্রুতিকর্ত্তৃক] উপদিষ্ট হইতেছে।১ আর "সৎ (—ব্রহ্ম) হইতে আগমন করিয়া জানিতে পারে না—আমরা সৎ হইতে আগমন করিতেছি", এইপ্রকার উপদেশও আছে।২ কিন্তু সুষুপ্তিস্থানসকল বিকল্পিত হইলে [জীব] কখনও নাড়ীসকল হইতে জাগরিত হইত, কখনও হইত পুরীতৎ হইতে, কখনও হইত আত্মা হইতে, এইপ্রকার উপদিষ্ট হইত ; [তাহা কিন্তু হয় নাই]।৩ সেইহেতুবশতঃও আত্মাই সুষুপ্তিস্থান ।৪।৩।২।৮। তদভাবাধিকরণ সমাপ্ত।

৩। কর্ম্মানুস্মৃত্যধিকরণম্। [৯ সূত্র]

[কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধ্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—যে জীব সুপ্ত হয় তাহারই জাগরণ, অপরের নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্ম হইতে জাগরণ শ্রুত হওয়ায় তাঁহাকেই জীবের সুষুপ্তিস্থানরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহা সঙ্গত নহে ; যেহেতু ব্রহ্মলীন সুষুপ্ত জীবের সমস্ত উপাধি বিলীন হওয়ায় সেই জীবই পুনঃ জাগ্রত হয়, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। অতএব ব্রহ্ম সুষুপ্তিস্থান হইলে যে জীব সুষুপ্ত হয়, তাহা হইতে ভিন্ন জীবের জাগরণ প্রসক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া যাহাতে সুপ্ত হইলে উপাধিসকল বিলীন হইবে না, সেই নাড়ী বা পুরীতৎকেই সুষুপ্তিস্থানরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—যে জীব সুষুপ্ত হয়, তাহারই জাগরণ প্রতিপাদিত হওয়ায় সেই জীব স্বরূপতঃ জাগ্রদাদি সুষুপ্ত্যন্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য শুদ্ধস্বরূপ ও নিত্য, ইহাই নির্ণীত হয়। ফলে সেই অসঙ্গ ও নিত্য জীবের "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মৈক্য-যোগ্যতা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

যঃ কোঽপ্যনিয়মেনাত্র বুধ্যতে সুপ্ত এব বা।
উদবিন্দুবিবাশক্তের্নিয়মং কোঽপি বুধ্যতে ॥
কর্ম্মাবিদ্যাপরিচ্ছেদাদুদবিন্দুবিলক্ষণঃ।
স এব বুধ্যতে শাস্ত্রাত্তদুপাধেঃ পুনর্ভবাৎ ॥

অন্বয়—অত্র অনিয়মেন যঃ কঃ অপি বুধ্যতে, সুপ্তঃ এব বা? উদবিন্দুঃ ইব নিয়ন্তুং অশক্যেঃ কোঽপি বুধ্যতে। কর্ম্মাবিদ্যাপরিচ্ছেদাৎ উদবিন্দুবিলক্ষণঃ, শাস্ত্রাৎ সঃ এব বুধ্যতে, তদুপাধেঃ পুনর্ভবাৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সুষুপ্তিবাক্যানি এব বিষয়ঃ। সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তঃ জলবিন্দুঃ নিয়মেন পুনরুদ্ধর্ত্তুম্ অশক্যঃ ইতি সুবিদিতম্ এব এতৎ। 'যঃ অহং পূর্ব্বেদ্যুঃ কর্ম অর্দ্ধসমাপ্তম্ অকরবম্ সঃ অহম্ অদ্য তৎ সম্পূর্ণং করোমি', ইতি কর্ম্মকর্ত্রোঃ অনুস্মৃতিরপি চ দৃশ্যতে। অতঃ জলপ্রক্ষিপ্তঃ উদবিন্দুরিব ব্রহ্মসম্পন্নস্য জীবস্য উপাধিবিনাশাৎ কর্ম্মানুস্মৃত্যাদিদর্শনাচ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] অত্র অনিয়মেন যঃ কঃ অপি বুধ্যতে, সুপ্তঃ এব বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তঃ] উদবিন্দুঃ ইব নিয়ন্তুং অশক্যেঃ কোঽপি বুধ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[চিদ্রূপঃ হি জীবঃ কর্ম্মাবিদ্যাবেষ্টিতঃ ব্রহ্মণি নিমজ্জতি, উদবিন্দুস্তু অবেষ্টিতঃ ইতি অস্তি বৈষম্যম্। এবম্] কর্ম্মাবিদ্যাপরিচ্ছেদাৎ [জীবঃ] উদবিন্দুবিলক্ষণঃ [ভবতি। অতঃ বিষমঃ অয়ং জলবিন্দুদৃষ্টান্তোপন্যাসঃ। নন্ু সঃ এব জীবঃ প্রতিবুধ্যতে ইত্যত্র কিম্ প্রমাণম্? উচ্যতে—"ত ইহ ব্যাঘ্রঃ বা সিংহঃ বা... যদ্ যদ্ ভবন্তি তদাভবন্তি" (ছাঃ ৬।১০।২) ইত্যাদি-] শাস্ত্রাৎ সঃ এব বুধ্যতে [ইতি অবগম্যতে। ন চ সুষুপ্তৌ ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য মুক্তবৎ পুনরুদ্ভবানুপপত্তিঃ। কুতঃ? উচ্যতে—যথা গঙ্গোদকপরিপূর্ণঃ পিহিতদ্বারঃ কাঞ্চনকুম্ভঃ সমুদ্রে নিক্ষিপ্তঃ পুনঃ উদ্ধ্রিয়তে, তত্রত্যং গঙ্গাজলং চ পুনঃ বিবেক্তুং শক্যতে, এবং] তদুপাধেঃ পুনর্ভবাৎ [জীবস্য সুষুপ্ত্যন্তে উদ্ভবঃ সম্ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[সুষুপ্তিবোধক বাক্যসকলই বিষয়। সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দুকে নিয়মিতভাবে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারা যায় না, ইহা সুবিদিতই। আর 'যে আমি পূর্ব্ব দিবসে কর্ম্মকে অসমাপ্ত করিয়াছিলাম, সেই আমি অদ্য তাহাকে সম্পূর্ণ করিতেছি', এইপ্রকার কর্ত্তা ও কর্ম্ম প্রভৃতির অনুস্মৃতিও পরিদৃষ্ট হইতেছে। এইহেতু জলে প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় ব্রহ্মের সহিত একীভূত জীবের উপাধির নাশ হওয়ায় এবং কর্ম্মবিষয়ক অনুস্মৃতি প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয় হয়—] এখানে (—জাগরণকালে) অনিয়মিতভাবে যে কেহ জাগরিত হয়, অথবা যে সুপ্ত হয়, সেই জাগরিত হয়?

পূর্ব্বপক্ষ—[সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত] জলবিন্দুর ন্যায় নিয়মন করিতে পারা যায় না বলিয়া যে কেহ জাগরিত হয়।

সিদ্ধান্ত—[চৈতন্যস্বরূপ প্রসিদ্ধ জীব কর্ম্ম ও অবিদ্যাপরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মে নিমজ্জিত হয়, জলবিন্দু কিন্তু অবেষ্টিত হইয়া তাহা হয়, এইপ্রকার বৈষম্য আছে। এইপ্রকারে] কর্ম্ম ও অবিদ্যাকৃত পরিচ্ছেদবশতঃ [জীব] জলবিন্দু হইতে ভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। [এইহেতু এই জলবিন্দুদৃষ্টান্তের উল্লেখ সমান হইল না। আচ্ছা, সেই জীবই পুনরায় জাগরিত হয়, এই বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহা বলা হইতেছে—"তাহারা [সুষুপ্তির পূর্ব্বে] এখানে ব্যাঘ্র অথবা সিংহ...যাহা যাহা ছিল, [সুষুপ্ত্যন্তে] তাহাই হইয়া থাকে", ইত্যাদি] শাস্ত্র হইতে সেই জীবই জাগরিত হয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। [আর সুষুপ্তিতে ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবের মুক্ত জীবের ন্যায় পুনরায় উদ্ভবের (—জাগরণের) অসঙ্গতি নাই। কেন নাই? তাহা কথিত হইতেছে—যেমন গঙ্গোদক পরিপূর্ণ বদ্ধদ্বার সুবর্ণকুম্ভ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হয় এবং তন্মধ্যস্থ

গঙ্গাজলকেও পুনরায় পৃথক্ করিতে পারা যায়, এইপ্রকারে] তাহার উপাধির পুনরায় উদ্ভব হওয়ায় [সুষুপ্ত্যন্তে জীবের উদ্ভব (—জাগরণ) সম্ভব]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষ, সুষুপ্তেরই অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হওয়ায় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের ব্যর্থতা। সিদ্ধান্তে—সুষুপ্তিতে অজ্ঞাতব্রহ্মরূপে অবস্থিত সেই জীবেরই অজ্ঞানবলে পুনরায় ব্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় অজ্ঞাননাশের জন্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের সার্থকতা।

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯॥

সূত্রার্থ—[যঃ জীবঃ সুপ্তঃ সঃ এব প্রতিবুধ্যতে, উত সঃ এব অন্যঃ বা ইতি অনিয়মঃ স্যাৎ ইতি সংশয়ে, অনিয়মঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—যঃ জীবঃ সুপ্তঃ] **সঃ এব**—প্রতিবুধ্যতে। তুশব্দঃ—অন্যস্য ব্যুত্থানং বারয়তি। [কুতঃ ?] **কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ** পঞ্চভ্যঃ হেতুভ্যঃ। [তদ্ যথা—দিনদ্বয়সাধ্যস্য কর্ম্মণঃ অর্দ্ধং কৃত্বা সুপ্তঃ পুনরুত্থায় অবশিষ্টম্ অর্দ্ধং করোতি। অনুশব্দেন প্রত্যভিজ্ঞা সূচ্যতে, যথা—'যঃ অহং অতীতে অহনি বিশ্বেশ্বরম্ অদ্রাক্ষং, সঃ অহং ইদানীং মণিকর্ণিকায়াং স্থিতঃ'। পশ্চাৎ সেতুং গতস্য 'সঃ তাদৃক্ বিশ্বেশ্বরঃ' ইতি স্মরণং স্মৃতিশব্দেন উচ্যতে। "পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব" (বৃঃ ৪।৩।১৬), ইত্যাদিশ্রুতিসমূহঃ শব্দশব্দেন উচ্যতে। কর্ম্মবিদ্যাবিধয়ঃ বিধিশব্দেন উচ্যন্তে। যদি সুপ্তস্য পুনঃ ন উত্থানং, তর্হি উক্তহেতবঃ বাধ্যেরন্। অতঃ যঃ সুপ্তঃ সঃ এব উত্তিষ্ঠতি ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[যে জীব সুপ্ত হইয়াছিল, সেই জাগরিত হয়, অথবা সেই, বা অন্য কেহ জাগরিত হয়, এইপ্রকার অনিয়ম হইবে; এইপ্রকার সংশয় হইলে 'অনিয়ম হইবে' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—যে জীব সুপ্ত হইয়াছিল,] **সঃ এব**—সেই জীবই জাগরিত হয়। তুশব্দ—অন্যের জাগরণ নিষেধ করিতেছে। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? উত্তর—] **কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ**—কর্ম্ম অনু স্মৃতি শব্দ এবং বিধি, এই পাচটী হেতু হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। [তাহা এইপ্রকার—১। দিনদ্বয়সাধ্য কর্ম্মের অর্দ্ধভাগ সমাপ্ত করিয়া সুপ্ত ব্যক্তি পুনরায় জাগরিত হইয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ সম্পাদন করে। ২। অনুশব্দের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা সূচিত হইতেছে, যথা—'যে আমি পূর্ব্ব দিবসে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমিই এক্ষণে মণিকর্ণিকাতে অবস্থিত। ৩। পরে (—বিশ্বেশ্বর দর্শনান্তে) যিনি সেতুবন্ধে গমন করিয়াছেন, তাঁহার 'সেই বিশ্বেশ্বর সেইপ্রকার', এইপ্রকার স্মরণ স্মৃতিশব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে। ৪। "পুনরায় বিপরীতক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী জাগরিতাবস্থাতেই ফিরিয়া আসেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকলই 'শব্দ' এই শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে। ৫। কর্ম্ম ও উপাসনাবোধক বিধিসকল বিধিশব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে। যদি সুপ্তের পুনঃ জাগরণ না হয়, তাহা হইলে উক্ত হেতুসকল বাধিত হইয়া পড়িবে। অতএব যে সুপ্ত হয়, সেই জাগরিত হয়, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্যাঃ পুনঃ সৎসম্পত্তেঃ প্রতিবুধ্যমানঃ কিং যঃ এব সৎসম্পন্নঃ সঃ এব প্রতিবুধ্যতে, উত সঃ বা, অন্যঃ বা ইতি চিন্ত্যতে।১ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ অনিয়মঃ ইতি।২ কুতঃ? ৩ যদা হি জলরাশৌ কশ্চিৎ জলবিন্দুঃ প্রক্ষিপ্যতে, জলরাশিঃ এব সঃ তদা

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি ।৪ পুনরুদ্ধরণে চ সঃ এব জলবিন্দুঃ ভবতি ইতি দুঃসম্পাদম্ ।৫ তদ্বৎ সুপ্তঃ পরেণ একত্বম্ আপন্নঃ সম্প্রসীদতি ইতি ন সঃ এব পুনরুত্থাতুম্ অর্হতি।৬ তস্মাৎ সঃ এব, ঈশ্বরঃ বা, অন্যঃ বা জীবঃ প্রতিবুধ্যতে ইতি।৭ এবং প্রাপ্তে ইদম্ আহ—সঃ এব তু জীবঃ সুপ্তঃ স্বাস্থ্যং গতঃ পুনরুত্তিষ্ঠতি, ন অন্যঃ।৮ কস্মাৎ।৯ কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ।১০ বিভজ্য হেতুং দর্শয়িষ্যামি।১১ কর্ম্মশেষানুষ্ঠানদর্শনাৎ তাবৎ সঃ এব উত্থাতুম্ অর্হতি, ন অন্যঃ।১২ তথাহি—পূর্ব্বেদ্যুঃ অনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ অপরেদ্যুঃ শেষম্ অনুতিষ্ঠন্ দৃশ্যতে।১৩ ন চ অন্যেন সামিকৃতস্য কর্ম্মণঃ অন্যঃ শেষক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তিতুম্ অর্হতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ।১৪ তস্মাৎ একঃ এব পূর্ব্বেদ্যুঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সংশয় । পূঃ—সুপ্ত পুরুষ, অথবা ঈশ্বর, অথবা অন্য জীব জাগ্রত হয়, এইপ্রকার অনিয়ম।]

সেই সৎসম্পত্তি (—সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মলীনতা) হইতে যে জাগরিত হয়, সে কি যে সতের সহিত একীভূত হইয়াছিল সেইই [নিয়মিতভাবে] জাগরিত হয়, অথবা সে, বা অন্য কেহ ['অনিয়মিতভাবে] জাগরিত হয়' ইহা বিচার করা হইতেছে।১ তাহাতে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] 'অনিয়ম' ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল (—সুপ্ত ব্যক্তি, অথবা অন্য কেহ জাগরিত হয়)।২ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? ৩ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু যখন জলরাশিতে কোন জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন তাহা জলরাশিই হইয়া যায় ।৪ আর পুনরায় উত্তোলিত হইলে সেই জলবিন্দুই [উত্তোলিত] হয়, ইহা দুঃসাধ্য (—নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না)।৫ তাহার ন্যায় সুপ্ত ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুষুপ্ত হয়, এইহেতু সেই ব্যক্তিই পুনরায় উত্থিত হইতে পারে না।৬ সেইহেতু সেই জীবই, অথবা ঈশ্বর, অথবা অন্য জীব জাগরিত হয়, 'ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে'।৭

[সিঃ—কর্ম্ম অনুস্মৃতি শ্রুতিবাক্য এবং বিধির বলে যে সুপ্ত, তাহারই জাগরণ, এইপ্রকার নিয়ম।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [আচার্য্য] বলিতেছেন—সুপ্ত এবং স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত (—স্বরূপপ্রাপ্ত) সেই জীবই কিন্তু পুনরায় উত্থিত হয়, অন্য কেহ নহে।৮ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? ৯ [উত্তর—] যেহেতু কর্ম্ম অনুস্মৃতি শব্দ ও বিধিরূপ হেতুসকল আছে।১০ [প্রত্যেকটী] হেতুকে বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করিব।১১ কর্ম্মশেষের (—অবশিষ্ট কর্ম্মের) অনুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সেই ব্যক্তিই জাগরিত হয়, ইহা সঙ্গত; অন্য ব্যক্তি নহে।১২ যেমন দেখ—পূর্ব্ব দিবসে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অবশিষ্টাংশকে পরদিবসে যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরিদৃষ্ট হন।১৩ আর অন্যকর্ত্তৃক অর্দ্ধসম্পন্ন কর্ম্মের শেষক্রিয়াতে অপর ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইবে, ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু অতিপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে (—একই যজ্ঞে

শাঙ্করভাষ্যম্

অপরেদ্যুশ্চ একস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তা ইতি গম্যতে।১৫ ইতশ্চ সঃ এব উত্তিষ্ঠতি, যৎকারণম্ 'অতীতে অহনি অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্', ইতি পূর্ব্বানুভূতস্য পশ্চাৎ স্মরণম্ অন্যস্য উত্থানে ন উপপদ্যতে।১৬ নহি অন্যদৃষ্টম্ অন্যঃ অনুস্মর্ত্তু ম্ অর্হতি।১৭ 'সঃ অহম্ অস্মি', ইতি চ আত্মানুস্মরণম্ আত্মান্তরোত্থানে ন অবকল্পতে।১৮ শব্দেভ্যশ্চ তস্যৈব উত্থানম্ অবগম্যতে। ১৯ তথাহি—"পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি আদ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব" (বৃঃ ৪।৩।১৬), "সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি" (ছাঃ ৮।৩।২), "তে ইহ ব্যাঘ্রঃ বা সিংহঃ বা বৃকঃ বা বরাহঃ বা কীটঃ বা পতঙ্গঃ বা দংশঃ বা মশকঃ বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদ্ আভবন্তি" (ছাঃ ৬।৯।৩), ইতি এবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপপ্রবোধাধিকারে পঠিতাঃ ন আত্মান্তরোত্থানে সামঞ্জস্যম্ ঈয়ুঃ।২০ কর্ম্মবিদ্যাবিধিভ্যশ্চ এবম্ এব অবগম্যতে।২১ অন্যথা হি

ভাষ্যানুবাদ

যজমান অনেক হইয়া পড়িবে, ইহা সঙ্গত নহে]।১৪ সেইহেতু পূর্ব্বদিবসে এবং পরদিবসে এক কর্ম্মের কর্ত্তা একই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।১৫ আর এইহেতুবশতঃও সেই পুরুষই জাগরিত হয়, যেহেতু 'গত দিবসে আমি উহাকে দেখিয়াছিলাম' এইপ্রকার যে পূর্ব্বানুভূত পদার্থের পরে স্মরণ, তাহা অন্য ব্যক্তির জাগরণ হইলে সঙ্গত হয় না।১৬ কারণ অন্যকর্ত্তৃক যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে অপরে অনুস্মরণ (—পরবর্ত্তিকালে স্মরণ) করিতে সমর্থ হয় না। ১৭ আবার 'সেই আমিই' এইপ্রকারে যে আত্মার অনুস্মরণ (—প্রত্যভিজ্ঞা), তাহা অন্য আত্মার জাগরণ হইলে সঙ্গত হয় না।১৮ আর শব্দ (—শ্রুতিবাক্য-) সকল হইতেও তাহারই জাগরণ অবগত হওয়া যাইতেছে।১৯ যেমন দেখ—"পুনরায় প্রতিন্যায়ে (—পূর্ব্বগমনের বিপরীতভাবে) প্রতিযোনিতে (—যে শরীর হইতে গমন করিয়াছিল, সেই শরীরে) জাগরণের জন্য আগমন করে", "প্রত্যেক দিন [ব্রহ্মে] গমনকারী প্রজাসকল এই ব্রহ্মরূপ লোককে লাভ করে না" (১), "তাহারা এখানে [সুষুপ্তির পূর্ব্বে] ব্যাঘ্র সিংহ নেকড়েবাঘ বরাহ কীট পতঙ্গ ডাঁশ অথবা মশা যাহা যাহা ছিল, [সুষুপ্তির পর] ফিরিয়া আসিয়া তাহাই হইয়া থাকে", ইত্যাদি সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থার প্রকরণে পঠিত এই সকল শ্রুতি [সুষুপ্তির পর] অন্য আত্মার জাগরণ হইলে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না।২০ আবার কর্ম্ম ও উপাসনাবোধক বিধিসকল হইতে এইপ্রকারই অবগত হওয়া যাইতেছে।২১ যেহেতু এইপ্রকার না হইলে কর্ম্ম ও

ভাবদীপিকা

(১) "ব্রহ্মরূপ লোককে লাভ করে না", ইহার অর্থ—'ব্রহ্মে গমন করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না'। এই 'জানিতে না পারা' হইতে অজ্ঞানের (—অবিদ্যার) অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অজ্ঞানবলেই ব্রহ্মলীন সুষুপ্তের নিয়মিতভাবে জাগরণ সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মবিদ্যাবিধয়ঃ অনর্থকাঃ স্যুঃ ।২২ অন্যোত্থানপক্ষে হি সুপ্তমাত্রঃ মুচ্যতে ইতি আপদ্যেত ।২৩ এবং চেৎ স্যাৎ বদ কিং কালান্তরফলেন কর্ম্মণা বিদ্যয়া বা কৃতং স্যাৎ ? ২৪ অপিচ অন্যোত্থানপক্ষে যদি তাবৎ শরীরান্তরে ব্যবহরমাণঃ জীবঃ উত্তিষ্ঠেৎ, তত্রত্য ব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ।২৫ অথ তত্র সুপ্তঃ উত্তিষ্ঠেৎ কল্পনানর্থক্যং স্যাৎ ।২৬ যঃ হি যস্মিন্ শরীরে সুপ্তঃ সঃ তস্মিন্ ন উত্তিষ্ঠতি, অন্যস্মিন্ শরীরে সুপ্তঃ অন্যস্মিন্ উত্তিষ্ঠতি ইতি কঃ অস্যাং কল্পনায়াং লাভঃ স্যাৎ ? ২৭ অথ মুক্তঃ উত্তিষ্ঠেৎ, অন্তবান্ মোক্ষঃ আপদ্যেত ।২৮ নিবৃত্তাবিদ্যস্য চ পুনরুত্থানম্ অনুপপন্নম্ ।২৯ এতেন ঈশ্বরস্য উত্থানং প্রত্যুক্তম্, নিত্যনিবৃত্তাবিদ্যত্বাৎ ।৩০ অকৃতাভ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

উপাসনাবোধক বিধিসকল অনর্থক হইয়া পড়িবে ।২২ [কেন অনর্থক হইবে ? উত্তর—] যেহেতু অন্যের (—সুপ্তভিন্নের) জাগরণপক্ষে সুষুপ্ত ব্যক্তিমাত্রই মুক্ত হইয়া যায়, এইপ্রকার প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে ।২৩ যদি এইপ্রকারই হয়, তুমিই বল কালান্তরে ফলপ্রদানকারি কর্ম্ম বা উপাসনার দ্বারা কি করা হইবে (—কি ফল সম্পাদিত হইবে ?২৪ অতএব এই সকল হেতুবশতঃ যে সুপ্ত হয়, তাহারই জাগরণ অঙ্গীকার করিতে হইবে]।

[সিঃ—ব্যর্থগৌরব কৃতবিপ্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগমবশতঃ একশরীরে অন্য জীবের এবং অজ্ঞানাভাববশতঃ মুক্ত জীবের ও ঈশ্বরের জাগরণ সম্ভব নহে।]

[পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—অন্য জীব জাগরিত হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—দেহান্তরে ব্যবহারকারী, অথবা দেহান্তরে সুপ্ত, কে জাগরিত হয় ? প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, যেহেতু] দেখ, [সুষুপ্তি হইতে] অন্য ব্যক্তির জাগরণ হয়, এই পক্ষে অন্য শরীরে যে জীব ব্যবহার করে সে যদি [এই] শরীরে জাগরিত হয়, তাহা হইলে তত্রত্য (—সেই পূর্ব্বশরীরে) ব্যবহারলোপ হইয়া পড়িবে ।২৫ [দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি সেই স্থলে সুপ্ত [এই শরীরে] জাগরিত হয়, [তাহা হইলে] কল্পনা অনর্থক হইয়া পড়িবে ।২৬ যেহেতু যে জীব যে শরীরে সুপ্ত হয়, সে সেই শরীরে জাগ্রত হয় না, [কিন্তু] এক শরীরে সুপ্ত অন্য শরীরে জাগরিত হয়, ইত্যাদি এই কল্পনাতে লাভ কি হইবে ? (—ব্যর্থ গৌরবদোষমাত্র হইবে) ।২৭ আর যদি মুক্ত জীব জাগরিত হয়, তাহা হইলে মোক্ষ বিনশ্বর হইয়া হইয়া পড়িবে ।২৮ [হউক্, ক্ষতি কি ? উত্তর—] যাহার অবিদ্যা (—অজ্ঞান) নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পুনরুত্থান যুক্তিসঙ্গত নহে ; [যেহেতু কারণ না থাকিলে কার্য্য সম্ভব নহে] ।২৯ ইহার দ্বারা ঈশ্বরের (৭ বাক্য) জাগরণ নিরাকৃত হইল, যেহেতু অবিদ্যা তাঁহাতে নিত্যনিবৃত্ত (—কোন কালেই তিনি অবিদ্যার অধীন

শাঙ্করভাষ্যম্

গমকৃতবিপ্রণাশৌ চ দুর্নিবারৌ অন্যোত্থানপক্ষে স্যাতাম্।৩১ তস্মাৎ সঃ এব উত্তিষ্ঠতি, ন অন্যঃ ইতি।৩২ যৎ পুনঃ উক্তং যথা জলরাশৌ প্রক্ষিপ্তঃ জলবিন্দুঃ ন উদ্ধর্ত্তুং শক্যতে, এবং সতি সম্পন্নঃ জীবঃ ন উৎপতিতুম্ অর্হতি ইতি।৩৩ তৎ পরিহ্রিয়তে।৩৪ যুক্তং তত্র বিবেককারণাভাবাৎ জলবিন্দোঃ অনুদ্ধরণম্।৩৫ ইহ তু বিদ্যতে বিবেককারণং কর্ম্ম চ অবিদ্যা চ ইতি বৈষম্যম্।৩৬ দৃশ্যতে চ দুর্বিবেচয়োরপি অস্মজ্জাতীয়ৈঃ ক্ষীরোদকয়োঃ সংসৃষ্টয়োঃ হংসেন বিবেচনম্।৩৭ অপিচ ন জীবঃ নাম কশ্চিৎ পরস্মাৎ অন্যঃ বিদ্যতে, যঃ জলবিন্দুঃ ইব জলরাশেঃ সতঃ বিবিচ্যেত।৩৮ সদেব তু উপাধিসম্পর্কাৎ জীবঃ ইতি উপচর্য্যতে ইতি অসকৃৎ প্রপঞ্চিতম্।৩৯ এবং সতি যাবৎ একোপাধিগতা

ভাষ্যানুবাদ

নহেন)।৩০ আর [একের শরীরে] অন্যের জাগরণ পক্ষে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতবিপ্রণাশ (২) দুর্নিবার হইয়া পড়িবে।৩১ অতএব [যে শরীরে যে জীব সুপ্ত হয়, সেই শরীরে] সেই জীবই জাগরিত হয়, অন্য নহে, ইহা সিদ্ধ হইল।৩২

[সিঃ—জলবিন্দুদৃষ্টান্তের বৈষম্য। অবিদ্যা ও কর্ম্মবশতঃ সুপ্তের জাগরণ সম্ভব।]

আর যে বলা হইয়াছে—জলরাশিতে প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দুকে যেমন উত্তোলিত করিতে পারা যায় না, এইপ্রকারে [সুষুপ্তিকালে] ব্রহ্মে একীভূত জীব উত্থিত (—জাগরিত) হইতে সমর্থ হয় না (৫ বাক্য) ইত্যাদি।৩৩ তাহা পরিহার করা হইতেছে।৩৪ সেই স্থলে (—জলরাশিমধ্যে জলবিন্দুস্থলে) পৃথকীকরণের কারণের অভাববশতঃ জলবিন্দুর অনুত্তোলন যুক্তিসঙ্গত।৩৫ এখানে (—জীবের সুষুপ্তিতে) কিন্তু [ব্রহ্ম হইতে] পৃথকীকরণের কারণ কর্ম্ম ও অবিদ্যা বিদ্যমান আছে, ইহাই বৈষম্য।৩৬ [কিন্তু চেতন আমরা যাহাকে পৃথক্ করিতে পারি না, জড় কর্ম্ম ও অবিদ্যা তাহাকে কিপ্রকারে পৃথক্ করিবে ? তাহা বলিতেছেন—] আর অস্মজ্জাতীয়গণ- (—মনুষ্যগণ-) কর্তৃক সংমিশ্রিত দুগ্ধ ও জলের পৃথকীকরণ দুঃসাধ্য হইলেও হংসকর্তৃক পৃথকীকরণ পরিদৃষ্ট হয়। [অতএব সকল পদার্থের শক্তি সমান না হওয়ায় তাদৃশ পৃথকীকরণে আমরা অসমর্থ হইলেও অবিদ্যাদিকর্তৃক, অথবা প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরকর্তৃক তাহা সম্ভব]।৩৭

ভাবদীপিকা [কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম]

(২) যে শরীরে অন্য জীবের জাগরণ হয়, সেই শরীরে সুখাদিভোগপ্রদ কর্ম সেই অন্য জীবের থাকে না, অথচ তাহাতে তাহার সুখাদিভোগ হয়। ফলে অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ যে কর্ম সে করে নাই, তাহার আগমন, অর্থাৎ ফলভোগ তাহার হইয়া পড়ে। আবার পূর্ব্বশরীরে সুখাদিভোগপ্রদ-যে কর্ম তাহার ছিল, সুষুপ্তির পর অন্য শরীরে চলিয়া যাওয়ায় সেই কর্ম তাহাকে ফলদান করিতে পারিল না, ফলে কৃতবিপ্রণাশ—'কৃতকর্মের বিনাশ' হইয়া পড়ে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বন্ধানুবৃত্তিঃ, তাবৎ একজীবব্যবহারঃ।৪০ উপাধ্যন্তরগতায়াং তু বন্ধানুবৃত্তৌ জীবান্তরব্যবহারঃ।৪১ সঃ এব অয়ম্ উপাধিঃ স্বাপ-প্রবোধয়োঃ বীজাঙ্কুরন্যায়েন ইতি অতঃ সঃ এব জীব প্রতিবুধ্যতে ইতি যুক্তম্।৪২॥৩।২।৯॥ ইতি তৃতীয়ং কর্ম্মানুস্মৃত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নানাজীববাদ অঙ্গীকার। ব্রহ্মাভিন্ন জীবের উপাধির অব্যক্তাবস্থাই সুষুপ্তি, ব্যক্তাবস্থাই জাগরণ।]

আর দেখ, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জীবনামক কিছু বিদ্যমান নাই, যাহা জলরাশি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় সৎ (—ব্রহ্ম) হইতে পৃথকীকৃত হইবে।৩৮ কিন্তু ব্রহ্মই উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ 'জীব' এইরূপে গৌণভাবে কথিত হন, ইহা বহুবার বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।৩৯ [কিন্তু জীব যদি ব্রহ্মই হয়, তাহা হইলে জীবের একত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সেই জীবের বা অন্য জীবের উত্থানবিষয়ক বিচার নিরর্থক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইপ্রকার হইলেও (—ব্রহ্মাভিন্ন জীব ব্রহ্মরূপে এক হইলেও) যতকাল পর্য্যন্ত একটী উপাধিগত বন্ধন অনুবৃত্ত হইতে (—চলিতে) থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত একজীবব্যবহার (—এইটী একটী জীব, এইপ্রকার ব্যবহার) হইতে থাকে।৪০ কিন্তু অন্য উপাধিগত বন্ধনের অনুবৃত্তি হইলে জীবান্তরব্যবহার (—এইটী অন্য জীব, এইপ্রকার ব্যবহার) হইয়া থাকে। [অতএব ব্রহ্মাভিন্ন জীব ব্রহ্মরূপে এক হইলেও বিভিন্ন অন্তঃকরণাদি উপাধিভেদে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা সিদ্ধ হয়।৪১ কিন্তু সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণরূপ উপাধির নাশবশতঃ যে জীব সুপ্ত হয়, সেই জাগরিত হয়, ইহা বলা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই এই [অন্তঃকরণরূপ] উপাধি সুষুপ্তিতে ও জাগ্রদবস্থাতে বীজাঙ্কুরন্যায়ে বর্ত্তমান থাকে (—সুষুপ্তিতে অবিদ্যাত্মক সূক্ষ্ম অব্যক্ত বীজাকারে এবং জাগ্রতে তদপেক্ষা স্থূল ব্যক্ত অন্তঃকরণাদিরূপে বর্ত্তমান থাকে ; ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার আত্যন্তিক নাশ হয় না], এইহেতু সেই জীবই জাগ্রত হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৪২॥৩।২।৯॥

কর্ম্মানুস্মৃত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৪। মুগ্ধাধিকরণম্ । [১০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—মূর্চ্ছাবস্থা অংশতঃ সুষুপ্তির ও অংশতঃ মরণের অন্তর্গত।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে কর্ম্ম ও অনুস্মৃতি প্রভৃতি বশতঃ সুপ্ত ও সুপ্তোত্থিত জীবের অভিন্নতার ন্যায় মূর্চ্ছা হইতে উত্থিত জীবেরও কর্ম্ম ও অনুস্মৃতি প্রভৃতি সমানই হওয়ায় পূর্ব্ববাদী বলেন—মূর্চ্ছা সুষুপ্তিরই অন্তর্গত ; এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—মূর্চ্ছাবস্থা জাগ্রদাদি মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থাচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন

হওয়ায় তাহা হইতেও জীবের বিবিক্ততা আবশ্যক। সেই অবস্থা হইতে বিবিক্ত জীবের শুদ্ধতা সম্পাদিত হওয়ায় তাহার মহাবাক্যপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মাভিন্নতার যোগ্যতা সম্পাদিত হয় বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কিং মূর্চ্ছৈকা জাগ্রদাদৌ কিংবাঽবস্থান্তরং ভবেৎ।
অন্যাবস্থা ন প্রসিদ্ধা তেনৈকা জাগ্রদাদিষু ॥
ন জাগ্রৎস্বপ্নয়োরেকা দ্বৈতভানান্ন সুপ্ততা।
মুখাদিবিকৃতেস্তেনাবস্থাঽন্যা লোকসম্মতা ॥

অন্বয়—জাগ্রদাদৌ মূর্চ্ছা কিং একা, কিংবা অবস্থান্তরং ভবেৎ? অন্যা অবস্থা ন প্রসিদ্ধা, তেন জাগ্রদাদিষু একা। দ্বৈতভানাৎ ন জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ একা, মুখাদিবিকৃতেঃ ন সুপ্ততা, তেন লোকসম্মতা অবস্থা অন্যা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[মূর্চ্ছাবস্থা অত্র বিষয়ঃ। অস্য অধিকরণস্য স্বতন্ত্রং বিষয়বাক্যং নাস্তি। সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাবিচারপ্রসঙ্গেন মূর্চ্ছাবস্থায়াঃ লোকসিদ্ধায়াঃ আত্মনঃ বিবেকার্থম্ অস্য অধিকরণস্য উত্থাপনম্। জাগ্রদাদিমরণান্তাবস্থাচতুষ্টয়সিদ্ধেঃ মূর্চ্ছস্য তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ চ অত্র ভবতি সংশয়ঃ—] জাগ্রদাদৌ মূর্চ্ছা কিং একা, কিম্বা অবস্থান্তরং ভবেৎ?

পূর্ব্বপক্ষ-[জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিমরণেভ্যঃ] অন্যা অবস্থা ন প্রসিদ্ধা, তেন [সা মূর্চ্ছাবস্থা] জাগ্রদাদিষু একা [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[যদ্যপি জাগ্রদাদিবৎ দৈনন্দিনত্বাভাবাৎ ন মূর্চ্ছায়াঃ বালকাদিষু প্রসিদ্ধিঃ, তথাপি কদাচিৎকীং মূর্চ্ছাবস্থাং বিজ্ঞায় বৃদ্ধাঃ চিকিৎসন্তে; অতঃ ন ইয়ম্ অবস্থা অত্যন্তাপ্রসিদ্ধা। অস্যাং তু অবস্থায়াং] দ্বৈতভানাৎ ন [ইয়ং] জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ একা। [সুপ্তঃ পুমান্ প্রসন্নবদনঃ সমশ্বাসঃ নিষ্কম্পশরীরঃ। মূর্চ্ছিতস্য তু শরীরকম্পাৎ বিষমশ্বাসাৎ] মুখাদিবিকৃতেঃ [চ] ন [ইয়ং] সুপ্ততা। তেন [পরিশেষাৎ] লোকসম্মতা [ইয়ং মূর্চ্ছা] অবস্থা [জাগ্রদাদ্যবস্থাচতুষ্টয়াৎ] অন্যা।

অনুবাদ

সংশয়—[মূর্চ্ছাবস্থা এখানে বিষয়। এই অধিকরণের স্বতন্ত্র বিষয়বাক্য নাই। সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার বিচারপ্রসঙ্গে লোকসিদ্ধ মূর্চ্ছাবস্থা হইতে আত্মার বিবেকের জন্য এই অধিকরণের উত্থাপন হইয়াছে। জাগ্রদাদি মরণ পর্য্যন্ত (—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও মৃত্যু, এই) অবস্থা-চতুষ্টয় সিদ্ধ হওয়ায় এবং মূর্চ্ছিতের অবস্থা তাহা হইতে ভিন্ন হওয়ায় এই স্থলে সংশয় হয়—] মূর্চ্ছা কি জাগ্রদাদির মধ্যে একটী অবস্থা, অথবা অবস্থান্তর?

পূর্ব্বপক্ষ—[জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও মৃত্যু হইতে] ভিন্ন অবস্থা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ নাই, সেইহেতু [সেই মূর্চ্ছাবস্থা] জাগ্রদাদির মধ্যে একটী।

সিদ্ধান্ত—[যদিও জাগ্রদাদির ন্যায় প্রত্যহ সংঘটিত না হওয়ায় বালকাদির মধ্যে মূর্চ্ছার প্রসিদ্ধি নাই, তাহা হইলেও কদাচিৎ সংঘটিত মূর্চ্ছাবস্থাকে অবগত হইয়া বৃদ্ধগণ চিকিৎসা করিয়া থাকেন; সেইহেতু এই অবস্থা অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ নহে। এই অবস্থাতে কিন্তু] দ্বৈতবস্তুবিষয়ক জ্ঞান না হওয়ায় ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যে একটী নহে। [সুষুপ্ত পুরুষ প্রসন্নবদন, সমশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত এবং নিষ্কম্পশরীরবিশিষ্ট। মূর্চ্ছিতের কিন্তু শরীরের কম্প, বিষমশ্বাস-

প্রশ্বাস এবং] মুখাদির বিকৃতি হওয়ায় ইহা সুপ্ততা (—সুষুপ্তি) নহে। সেইহেতু [পরিশেষ-বশতঃ] লোকসম্মত [এই মূর্চ্ছা] অবস্থা [জাগ্রদাদি অবস্থা চতুষ্টয় হইতে] ভিন্ন।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জাগ্রদাদি অবস্থার অন্তর্গত হওয়ায় মূর্চ্ছা হইতে আত্মার বিবেকের জন্য পৃথক্ যত্ন অনাবশ্যক। সিদ্ধান্তে—যত্ন আবশ্যক।

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০॥

পদচ্ছেদ—মুগ্ধে, অর্দ্ধসম্পত্তিঃ, পরিশেষাৎ

সূত্রার্থ—[মূর্চ্ছাবস্থা কিং সুষুপ্ত্যন্তর্গতা, উত অতিরিক্তা ইতি সন্দেহে ; সুষুপ্ত্যন্তর্গতা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ন তাবৎ স্বপ্নজাগরিতে মূর্চ্ছাবস্থা, অত্র জ্ঞানাভাবাৎ। নাপি মরণাবস্থা প্রাণোষ্মণোঃ সত্ত্বাৎ। নাপি সুষুপ্তিঃ ভয়ানকবদনত্বাদিলক্ষণভেদাৎ। কিন্তু] **পরিশেষাৎ**—প্রসক্তস্য প্রতিষেধে অন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে বস্তুনি যঃ সম্প্রত্যয়ঃ সঃ পরিশেষঃ, তস্মাৎ ; **মুগ্ধে**—মূর্চ্ছাবস্থাপন্নে, **অর্দ্ধসম্পত্তিঃ**—অর্দ্ধপ্রাপ্তিঃ ভবতি। [তথাচ—বিশেষজ্ঞানরাহিত্যাদিনা অর্দ্ধেন সুষুপ্তিধর্ম্মজাতেন, অর্দ্ধেন চ কম্পনাদিনা মরণাবস্থাধর্ম্মজাতেন মূর্চ্ছাবস্থায়াঃ সম্পন্নত্বাৎ—যুক্তত্বাৎ তাদৃগবস্থাপন্নস্য সুষুপ্তিমৃতিধর্ম্মাণাম্ অর্দ্ধসম্পত্তিঃ ভবতি। অতঃ সুষুপ্তিব্যতিরিক্তা এব ইয়ম্ অবস্থা ইতি]।

অনুবাদ—[মূর্চ্ছাবস্থা কি সুষুপ্তির অন্তর্গত, অথবা অতিরিক্ত (—সুষুপ্তিভিন্ন অবস্থা) এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; সুষুপ্তির অন্তর্গত, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ; সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—মূর্চ্ছাবস্থা স্বপ্ন ও জাগরণ নহে, যেহেতু ইহাতে জ্ঞান থাকে না। ইহা মরণাবস্থাও নহে, যেহেতু প্রাণনক্রিয়া ও উষ্ণতা থাকে। আবার সুষুপ্তিও নহে, যেহেতু বিকটমুখাকৃতিযুক্ততা প্রভৃতি লক্ষণভেদ আছে। কিন্তু] **পরিশেষাৎ**—যাহার প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকে তাহার প্রতিষেধ হইলে এবং অন্যত্র প্রাপ্তি না হইলে (—অন্য বস্তুর বোধ না হইলে) অবশিষ্ট বস্তুবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা পরিশেষ, তদ্বশতঃ (—অবশিষ্ট থাকে বলিয়া), **মুগ্ধে**—মূর্চ্ছাবস্থাপন্ন ব্যক্তিতে, **অর্দ্ধসম্পত্তিঃ**—অর্দ্ধপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। [তাহা এইপ্রকার—বিশেষজ্ঞানরাহিত্য প্রভৃতি সুষুপ্তির অর্দ্ধ ধর্ম্মের সহিত এবং কম্পন প্রভৃতি মরণের অর্দ্ধ ধর্ম্মের সহিত সম্পন্ন, অর্থাৎ যুক্ত হওয়ায় তাদৃগবস্থাপন্ন ব্যক্তির সুষুপ্তি ও মরণধর্ম্মের অর্দ্ধপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব এই অবস্থা সুষুপ্তি হইতে ভিন্ন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি মুগ্ধঃ নাম যং মূর্চ্ছিতঃ ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি।১ সঃ তু কিমবস্থঃ ইতি পরীক্ষায়াম্ উচ্যতে।২ তিস্রঃ তাবৎ অবস্থাঃ শরীরস্থস্য জীবস্য প্রসিদ্ধাঃ, জাগরিতং স্বপ্নং সুষুপ্তম্ ইতি।৩ চতুর্থী শরীরাৎ অপসৃপ্তিঃ।৪ নতু পঞ্চমী কাচিৎ অবস্থা জীবস্য শ্রুতৌ স্মৃতৌ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—মূর্চ্ছা সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাচতুষ্টয়ের মধ্যে একটী অবস্থা।]

মুগ্ধ নামক ব্যক্তি আছে, যাহাকে লোকে মূর্চ্ছিত বলিয়া থাকে।১ সেই ব্যক্তি কিপ্রকার অবস্থাযুক্ত, ইহা পরীক্ষাপ্রসঙ্গে [পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক] কথিত হইতেছে।২ শরীরস্থ জীবের তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ, যথা—জাগরিত স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি।৩ শরীর হইতে অপসরণ (—মৃত্যু) চতুর্থ অবস্থা।৪ পঞ্চম কোন অবস্থা কিন্তু শ্রুতি বা

শাঙ্করভাষ্যম্

বা প্রসিদ্ধা অস্তি।৫ তস্মাৎ চতসৃণাম্ এব অবস্থানাম্ অন্যতমাবস্থা মূর্চ্ছা ইতি।৬ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবৎ মুগ্ধঃ জাগরিতাবস্থঃ ভবিতুম্ অর্হতি, নহি অয়ম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ ঈক্ষতে।৭ স্যাদেতৎ, ইষুকারন্যায়েন মুগ্ধঃ ভবিষ্যতি।৮ যথা ইষুকারঃ জাগ্রদপি ইষ্বাসক্তমনস্তয়া ন অন্যান্ বিষয়ান্ ঈক্ষতে, এবং মুগ্ধঃ মুসলসম্পাতাদিজনিতদুঃখানুভবব্যগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি ন অন্যান্ বিষয়ান ঈক্ষতে ইতি।৯ ন, অচেতয়মানত্বাৎ।১০ ইষুকারঃ হি ব্যাপৃতমনাঃ ব্রবীতি 'ইষুম্ এব অহম্ এতাবন্তং কালম্ উপলভমানঃ অভূবম্' ইতি।১১ মুগ্ধস্তু লব্ধসংজ্ঞঃ ব্রবীতি 'অন্ধে তমসি অহম্ এতাবন্তং কালং প্রক্ষিপ্তঃ অভূবং, ন কিঞ্চিৎ ময়া চেতিতম্' ইতি।১২ জাগ্রতশ্চ একবিষয়বিষক্তচেতসঃ অপি দেহঃ বিধ্রিয়তে।১৩ মুগ্ধস্য তু দেহঃ ধরণ্যাং পততি।১৪ তস্মাৎ ন জাগর্ত্তি, নাপি স্বপ্নান্ পশ্যতি নিঃসংজ্ঞকত্বাৎ।১৫ নাপি মৃতঃ, প্রাণোষ্মণোঃ ভাবাৎ।১৬ মুগ্ধে হি জন্তৌ মৃতঃ অয়ং স্যাৎ ন বা মৃতঃ ইতি সং-

ভাষ্যানুবাদ

স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ নাই।৫ সেইহেতু চারিটী অবস্থার মধ্যে মূর্চ্ছা অন্যতম অবস্থা (—ইহাদের কোন একটী অবস্থার অন্তর্গত) ইত্যাদি।৬

[সি:—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও মৃত্যু হইতে মূর্চ্ছার ভেদ প্রদর্শন।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—মুগ্ধ জাগ্রদাবস্থ হইতে পারে না, যেহেতু সে [তখন] ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিষয়সকলকে দর্শন (—অনুভব) করে না।৭ [শঙ্কা—] আচ্ছা এমন হইতে পারে, মূর্চ্ছিত ব্যক্তি বাণনির্ম্মাণকারীর ন্যায় হইবে।৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেমন বাণনির্ম্মাণকারী জাগ্রত হইলেও বাণসকলে নিবিষ্টচিত্ত হওয়ায় অন্য বিষয়সকল দর্শন করে না, এইপ্রকারে মূর্চ্ছিত ব্যক্তি মুদ্গরপাতাদিজনিত দুঃখের অনুভবে ব্যগ্রমনোযুক্ত হওয়ায় জাগ্রত থাকিলেও অন্য বিষয়সকলকে অনুভব করে না, ইত্যাদি।৯ [সমাধান—] না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু চেতনা থাকে না।১০ দেখ নিবিষ্টচিত্ত বাণনির্ম্মাণকারী বলে—'এতকাল পর্য্যন্ত আমি বাণকেই উপলব্ধিকরতঃ অবস্থান করিতেছিলাম', ইত্যাদি।১১ মূর্চ্ছিত ব্যক্তি কিন্তু জ্ঞানলাভকরতঃ বলে—'এতকাল পর্য্যন্ত আমি গাঢ় অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত ছিলাম, আমি কিছুই জানিতে পারি নাই', ইত্যাদি।১২ আর এক বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত হইলেও জাগ্রত ব্যক্তির শরীর বিধৃত হয় (—উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান থাকে)।১৩ মূর্চ্ছিতের দেহ কিন্তু ধরণীতে পতিত হয়।১৪ সেইহেতু [মূর্চ্ছিত ব্যক্তি] জাগরিত থাকে না, অথবা স্বপ্নও দর্শন করে না, যেহেতু [তৎকালে তাহার] সংজ্ঞা থাকে না।১৫ আবার [মূর্চ্ছিত ব্যক্তি] মৃতও নহে, যেহেতু [তাহার দেহে] প্রাণ ও

শাঙ্করভাষ্যম্

শরীরমাঃ উষ্মা অস্তি নাস্তি ইতি হৃদয়দেশম্ আলভন্তে নিশ্চয়ার্থং, প্রাণঃ অস্তি নাস্তি ইতি চ নাসিকাদেশম্।১৭ যদি প্রাণোষ্মণোঃ অস্তিত্বং ন অবগচ্ছন্তি, ততঃ মৃতঃ অয়ম্ ইতি অধ্যবসায় দহনায় অরণ্যং নয়ন্তি।১৮ অথ তু প্রাণম্ উষ্মাণং বা প্রতিপদ্যন্তে, ততঃ ন অয়ং মৃতঃ ইতি অধ্যবসায় সংজ্ঞালাভায় ভিষজ্যন্তি।১৯ পুনরুত্থানাৎ চ ন দিষ্টং গতঃ।২০ নহি যমং গতঃ যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি।২১ অস্তু তর্হি সুষুপ্তঃ, নিঃসংজ্ঞত্বাৎ * অমৃতত্বাৎ চ।২২ ন, বৈলক্ষণ্যাৎ।২৩ মুগ্ধঃ কদাচিৎ চিরম্ অপি ন উচ্ছ্বসিতি, সবেপথুঃ অস্য দেহঃ ভবতি ভয়ানকং চ বদনং, বিস্ফারিতে নেত্রে।২৪ সুষুপ্তস্তু প্রসন্নবদনঃ, তুল্যকালং পুনঃ পুনঃ উচ্ছ্বসিতি, নিমীলিতে অস্য নেত্রে ভবতঃ।২৫ নচ অস্য দেহঃ বেপতে।২৬ পাণিপেষণমাত্রেণ চ সুষুপ্তম্ উত্থাপয়ন্তি, ন তু মুগ্ধং মুদ্গরঘাতেনাপি।২৭ নিমিত্তভেদশ্চ ভবতি মোহস্বাপয়োঃ।২৮ মুসল-

* 'নিঃসংজ্ঞানত্বাৎ' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

উষ্ণতা বর্ত্তমান থাকে।১৬ জীব মূর্চ্ছিত হইলে 'এই ব্যক্তি মৃত, অথবা মৃত নহে', এইপ্রকার সন্দেহকারী ব্যক্তিগণ [তাহার শরীরে] 'উষ্ণতা আছে, অথবা নাই', ইহা নিশ্চয়ের জন্য [তাহার] হৃদয়দেশকে প্রাপ্ত হয় (—স্পর্শ করে) এবং 'প্রাণ আছে, অথবা নাই', ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য [তাহার] নাসিকাদেশ স্পর্শ করে।১৭ যদি প্রাণ ও উষ্ণতার অস্তিত্ব না জানিতে পারে, তাহা হইলে এই ব্যক্তি মৃত, ইহা নিশ্চয় করিয়া দাহ করিবার জন্য অরণ্যে লইয়া যায়।১৮ কিন্তু যদি [তাহার দেহে] প্রাণ অথবা উষ্ণতাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই ব্যক্তি মৃত নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য ঔষধপ্রয়োগ করে।১৯ কিন্তু [মূর্চ্ছিত] পুনরায় উত্থিত হওয়ায় মৃত নহে।২০ যেহেতু যে যমকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সে যমলোক হইতে প্রত্যাগমন করে না।২১ [ইহাই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও মৃত্যু হইতে মূর্চ্ছার প্রভেদ]।

[সিঃ—সুষুপ্তি হইতে মূর্চ্ছার ভেদ। তাহা সুষুপ্তের অর্দ্ধধর্ম্মযুক্ত]।

[শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে [মূর্চ্ছিত ব্যক্তি] সুষুপ্তই হউক, যেহেতু সংজ্ঞা থাকে না এবং যেহেতু মৃতও নহে।২২ [সমাধান—] না, যেহেতু [সুষুপ্তি হইতে] বিলক্ষণতা (—ভিন্নতা) আছে।২৩ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] মূর্চ্ছিত কখন কখনও দীর্ঘকাল শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে না, ইহার শরীর কম্পনযুক্ত, মুখমণ্ডল ভয়ানক এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত।২৪ সুষুপ্ত কিন্তু প্রসন্নবদন, সমকালব্যবধানে পুনঃ পুনঃ শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ইহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত।২৫ আর ইহার দেহ কম্পিত হয় না।২৬ আবার [অন্য ব্যক্তিগণ] পাণিপেষণমাত্রদ্বারা (—হস্তদ্বারা চাপ দিয়া) সুষুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরিত করে, কিন্তু মূর্চ্ছিতকে মুদ্গরাঘাতের দ্বারাও

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্পাতাদিনিমিত্তত্বাৎ মোহস্য, শ্রমাদিনিমিত্তত্বাৎ চ স্বাপস্য।২৯ নচ লোকে অস্তি প্রসিদ্ধিঃ 'মুগ্ধঃ সুপ্তঃ' ইতি।৩০ পরিশেষাৎ অর্দ্ধসম্পত্তিঃ মুগ্ধতা ইতি অবগচ্ছামঃ।৩১ নিঃসংজ্ঞত্বাৎ সম্পন্নঃ, ইতরস্মাৎ বৈলক্ষণ্যাৎ অসম্পন্নঃ ইতি।৩২ কথং পুনঃ অর্দ্ধসম্পত্তিঃ মুগ্ধতা ইতি শক্যতে বক্তুম্?৩৩ যাবতা সুপ্তং প্রতি তাবৎ উক্তং শ্রুত্যা "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি, "অত্র স্তেনঃ অস্তেনঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৩।২২), "নৈতং সেতুম্ অহোরাত্রে তরতঃ, ন জরা ন মৃত্যুঃ ন শোকঃ ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্" (ছাঃ ৮।৪।১) ইত্যাদি।৩৪ জীবে হি সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ প্রাপ্তিঃ সুখিত্বদুঃখিত্ব-প্রত্যয়োৎপাদনেন ভবতি।৩৫ নচ সুখিত্বপ্রত্যয়ঃ দুঃখিত্বপ্রত্যয়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

তাহা করিতে পারে না।২৭ আর মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তির নিমিত্তভেদও আছে।২৮ যেহেতু মুদ্গরাঘাত প্রভৃতি মূর্চ্ছার নিমিত্ত এবং শ্রম প্রভৃতি সুষুপ্তির নিমিত্ত (—হেতু)।২৯ আবার 'মূর্চ্ছিতই সুষুপ্ত', এইপ্রকার প্রসিদ্ধি লোকমধ্যে নাই।৩০ [অতএব] পরিশেষবশতঃ (—অবশিষ্ট থাকে বলিয়া, অর্থাৎ মূর্চ্ছাবস্থা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও মৃত্যুর অন্তর্গত নহে বলিয়া) মুগ্ধতা (—মূর্চ্ছা) অর্দ্ধসম্পত্তি (—সুষুপ্তধর্ম্মের অর্দ্ধপ্রাপ্ত অবস্থা), ইহা আমরা অবগত হইতেছি।৩১ জ্ঞান না থাকায় সম্পন্ন (—সুষুপ্তের ধর্ম্মযুক্ত) এবং [বিস্ফারিত নেত্র, বিকট বদন ইত্যাদি] অন্যপ্রকার বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন (—সুষুপ্তধর্ম্মহীন)।৩২ [এইহেতু মূর্চ্ছিতকে অর্দ্ধসম্পন্ন (—সুষুপ্তের ধর্ম্মসকলের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মযুক্ত) বলা হয়]।

[পূঃ—সুষুপ্তের ন্যায় মূর্চ্ছিতের সমগ্রভাবে ব্রহ্মধর্ম্মযুক্ত হওয়া সঙ্গত।]

[ভ্রান্ত ব্যক্তির শঙ্কা—] আচ্ছা, মূর্চ্ছাকে অর্দ্ধসম্পত্তি কিপ্রকারে বলিতে পারা যায়?৩৩ যেহেতু শ্রুতিকর্ত্তৃক সুষুপ্তের প্রতি এইপ্রকার কথিত হইয়াছে—"হে সোম্য, তখন (—সুষুপ্তিকালে) সতের সহিত একীভূত হয়" ইত্যাদি, "এখানে (—সুষুপ্তিতে) চোর অচোর হয়", "এই [আত্মরূপ] সেতুকে দিন ও রাত্রি অতিক্রম করিতে পারে না (—ইনি কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন), জরা মৃত্যু শোক পুণ্য ও পাপ ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না", ইত্যাদি। [সুতরাং সুষুপ্তের ন্যায় মূর্চ্ছিতেরও উপাধির উপশম সমান হওয়ায় তাহারও সুষুপ্তের ন্যায় কৃৎস্নসম্পত্তি (—সমগ্রভাবে ব্রহ্মলীনতা) হওয়া উচিত, ইহাই ভাব।৩৪ কিন্তু জীবের সংসার যতকাল থাকে, সুখদুঃখসম্বন্ধও ততকাল থাকে। সুতরাং সুষুপ্তের প্রতি "ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্", এইপ্রকার শ্রুতি কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? উত্তর—] দেখ, জীবে সুকৃত ও দুষ্কৃতের প্রাপ্তি সুখিত্বের ও দুঃখিত্বের (—'আমি সুখী' ও 'আমি দুঃখী', এইপ্রকার) জ্ঞানোৎপাদনদ্বারাই হইয়া থাকে।৩৫ আর সুখিত্বজ্ঞান বা দুঃখিত্বজ্ঞান সুষুপ্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

বা সুষুপ্তে বিদ্যেতে।৩৬ মুগ্ধেঽপি তৌ প্রত্যয়ৌ নৈব বিদ্যেতে।৩৭ তস্মাৎ উপাধ্যুপশমাৎ সুষুপ্তবৎ মুগ্ধেঽপি কৃৎস্নসম্পত্তিঃ এব ভবিতুম্ অর্হতি, ন অর্দ্ধসম্পত্তিঃ ইতি।৩৮ অত্র উচ্যতে—ন ব্রুমঃ মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতি ইতি।৩৯ কিং তর্হি?৪০ অর্দ্ধেন সুষুপ্তপক্ষস্য ভবতি মুগ্ধত্বম্, অর্দ্ধেন অবস্থান্তরপক্ষস্য ইতি ব্রূমঃ।৪১ দর্শিতে চ মোহস্য স্বাপেন সাম্যবৈষম্যে।৪২ দ্বারং চ এতৎ মরণস্য।৪৩ যদা অস্য সাবশেষং কর্ম্ম ভবতি, তদা বাঙ্মনসে প্রত্যাগচ্ছতঃ।৪৪ যদা তু নিরবশেষং কর্ম্ম ভবতি, তদা প্রাণোষ্মাণৌ অপগচ্ছতঃ।৪৫ তস্মাৎ অর্দ্ধসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদঃ ইচ্ছন্তি।৪৬ যত্তু উক্তং—ন পঞ্চমী কাচিৎ অবস্থা প্রসিদ্ধা অস্তি ইতি।৪৭ নৈষঃ দোষঃ।৪৮ কাদাচিৎকী ইয়ম্ অবস্থা ইতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ।৪৯ প্রসিদ্ধা চ এষা লোকায়ুর্বেদয়োঃ।৫০ অর্দ্ধ-

ভাষ্যানুবাদ

ব্যক্তিতে বিদ্যমান থাকে না [সেইহেতু কার্য্যের অভাববশতঃ কারণ পাপপুণ্যের অভাব উক্ত শ্রুতিতে গৌণভাবে কথিত হইতেছে]।৩৬ মূর্চ্ছিত ব্যক্তিতেও সেই জ্ঞানদ্বয় নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকে না।৩৭ সেইহেতু উপাধির উপশমবশতঃ সুষুপ্তের ন্যায় মূর্চ্ছিতেও কৃৎস্নসম্পত্তিই হওয়া উচিত, অর্দ্ধসম্পত্তি নহে, ইত্যাদি।৩৮

[সিঃ—মূর্চ্ছা সুষুপ্তির ও মৃত্যুর অর্দ্ধ ধর্ম্মযুক্ত।]

[সিদ্ধান্ত—] এই বিষয়ে কথিত হইতেছে—আমরা বলিতেছি না যে, মূর্চ্ছাবস্থাতে ব্রহ্মের সহিত জীবের অর্দ্ধসম্পত্তি হইয়া থাকে।৩৯ তবে কি হয়? ৪০ মুগ্ধতা (—মূর্চ্ছা) অর্দ্ধাংশের দ্বারা সুষুপ্তপক্ষের অন্তর্গত এবং [অপর] অর্দ্ধাংশের দ্বারা [মৃত্যুরূপ] অবস্থান্তর পক্ষের অন্তর্গত, ইহাই বলিতেছি।৪১ সুষুপ্তির সহিত মূর্চ্ছার [সংজ্ঞাহীনতারূপ] সমতা এবং [মরণধর্ম্ম কম্পনাদিরূপ] বিষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে।৪২ আর ইহা (—মূর্চ্ছা) মরণের দ্বারস্বরূপ।৪৩ [যেহেতু] যখন ইহার (—মূর্চ্ছিতের) কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে, তখন [ইহার] বাগিন্দ্রিয় ও মন (—ইন্দ্রিয়সকল, স্ব স্ব গোলকে] প্রত্যাবর্ত্তন করে।৪৪ কিন্তু যখন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, তখন প্রাণ ও উষ্ণতা অপগত হয় (—মৃত্যু হয়)।৪৫ সেইহেতু ব্রহ্মবিদ্গণ [মূর্চ্ছাকে] অর্দ্ধসম্পত্তি (—সুষুপ্তির অর্দ্ধধর্ম্মযুক্ত ও মরণের অর্দ্ধধর্ম্মযুক্ত) বলিতে ইচ্ছা করেন।৪৬ আর যে বলা হইয়াছে—পঞ্চম কোনপ্রকার অবস্থা প্রসিদ্ধ নাই (৫ বাক্য), ইত্যাদি।৪৭ ইহা দোষ নহে।৪৮ [যেহেতু] এই [মূর্চ্ছারূপ] অবস্থা কদাচিৎ হইয়া থাকে, এইহেতু [বালকাদির নিকট] ইহা প্রসিদ্ধ নহে।৪৯ কিন্তু ইহা লোকমধ্যে (—বয়োবৃদ্ধগণের নিকট) এবং আয়ুর্বেদে প্রসিদ্ধ।৫০ আর [সুষুপ্তি ও মরণধর্ম্মসকলের মধ্যে] অর্দ্ধধর্ম্মপ্রাপ্তি অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্পত্ত্যভ্যুপগমাৎ চ ন পঞ্চমী গণ্যতে ইতি অনবদ্যম্ ॥৫।১০।৩।২।১০॥

ইতি চতুর্থং মুগ্ধাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

[সেই অবস্থাদ্বয়ের অন্তর্গত হওয়ায়] পঞ্চম অবস্থারূপে গণনা করা হয় না, ইহা দোষ নহে (১) ।৫।১০।৩।২।১০॥ মুগ্ধাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

৫ । উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ । [১১-২১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য, সবিশেষতা উপাসনার জন্য । [এই অধিকরণ হইতে পাদসমাপ্তি পর্য্যন্ত **তৎপদার্থের শোধন** (—ব্রহ্মের শুদ্ধস্বরূপ নিরূপণ) বর্ণিত হইতেছে] ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত মূর্চ্ছাবস্থা যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ সুষুপ্তি ও মরণ, এই উভয়াবস্থার ধর্ম্মযুক্ত ; ব্রহ্মও তদ্রূপ শ্রুতিপ্রামাণ্যবলে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয়প্রকার । এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় ।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—'তৎ'পদের শোধনদ্বারা যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অর্থ লব্ধ হয়, তাহা তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যার্থজ্ঞানের হেতু হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

ব্রহ্ম কিং রূপি চারূপং ভবেন্নীরূপমেব বা ।
দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাদ্ ব্রহ্ম স্যাদুভয়াত্মকম্ ॥
নীরূপমেব বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যমপূর্ব্বতঃ ।
রূপং ত্বনূদ্যতে ভ্রান্তমুভয়ং বিরুধ্যতে ॥

অন্বয়—ব্রহ্ম কিং রূপি চ অরূপং ভবেৎ, নীরূপম্ এব বা ? দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাৎ ব্রহ্ম উভয়াত্মকং স্যাৎ । অপূর্ব্বতঃ নীরূপম্ এব বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যম্, ভ্রান্তং তু রূপং অনূদ্যতে, উভয়ং বিরুধ্যতে ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নির্ব্বিশেষসবিশেষব্রহ্মপরাঃ শ্রুতয়ঃ অত্র বিষয়ঃ । "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ (ছাঃ ৩।১৪।২), "তদেতৎ চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।২), ইতি এবমাদ্যাঃ সবিশেষব্রহ্মপরাঃ শ্রুতয়ঃ সন্তি । অথ "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩.৮.৮), ইত্যাদ্যাঃ নির্ব্বিশেষব্রহ্মপরাঃ অপি । অতঃ ভবতি সংশয়ঃ—] ব্রহ্ম কিং রূপি চ অরূপং [চ উভয়াত্মকং] ভবেৎ, নীরূপম্ এব বা ?

ভাবদীপিকা [জীবের শুদ্ধস্বরূপ]

(১) এইরূপে এই অধিকরণে দীর্ঘকাল শ্বাসাদিক্রিয়া ও অন্যান্য ব্যবহার না থাকিলেও মূর্চ্ছিত জীবের যেমন নাশ হয় না, তদ্রূপ মৃত্যুতে উক্তপ্রকার অবস্থা হইলেও জীবের নাশ হয় না, তাহা নিত্য, ইহা নির্ণীত হইল । এইপ্রকারে এই অধিকরণচতুষ্টয়ে **তৎপদলক্ষ্য জীব** স্বরূপতঃ স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যৈকরস নিত্য, জাগ্রদাদি অবস্থাসকলের সহিত সম্বন্ধশূন্য ও নির্বিশেষ, ইহা নিরূপিত হইল । মুগ্ধাধিকরণ সমাপ্ত ।

পূর্ব্বপক্ষ—দ্বিবিধশ্রুতিসত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উভয়াত্মকং স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—অপূর্ব্বত্বাৎ নীরূপম্ এব [ব্রহ্ম] বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যম্। [ননু কথং তৎ বেদান্তৈরেব প্রতিপাদ্যতে, কথং বা মানান্তরাগম্যম্? যতঃ "ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ", ইতি অনুমানেনাপি জগৎকর্তৃত্বাদিরূপযুক্তং ব্রহ্ম অবগন্তুং শক্যতে ইতি চেৎ? সত্যম্, কথঞ্চিৎ তচ্ছক্যতে। অতঃ উপাসনায় অনুমিতং] ভ্রান্তং তু [তৎ] রূপম্ অনূদ্যতে, [ন তু তাৎপর্য্যেণ প্রতিপাদ্যতে। ন চ অনুমানশাস্ত্রসিদ্ধয়োঃ উভয়োঃ বাস্তবত্বম্, যতঃ একস্মিন্ বস্তুনি] উভয়ত্বং বিরুধ্যতে। [তস্মাৎ অতাৎপর্য্যবিষয়স্য রূপবত্ত্বস্য ভ্রান্তত্বাৎ নীরূপম্ এব তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[নির্বিশেষ এবং সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল এখানে বিষয়। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম সর্ব্বগন্ধ", "সেই এই ব্রহ্ম চারিটী চরণযুক্ত", ইত্যাদি এই সকল সবিশেষ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য আছে। আবার "স্থূল নহেন, অণু নহেন", ইত্যাদি নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতি-পাদক শ্রুতিবাক্যসকলও আছে। সেইহেতু সংশয় হয়—] ব্রহ্ম কি রূপযুক্ত ও রূপবিহীন উভয়াত্মক, অথবা নীরূপই (—নির্বিশেষই)?

পূর্ব্বপক্ষ—দুইপ্রকার শ্রুতি থাকায় ব্রহ্ম উভয়াত্মক।

সিদ্ধান্ত—অপূর্ব্ব হওয়ায় (—প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ না হওয়ায়) নীরূপ ব্রহ্মই উপনিষৎসকলকর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছেন। [কিন্তু উপনিষৎসকলকর্তৃকই তিনি প্রতিপাদিত হন, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়, তিনি প্রমাণান্তরগম্য নহেন, ইহাই বা কিপ্রকারে বলা যায়? কারণ "ক্ষিতি প্রভৃতি সকর্তৃক, যেহেতু তাহারা কার্য্য", এইপ্রকার অনুমানের দ্বারাও জগৎ-কর্তৃত্বাদিধর্ম্মযুক্তরূপে ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারা যায়। হাঁ সত্য, তাহা কথঞ্চিৎ পারা যায়। সেইহেতু উপাসনার জন্য অনুমিত] সেই ভ্রান্ত রূপ অনূদিত হইতেছে (—লোকবুদ্ধির অনুসরণ করতঃ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, কিন্তু তাৎপর্য্যযুক্তরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে না। আর অনুমানসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ, এই উভয়ের বাস্তবতা সঙ্গত নহে, যেহেতু একই বস্তুতে] উভয়তা (—উভয়স্বরূপতা) বিরুদ্ধ। [অতএব যাহাতে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই, সেই রূপবিশিষ্টতা ভ্রমাত্মক হওয়ায় ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ নীরূপই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, মোক্ষের জন্য সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়াত্মক ব্রহ্ম ধ্যেয়। সিদ্ধান্তে—নির্বিশেষ ব্রহ্মই ধ্যেয়।

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥৩।২।১১॥

পদচ্ছেদ—ন, স্থানতঃ, অপি, পরস্য, উভয়লিঙ্গম্, সর্ব্বত্র, হি।

সূত্রার্থ—["সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২), ইত্যাদিনা ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং, শ্রূয়তে। "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮), ইত্যাদিনা চ নির্বিশেষত্বম্। তত্র কিম্ উভয়শ্রুত্য-নুরোধাৎ উভয়রূপং ব্রহ্ম, উত একরূপম্? একরূপম্ ইতি অত্রাপি সবিশেষং নির্বিশেষং বা ইতি সন্দেহে, 'দ্বিরূপম্' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **পরস্য**—ব্রহ্মণঃ, **উভয়লিঙ্গম্**—উভয়-রূপত্বং, **ন**—ন সম্ভবতি, [সত্যস্য বস্তুনঃ দ্বৈরূপ্যাযোগাৎ। নহি একম্ এব বস্তু একদা তদ্বৎ তদভাববৎ চ দৃষ্টম্]। **স্থানতঃ অপি**—উপাধিতঃ অপি [পরস্য উভয়রূপত্বং তাত্ত্বিকং ন যুক্তম্, উপাধীনাম্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। নহি স্বচ্ছঃ স্ফটিকঃ অলক্তকাদ্যুপাধিযোগাৎ

অস্বচ্ছঃ ভবতি। অতঃ একরূপম্ এব ব্রহ্ম]। হি—যতঃ, সর্বত্র—"অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্", ইত্যাদিবেদান্তবাক্যেষু [অপাস্তসমস্তবিশেষম্ একরূপম্ এব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে]।

অনুবাদ—["সর্বকাম সর্বগন্ধ", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষতা শ্রুত হইতেছে। আর "স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন", ইত্যাদির দ্বারা নির্বিশেষতা। তাহাতে উভয়প্রকার শ্রুতির অনুরোধে ব্রহ্ম কি উভয়াত্মক হইবেন, অথবা একরূপ? 'একরূপ' এই স্থলেও সবিশেষ অথবা নির্বিশেষ, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'উভয়াত্মক' ইহা পূর্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] পরস্য—ব্রহ্মের, উভয়লিঙ্গম্—উভয়াত্মকতা, ন—সম্ভব নহে, [যেহেতু সহসা বস্তুর দ্বিরূপতা অসঙ্গত। একই বস্তু একই কালে তদ্বিশিষ্ট ও তদভাববিশিষ্ট কদাপি পরিদৃষ্ট হয় না]। স্থানতঃ অপি—উপাধিবশতঃও [ব্রহ্মের তাত্ত্বিক উভয়রূপতা সঙ্গত নহে, যেহেতু উপাধিসকল অবিদ্যাকর্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত। দেখ, স্বচ্ছ স্ফটিক অলক্তক (—আল্‌তা) প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ অস্বচ্ছ হয় না। এইহেতু ব্রহ্ম একরূপ]। হি—যেহেতু, সর্বত্র—"শব্দহীন স্পর্শহীন রূপহীন" (কঠ ১।৩।১৫), ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসকলে [যাঁহা হইতে সমস্ত বিশেষ নিরাকৃত হইয়াছে, সেই একরূপ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইতেছেন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্ত্যাদিষু জীবঃ উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে, তস্য ইদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধার্য্যতে।১ সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মবিষয়াঃ।২ "সর্বকর্ম্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২), ইতি এবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ।৩ "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্" (বৃঃ ৩।৮।৮), ইতি এবমাদ্যাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গাঃ।৪ কিম্ আসু শ্রুতিষু উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্, উত অন্যতরলিঙ্গম্?৫ যদাপি অন্যতরলিঙ্গং তদাপি কিং সবিশেষম্, উত নির্বিশেষম্ ইতি মীমাংস্যতে।৬ তত্র উভয়লিঙ্গশ্রুত্যনুগ্রহাৎ.

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সঙ্গতি। পূঃ—ব্রহ্ম সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়াত্মক।]

[ত্বম্‌পদার্থের শোধন (—জীবের স্বরূপ নিরূপণ) শেষ করিয়া এক্ষণে তৎপদার্থের শোধনে (—ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণে) প্রবৃত্ত হইতেছেন—] সুষুপ্তি প্রভৃতিতে উপাধির উপশমবশতঃ জীব যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়, এক্ষণে তাঁহার স্বরূপ শ্রুতিবলে নির্দ্ধারিত হইতেছে।১ ব্রহ্মবিষয়ক উভয়লিঙ্গক (—সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়প্রকার ব্রহ্মজ্ঞাপক) শ্রুতিসকল আছে।২ "সমস্ত জগৎ যাঁহার কর্ম্ম, যিনি সর্ববিধ বিশুদ্ধ কামনাবান্, সকলপ্রকার সুখকর গন্ধযুক্ত, সকলপ্রকার উত্তম রসযুক্ত", ইত্যাদি এই সকল সবিশেষলিঙ্গ (—সবিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞাপক)।৩ "স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন", এই সকল নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞাপক।৪ এই শ্রুতিসকলে কি ব্রহ্মকে [সবিশেষ ও নির্বিশেষ] উভয়লিঙ্গরূপে (—উভয়াত্মকরূপে) বুঝিতে হইবে, অথবা অন্যতরলিঙ্গরূপে (—উভয়ের মধ্যে যে কোন একরূপে) বুঝিতে হইবে?৫ আর যদি অন্যতরলিঙ্গ হন, তাহা

শাঙ্করভাষ্যম্

উভয়লিঙ্গম্ এব ব্রহ্ম ইতি।৭ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবৎ স্বতঃ এব 'পরস্য' ব্রহ্মণঃ উভয়লিঙ্গত্বম্ উপপদ্যতে।৮ নহি একং বস্তু স্বতঃ এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতং চ ইতি অবধারয়িতুং শক্যং, বিরোধাৎ।৯ অস্তু তর্হি 'স্থানতঃ' পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাৎ ইতি।১০ তদপি ন উপপদ্যতে।১১ নহি উপাধিযোগাৎ অপি অন্যাদৃশস্য বস্তুনঃ অন্যাদৃশঃ স্বভাবঃ সম্ভবতি।১২ নহি স্বচ্ছঃ সন্ স্ফটিকঃ অলক্তকাদ্যুপাধিযোগাৎ অস্বচ্ছঃ ভবতি, ভ্রমমাত্রত্বাৎ অস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য।১৩ উপাধীনাং চ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ।১৪ অতশ্চ অন্যতরলিঙ্গপরিগ্রহে অপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্বিকল্পকম্ এব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্।১৫ সর্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু "অশব্দম্

ভাষ্যানুবাদ

হইলেও [তিনি] কি সবিশেষ, অথবা নির্বিশেষ, ইহা মীমাংসা করা হইতেছে।৬ তাহাতে [পূর্বপক্ষী বলেন—] উভয়প্রকার লিঙ্গযুক্ত শ্রুতির অনুকূলতাবশতঃ ব্রহ্ম অবশ্যই উভয়লিঙ্গ (—সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়াত্মক) ইত্যাদি।৭

[সিঃ—সবিশেষতা ঔপাধিক, সুতরাং মিথ্যা হওয়ায় নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিসম্মত।]

এইপ্রকার [পূর্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—'পরের' (—সর্বশ্রেষ্ঠের) অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বভাবতঃ উভয়লিঙ্গতা (—সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়াত্মক হওয়া) যুক্তিযুক্ত নহে।৮ যেহেতু একই বস্তু স্বভাবতঃই রূপাদি বিশেষযুক্ত এবং তাহার বিপরীত, ইহা অবধারণ করিতে পারা যায় না, কারণ বিরোধ হইয়া পড়ে।৯ [শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে 'স্থানবশতঃ', অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ (বৃঃ ২।৫।১) 'ব্রহ্মের সবিশেষতা সিদ্ধ হইবে'।১০ [সমাধান—] তাহাও সঙ্গত নহে।১১ যেহেতু উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইলেও একপ্রকার [স্বভাবসম্পন্ন] বস্তুর অন্যপ্রকার স্বভাব সম্ভব নহে।১২ দেখ, স্ফটিক স্বচ্ছ হওয়ায় অলক্তক (—আলতা) প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ কদাপি অস্বচ্ছ হয় না, যেহেতু [তাহাতে] অস্বচ্ছতাবিষয়ক অভিনিবেশ (—জ্ঞান) ভ্রমমাত্র।১৩ আর যেহেতু [ব্রহ্মের সবিশেষতা সম্পাদক গন্ধ ও রূপ রসাদি, ছাঃ ৩।১৪।২] উপাধিসকল অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত; [সুতরাং মিথ্যা হওয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষতাও মিথ্যা]।১৪ আর সেইহেতু অন্যতর লিঙ্গের পরিগ্রহ হইলেও (—সবিশেষতা ও নির্বিশেষতার মধ্যে সবিশেষতাজ্ঞাপক বাক্যসকলই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞাপকরূপে অভিপ্রেত হইলেও) সমস্তবিশেষরহিত নির্বিকল্পকরূপেই ব্রহ্মকে অবগত হইতে হইবে, তাহার বিপরীতরূপে নহে।১৫ যেহেতু সকল স্থলে (—উপনিষৎসকলে) ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদনপর "শব্দরহিত স্পর্শরহিত রূপবিহীন ক্ষয়রহিত", ইত্যাদি এই

শাঙ্করভাষ্যম

অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্” (কঠ ১।৩।১৫, মুক্তিকোপঃ ২।৭২), ইতি এবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষম্ এব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে ॥১৬॥৩।২।১১॥

ভাষ্যানুবাদ

বাক্যসকলে যাঁহা হইতে সমস্ত বিশেষ নিরাকৃত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইতেছেন ।১৬॥৩।২।১১॥

ন ভেদাদিতিচেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥৩।২।১২॥

পদচ্ছেদ—ন, ভেদাৎ, ইতি, চেৎ, ন, প্রত্যেকম্, অতদ্বচনাৎ।

সূত্রার্থ—[ননু নির্বিশেষম্ এব ব্রহ্ম] ন—ন ভবতি। [কুতঃ? উচ্যতে—চতুষ্পাৎ-ষোড়শকল-ত্রৈলোক্যশরীরাদ্যাকারভেদেন প্রতিবিহং ব্রহ্মণঃ] ভেদাৎ—ভেদকথনাৎ। [তস্মাৎ সবিশেষম্ অপি ব্রহ্ম শ্রুতিসামর্থ্যাৎ অঙ্গীকর্ত্তব্যম্], ইতি চেৎ? ন, [কুতঃ? উচ্যতে—“যশ্চ অয়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ…অয়ম্ এব সঃ যঃ অয়ম্ আত্মা”, ইত্যাদিবাক্যজাতেন] প্রত্যেকম্—প্রত্যুপাধি, পৃথিব্যাদিষু সর্ব্বোপাধিষু ইত্যর্থঃ, [পরন্তু ব্রহ্মণঃ] অতদ্বচনাৎ—ভেদশ্রবণাভাবাৎ, অভেদস্যৈব তু শ্রবণাৎ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ—[কিন্তু ব্রহ্ম নির্বিশেষই] ন—নহেন। কেন নহেন? বলা হইতেছে—চতুষ্পাৎ (ছাঃ ৩।১৮।২), ষোড়শকলাযুক্ত (ছাঃ ৪।৫।২), ত্রৈলোক্যশরীর (ছাঃ ৫।১৮।২), ইত্যাদি আকারভেদে প্রত্যেক বিদ্যাতে ব্রহ্মের] ভেদাৎ—ভেদ যেহেতু কথিত হইয়াছে। [সেইহেতু শ্রুতির সামর্থ্যবলে ব্রহ্মকে সবিশেষরূপেও অঙ্গীকার করিতে হইবে], ইতি চেৎ—এইপ্রকার যদি বলা হয়? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] ন—তাহা বলা যায় না, [কেন? বলা হইতেছে—“এই পৃথিবীতে যিনি এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ…ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা” (বৃঃ ২।৫।১), ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা] প্রত্যেকম্—প্রত্যেক উপাধিতে, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি সকল উপাধিতে [পরব্রহ্মের] অতদ্বচনাৎ—ভেদ যেহেতু শ্রুত হইতেছে না, পরন্তু অভিন্নতাই শ্রুত হইতেছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথাপি স্যাৎ, যদুক্তং নির্বিকল্পম্ একলিঙ্গম্ এব ব্রহ্ম, ন অস্য স্বতঃ স্থানতঃ বা উভয়লিঙ্গত্বম্ অস্তি ইতি, তৎ ন উপপদ্যতে। ১ কস্মাৎ? ২ ভেদাৎ। ৩ ভিন্না হি প্রতিবিদ্যং ব্রহ্মণঃ আকারাঃ উপদিশ্যন্তে, চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম, ষোড়শকলং ব্রহ্ম, বামনী-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—শাস্ত্রের প্রামাণ্যবলে ব্রহ্মের উপাধিকৃত সত্য সাবশেষতাও অঙ্গীকার্য।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] আচ্ছা, বলা যাইতে পারে—ব্রহ্ম অবশ্যই সকলপ্রকার বিকল্পবিহীন একলিঙ্গ (—একরূপ), ইহার স্বভাবতঃ, অথবা উপাধিবশতঃ উভয়রূপতা নাই, এই যাহা কথিত হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।১ কেন হইতেছে না?২ [উত্তর—] যেহেতু ভেদ আছে।৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু প্রত্যেক বিদ্যাতে (—ব্রহ্মোপাসনাতে) ব্রহ্মের বিভিন্ন আকারসকল উপদিষ্ট

শাঙ্করভাষ্যম্

ষ্ঠাদিলক্ষণং ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম ইতি এবংজাতীয়কাঃ। ৪ তস্মাৎ সবিশেষত্বম্ অপি ব্রহ্মণঃ অভ্যুপগন্তব্যম্। ৫ ননু উক্তং ন উভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি ইতি। ৬ অয়ম্ অপি অবিরোধঃ, উপাধিকৃতত্বাৎ আকারভেদস্য। ৭ অন্যথা হি নির্বিষয়ম্ এব ভেদশাস্ত্রং প্রসজ্যেত ইতি চেৎ? ৮ ন ইতি ব্রূমঃ। ৯ কস্মাৎ? ১০ প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ। ১১ প্রত্যুপাধিভেদং হি অভেদম্ এব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রং—"যশ্চ অয়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যশ্চ অয়ম্ অধ্যাত্মং শারীরঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ অয়ম্ এব সঃ যঃ অয়ম্ আত্মা" (বৃঃ ২।৫।১) ইত্যাদি। ১২ অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগঃ ব্রহ্মণঃ

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে, যথা—চারিটী চরণযুক্ত ব্রহ্ম (ছাঃ ৩।১৮।২), ষোলটী কলাযুক্ত ব্রহ্ম (ছাঃ ৪।৫।২), বামনী প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ব্রহ্ম (ছাঃ ৪।১৫।৩), বৈশ্বানরশব্দের দ্বারা বর্ণিত ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম (ছাঃ ৫।১৮।২), ইত্যাদি এই জাতীয়।৪ সেইহেতু ব্রহ্মের সবিশেষতাও অঙ্গীকার করিতে হইবে।৫ [শঙ্কা—] কিন্তু কথিত হইয়াছে ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গতা (—সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়াত্মকতা) সম্ভব নহে, ইত্যাদি।৬ [পুঃ সমাধান—] ইহাও বিরুদ্ধ নহে, যেহেতু [ব্রহ্মের] আকারভেদ উপাধিকৃত।৭ [কিন্তু উপাধিবশতঃ আকারভেদ সম্ভব নহে, ইহা বলা হইয়াছে (১৩৯ পৃঃ, ১২ বাক্য) তদুত্তরে পূর্ববাদী বলিতেছেন—] অন্যথা (– উপাধিকৃত রূপভেদ স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মের] বিভিন্নতাবোধক শাস্ত্র নির্বিষয় হইয়া পড়িবে, [তাহা সঙ্গত নহে], এইপ্রকার যদি বলা হয় ?৮

[সিঃ—বিভিন্ন উপাধিতে ব্রহ্মের অভিন্নতাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য, ঔপাধিক রূপভেদ উপাসনার জন্য।]

সিদ্ধান্ত—(১) তাহা নহে, ইহাই আমরা বলিতেছি।৯ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ?১০ [উত্তর—] যেহেতু প্রত্যেক স্থলে তদ্বচনের (—ভেদকথনের) অভাব আছে।১১ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু শাস্ত্র প্রত্যেকটী উপাধিভেদে ব্রহ্মের অভিন্নতাই শ্রবণ করাইতেছেন, যথা—"এই পৃথিবীতে যিনি এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং যিনি শরীরসম্বন্ধী এবং শরীরে অবস্থিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি, যিনি এই আত্মা", ইত্যাদি।১২ আর এইহেতু বিভিন্ন আকারের

ভাবদীপিকা

(১) সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ব্রহ্মের এই যে উপাধিকৃত রূপভেদ, তাহা ১। ধ্যানের জন্য ব্রহ্মে গৌণভাবে আরোপিত হইতেছে ? অথবা ২। উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্ম সত্যই বিভিন্ন বিরুদ্ধ রূপযুক্ত (—সবিশেষ) হইয়া পড়েন ? প্রথম পক্ষ আমাদের অভীষ্ট। ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্যবলে দ্বিতীয় পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—ন ইতি—'তাহা নহে', ইত্যাদি (৯ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শাস্ত্রীয়ঃ ইতি শক্যতে বক্তুং, ভেদস্য উপাসনার্থত্বাৎ, অভেদে তাৎপর্য্যাৎ ।১৩৩।২।১২॥

ভাষ্যানুবাদ

সহিত ব্রহ্মের [সত্য] সম্বন্ধ শাস্ত্রীয়, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু [ঔপাধিক] বিভিন্নতা উপাসনার জন্য, [এবং] যেহেতু [ব্রহ্মের] অভিন্নতাতেই [শাস্ত্রের] তাৎপর্য্য ।১৩৩।২।১২॥

অপি চৈবমেকে ॥৩।২।১৩॥

পদচ্ছেদ—অপিচ, এবম্, একে ।

সূত্রার্থ—অপিচ—কিন্তু, একে—একে শাখিনঃ, ["মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি যঃ ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ ২।১।১১), ইতি ভেদ-নিন্দাপূর্ব্বকম্] **এবম্**—অভেদম্ এব [ব্রহ্মণঃ সমামনন্তি]।

অনুবাদ—অপিচ—আর এক কথা, **একে**—কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ, ["যিনি ইঁহাতে নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন", "এখানে (—ব্রহ্মে) কিছু-মাত্রও ভেদ নাই", এইপ্রকারে ভেদের নিন্দাপূর্ব্বক] **এবম্**—ব্রহ্মের অভিন্নতাই পাঠ করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ এবং ভেদনিন্দাপূর্ব্বকং অভেদদর্শনম্ এব একে শাখিনঃ সমামনন্তি—"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (কঠ ২।১।১১) ইতি। ১ তথা অন্যেঽপি "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (শ্বেঃ ১।১২), ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃ লক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈকস্বভাবতাম্ অধীয়তে ।২॥৩।২।১৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ভেদদর্শনের নিন্দাপূর্ব্বক অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য।]

আর দেখ, ["সংস্কৃত] মনের দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে, ইঁহাতে কিছুমাত্রও নানাত্ব নাই, যিনি ইঁহাতে নানার ন্যায় (—অল্পমাত্রও ভিন্নতা) দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে (—পুনঃ পুনঃ জন্মমরণকে) প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এইপ্রকারে ভেদদর্শনের নিন্দাপূর্ব্বক অভেদদর্শনই কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন।১ এইপ্রকারে অন্য শাখাধ্যায়িগণও "ব্রহ্মবিদ্গণকর্ত্তৃক কথিত ভোক্তা (—জীব), ভোগ্য (—শব্দাদি নিখিল বিষয়, এবং প্রেরয়িতা (—অন্তর্যামী), এই ত্রিবিধ সমুদয়কে ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়া, [সাধক উক্ত ব্রহ্মকে সর্ব্বদা নিজের আত্মরূপে জানিবেন"], এইপ্রকারে ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়ন্তৃরূপ জগৎপ্রপঞ্চের একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপতা পাঠ করেন।২ [এইপ্রকারে ভেদদর্শনের নিন্দাপূর্ব্বক অদ্বৈততত্ত্ব বর্ণিত হওয়ায় নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য, ইহা সিদ্ধ হয়] ॥৩।২।১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং পুনঃ আকারবদুপদেশিনীষু অনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষু সতীষু অনাকারম্ এব ব্রহ্ম অবধার্য্যতে, ন পুনঃ বিপরীতম্ ইতি?১ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] আচ্ছা, আকারবিশিষ্টতা উপদেশকারিণী এবং নিরাকারতা উপদেশকারিণী ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রুতিসকল থাকায় ব্রহ্ম নিরাকারই (—নির্বিশেষই), কিন্তু তাহার বিপরীত নহে, ইহা কিপ্রকারে অবধারণ করা হইতেছে?১ এইপ্রকার সংশয় হওয়ায় [ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩।২।১৪॥

পদচ্ছেদ—অরূপবৎ, এব, হি, তৎপ্রধানত্বাৎ।

সূত্রার্থ—**অরূপবৎ এব**—রূপাদিহীনম্ এব [ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যম্, ন সবিশেষম্। কুতঃ?] **হি**—যস্মাৎ ["অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিনিষেধশাস্ত্রস্য] **তৎপ্রধানত্বাৎ**—নির্বিশেষব্রহ্মপ্রধানত্বাৎ।

অনুবাদ—[ব্রহ্মকে] **অরূপবৎ এব**—রূপাদিবিহীনরূপেই [অবধারণ করিতে হইবে, সবিশেষরূপে (—রূপাদিযুক্তরূপে) নহে। তাহাতে হেতু কি? বলিতেছি—] **হি**—যেহেতু ["স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন", ইত্যাদি নিষেধশাস্ত্রের] **তৎপ্রধানত্বাৎ**—নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রধানতা আছে (—নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধনেই তাহাদের তাৎপর্য্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

রূপাদ্যাকাররহিতম্ এব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যং, ন রূপাদিমৎ।১ কস্মাৎ।২ তৎপ্রধানত্বাৎ।৩ "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্" (বৃঃ ৩।৮।৮), "অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্" (কঠ ১।৩।১৫, মুক্তিকোপঃ ২।৭২), "আকাশঃ বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১৪।১), "দিব্যঃ হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরঃ হি অজঃ" (মুঃ ২।১।২), "তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তাৎপর্য্যবান্ ও তাৎপর্য্যহীনের মধ্যে তাৎপর্য্যবানই বলবান্ হওয়ায় ব্রহ্মের নির্বিশেষতাবধারণ।]

ব্রহ্মকে রূপাদি আকাররহিতরূপেই অবধারণ করিতে হইবে, তিনি রূপাদিযুক্ত নহেন।১ তাহাতে হেতু কি?২ [উত্তর—] যেহেতু তাহার (—নির্বিশেষ ব্রহ্মের) প্রধানতা আছে।৩ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন", "শব্দহীন স্পর্শহীন রূপহীন ক্ষয়শূন্য", "যিনি [শ্রুতিতে] আকাশনামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা, তাহারা (—নাম ও রূপ) যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম", "যেহেতু দিব্য (—জ্যোতির্ম্ময়) এবং সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিবর্জ্জিত পুরুষ [শরীরের] বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত, সেইহেতু তিনি জন্মরহিত", "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (—কারণবিহীন), অনপর (—কার্য্যবিহীন), অনন্তর (—স্বগতভেদহীন), অবাহ্য (—ইঁহার বাহিরে কিছুই নাই, অর্থাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

অবাহ্যম্ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (বৃঃ ২।৫।১৯), ইতি এবমাদিনী বাক্যানি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রধানানি, ন অর্থান্তরপ্রধানানি ইতি এতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) ইত্যত্র। ৪ তস্মাৎ এবংজাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাশ্রুতং নিরাকারম্ এব ব্রহ্ম অবধারয়িতব্যম্। ৫ ইতরাণি তু আকারবদ্‌ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি ন তৎপ্রধানানি, উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি তানি। ৬ তেষু অসতি বিরোধে যথাশ্রুতম্ আশ্রয়িতব্যম্। ৭ সতি তু বিরোধে তৎপ্রধানানি অতৎপ্রধানেভ্যঃ বলীয়াংসি ভবন্তি ইতি। ৮ এষঃ বিনিগমনায়াং হেতুঃ, যেন উভয়ীষু অপি শ্রুতিষু সতীষু অনাকারম্ এব ব্রহ্ম অবধার্য্যতে, ন পুনঃ বিপরীতম্ ইতি ।৩।৩।২।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন), সর্ব বিষয়ের অনুভবকর্তা এই আত্মাই ব্রহ্ম", ইত্যাদি এই সকল বাক্য সর্বপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মাত্মতত্ত্বকে প্রধানভাবে প্রতিপাদন করে, কিন্তু অন্য বিষয়কে প্রধানভাবে প্রতিপাদন করে না, ইত্যাদি ইহা "তত্তু সমন্বয়াৎ", ইত্যাদি এই স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে।৪ সেইহেতু এইজাতীয় বাক্যসকলে যথাশ্রুত নিরাকার ব্রহ্মকেই অবধারণ করিতে হইবে।৫ কিন্তু সাকার (—সপ্রপঞ্চ, সবিশেষ) ব্রহ্মবিষয়ক অন্যান্য বাক্যসকল তৎপ্রধান নহে (—প্রধানভাবে সবিশেষতা প্রতিপাদন করে না), যেহেতু তাহারা প্রধানভাবে উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করে (—বিধিবোধিত উপাসনার অঙ্গরূপে ব্রহ্মকে সমর্পণ করে।৬ কিন্তু উপাসনাবোধক বাক্যসকলের ব্রহ্মের সবিশেষতা প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য না থাকিলেও, ১।৩।৮ দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিত স্তুতিপর ভূতার্থবাদ-বাক্যসকল হইতে দেববিগ্রহ সিদ্ধির ন্যায় উক্ত উপাসনাবাক্যসকল হইতেই ব্রহ্মের সবিশেষতা কেন সিদ্ধ হইবে না? উত্তর—] সেই [শ্রুতিবাক্য-] সকলে বিরোধ না থাকিলে যেপ্রকার শ্রুত হয়, সেইপ্রকার গ্রহণ করা উচিত। [সেইহেতু বিরোধ না থাকায় সেই স্থলে দেববিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে]।৭ কিন্তু বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান (— নির্বিশেষব্রহ্মবোধনে তাৎপর্য্যবান্) বাক্যসকল অতৎপ্রধান (—উপাসনার অঙ্গসমর্পণে তাৎপর্য্যবান্ হওয়ায়, ব্রহ্মস্বরূপবোধনে তাৎপর্য্যহীন) বাক্যসকল অপেক্ষা বলবান্ হইয়া থাকে।৮ [প্রস্তাবিত বিরোধ-স্থলে] ইহাই বিনিগমনার (—এক পক্ষ নির্ণয়ের) প্রতি হেতু, যেহেতুবশতঃ [সবিশেষ ও নির্বিশেষ] উভয়প্রকার [ব্রহ্মবোধিকা] শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার (—নির্বিশেষ) ব্রহ্মই অবধারিত হইতেছেন, কিন্তু বিপরীত (—সাকার, সবিশেষ) ব্রহ্ম অবধারিত হইতেছেন না (২), ইত্যাদি ।৩।৩।২।১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কা তর্হি আকারবদ্বিষয়াণাং শ্রুতীনাং গতিঃ? অত আহ—

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, যে সকল শ্রুতি আকারবিশিষ্টকে (—সবিশেষ ব্রহ্মকে) বিষয় করে, তাহাদের গতি তাহা হইলে কি? এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, আচার্য্য] বলিতেছেন—

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩।২।১৫॥

পদচ্ছেদ—প্রকাশবৎ, চ, অবৈয়র্থ্যাৎ।

সূত্রার্থ—প্রকাশবৎ—যথা সূর্য্যাদিপ্রকাশঃ বক্রবংশাদ্যুপাধিনা বক্রঃ ইব ঋজুঃ ইব

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মের নির্বিশেষতা প্রতিপাদনে যুক্তি।]

(২) **সিদ্ধান্তী**র অভিসন্ধি এই—উপাসনাপ্রকরণে পঠিত বাক্যসকলের উপাসনার অঙ্গ সমর্পণ ও উপাস্তের যথার্থস্বরূপবোধন, এই উভয়প্রকার তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিলে বাক্য-ভেদদোষ হইয়া পড়ে বলিয়া উক্ত বাক্যসকল হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হয় না। পক্ষান্তরে "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি বাক্যসকল ব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বরূপবোধক স্বপ্রকরণেই পঠিত হওয়ায় তৎবোধনেই তাহাদের তাৎপর্য্য অবধারিত হয়। এই স্থলে উক্ত দোষের কোনপ্রকার সম্ভাবনাই নাই। **অপরে** বলেন—উভয়প্রকার শ্রুতিবাক্য থাকায় এবং অচিন্ত্য-শক্তিমান্ পরমেশ্বরে সমস্তই সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়াত্মকরূপেই গ্রহণ করা উচিত। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিই পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি। সেই শক্তিপ্রভাবেই তাঁহাতে নানা গুণের অধ্যাস হওয়ায় শ্রুতি তাঁহাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' 'সর্ব্বশক্তিমান্' 'সর্ব্বকর্ম্মা' ইত্যাদি সবিশেষরূপে বর্ণনা করেন। এই অধ্যাস কিন্তু মিথ্যা, ইহা ২।১।১৬ আরম্ভণাধিকরণ প্রভৃতি স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং অধ্যস্ত মিথ্যা গুণযোগে তাঁহার যে স্বরূপ প্রতিভাত হয়, তাহাকে তাঁহার যথার্থস্বরূপ বলা চলে না। এইহেতু ব্রহ্মের নির্বিশেষতাই সিদ্ধ হয়, উভয়স্বরূপতা নহে। **আর এক কথা**, বিশেষ, অর্থাৎ ভেদ প্রমাণান্তর সিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রতিপাদনে অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করা যায় না বলিয়াও ব্রহ্মকে সবিশেষরূপে অবধারণ করা যায় না। **শঙ্কা**—কিন্তু বাক্যভেদভয়ে উপাসনা-প্রকরণে পঠিত বাক্যসকল হইতে যদি ব্রহ্মের উভয়াত্মকতা স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত "যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাঃ দশ" (বৃঃ ২।৫।১৯), "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ…সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।৭।১), ইত্যাদি এই সবিশেষ-তাবোধক বাক্যসকলের বলেই ব্রহ্মের উভয়াত্মকতা অঙ্গীকার কেন করিতেছ না? [**সমাধান**—] উত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—দৃষ্ট বিষয়ের বলেই অদৃষ্ট বিষয় নিরূপিত হয়। আলোক ও অন্ধকাররূপ বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র সমাবেশ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। সেইহেতু বিরুদ্ধ সবিশেষতা ও নির্বিশেষতাকেও একই অধিকরণে অঙ্গীকার করা যায় না। **কিন্তু** উক্ত সবিশেষতাজ্ঞাপক বাক্যসকল তবে নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রকরণে কেন পঠিত হইয়াছে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অধ্যস্ত নিষেধ্য গুণের পরিচয় জ্ঞাপনের জন্যই প্রমাণান্তরসিদ্ধ উক্ত গুণসকল নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত হইয়াছে। তৎপ্রতিপাদনে তাহাদের তাৎপর্য্য নাই। অতএব নির্বিশেষতাই ব্রহ্মের স্বরূপ, ইহাই সিদ্ধ হয়।

প্রতিভাতি, [তদ্বৎ ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাদ্যুপাধিবশাৎ তত্তদাকারম্ ইব ভবতি। তাদৃক্ ঔপাধিকাকারঃ সবিশেষশ্রুতীনাং গতিঃ ইতি তাসাম্] অবৈয়র্থ্যাৎ—নিরর্থকত্বাভাবাৎ [ন বিরোধঃ ইত্যর্থঃ]। চকারঃ—ঘটাকাশাদিনিদর্শনসমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—প্রকাশবৎ—যেমন সূর্য্যাদির কিরণ বক্র বংশ ইত্যাদি উপাধির দ্বারা যেন বক্র, যেন ঋজু ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হয়, [তদ্রূপ ব্রহ্মও পৃথিবী প্রভৃতি উপাধিবশতঃ যেন তত্তৎ আকারবিশিষ্ট হন। তাদৃশ ঔপাধিক আকারই সবিশেষতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের গতি (—তৎপ্রতিপাদনেই তাহাদের তাৎপর্য্য), এইপ্রকারে তাহাদের] **অবৈয়র্থ্যাৎ**—নিরর্থকতা না হওয়ায় [বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব]। চকারটী—ঘটাকাশাদি দৃষ্টান্ত সমুচ্চয়ের জন্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা প্রকাশঃ সৌরশ্চান্দ্রমসঃ বা বিয়দ্ব্যাপ্য অবতিষ্ঠমানঃ অঙ্গুল্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তেষু ঋজুবক্রাদিভাবং প্রতিপদ্যমানেষু তদ্ভাবম্ ইব প্রতিপদ্যতে।১ এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকারতাম্ ইব প্রতিপদ্যতে।২ তদালম্বনঃ ব্রহ্মণঃ আকারবিশেষোপদেশঃ উপাসনার্থঃ ন বিরুধ্যতে।৩ এবম্ অবৈয়র্থ্যম্ আকারবদ্ব্রহ্মবিষয়াণাম্ অপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি।৪ নহি বেদবাক্যানাং কস্যচিৎ অর্থবত্ত্বং কস্যচিৎ অনর্থবত্ত্বম্ ইতি যুক্তং প্রতিপত্তুং, প্রমাণত্বাবিশেষাৎ।৫ নন্ু এবমপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতিজ্ঞাতং 'ন উপাধিযোগাৎ অপি উভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ অস্তি ইতি', তদ্বিরুধ্যতে।৬ ন ইতি ব্রূমঃ, উপাধি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপাসনার জন্য ব্রহ্মের ঔপাধিক স্বরূপ সমর্পণেই সবিশেষ শ্রুতির সার্থকতা।]

যেমন আকাশব্যাপিয়া অবস্থিত সূর্য্য বা চন্দ্রমার কিরণ অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ, তাহারা ঋজু বা বক্রভাব প্রাপ্ত হইলে যেন তাহাদের ভাবই (—ঋজুবক্রাদিভাবই) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১ এইপ্রকারে ব্রহ্মও পৃথিবী প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ যেন সেই আকারকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২ তাহা (—উপাধি) যাহার অবলম্বন, এতাদৃশ যে ব্রহ্মের আকারবিশেষের উপদেশ, তাহা উপাসনার জন্য, [এইহেতু সবিশেষতা ও নির্বিশেষতা জ্ঞাপিকা শ্রুতি] বিরোধগ্রস্ত হয় না।৩ এইপ্রকারে আকারবিশিষ্ট (—সবিশেষ) ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকলেরও সার্থকতা হইবে।৪ [নির্বিশেষতাবোধক বাক্যসকলের সহিত বিরোধবশতঃ সবিশেষতাবোধক বাক্যসকল ব্যর্থ কেন হইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু বেদবাক্যসকলের মধ্যে কাহারও সার্থকতা, কাহারও ব্যর্থতা, ইহা অবগত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ [তাহারা সকলেই] অবিশেষভাবে প্রমাণ।৫ [শঙ্কা—] কিন্তু এইপ্রকার হইলেও (—শ্রুতিসকলের প্রামাণ্য ব্যবস্থিত হইলেও) পূর্ব্বে (১৩৯ পৃঃ, ১২ বাক্যে) যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে—'উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃও

শাঙ্করভাষ্যম্

নিমিত্তস্য বস্তুধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ।৭ উপাধীনাং চ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ।৮ সত্যাম্ এব চ নৈসর্গিক্যাম্ অবিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতারঃ ইতি তত্র তত্র অবোচাম।৩।২।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মের উভয়াত্মকতা নাই', ইত্যাদি, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।৬ [সমাধান—] তাহা হয় না, ইহা বলিতেছি; যেহেতু যাহা উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে, তাহার বস্তুধর্ম্মতা (—বস্তুর যথার্থস্বরূপ হওয়া) যুক্তিসঙ্গত নহে।৭ যেহেতু উপাধিসকল অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত।৮ [কিন্তু উপাধিসকল আবিদ্যক, সুতরাং মিথ্যা; অতএব জ্ঞাননাশ্য হওয়ায় তদবলম্বনে উপাসনাদি ব্যবহার সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর স্বাভাবিক অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকিলেই (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা তাহা বাধিত হইবার পূর্ব্বে) লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারসকল হইয়া থাকে, ইহা আমরা বিভিন্ন স্থলে (১৫৩ পৃঃ) বলিয়াছি।৯।৩।২।১৫॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩।২।১৬॥

সূত্রার্থ—[নমু নির্বিশেষং ব্রহ্ম কীদৃশম্? তদাহ—] **চ**—অপিচ, ["সঃ যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ…এবম্ বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ৪।৫।১৩) ইত্যাদিশ্রুতিঃ ব্রহ্ম] **তন্মাত্রম্**—চৈতন্যমাত্রং স্বপ্রকাশং চিদেকরসং নির্বিশেষম্, **আহ**—কথয়তি।

অনুবাদ—[আচ্ছা, নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিপ্রকার? তাহা বলিতেছেন—] **চ**—আর, ["এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—লবণখণ্ড যেমন অন্তর ও বাহির, এইপ্রকার ভেদশূন্য… প্রিয়ে এইপ্রকারে এই আত্মা অন্তর ও বাহির, এইপ্রকার ভেদশূন্য (—স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদহীন, সর্বত্র সমরস), সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞানমাত্রস্বরূপই", ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকে] **তন্মাত্রম্**—চৈতন্যমাত্র স্বপ্রকাশ চৈতন্যৈকরসস্বরূপ এবং নির্বিশেষ, **আহ**—বলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

আহ চ শ্রুতিঃ চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্বিশেষং ব্রহ্ম—"সঃ যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ রসঘনঃ এব, এবং বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ৪।৫।১৩) ইতি।১ এতদুক্তং ভবতি—ন অন্য আত্মনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[দিঃ—শ্রুতি ব্রহ্মকে চিন্মাত্রস্বরূপ বলিতেছেন, সেইহেতু সবিশেষতা মিথ্যা।]

আর শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র, অন্য বিশেষ রূপরহিত, এবং নির্বিশেষ, যথা—"সৈন্ধবঘন (—লবণপিণ্ড) যেমন অন্তরশূন্য ও বাহ্যশূন্য (—বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্রই অন্য রসবর্জ্জিত) সমগ্রভাবে রসঘনই (—লবণৈকরসই), এইরূপে প্রিয়ে, এই আত্মা অন্তর্বহির্ভেদশূন্য (—স্বগতাদিভেদত্রয়রহিত) সমগ্রভাবে চৈতন্যমাত্রস্বরূপই", ইত্যাদি।১ [কিন্তু সবিশেষ লবণপিণ্ড দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্তঃ বহির্বা চৈতন্যাৎ অন্যৎ রূপম্ অস্তি, চৈতন্যম্ এব তু নিরন্তরম্ অস্য স্বরূপম্।২ যথা সৈন্ধবঘনস্য অন্তঃ বহিশ্চ লবণরসঃ এব নিরন্তরঃ ভবতি ন রসান্তরং, তথা এব ইতি ।৩।৩।২।১৬।

ভাষ্যানুবাদ

হওয়ায় দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মও সবিশেষ হইবেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহাই কথিত হইতেছে—এই আত্মার ভিতরে ও বাহিরে চৈতন্য হইতে ভিন্ন কোন রূপ (—বস্তু) নাই, একমাত্র চৈতন্যই কিন্তু ইঁহার নিরন্তর (—নিরবচ্ছিন্ন) স্বরূপ।২ যেমন লবণপিণ্ডের ভিতরে ও বাহিরে লবণরসই নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে, অন্য রস থাকে না, সেইপ্রকারই; ইহাই ভাব।৩।৩।২।১৬।

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥৩।২।১৭॥

পদচ্ছেদ—দর্শয়তি, চ, অথো, অপি, স্মর্য্যতে।

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, ["অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬) ইত্যাদিশ্রুতিঃ প্রপঞ্চনিষেধমুখেন ব্রহ্ম] **দর্শয়তি।** **অথো**—তথা, **অপি**—ভগবদ্গীতাসু অপি, ["ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে" (গীতা ১৩।১২) ইতি নিষেধমুখেনৈব ব্রহ্ম] **স্মর্য্যতে।**

অনুবাদ—চ—আবার ["অনন্তর সেইহেতু [ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্য] ইহা নহে, ইহা নহে, ইহাই নির্দ্দেশ", ইত্যাদি শ্রুতি প্রপঞ্চের নিষেধমুখে ব্রহ্মকে] **দর্শয়তি**—প্রদর্শন করিতেছেন। **অথো**—এইরূপে, **অপি**—ভগবদ্গীতাতেও ["তিনি সদ্রূপে কথিত হন না, অসদ্রূপে কথিত হন না", এইপ্রকারে নিষেধমুখেই ব্রহ্ম] **স্মর্য্যতে**—স্মৃত হইতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্বিশেষত্বাৎ—"অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬), "অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথো অবিদিতাৎ অধি" (কেনঃ ১।৪), "যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈঃ ২।৪।১), ইতি এবমাদ্যা।১ বাষ্কলিনা চ বাধ্বঃ পৃষ্টঃ সন্ অবচনেন এব ব্রহ্ম প্রোবাচ ইতি শ্রূয়তে—"সঃ উবাচ অধীহি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি এবং স্মৃতিতে দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিষেধের দ্বারা উপদিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্ম নির্বিশেষ।]

আর নির্বিশেষ হওয়ায় পররূপের (—অনাত্মরূপের) প্রতিষেধদ্বারাই শ্রুতি ব্রহ্মকে প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"অনন্তর (—সত্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণের পর, যেহেতু সত্যের সত্য ব্রহ্ম অবশিষ্ট আছেন] এইহেতু [তাঁহার স্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্য] 'ইহা নহে' 'ইহা নহে', ইহাই নির্দ্দেশ", "তিনি জ্ঞাত বস্তু হইতে অবশ্যই ভিন্ন, আবার অজ্ঞাত বস্তু হইতেও ভিন্ন", ["যাঁহাকে] প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহিত বাগিন্দ্রিয় যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে", ইত্যাদি এই সকল।১ আবার বাষ্কলিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাধ্ব অবচনের দ্বারাই (—কিছু না বলিয়াই) ব্রহ্মবিষয়ে বলিয়াছিলেন ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"তিনি (—বাধ্ব) বলিয়াছিলেন—

শাঙ্করভাষ্যম্

ভো ইতি, সঃ তূষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচনে উবাচ ব্রূমঃ খলু ত্বং তু ন বিজানাসি, উপশান্তঃ অয়ম্ আত্মা" ইতি। ২ তথা স্মৃতিষু অপি পরপ্রতিষেধেনৈব উপদিশ্যতে— "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে"॥ (গীতা ১৩।১২) ইতি এবমাদ্যাসু। ৩ তথা বিশ্বরূপধরঃ নারায়ণঃ নারদম্ উবাচ ইতি স্মর্য্যতে— মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি॥" (মহাভাঃ শাঃ ৩৩৯।৪৫-৪৬) ইতি।৪॥৩।২।১৭॥

ভাষ্যানুবাদ

'হে ভগবান্, [ব্রহ্মবিষয়ে] উপদেশ করুন', তিনি (—বাধ্ব) নিরুত্তর ছিলেন, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার কথিত হইলে তাঁহাকে (—বাষ্কলীকে, বাধ্ব] বলিয়াছিলেন—আমরা বলিতেছি, তুমি কিন্তু বুঝিতে পারিতেছ না, এই আত্মা উপশান্ত (—দ্বৈতভাববিবর্জ্জিত") ইত্যাদি।২ এইপ্রকারে "যাহা জ্ঞেয়, তাহা তোমাকে বলিব, যাঁহাকে জানিয়া অমৃতত্ব লব্ধ হয়। [তাহা এই—] অনাদি ও মৎপর (—আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, আমার নির্বিশেষস্বরূপ] ব্রহ্ম সদ্রূপে (—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে) কথিত হন না, অসদ্রূপে কথিত হন না", ইত্যাদি এই সকল স্মৃতিতেও পরের (—অনাত্মরূপের) প্রতিষেধের দ্বারাই [ব্রহ্ম] উপদিষ্ট হইতেছেন।৩ এইরূপে বিশ্বরূপধারী নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন—"হে নারদ, সর্ব্বভূতের গুণের দ্বারা (—জনকত্ব ও পালকত্বাদিরূপ সকল প্রাণীর গুণের দ্বারা, অথবা পৃথিব্যাদি ভূতের গুণ দিব্য গন্ধাদির দ্বারা) যুক্ত এই যে আমাকে দর্শন করিতেছ, ইহা মৎকর্ত্তৃক সৃষ্টা (—অস্মদধিষ্ঠানে অভিব্যক্তা) মায়া, এইপ্রকারে তুমি আমাকে (—আমার যথার্থ স্বরূপকে) জানিতে পারিবে না, [কারণ আমি বস্তুতঃ দ্বৈতাতীত"], ইত্যাদি ইহা স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে।৪॥৩।২।১৭॥

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥৩।২।১৮॥

পদচ্ছেদ—অতএব, চ, উপমা, সূর্য্যকাদিবৎ।

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, [যতঃ এব অয়ম্ আত্মা চৈতন্যৈকরসঃ পরপ্রতিষেধোপদেশ্যঃ নির্বিশেষঃ], **অতএব**—অস্মাদেব কারণাৎ [ঔপাধিকং সবিশেষত্বম্ আদায়] **সূর্য্যকাদিবৎ**—জলগতসূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববৎ, **উপমা**—সাদৃশ্যম্ [উপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু "যথা হ্যয়ং জ্যোতিঃ আত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধা একোঽনুগচ্ছন্....এবম্ অজঃ অয়ম্ আত্মা" (ব্রহ্মবিন্দু ১২) ইত্যাদি]। জলস্থপ্রতিবিম্বাকারেণ সূর্য্যস্য আভাসত্বদ্যোতনায় সূর্য্যকেতি কপ্রত্যয়ঃ।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, [যেহেতু এই আত্মা চৈতন্যৈকরস, অনাত্মরূপের প্রতিষেধদ্বারা উপদেশ্য এবং নির্বিশেষ], **অতএব**—এই হেতুবশতঃই [উপাধিকৃত সবিশেষতাকে গ্রহণ করিয়া] **সূর্য্যকাদিবৎ**—জলমধ্যস্থ সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বের ন্যায়, **উপমা**—

সাদৃশ্য, [মোক্ষশাস্ত্রসকলে পরিগৃহীত হইতেছে, যথা—"যেমন এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য এক হইয়াও বিভিন্ন [পাত্রস্থ] জলের অনুগমনকরতঃ (—সেই সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া) বহুপ্রকার হইয়া থাকেন—এই জন্মরহিত আত্মা এইপ্রকার", ইত্যাদি]। জলস্থ প্রতিবিম্বরূপে সূর্য্যের মিথ্যাত্ব দ্যোতনের জন্য 'সূর্য্যক', এইপ্রকারে 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে ।

শাঙ্করভাষ্যম্

যতঃ এব চ অয়ম্ আত্মা চৈতন্যরূপঃ নির্বিশেষঃ বাঙ্মনসাতীতঃ পরপ্রতিষেধোপদেশ্যঃ, অতএব চ অস্য উপাধিনিমিত্তাম্ অপারমার্থিকীং বিশেষবত্তাম্ অভিপ্রেত্য জলসূর্য্যকাদিবৎ ইতি উপমা উপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু—"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোঽয়মাত্মা" ॥ (ব্রহ্মবিন্দুঃ ১২) ইতি ।১ "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ" ॥ (ঐ) ইতি এবমাদিষু ।২৷৩৷২৷১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রতিবিম্ব জলসূর্য্যকাদি দৃষ্টান্তবলে আত্মার নির্বিশেষতা প্রতিপাদন।]

আর যেহেতু এই আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, বিশেষবিবর্জ্জিত, বাক্য ও মনের অগোচর এবং অনাত্মপ্রতিষেধের দ্বারা উপদেশ্য, এইহেতু উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ ইঁহার যে অপারমার্থিক (—মিথ্যা) বিশেষবিশিষ্টতা (—সবিশেষস্বরূপতা), তাহাকে অভিপ্রায় করিয়া মোক্ষশাস্ত্রসকলে 'জলমধ্যগত সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বের ন্যায়' এই উপমা পরিগৃহীত হইতেছে, যথা—"যেমন জ্যোতিঃস্বরূপ এই সূর্য্য এক হইলেও বিভিন্ন জলকে অনুগমনকরতঃ (–বিভিন্ন পাত্রস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া) বহুপ্রকার হইয়া থাকেন, এইপ্রকারে এই দেব (—স্বয়ংপ্রকাশ) জন্মরহিত আত্মা [মায়ারূপ] উপাধির দ্বারা ক্ষেত্রসকলে (—মায়ার পরিণামভূত দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতসকলে) অনুগমন করতঃ (—প্রতিবিম্বিত হইয়া) বিভিন্নরূপে কৃত (—প্রতিভাত) হন", ইত্যাদি ।১ "যেহেতু প্রাণিগণের এই একই আত্মা বিভিন্ন প্রাণীতে বিশেষভাবে অবস্থিত আছেন, [তিনি] জলমধ্যস্থ চন্দ্রের ন্যায় একরূপে ও বহুরূপে পরিদৃষ্ট হন", ইত্যাদি এই সকল স্থলেও 'তাঁহার ঔপাধিক সবিশেষতা প্রদর্শিত হইয়াছে'।২ [অতএব নির্বিশেষতাই আত্মার যথার্থ স্বরূপ, সবিশেষতা উপাধিকৃত, ইহাই সিদ্ধ হয়] ॥৩৷২৷১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অত্র প্রত্যবস্থীয়তে—

ভাষ্যানুবাদ—এই স্থলে (—জলসূর্য্যকাদি দৃষ্টান্তে) বিরোধ উত্থাপিত হইতেছে—

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥৩৷২৷১৯॥**

পদচ্ছেদ—অম্বুবৎ, অগ্রহণাৎ, তু, ন, তথাত্বম্।

সূত্রার্থ—তু—পরন্তু, অম্বুবৎ—যথা জলং সূর্য্যাদিভ্যঃ মূর্ত্তেভ্যঃ ভিন্নং দূরস্থং মূর্ত্তং

চ গৃহ্যতে, তদ্বৎ [অমূর্ত্তাৎ সর্ব্বাত্মকাৎ সর্ব্বব্যাপিনঃ আত্মনঃ ভিন্নদূরস্থোপাধেঃ] **অগ্রহণাৎ** —জ্ঞানাভাবাৎ [আত্মনঃ] **ন তথাত্বম্**—ন সূর্য্যাদিতুল্যত্বম্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—তু—পরন্তু, **অম্বুবৎ**—জল যেমন সূর্য্যাদি মূর্ত্তবস্তুসকল হইতে ভিন্ন দূরস্থ ও মূর্ত্তরূপে পরিগৃহীত হয়, তাহার ন্যায় [অমূর্ত্ত সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা হইতে ভিন্ন ও দূরস্থ উপাধির] **অগ্রহণাৎ**—জ্ঞান হয় না বলিয়া [আত্মার] **ন তথাত্বম্**— সূর্য্যাদিতুল্যতা সিদ্ধ হয় না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন জলসূর্য্যকাদিতুল্যত্বম্ ইহ উপপদ্যতে, তদ্বৎ অগ্রহণাৎ।১ সূর্য্যাদিভ্যঃ হি মূর্ত্তেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্ত্তং জলং গৃহ্যতে, তত্র যুক্তঃ সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বোদয়ঃ।২ ন তু আত্মা মূর্ত্ত, ন চ অস্মাৎ পৃথগ্‌ভূতাঃ বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চ উপাধয়ঃ, সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বানন্যত্বাৎ চ।৩ তস্মাৎ অযুক্তঃ অয়ং দৃষ্টান্তঃ ইতি।৪॥৩।২।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—দূরস্থ মূর্ত্ত সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব সম্ভব হইলেও অমূর্ত্ত সর্ব্বব্যাপী আত্মার তাহা সম্ভব নহে।]

এখানে (—আত্মাতে) জলসূর্য্যকাদির তুল্যতা সঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু [আত্মা] তাহার (—সূর্য্যের) ন্যায় গৃহীত হন না।১ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] সূর্য্যাদি মূর্ত্ত বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভূত এবং দূরবর্ত্তী দেশে অবস্থিত মূর্ত্ত জল পরিগৃহীত হইতেছে, [সেইহেতু] সেই স্থলে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বোদয় যুক্তিসঙ্গত।২ আত্মা কিন্তু মূর্ত্ত নহেন, আর [দেহেন্দ্রিয়াদি] উপাধিসকল ইঁহা হইতে পৃথগ্‌ভূত ও দূরবর্ত্তিদেশে অবস্থিতও নহে, যেহেতু [ইনি] সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব বস্তু হইতে অভিন্ন (—সর্ব্বস্বরূপ)।৩ সেইহেতু (—এইপ্রকার বৈষম্য থাকায়) এই [জল-সূর্য্যকাদি] দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে, ইত্যাদি।৪॥৩।২।১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অত্র প্রতিবিধীয়তে—

ভাষ্যানুবাদ—এই বিষয়ে প্রতিবিধান করা হইতেছে—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥৩।২।২০॥**

পদচ্ছেদ—বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্, অন্তর্ভাবাৎ উভয়সামঞ্জস্যাৎ, এবম্।

সূত্রার্থ—[যথা জলান্তর্ভূতস্য সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বস্য জলগতবৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং ন বাস্তবম্], **এবম্**—তথা [অবিকৃতস্য নির্বিশেষস্য চ পরমাত্মনঃ] **অন্তর্ভাবাৎ**—দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাৎ, **বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্**—দেহাদিগতবৃদ্ধিহ্রাসাদিভাগিত্বং [ন বাস্তবম্, ইতি এতাবতা অংশেন] **উভয়সামঞ্জস্যাৎ**—উভয়োঃ—দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাৎ [সূর্য্যাদি-দৃষ্টান্তঃ সঙ্গতঃ ভবতি। নহি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সর্ব্বাংশেন সমত্বং শক্যতে শক্রেণাপি বক্তুং, তথে তদুচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যেমন জলমধ্যগত সূর্য্যাদি প্রতিবিম্বের জলগত বৃদ্ধিহ্রাসভাগিতা বাস্তব

নহে], এবম্—এইরূপে [অবিকৃত ও নির্বিশেষ পরমাত্মার] অন্তর্ভাবাৎ—দেহাদি উপাধির অন্তর্ভাববশতঃ, বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্—দেহাদিগত বৃদ্ধিহ্রাসাদিভাগিতা [বাস্তব নহে, ইত্যাদি এইটুকু অংশেই] উভয়সামঞ্জস্যাৎ—উভয়োঃ—দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় [সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত সঙ্গত। দেখ, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বাংশে সমতা ইন্দ্রও বলিতে সমর্থ নহেন, যেহেতু তাহা হইলে তাহার (—দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকভাবের) উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যুক্তঃ এব তু অয়ং দৃষ্টান্তঃ বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ।১ নহি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ কচিৎ কঞ্চিৎ বিবক্ষিতাংশং মুক্ত্বা সর্ব্ব-সারূপ্যং কেনচিৎ দর্শয়িতুং শক্যতে।২ সর্ব্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাবোচ্ছেদঃ এব স্যাৎ।৩ ন চ ইদং স্বমনীষয়া জল-সূর্য্যকাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নম্।৪ শাস্ত্রপ্রণীতস্য তু অস্য প্রয়োজনমাত্রম্ উপন্যস্যতে।৫ কিং পুনঃ অত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যং ইতি?৬ তদুচ্যতে—'বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্' ইতি।৭ জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিম্বং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপাধিধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মবানরূপে প্রতিভাত হইলেও উপধেয় কলুষিত হয় না, এই অংশেই দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য।]

এই [জলসূর্য্যকাদি] দৃষ্টান্ত কিন্তু সঙ্গতই, যেহেতু বিবক্ষিত অংশ সম্ভব।১ দেখ, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে কোন স্থলে কোন বিবক্ষিত অংশকে ত্যাগ করিয়া [তাহাদের] সর্ব্বপ্রকারে সাদৃশ্য কেহ কদাপি দর্শন করাইতে পারে না।২ যেহেতু সর্ব্বপ্রকারে সাদৃশ্য হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকভাবের অবশ্যই উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে।৩ [আচ্ছা তাহা হইল; কিন্তু রূপহীন সর্ব্বগত অমূর্ত্ত আত্মার অসম্ভাবিত প্রতিবিম্ব নিজ বুদ্ধিবলে কেন কল্পনা করিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] নিজ বুদ্ধিবলে এই জলসূর্য্যকাদি দৃষ্টান্ত রচিত, হয় নাই।৪ কিন্তু শাস্ত্রপ্রণীত (—শ্রুতিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট) ইহার [আত্মার নির্বিশেষতা প্রতিপাদনরূপ] প্রয়োজন-মাত্র উপন্যস্ত হইতেছে (৩)।৫ আচ্ছা এখানে (—আত্মা ও জলসূর্য্যকাদি দৃষ্টান্তে) বিবক্ষিত সাদৃশ্যটী কি?৬ তাহা কথিত হইতেছে—"বৃদ্ধি ও হ্রাসের ভাগী হওয়া", ইহাই 'সাদৃশ্য'।৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] দেখ, জলগত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব

ভাবদীপিকা [নীরূপ ও সর্ব্বব্যাপীর প্রতিবিম্বে দৃষ্টান্ত]

(৩) পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—রূপহীন সর্ব্বগত অমূর্ত্ত আত্মার প্রতিবিম্ব সম্ভব নাহে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—নীরূপ যে রূপ, তাহার প্রতিবিম্ব সর্ব্বজনসিদ্ধ, কারণ সূর্য্যের প্রতিবিম্বে তাঁহার লোহিত রূপও প্রতিবিম্বিত হয়। আর রূপরহিত ও অমূর্ত্ত শব্দেরও প্রতি-ধ্বনিরূপ প্রতিবিম্ব হইয়াই থাকে। আবার আকাশ সর্ব্বগত হইলেও জলে তাহার প্রতিবিম্ব পরিদৃষ্ট হয়, অন্যথা অল্প পরিমাণ জলে আকাশগত অতি দূরত্বের প্রতীতি হইত না। এই সকল বিষয় লোকসিদ্ধ হওয়ায় ভগবান্ ভাষ্যকার পৃথগ্ভাবে বলিলেন না।

শাঙ্করভাষ্যম্

জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে, জলহ্রাসে হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিদ্যতে ইতি এবং জলধর্ম্মানুযায়ি ভবতি।৮ ন তু পরমার্থতঃ সূর্য্যস্য তথাত্বম্ অস্তি।৯ এবং পরমার্থতঃ অবিকৃতম্ একরূপম্ অপি সৎ ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ভজতে ইব উপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধি-হ্রাসাদীন্।১০ এবম্ উভয়োঃ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাৎ অবিরোধঃ।১১॥৩।২।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

জলবৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত হয়, জলহ্রাসে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, জলচলনে (—জলপাত্র অন্যত্র নীত হইলে) চলে এবং জল বিভিন্ন হইলে (—বিভিন্ন পাত্রে বিভক্ত হইলে) বিভিন্ন হয়, ইত্যাদি এইপ্রকারে [সূর্য্যপ্রতিবিম্ব] জলগত ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া থাকে।৮ কিন্তু [বিম্বভূত] সূর্য্য পরমার্থতঃ সেইপ্রকার হয় না।৯ এইপ্রকারে ব্রহ্ম পরমার্থতঃ অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির অন্তর্গত (—সেই সকলে প্রতি-বিম্বিতরূপে প্রতিভাত) হওয়ায় বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রভৃতি উপাধির ধর্ম্মসকলকে যেন ভজনাই করেন (—যেন প্রাপ্তই হন)।১০ এইপ্রকারে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়ায় [জলসূর্য্যকাদি দৃষ্টান্তে] বিরোধ হয় না।১১॥৩।২।২০॥

দর্শনাচ্চ ॥৩।২।২১॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, ["পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ। পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ" (বৃঃ ২।৫।১৮), ইত্যাদিশ্রুতৌ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বভাবরূপস্য দেহান্তরানুপ্রবেশস্য] **দর্শনাৎ**। [আগমৈকসমধিগম্যে অর্থে ন পর্য্যনুযোগঃ যুক্তঃ। অতঃ নির্বিশেষম্ এব চৈতন্যৈকরসং ব্রহ্ম ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, ["পরমেশ্বর দ্বিপদ পুরসকল (—দুইটী চরণযুক্ত মনুষ্য ও পক্ষী প্রভৃতির শরীরসকল) নির্ম্মাণ করিলেন, চতুষ্পদ পুরসকল (—চারিটী চরণ-যুক্ত পশ্বাদির শরীরসকল) নির্ম্মাণ করিলেন। সেই পুরুষ [শরীরসকলে প্রবেশের] পূর্ব্বে পক্ষী হইয়া (—লিঙ্গশরীররূপে) পুরসকলে প্রবেশ করিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বভাবরূপ দেহান্তরানুপ্রবেশ] **দর্শনাৎ**—পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [বেদৈকগম্য বিষয়ে আক্ষেপ করা সঙ্গত নহে। অতএব ব্রহ্ম অবশ্যই নির্বিশেষ এবং চৈতন্যৈকরস (—জ্ঞানমাত্র-স্বরূপ), ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ দেহাদিষু উপাধিষু অন্তরনুপ্রবেশম্—"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ। পুরঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—রূপহীন অমূর্ত্ত ও সর্ব্বগত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বিত হওয়া বিষয়ে শ্রুতিসম্মতি প্রদর্শন।]

আর শ্রুতি দেহাদি উপাধিসকলের মধ্যে পরব্রহ্মেরই অনুপ্রবেশ প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"দ্বিপদ পুরসকল (—শরীরসকল) নির্ম্মাণ করিলেন, চতুষ্পদ

শাঙ্করভাষ্যম্

স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ" (বৃঃ ২।৫।১৮) ইতি, "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি চ।১ তস্মাৎ যুক্তম্ এতৎ "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" (৩।২।১৮) ইতি।২ তস্মাৎ নির্ব্বিকল্পকৈকলিঙ্গম্ এব ব্রহ্ম, ন উভয়লিঙ্গং বিপরীতলিঙ্গং চ ইতি সিদ্ধম্।৩ অত্র কেচিৎ দ্বে অধিকরণে কল্পয়ন্তি।৪ প্রথমং তাবৎ—কিং প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চং একাকারং ব্রহ্ম, উত প্রপঞ্চবৎ অনেকাকারোপেতম্ ইতি?৫ দ্বিতীয়ং তু স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চত্বে কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম, উত বোধলক্ষণম্, উত উভয়লক্ষণম্ ইতি?৬ অত্র বয়ং বদামঃ—সর্ব্বথাপি আনর্থক্যম্

ভাষ্যানুবাদ

পুরসকল নির্ম্মাণ করিলেন। সেই পুরুষ [শরীরসকলে প্রবেশের] পূর্ব্বে পক্ষী (৪) হইয়া পুরসকলে প্রবেশ করিলেন", ইত্যাদি এবং "এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া", ইত্যাদি।১ সেইহেতু (—রূপহীন সর্ব্বগত অমূর্ত্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে পুরসকলে প্রবেশ শ্রুতিসম্মত হওয়ায়) "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" ইহা যুক্তিসঙ্গত।২ সেইহেতু (—প্রতিবিম্বে প্রতিভাত ধর্ম্মসকল পরমার্থতঃ বিম্বে থাকে না বলিয়া) ব্রহ্ম অবশ্যই নির্বিকল্পকরূপ একলিঙ্গযুক্ত (—সর্ব্বপ্রকারবিকল্পবর্জ্জিতত্বই তাঁহার একমাত্র স্বরূপ, তিনি সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়স্বরূপ নহেন এবং [নির্বিশেষতার] বিপরীত স্বরূপ (—সবিশেষ) নহেন, ইহা সিদ্ধ হইল।৩

[সিঃ—সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক একদেশীর দুইটী বিভিন্ন অধিকরণরচনাতে দোষ প্রদর্শন।]

এই স্থলে কেহ কেহ (—একদেশী, ৩।২।১১ হইতে ১৪ সূত্র পর্য্যন্ত একটী এবং ৩।২।১৫ হইতে ২১ সূত্র পর্য্যন্ত অপর একটী, এইরূপে] দুইটী অধিকরণ কল্পনা করেন।৪ প্রথম অধিকরণটী এই—যাঁহাতে অশেষ প্রপঞ্চ অস্তমিত (—বিলীন) হইয়াছে এবং যিনি একাকার (—সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত, একরস), ব্রহ্ম কি সেইপ্রকার, অথবা প্রপঞ্চযুক্ত ও অনেক আকারসমন্বিত?৫ দ্বিতীয়টী কিন্তু এই—[ব্রহ্ম] বিলীনসর্ব্বপ্রপঞ্চ, ইহা নিশ্চিত হইলে ব্রহ্ম কি সৎস্বরূপ, অথবা বোধস্বরূপ (—জ্ঞানস্বরূপ), অথবা [সৎ ও বোধ] উভয়স্বরূপ (৫)? ইত্যাদি।৬ এই বিষয়ে

ভাবদীপিকা

(৪) তৈঃ ২।২-২।৫ পর্য্যন্ত কণ্ডিকাসকলে জীবের লিঙ্গশরীরের পক্ষীর ন্যায় পক্ষ ও পুচ্ছ প্রভৃতি বর্ণিত হওয়ায় শ্রৌত প্রসিদ্ধি অনুযায়ী এখানে লিঙ্গশরীরকে 'পক্ষী' বলা হইতেছে।

(৫) একদেশিসম্মত প্রথমাধিকরণে ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চত্ব সিদ্ধ হইলে দ্বিতীয়াধিকরণে উক্তপ্রকার আশঙ্কা উত্থাপিত হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—"প্রকাশবচ্চ অবৈয়র্থ্যাৎ (৩।২।১৫)। অর্থ—"ব্রহ্ম কেবলমাত্র, সৎস্বরূপ নহেন, কিন্তু প্রকাশবান্ও (—চৈতন্যস্বরূপও) বটেন (—ব্রহ্ম উভয়াত্মক), যেহেতু তাহা হইলেই "সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২।১), "সদেব সোম্য" (ছাঃ ৬।২।১), এই উভয়বিধ শ্রুতির অবৈয়র্থ্য সিদ্ধ হয়"। তাহাতে একদেশী সিদ্ধান্তী বলেন—

শাঙ্করভাষ্যম্

অধিকরণান্তরারম্ভস্য ইতি।৭ যদি তাবৎ অনেকলিঙ্গত্বং পরস্য **ব্রহ্মণঃ নিরাকর্তব্যম্** ইতি অয়ং প্রয়াসঃ, তৎ পূর্ব্বেণৈব "ন স্থানতোঽপি" (৩।২।১১), ইতি অনেন অধিকরণেন নিরাকৃতম্ ইতি **উত্তরম্** অধিকরণং "প্রকাশবচ্চ" (৩।২।১৫) এতৎ ব্যর্থম্ এব ভবেৎ।৮ নচ সল্লক্ষণম্ এব ব্রহ্ম, ন বোধলক্ষণম্ ইতি শক্যং বক্তুং "বিজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ২।৪।১২) ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ।৯ কথং বা নিরস্তচৈতন্যং ব্রহ্ম চেতনস্য জীবস্য আত্মত্বেন উপদিশ্যেত?১০ নাপি বোধলক্ষণম্ এব ব্রহ্ম, ন সল্লক্ষণম্ ইতি শক্যং বক্তুম্, "অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ" (কঠ ২।৩।১৩) ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ।১১ কথং বা নিরস্তসত্তাকঃ বোধঃ অভ্যুপগম্যেত? ১২ নাপি উভয়লক্ষণম্ এব ব্রহ্ম ইতি শক্যং বক্তুং,

ভাষ্যানুবাদ

আমরা বলিতেছি—সকলপ্রকারেই (—অধিকরণারম্ভের হেতুভূত সন্দেহ ও ফল বিদ্যমান থাকিলেও) অন্য অধিকরণের (—একদেশিসম্মত দ্বিতীয় অধিকরণের) আরম্ভ নিরর্থক।৭ [কেন? বলিতেছি, তুমিই বল—দ্বিতীয়াধিকরণে কি ব্রহ্মের অনেকরূপতা নিরাকৃত হইয়াছে, অথবা বোধরূপতা, অথবা সদ্রূপতা? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] পরব্রহ্মের অনেকস্বরূপতাকে নিরাকরণ করিতে হইবে; এইহেতু যদি এই প্রয়াস হয়, তাহা "ন স্থানতঃ অপি" এইরূপে আরব্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে, এইহেতু "প্রকাশবচ্চ" এইরূপে আরব্ধ পরবর্ত্তী এই অধিকরণ অবশ্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।৮ [দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] আর ব্রহ্ম সৎ-লক্ষণই (—সৎস্বরূপমাত্র), বোধস্বরূপ নহেন, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু "তিনি নিশ্চয়ই বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ", ইত্যাদি শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন।৯ [দেখ, ব্রহ্ম বোধস্বরূপ না হইলে] চৈতন্যবিহীন (—জড়) ব্রহ্ম চেতন জীবের আত্মরূপে কিপ্রকারেই বা উপদিষ্ট হইবেন?১০ [তৃতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] আর ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপই, সৎস্বরূপ নহেন, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু "আছেন' এইরূপেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে", ইত্যাদি শ্রুতি ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন।১১ আর যাহার সত্তা নাই, এইপ্রকার জ্ঞান কিপ্রকারে অঙ্গীকার করা হইবে (৬)?১২ আর ব্রহ্ম [সৎ ও বোধ] উভয়স্বরূপ, ইহাও

ভাবদীপিকা

*"আহ চ তন্মাত্রম্" (৩।২।১৬)। অর্থ—"ব্রহ্ম তন্মাত্র" অর্থাৎ সৎস্বরূপমাত্র, ইহা শ্রুতি বলেন, যেহেতু জ্ঞান ও সত্তা অভিন্ন পদার্থ। "মাত্র" পদটী, জ্ঞান ও সত্তার ভেদ নিবৃত্তির জন্য। অতএব ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানাত্মক এক অখণ্ড বস্তু, তাঁহাতে ভেদযুক্ততার আশঙ্কাই নাই। একদেশীর এই দ্বিতীয় অধিকরণটী অনর্থক, তাহা প্রথমাধিকরণেই গতার্থ, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য চরম সিদ্ধান্তী আরম্ভ করিতেছেন—**অত্র বয়ম্**—'এই বিষয়ে' ইত্যাদি (৭ বাক্য)।*

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ।১৩ সত্তাব্যাবৃত্তেন চ বোধেন, বোধব্যাবৃত্তয়া চ সত্তয়া উপেতং ব্রহ্ম প্রতিজানানস্য তদেব পূর্ব্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত।১৪ শ্রুতত্বাৎ অদোষঃ ইতি চেৎ?১৫ ন, একস্য অনেকস্বভাবত্বানুপপত্তেঃ।১৬ অথ সত্তা এব বোধঃ, বোধঃ এব চ সত্তা, ন অনয়োঃ পরস্পর-ব্যাবৃত্তিঃ অস্তি ইতি যদি উচ্যেত।১৭ তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম,

ভাষ্যানুবাদ

বলিতে পারা যায় না, যেহেতু পুর্ব্বস্বীকৃতির বিরোধ হইয়া পড়িবে।১৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] আর সত্তাভিন্ন বোধের দ্বারা এবং বোধভিন্ন সত্তার দ্বারা (—পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ সত্তা ও বোধ, এই উভয়ের দ্বারা) যুক্তরূপে ব্রহ্মকে যিনি প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার মতে পূর্ব্বাধিকরণে (—একদেশীর প্রথমাধিকরণে) প্রতিষিদ্ধ ব্রহ্মের সেই সপ্রপঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে (৭)।১৪ [শঙ্কা—ব্রহ্মের উক্তপ্রকার উভয়-স্বরূপতা] শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় কোন দোষ নাই, ইহা যদি বলা হয়?১৫ [সিদ্ধান্ত —] তাহা বলা চলে না, যেহেতু একই বস্তুর অনেক স্বভাবযুক্ততা (—পরস্পর ভিন্ন সত্তা ও বোধের এক ব্রহ্মাভিন্নতা) যুক্তিযুক্ত নহে। [শ্রুতিও এইপ্রকার বিরুদ্ধ কথা বলিতে পারেন না, ইহাই ভাব]।১৬ আর সত্তাই বোধ এবং বোধই সত্তা, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ নাই, (—সৎ ও বোধ পদ বিভিন্ন পদার্থকে বোধন করে না, কিন্তু লক্ষণাবৃত্তিবলে এক অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুর বোধ উৎপাদন করে), যদি ইহা বলা হয় (৮)।১৭ তাহা হইলেও ব্রহ্ম কি সৎস্বরূপ,

ভাবদীপিকা

(৬) ভাব এই—নিঃসত্তাক জ্ঞান অঙ্গীকার করিলে, তাহা শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক হইয়া পড়িবে। কিন্তু অলীক কেন হইবে? জ্ঞান ও সত্তা অভিন্ন পদার্থ, ইহা তো বলা হইয়াছে (৫ ভাবদী:)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সত্তা ও বোধপদ একই বস্তুর বাচক হইলে পর্য্যায়শব্দ হইয়া পড়িবে, ইহা কুত্রাপি প্রসিদ্ধ নহে। এইপ্রকারে একদেশিসিদ্ধান্তে দোষ প্রদর্শন করিয়া, একদেশিমতের **পূর্ব্বপক্ষেও** দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—**নাপি উভয়লক্ষণম্**—'আর ব্রহ্ম' ইত্যাদি (১৩ বাক্য)।

(৭) কিপ্রকারে? বলিতেছি—সত্তা ও বোধ বিভিন্ন পদার্থ হওয়ায় তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম স্বগতভেদবর্জ্জিত হইতে পারিলেন না। ফলে বিভিন্ন পদার্থবিশিষ্ট তিনি সপ্রপঞ্চ হওয়ায় 'ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রপঞ্চহীন একরস' এই যে একদেশীর প্রথমাধিকরণের সিদ্ধান্ত, ইহার বিরোধ হইয়া পড়িল। সুতরাং ব্রহ্ম সৎ ও বোধ উভয়াত্মক, এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্থান হইতে পারে না।

(৮) **পূর্ব্বপক্ষীর** ভাব এই—সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন—"সত্তাই বোধ ও বোধই সত্তা, ইহারা অভিন্ন পদার্থ, ইহা অঙ্গীকার করিলে ইহারা পর্য্যায়শব্দ হইয়া পড়িবে (৬ ভাবদী:), ফলে "সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতি যে পৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহারও বিরোধ হইয়া পড়িবে", ইত্যাদি। ইহা বলা যায় না। যেহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

উত বোধলক্ষণম্, উত উভয়লক্ষণম্ ইতি, অয়ং বিকল্পঃ নিরালম্বনঃ এব স্যাৎ।১৮ সূত্রাণি তু একাধিকরণত্বেনৈব অস্মাভিঃ নীতানি।১৯ অপিচ ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষু আকারবৎ অনাকার-প্রতিপাদনেন বিপ্রতিপন্নাসু অনাকারে ব্রহ্মণি পরিগৃহীতে অবশ্যং বক্তব্যা ইতরাসাং শ্রুতীনাং গতিঃ।২০ তাদর্থ্যেন "প্রকাশবচ্চ" (৩।২।১৫) ইত্যাদীনি সূত্রাণি অর্থবত্তরাণি সম্প-

ভাষ্যানুবাদ

অথবা বোধস্বরূপ, অথবা উভয়স্বরূপ, ইত্যাদি এই বিকল্প অবশ্যই নিরালম্বন হইয়া পড়িবে, [কারণ পূর্ব্বাধিকরণে নিরূপিত ধর্ম্মধর্ম্মিভাবহীন সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম-বিষয়ে এইপ্রকার বিকল্প হইতে পারে না বলিয়া সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ সম্ভব না হওয়ায় ত্বৎরচিত দ্বিতীয়াধিকরণ আরব্ধই হইতে পারে না।১৮ এইহেতু] আমরা সূত্রসকলকে কিন্তু একটি অধিকরণরূপে গ্রহণ করিয়াছি।১৯

[সিঃ—স্বপক্ষে একটী অধিকরণরচনাবিষয়ে যুক্তি।]

আর দেখ, সাকার (—সবিশেষ) ব্রহ্মের ন্যায় নিরাকার (—নির্বিশেষ) ব্রহ্ম প্রতিপাদনদ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকল বিপ্রতিপন্ন (—বিরুদ্ধ) হইলে, যদি নিরাকার ব্রহ্ম পরিগৃহীত হন; তাহা হইলে অন্য (—সবিশেষতাপ্রতিপাদক) শ্রুতিবাক্যসকলের গতি কি, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে।২০ তাহার জন্য (—সবিশেষ শ্রুতিবাক্যসকলের গতি প্রদর্শনের জন্য) "প্রকাশবচ্চ" (৩।২।১৫) ইত্যাদি সূত্রসকল অধিকতর অর্থবান্ হইয়া থাকে (—নির্বিশেষ ব্রহ্মের ঔপাধিক, সুতরাং কল্পিত আকার প্রদর্শনই তাহাদের তাৎপর্য্য হওয়ায় সূত্রসকলের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য সিদ্ধ হয়।২১ সুতরাং ভিন্ন অধিকরণরচনার অবকাশই নাই]।

ভাবদীপিকা

"প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদমন্তরেণ একার্থবৃত্তিতা হি পর্য্যায়তা" (প্রকটার্থ)—অর্থাৎ 'শব্দপ্রবৃত্তির যে নিমিত্ত, তাহার ভেদব্যতিরেকে যে শব্দসকলের দ্বারা একই অর্থের বোধ হয়, তাহারা **পর্য্যায়শব্দ**'। প্রস্তাবিত স্থলে শব্দপ্রবৃত্তির যে নিমিত্ত (-হেতু), তাহার ভেদ আছে, যথা—সৎ-শব্দ শূন্যতাকে ব্যাবৃত্ত করে এবং বোধশব্দ করে জড়ত্বকে। সুতরাং বাচ্যার্থের ভেদ থাকায় ইহারা পর্য্যায়শব্দ নহে। অপর্য্যায়ভূত এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা শূন্যতাভাববিশিষ্ট চৈতন্য ও জড়ত্বাভাববিশিষ্ট চৈতন্য, এইপ্রকার অর্থদ্বয়ের উপস্থিতি হওয়ায় সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীত এক ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেইহেতু তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ লক্ষণাবৃত্তিবলে ইহারা ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবশূন্য এক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুর বোধ উৎপাদন করে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে ; ইহাই **পূর্ব্ব**বাদীর অভিপ্রায়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এইপ্রকারে অখণ্ডার্থতা সিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত হয়, তুমি ইহা অঙ্গীকার করিতে পার না। আর ইহা অঙ্গীকার করিলেও তোমার পক্ষ সঙ্গত হয় না, কারণ সংশয়ের উদয় হইলে হয় বিচারে প্রবৃত্তি, তোমার মতে সংশয়ের উদয়ই সম্ভব হয় না, ইহাই বলিতেছেন—**তথাপি**—'তাহা হইলেও' ইত্যাদি (১৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ছন্দে ।২১ যদপি আহুঃ—আকারবাদিন্যঃ অপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চপ্রবিলয়মুখেন অনাকারপ্রতিপত্ত্যর্থাঃ এব, ন পৃথগর্থাঃ ইতি ।২২ তদপি ন সমীচীনম্ ইব লক্ষ্যতে ।২৩ কথম্ ?২৪ যে হি পরবিদ্যাধিকারে কেচিৎ প্রপঞ্চাঃ উচ্যন্তে, যথা "যুক্তাঃ হি অস্য হরয়ঃ শতাঃ দশ ইতি। অয়ং বৈ হরয়ঃ অয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চ অনন্তানি চ" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইতি এবমাদয়ঃ, তে ভবন্তি প্রবিলয়ার্থাঃ; "তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্" (ঐ), ইতি উপসংহারাৎ। ২৫ যে পুনঃ উপাসনাবিধানাধিকারে প্রপঞ্চাঃ উচ্যন্তে, যথা—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২), ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত প্রপঞ্চবোধক বাক্যসকলের লয়ার্থতা এবং সগুণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত তাহাদের উপাসনার্থতা নিরূপণ।]

অপরে যে বলেন—আকারবাদিনী (—সবিশেষতা প্রতিপাদিকা) শ্রুতিসকলও প্রপঞ্চের প্রবিলয়দ্বারা অনাকারতা (—নির্বিশেষতা) প্রতিপাদনের জন্যই, পৃথক্ অর্থ তাহাদের নাই (১) ইত্যাদি।২২ তাহাও সমীচীনরূপে প্রতিভাত হইতেছে না।২৩ কেন? ২৪ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু পরবিদ্যার (—নির্গুণব্রহ্ম-বিদ্যার) প্রকরণে যাহা কিছু প্রপঞ্চ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"যেহেতু ইহার (—মায়াপ্রভাবে জীবভাবপ্রাপ্ত পরমেশ্বরের, শরীরে) দশটী [এবং বহু জীবভেদে] শত শত হরিসকল (—ইন্দ্রিয়সকল, রথে অশ্বের ন্যায়] সংযুক্ত আছে, ইনিই (—পরমেশ্বরই) সকল ইন্দ্রিয়, ইনিই দশটী এবং ইনিই অনেক সহস্র, বহু ও অনন্ত" ইত্যাদি এই সকল, তাহারা প্রবিলয়ের (—ব্রহ্মে লয়চিন্তনের) জন্য, যেহেতু "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (—কারণবিহীন), অনপর (—কার্য্যবিহীন) অনন্তর (—স্বগতভেদহীন), অবাহ্য (—সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন"), এইপ্রকারে উপসংহৃত হইয়াছে।২৫ কিন্তু উপাসনাবিধানের প্রকরণে যে প্রপঞ্চ-

ভাবদীপিকা

(১) এই মতবাদিগণ বলেন—"মনোময়ঃ প্রাণশরীর" (ছাঃ ৩।১৪।২), ইত্যাদি শ্রুতিসকল ব্রহ্মের নির্বিশেষতাই প্রতিপাদন করেন। 'মনোময়' বলিলে মনোভিন্ন উপাধি নিরাকৃত হয়, 'প্রাণশরীর' বলিলে প্রাণাতিরিক্ত উপাধি নিরাকৃত হয়, ফলে 'মনোময়তাও' নিরাকৃত হইয়া পড়ে। এইপ্রকারে 'চালনীন্যায়ে' * সকলপ্রকার উপাধিই নিরাকৃত হওয়ায় নির্বিশেষ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।৭।১), ইত্যাদি স্থলেও 'অসত্যকামত্বাদির' ব্যাবৃত্তিই বুঝিতে হইবে। এইরূপে তত্তৎ স্থলে উপযোগী প্রক্রিয়াবলম্বনে ব্রহ্ম হইতে যাবতীয় উপাধি নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া তাঁহার নির্বিশেষতা এবং সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের একবাক্যতা সিদ্ধ হয়।

* চালনীর মধ্যে শস্যকণা স্থাপনকরতঃ তাহা চালনা করিলে ক্রমশঃ সমস্ত শস্যকণাই চালনীর নিম্নে পতিত হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এইপ্রকার যে যুক্তি, তাহাই চালনীন্যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবমাদয়ঃ, ন তেষাং প্রবিলয়ার্থত্বং ন্যায্যং, "সঃ ক্রতুং কুর্বীত" (ছাঃ ৩।১৪।১), ইতি এবংজাতীয়কেন প্রকৃতেন এব উপাসনবিধিনা তেষাং সম্বন্ধাৎ।২৬ শ্রুত্যা চ এবংজাতীয়কানাং গুণানাম্ উপাসনার্থত্বে অবকল্প্যমানে ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বম্ অবকল্পতে।২৭ সর্বেষাং চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" (৩।২।১৪), ইতি বিনিগমনকারণবচনম্ অনবকাশং স্যাৎ।২৮ ফলম্ অপি এষাং যথোপদেশং ক্বচিৎ দুরিতক্ষয়ঃ, ক্বচিৎ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ, ক্বচিৎ ক্রমমুক্তিঃ ইতি অবগম্যতে এব, ইতি অতঃ পার্থগর্থ্যম্ এব উপাসনাবাক্যানাং ব্রহ্মবাক্যানাং চ ন্যায্যং, ন

ভাষ্যানুবাদ

সকল বর্ণিত হইতেছে, যথা—"মনোময়, প্রাণশরীর এবং ভারূপ" ইত্যাদি এই সকল, তাহাদের প্রবিলয়ার্থতা (—ব্রহ্মে লয়চিন্তনের জন্য বর্ণিত হওয়া) ন্যায্য নহে, যেহেতু "তিনি অধ্যবসায় করিবেন (—উপাসনা করিবেন"), ইত্যাদি এই জাতীয় যে প্রস্তাবিত উপাসনাবোধক বিধি, তাহার সহিত তাহাদের (—সেই মনোময়ত্বাদি গুণের) সম্বন্ধ আছে।২৬ আর শ্রুতির (—শব্দের শক্তিবৃত্তির) দ্বারা এই জাতীয় গুণসকলের উপাসনার্থতা (—তাহারা উপাসনার জন্য, ইহা) স্বীকৃত হইলে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা প্রবিলয়ার্থতা স্বীকার করা যায় না।২৭ আর [উপাসনাপ্রকরণে পঠিত এবং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে পঠিত বাক্য] সকলের প্রবিলয়ার্থতা সমান হইলে "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ", এই বিনিগমনার (—একপক্ষ নিশ্চয় করিবার) হেতুভূত বচন নিরবকাশ হইয়া পড়িবে (১০)।২৮

[সিঃ—ফলের ঐক্য না থাকায় উপাসনাবাক্য ও নির্বিশেষব্রহ্মবাক্যের একবাক্যতা সম্ভব নহে।]

আর ইহাদের (—উপাসনাবোধক বাক্যসকলের) ফলও [শ্রুতির] উপদেশানুযায়ী কোন স্থলে পাপক্ষয় (ছাঃ ৪।১৪।৩ ইত্যাদি), কোন স্থলে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি (ছাঃ ৮।২ ইত্যাদি), কোন স্থলে ক্রমমুক্তি (ছাঃ ৩।১৪।৪, ৮।৫।৪) প্রভৃতি অবশ্যই অবগত হওয়া যাইতেছে, এইহেতু উপাসনাবোধক বাক্যসকলের ও [নির্বিশেষ] ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ হওয়াই ন্যায্য,

ভাবদীপিকা

(১০) কেন নিরবকাশ হইয়া পড়িবে? বলিতেছি—যদি কোন শ্রুতিবাক্যই সবিশেষ ব্রহ্মবোধনকরতঃ উপাসনার সমর্পক না হয়, তাহা হইলে অবিশেষভাবে সমস্ত শ্রুতিবাক্য নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গভূত প্রবিলয়চিন্তনের জন্য হওয়ায় এই বাক্যগুলি সবিশেষ ব্রহ্মধ্যানের সমর্পক, অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মধ্যানের সমর্পক, এইপ্রকার সংশয়ের উদয়ই সম্ভব হইবে না। ফলে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ একপক্ষ নির্ণায়ক "অরূপবদেব", ইত্যাদি সূত্রটী নিরবকাশ হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক্, সেইজন্য উপাসনাপ্রকরণে পঠিত বাক্যসকলের প্রবিলয়ার্থতারূপ একবাক্যতা ন্যায্য নহে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

একবাক্যত্বম্। ২৯ কথং চ এষাম্ একবাক্যতা উৎপ্রেক্ষ্যতে ইতি বক্তব্যম্। ৩০ একনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবৎ ইতি চেৎ? ৩১ ন, ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগাভাবাৎ। ৩২ বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি, ন নিয়োগোপদেশীনি ইতি এতৎ বিস্তরেণ প্রতিষ্ঠাপিতম্ "তত্তু সমন্বয়াৎ" ১।১।৪। ইত্যত্র। ৩৩ কিংবিষয়শ্চ অত্র নিয়োগঃ অভিপ্রেয়তে ইতি বক্তব্যম্। ৩৪ পুরুষঃ হি নিযুজ্যমানঃ 'কুরু' ইতি স্বব্যাপারে কস্মিংশ্চিৎ নিযুজ্যতে। ৩৫ নমু দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয়ঃ নিয়োগবিষয়ঃ ভবিষ্যতি। ৩৬ অপ্রবিলাপিতে হি দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাবৰোধঃ ন ভবতি, অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বাববোধপ্রত্যনীকভূতঃ দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ। ৩৭ যথা স্বর্গকামস্য যাগঃ অনুষ্ঠাতব্যঃ উপদিশ্যতে, এবম্ অপবর্গকামস্য প্রপঞ্চবিলয়ঃ। ৩৮ যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্ত্বম্ অববুভুৎ-

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু একবাক্যতা (—প্রবিলয়চিন্তনরূপ একার্থপ্রতিপাদকতা) নহে। ২৯

[সিঃ—ব্রহ্মবোধক বাক্যে বিধি না থাকায় প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস বাক্যের ন্যায় সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যের একবাক্যতা সম্ভব নহে।]

আর ইহাদের (—উপাসনাবোধক সবিশেষ বাক্যসকলের ও নির্বিশেষব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের) একবাক্যতা কেন কল্পনা করা হইতেছে, ইহা বলিতে হইবে। ৩০ [একদেশী] যদি বলেন—প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাসবাক্যের ন্যায় একটা নিয়োগ (—'প্রযাজাদির দ্বারা উপকৃত দর্শপূর্ণমাসের দ্বারা স্বর্গরূপ ফলোৎপাদন করিবে', এইপ্রকার বিধি) প্রতীত হইতেছে বলিয়া 'ইহাদের একবাক্যতা অঙ্গীকরণীয়'। ৩১ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, ব্রহ্মবোধকবাক্যসকলে বিধি নাই। ৩২ যেহেতু ব্রহ্মবোধক বাক্যসকল বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ী (—বস্তুর স্বরূপমাত্র সমর্পণ করে), কিন্তু বিধির উপদেশ করে না, ইত্যাদি ইহা "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই স্থলে বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৩৩ এখানে কোন্ বিষয়ক বিধি অভিপ্রেত হইতেছে, ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। ৩৪ যেহেতু যে পুরুষকে [কোন ব্যাপারে] নিয়োগ করা হয়, তাহাকে 'কর', এইপ্রকারে কোন নিজের ক্রিয়াতে নিযুক্ত করা হয়। ৩৫

[একদেশী—দ্বৈতপ্রপঞ্চের বিলয়ে ব্রহ্মজ্ঞানোদয় হয় বলিয়া দ্বৈতবিলয়নেই বিধি অঙ্গীকার্য্য।]

[একদেশী—] আচ্ছা, দ্বৈতপ্রপঞ্চের বিলয়ই বিধির বিষয় হইবে। ৩৬ যেহেতু দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবিলাপিত না হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হয় না, সেইহেতু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চকে প্রকৃষ্টরূপে বিলোপ করিতে হইবে। ৩৭ যেমন স্বর্গকামীর জন্য অনুষ্ঠেয়রূপে যজ্ঞ উপদিষ্ট হইতেছে, এইরূপে মোক্ষকামীর জন্য প্রপঞ্চের বিলয় উপদিষ্ট হইতেছে। ৩৮ দেখ, অন্ধকারে অবস্থিত ঘটাদি বস্তুকে

শাঙ্করভাষ্যম্

সমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্মতত্ত্বম্ অববুভুৎসমানেন তৎপ্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়িতব্যঃ।৩৯ ব্রহ্মস্বভাবঃ হি প্রপঞ্চঃ, ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম, তেন নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধঃ ভবতি ইতি।৪০ অত্র বয়ং পৃচ্ছামঃ—কঃ অয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ নাম? ৪১ কিম্ অগ্নিপ্রতাপসম্পর্কাৎ ঘৃতকাঠিন্যপ্রবিলয়ঃ ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্ত্তব্যঃ? ৪২ আহোস্বিৎ একস্মিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবৎ অবিদ্যাকৃতঃ ব্রহ্মণি নামরূপপ্রপঞ্চঃ বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্যঃ ইতি? ৪৩ তত্র যদি তাবৎ বিদ্যমানঃ অয়ং প্রপঞ্চঃ দেহাদিলক্ষণঃ আধ্যাত্মিকঃ বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্যঃ ইতি উচ্যেত।৪৪ সঃ পুরুষমাত্রেণ অশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুম্ ইতি তৎপ্রবি-

ভাষ্যানুবাদ

যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তৎকর্ত্তৃক তাহার (—ঘটজ্ঞানের) প্রতিবন্ধকভূত অন্ধকার যেমন [প্রদীপাদির] দ্বারা প্রবিলাপিত হয়, এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্বকে যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তৎকর্ত্তৃক তাহার (—ব্রহ্মজ্ঞানের) প্রতিবন্ধকভূত [দ্বৈত] প্রপঞ্চ প্রবিলাপিত হওয়া উচিত। [সুতরাং তাহাতেই বিধি অঙ্গীকার্য্য।৩৯ কিন্তু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইত্যাদি বাক্যবলে দ্বৈতপ্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় তাহার লয়ে ব্রহ্মও বিলীন হইয়া যাইবেন। তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চস্বরূপ নহেন, সেইহেতু নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের প্রবিলাপনের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে, 'ব্রহ্ম বিলীন হন না' (১১) ইত্যাদি।৪০

[সিঃ—অশক্য সত্য দ্বৈতপ্রপঞ্চনাশে, অথবা শব্দশক্তিবলে উৎপন্ন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে বিধি সম্ভব নহে।]

[সিদ্ধান্ত—] এই স্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই প্রপঞ্চবিলয়টী কি?৪১ অগ্নিতাপের সহিত সম্পর্কবশতঃ যেমন ঘৃতকাঠিন্যের বিলয়, [সত্য] প্রপঞ্চের বিলয় কি সেইরূপে করিতে হইবে?৪২ অথবা একই চন্দ্রে [নেত্রগত] তিমিররোগকৃত অনেক চন্দ্রপ্রপঞ্চের (—অনেক চন্দ্রদর্শনের) ন্যায় ব্রহ্মে অবিদ্যাকৃত নামরূপাত্মক [মিথ্যা] প্রপঞ্চকে বিদ্যার (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের) দ্বারা প্রবিলাপ করিতে হইবে? [ইহার মধ্যে কোন্ প্রকার প্রপঞ্চবিলয়ে তুমি বিধি অঙ্গীকার করিতেছ?]।৪৩ তাহাতে যদি বলা হয়—বিদ্যমান (—সত্য) এই দেহাদিরূপ আধ্যাত্মিক প্রপঞ্চকে এবং পৃথিব্যাদিরূপ বাহ্যপ্রপঞ্চকে প্রবিলাপ করিতে হইবে;

ভাবদীপিকা

(১১) ভাব এই—কারণই কার্য্যের যথার্থস্বরূপ, কিন্তু কার্য্য কারণের যথার্থস্বরূপ নহে। যেমন মৃত্তিকাই ঘটের যথার্থস্বরূপ, ঘট মৃত্তিকার তাহা নহে। সেইহেতু ঘটনাশে মৃত্তিকার অবস্থিতির ন্যায়, প্রপঞ্চনাশে কারণ ব্রহ্মবস্তু অবস্থিত থাকিবেন, বিলীন হইবেন না।

শাঙ্করভাষ্যম্

লয়োপদেশঃ অশক্যবিষয়ঃ এব স্যাৎ।৪৫ একেন চ আদিমুক্তেন পৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ কৃতঃ ইতি ইদানীং পৃথিব্যাদিশূন্যং জগৎ অভবিষ্যৎ।৪৬ অথ অবিদ্যাধ্যস্তঃ ব্রহ্মণি একস্মিন্ অয়ং প্রপঞ্চঃ বিদ্যয়া প্রবিলাপ্যতে ইতি ব্রূয়াৎ।৪৭ ততঃ ব্রহ্মৈব অবিদ্যাধ্যস্ত-প্রপঞ্চপ্রত্যাখ্যানেন আবেদয়িতব্যম্ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৬।২।১), "তৎ সত্যং সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি।৪৮ তস্মিন্ আবেদিতে বিদ্যা স্বয়ম্ এব উৎপদ্যতে, তয়া চ অবিদ্যা বাধ্যতে, ততশ্চ অবিদ্যাধ্যস্তঃ সকলঃ অয়ং নামরূপপ্রপঞ্চঃ স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়তে।৪৯ অনাবেদিতে তু ব্রহ্মণি 'ব্রহ্মবিজ্ঞানং কুরু', 'প্রপঞ্চবিলয়ং চ', ইতি শতকৃত্বঃ অপি উক্তে ন ব্রহ্মবিজ্ঞানং

ভাষ্যানুবাদ

[বিধি তাহাতেই অঙ্গীকার্য্য] ইত্যাদি।৪৪ [তদুত্তরে বলিব—] পুরুষমাত্রের (—কোন পুরুষের) দ্বারা [মুসলপ্রহারে ঘটনাশের ন্যায়] তাহা প্রবিলাপিত হইতে পারে না, এইহেতু তাহার প্রবিলয়ের উপদেশ (—তদ্বিষয়ক বিধি, আকাশকে গ্রাস করার ন্যায়] অশক্য বিষয়েই হইয়া পড়িবে।৪৫ আর [মোক্ষের জন্য তাহাদের প্রবিলাপ অভিপ্রেত হওয়ায় শুকদেব প্রভৃতি] একজন প্রথমে মুক্ত পুরুষকর্তৃক পৃথিবী প্রভৃতির প্রবিলয় [পূর্ব্বেই] কৃত হইয়াছে, এইহেতু এক্ষণে জগৎ পৃথিব্যাদিশূন্য হইয়া পড়িত। [ফলে সকলের মুক্তি হইয়া যাইত। পৃথিব্যাদির‌ও অস্তিত্ব থাকিত না। তাহা কিন্তু হয় নাই। সুতরাং এতাদৃশ অশক্য বিষয়ে বিধি হইতে পারে না]।৪৬ আর যদি ইহা বলা হয়—এক ব্রহ্মে অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত এই [মিথ্যা] প্রপঞ্চ বিদ্যার দ্বারা প্রবিলাপিত হয়।৪৭ তাহা হইলে অবিদ্যা-কর্তৃক অধ্যস্ত প্রপঞ্চকে প্রত্যাখ্যানের (—তাহার মিথ্যাত্ব উপদেশের) দ্বারা "ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়", "তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকারে ব্রহ্মকেই জ্ঞাপন করিতে হইবে।৪৮ তিনি ['তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা] জ্ঞাপিত হইলে বিদ্যা (—অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মজ্ঞান) স্বয়ংই (—বিধিবিনাই, শব্দের শক্তিবলেই] উৎপন্ন হয়, আর তাহার দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হয় এবং তদনন্তর অবিদ্যাধ্যস্ত এই সমস্ত নামরূপাত্মক প্রপঞ্চ স্বাপ্নপ্রপঞ্চের ন্যায় প্রবিলীন হইয়া যায়। [সুতরাং এই স্থলেও বিধি ব্যর্থ হইয়া পড়ে]।৪৯

[সিঃ—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান অজ্ঞাত, পরোক্ষরূপেজ্ঞাত, বা অপরোক্ষ যাহাই হউক, বিধির তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না।]

[যদি বলা হয়—ব্রহ্মজ্ঞানেই বিধি অঙ্গীকার্য্য। তাহা হইলে বল—অজ্ঞাত ব্রহ্মের জ্ঞানবিষয়ে বিধি, অথবা পরোক্ষরূপে জ্ঞাত ব্রহ্মের? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু ব্রহ্ম অনাবেদিত (—অজ্ঞাত) হইলে 'ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদন কর', এবং 'প্রপঞ্চের বিলয় কর', এইপ্রকারে শত শত বার কথিত হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রপঞ্চবিলয়ঃ বা জায়তে।৫০ নন্বু আবেদিতে ব্রহ্মণি তদ্বিজ্ঞানবিষয়ঃ প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ঃ বা নিয়োগঃ স্যাৎ।৫১ ন, নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মত্বাবেদনেন এব উভয়সিদ্ধেঃ।৫২ রজ্জু স্বরূপপ্রকাশনেন এব হি তৎস্বরূপবিজ্ঞানম্ অবিদ্যাধ্যস্তসর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি।৫৩ নচ কৃতম্ এব পুনঃ ক্রিয়তে।৫৪ নিযোজ্যঃ অপিচ প্রপঞ্চাবস্থায়াং যঃ অবগম্যতে জীবঃ নাম, সঃ প্রপঞ্চপক্ষস্যৈব বা স্যাৎ, ব্রহ্মপক্ষস্যৈব বা ?৫৫ প্রথমে বিকল্পে নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদ-

ভাষ্যানুবাদ

উৎপন্ন হয় না এবং প্রপঞ্চের বিলয়ও হয় না। [সুতরাং অশক্য বিষয়ে বিধি সম্ভব নহে]।৫০ [দ্বিতীয় পক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—] কিন্তু ব্রহ্ম আবেদিত (—পরোক্ষরূপে জ্ঞাত) হইলে তদ্বিজ্ঞানবিষয়ক এবং প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ক বিধি হইবে (—পরোক্ষ ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে জ্ঞাত হইবার জন্য এবং প্রপঞ্চকে বিলয় করিবার জন্য বিধি অঙ্গীকার্য্য)।৫১ [সিদ্ধান্ত—] তাহা বলিতে পার না, যেহেতু সর্বপ্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মকে আত্মরূপে অবগতির দ্বারাই [ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চের বিলয়, এই] উভয়ই সিদ্ধ হয়।৫২ [যেমন] রজ্জুর স্বরূপের প্রকাশদ্বারাই তাহার (—রজ্জুর) 'স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান এবং অবিদ্যাকর্ত্তৃক অধ্যস্ত সর্পাদিপ্রপঞ্চের বিলয় [উভয়ই] হইয়া থাকে (১২)।৫৩ [বিজ্ঞাত ব্রহ্মের বিজ্ঞানে, অথবা বিজ্ঞাত তাঁহার উপাসনাতেও বিধি কল্পনা করা যায় না] যেহেতু যাহা করা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে পুনরায় করা যায় না।৫৪

[সিঃ—জীব ব্রহ্মভিন্ন, বা ব্রহ্মাভিন্ন যাহাই হউক্ নিযোজ্যের অভাবে বিধির অপ্রবৃত্তি।]

৫৫ [বিধেয় বিষয়ের অভাবে বিধ্যভাবের কথা বলিয়া এক্ষণে নিযোজ্যের (—বিধি যাহাকে প্রেরণ করিবে, তাহার) অভাববশতঃও বিধি সম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—] আর প্রপঞ্চাবস্থাতে (—সংসারদশাতে) যাহাকে জীব নামে অভিহিত করা হয়, সেই নিযোজ্যও প্রপঞ্চপক্ষের (—জড়কোটির) অন্তর্গত হইবে, অথবা

ভাবদীপিকা

(১২) তাৎপর্য্য এই—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা যাঁহার অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা প্রভৃতি সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহার "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপদেশ শ্রবণের অনন্তরই অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উদয় হয়। ফলে অবিদ্যাধ্যস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের বিলয় স্বয়ংই হইয়া যায়। সুতরাং সেই সিদ্ধ বিষয়ে বিধি অঙ্গীকারের কোন আবশ্যকতাই নাই। কিন্তু শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অপরিপক্বতাবশতঃ যাঁহার সর্ব্বপ্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হয় নাই, এতাদৃশ শ্রুতব্রহ্ম ব্যক্তির অবিদ্যাধ্বংসী অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধির জন্যও বিধির প্রবৃত্তি হয় না, যেহেতু ব্রহ্মাত্মজ্ঞান পরমপুরুষার্থের সাধন হওয়ায় পুরুষ তাহাতে স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয়, বিধির অপেক্ষা করে না (প্রকটার্থ দ্রঃ)। লক্ষ্য করিতে হইবে—বিধি শ্রবণমননাদি জ্ঞানসাধনেই অঙ্গীকার্য্য, 'দ্রষ্টব্যঃ' (বৃঃ ২।৪।৫), এই পদের দ্বারা সমর্পিত জ্ঞানে নহে (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

নেন পৃথিব্যাদিবৎ জীবস্যাপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কস্য প্রপঞ্চ-বিলয়ে নিয়োগঃ উচ্যেত, কস্য বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষঃ অবাপ্তব্যঃ উচ্যেত ?৫৬ দ্বিতীয়ে অপি ব্রহ্ম এব অনিযোজ্যস্বভাবং জীবস্য স্বরূপং, জীবত্বং তু অবিদ্যাকৃতম্ এব ইতি প্রতিপাদিতে ব্রহ্মণি নিযোজ্যাভাবাৎ নিয়োগাভাবঃ এব ।৫৭ দ্রষ্টব্যাদিশব্দাঃ অপি পরবিদ্যাধিকারপঠিতাঃ তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানাঃ, ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানাঃ ভবন্তি ।৫৮ লোকে অপি 'ইদং পশ্য', 'ইদম্ আকর্ণয়', ইতি চ এবংজাতীয়কেষু নির্দ্দেশেষু 'প্রণিধানমাত্রং কুরু' ইতি উচ্যতে, ন 'সাক্ষাৎ জ্ঞানম্ এব কুরু' ইতি ।৫৯ জ্ঞেয়াভিমুখস্যাপি জ্ঞানং কদাচিৎ জায়তে, কদাচিৎ ন জায়তে; তস্মাৎ তং

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মপক্ষের (—চৈতন্যকোটির) ?৫৫ প্রথম বিকল্পে—সর্বপ্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনদ্বারা পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় জীবেরও প্রবিলাপ হওয়ায় প্রপঞ্চবিলয়রূপ বিষয়ে কাহার নিয়োগ কথিত হইবে ? অথবা নিয়োগনিষ্ঠরূপে (—বিধিপ্রেরিত অধিকারিরূপে) মোক্ষ কাহারই বা প্রাপ্তব্যরূপে অভিহিত হইবে (—জীবই যদি না থাকে, বিধি কাহাকে প্রেরণ করিবে, মোক্ষই বা কাহার হইবে) ? ৫৬ দ্বিতীয় বিকল্পেও অনিযোজ্যস্বভাব (—যাহাতে বিধির প্রবৃত্তি হয় না, সেই সদাসিদ্ধস্বরূপ) ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ, জীবত্ব কিন্তু অবিদ্যাকৃতই, ইহা প্রতিপাদিত হইলে ব্রহ্মে নিযোজ্যতা (—বিধিবিষয়তা) না থাকায় নিয়োগের (—বিধির) অভাবই হইবে ।৫৭

[সিঃ—'দ্রষ্টব্যাদি' শ্রুতি প্রণিধানের জন্য। বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানে বিধি সম্ভব নহে। জ্ঞানসাধনেই বিধি।]

[কিন্তু শ্রুতি "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানে বিধির কথা বলিতেছেন, তকবলে তাহা নিরাকরণীয় নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরবিদ্যার (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার) প্রকরণে পঠিত "দ্রষ্টব্য" প্রভৃতি শব্দসকলও তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধান (—বহির্মুখ পুরুষকে ব্রহ্মতত্ত্বের অভিমুখীকরণেই তাহাদের তাৎপর্য্য), কিন্তু তাহারা তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধান নহে (—'ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান সম্পাদন করিবে', এইপ্রকার বিধিতে তাহাদের তাৎপর্য্য নাই)।৫৮ [এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন —] লোকমধ্যেও 'ইহা দর্শন কর', 'ইহা শ্রবণ কর', ইত্যাদি এই জাতীয় নির্দ্দেশসকলে 'প্রণিধান কর', মাত্র ইহাই বলা হয়, কিন্তু 'সাক্ষাদ্ভাবে জ্ঞানই কর', ইহা বলা হয় না ।৫৯ [কিন্তু 'দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানরূপ অর্থই শ্রুতির অভিপ্রেত। তাহাকে ত্যাগ করিয়া 'মনের একাগ্রতা', ইত্যাদি সাধনব্যাপারে বিধি কল্পনা কেন করিতেছ ? উত্তর—] যে ব্যক্তি জ্ঞেয়াভিমুখ (—জ্ঞেয়বস্তুকে জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন), তাঁহারও জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হয়, কখনও হয় না; সেইহেতু (—জ্ঞান পুরুষপ্রযত্নসাধ্য না হওয়ায়) যিনি জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন,

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতি জ্ঞানবিষয়ঃ এব দর্শয়িতব্যঃ জ্ঞাপয়িতুকামেন।৬০ তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়ম্ এব যথাবিষয়ং যথাপ্রমাণং চ জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে।৬১ ন চ প্রমাণান্তরেণ অন্যথাপ্রসিদ্ধে অর্থে অন্যথাজ্ঞানং নিযুক্তস্যাপি উপপদ্যতে।৬২ যদি পুনঃ 'নিযুক্তঃ অহম্' ইতি অন্যথাজ্ঞানং কুর্য্যাৎ, ন তু তৎ জ্ঞানম্।৬৩ কিং তর্হি ? ৬৪ মানসী সা ক্রিয়া।৬৫ স্বয়ম্ এব চেৎ অন্যথা উৎপদ্যেত, ভ্রান্তিরেব স্যাৎ।৬৬ জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যং যথাভূতবিষয়ং চ, ন তৎ নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে।৬৭ ন চ প্রতিষেধশতেনাপি বারয়িতুং শক্যতে।৬৮ নহি তৎ পুরুষতন্ত্রং, বস্তুতন্ত্রম্ এব হি তৎ।৬৯ অতঃ অপি নিয়োগাভাবঃ।৭০ কিঞ্চান্যৎ নিয়োগনিষ্ঠতয়া এব পর্য্যবস্যতি আম্নায়ে যৎ অভ্যুপগতম্ অনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবস্য, তদপ্র-

ভাষ্যানুবাদ

তৎকর্ত্তৃক তাহার (—জ্ঞানার্থীর) প্রতি জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাই প্রদর্শিত হওয়া উচিত, [অন্যথা বিধি কোন্ বিষয়ে পুরুষকে প্রবৃত্ত করিবে ? অজ্ঞাত বিষয়ে তো কাহারও প্রবৃত্তি হয় না]।৬০ তাহা (—বিষয়) প্রদর্শিত হইলে বিষয়ানুরূপ ও প্রমাণানুরূপ জ্ঞান স্বয়ংই উৎপন্ন হয়। [বিধি এই স্থলে কোন্ প্রয়োজন সম্পাদন করিবে ?৬১ যদি বল—উৎপন্ন জ্ঞানকে বিধি অন্যপ্রকার করিবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর নিযুক্তের (—বিধিপ্রেরিত পুরুষের) পক্ষেও অন্য প্রমাণের দ্বারা একপ্রকারে প্রসিদ্ধ বিষয়ে অন্যপ্রকার জ্ঞান যুক্তিযুক্ত নহে (—চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট ঘট শ্রোত্রের দ্বারা শাব্দজ্ঞানরূপে গৃহীত হইতে পারে না।৬২ কেন পারে না ? প্রত্যক্ষদৃষ্টা স্ত্রী তো বিধিবলে অগ্নিরূপে (ছাঃ ৫।৮।১) অন্যথাকৃত হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি "আমি নিযুক্ত" (—বিধিপ্রেরিত), ইহা অবগত হইয়া অন্যপ্রকার জ্ঞান করে, তাহা কিন্তু জ্ঞান নহে।৬৩ তবে কি ?৬৪ তাহা মানসী ক্রিয়া (—ধ্যান, উপাসনা)।৬৫ আর [সেই জ্ঞান, প্রযত্নব্যতিরেকে] যদি স্বয়ংই অন্যপ্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা [রজ্জুসর্পের ন্যায়] ভ্রান্তিই হইবে।৬৬ জ্ঞান কিন্তু প্রমাণ হইতে উৎপন্ন এবং বস্তু যেপ্রকার, সেইপ্রকারই হইয়া থাকে, শত বিধি-বলেও তাহাকে করাইতে পারা যায় না।৬৭ আবার শত প্রতিষেধের দ্বারাও তাহাকে বারণ (—তাহার উৎপত্তিরোধ) করিতে পারা যায় না।৬৮ যেহেতু তাহা পুরুষের প্রযত্নসাধ্য নহে, কিন্তু তাহা অবশ্যই বস্তুতন্ত্র (—বস্তুর অধীন, বস্তু যেপ্রকার জ্ঞানও সেইপ্রকার)।৬৯ এইহেতুবশতঃও [ব্রহ্মজ্ঞানে] বিধির অভাব সিদ্ধ হয়।৭০

[সিঃ—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে বিধি অঙ্গীকৃত হইলে মোক্ষের অনিত্যত্ব প্রভৃতি নানা দোষ।]

আর অন্য যুক্তি এই—আম্নায় (—বেদ) বিধিপ্রতিপাদকরূপেই পর্য্যবসিত হইলে জীবের যে বিধির অনধীন ব্রহ্মাত্মস্বরূপতা (—বিধির অনধীন ব্রহ্মই জীবের

শাঙ্করভাষ্যম্

মাণকম্ এব স্যাৎ।৭১ অথ শাস্ত্রম্ এব অনিয়োজ্যব্রহ্মাত্মত্বম্ অপি আচক্ষীত, তদববোধে চ পুরুষং নিযুঞ্জীত, ততঃ ব্রহ্মশাস্ত্রস্য একস্য দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধার্থপরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্।৭২ নিয়োগপরতায়াং চ শ্রুতহানিঃ অশ্রুতকল্পনা কর্ম্মফলবৎ মোক্ষস্য অদৃষ্টফলত্বম্ অনিত্যত্বং চ ইতি এবমাদয়ঃ দোষাঃ ন কেনচিৎ পরিহর্ত্তুং শক্যাঃ।৭৩ তস্মাৎ অবগতিনিষ্ঠানি এব ব্রহ্মবাক্যানি, ন নিয়োগনিষ্ঠানি।৭৪ অতশ্চ 'একনিয়োগপ্রতীতেঃ একবাক্যতা' ইতি অযুক্তম্।৭৫ অভ্যুপগম্যমানেঽপি চ ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগসদ্ভাবে তদেকত্বং নিষ্প্রপঞ্চোপদেশেষু সপ্রপঞ্চোপদেশেষু চ অসিদ্ধম্।৭৬ নহি শব্দান্তরাদিভিঃ প্রমাণৈঃ নিয়োগভেদে অব-

ভাষ্যানুবাদ

স্বরূপ, ইহা) স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে।৭১ আর শাস্ত্রই যদি [জীবের] বিধির অনধীন ব্রহ্মাত্মস্বরূপতার কথাও বলেন এবং তাহার জ্ঞানে যদি পুরুষকে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মবোধক শাস্ত্রের (—বেদান্তের) দ্বিবিধ অর্থ প্রতিপাদকতা (—বাক্যভেদ) ও বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদকতা [সুতরাং অপ্রামাণ্য] হইয়া পড়িবে।৭২ আবার [বেদান্তশাস্ত্র] নিয়োগপর হইলে (—বিধিবলে জীবকে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে নিয়োগ করিলে) শ্রুতহানি (—উপক্রম ও উপসংহারাদিবলে ব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনে শ্রুতির যে তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে, তাহার ত্যাগ), অশ্রুতকল্পনা (—বস্তুতত্ত্বজ্ঞানে বিধি অসম্ভব হওয়ায় শ্রুতিরও যাহাতে তাৎপর্য্য নাই, সেই অশ্রুত বিধি অঙ্গীকার), কর্ম্মফলের ন্যায় মোক্ষের অদৃষ্টফলতা (—অদৃষ্টজন্য স্বর্গাদি ফলের ন্যায় কালান্তরে উৎপাদ্যতা) ও অনিত্যতা [এবং তারতম্যযুক্ততা] ইত্যাদি এই সকল দোষকে কেহ পরিহার করিতে সমর্থ হইবে না।৭৩ সেইহেতু [নির্বিশেষ] ব্রহ্মবোধক বাক্যসকল অবশ্যই জ্ঞাননিষ্ঠ, নিয়োগনিষ্ঠ (—বিধিবলে পুরুষের প্রবর্ত্তক) নহে।৭৪ আর এইহেতু 'একটী নিয়োগ প্রতীত হইতেছে বলিয়া [উপাসনাবোধক সবিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যের এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যের] একবাক্যতা অঙ্গীকরণীয়' (৩১ বাক্য), ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।৭৫

(সিঃ—নির্বিশেষ ব্রহ্মবাক্যে বিধি অঙ্গীকার করিয়াও একবাক্যতা নিরাকরণ। সবিশেষ বাক্যের উপাসনাতে ও নির্বিশেষ বাক্যের ব্রহ্মের নিষ্প্রপঞ্চতাতে তাৎপর্য্য।)

[এক্ষণে প্রৌঢ়িবাদ অবলম্বনে নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধকবাক্যে বিধি অঙ্গীকার করিয়াও সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের একবাক্যতা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর [নির্বিশেষ] ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলে বিধির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিলেও নিষ্প্রপঞ্চ [ব্রহ্মবোধক] উপদেশসকলে এবং সপ্রপঞ্চ (—সবিশেষ ব্রহ্মবোধক) উপদেশসকলে তাহার (—বিধির) একত্ব (—একবাক্যতা) সিদ্ধ হয় না।৭৬

শাঙ্করভাষ্যম্

গম্যমানে সর্ব্বত্র একঃ নিয়োগঃ ইতি শক্যম্ আশ্রয়িতুম্।৭৭ প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেষু তু অধিকারাংশেন অভেদাৎ যুক্তম্ একত্বম্।৭৮ ন তু ইহ সগুণনির্গুণচোদনাসু কশ্চিৎ একত্বাধিকারাংশঃ অস্তি।৭৯ নহি ভারূপত্বাদয়ঃ গুণাঃ প্রপঞ্চপ্রবিলয়োপকারিণঃ, নাপি প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ ভারূপত্বাদিগুণোপকারী পরস্পরবিরোধিত্বাৎ।৮০ নহি কৃৎস্নপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনং প্রপঞ্চৈকদেশাপেক্ষণং চ একস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুক্তম্ সমাবেশয়িতুম্।৮১ তস্মাৎ অস্মদুক্তঃ এব বিভাগঃ আকারবৎ অনাকারোপদেশানাং যুক্ততরঃ ইতি।৮২॥৩।২।১২॥ ইতি পঞ্চমম্ উভয়লিঙ্গাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু শব্দান্তর প্রভৃতি প্রমাণসকলের দ্বারা (—২।২।১ ইত্যাদি জৈঃ সূত্রে আলোচিত 'যজতি' 'দদাতি' ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দরূপ প্রমাণসকলের দ্বারা) বিধির (—বিধেয় কর্ম্মের) বিভিন্নতা অবগত হওয়া যহিলে [৩।৩।১ অধিঃ দ্রঃ, বেদান্তেও 'বেদ' 'উপাসীত' ইত্যাদি শব্দভেদ, নির্গুণ ও সগুণাত্মক রূপভেদ, মুক্তি ও অভ্যুদয়রূপ ফলভেদ ইত্যাদি থাকায়] সকল স্থলে (—কর্ম্মে ও উপাসনাতে, সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবাক্যে) বিধি একটাই, ইহা বলিতে পারা যায় না।৭৭ [আচ্ছা, প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাসবাক্যে বিধির একত্ব কিপ্রকারে সিদ্ধ হয়? উত্তর—] প্রযাজ ও দর্শপুর্ণমাসবাক্যসকলে কিন্তু অধিকারাংশে (—ফলস্বামিত্বাংশে) অভিন্নতা থাকায় [এবং সাঙ্গপ্রধানকর্ম্মে একই ব্যক্তি অধিকারী হওয়ায়, বিধির] একত্ব যুক্তিসঙ্গত।৭৮ এখানে কিন্তু সগুণ ও নির্গুণ চোদনাসকলে (—সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলে) কোনপ্রকার একত্বজ্ঞাপক অধিকারাংশ নাই, [পরন্তু অভ্যুদয় ও মুক্তিরূপ ফলভেদ, মোক্ষার্থী ও অভ্যুদয়ার্থিরূপ অধিকারিভেদ ইত্যাদি আছে। সুতরাং বিধির একত্ব হইতে পারে না।৭৯ এই বিষয়ে অন্য যুক্তি এই—] দেখ, ভারূপত্ব (ছাঃ ৩।১৪।২) প্রভৃতি গুণসকল প্রপঞ্চবিলয়ের উপকারী (—সহকারী) নহে, আবার প্রপঞ্চবিলয়ও ভারূপত্বাদি গুণের উপকারী নহে, যেহেতু তাহারা পরস্পর বিরোধী।৮০ [শঙ্কা—ভারূপত্ব যাঁহার বিশেষণ, সেই চৈতন্যদীপ্ত ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রপঞ্চের প্রবিলাপ করিতে হইবে, এইপ্রকারে এই স্থলে একবাক্যতা হইবে। সমাধান—] সমগ্র প্রপঞ্চের প্রবিলাপকে এবং [ভারূপত্বাদি] প্রপঞ্চের একাংশের অপেক্ষাকে (—এই দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে) একই ধর্ম্মীতে কদাপি সমাবেশ করিতে পারা যায় না। [সুতরাং এতাদৃশ বাক্যসকলেরও একবাক্যতা সম্ভব নহে]।৮১ সেইহেতু (—সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের একবাক্যতা কোনপ্রকারেই, সম্ভব না হওয়ায়) আকারবিশিষ্ট (—সবিশেষ) এবং নিরাকার (—নির্বিশেষ, ব্রহ্মবোধক] উপদেশসকলের আমাদের কথিত বিভাগই

ভাষ্যানুবাদ

(—সবিশেষবাক্যসকল উপাসনার জন্য কল্পিত আকার সমর্পণে এবং নির্বিশেষবাক্য-সকল ব্রহ্মের স্বাভাবিক নিষ্প্রপঞ্চতা সমর্পণে তাৎপর্য্যবান্, ইহাই) অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ।৮২।৩।২।২১। উভয়লিঙ্গাধিকরণ সমাপ্ত ।

৬ । প্রকৃতৈতাবত্ত্বাধিকরণম্ । [২২-৩০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—"নেতি নেতি" শ্রুতির ব্রহ্মাবসানতা ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি নিষেধ-প্রধান বাক্যসকলের দ্বারা ব্রহ্মের নির্বিশেষতা সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে । তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, যেহেতু দুইবার 'নেতি' পদ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রপঞ্চের ন্যায় ব্রহ্মও নিষিদ্ধ হইয়া পড়েন । এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ রচিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয় ।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—নিষেধ্য পদার্থ বোধনের দ্বারা অনিষেধ্য তৎপদার্থের শোধন হয় বলিয়া এবং সেই শোধিত তৎপদার্থই (—শুদ্ধ ব্রহ্মই) মহাবাক্যার্থজ্ঞানে অন্বিত হয় বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

ব্রহ্মাপি নেতি নেতীতি নিষিদ্ধমথবা ন হি ।
দ্বিরুক্ত্যা ব্রহ্মজগতী নিষিধ্যেতে উভে অপি ॥
বীপ্সেয়মিতিশব্দোক্তা সর্ব্বদৃশ্যনিষিদ্ধয়ে ।
অনিদং সত্যসত্যং চ ব্রহ্মৈকং শিষ্যতেঽবধিঃ ॥

অন্বয়—"নেতি নেতি" ইতি ব্রহ্মাপি নিষিদ্ধম্, অথবা ন হি ? দ্বিরুক্ত্যা ব্রহ্মজগতী উভে অপি নিষিধ্যেতে . ইতিশব্দোক্তা ইয়ং বীপ্সা সর্ব্বদৃশ্যনিষিদ্ধয়ে, অনিদং সত্য সত্যং চ একং ব্রহ্ম অবধিঃ শিষ্যতে ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নিষেধশ্রুত্যঃ অত্র বিষয়ঃ । "দ্বে বাব ব্রহ্মণঃ রূপে মূর্ত্তং চৈব অমূর্ত্তং চ" (বৃঃ ২।৩।১), ইতি এতস্মিন্ ব্রাহ্মণে পৃথিব্যপ্তেজোলক্ষণং মূর্ত্তরূপং, বায়্বাকাশলক্ষণম্ অমূর্ত্তরূপং চ প্রপঞ্চ্য তদন্তে ব্রহ্মোপদেষ্টুম্ ইদম্ উক্তম্—"অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬) ইতি । অত্র নিষেধ্যবিশেষানুপলম্ভাৎ সংশয়ঃ ভবতি—] "নেতি নেতি" ইতি [দ্বিরুক্ত্যা প্রপঞ্চবৎ] ব্রহ্মাপি নিষিদ্ধম্, অথবা ন হি ?

পূর্ব্বপক্ষ—[প্রথমনেতিশব্দেন জগতঃ নিষেধ্যত্বে দ্বিতীয়ঃ নেতিশব্দঃ নিরর্থকঃ স্যাৎ। অতঃ নেতিশব্দস্য] দ্বিরুক্ত্যা ব্রহ্মজগতী উভে অপি নিষিধ্যেতে ।

সিদ্ধান্ত—[ন তাবৎ দ্বিতীয়স্য নিষেধস্য বৈয়র্থ্যং, বীপ্সার্থত্বাৎ । সত্যাং চ বীপ্সায়াং যৎ যৎ দৃশ্যতে, 'ইতি'-শব্দনির্দ্দেশার্হং চ তৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম ন ভবতি, ইতি নিষিদ্ধং ভবিষ্যতি । বিনা তু বীপ্সাম্ একেন নকারেণ মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ প্রকৃতত্বেন ইতিশব্দনির্দ্দেশার্হয়োঃ নিষেধে সতি মূর্ত্তাভাবস্য মূলাজ্ঞানস্য চ অনিষিদ্ধত্বাৎ তয়োঃ ব্রহ্মত্বং প্রসজ্যেত । তস্মাদুক্তং ইতি "নেতি নেতি" শ্রুতৌ] ইতিশব্দোক্তা ইয়ং বীপ্সা সর্ব্বদৃশ্যনিষিদ্ধয়ে [ভবতি । ননু সত্যম্ অপি

বীপ্সায়াম্ অস্তি এব দোষঃ, বীপ্সায়াঃ নিরঙ্কুশত্বাৎ ব্রহ্মাপি নিষিধ্যতে ইতি চেৎ? ন, ব্রহ্মণঃ দৃশ্যত্বাভাবেন নিষেধ্যসমর্পকেতিশব্দানর্হত্বাৎ। বাক্যশেষশ্চ ব্রহ্মনিষেধে ন সঙ্গচ্ছতে, যতঃ তত্র "সত্যস্য সত্যম্" (বৃঃ ২।৩।৬), ইত্যাদিনা বিবক্ষিতস্য ব্রহ্মণঃ লৌকিকসত্যাৎ গিরিনদীসমুদ্রাদেঃ অধিকম্ আত্যন্তিকং সত্যত্বং সূচিতম্। অতঃ সর্ব্বদৃশ্যাদৃশ্যপ্রপঞ্চনিষেধে সতি] অনিদং সত্যসত্যং চ একং ব্রহ্ম অবধিঃ শিষ্যতে।

অনুবাদ

সংশয়—[নিষেধশ্রুতিসকল এখানে বিষয়। "ব্রহ্মের দুইটী মাত্র রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত", ইত্যাদি এই ব্রাহ্মণে পৃথিবী জল ও তেজঃআত্মক মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশাত্মক অমূর্ত্তরূপকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়া তাহার শেষাংশে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ করিবার জন্য ইহা বর্ণিত হইয়াছে—"অতএব অতঃপর ইহা নহে, ইহা নহে, ইহাই উপদেশ", ইত্যাদি। এই স্থলে নিষেধ্য বিশেষ বস্তুর উপলব্ধি না হওয়ায় সংশয় হয়—] "ইহা নহে ইহা নহে", এইপ্রকার [দ্বিরুক্তির দ্বারা প্রপঞ্চের ন্যায়] ব্রহ্মও নিষিদ্ধ হইয়াছেন, অথবা হন নাই?

পূর্ব্বপক্ষ—[প্রথম নেতিশব্দের দ্বারা জগৎ নিষিদ্ধ হওয়ায় দ্বিতীয় নেতিশব্দটী নিরর্থক। এইহেতু নেতি শব্দের] দ্বিরুক্তি হওয়ায় ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ই নিষিদ্ধ হইতেছে।

সিদ্ধান্ত—[দ্বিতীয় নিষেধ (—নেতিশব্দ) ব্যর্থ নহে, যেহেতু বীপ্সার জন্য(—যুগপৎ ব্যাপনেচ্ছাবশতঃ, দ্বিরুক্তি] প্রযুক্ত হইয়াছে। বীপ্সা থাকায় যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং যাহা কিছু ইতিশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য, সেই সকল 'ব্রহ্ম নহে', এইপ্রকারে নিষিদ্ধ হইবে। কিন্তু বীপ্সা ব্যতিরেকে, ইতিশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভূতদ্বয় প্রস্তাবিত হওয়ায় একটী নকারের দ্বারা তাহাদের নিষেধ হইলে, মূর্ত্তত্বাদির অভাবের ও মূলাজ্ঞানের নিষেধ না হওয়ায় তাহাদের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক, এইহেতু "নেতি নেতি", শ্রুতিতে] ইতি শব্দের দ্বারা বর্ণিত এই বীপ্সা সকল দৃশ্য (—জড়) পদার্থের নিষেধের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। [কিন্তু বীপ্সা থাকিলেও দোষ থাকিয়াই যায়, বীপ্সা বাধাহীন হওয়ায় ব্রহ্মও নিষিদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, এইপ্রকার যদি বলা হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, ব্রহ্ম জড় পদার্থ না হওয়ায় নিষেধ্য বস্তুর সমর্পক ইতিশব্দের বিষয় হইবার যোগ্য নহেন। আর বাক্যশেষও ব্রহ্মের নিষেধ হইলে সঙ্গত হয় না, যেহেতু সেই স্থলে "সত্যের সত্য", ইত্যাদি প্রকারে গিরি নদী ও সমুদ্র প্রভৃতি লৌকিক সত্য পদার্থ হইতে অধিক (—ভিন্ন) ব্রহ্মের আত্যন্তিক সত্যতা সূচিত হইয়াছে। এইহেতু সমস্ত জড় প্রপঞ্চের নিষেধ হইলে] 'ইহা', এইরূপে কথনের অযোগ্য এবং সত্যের সত্য এক ব্রহ্ম অবধিরূপে (—নিষেধ্য মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানরূপে) অবশিষ্ট থাকেন।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, "নেতি নেতি" এই বীপ্সার দ্বারা ব্রহ্মও নিষিদ্ধ হওয়ায় সর্ব্ব-শূন্যতাই সিদ্ধ হয় বলিয়া মহাবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মাভিন্নতাজ্ঞান অসম্ভব। সিদ্ধান্তে—কল্পিতের অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ম সিদ্ধ হন বলিয়া উক্ত জ্ঞান সম্ভব।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩।২।২২॥

পদচ্ছেদ—প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্, হি, প্রতিষেধতি, ততঃ, ব্রবীতি, চ, ভূয়ঃ।

সূত্রার্থ—["দ্বে বাব ব্রহ্মণঃ রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ" (বৃঃ ২।৩।১), ইতি উপক্রম্য "অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬), ইতি শ্রূয়তে। তত্র কিং প্রপঞ্চঃ ব্রহ্ম চ ইতি উভয়মপি নিষিধ্যতে, উত একম্ ? একম্ ইতি অত্রাপি 'প্রপঞ্চঃ ব্রহ্ম বা', ইতি সন্দেহে, নিয়ামকাভাবাৎ উভয়মপি নিষিধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অথবা প্রপঞ্চস্য প্রত্যক্ষত্বেন নিষেধাসম্ভবাৎ নিরবধিক-নিষেধাযোগাৎ একং ব্রহ্মৈব নিষিধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্**—প্রকৃতং—প্রধানতয়া প্রস্তাবিতং, এতাবত্ত্বম্—ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং যৎ মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণঃ রূপদ্বয়ং, তৎ প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্; [তদেব] **প্রতিষেধতি**—"নেতি নেতি" ইতি শ্রুতিঃ নিষেধতি, [ইতিশব্দস্য প্রধানত্বেন প্রকৃতরূপদ্বয়পরামর্শিত্বাৎ। ব্রহ্ম তু নাত্র প্রধানত্বেন প্রকৃতম্, "দ্বে বাব ব্রহ্মণঃ রূপে", ইতি রূপদ্বয়াত্মকজগদ্রূপসর্জ্জনত্বেন তস্য অভিহিতত্বাৎ। অতঃ ন তস্য প্রতিষেধঃ সম্ভবতি। ইতশ্চ ন ব্রহ্মণঃ নিষেধঃ], **হি**—যস্মাৎ, **ততঃ**—প্রপঞ্চনিষেধানন্তরং, **ভূয়ঃ**—পুনরপি, **ব্রবীতি**—"নাহ এতস্মাৎ ইতি ন ইতি অন্যৎ পরম্ অস্তি" (বৃঃ ২।৩।৬), ইতি শ্রুতিঃ ব্রহ্মৈব তু পরম্ অস্তি ইতি ব্রবীতি। চকারঃ—অত্যন্তঃ সতঃ নির্দ্ধারসমুচ্চয়ার্থঃ। [ন চ প্রপঞ্চনিষেধে প্রত্যক্ষবিরোধঃ, তস্য ব্যাবহারিকপ্রামাণ্যাৎ ইতি অনবদ্যম্]।

অনুবাদ—["ব্রহ্মের দুইটীমাত্র রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "অতএব অতঃপর 'ইহা নহে, ইহা নহে', ইহাই নির্দ্দেশ", শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। সেই স্থলে কি জগৎপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম এই উভয়ই নিষিদ্ধ হইতেছে, অথবা একটী ? 'একটী', এই স্থলেও জগৎপ্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হইতেছে, অথবা ব্রহ্ম, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, নিয়ামক না থাকায় উভয়ই নিষিদ্ধ হইতেছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। অথবা প্রত্যক্ষ হওয়ায় প্রপঞ্চের নিষেধ সম্ভব নহে বলিয়া এবং যাহার কোন অবধি (—অধিষ্ঠান) নাই, তাহার নিষেধ সম্ভব নহে বলিয়া এক ব্রহ্মই নিষিদ্ধ হইতেছেন (১), ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **প্রকৃতৈতাবত্ত্বম্**—প্রকৃত—প্রধানভাবে প্রস্তাবিত, এতাবত্ত্ব—ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন (—'ইহা এই পর্য্যন্ত', এইরূপে যাহাকে সীমিত করা যায়, এইপ্রকার) যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক ব্রহ্মের রূপদ্বয়, তাহাই প্রকৃতৈতাবত্ত্ব, তাহাকেই **প্রতিষেধতি**—"নেতি নেতি", ইত্যাদি শ্রুতি নিষেধ করিতেছেন, [যেহেতু ইতিশব্দ প্রধানভাবে যাহা প্রস্তাবিত হইয়াছে, সেই রূপদ্বয়কে উল্লেখ করিতেছে। ব্রহ্ম কিন্তু এখানে প্রধানভাবে প্রস্তাবিত হন নাই, যেহেতু "ব্রহ্মের দুইটীমাত্র রূপ", এইপ্রকারে রূপদ্বয়াত্মক

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—কোন বস্তুকে নিষেধ করিতে হইলে কোন অধিকরণেই তাহা করিতে হয়, যথা—'ভূতলে ঘট নাই'। প্রস্তাবিত স্থলে প্রত্যক্ষ জগৎপ্রপঞ্চের কোন অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ হইতেছে না, সেইহেতু তাহার নিষেধ সম্ভব নহে। এইহেতু প্রপঞ্চরূপ প্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মেরই নিষেধ অঙ্গীকার করিতে হইবে, যেমন 'স্তম্ভ পিশাচ নহে', ইত্যাদি। ফলে প্রপঞ্চ ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্মনামক কিছুই নাই, সত্য জগৎপ্রপঞ্চই বর্ত্তমান আছে, এইপ্রকার অর্থ ই বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে পঠিত প্রপঞ্চবোধক বাক্যসকল যেমন প্রপঞ্চ-প্রতিষেধক বাক্যসকলের সহিত একবাক্যতাপন্ন হইয়া নিষেধ্য সমর্পণের দ্বারা নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানের সম্পাদক হইয়া থাকে (১৫৮ পৃঃ ২৫ বাক্য), এইপ্রকারে শ্রুতিপঠিত ব্রহ্মবোধক বাক্যসকল "নেতি নেতি", এই বাক্যের সহিত একবাক্যতাপন্ন হইয়া ব্রহ্মের অনস্তিত্বই প্রতিপাদন করিবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

জগতের উপসর্জ্জনরূপে (—বিশেষণরূপে) তিনি অভিহিত হইতেছেন। এইহেতু তাঁহার প্রতিষেধ সম্ভব নহে। আর এইহেতুবশতঃও ব্রহ্মের নিষেধ সম্ভব নহে], হি—যেহেতু, ততঃ—প্রপঞ্চনিষেধের অনন্তর, ভূয়ঃ—পুনরায়, ব্রবীতি—"এই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু নাই, এইহেতু 'নেতি' ইহা কথিত হইতেছে, অন্য পর (—অপ্রতিষিদ্ধ) ব্রহ্ম আছেন" (৬ ভাবদী:), এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই কিন্তু বর্ত্তমান আছেন, ইহা বলিতেছেন। চকারটী—অত্যন্ত সত্তের নির্দ্ধারণসমুচ্চয়ের (—অত্যন্ত সৎ ব্রহ্মবস্তুই বিদ্যমান আছেন, এতদ্বিষয়ক যে নির্দ্ধারণ, তাহার অন্বয়ের) জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। [আর প্রপঞ্চের নিষেধ হইলে প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় না, যেহেতু তাহার ব্যাবহারিক প্রামাণ্য আছে, এইহেতু কোন দোষ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

"দ্বে বাব ব্রহ্মণঃ রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ" (বৃঃ ২।৩।১), ইতি উপক্রম্য পঞ্চমহাভূতানি দ্বৈরাশ্যেন প্রবিভজ্য অমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মাহারজনাদীনি রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে—"অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি, নহি এতস্মাৎ ইতি নেতি অন্যৎ পরম্ অস্তি" (বৃঃ ২।৫।৬) ইতি।১ তত্র কঃ অস্য প্রতিষেধস্য বিষয়ঃ ইতি জিজ্ঞাসামহে।২ নহি অত্র 'ইদং তৎ' ইতি বিশেষিতং কিঞ্চিৎ প্রতিষেধ্যম্ উপলভ্যতে।৩ ইতিশব্দেন তু

ভাষ্যানুবাদ

[প্রকরণমধ্যে রূপদ্বয় ও ব্রহ্ম উভয়ের উপস্থিতিবশতঃ সংশয়।]

"ব্রহ্মের দুইটী মাত্র রূপ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া [ক্ষিত্যাদি] পাঁচটী মহাভূতকে দুইটী রাশিরূপে বিভক্ত করিয়া [বায়ু ও আকাশরূপ] অমূর্ত্ত ভূতের যাহা রস (—সার পদার্থ) এবং যাহা 'পুরুষ', এই শব্দের দ্বারা কথিত, তাহার (—সমষ্টি করণাত্মা হিরণ্যগর্ভশরীরের এবং দক্ষিণ চক্ষুতে স্থিত ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরের) মাহারজনাদি রূপসকল (—হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতির বর্ণের ন্যায় বর্ণসকল, বৃঃ ২।৩।৬) প্রদর্শন করিয়া পুনরায় পঠিত হইতেছে—"অথ (—সত্যের, অর্থাৎ প্রপঞ্চের বর্ণনার অনন্তর) অতঃ (—যাহা সত্যেরও সত্য, তাহার বর্ণনা অবশিষ্ট থাকায়) 'ইহা নহে', 'ইহা নহে', এইরূপে [সত্যের সত্য ব্রহ্মের] আদেশ (—নির্দ্দেশ) করা হইতেছে, যেহেতু 'ইহা নহে', এই নির্দ্দেশবাক্য হইতে ভিন্ন [ব্রহ্মের] পর (—শ্রেষ্ঠ) নির্দ্দেশ অবশ্যই নাই" (২) ইত্যাদি।১ সেই স্থলে এই প্রতিষেধের বিষয় কি, ইহা আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি।২ যেহেতু এই স্থলে 'ইহা তাহা', এইরূপে বিশেষিত কোন প্রতিষেধযোগ্য বস্তু উপলব্ধ হইতেছে না।৩ কিন্তু

ভাবদীপিকা

(২) এই স্থলে "নহি এতস্মাৎ ইতি নেতি অন্যৎ পরম্ অস্তি" (বৃঃ ২।৩।৬), এই বাক্যটীর এইপ্রকার যোজনা প্রদর্শিত হইল, যথা—"নেতি" ইতি এতস্মাৎ [নির্দ্দেশাৎ ব্রহ্মণঃ] অন্যৎ পরং [নির্দ্দেশং] নহি অস্তি'। এই অর্থ উপনিষদ্ভাষ্যাবলম্বনে করা হইল। এইপ্রকার এবং অন্যপ্রকার যোজনা ভগবান্ ভাষ্যকার পরে প্রদর্শন করিয়েন। ৬ ভাবদী: এবং ৫৪ বাক্য দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্র প্রতিষেধ্যং কিমপি সমর্প্যতে, নেতি নেতি ইতিপরত্বাৎ নঞ্ প্রয়োগস্য।৪ ইতিশব্দশ্চায়ং সন্নিহিতালম্বনঃ এবংশব্দসমানবৃত্তিঃ প্রযুজ্যমানঃ দৃশ্যতে—'ইতি হ স্ম উপাধ্যায়ঃ কথয়তি', ইতি এবমাদিষু।৫ সন্নিহিতং চ অত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ রূপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ, তৎ চ ব্রহ্ম যস্য এতে দ্বে রূপে।৬ তত্র নঃ সংশয়ঃ উপজায়তে—কিম্ অয়ং প্রতিষেধঃ রূপে রূপবৎ চ উভয়মপি প্রতিষেধতি, আহোস্বিৎ একতরম্?৭ যদাপি একতরং তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি রূপে পরিশিনষ্টি, আহোস্বিৎ রূপে প্রতিষেধতি ব্রহ্ম পরিশিনষ্টি ইতি।৮ তত্র প্রকৃতত্বাবিশেষাৎ উভয়মপি প্রতিষেধতি ইতি আশঙ্কামহে।৯ দ্বৌ চ এতৌ প্রতিষেধৌ দ্বিঃ নেতিশব্দপ্রয়োগাৎ।১০ তয়োঃ একেন সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ রূপং প্রতিষিধ্যতে, অপরেণ রূপবদ্‌ব্রহ্ম ইতি ভবতি মতিঃ।১১

ভাষ্যানুবাদ

'ইতি' শব্দের দ্বারা এখানে প্রতিষেধযোগ্য কোন বস্তু সমর্পিত হইতেছে, যেহেতু নঞের (—নকারের) প্রয়োগ 'নেতি নেতি', এইরূপে ইতিপর 'হইয়াছে' (—নকারের পরে ইতিশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ফলে ইতিশব্দের দ্বারা যাহা উপস্থাপিত হইয়াছে, নকার তাহারই নিষেধ করিতেছে, এইপ্রকার অর্থ প্রতিভাত হইতেছে]।৪ আর 'ইতি হ স্ম উপাধ্যায়ঃ কথয়তি' (—অধ্যাপক এইপ্রকার বলিয়াছিলেন), ইত্যাদি এইপ্রকার স্থলসকলে এই ইতিশব্দ সন্নিহিত বস্তুকে অবলম্বনকারী ও এবংশব্দের (—'এইপ্রকার' এই শব্দের) সমানার্থকরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে।৫ আবার প্রকরণের সামর্থ্যবশতঃ ব্রহ্মের সপ্রপঞ্চ (—বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক] রূপদ্বয় এখানে সন্নিহিত (—নিকটে পঠিত) হইয়াছে, আর এই দুইটী রূপ যাঁহার, তিনিই ব্রহ্ম।৬ সেই স্থলে [বিশেষ কোন নিষেধ্য বস্তু উপলব্ধ না হওয়ায়] আমাদের সংশয় উৎপন্ন হইতেছে—[নেতি নেতি] এই প্রতিষেধ কি রূপদ্বয়কে এবং যাঁহার রূপ তাঁহাকে, এই উভয়কেই প্রতিষেধ করিতেছে, অথবা একতরকে (—দুইটির মধ্যে একটীকে) প্রতিষেধ করিতেছে?৭ যদি একতরকে প্রতিষেধ করে, তাহা হইলেও কি ব্রহ্মকে প্রতিষেধ করিতেছে, রূপদ্বয় অবশিষ্ট থাকিতেছে; অথবা রূপদ্বয়কে প্রতিষেধ করিতেছে, ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিতেছেন?৮

[পূঃ—প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম উভয়ের, অথবা বাক্যমনের অতীত ব্রহ্মেরই প্রতিষেধ স্বীকার্য্য।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে অবিশেষভাবে প্রস্তাবিত হওয়ায় [এই প্রতিষেধ রূপদ্বয় ও ব্রহ্ম] উভয়কেই প্রতিষেধ করিতেছে, ইহা আমরা আশঙ্কা করিতেছি।৯ [ইহার হেতু বলিতেছেন—] আর এই প্রতিষেধ দুইটী, যেহেতু দুইবার নেতিশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।১০ সেই দুইটীর মধ্যে একটীর দ্বারা আধিদৈবিক (বৃঃ ২।৩।৩)

শাঙ্করভাষ্যম্

অথবা ব্রহ্ম এব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে, তদ্ধি বাঙ্মনসাতীতত্বাৎ অসম্ভাব্যমানসদ্ভাবং প্রতিষেধার্হম্ ।১২ নতু রূপপ্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাৎ প্রতিষেধার্হঃ ।১৩ অভ্যাসস্তু আদরার্থঃ ইতি ।১৪ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন তাবৎ উভয়প্রতিষেধঃ উপপদ্যতে, শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ ।১৫ কিঞ্চিৎ হি পরমার্থম্ আলম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে, যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ ।১৬ তচ্চ পরিশিষ্যমাণে কস্মিংশ্চিৎ ভাবে অবকল্প্যতে ।১৭ উভয়প্রতিষেধে তু কঃ অন্যঃ ভাবঃ পরিশিষ্যেৎ ?১৮ অপরিশিষ্যমাণে চ অন্যস্মিন্ যঃ ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুম্ আরভ্যতে, প্রতিষেদ্ধুম্ অশক্যত্বাৎ তস্যৈব পরমার্থত্বাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ ।১৯ নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধঃ

ভাষ্যানুবাদ

এবং আধ্যাত্মিক (বৃঃ ২।৩।৪,৫] প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের রূপ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, অপরটীর দ্বারা যাঁহার রূপ সেই ব্রহ্ম প্রতিষিদ্ধ হইতেছেন,এইপ্রকার মনে হইতেছে। [যেহেতু তাহা হইলেই দুইবার নেতিশব্দের প্রয়োগ হয় সার্থক।১১ কিন্তু নিরধিষ্ঠান নিষেধ সম্ভব না হওয়ায় অরুচিবশতঃ বলিতেছেন—] অথবা যাঁহার রূপ, সেই ব্রহ্মই প্রতিষিদ্ধ হইতেছেন, যেহেতু বাক্য ও মনের অগোচর হওয়ায় যাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন অসম্ভব, তিনিই প্রতিষেধের যোগ্য ।১২ কিন্তু [আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক] রূপপ্রপঞ্চ প্রতিষেধের যোগ্য নহে, যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য। [সুতরাং ব্রহ্মাভাবের অধিকরণ সত্য রূপপ্রপঞ্চ (– জগৎ) বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্মনামক কিছুই নাই (১ ভাবদী:) ।১৩ কিন্তু মাত্র ব্রহ্মের নিষেধ হইলে অন্য নেতিশব্দ নিরর্থক হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অভ্যাস (—নেতিশব্দের দ্বিরুক্তি) আদরের (—বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনের) জন্য, ইত্যাদি ।১৪

[সিঃ—শূন্যবাদ নিরাকরণ, অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতিরেকে কোন কিছুর প্রতিষেধ সম্ভব নহে।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি— [রূপপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম] উভয়ের প্রতিষেধ যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু শূন্যবাদের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে।১৫ [পূঃ—তাহাই তো আমাদের অভিপ্রেত। সিঃ—তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না], যেহেতু কোন পরমার্থ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অপরমার্থ বস্তু প্রতিষিদ্ধ হয়, যেমন রজ্জু প্রভৃতিতে সর্প প্রভৃতি।১৬ আর তাহা (—প্রতিষেধ) কোন ভাব বস্তু অবশিষ্ট থাকিলে হয় সঙ্গত।১৭ কিন্তু উভয়ের প্রতিষেধ হইলে অন্য কোন্ ভাব বস্তু অবশিষ্ট থাকিবে ?১৮ আর [প্রতিষেধের অধিষ্ঠানরূপে] অন্য [ভাব বস্তু] অবশিষ্ট না থাকিলে, অপর যে বস্তুকে প্রতিষেধ করিতে আরম্ভ করা হয়,প্রতিষেধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহারই পরমার্থতা প্রাপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া [তাহার] প্রতিষেধ যুক্তিসঙ্গত নহে।১৯ [সুতরাং

শাঙ্করভাষ্যম্

উপপদ্যতে, "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (বৃঃ ২।১।১) ইত্যাদ্যুপক্রমবিরোধাৎ, "অসন্নেব সঃ ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" (তৈঃ ২।৬।১) ইত্যাদিনিন্দাবিরোধাৎ, "অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ" (কঠ ২।৩।১৩) ইত্যবধারণবিরোধাৎ, সর্ব্ববেদান্তব্যাকোপপ্রসঙ্গাৎ চ।২০ বাঙ্মনসাতীতত্বম্ অপি ব্রহ্মণঃ ন অভাবাভিপ্রায়েণ অভিধীয়তে।২১

ভাষ্যানুবাদ

অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতিরেকে কোন কিছুর নিষেধ সম্ভব না হওয়ায় ত্বদভিমত শূন্যবাদ সিদ্ধ হয় না]।

[সিঃ—শ্রুতি ও যুক্তির অসঙ্গতিবশতঃ ব্রহ্মের প্রতিষেধ অসম্ভব।]

আবার ব্রহ্মের প্রতিষেধও যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু "আপনাকে ব্রহ্মের কথা বলিব", ইত্যাদি উপক্রমের বিরোধ হইবে (৩), "যিনি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, তিনি অসৎই (—পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধশূন্যই) হইয়া পড়েন", ইত্যাদি নিন্দার বিরোধ হইবে, ["আত্মাকে] আছেন, এইরূপেই উপলব্ধি করিতে হইবে," এইপ্রকার অবধারণের বিরোধ হইবে এবং সকল উপনিষদের ব্যাকোপ (—সমগ্র বেদান্তসিদ্ধান্তের বিরোধ) হইয়া পড়িবে। [অতএব দেহাত্মাভিমানের ন্যায় লৌকিক প্রমাণসিদ্ধ দ্বৈত প্রপঞ্চেরই নিষেধ সঙ্গত, বেদান্তৈকবেদ্য ব্রহ্মের নহে]।২০

[সিঃ—ব্রহ্মকে বাক্যমনের অতীত বলিবার তাৎপর্য্য।]

[আর যে বলা হইয়াছে—বাক্যমনের অতীত হওয়ায় ব্রহ্মই প্রতিষেধের যোগ্য (১২ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ব্রহ্মের অবাঙ্মনোগোচরতাও তাঁহার অভাবকে অভিপ্রায় করিয়া অভিহিত হয় নাই।২১ যেহেতু মহান্ পরিকরবন্ধের

ভাবদীপিকা

(৩) আশঙ্কা হয়—"ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (বৃঃ ২।১।১), ইহা অজাতশত্রুব্রাহ্মণের উপক্রম, মূর্ত্তামূর্ত্তব্রাহ্মণের (বৃঃ ২।৩) নহে, সুতরাং উপক্রমের বিরোধ হইবে কেন ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—অজাতশত্রুব্রাহ্মণের শেষে পঠিত হইতেছে—"সত্যস্য সত্যম্ ইতি প্রাণাঃ বৈ সত্যম্ তেষাম্ এষঃ সত্যম্" (বৃঃ ২।১।২০) ইত্যাদি। তদনন্তর শিশুব্রাহ্মণে (বৃঃ ২।২) প্রাণোপাসনার বর্ণনা করিয়া মূর্ত্তামূর্ত্তব্রাহ্মণে পুনরায় পঠিত হইতেছে—"সত্যস্য সত্যম্ ইতি, প্রাণাঃ বৈ সত্যম্ তেষাম্ এষঃ সত্যম্" (বৃঃ ২।৩।৬) ইত্যাদি। তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অজাতশত্রুব্রাহ্মণে যে ব্রহ্মবর্ণনার উপক্রম হইয়াছিল, মধ্যে শিশুব্রাহ্মণে প্রসঙ্গবশতঃ প্রাণোপাসনার বর্ণনা করিয়া পুনরায় মূর্ত্তামূর্ত্তব্রাহ্মণে সেই ব্রহ্মের স্বরূপই "নেতি নেতি" বাক্যের দ্বারা নিরূপিত হইতেছে। সুতরাং "নেতি নেতি" বাক্যে ব্রহ্মের প্রতিষেধ হইলে অবশ্যই উপক্রমের বিরোধ হইবে। সেইহেতু এবং পরে বর্ণিত যুক্তিসকলের বলে ব্রহ্মের প্রতিষেধ যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব পূর্ব্ববাদী যে ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া ব্রহ্মের অনস্তিত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস করিয়াছেন (১ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

শাঙ্কর ভাষ্যম্

নহি মহতা পরিকরবন্ধেন "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।১), "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (ঐ), ইতি এবমাদিনা বেদান্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য তস্যৈব পুনঃ অভাবঃ অভিলপ্যেত। ২২ 'প্রক্ষালনাৎ হি পঙ্কস্য দূরাৎ অস্পর্শনং বরম্' ইতি হি ন্যায়ঃ। ২৩ প্রতিপাদন-প্রক্রিয়া তু এষা "যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈঃ ২।৪।১) ইতি। ২৪ এতদুক্তং ভবতি—বাঙ্মনসাতীতম্ অবিষয়ান্তঃপাতি প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্ম ইতি। ২৫ তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি ব্রহ্ম ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্। ২৬ তদেতৎ উচ্যতে—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" ইতি। ২৭ প্রকৃতং যৎ এতাবৎ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণঃ রূপং, তৎ এষঃ শব্দঃ প্রতিষেধতি। ২৮ তৎ হি

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা (—বিশেষভাবে কটিবদ্ধ হইয়া, বিশেষ প্রযত্নসহকারে) "ব্রহ্মবিদ্ পরকে (—সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন," "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত," ইত্যাদি এই সকলের দ্বারা উপনিষৎসকলে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় তাঁহারই অভাব বর্ণিত হইতে পারে না। ২২ যেহেতু ['শরীরে লিপ্ত] পঙ্কের প্রক্ষালন অপেক্ষা দূরে থাকিয়া [তাহাকে] স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ,' এইপ্রকার যুক্তি আছে (—ব্রহ্মের প্রতিষেধই শ্রুতির অভিপ্রেত হইলে পঙ্কে লিপ্ত হওয়ায় ন্যায় তাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় পঙ্ককে প্রক্ষালনের ন্যায় তাঁহার প্রতিষেধ সঙ্গত নহে।২৩ আচ্ছা, "ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর", এইপ্রকার কথন প্রতিষেধের জন্য না হইলে তাহার অর্থ কি ? উত্তর—] "যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহ বাক্যসকল ফিরিয়া আসে", ইত্যাদি ইহা কিন্তু [ব্রহ্মতত্ত্ব] প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া।২৪ [উক্ত শ্রুতিতে] ইহাই কথিত হইতেছে—ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর, [সুতরাং] বিষয়কোটির মধ্যে অপ্রবিষ্ট, [সেইহেতু] প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব।২৫

[সিঃ—নিষেধের অযোগ্য ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে কল্পিত জগৎপ্রপঞ্চের নিষেধই "নেতি নেতি" শ্রুতির তাৎপর্য্য।]

সেইহেতু (—ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ প্রত্যগাত্মস্বরূপ হওয়ায়, শ্রুতি] ব্রহ্ম হইতে রূপপ্রপঞ্চকে (—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎকে) নিষেধ করিতেছেন, [অধিষ্ঠানভূত] ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিতেছেন, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।২৬ সেই ইহাই কথিত হইতেছে—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" ইত্যাদি।২৭ [ইহার অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] প্রকৃত (—প্রস্তাবিত) যে ব্রহ্মের এতাবৎ অর্থাৎ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন (—'ইহা এতটা', এইরূপে সীমিত) মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক রূপ, তাহাকে ["নেতি নেতি" এই] শব্দ প্রতিষেধ করিতেছে।২৮ যেহেতু তাহাই (—সেই মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকৃতং প্রপঞ্চিতং চ পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে অধিদৈবতম্ অধ্যাত্মং চ ।২৯ তজ্জনিতম্ এব চ বাসনালক্ষণম্ অপরং রূপং অমূর্ত্তরসভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যপাশ্রয়ং মাহারজনাদ্যুপমাভিঃ দর্শিতম্ ।৩০ অমূর্ত্তরসস্য পুরুষস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপযোগিত্বানুপপত্তেঃ ।৩১ তদেতৎ সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ রূপং সন্নিহিতালম্বনেন 'ইতি'-করণেন প্রতিষেধকং নঞং প্রতি উপনীয়তে ইতি গম্যতে ।৩২ ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দ্দিষ্টং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে, ন স্বপ্রধান-

ভাষ্যানুবাদ

রূপদ্বয়ই) অধিদৈবত এবং অধ্যাত্মরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে (বৃঃ ২।৩।২-৫) প্রস্তাবিত ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।২৯ [কিন্তু "এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" (বৃঃ ২।৩।৩), এইপ্রকারে পুরুষশব্দের দ্বারা ব্রহ্মও তো বর্ণিত হইয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তজ্জনিত (—মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক ভূতসূক্ষ্ম হইতে উৎপন্ন),অমূর্ত্ত ভূতের সারভূত, পুরুষশব্দের দ্বারা বর্ণিত এবং লিঙ্গশরীরাশ্রিত যে বাসনাত্মক অপর রূপ (৪), তাহাই মাহারজন (—হরিদ্রাবর্ণ রঞ্জিত বস্ত্র) প্রভৃতি উপমাসকলের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়ছে। [ব্রহ্ম বর্ণিত হন নাই ।৩০ আচ্ছা, লিঙ্গশরীরাশ্রিত রূপকে প্রসিদ্ধ চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপের ন্যায় না বলিয়া বাসনাত্মক বলা হইতেছে কেন ? উত্তর—] যেহেতু অমূর্ত্ত ভূতের সারভূত পুরুষ (—লিঙ্গশরীর) চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে, ইহা সঙ্গত নহে ।৩১ [এক্ষণে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক ভূতদ্বয় কেন বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন—] ব্রহ্মের সেই এই সপ্রপঞ্চ (—বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মক] রূপকে সন্নিহিতালম্বন ইতিকরণের দ্বারা (—নিকটবর্ত্তী বস্তুর সমর্পক 'ইতি' এই শব্দের প্রয়োগদ্বারা) প্রতিষেধক নকারের নিকট [নিষেধ্য বস্তুরূপে] উপনীত করা হইতেছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।৩২ [ব্রহ্মও নিষেধ্যরূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন, এইপ্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন —] পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে ব্রহ্ম কিন্তু ষষ্ঠী

ভাবদীপিকা

(৪) ভাব এই—অপঞ্চীকৃত ভূতোৎপন্ন লিঙ্গশরীরে কোনপ্রকার উদ্ভূতরূপ থাকা সম্ভব নাহ বলিয়া সেই রূপকে বাসনাত্মক (—সংস্কারাত্মক) বলা হইতেছে। জাগ্রৎকালে বিষয়ভোগজনিত যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাই লিঙ্গশরীরে ভাবী বিষয়ভোগের প্রতি প্রেরকরূপে অবস্থান করে। সেই সংস্কারসকলই "যথা মাহারজনং বাসঃ"—'যেমন হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র' (বৃঃ ২।৩।৬), ইত্যাদিপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত বাক্যে রূপকে অর্থাৎ সংস্কারকে এবং রূপীকে অর্থাৎ লিঙ্গশরীরকে অভিন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া 'পুরুষশব্দোদিতং বাসনালক্ষণম্ অপরং রূপম্' এইপ্রকার বলা হইল। এই লিঙ্গশরীর অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতোৎপন্ন হইলেও প্রস্তাবিত স্থলে "অমূর্ত্তরসভূতম্"—'অমূর্ত্ত বায়ু ও আকাশের সারভূত', এইপ্রকার বলিবার তাৎপর্য্য এই—লিঙ্গশরীর বায়ু ও আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থ. সেই ভূতদ্বয়ের প্রাধান্য তাহাতে আছে এবং উদ্ভূতরূপ তাহাতে নাই, ইহা জ্ঞাপন। বস্তুতঃ অপ্রধানভাবে অন্য ভূতত্রয়ও তাহার উপাদান।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেন ।৩৩ প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে রূপবতঃ স্বরূপজিজ্ঞাসায়াম্ ইদম্ উপক্রান্তম্—"অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬) ইতি ।৩৪ তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবেদনম্ ইদম্ ইতি নির্ণীয়তে ।৩৫ তদাস্পদং হি ইদং সমস্তং কার্য্যং "নেতি নেতি" ইতি প্রতিষিদ্ধম্ ।৩৬ যুক্তং চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ অসত্ত্বম্ ইতি 'নেতি নেতি' ইতি প্রতিষেধনম্ ।৩৭ ন তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ ।৩৮ ন চ অত্র ইয়ম্ আশঙ্কা কর্ত্তব্যা—

ভাষ্যানুবাদ

বিভক্তির দ্বারা ["ব্রহ্মণঃ রূপে", বৃঃ ২।৩।১, এইপ্রকারে] রূপের বিশেষণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, স্বপ্রধানভাবে নহেন (৫)।৩৩ আর তাঁহার রূপদ্বয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইলে পর, যিনি রূপবিশিষ্ট তাঁহার স্বরূপবিষয়ক জিজ্ঞাসা হইলে "অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি", ইহা উপক্রান্ত (—বর্ণিত) হইয়াছে। [সুতরাং ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হওয়ায় তাঁহার নিষেধ সম্ভব নহে] ।৩৪ সেই স্থলে কল্পিত রূপের প্রত্যাখ্যানদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের আবেদন (—ব্রহ্মের স্বরূপ বিজ্ঞাপিত) হইয়াছে, ইহা নির্ণয় করা হইতেছে ।৩৫ [কিন্তু ব্রহ্ম নিষিদ্ধ হইলেও জগৎ অন্যত্র অবস্থান করিবে, তাহা কল্পিত হইবে কেন? সমাধান—তাহা বলিতে পার না], যেহেতু তদাস্পদ (—ব্রহ্মরূপ উপাদানে আশ্রিত) এই সমস্ত কার্য্য "নেতি নেতি" এইপ্রকারে প্রতিষিদ্ধ হইয়ছে। [অতএব উপাদান ব্যতিরিক্ত স্থলে কার্য্যের স্থিতি সম্ভব না হওয়ায় উপাদানে নিষিদ্ধ তাহার অন্যত্র স্থিতি সম্ভব নহে ।৩৬ কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর জগৎপ্রপঞ্চের নিষেধ তো সঙ্গত নহে (১৩ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর বাচারম্ভণশ্রুতি (ছাঃ ৬।১।৪) প্রভৃতি হেতুসকলবশতঃ (২।১।১৪ সূঃ) কার্য্যবস্তুর অসত্তা যুক্তিসঙ্গত, এইহেতু "নেতি নেতি" এইপ্রকারে [তাহার] প্রতিষেধ হইয়াছে ।৩৭ [কিন্তু প্রত্যক্ষ জগৎপ্রপঞ্চের নিষেধ সম্ভব হইলে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মের তাহা হইবে না কেন? সমাধান—] ব্রহ্মের কিন্তু প্রতিষেধ সম্ভব নহে, যেহেতু তিনি সকলপ্রকার কল্পনার মূল (—অধিষ্ঠান) ।৩৮

ভাবদীপিকা

(৫) "যাহা প্রধান, অন্যের উপসর্জ্জন (—বিশেষণ) নহে, তাহার সহিতই অপরের অন্বয় হয়", ইহাই নিয়ম (১।১৯২ পৃঃ)। "ব্রহ্মণঃ রূপে" এই স্থলে ব্রহ্ম পদটী রূপপদের উপসর্জ্জনরূপে পঠিত হওয়ায় 'ন'কারের সহিত ব্রহ্মপদের অন্বয় হইবে না। সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধ্য নহেন, ইহাই ভাব। **শঙ্কা**—কিন্তু ব্রহ্মই এই প্রকরণের প্রধান প্রতিপাদ্য হওয়ায় 'ন' কারের সহিত ব্রহ্মপদেরই অন্বয় হওয়া উচিত। **সমাধান**—তাহা হইলে "রাজার ভৃত্য নাই" এই স্থলে 'রাজা নাই', এইপ্রকার অর্থ হইয়া পড়িবে, কারণ ভৃত্যাপেক্ষা রাজাই প্রধান। বাক্যার্থবিচারে বাক্যে পদার্থের কিভাবে উপস্থিতি হইয়াছে, তাহাই বিচার্য্য; প্রকরণে কে প্রধান, তাহা বিচার্য্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং হি শাস্ত্রং স্বয়ম্ এব ব্রহ্মণঃ রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ প্রতিষেধতি, 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাৎ অস্পর্শনং বরম্' ইতি।৩৯ যতঃ নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণঃ রূপদ্বয়ং নির্দ্দিশতি, লোকপ্রসিদ্ধং তু ইদং রূপদ্বয়ং ব্রহ্মণি কল্পিতং পরামৃশতি প্রতিষেধ্যত্বায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চ ইতি নিরবদ্যম্।৪০ দ্বৌ চ এতৌ প্রতিষেধৌ যথাসংখ্যন্যায়েন দ্বে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তে প্রতিষেধতঃ।৪১ যদ্বা পূর্ব্বঃ প্রতিষেধঃ মূর্ত্তরাশিং প্রতিষেধতি, উত্তরঃ বাসনারাশিম্।৪২ অথবা "নেতি নেতি" ইতি বীপ্সা ইয়ম্, 'ইতি ইতি' যাবৎকিঞ্চিৎ উৎপ্রেক্ষ্যতে, তৎ সর্ব্বং ন ভবতি ইত্যর্থঃ।৪৩ পরিগণিতপ্রতিষেধে হি ক্রিয়মাণে যদি ন এতৎ ব্রহ্ম, কিম্ অন্যৎ ব্রহ্ম ভবেৎ ইতি জিজ্ঞাসা স্যাৎ।৪৪ বীপ্সায়াং তু সত্যাং সমস্তস্য বিষয়জাতস্য প্রতিষেধাৎ অবিষয়ঃ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্ম ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[সি—ব্রহ্মভিন্ন যাবতীয় পদার্থের প্রতিষেধ হওয়ায় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।]

আর শাস্ত্র নিজেই ব্রহ্মের দুইটী রূপ প্রদর্শন করিয়া নিজেই পুনরায় কিপ্রকারে [তাহার] প্রতিষেধ করিতেছেন, 'যেহেতু পঙ্কের প্রক্ষালন অপেক্ষা দূরে থাকিয়া [তাহাকে] স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ'; এখানে (—রূপদ্বয়ের নিষেধপক্ষে) এইপ্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে।৩৯ যেহেতু এই শাস্ত্র প্রতিপাদ্যরূপে ব্রহ্মের রূপদ্বয়কে নির্দ্দেশ করিতেছেন না, কিন্তু ব্রহ্মে কল্পিত লোকপ্রসিদ্ধ এই রূপদ্বয়কে প্রতিষেধের জন্য এবং শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনের জন্য উল্লেখ (—অনুবাদ) করিতেছেন, এইহেতু কোন দোষ হয় নাই।৪০ [আর যে বলা হইয়াছে —দুইটী নেতিশব্দের দ্বারা রূপ ও রূপি ব্রহ্ম উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছেন (১১ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই দুইটী প্রতিষেধ যথাসংখ্যান্যায়ে (—যে ক্রমে পঠিত হইয়াছে, সেই ক্রমে) মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, এই দুইটীকেই প্রতিষেধ করিতেছে।৪১ অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিষেধ (—প্রথম নকার, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক] ভূতরাশিকে প্রতিষেধ করিতেছে, পরবর্ত্তীটী বাসনারাশিকে (—"মাহারজনং বাসঃ" (বৃঃ ২।৩।৬) ইত্যাদিরূপে বর্ণিত বিষয়ানুভবজন্য সংস্কারসকলকে) প্রতিষেধ করিতেছে।৪২ অথবা "নেতি নেতি" এই দ্বিরুক্তি, 'ইহা' 'ইহা' এইরূপে যাহা কিছু কল্পনা করা হয়, [ভাব ও অভাবাত্মক] সেই সকল [ব্রহ্ম] নহে, 'ইহা প্রতিপাদন করিতেছে', ইহাই তাৎপর্য্য।৪৩ [এই শেষোক্ত পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] পরিগণিতের (—দুইটী নকারের দ্বারা যে কোন দুইটীর) প্রতিষেধ করিলে, ইহা যদি ব্রহ্ম না হয়, তাহা হইলে অন্য কিছু কি ব্রহ্ম হইবেন ? এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইতে পারে।৪৪ কিন্তু বীপ্সা (—ব্যাপন করিবার ইচ্ছা, অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন যাবতীয় পদার্থকে

শাঙ্করভাষ্যম্

জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে ।৪৫ তস্মাৎ প্রপঞ্চম্ এব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি ব্রহ্ম ইতি নির্ণয়ঃ ।৪৬ ইতশ্চ এষঃ এব নির্ণয়ঃ, যতঃ ততঃ প্রতিষেধাৎ ভূয়ঃ ব্রবীতি "অন্যৎ পরম্ অস্তি" (বৃঃ ২।৩।৬) ইতি ।৪৭ অভাবাবসানে হি প্রতিষেধে ক্রিয়মাণে কিম্ অন্যৎ পরম্ অস্তি ইতি ব্রূয়াৎ? ৪৮ তত্র এষা অক্ষরযোজনা—"নেতি নেতি" ইতি ব্রহ্ম আদিশ্য তমেব আদেশং পুনঃ নির্বক্তি ।৪৯ "নেতি নেতি" ইতি অস্য কঃ অর্থঃ ?৫০ নহি এতস্মাৎ ব্রহ্মণঃ ব্যতিরিক্তম্ অস্তি ইতি অতঃ "নেতি নেতি" ইতি উচ্যতে, ন পুনঃ স্বয়ম্ এব নাস্তি ইত্যর্থঃ ।৫১ তচ্চ দর্শয়তি—'অন্যৎ পরম্ অপ্রতিষিদ্ধং ব্রহ্ম অস্তি' ইতি ।৫২ যদা পুনঃ এবম্ অক্ষরাণি যোজ্যন্তে 'নহি এতস্মাৎ

ভাষ্যানুবাদ

বিষয় করিবে, এইপ্রকার ইচ্ছাবশতঃ 'নেতি' শব্দের দ্বিরুক্তি) থাকিলে সমগ্র বিষয়-প্রপঞ্চের প্রতিষেধ হওয়ায় [ইতিশব্দের] অবিষয় [সমস্ত প্রতিষেধের সাক্ষিস্বরূপ] প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম, এইপ্রকারে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয় ।৪৫ সেইহেতু ব্রহ্মে কল্পিত প্রপঞ্চকেই ["নেতি নেতি" শ্রুতি] প্রতিষেধ করিতেছেন, [এবং প্রতিষেধের অবধি ও অধিষ্ঠানরূপে] ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিতেছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত ।৪৬

সিঃ "নেতি নেতি ইত্যাদি শ্রুতির উভয়প্রকার অক্ষরযোজনাদ্বারা নিষেধের ব্রহ্মাবসানতা প্রতিপাদন ।]

["ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ", এই সূত্রাংশের অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এই হেতুবশতঃও ইহাই সিদ্ধান্ত, যেহেতু ["নেতি নেতি" এইরূপে] সেই প্রতিষেধের অনন্তর [শ্রুতি] পুনরায় বলিতেছেন—"অন্য পর (—শ্রেষ্ঠ, অপ্রতিষিদ্ধ ব্রহ্ম) আছেন", ইত্যাদি ।৪৭ প্রতিষেধকে অভাবাবসান করিলে (—সর্ববস্তুর প্রতিষেধের অনন্তর অভাবই অবশিষ্ট থাকিলে) 'অন্য কি পর আছেন, ইহা [শ্রুতি কিপ্রকারে] বলিবেন ?৪৮ সেই স্থলে (— শ্রুতির এইপ্রকার ব্যাখ্যাতে) অক্ষরযোজনা এই—"নেতি নেতি" এইপ্রকারে ব্রহ্মের আদেশ (—নির্দ্দেশ) করিয়া সেই আদেশকেই [শ্রুতি] পুনরায় নির্বচন করিতেছেন ।৪৯ "নেতি নেতি", ইহার অর্থ কি ?৫০ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু এই ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত (— ভিন্ন, কিছু] নাই, [পরন্তু ব্রহ্মই আছেন] এইহেতু "নেতি নেতি", ইহা বলা হইতেছে, কিন্তু [ব্রহ্ম] স্বয়ংই নাই, তাহা নহে ; ইহাই অর্থ (৬) ।৫১ আর [শ্রুতি] তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—'অন্য পর, অর্থাৎ অপ্রতিষিদ্ধ 'ব্রহ্ম আছেন'

ভাবদীপিকা

(৬) এই স্থলে "নহি এতস্মাৎ ইতি নেতি, অন্যৎ পরম অস্তি", (বৃঃ ২।৩।৬), এই বাক্যটীর এইপ্রকার যোজনা প্রদর্শিত হইল, যথা—'এতস্মাৎ [ব্রহ্মণঃ ব্যতিরিক্তং] নহি [অস্তি], ইতি [হেতোঃ] নেতি [ইতি উচ্যতে । ন পুনঃ ব্রহ্ম স্বয়ম্ এব নাস্তি, পরন্তু] অন্যৎ পরম্ [অপ্রতিষিদ্ধং ব্রহ্ম] অস্তি ইত্যর্থঃ (২ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি নেতি নেতি'।৫৩ নহি প্রপঞ্চপ্রতিষেধরূপাৎ আদেশনাৎ অন্যৎ পরম্ আদেশনং ব্রহ্মণঃ অস্তি ইতি।৫৪ তদা "ততঃ ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" ইতি এতৎ নামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্, "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্ ইতি, প্রাণাঃ বৈ সত্যং তেষাম্ এষঃ সত্যম্" (বৃঃ ২।৩।৬), ইতি হি ব্রবীতি ইতি।৫৫ তচ্চ ব্রহ্মাবসানে প্রতিষেধে সমঞ্জসং ভবতি।৫৬ অভাবাবসানে তু প্রতিষেধে কিং 'সত্যস্য সত্যম্' ইতি উচ্যেত?৫৭ তস্মাৎ ব্রহ্মাবসানঃ অয়ং প্রতিষেধঃ, ন অভাবাবসানঃ ইতি অধ্যবস্যামঃ।৫৮॥৩।২।২২॥

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি'।৫২ কিন্তু যখন [শ্রুতির] অক্ষরসকল এইপ্রকারে যোজিত হয়— 'নহি এতস্মাৎ ইতি নেতি নেতি'।৫৩ [ইহার অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] যেহেতু প্রপঞ্চের প্রতিষেধরূপ আদেশ (—নির্দ্দেশ, উপদেশ) হইতে অন্য পর (—শ্রেষ্ঠ) আদেশ ব্রহ্মের নাই (২ ভাবদীঃ) ইত্যাদি।৫৪ [এইপ্রকার যোজনা যখন স্বীকার করা হয়], তখন "ততঃ ব্রবীতি চ ভূয়ঃ", ইহাকে (—এই সূত্রাংশকে) নামধেয়বিষয়ে যোজনা করিতে হইবে, [যথা—] যেহেতু [শ্রুতি] বলিতেছেন—"আর [ব্রহ্মের] নাম—সত্যের সত্য, প্রাণসকলই সত্য, তাহাদের মধ্যে ইনি সত্য", ইত্যাদি।৫৫ আর তাহা (—নামধেয়বিষয়ক শ্রুতিবাক্য) প্রতিষেধ ব্রহ্মাবসান হইলে (—প্রতিষেধের অবধি ও অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকিলে) সমঞ্জস হয়।৫৬ কিন্তু প্রতিষেধ অভাবাবসান হইলে (—প্রতিষেধের অনন্তর অভাবই অবশিষ্ট থাকিলে) "সত্যের সত্য" এইরূপে কাহাকে বলা হইবে?৫৭ সেইহেতু ["নেতি নিতি"] এই প্রতিষেধ ব্রহ্মাবসান, অভাবাবসান নহে (—ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়, অভাবে নহে), ইহা আমরা অবধারণ করিতেছি।৫৮ ॥৩।২।২২॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥৩।২।২৩॥

পদচ্ছেদ—তৎ, অব্যক্তম্, আহ, হি ॥

সূত্রার্থ—[ননু 'যদি ব্রহ্ম স্যাৎ তর্হি উপলভ্যেত'। তত্র আহ—] **তৎ**—ব্রহ্ম, **অব্যক্তম্**—ন ব্যজ্যতে, **হি**—যতঃ, ["ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (মুঃ ৩।১।৮) ইত্যাদিশ্রুতিঃ] **আহ**—ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ অব্যক্তত্বং কথয়তি।

অনুবাদ—[কিন্তু 'ব্রহ্ম যদি থাকিতেন, তাহা হইলে উপলব্ধ হইতেন'। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তৎ**—ব্রহ্ম, **অব্যক্তম্**—প্রকাশিত হন না (—প্রতিভিন্ন প্রমাণের বিষয় নহেন), **হি**—যেহেতু, ["চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও নহেন", ইত্যাদি শ্রুতি] **আহ**—ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য হওয়ায় ব্রহ্মের অব্যক্ততার কথা বলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ প্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাৎ অন্যৎ পরং ব্রহ্ম, তৎ অস্তি চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যতে ইতি?১ উচ্যতে—তৎ অব্যক্তম্ অনি-

শাঙ্করভাষ্যম্

ন্দ্রিয়গ্রাহ্যং সর্ব্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ ।২ আহ হি এবং শ্রুতিঃ—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা" (মু: ৩।১।৮), "সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে" (বৃ: ৩।৯।২৬), "যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্" (মু: ১।১।৬), "যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে" (তৈ: ২।৭।১) ইত্যাদ্যা ।৩ স্মৃতিরপি—"অব্যক্তোঽয়ম্ অচিন্ত্যোঽয়ম্ অবিকার্য্যোঽয়ম্ উচ্যতে" (গীতা ২।২৫) ইত্যাদ্যা।৪॥৩।২।২৩॥

ভাষ্যানুবাদ

সিঃ—সর্বপ্রতিষেধের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। ।

আচ্ছা, প্রতিষিদ্ধ প্রপঞ্চসমূহ হইতে ভিন্ন পরব্রহ্ম যদি থাকেন, [তাহা হইলে] গৃহীত হইতেছেন না কেন (—আমরা কেন জানিতে পারিতেছি না) ?১ [তাহা] কথিত হইতেছে—তিনি অব্যক্ত, অর্থাৎ [ঘটাদির ন্যায়] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, যেহেতু সকল দৃশ্যের তিনি সাক্ষী (—যিনি সর্ব্ব বস্তুর গ্রাহক, তাঁহাকে কে কোন্ করণের দ্বারা গ্রহণ করিবে, ইহাই ভাব) ।২ [আচ্ছা, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তাহা কে বলিল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "তিনি চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও গৃহীত হন না (—বাণী তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না), অন্য দেবগণের (—ইন্দ্রিয়গণের) দ্বারা, [ব্রতোপবাসাদি] তপস্যার দ্বারা, অথবা [অগ্নিহোত্রাদি] কর্ম্মের দ্বারা গৃহীত হন না" ; "নেতি নেতি, এইরূপে বর্ণিত সেই এই আত্মা গ্রহণীয় নহেন, কারণ [ইনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা] গৃহীত হন না" ; "সেই যাহা অদৃশ্য (—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগ্রাহ্য (—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়") ; "যখন ইনি (—সাধক) এই অদৃশ্য, অনাত্ম্য (—অশরীর), অনিরুক্ত (—অনির্বাচ্য) এবং অনিলয়ন (—নিরাধার) ব্রহ্মে", ইত্যাদি শ্রুতি এইপ্রকার বলিতেছেন ।৩ আর "ইনি অব্যক্ত (—চক্ষুরাদির অবিষয়), অচিন্ত্য (—মনের অবিষয়) এবং অবিকারী (—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়"), ইত্যাদি স্মৃতিও এইপ্রকার বলিতেছেন ।৪॥৩।২।২৩॥

অপিচ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩।২।২৪॥

সূত্রার্থ— [ননু ব্রহ্মগ্রহণাভাবে মোক্ষ: ন স্যাৎ ইতি চেৎ ? অত: আহ—] **অপিচ**—অপিতু, [ইন্দ্রিয়ৈঃ অগৃহ্যমাণে অপি এনং পরমাত্মানং] **সংরাধনে**—ভক্তিধ্যান-প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানকালে সমাধ্যবস্থায়াং [কৃতার্থাঃ পুরুষাঃ পশ্যন্তি, ইতি] **প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্**—"কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ" (কঠ ২।১।১), ইতি প্রত্যক্ষম্—শ্রুতিঃ, "যং বিনিদ্রাঃ জিতশ্বাসাঃ" (মহাভাঃ শাঃ ৪৮।৫৪), ইতি অনুমানম্—স্মৃতিঃ, তাভ্যাম্ অবগম্যতে ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[কিন্তু ব্রহ্মের গ্রহণ (—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান) না হইলে মোক্ষ হইবে না, এইপ্রকার যদি বলা হয় ? এইহেতু বলিতেছেন—] **অপিচ**—পরন্তু, [ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা

গৃহীত না হইলেও এই পরমাত্মাকে] সংরাধনে—ভক্তি ধ্যান ও প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান-কালে সমাধি অবস্থাতে [কৃতার্থ পুরুষগণ দর্শন করেন, ইহা] প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্—"কোন ধীর ব্যক্তি প্রত্যাগাত্মাকে দর্শন করেন", এই প্রত্যক্ষ—শ্রুতি এবং "বিনিদ্র ও জিতশ্বাস ব্যক্তিগণ যাঁহাকে দর্শন করেন", এই অনুমান—স্মৃতি, সেই দুইটী হইতে অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ এনম্ আত্মানং নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চম্ অব্যক্তং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ।১ সংরাধনং চ ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।২ কথং পুনঃ অবগম্যতে সংরাধনকালে পশ্যন্তি ইতি? ৩ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ ইত্যর্থঃ।৪ তথাহি শ্রুতিঃ—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" ॥ (কঠ ২।১।১) ইতি।৫ "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মুঃ ৩।১।৮), ইতি চ এবমাদ্যা।৬ স্মৃতিরপি—"যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। জ্যোতিঃ পশ্যন্তি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অতীন্দ্রিয় হইলেও ব্রহ্ম ভক্তি ও ধ্যানাদিগম্য।]

পরন্তু সমস্তপ্রপঞ্চবিবর্জ্জিত ও অব্যক্ত এই আত্মাকে যোগিগণ সংরাধনকালে দর্শন করেন।১ আর সংরাধনশব্দের অর্থ—ভক্তি ধ্যান ও প্রণিধানাদির (৭) অনুষ্ঠান।২ আচ্ছা, কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায় যে, সংরাধনকালে [যোগিগণ পরমাত্মাকে] দর্শন করেন ?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন —] প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে, অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।৪ সেই শ্রুতি এই—"পরমেশ্বর বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সকলকে [অনাত্মগ্রাহকরূপে সৃষ্টি করিয়া] হিংসা করিয়াছিলেন, সেইহেতু [জীব রূপরসাদি] বহির্বিষয়সকলকেই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নহে। অমৃতত্বের অভিলাষী কোন কোন ধীমান্ (—বিবেকী) আবৃতচক্ষু হইয়া (—ইন্দ্রিয়-সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন", ইত্যাদি।৫ আর "জ্ঞানপ্রসাদের দ্বারা (—বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন কালুষ্যকে অপনয়ন-করতঃ বুদ্ধির স্বচ্ছতা সম্পাদনদ্বারা) বিশুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত হন, সেইহেতু ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তি সেই নিষ্কলকে (—নিরবয়ব ব্রহ্মকে) দর্শন করেন", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতিও আছে।৬ আর "বিনিদ্র (—তমোগুণরহিত), জিতশ্বাস (—প্রাণায়াম-

ভাবদীপিকা

(৭) প্রণিধান শব্দের অর্থ—'ভক্তি বিশেষ' (পাতঞ্জল, ব্যাসভাষ্য ১।২৩)। আবার পাতঞ্জলেই ২।১ সূত্রভাষ্যে 'ঈশ্বরপ্রণিধান' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—'পরম গুরু ঈশ্বরে কর্ম ও তাহার ফল সমর্পণ'। ব্রহ্মপ্রভাকার ও ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—"ভক্তি ও ধ্যানের দ্বারা প্রত্যগাত্মাকে চিত্তে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করাই প্রণিধান"। আদিশব্দের দ্বারা জপ নমস্কার আত্মনিবেদন ও শরণাগতি প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ৪৭।৫৪), **"যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্", ইতি চ এবমাদ্যা ।**৭॥৩।২।২৪॥

ভাষ্যানুবাদ

পরায়ণ), সন্তুষ্ট এবং সংযতেন্দ্রিয় ধ্যানশীল ব্যক্তিগণ যাঁহাকে জ্যোতিঃরূপে দর্শন করেন; সেই যোগাত্মাকে (—যোগলভ্য পরমাত্মাকে) নমস্কার করি", এবং "যোগিগণ সেই সনাতন ভগবান্‌কে প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করেন", ইত্যাদি এই সকল স্মৃতিও আছে ।৭॥৩।২।২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্—ননু সংরাধ্যসংরাধকভাবাভ্যুপগমাৎ পরেতরাত্মনোঃ অন্যত্বং স্যাৎ ইতি ।১ ন ইতি উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—কিন্তু সংরাধ্য ও সংরাধকভাব (—আরাধ্য ঈশ্বর ও আরাধক জীবভাব) স্বীকৃত হওয়ায় পরমাত্মা ও তদ্ভিন্ন আত্মার (—জীবাত্মার) মধ্যে ভিন্নতা হইয়া পড়িবে ; [ফলে তোমার অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হইবে], ইত্যাদি। [তদুত্তরে সিদ্ধান্তিকর্তৃক] কথিত হইতেছে—না, তাহা হয় না। [কেন হয় না, তাহা পরবর্তী সূত্রে বলিতেছেন—]

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ॥৩।২।২৫॥

পদচ্ছেদ—প্রকাশাদিবৎ, চ, অবৈশেষ্যম্, প্রকাশঃ, চ, কর্ম্মণি, অভ্যাসাৎ।

সূত্রার্থ—আদ্যশ্চকারঃ—হেত্বর্থঃ, তথাচ অর্থঃ 'যতঃ', ইতি। **প্রকাশাদিবৎ**—যথা সৌরঃ প্রকাশঃ আকাশঃ বা অঙ্গুল্যাদ্যুপাধৌ কর্ম্মণি ভিন্নঃ ইব, বক্রঃ ইব প্রতিভাতি, বস্তুতস্তু একরূপঃ এব, তদ্বৎ **প্রকাশঃ**—পরমাত্মা, চ—অপি, **কর্ম্মণি**—ধ্যানজ্ঞানাদৌ [ভিন্নঃ ইব প্রতিভাতি। বস্তুতস্তু তস্য] **অবৈশেষ্যম্**—একরূপত্বম্ এব [ভবতি। কুতঃ ?] **অভ্যাসাৎ**—"তত্ত্বমসি"(ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদ্যভেদশ্রুত্যভ্যাসাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—প্রথম চকারটী—হেতুরূপ অর্থকে দ্যোতনা করিতেছে, তাহাতে অর্থ হয়-যেহেতু। **প্রকাশাদিবৎ**—যেমন সূর্য্যের প্রকাশ, অথবা আকাশ অঙ্গুলি প্রভৃতি কর্ম্মরূপ (৮) উপাধিতে যেন ভিন্নের ন্যায়, যেন বক্রের ন্যায়, প্রতিভাত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু একরূপই থাকে, তাহার ন্যায় **প্রকাশঃ চ**—পরমাত্মাও, **কর্ম্মণি**—ধ্যান ও উপাসনা প্রভৃতিতে [ভিন্নরূপে প্রতিভাত হন, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহার] **অবৈশেষ্যম্**—একরূপতাই [সিদ্ধ হয়। কেন?] **অভ্যাসাৎ**—যেহেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অভিন্নতাশ্রুতির পুনঃ পুনঃ পাঠ আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃতয়ঃ অঙ্গুলিকরকোদকপ্রভৃতিষু কর্ম্মসু উপাধিভূতেষু সবিশেষাঃ ইব অবভাসন্তে, ন চ স্বাভাবি-

ভাবদীপিকা

(৮) "ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম"—'যাহাকে করা হয় তাহা কর্ম্ম', এইপ্রকারে কর্ম্মবাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিলে কর্ম্মশব্দের অর্থ হয়—'জন্য বস্তু'। তাহাতে 'কর্ম্মরূপ উপাধি', ইহার অর্থ হইতেছে—জন্য অর্থাৎ আগন্তুক উপাধি।

শাঙ্করভাষ্যম্

কীম্ অবিশেষাত্মতাম্ জহতি ।১ এবং উপাধিনিমিত্তঃ এব অয়ম্ আত্মভেদঃ, স্বতস্তু ঐকাত্ম্যম্ এব ।২ তথাহি—বেদান্তেষু অভ্যাসেন অসকৃৎ জীবপ্রাজ্ঞয়োঃ অভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ।৩।৩।২।২৫।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রসঙ্গবশতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঔপাধিক ভেদ ও স্বরূপতঃ অভেদ প্রতিপাদন।]

যেমন রশ্মি আকাশ ও সূর্য্য প্রভৃতি, অঙ্গুলি করক (—কমণ্ডলু) ও জল প্রভৃতি উপাধিভূত কর্ম্মসকলে (—আগন্তুক উপাধিসকলে) যেন সবিশেষরূপে (—ভিন্নরূপে) প্রতিভাত হয়, কিন্তু [তাহাদের] স্বাভাবিক অভিন্নস্বরূপতাকে পরিত্যাগ করে না।১ এইপ্রকারে উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃই আত্মার [উপাসক জীবাত্মা ও উপাস্য পরমাত্মরূপে] এই ভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরূপতঃ একাত্মতাই (—আত্মরূপে অভিন্নতাই) বর্ত্তমান থাকে।২ যেমন দেখ—উপনিষৎসকলে পুনঃ পুনঃ বর্ণনাদ্বারা জীব ও প্রাজ্ঞের (—পরমাত্মার) অভিন্নতা বহুবার প্রতিপাদিত হইতেছে।৩।৩।২।২৫।

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥৩।২।২৬॥

পদচ্ছেদ—অতঃ, অনন্তেন, তথা, হি, লিঙ্গম্।

সূত্রার্থ—**অতঃ**—জীবপরয়োঃ ভেদস্য ঔপাধিকত্বাৎ [বিদ্যয়া ভেদং বিধূয় জীবঃ] **অনন্তেন**—পরমাত্মনা [একতাং গচ্ছতি]। **হি**—যস্মাৎ, **তথা**—তাদৃগপূর্ব্বার্থজ্ঞাপকম্, **লিঙ্গম্**—শব্দসামর্থ্যম্ [অস্তি, যথা—"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) ইত্যাদি]।

অনুবাদ—**অতঃ**—জীব ও পরমাত্মার ভেদ ঔপাধিক হওয়ায় [ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা ভেদকে নিরাকরণ করিয়া জীব] **অনন্তেন** পরমাত্মার সহিত [একত্ব প্রাপ্ত হয়], **হি**—যেহেতু, **তথা**—তাদৃশ অপূর্ব্ব অর্থের (—ভেদ ঔপাধিক, অভিন্নতা পারমার্থিক, ইহার জ্ঞাপক), **লিঙ্গম্**—শব্দের সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ [আছে। যথা—"যে কেহ ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", ইত্যাদি]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাৎ অভেদস্য, অবিদ্যাকৃতত্বাৎ চ ভেদস্য বিদ্যয়া অবিদ্যাং বিধূয় জীবঃ পরেণ অনন্তেন প্রাজ্ঞেন আত্মনা একতাং গচ্ছতি ।১ তথাহি লিঙ্গম্—"সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯), "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬) ইত্যাদি ।২।৩।২।২৬।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীব ও ব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদ ও স্বাভাবিক অভেদ বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন।]

আর এইহেতু, অর্থাৎ [জীব ও পরমাত্মার] অভিন্নতা স্বাভাবিক এবং বিভিন্নতা অবিদ্যাকৃত হওয়ায় বিদ্যার (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের) দ্বারা অবিদ্যাকে নিরাকরণ করিয়া জীব শ্রেষ্ঠ অনন্তের, অর্থাৎ প্রাজ্ঞ আত্মার (—পরমাত্মার) সহিত একত্ব প্রাপ্ত

ভাষ্যানুবাদ

হয়।১ এই বিষয়ে, এইপ্রকার লিঙ্গপ্রমাণ আছে—"যে কেহ সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", ["পূর্বেও স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই [বর্ত্তমান শরীরেই] ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" (৯), ইত্যাদি। ২॥৩।২।২৬॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥৩।২।২৭॥

পদচ্ছেদ—উভয়ব্যপদেশাৎ, তু, অহিকুণ্ডলবৎ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—সিদ্ধান্তবৈষম্যদ্যোতনার্থঃ। **উভয়ব্যপদেশাৎ**—ধ্যাতৃধ্যেয়-ভাবাদিনা ভেদস্য, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিনা অভেদস্য চ শ্রুতৌ ব্যপদেশাৎ [জীবেশ্বরয়োঃ ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ ভবতঃ]। **অহিকুণ্ডলবৎ**—অহেঃ—সর্পস্য, সংস্থানবিশেষঃ হি কুণ্ডলম্, তয়োঃ অহিকুণ্ডলয়োঃ অহিত্বেন অভেদঃ, কুণ্ডলত্বেন চ ভেদঃ যথা, তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—তুশব্দ—সিদ্ধান্ত হইতে বৈষম্য সূচনার জন্য, **উভয়ব্যপদেশাৎ** —ধ্যাতৃ-ধ্যেয়ভাব প্রভৃতির দ্বারা [জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] ভেদের এবং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদির দ্বারা অভেদের কথন হওয়ায় [জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সত্য]। **অহিকুণ্ডলবৎ**—অহেঃ—সর্পের সংস্থান বিশেষই কুণ্ডল, সেই অহি এবং কুণ্ডল, এই দুইটার মধ্যে যেমন সর্পরূপে অভিন্নতা এবং কুণ্ডলরূপে বিভিন্নতা, তাহার ন্যায়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মিন্ এব সংরাধ্য-সংরাধকভাবে মতান্তরম্ উপন্যস্যতি স্বমতবিশুদ্ধয়ে।১ ক্বচিৎ জীবপ্রাজ্ঞয়োঃ ভেদঃ ব্যপদিশ্যতে—"ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (মুঃ ৩।১।৮), ইতি ধ্যাতৃ-ধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্যত্বেন চ; "পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্" (মুঃ ৩।২।৮), ইতি গন্তৃ-গন্তব্যত্বেন; "যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি" (বৃঃ ৩।৭।১৫), ইতি নিয়ন্তৃ-নিয়ন্তব্যত্বেন চ।২

ভাষ্যানুবাদ

[পুঃ—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে জীবত্ব ও ব্রহ্মত্বরূপ ধর্ম্মভেদে ভেদাভেদ অঙ্গীকার্য্য]।

স্বমতের পরিশুদ্ধির জন্য [৩।২।২৪ সূত্রে বর্ণিত] সেই আরাধ্য-আরাধকভাব-বিষয়ে [পূর্ব্বপক্ষসম্মত] অন্য মত উত্থাপন করিতেছেন।১ কোন কোন স্থলে "সেইহেতু (—চিত্তের শুদ্ধতাবশতঃ) ধ্যানশীল ব্যক্তি সেই নিষ্কলকে (—নিরবয়ব ব্রহ্মকে) দর্শন করেন", এইপ্রকারে ধ্যাতা ও ধ্যেয়রূপে এবং দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যরূপে; "পর (—অব্যাকৃত) হইতে শ্রেষ্ঠ স্বয়ংপ্রকাশ পুরুষকে প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে গন্তা ও গন্তব্যরূপে এবং "যিনি অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া সকল প্রাণীকে নিয়মন

ভাবদীপিকা

(৯) ঘট যেমন কদাপি পটস্বরূপ হইতে পারে না, তদ্রূপ জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মভিন্ন হইলে কদাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে না। উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল হইতে কিন্তু জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা অবগত হওয়া যায়, সেইহেতু জীব ও ব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদ ও পারমার্থিক অভেদ বিষয়ে উহারা লিঙ্গপ্রমাণ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্বচিত্তু তয়োঃ এব অভেদঃ ব্যপদিশ্যতে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), "এষঃ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃঃ ৩।৪।১), "এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃঃ ৩।৭।৩) ইতি।৩ তত্র এবম্ উভয়ব্যপদেশে সতি যদি অভেদঃ এব একান্ততঃ গৃহ্যতে, ভেদব্যপদেশঃ নিরালম্বনঃ এব স্যাৎ।৪ অতঃ উভয়ব্যপদেশদর্শনাৎ অহিকুণ্ডলবৎ অত্র তত্ত্বং ভবিতুম্ অর্হতি।৫ যথা অহিঃ ইতি অভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি ইতি তু ভেদঃ, এবম্ ইহাপি ইতি।৬।৩।২।২৭॥

ভাষ্যানুবাদ

করেন", এইপ্রকারে নিয়ন্তা ও নিয়ন্তব্যরূপে জীব ও পরমাত্মার ভেদ বর্ণিত হইতেছে।২ কোন কোন স্থলে কিন্তু তাহাদের অভেদ বর্ণিত হইতেছে, যথা— "তুমি তৎস্বরূপ","আমি ব্রহ্ম", "ইনি তোমার সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা", "ইনি তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা", ইত্যাদি।৩ সেই স্থলে (—শ্রুতিতে) এইপ্রকারে [জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ] উভয়ের বর্ণনা থাকায় যদি অভেদই একান্তভাবে গৃহীত হয়, তাহা হইলে [তাহাদের মধ্যে] ভেদকথন নিরালম্বনই হইয়া পড়িবে। [তাহা সঙ্গত নহে]।৪ অতএব [জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ] উভয়ের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া এখানে (—জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে) তত্ত্ব সর্প ও [তাহার] কুণ্ডলের (—বলয়াকৃতি সঙ্কুচিতাবস্থার) ন্যায় হওয়া সঙ্গত।৫ যেমন 'সর্প' এইরূপে [নানা অবস্থাপন্ন সর্প] অভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কুণ্ডল আভোগ (—বিস্তৃত ফণা) ও প্রাংশুত্ব (—দীর্ঘদণ্ডরূপে অবস্থিত) প্রভৃতি এইরূপে [সেই একই সর্পের] বিভিন্নতা হইয়া থাকে, এই স্থলেও (—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও) এইপ্রকার [জীবরূপে ভেদ ও ব্রহ্মরূপে অভেদ] হইবে (১।৪।২০ সূঃ দ্রঃ) ইত্যাদি (১০)।৬।৩।২।২৭॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥৩।২।২৮॥

পাদচ্ছেদ —প্রকাশাশ্রয়বৎ, বা, তেজস্ত্বাৎ।

সূত্রার্থ —['ধর্ম্মভেদেন ভেদাভেদৌ' ইতি পক্ষম্ অভিধায় অধুনা একধর্ম্মাবচ্ছেদেনৈব

ভাবদীপিকা

(১০) ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—কুণ্ডল (—বলয়াকৃতি) যেমন সর্পের সংস্থানভেদ (—অবস্থাভেদ) মাত্র, জীবও তদ্রূপ ব্রহ্মের সংস্থানভেদ মাত্র; এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ এই সূত্রে উল্লিখিত হইল। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—সর্পরূপে অভিন্ন হইলেও কুণ্ডলাবস্থাপন্ন সর্প হইতে যেমন প্রাংশুত্বাবস্থাপন্ন সর্প পরমার্থতঃ ভিন্ন, তদ্রূপ চৈতন্যরূপে ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও জীব ও ঈশ্বররূপে পরমার্থতঃ তিনি ভিন্ন; এইরূপে অবচ্ছেদকভেদে ভেদাভেদ এখানে উল্লিখিত হইল।

ভেদাভেদৌ ইতি পক্ষান্তরম্ আহ—] বা—অথবা, প্রকাশাশ্রয়বৎ—যথা সাবিত্রঃ প্রকাশঃ তদাশ্রয়শ্চ সবিতা, তয়োঃ ন অত্যন্তভেদঃ, তেজস্ত্বাৎ—তেজস্ত্বাবিশেষাৎ, [তথাপি তয়োঃ ভেদঃ প্রতীয়তে। এবঞ্চ একতেজস্ত্বাবচ্ছেদেনৈব প্রত্যক্ষপ্রমাণবলাৎ ভেদাভেদৌ যথা ভবতঃ, তদ্বৎ জীবেশ্বরয়োঃ একেনৈব চৈতন্যাবচ্ছেদেন শ্রুতিবলাৎ ভেদাভেদৌ ভবতঃ]।

অনুবাদ—['ধর্মভেদে [জীব ও ঈশ্বরের] ভেদাভেদ' এই পক্ষ বর্ণনা করিয়া এক্ষণে 'একধর্মাবচ্ছেদেই (—একই ধর্মে, তাহাদের] ভেদাভেদ' এই অন্য পক্ষ বর্ণনা করিতেছেন—] বা—অথবা, প্রকাশাশ্রয়বৎ—যেমন সূর্য্যরশ্মি ও তাহার আশ্রয়ভূত সূর্য্য, তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ নাই, তেজস্ত্বাৎ—যেহেতু তাহারা অবিশেষভাবে তেজস্বরূপ ধর্মযুক্ত; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের ভেদ প্রতিভাত হয়। এইপ্রকারে এক তেজস্ত্বাবচ্ছেদেই (—তেজস্বরূপ একটী ধর্মবিশিষ্ট যে তেজঃ, তদবলম্বনেই) প্রত্যক্ষপ্রমাণের বলে যেমন [সূর্য্য ও তাহার রশ্মির মধ্যে] ভেদাভেদ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় এক চৈতন্যাবচ্ছেদেই শ্রুতির বলে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদাভেদ হইতেছে, ইহাই ভাব]

শাঙ্করভাষ্যম্

অথবা প্রকাশাশ্রয়বৎ এতৎ প্রতিপত্তব্যম্।১ যথা প্রকাশঃ সাবিত্রঃ তদাশ্রয়শ্চ সবিতা ন অত্যন্তভিন্নৌ, উভয়োঃ অপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ।২ অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবতঃ, এবম্ ইহাপি ইতি।৩৷৩৷২৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—অথবা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একদেশ ও একদেশিভাবরূপ ভেদাভেদ অঙ্গীকার্য্য।]

অথবা রশ্মি ও তাহার আশ্রয়ের ন্যায় ইহাকে (—জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদকে) বুঝিতে হইবে।১ যেমন সূর্য্যের রশ্মি ও তাহার আশ্রয় সূর্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, কারণ উভয়েরই তেজস্বরূপ ধর্ম্ম অভিশেষভাবে আছে (—উভয়েই অবিশেষভাবে তেজঃই)।২ কিন্তু তাহা হইলেও [সূর্য্য ও রশ্মি এইরূপে] বিভিন্নভাবে কথনের বিষয় হইয়া থাকে, এখানেও (—জীব ও ব্রহ্মেও) এইপ্রকার হইবে (১১)।৩৷৩৷২৮॥

ভাবদীপিকা

(১১) ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—রশ্মি যেমন সূর্য্যের একদেশ, জীব তদ্রূপ ব্রহ্মের একদেশ, এই মতবাদ এই সূত্রে প্রদর্শিত হইল। ফলে শরীরের একদেশ (—একাংশ) হস্ত যেমন শরীররূপে অভিন্ন হইলেও হস্তরূপে ভিন্ন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এইপ্রকার ভেদাভেদ এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাকার বলেন—সূর্য্য ও রশ্মি উভয়ত্র তেজস্ত্বধর্ম্ম সমানভাবে আছে, অথচ তাহাদের ভেদও প্রতীত হইতেছে; এইরূপে সেই স্থলে যেমন একধর্ম্মাবচ্ছেদে ভেদাভেদ হয়; তদ্রূপ চেতনত্বধর্ম্ম সমানভাবে থাকিলেও জীব ও ঈশ্বররূপে ভেদ প্রতিভাত হওয়ায় একধর্ম্মাবচ্ছেদে ভেদাভেদ এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—এই স্থলে জীবচৈতন্যের ও ঈশ্বরচৈতন্যের পারমার্থিক ভেদ প্রদর্শিত হইল। তবে শ্রুতিতে যে তাহাদের অভিন্নতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা চৈতন্যসামান্য দৃষ্টিতে। যেমন আদিত্য ও তদাশ্রিত রশ্মিরূপ দ্রব্য পরমার্থতঃ ভিন্ন হইলেও তেজস্বরূপ সমানজাতীয়তার বলে তাহাদিগকে অভিন্ন বলা হয়, তদ্রূপ।

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] পূর্ব্ববদ্বা ॥৩।২।২৯॥

সূত্রার্থ—বা-শব্দঃ—ন ভেদাভেদৌ ইত্যাহ। [যতঃ ভেদস্য পারমার্থিকত্বে জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বাসম্ভবাৎ মোক্ষঃ ন স্যাৎ। ধর্ম্মভেদেন একধর্ম্মেণ বা ভেদাভেদস্বীকারে ভেদস্য সত্যত্বাৎ অভেদবৎ অনিবৃত্তিঃ স্যাৎ। একধর্ম্মাবচ্ছেদেন চ ভেদাভেদয়োঃ একত্রাঙ্গীকারে লোকে বিরোধকথা এব ন স্যাৎ ইত্যাদিদোষজাতং পরমতে প্রসজ্যেত। অতঃ] পূর্ব্ববৎ—পূর্ব্বং "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্" (৩।২।২৫) ইত্যত্র ভেদঃ ঔপাধিকঃ, অভেদঃ পারমার্থিকঃ ইতি যদুক্তং, তদ্বৎ সিদ্ধান্তঃ অত্রাপি অভ্যুপেয়ঃ।

অনুবাদ—বা-শব্দ—ভেদাভেদ হইতে পারে না, ইহা বলিতেছে। [যেহেতু ভেদ পারমার্থিক হইলে জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষ হইবে না। ধর্ম্মভেদ অথবা একই ধর্ম্মে ভেদাভেদ স্বীকার করিলে অভেদের ন্যায় ভেদও সত্য হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি হইবে না। আর একই ধর্ম্মাবচ্ছেদে একই স্থলে ভেদাভেদ অঙ্গীকার করিলে লোকমধ্যে বিরোধ নামক কোন কিছু থাকিবে না, ইত্যাদি দোষসকল পরমতে হইয়া পড়িবে। সেইহেতু] পূর্ব্ববৎ—পূর্ব্বে "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্", এই স্থলে ভেদ ঔপাধিক, অভেদ পারমার্থিক' এই যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার ন্যায় সিদ্ধান্ত এই স্থলেও অঙ্গীকার্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা বা পূর্ব্বম্ উপন্যস্তং "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্" (৩।২।২৫) ইতি, তথা এব এতৎ ভবিতুম্ অর্হতি।১ তথা হি অবিদ্যাকৃতত্বাৎ বন্ধস্য বিদ্যয়া মোক্ষঃ উপপদ্যতে।২ যদি পুনঃ পরমার্থতঃ এব বদ্ধঃ কশ্চিৎ আত্মা অহিকুণ্ডলন্যায়েন পরস্য আত্মনঃ সংস্থানভূতঃ, প্রকাশাশ্রয়ন্যায়েন চ একদেশভূতঃ অভ্যুপগম্যেত, ততঃ পারমার্থিকস্য বন্ধস্য তিরস্কর্ত্তুম্ অশক্যত্বাৎ মোক্ষশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত।৩ নচ অত্র উভৌ অপি ভেদাভেদৌ শ্রুতিঃ তুল্যবৎ ব্যপদিশতি।৪ অভেদম্ এব হি প্রতিপাদ্যত্বেন নির্দ্দিশতি।৫ ভেদং তু পূর্ব্বপ্রসিদ্ধম্ এব অনুবদতি অর্থান্তরবিবক্ষয়া।৬ তস্মাৎ "প্রকাশাদিবৎ চ অবৈশেষ্যম্" (৩।২।২৫), ইতি এষঃ এব সিদ্ধান্তঃ।৭॥৩।২।২৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সঃ—৩।২।২৫ সূত্রে প্রতিপাদিত জীব ও ঈশ্বর ঔপাধিক ভেদ ও স্বরূপতঃ অভেদপক্ষের সমর্থন।]

পূর্ব্বে যেমন "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্" ইত্যাদি উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা (—জীব ও পরমাত্মবিষয়ক তত্ত্ব) সেইপ্রকারই হওয়া সঙ্গত।১ যেহেতু তাহা হইলে বন্ধন অবিদ্যাকৃত হওয়ায় জ্ঞানের দ্বারা [অজ্ঞানের নাশ হইলে] মোক্ষ উপপন্ন হয়।২ কিন্তু যদি পরমার্থতঃই বদ্ধ কোন আত্মা সর্প ও তাহার কুণ্ডলন্যায়ে (—সেই-প্রকার যুক্তির দ্বারা) পরমাত্মার সংস্থানভূতরূপে (—অবস্থাবিশেষরূপে) অঙ্গীকৃত হয়, অথবা রশ্মি ও তাহার [সূর্য্যরূপ] আশ্রয়ন্যায়ে [পরমাত্মার] একদেশরূপে অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক বন্ধনের পরিহার করিতে পারা যায় না বলিয়া মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।৩ [কিন্তু শ্রুতিতে তো জীব ও পরমাত্মার

ভাষ্যানুবাদ

ভিন্নতা ও অভিন্নতা উভয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর শ্রুতি এখানে (—জীব ও পরমাত্মবিষয়ে) ভেদ ও অভেদ উভয়কেই তুল্যরূপে উপদেশ করিতেছেন না।৪ পরন্তু [তাঁহাদের] অভিন্নতাকেই প্রতিপাদ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।৫ [কিপ্রকারে তাহা জানিলে? জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতাকেই শ্রুতি প্রতিপাদ্যরূপে কেন গ্রহণ করিতেছ না? তদুত্তরে "প্রসিদ্ধানুবাদেন অপ্রসিদ্ধস্য প্রতিপাদ্যতা", এই ন্যায়াবলম্বনে বলিতেছেন—] পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদকেই কিন্তু [তাঁহাদের অভিন্নতারূপ] অন্য বিষয়কে বলিবার ইচ্ছাবশতঃ [শ্রুতি] অনুবাদ করিতেছেন।৬ সেইহেতু (—উপরোক্ত যুক্তিসকলের বলে পূর্ব্ববাদীর মতবাদ সঙ্গত না হওয়ায়) "প্রকাশাদিবৎ চ অবৈশেষ্যম্" (—উপাধিবলেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রতীত হয়, স্বরূপতঃ তাঁহারা অভিন্ন), ইহাই সিদ্ধান্ত।৭॥৩।২।২৯॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥৩।২।৩০॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, প্রতিষেধাৎ—"ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩), ইত্যাদিশাস্ত্রেণ পরমাত্মাতিরিক্তস্য চেতনস্য, "নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬), ইত্যাদিনা চপ্রপঞ্চস্য প্রতিষেধাৎ [ব্রহ্ম অদ্বিতীয়ম্ ইতি অয়ম্ এব সিদ্ধান্তঃ। তস্মাৎ শ্রুতিবলাৎ প্রপঞ্চনিষেধস্য ব্রহ্মাবসানত্বং ব্রহ্ম চ নির্বিশেষম্ একম্ এব ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চ— আর, প্রতিষেধাৎ—"ইহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই", ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন চেতনের এবং "নেতি নেতি", ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা প্রপঞ্চের নিষেধ হওয়ায় [ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ইহাই সিদ্ধান্ত। সেইহেতু শ্রুতিবলে প্রপঞ্চনিষেধের ব্রহ্মাবসানতা (—প্রপঞ্চনিষেধের অনন্তর অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, ইহা) এবং ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও একই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ এষঃ এব সিদ্ধান্তঃ।১ যৎকারণং পরস্মাৎ আত্মনঃ অন্যং চেতনং প্রতিষেধতি শাস্ত্রম্—"ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩), **ইতি এবমাদি।২ "অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি"** (বৃঃ ২।৩।৬), **"তদে-**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরমাত্মা হইতে ভিন্ন সব কিছু প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন।]

আর এইহেতুবশতঃও [জীবেশ্বরের ভেদ ঔপাধিক, স্বরূপতঃ তাঁহারা অভিন্ন] ইহাই সিদ্ধান্ত।১ যেহেতু "ইহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই", ইত্যাদি এই সকল শাস্ত্র পরমাত্মা হইতে ভিন্ন চেতনকে প্রতিষেধ করিতেছে।২ আবার "অনন্তর (—সত্যশব্দের অর্থ যে প্রপঞ্চ, তাহার স্বরূপনির্ণয়ের অনন্তর) সেইহেতু (—যাহা সত্যের সত্য, তাহা বক্তব্যরূপে অবশিষ্ট থাকায়) 'ইহা নহে', 'ইহা নহে', [এইরূপে সত্যের সত্য ব্রহ্মের] নির্দ্দেশ করা হইতেছে" এবং "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব

শাঙ্করভাষ্যম্

তৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্" (বৃঃ ২।৫।১৯), ইতি চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাকরণাৎ ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাৎ চ এষঃ এব সিদ্ধান্তঃ ইতি গম্যতে ।৩।৩।২।৩০॥ ইতি ষষ্ঠং প্রকৃতৈতাবত্ত্বাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

(—কারণবিহীন), অনপর (—কার্য্যবিহীন) অনন্তর (—স্বগতভেদবিহীন) এবং অবাহ্য (—সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন"), ইত্যাদি এইরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন প্রপঞ্চের নিরাকরণ হওয়ায় এবং একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকায় ইহাই সিদ্ধান্ত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।৩ [এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ ব্রহ্মাবসান এবং সেই ব্রহ্ম নির্বিশেষ চৈতন্যৈকস্বরূপ ও তৎপদের লক্ষ্য, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥৩।২।৩০॥

প্রকৃতৈতাবত্ত্বাধিকরণ সমাপ্ত ।

৭। পরাধিকরণম্ । [৩১-৩৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "নেতি নেতি", এইরূপে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে; যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ে 'সেতু' 'উন্মান' (—পরিমাণ) প্রভৃতির বর্ণনা থাকায় ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর সত্তাই সিদ্ধ হয়। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [যদিও ১।৩।১ দ্যুভ্বাদ্যধিকরণে সেতুশব্দের বিধারকস্বরূপ গৌণার্থ গৃহীত হইয়াছে, তথাপি উন্মানপ্রভৃতির (ছাঃ ৩।১৮।২, ৪।৫।২ ইত্যাদি) অন্য গতি প্রতিভাত না হওয়ায় এই আক্ষেপ উত্থাপিত হইতেছে]।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ায় 'সেতু' ইত্যাদি শব্দাবলম্বনে যে সংশয় উত্থিত হইতেছে, তাহা অতিশয় দুর্ব্বল। কিন্তু তাহা হইলেও শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য মহাবাক্যার্থজ্ঞানোপযোগী তৎপদলক্ষ্য অদ্বিতীয় শুদ্ধ ব্রহ্ম বোধিত হইতেছেন বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

*বস্ত্বন্যদ্ব্রহ্মণো নো বা বিদ্যতে ব্রহ্মণোঽধিকম্ ।
সেতুত্বোন্মানবত্ত্বাচ্চ সম্বন্ধাদ্ভেদবত্ত্বতঃ ॥
ধারণাৎ সেতুতোন্মানমুপাস্ত্যৈ ভেদসঙ্গতী ।
উপাধ্যুদ্ভবনাশাভ্যাং নান্যদন্যনিষেধতঃ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ অন্যৎ বস্তু অস্তি, নো বা ? সেতুত্বোন্মানবত্ত্বাৎ সম্বন্ধাৎ ভেদবত্ত্বতঃ চ ব্রহ্মণঃ অধিকং বিদ্যতে। ধারণাৎ সেতুতা, উন্মানম্ উপাস্ত্যৈ, উপাধ্যুদ্ভবনাশাভ্যাং ভেদসঙ্গতী। অন্যনিষেধতঃ [চ] অন্যৎ ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম অত্র বিষয়ঃ। "যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ" (ছাঃ ৮।৪।১),

---

* 'অন্যাভবৎ'-ইতি পাঠঃ।

"চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৮।২), "ষোড়শকলং পুরুষম্" (প্রশ্নঃ ৬।১), ইত্যাদিশ্রুতৌ ব্রহ্মণঃ বস্তন্তরস্য অস্তিত্বপ্রতিভানাৎ, "নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬) ইত্যাদৌ ব্রহ্মভিন্নস্য নিষেধাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] ব্রহ্মণঃ অন্যৎ বস্তু অস্তি, নো বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[যথা লোকে পারাবারবান্ জলস্য বিধারকঃ সেতুঃ, তং চ সেতুং তীর্ত্বা দ্বিতীয়ং জাঙ্গলং প্রতিপদ্যতে, তথা ব্রহ্মণঃ অপি সেতুত্বেন জগদ্বিধারকত্বাৎ ব্রহ্ম তীর্ত্বা গন্তব্যেন অন্যেন কেনচিৎ ভবিতব্যম্। "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম", ইত্যাদিনা বর্ণিতং উন্মানং চ সদ্বিতীয়ে গবাদৌ দৃষ্টচরম্, ন তু অদ্বিতীয়ে কুত্রচিৎ। তথা "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১), ইতি সম্বন্ধব্যপদেশঃ অপি সদ্রূপাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যস্য বিদ্যমানতায়াম্ অবকল্পতে, সম্বন্ধস্য দ্বিষ্ঠত্বাৎ। তথা "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫),ইতি দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যভেদব্যপদেশঃ অপি দৃশ্যতে। অতঃ] সেতূন্মানবত্ত্বাৎ সম্বন্ধাৎ ভেদবত্ত্বতঃ চ ব্রহ্মণঃ অধিকং বিদ্যতে। [অতঃ ন অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম]।

সিদ্ধান্ত—[ন তাবৎ ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং মুখ্যং সম্ভবতি, মৃদ্দারুময়ত্বপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ বিশ্বস্য] ধারণাৎ [ব্রহ্মণঃ] সেতুতা [বিবক্ষিতা]। উন্মানং [তু] উপাস্ত্যৈ [ব্যপদিশ্যতে, উপাসনা-প্রকরণে পঠিতত্বাৎ। ভেদব্যপদেশশ্চ ঘটাকাশমহাকাশবৎ উপাধ্যুদ্ভবম্ অপেক্ষ্য উপপদ্যতে। সম্বন্ধব্যপদেশশ্চ সুষুপ্ত্যবস্থায়াং উপাধিনাশম্ অপেক্ষ্য ঘটভঙ্গে ঘটাকাশমহাকাশবৎ উপচর্য্যতে। অতঃ] উপাধ্যুদ্ভবনাশাভ্যাং ভেদসঙ্গতী [সঙ্গচ্ছেতে। "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি] অন্যনিষেধতঃ চ [ব্রহ্মণঃ] অন্যৎ ন [বিদ্যতে। অতঃ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এখানে বিচার্য্য বিষয়। "যিনি আত্মা তিনি সেতু", "ব্রহ্ম চারিটী চরণযুক্ত", "ষোলটী অবয়বযুক্ত পুরুষ", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিভাত হওয়ায় এবং "নেতি নেতি", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর নিষেধ হওয়ায় সংশয় হইতেছে—] ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু আছে, অথবা নাই ?

পূর্ব্বপক্ষ—[লোকমধ্যে যেমন সেতু জলের উভয় তীরের সহিত সম্বদ্ধ ও বিধারক হইয়া থাকে, আর সেই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া [লোকে] দ্বিতীয় জাঙ্গলকে (—পরতীরস্থ অপর দেশকে) প্রাপ্ত হয় ; এইরূপে ব্রহ্মও সেতুরূপে জগতের বিধারক হওয়ায় ব্রহ্মকে উত্তীর্ণ হইয়া গন্তব্যরূপে অপর কিছু থাকা উচিত। আর "ব্রহ্ম চারিটী চরণযুক্ত", এইরূপে বর্ণিত উন্মান (—পরিমাণ) দ্বিতীয়যুক্ত গো প্রভৃতিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু অদ্বিতীয় কোন স্থলে নহে। এইরূপে "হে সোম্য, তখন সত্তের সহিত একীভূত হয়", এইপ্রকার সম্বন্ধের উল্লেখও সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অন্য কিছু বর্ত্তমান থাকিলে হয় সঙ্গত, যেহেতু সম্বন্ধ দুইটী বস্তুতে আশ্রিত। এইপ্রকারে "প্রিয়ে আত্মাই দ্রষ্টব্য", এইরূপে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের বিভিন্নতার উল্লেখও পরিদৃষ্ট হইতেছে। অতএব] সেতুতা পরিমাণবিশিষ্টতা সম্বন্ধ ও ভেদবিশিষ্টতা থাকায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু বিদ্যমান আছে। [এইহেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় নহেন]।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্মের মুখ্য সেতুতা সম্ভব নহে, যেহেতু [তাহা হইলে তিনি লৌকিক সেতুর ন্যায়] মৃত্তিকা ও কাষ্ঠের বিকার হইয়া পড়িবেন। এইহেতু বিশ্বের] ধারণবশতঃ [ব্রহ্মের] সেতুতা বিবক্ষিত হইয়াছে। পরিমাণ কিন্তু উপাসনার জন্য [উপদিষ্ট হইতেছে, যেহেতু উপাসনাপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে। আর ভেদকথনও ঘটাকাশ ও মহাকাশের ভেদের ন্যায় উপাধির উদ্ভবকে অপেক্ষা করিয়া হয় সঙ্গত। আবার সম্বন্ধকথনও সুষুপ্তি অবস্থাতে উপা-

ধির নাশকে অপেক্ষা করিয়া ঘটভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশতার ন্যায় গৌণভাবে কথিত হইতেছে। অতএব] উপাধির উৎপত্তি ও নাশের দ্বারা ভেদ ও সঙ্গতি (—সম্বন্ধ) সঙ্গত হইতেছে। ["একই ও অদ্বিতীয়", এইপ্রকারে] অন্যের নিষেধ হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু বিদ্যমান নাই। [এইহেতু ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, 'ইহা সিদ্ধ হইল']।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উন্মানাদি শ্রুতিসকল মুখ্যার্থক হওয়ায় ব্রহ্ম সদ্বিতীয়। সিদ্ধান্তে—তৎপদলক্ষ্য ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥৩।২।৩১॥**

পদচ্ছেদ—পরম্, অতঃ, সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মাতিরিক্তং বস্তু অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে অত্র পূর্ব্বপক্ষঃ—] অতঃ অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ, **পরম্**—অন্যৎ বস্তু [অস্তি। কুতঃ ?] **সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ**—"যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ" (ছাঃ ৮।৪।১), ইতি ব্রহ্মণঃ সেতুব্যপদেশাৎ; "চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম", (ছাঃ ৩।১৮।২), ইতি উন্মানব্যপদেশাৎ; সুষুপ্তৌ 'প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" (বৃঃ ৪।৩।২১), ইতি ব্রহ্মণা সম্বন্ধব্যপদেশাৎ; আদিত্যে হিরণ্ময়ং পুরুষম্ ঈশ্বরং ব্যপদিশ্য (ছাঃ ১।৬।৬) ততো অক্ষিস্থপুরুষস্য (ছাঃ ১।৭।৫) ভেদেন চ ব্যপদেশাৎ, তেভ্যঃ [সদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে এখানে পূর্ব্বপক্ষ এই—] **অতঃ**—এই ব্রহ্ম হইতে, **পরম্**—ভিন্ন বস্তু [আছে। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ**—যেহেতু "যিনি আত্মা তিনি সেতু", এইপ্রকারে ব্রহ্মের সেতুতা বর্ণিত হইয়াছে; "যেহেতু ব্রহ্ম চারিটী চরণযুক্ত", এইপ্রকারে পরিমাণ বর্ণিত হইয়াছে; যেহেতু সুষুপ্তিতে "প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একীভূত হইয়া", এইপ্রকারে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে এবং যেহেতু আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষকে ঈশ্বররূপে উপদেশ করিয়া তাহা হইতে ভিন্নরূপে অক্ষিস্থ পুরুষের বর্ণনা আছে। সেই সকল হেতুবশতঃ [ব্রহ্ম সদ্বিতীয় (—তাঁহা হইতে ভিন্ন পদার্থ আছে) ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদেতৎ নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্ধারিতম্, অস্মাৎ পরম্ অন্যৎ তত্ত্বম্ অস্তি নাস্তি ইতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ।১ কানিচিৎ হি বাক্যানি আপাতেনৈব প্রতিভাসমানানি ব্রহ্মণঃ অপি পরম্ অন্যৎ তত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তি ইব।২ তেষাং হি পরিহারম্

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি, অধিকরণারম্ভবিষয়ে সংশয় ও সমাধান।]

এই যে [পূর্ব্বাধিকরণে] সমস্ত প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছেন, ইঁহা হইতে ভিন্ন অন্য তত্ত্ব আছে, অথবা নাই, এইপ্রকারে শ্রুতির বিরোধ হওয়ায় সংশয় হইতেছে।১ [কিন্তু সমন্বয়াধ্যায়েই তো শ্রুতিবিরোধ পরিহৃত হইয়াছে, এই স্থলে পুনঃ তাহা কেন আরব্ধ হইতেছে ? উত্তর—] আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাসমান কতক-

শাঙ্করভাষ্যম্

অভিধাতুম্ অয়ম্ উপক্রমঃ ক্রিয়তে।৩ পরম্ অতো ব্রহ্মণঃ অন্যৎ তত্ত্বং ভবিতুম্ অর্হতি।৪ কুতঃ?৫ সেতুব্যপদেশাৎ উন্মানব্যপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাৎ চ ইতি।৬ সেতুব্যপদেশঃ তাবৎ "অথ যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ বিধৃতিঃ" (ছাঃ ৮।৪।১), ইতি আত্মশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীর্তয়তি।৭ সেতুশব্দশ্চ হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকরে মৃদ্দার্বাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ।৮ ইহ তু সেতুশব্দঃ আত্মনি প্রযুক্তঃ ইতি লৌকিকসেতোরিব আত্মসেতোঃ অন্যস্য বস্তুনঃ অস্তিত্বং গময়তি।৯ "সেতুং তীর্ত্বা" (ছাঃ ৮।৪।২), ইতি চ তরতিশব্দপ্রয়োগাৎ যথা লৌকিকং সেতুং তীর্ত্বা জাঙ্গলম্ অসেতুং প্রাপ্নোতি, এবম্ আত্মানং সেতুং তীর্ত্বা অনাত্মানম্ অসেতুং প্রাপ্নোতি ইতি গম্যতে।১০

ভাষ্যানুবাদ

গুলি বাক্য যেন ব্রহ্ম হইতেও ভিন্ন অন্য তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।২ [তাহাতে মন্দবুদ্ধিগণের অশঙ্কা হইতে পারে, তাহা নিরাকরণের জন্য প্রসঙ্গবশতঃ ব্রহ্মভিন্ন বস্তুপ্রতিপাদক] তাহাদের (—সেই বাক্যসকলের), পরিহার বলিবার জন্য এই উপক্রম (—অধিকরণের আরম্ভ) করা হইতেছে।৩

[পূঃ—সেতুত্ব ও পরিমিতত্ব প্রভৃতি হেতুচতুষ্টয়বলে ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা প্রতিপাদন।]

[পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] এই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অন্য তত্ত্ব থাকা সঙ্গত।৪ তাহাতে হেতু কি?৫ [উত্তর—] যেহেতু সেতুর ব্যপদেশ (—বর্ণনা), উন্মানের (—পরিমাণের) ব্যপদেশ, সম্বন্ধের ব্যপদেশ এবং ভেদের ব্যপদেশ আছে।৬ সেতুর ব্যপদেশ এই—"আর এই যিনি আত্মা, তিনি বিধারক সেতুস্বরূপ", এইপ্রকারে [শ্রুতি] আত্মশব্দের দ্বারা অভিহিত ব্রহ্মের সেতুতা বর্ণনা করিতেছেন।৭ আর লোকমধ্যে সেতুশব্দ জলপ্রবাহের বিচ্ছেদকারক মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ প্রভৃতির সমূহে প্রসিদ্ধ।৮ এখানে কিন্তু সেতুশব্দ আত্মাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, এইহেতু লৌকিক সেতুর ন্যায় আত্মরূপ সেতু হইতে ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বকে বোধ করাইতেছে (১)।৯ আবার "সেতুকে অতিক্রম করিয়া", এইপ্রকারে 'তরতি' শব্দের (—তৃ ধাতুনিষ্পন্ন তরণবাচক শব্দের) প্রয়োগ হওয়ায় যেমন লৌকিক সেতুকে অতিক্রম করিয়া অসেতু জাঙ্গলকে (২) প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকারে আত্মরূপ সেতুকে অতিক্রম করিয়া অসেতু অনাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। [অতএব ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে]।১০

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে এই অনুমান প্রদর্শিত হইল—"ব্রহ্ম সদ্বয়ং সেতুত্বাৎ লৌকিকসেতুবৎ"।

(২) এই স্থলে প্রদর্শিত অনুমান এই—"আত্মসেতুঃ সদ্বিতীয়ঃ তীর্ণত্বাৎ লৌকিকসেতুবৎ"। তীর্ণত্বাৎ—যেহেতু অতিক্রান্ত হন। জাঙ্গলশব্দের অর্থ—বায়ুপ্রচুর দেশ। এখানে দেশমাত্র বিবক্ষিত। প্রকটার্থকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—'তট'।

শাঙ্করভাষ্যম্

উন্মানব্যপদেশশ্চ ভবতি—'তদেতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদ্ অষ্টাশফং ষোড়শকলম্' ইতি ।১১ যচ্চ লোকে উন্মিতম্ 'এতাবৎ ইদম্' ইতি পরিচ্ছিন্নং কার্ষাপণাদি, ততঃ অন্যৎ বস্তু অস্তি ইতি প্রসিদ্ধম্ ।১২ তথা ব্রহ্মণঃ অপি উন্মানাৎ ততঃ অন্যেন বস্তুনা ভবিতব্যম্ ইতি গম্যতে ।১৩ তথা সম্বন্ধব্যপদেশঃ অপি ভবতি—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১), "শারীরঃ আত্মা" (তৈঃ ২।৩।১), "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" (বৃঃ ৪।৩।২১) ইতি চ ।১৪ মিতানাং চ মিতেন সম্বন্ধঃ দৃষ্টঃ, যথা নরাণাং নগরেণ ।১৫ জীবানাং চ ব্রহ্মণা সম্বন্ধং ব্যপদিশতি সুষুপ্তৌ ।১৬ অতঃ ততঃ পরম্ অন্যৎ অমিতম্ অস্তি ইতি গম্যতে ।১৭ ভেদব্যপদেশশ্চ এতম্ এব অর্থং গময়তি ।১৮ তথাহি—"অথ যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ

ভাষ্যানুবাদ

আবার উন্মানের (—অবয়ববদ্বারা পরিচ্ছিন্ন পরিমাণের) বর্ণনাও আছে; যথা—"সেই এই ব্রহ্ম চারিটী পদ, আটটী খুর ও ষোলটী কলাযুক্ত" (৩) ইত্যাদি।১১ আর লোক-মধ্যে সীমাবদ্ধ কার্ষাপণ (৪) প্রভৃতি যাহা 'ইহা এতগুলি' এইরূপে উন্মিত (—পরিমিত) হয়, তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু আছে, ইহা প্রসিদ্ধ ।১২ এইরূপে ব্রহ্মেরও পরিমাণ থাকায় তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু থাকা উচিত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (৫) ।১৩ এইপ্রকারে সম্বন্ধের বর্ণনাও আছে, যথা—"হে সোম্য, তখন সতের সহিত একীভূত হয়", "শারীর (—শরীরে অবস্থিত) আত্মা," এবং "প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া", ইত্যাদি ।১৪ পরিমিত বস্তুরই [অন্য] পরিমিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়, যেমন নগরের সহিত নরগণের ।১৫ [শ্রুতি] সুষুপ্তিতে ব্রহ্মের সহিত জীবগণের সম্বন্ধ বর্ণনা করিতেছেন ।১৬ সেইহেতু তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য অমিত (—অসংখ্য, জীব] আছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (৬) ।১৭ আবার [আধারভেদে] ভেদকথনও এই অর্থকেই (—ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর সত্তাকেই) বোধ করাইতেছে।১৮ যেমন

ভাবদীপিকা

(৩) এই বাক্যটির আকর অজ্ঞাত । টীকাকারগণ ইহার ব্যাখ্যাতে ছাঃ ৪।৫।১—৪।৮।৪ কণ্ডিকাতে বর্ণিত ষোড়শকলবিদ্যার বর্ণনা করিয়াছেন। 'প্রকাশবান্' 'অনন্তবান্' 'জ্যোতিষ্মান্' এবং আয়তনবান্' এই চারিটী পাদ ; এই পাদচতুষ্টয়ের অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশ খুর, এইরূপে অষ্টটী 'খুর' এবং পূর্ব্বাদি দিক্ ও পৃথিবী প্রভৃতি ষোলটী পদার্থই 'কলা'। বিস্তৃত আকরে দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রাচীনকালে ১৬ পণ (—১ কাহন, ১২৮০টী) তাম্রমুদ্রাকে [মতান্তরে কড়িকে] এক কার্ষাপণ বলা হইত। বর্ত্তমানে দরিদ্রের পক্ষে 'চারি আনাকে' এবং ধনীর পক্ষে 'এক টাকা চারি আনাকে' এক কার্ষাপণ বলা হয়।

(৫) এই স্থলে প্রদর্শিত অনুমান এই—"ব্রহ্ম সদ্বিতীয়ং পরিমিতত্বাৎ কার্ষাপণবৎ"।

(৬) এই স্থলে প্রদর্শিত অনুমান এই—"ব্রহ্ম সদ্বয়ং সম্বন্ধবত্ত্বাৎ, নগরবৎ"

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৬।৬), ইতি আদিত্যাধারম্ ঈশ্বরং ব্যপদিশ্য ততঃ ভেদেন অক্ষ্যাধারম্ ঈশ্বরং ব্যপদিশতি—"অথ যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৭।৫) ইতি ।১৯ অতিদেশং চ অস্য অমুনা রূপাদিষু করোতি—"তস্য এতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং, যৌ অমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ, যন্নাম তন্নাম" (ছাঃ১।৭।৫) ইতি ।২০ সাবধিকং চ ঈশ্বরত্বম্ উভয়োঃ ব্যপদিশতি—"যে চ অমুষ্মাৎ পরাঞ্চঃ লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে দেবকামানাং চ" (ছাঃ ১।৬।৮) ইতি একস্য, "যে চ এতস্মাৎ অর্ব্বাঞ্চঃ লোকাঃ তেষাং চ ঈষ্টে মনুষ্যকামানাং চ"(ছাঃ ১।৭।৬) ইতি একস্য ।২১ যথা 'ইদং মাগধস্য রাজ্যম্, ইদং বৈদেহস্য' ইতি ।২২ এবম্ এতেভ্যঃ সেত্বাদিব্যপদেশেভ্যঃ ব্রহ্মণঃ পরম্ অস্তি ইতি ।২৩॥৩।২।৩১॥

ভাষ্যানুবাদ

দেখ "আর সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে এই যে সুবর্ণবর্ণ (—জ্যোতির্ম্ময়) পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", এই প্রকারে আদিত্যরূপ আধারে অবস্থিত ঈশ্বরকে বর্ণনা করিয়া তাঁহা হইতে ভিন্নভাবে চক্ষুরূপ আধারে অবস্থিত ঈশ্বরকে বর্ণনা করিতেছেন—"আর চক্ষুর মধ্যে এই যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", ইত্যাদি ।১৯ আর [শ্রুতি] ইঁহার (—অক্ষিস্থ পুরুষের) উঁহার (—আদিত্যস্থ পুরুষের) সহিত রূপ প্রভৃতিতে অতিদেশ করিতেছেন, যথা—"সেই ইঁহার (—অক্ষিপুরুষের) তাহাই রূপ, যাহা উঁহার (—আদিত্যপুরুষের) রূপ, যে দুইটী উঁহার গেষ্ণ (—শরীরের পর্ব্ব, গাঁট) সেই দুইটী [আক্ষিপুরুষের] গেষ্ণ, [তাঁহার] যাহা নাম, [ইঁহারও] তাহাই নাম, ইত্যাদি। [এইরূপে একের রূপাদি অন্যত্র অতিদিষ্ট হওয়ায় ইঁহাদের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব]।২০ আবার উভয়ের (—আদিত্য ও অক্ষিস্থ পুরুষের) সাবধিক (—সসীম) ঈশ্বরতা [শ্রুতি] বর্ণনা করিতেছেন, যথা—"ঐ লোক (—সূর্য্যলোক) হইতে ঊর্দ্ধবর্ত্তী যে লোকসকল, [আদিত্যপুরুষ] তাহাদিগকে শাসন ও ধারণ করেন এবং দেবগণের কাম্যবস্তুসকলের বিধান করেন", ইহা একজনের 'সসীম ঈশ্বরতা'; আর ইঁহা (—অক্ষিপুরুষ) হইতে অধোদিকে প্রসারিত যে লোকসকল, তাহাদিগকে শাসন ও ধারণ করেন এবং মনুষ্যগণের কাম্যবস্তুসকলের বিধান করেন", ইহা [অপর] একজনের 'সসীম ঈশ্বরতা' (৭) ।২১ যেমন ইহা মগধবাসীর রাজ্য, ইহা বিদেহবাসীর, ইত্যাদি ।২২ [অতএব আদিত্যপুরুষ হইতে অক্ষিপুরুষের ভিন্নতাই সিদ্ধ হয়]। এইরূপে সেতু প্রভৃতির বর্ণনারূপ এই হেতুসকলবশতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু আছে 'ইহা সিদ্ধ হইল', ইত্যাদি ।২৩॥৩।২।৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্ত] প্রতিপাদিত হইতেছে—

ভাবদীপিকা

(৭) এই স্থলে অনুমানের আকার এই—"ব্রহ্ম সদ্বিতীয়ং ভেদব্যপদেশভাক্ত্বাৎ ঘটবৎ"।

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] সামান্যাত্তু ॥৩।২।৩২॥

সূত্রার্থ—তু শব্দঃ—পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ। [মৃদ্দার্বাদিময়ে হি সেতুশব্দঃ রূঢ়ঃ লোকে। ব্রহ্মণঃ তাদৃশং সেতুত্বং ন সম্ভবতি। কিন্তু যথা সেতোঃ জলব্যবস্থাপকত্বম্, এবং ব্রহ্মণঃ অপি জগন্মর্যাদাব্যবস্থাপকত্বেন] সামান্যাৎ—প্রসিদ্ধসেতুসাম্যাৎ [সেতুত্বব্যপদেশঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—তু শব্দ—পূর্বপক্ষনিরাকরণের জন্য। [লোকমধ্যে সেতুশব্দ মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদিনির্মিত সেতুতেই (—বাঁধে) রূঢ়। তাদৃশ সেতুতা ব্রহ্মের সম্ভব নহে। কিন্তু সেতু যেমন জলের ব্যবস্থাপক, এইপ্রকারে ব্রহ্মেরও জগতের মর্যাদার ব্যবস্থাপকরূপে] সামান্যাৎ—প্রসিদ্ধ সেতুর সহিত সাদৃশ্যবশতঃ [সেতুতার বর্ণনা হইতেছে, (—ব্রহ্মকে সেতু বলা হইতেছে) ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দেন প্রদর্শিতাং প্রাপ্তিং নিরুণদ্ধি।১ ন ব্রহ্মণঃ অন্যৎ কিঞ্চিৎ ভবিতুম্ অর্হতি, প্রমাণাভাবাৎ।২ নহি অন্যস্য অস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ উপলভামহে।৩ সর্বস্য হি জনিমতঃ বস্তুজাতস্য জন্মাদি ব্রহ্মণঃ ভবতি, ইতি নির্দ্ধারিতম্।৪ অনন্যত্বং চ কারণাৎ কার্য্যস্য।৫ নচ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ অজং সম্ভবতি, "সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), ইতি অবধারণাৎ।৬ একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ ন ব্রহ্ম-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সেতুশব্দের অর্থ—মর্য্যাদাধারকত্ব, তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর জ্ঞাপক নহে।]

[ভগবান্ সূত্রকার] তুশব্দের দ্বারা প্রদর্শিত প্রাপ্তিকে (—ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু আছে, এই পূর্ব্বপক্ষকে) নিরোধ (—বাধাদান) করিতেছেন।১ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু থাকা সঙ্গত নহে, যেহেতু প্রমাণ নাই।২ যেহেতু অন্যের (—ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর) অস্তিত্বে কোন প্রমাণ আমরা উপলব্ধি করিতেছি না।৩ কারণ উৎপত্তিশীল সমস্ত বস্তুর জন্মাদি (—জন্ম স্থিতি ও লয়) ব্রহ্ম হইতে হয়, ইহা [১।১।২ সূত্রে] নির্দ্ধারিত হইয়াছে।৪ আর কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নতা [২।১।৬ আরম্ভণাধিকরণে] 'নির্দ্ধারিত হইয়াছে'।৫ [কিন্তু ব্রহ্মের কার্য্য নহে, এমন অনাদি বস্তু থাকিতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আবার ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জন্মরহিত (—অনাদি) কোন কিছু সম্ভব নহে, যেহেতু "হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক ও অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল", ইহা [শ্রুতিতে] অবধারিত হইয়াছে (৮)।৬ আর একবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হওয়ায়

ভাবদীপিকা

(৮) এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানগুলিতে অগমবাধ, অর্থাৎ তাহারা শ্রুতিকর্তৃক বাধিত, ইহা প্রদর্শিত হইল। আর "ব্রহ্মভিন্ন বস্তু যদি থাকিত, তাহা হইলে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' (মুঃ ১।১।৩) প্রতিজ্ঞাত হইত না", এইপ্রকার শ্রুতার্থাপত্তিবলেও উক্ত অনুমানগুলি বাধিত হয়, ইহা বলিতেছেন—একবিজ্ঞানেন—'আর একবিষয়ক' ইত্যাদি (৭ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যতিরিক্তবস্ত্বস্তিত্বম্ অবকল্পতে।৭ নমু সেত্বাদিব্যপদেশাঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং সূচয়ন্তি ইতি উক্তম্।৮ ন ইতি উচ্যতে, সেতুব্যপদেশঃ তাবৎ ন ব্রহ্মণঃ বাহ্যস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদয়িতুং ক্ষমতে।৯ 'সেতুঃ আত্মা' ইতি হি আহ, ন ততঃ পরম্ অস্তি ইতি।১০ তত্র পরস্মিন্ অসতি সেতুত্বং ন অবকল্পতে ইতি পরং কিমপি কল্প্যেত।১১ নচ এতৎ ন্যায্যং, হঠঃ হি অপ্রসিদ্ধকল্পনা।১২ অপিচ সেতুব্যপদেশাৎ আত্মনঃ লৌকিকসেতুনিদর্শনেন সেতুবাহ্যবস্তুতাং প্রসঞ্জয়তা মৃদ্দারুময়তাপি প্রাসজ্যেত।১৩ ন চ এতৎ ন্যায্যম্, অজত্বাদিশ্রুতিবিরোধাৎ।১৪ সেতুসামান্যাৎ তু সেতুশব্দঃ আত্মনি প্রযুক্তঃ ইতি শ্লিষ্যতে।১৫ জগতঃ তন্মর্যাদানাং চ

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মাভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব সঙ্গত নহে।৭] [শঙ্কা—] কিন্তু সেতু প্রভৃতির বর্ণনাসকল ব্রহ্মব্যতিরিক্ত তত্ত্বকে সূচনা করিতেছে, ইহা বলা হইয়াছে।৮ [সমাধান—] না, তাহা নহে, ইহা কথিত হইতেছে ; সেতুর বর্ণনা ব্রহ্ম হইতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে সক্ষম নহে।৯ যেহেতু ["যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ" (ছাঃ ৮।৪।১) এইরূপে শ্রুতি] 'আত্মা সেতু', ইহা বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহা হইতে পর (—ভিন্ন বস্তু) আছে, ইহা বলিতেছেন না (৯)।১০ [শঙ্কা—কিন্তু] পর (—ব্রহ্মভিন্ন বস্তু) না থাকিলে সেই স্থলে (—ব্রহ্মে) সেতুতাই সঙ্গত হয় না, এইহেতু [অর্থাপত্তিবলে ব্রহ্ম হইতে] ভিন্ন কিছু কল্পনা করিতে হইবে।১১ [সমাধান—] ইহা ন্যায্য নহে, যেহেতু অপ্রসিদ্ধের কল্পনা হঠকারিতা মাত্র (—সেতুশব্দের আর্থিক সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে অদ্বিতীয়তা শ্রুতির বাধকল্পনা অন্যায্য)।১২ আর দেখ, আত্মার সেতুরূপে বর্ণনা থাকায় লৌকিক সেতুর দৃষ্টান্তের দ্বারা যিনি [ব্রহ্মরূপ] সেতু হইতে বাহ্য বস্তুকে আপাদন করিতে (—প্রাপ্ত হইতে) ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে [লৌকিক সেতুর ন্যায় ব্রহ্মের] মৃদ্দারুময়তাও (—তিনি মৃত্তিকা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইহাও) প্রাপ্ত হইতে হইবে।১৩ ইহা কিন্তু ন্যায্য নহে, যেহেতু অজত্বাদি শ্রুতির (কঠ ১।২।১৮) বিরোধ হইয়া পড়িবে। [অতএব ত্বদুক্ত অর্থগত-সামর্থ্য লিঙ্গপ্রমাণই নহে।১৪ কিন্তু তাহা হইলে আত্মাতে প্রযুক্ত সেতুশব্দের গতি কি ? তাহা বলিতেছেন—লৌকিক] সেতুর সাদৃশ্যবশতঃ আত্মাতে সেতুশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা সঙ্গত হইতেছে।১৫ [কি সেই সাদৃশ্য, তাহা বলিতেছেন—] জগতের

ভাবদীপিকা

(৯) এই স্থলে ১ ভাবদীঃ প্রদর্শিত অনুমানে শ্রুতিতঃ স্বরূপাসিদ্ধি প্রদর্শিত হইল, যেহেতু ব্রহ্মে শ্রুত্যুক্ত সেতুতা থাকিলেও, তাহা ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞাপক না হওয়ায় পক্ষে হেতু থাকিতেছে না। শঙ্কা—কিন্তু অর্থতঃ পক্ষে অন্য বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয়, ইহা বলিতেছেন—তত্র—['কিন্তু] পর' ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধারকত্বং সেতুসামান্যম্ আত্মনঃ।১৬ অতঃ সেতুরিব সেতুঃ ইতি প্রকৃতঃ আত্মা স্তূয়তে।১৭ "সেতুং তীর্ত্বা" (ছাঃ ৮।৪।২) ইত্যপি 'তরতেঃ' অতিক্রমাসম্ভবাৎ প্রাপ্নোত্যর্থঃ এব বর্ত্ততে।১৮ যথা 'ব্যাকরণং তীর্ণঃ' ইতি প্রাপ্তঃ ইতি উচ্যতে, ন অতিক্রান্তঃ, তদ্বৎ।১১৯৩।২।৩২॥

ভাষ্যানুবাদ

ও তাহার মর্য্যাদাসকলের (—নিয়ম ও সীমাসকলের) বিধারকত্বই আত্মার সেতু-সামান্যতা (১০)।১৬ এইহেতু 'যেন [লৌকিক] সেতুর ন্যায় সেতু', এইরূপে প্রস্তাবিত আত্মা স্তুত হইতেছেন। [বস্তুর স্বরূপজ্ঞাপক এতাদৃশ স্তুত্যর্থক শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না]।১৭ আর "সেতুকে অতিক্রম করিয়া", এই স্থলেও তৃ ধাতুর অতিক্রম করারূপ অর্থ সম্ভব না হওয়ায় 'প্র+আপ্ ধাতুর অর্থই (—'প্রাপ্ত হয়', এই অর্থই) বর্ত্তমান থাকে (১১)।১৮ যেমন 'ব্যাকরণকে অতিক্রম করিয়াছে' এই স্থলে ['ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি] প্রাপ্ত হইয়াছে', এইরূপ কথিত হয়, কিন্তু ['তাহাকে] অতিক্রম করিয়াছে, ইহা কথিত হয় না, সেইরূপ।১৯॥৩।২।৩২॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥৩।২।৩৩॥

সূত্রার্থ—[উন্মানব্যপদেশঃ অপি ন মুখ্যঃ ইত্যাহ—"চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।৫।২), ইত্যাদিশ্রুতৌ উন্মানব্যপদেশঃ] **বুদ্ধ্যর্থঃ**—উপাসনার্থঃ; [নির্বিশেষস্য বুদ্ধিস্থত্বাযোগাৎ। উপাসনাদ্বারা বুদ্ধিস্থস্য উন্মানব্যপদেশঃ ন মুখ্যঃ], **পাদবৎ**—যথা ব্রহ্মপ্রতীকস্য মনসঃ বাগ্‌ঘ্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রাণাম্ উপাসনার্থং পাদত্বেন ব্যপদেশঃ, তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[পরিমাণের বর্ণনাও মুখ্য নহে, ইহা বলিতেছেন—"ব্রহ্ম চারিটী চরণযুক্ত" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরিমাণের বর্ণনা] **বুদ্ধ্যর্থঃ**—উপাসনার জন্য; [যেহেতু নির্বিশেষের পক্ষে বুদ্ধিতে আরূঢ় হওয়া সম্ভব নহে। উপাসনাদ্বারা যিনি বুদ্ধিতে আরূঢ় হন, তাঁহার পরিমাণকথন মুখ্য নহে], **পাদবৎ** যেমন ব্রহ্মের প্রতীক যে মন, তাহার উপাসনার জন্য

ভাবদীপিকা

(১০) ভাব এই—তন্তুর পটধারকত্বের ন্যায় অধিষ্ঠানরূপে জগতের ধারণকর্তৃত্ব, অন্তর্যামিরূপে জগদ্ব্যবহারের এবং গ্রহ উপগ্রহ সমুদ্র ও অগ্নি ইত্যাদির নিয়মনকর্তৃত্বই ব্রহ্মের সেতুসাদৃশ্য। ক্ষেত্রস্থ বাঁধ যেমন জলরাশিকে নিয়মন করে, এইরূপে ব্রহ্মরূপ সেতুও জগতের নিয়ামক, অন্যথা গ্রহাদির সংঘর্ষে পৃথিবী চূর্ণীকৃত হইত, সমুদ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিত, অগ্নি জগৎকে ভস্মীভূত করিত। ব্রহ্মরূপ সেতু আছেন বলিয়াই এই সকল সংঘটিত হইতেছে না, ইহাই ভাব।

(১১) এই স্থলে ২ ভাবদীঃ প্রদর্শিত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি প্রদর্শিত হইল, কারণ তীর্ত্ব-হেতুর অতিক্রমণরূপ অর্থই এই স্থলে সম্ভব হয় না। কিন্তু 'আত্মরূপ সেতুকে আত্মাই প্রাপ্ত হন', এইপ্রকার অর্থই বা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বৃদ্ধপ্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন—যথা—'যেমন' ইত্যাদি (১৯ বাক্য)। "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রৌত প্রয়োগও প্রাপ্তিরূপ অর্থের সমর্থক।

বাক্ ঘ্রাণ চক্ষু ও শ্রোত্র পাদরূপে বর্ণিত হইয়াছে (ছাঃ ৩।১৮।২), তাহার ন্যায় (—মনের পাদ-বর্ণনা যেমন মুখ্য নহে, ব্রহ্মের পরিমাণবর্ণনাও তদ্রূপ) ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদপি উক্তম্ উন্মানব্যপদেশাৎ অস্তি পরম্ ইতি ।১ তত্র অভি-ধীয়তে—উন্মানব্যপদেশঃ অপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুস্তিত্বপ্রতি-পত্ত্যর্থঃ ।২ কিমর্থঃ তর্হি ? ৩ বুদ্ধ্যর্থঃ উপাসনার্থঃ ইতি যাবৎ ।৪ চতু-ষ্পাদ্ অষ্টাশফং ষোড়শকলম্ ইতি এবংরূপা। ।৫ বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা স্যাৎ ইতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণঃ উন্মানকল্পনৈব ক্রিয়তে ।৬ ন হি অবিকারে অনন্তে ব্রহ্মণি সর্বৈঃ পুংভিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপয়িতুং মন্দমধ্যমোত্তমবুদ্ধিত্বাৎ পুংসাম্ ইতি ।৭ পাদবৎ ।৮ যথা মনআকাশয়োঃ অধ্যাত্মম্ আধিদৈবতং চ ব্রহ্মপ্রতীকয়োঃ আম্নাতয়োঃ চত্বারঃ বাগাদয়ঃ মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্প্যন্তে চত্বারশ্চ অগ্ন্যাদয়ঃ আকাশসম্বন্ধিনঃ আধ্যানায়, তদ্বৎ ।৯ অথবা 'পাদবৎ' ইতি যথা কার্ষাপণে পাদবিভাগঃ ব্যবহারপ্রাচুর্য্যায়

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উন্মানরূপ হেতুর নিরাকরণ, উপাসনার জন্য উন্মানকল্পনা।]

আর যে বলা হইয়াছে—পরিমাণের বর্ণনা থাকায় [ব্রহ্ম হইতে] ভিন্ন বস্তু আছে, ইত্যাদি ।১ সেই বিষয়ে বলা হইতেছে—পরিমাণের বর্ণনাও ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানের জন্য নহে ।২ তবে কি জন্য ? ৩ [উত্তর—] বুদ্ধির জন্য, অর্থাৎ উপাসনার জন্য ।৪ [আচ্ছা, কিপ্রকার উপাসনা ? উত্তর—ব্রহ্ম] চারিটী পাদযুক্ত, আটটী খুরযুক্ত, ষোলটী কলা (—অবয়ব) যুক্ত, ইত্যাদি এইপ্রকার ।৫ [এইপ্রকার উপাসনার আবশ্যকতা কি ? উত্তর—] বুদ্ধি কিপ্রকারে ব্রহ্মে স্থির হইবে, এইহেতু কার্য্যবস্তুকে দ্বার (—অবলম্বন) করিয়া ব্রহ্মের পরিমাণকে কল্পনাই করা হইতেছে ।৬ [কিন্তু উপাধিরহিত শুদ্ধ ব্রহ্মে না হইয়া সোপাধিক ব্রহ্মে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন কেন উপদিষ্ট হইতেছে ? উত্তর—] যেহেতু সকল পুরুষ অবি-কৃত অনন্ত ব্রহ্মে বুদ্ধিকে স্থাপন করিতে পারে না, কারণ পুরুষসকল মন্দ মধ্যম ও উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন। [এইহেতু মধ্যম ও মন্দবুদ্ধিগণের জন্যই সোপাধিক ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে] ।৭ "যেমন পাদ" ।৮ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেমন ধ্যানের জন্য আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ব্রহ্মপ্রতীকরূপে [ছাঃ ৩।১৮।১-২ শ্রুতিতে] পঠিত মন ও আকাশের মধ্যে বাক্ প্রভৃতি চারিটী মনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পাদরূপে এবং অগ্নি প্রভৃতি চারিটী আকাশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পাদরূপে কল্পিত হইতেছে, তাহার ন্যায় ।৯ [বৈদিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] অথবা, "পাদবৎ" ইহার অর্থ এই—যেমন [ক্রয়বিক্রয়াদি] ব্যবহারের প্রাচুর্য্যের জন্য কার্ষাপণে [অর্দ্ধ কার্ষাপণ, অর্দ্ধার্দ্ধ কার্ষাপণ ইত্যাদিপ্রকার] পাদবিভাগ কল্পনা করা হয়, [তাহার ন্যায় ।১০ কিন্তু পাদবিভাগের সহিত ব্যবহারপ্রাচুর্য্যের কি সম্বন্ধ ?

শাঙ্করভাষ্যম্

কল্প্যতে।১০ নহি সকলেনৈব কার্ষাপণেন সর্ব্বদা সর্ব্বে জনাঃ ব্যবহর্ত্তুম্ ঈশতে, ক্রয়বিক্রয়ে পরিমাণানিয়মাৎ, তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।১১॥৩।২।৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ

উত্তর—] সম্পূর্ণ কার্ষাপণের দ্বারা সর্ব্বদা সকল লোক [ক্রয়বিক্রয়াদি] ব্যবহার সম্পাদনে নিশ্চয়ই সমর্থ নহে, কারণ ক্রয়বিক্রয়ে পরিমাণের নিয়ম নাই, তাহার ন্যায় (—অল্পবিত্তবানের জন্য যেমন কার্ষাপণের পাদবিভাগ হইয়া থাকে, তদ্রূপ মন্দবুদ্ধিগণের ধ্যানসুকরতার জন্য ব্রহ্মের পাদ কল্পিত হইয়াছে, ইহাই ভাব)।১১॥৩।২।৩৩॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩।২।৩৪॥

সূত্রার্থ—[সম্বন্ধভেদব্যপদেশৌ অপি ন মুখ্যৌ ইতি আহ—সুষুপ্তৌ জীবেন সহ ব্রহ্মণঃ ন ঘটস্য পটেন ইব সম্বন্ধঃ। কিন্তু] **স্থানবিশেষাৎ**—স্থানম্ উপাধিঃ বুদ্ধ্যাদিঃ, তদ্বিশেষাৎ [প্রাপ্তস্য ভেদস্য উপাধ্যুপশমাৎ যঃ উপশমঃ, সঃ এব প্রাজ্ঞেন আত্মনা জীবস্য সুষুপ্তৌ সম্বন্ধঃ ইতি উপাধ্যপেক্ষয়া উপচর্য্যতে। অক্ষ্যাদিত্যপুরুষয়োঃ ভেদব্যপদেশঃ অপি অক্ষ্যাদিত্যরূপস্থানবিশেষাপেক্ষয়া উপচর্য্যতে]। **প্রকাশাদিবৎ**—যথা সৌরালোকাদেঃ অঙ্গুল্যাদ্যুপাধিযোগাৎ উপজাতভেদস্য উপাধ্যুপশমাৎ মহালোকেন সহ সম্বন্ধব্যপদেশঃ, ঔপাধিকভেদাৎ চ ভেদব্যপদেশঃ, তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। [তস্মাৎ জীবপরয়োঃ সম্বন্ধঃ ভেদশ্চ উপাধিনিমিত্তঃ ন স্বাভাবিকঃ ইতি]।

অনুবাদ—[সম্বন্ধ ও ভেদকথনও মুখ্য নহে, ইহা বলিতেছেন—সুষুপ্তিতে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ, পটের সহিত ঘটের সম্বন্ধের ন্যায় নহে। কিন্তু] **স্থানবিশেষাৎ**—স্থান অর্থ বুদ্ধ্যাদি উপাধি, সেই উপাধিবিশেষবশতঃ [প্রাপ্ত ভেদের উপাধির উপশমবশতঃ যে উপশম, তাহাই সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ আত্মার (—পরমাত্মার) সহিত জীবের সম্বন্ধ, ইহা উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া গৌণভাবে কথিত হইতেছে। আর অক্ষিস্থ ও আদিত্যস্থ পুরুষদ্বয়ের ভেদকথনও অক্ষি ও আদিত্যরূপ স্থান (—উপাধি) বিশেষের অপেক্ষায় গৌণভাবে কথিত হইতেছে]। **প্রকাশাদিবৎ**—যেমন অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ সূর্য্যালোক প্রভৃতির যে ভেদ সঞ্জাত হয়, উপাধির উপশমবশতঃ মহান্ আলোকের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথন এবং ঔপাধিক ভেদবশতঃ তাহার ভেদের কথন হইয়া থাকে; তাহার ন্যায়, ইহাই ভাব। [সেইহেতু জীব ও পরমাত্মার মধ্যে সম্বন্ধ ও ভেদ উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে, স্বাভাবিক নহে, ইহা 'সিদ্ধ হইল']।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইহ সূত্রে দ্বয়োরপি সম্বন্ধভেদব্যপদেশয়োঃ পরিহারঃ বিধীয়তে।১ যদপি উক্তং সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাৎ চ পরম্ অতঃ স্যাৎ ইতি, তদপি অসৎ।২ যতঃ একস্যাপি স্থানবিশেষাপে-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সম্বন্ধবত্ত্বহেতুর নিরাকরণ। "সতা সোম্য" (ছাঃ ৬।৮।১) ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য—সুষুপ্তিতে উপাধিবিলয়ে বিশেষ জ্ঞানের উপশম, ইহাই ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ।]

এই সূত্রে সম্বন্ধ কথন ও ভেদকথন, এই দুইটীরই পরিহার বিধান করা হইতেছে।১ আর যে বলা হইয়াছে—[জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] সম্বন্ধের বর্ণনা থাকায়

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষয়া এতৌ ব্যপদেশৌ উপপদ্যেতে।৩ সম্বন্ধব্যপদেশে তাবদ্ অয়ম্ অর্থঃ—বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাৎ উদ্ভূতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্য উপাধ্যুপশমে যঃ উপশমঃ, সঃ পরমাত্মনা সম্বন্ধঃ ইতি উপাধ্যপেক্ষয়া এব উপচর্য্যতে, ন পরিমিতত্বাপেক্ষয়া।৪ তথা ভেদব্যপদেশঃ অপি ব্রহ্মণঃ উপাধিভেদাপেক্ষয়া উপচর্য্যতে, ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া।৫ "প্রকাশাদিবৎ" ইতি উপমোপাদানম্।৬ যথা একস্য প্রকাশস্য সৌর্যস্য চান্দ্রমসস্য বা উপাধিযোগাৎ উপজাতবিশেষস্য উপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্যপদেশঃ ভবতি, উপাধিভেদাৎ চ ভেদব্যপদেশঃ।৭ যথা বা সূচীপাশাকাশাদিষু উপাধ্যপেক্ষয়া এব এতৌ সম্বন্ধভেদব্যপদেশৌ ভবতঃ, তদ্বৎ।৮॥৩।২।৩৪॥

ভাষ্যানুবাদ

এবং ভেদের বর্ণনা থাকায় ইঁহা (—ব্রহ্ম) হইতে পর (—ভিন্ন বস্তু) আছে (১৯৪ পৃঃ ১৪-১৮ বাক্য) ইত্যাদি ; তাহাও ঠিক নহে।২ যেহেতু স্থান (– উপাধি) বিশেষকে অপেক্ষা করিয়া একবস্তুরই এই বর্ণনাদ্বয় (—সম্বন্ধ ও ভেদের বর্ণনা) যুক্তিসঙ্গত।৩ সম্বন্ধবর্ণনাস্থলে [শ্রুতির] অর্থ এই—বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিরূপ স্থানবিশেষের সহিত [চৈতন্যের] সম্বন্ধবশতঃ যে বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়, [সুষুপ্তিতে স্বকারণভূতা অবিদ্যাতে লীনতা প্রযুক্ত] সেই উপাধির উপশম হইলে তাহার (—সেই বিশেষ জ্ঞানের) যে উপশম, তাহাই পরমাত্মার সহিত [জীবের] সম্বন্ধ, ইহা উপাধিকে অপেক্ষা করিয়া গৌণভাবে বলা হইতেছে, কিন্তু [ব্রহ্মের] পরিমিতত্বকে অপেক্ষা করিয়া নহে।৪

[সিঃ—'ভেদব্যপদেশভাকৃত্ব' হেতুর নিরাকরণ। উপাধির বিভিন্নতাই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদপ্রতীতির হেতু। তাহারা স্বরূপতঃ বিভিন্ন নহেন।]

এইপ্রকারে ব্রহ্মের ভেদবর্ণনাও [আদিত্য ও অক্ষিরূপ] উপাধির বিভিন্নতাকে অপেক্ষা করিয়া গৌণভাবে কথিত হইতেছে, কিন্তু [তাঁহাদের] স্বরূপভেদকে অপেক্ষা করিয়া নহে।৫ "প্রকাশাদিবৎ", ইহা [সম্বন্ধ ও ভেদ, উভয়স্থলেই] উপমারূপে গৃহীত হইয়াছে।৬ যেমন সূর্য্য অথবা চন্দ্রমার একই প্রকাশ (—কিরণ, অঙ্গুলি প্রভৃতি] উপাধির যোগবশতঃ যাহাতে [ঋজুত্ব বক্রত্বাদি] বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, উপাধির উপশম হইলে তাহার (—সেই প্রকাশের, মহান্ সূর্য্যালোকের সহিত] সম্বন্ধের কথন হয় (—ক্ষুদ্র আলোক মহান্ আলোকের সহিত মিলিত হয়, এইরূপ বলা হয়) এবং [অঙ্গুলি প্রভৃতি] উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ [সেই মহান্ সূর্য্যালোকেই 'ইহা বক্র', 'ইহা ঋজু', এইপ্রকার] ভেদের কথন হয়।৭ অথবা যেমন সূচীমধ্যস্থ ও পাশমধ্যস্থ (—ফাঁদের মধ্যবর্ত্তী) আকাশ প্রভৃতিতে উপাধিকে অপেক্ষা করিয়াই এই সম্বন্ধের ও ভেদের কথন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (১২)।৮॥৩।২।৩৪॥

ভাবদীপিকা

(১২) সূত্রস্থ "প্রকাশাদিবৎ" অত্রস্থ 'আদি' শব্দটীর ব্যাখ্যার জন্য 'আকাশ' দৃষ্টান্ত গৃহীত

উপপত্তেশ্চ ॥৩।২।৩৫॥

সূত্রার্থ—[ননু মুখ্যৌ এব সম্বন্ধভেদৌ কিং ন স্যাতাম্? তদাহ—] **উপপত্তেঃ**—"স্বম্ অপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি উপাধ্যুপশমকৃতস্বরূপস্যৈব সম্বন্ধব্যপদেশোপপত্তেঃ [স্বরূপস্য সদাতনত্বাৎ ন মুখ্যঃ সম্বন্ধঃ জীবপরয়োঃ সুষুপ্তৌ সম্ভবতি]। **চ**– তথা ভেদব্যপদেশঃ অপি ন মুখ্যঃ, শ্রুতিসহস্রবিরোধাৎ ইতি উপপত্তেশ্চ [নৈমিত্তিকঃ এব ভেদঃ]।

অনুবাদ—[আচ্ছা, ভেদ ও সম্বন্ধ মুখ্য নহে কেন ? তাহা বলিতেছেন—] **উপপত্তেঃ**—"স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকারে বর্ণিত [বুদ্ধ্যাদি] উপাধির উপশমকৃত স্বরূপেরই (—তাদৃশ স্বরূপবিষয়েই) সম্বন্ধকথন যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় [স্বরূপ সদাই একরূপ হয় বলিয়া 'সুষুপ্তিতে জীব ও পরমাত্মার মুখ্য সম্বন্ধ সম্ভব নহে]। **চ**—এইপ্রকারে ভেদকথনও মুখ্য নহে, যেহেতু সহস্র সহস্র শ্রুতিবাক্যের বিরোধ হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার যুক্তিবলেও [ভেদ অবশ্যই নৈমিত্তিক]।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপপদ্যতে চ অত্র ঈদৃশঃ এব সম্বন্ধঃ, ন অন্যাদৃশঃ।১ "স্বম্ অপীতো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধম্ এনম্ আমনন্তি।২ স্বরূপস্য চ অনপায়িত্বাৎ ন নরনগরন্যায়েন সম্বন্ধঃ ঘটতে।৩ উপাধিকৃতস্বরূপতিরোভাবাৎ তু "স্বম্ অপীতো ভবতি" ইতি উপপ-

ভাষ্যানুবাদ

[বিঃ—জীব ও ব্রহ্ম এবং অক্ষি ও আদিত্যপুরুষ, ইহাদের ভেদ ঔপাধিক, এই বিষয়ে যুক্তি।]

আর এই স্থলে (—জীব ও ব্রহ্মবিষয়ে) এইপ্রকার [ঔপচারিক] সম্বন্ধই যুক্তিসঙ্গত, অন্যপ্রকার নহে।১ যেহেতু "স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকারে স্বরূপের (—ব্রহ্মের) সহিত [জীবের] এই সম্বন্ধকেই [শ্রুতি] বলিতেছেন।২ [আচ্ছা, জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ গৌণ কেন ? তাহা বলিতেছেন—] আর স্বরূপ অবিনাশী হওয়ায় নরের সহিত নগরের যেপ্রকার হয়,সেইপ্রকারে [জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে মুখ্য] সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না (১৩)।৩ কিন্তু [বুদ্ধ্যাদি] উপাধিকৃত স্বরূপের তিরোভাব-

ভাবদীপিকা

হইয়াছে। ঘটী ও পাশরূপ উপাধির নাশ হইলে বলা হয়—তন্মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে মিলিত হইল। ইহাই 'সম্বন্ধকথন'। উক্ত উপাধিসকল বর্তমান থাকিলে তন্মধ্যবর্তী আকাশকে মহাকাশ হইতে ভিন্ন বলা হয়, ইহাই 'ভেদকথন'। দার্ষ্টান্তিক জীব ও ব্রহ্মস্থলেও এইপ্রকারে সুষুপ্তিতে উপাধির উপশম হইলে ব্রহ্মের সহিত জীব একীভূত হয়,এইরূপে 'সম্বন্ধ' কথিত হয়। জাগ্রতে ও স্বপ্নে বুদ্ধ্যাদি উপাধির বর্তমানতাকালে তাঁহাদের 'ভেদ' কথিত হয়। অক্ষি ও আদিত্যপুরুষস্থলে অক্ষ্যাদি উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ ব্রহ্মের ভেদ কথিত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

(১৩) ভাব এই—স্বরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিনাশি অবিকারি ও কূটস্থ, ইহা শ্রুতিসিদ্ধান্ত। এতাদৃশ ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ যদি নগরের সহিত নরের সংযোগসম্বন্ধের ন্যায় মুখ্য হয়, তাহা হইলে অব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ সাবয়ব বস্তুদ্বয়েই সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্ম সাবয়ব, সুতরাং বিনাশি হইয়া পড়িবেন। আর ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, যাহার সহিত ব্রহ্মের সংযোগ হইবে। সেইহেতু জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সংযোগাদি মুখ্যসম্বন্ধ হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

যুক্তে ।৪ তথা ভেদঃ অপি ন অন্যাদৃশঃ সম্ভবতি, বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বরত্ববিরোধাৎ।৫ তথা চ শ্রুতিঃ একস্যাপি আকাশস্য স্থানকৃতং ভেদব্যপদেশম্ উপপাদয়তি—"যঃ অয়ং বহির্ধা পুরুষাৎ আকাশঃ" (ছাঃ ৩।১২।৭), "যঃ অয়ম্ অন্তঃ পুরুষে আকাশঃ" (ছাঃ ৩।১২।৮), "যঃ অয়ম্ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ" (ছাঃ ৩।১২।৯) ইতি ।৬।৩।২।৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ

বশতঃ [সুষুপ্তিতে] "স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়", ইহা যুক্তিসঙ্গত ।৪ এইপ্রকারে [জীব ও ব্রহ্মের] অন্যপ্রকার (—বাস্তবিক) ভেদও সম্ভব নহে ; যেহেতু বহুতর শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরের যে একত্ব, তাহার বিরোধ হইয়া পড়িবে ।৫ [কিন্তু শ্রুতির মুখ্যার্থই গ্রহণ করা উচিত, গৌণার্থ নহে। তদুত্তরে শ্রুতিও গৌণার্থে শব্দপ্রয়োগ করেন, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, আকাশ এক হইলেও শ্রুতি [তাহার] উপাধিকৃত ভেদবর্ণনা উপপাদন করিতেছেন, যথা—"পুরুষের বাহিরে এই যে আকাশ", "পুরুষের অভ্যন্তরে এই যে আকাশ","হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই যে আকাশ",ইত্যাদি।৬ [অতএব একই আকাশের উপাধিকৃত ভেদের ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের এবং অক্ষিপুরুষ ও আদিত্যপুরুষের ভেদকে উপাধিকৃতরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে] ॥৩।২।৩৫॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥৩।২।৩৬॥

সূত্রার্থ—[ইত্থং সেত্বাদীন্ ভেদহেতূন্ নিরাকৃত্য ব্রহ্মণঃ অদ্বিতীয়ত্বং হেত্বন্তরেণ আহ—যথা সেত্বাদিহেতুভ্যঃ ন বস্ত্বন্তরপ্রতিপত্তিঃ], **তথা**—তেন প্রকারেণ ["আত্মা এব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।২), ইত্যাদিবাক্যৈঃ] **অন্যপ্রতিষেধাৎ**—অন্যস্য বস্তুনঃ প্রতিষেধাৎ [অদ্বিতীয়ম্ এব ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে সেতুত্ব প্রভৃতি ভেদপ্রতিপাদক হেতুসকলকে নিরাকরণ করিয়া অন্য হেতুর দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন—যেমন সেতুত্ব প্রভৃতি হেতুসকলের দ্বারা [ব্রহ্মভিন্ন] অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না], **তথা**—সেইপ্রকারে, ["আত্মাই অধোভাগে অবস্থিত", ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা] **অন্যপ্রতিষেধাৎ**—অন্য বস্তুর নিষেধ হওয়ায় [ব্রহ্ম অবশ্যই অদ্বিতীয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং সেত্বাদিব্যপদেশান্ পরপক্ষহেতূন উন্মথ্য সম্প্রতি স্বপক্ষং হেত্বন্তরেণ উপসংহরতি ।১ তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ অপি ন

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রতিষেধে ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব নিরাকরণ। স্বপ্রকরণে পঠিত বাক্যের বলবত্তা।]

এইপ্রকারে 'সেতু প্রভৃতির বর্ণনারূপ' পরপক্ষের (—পূর্বপক্ষের) হেতুসকলকে উন্মথিত করিয়া সম্প্রতি [ভগবান্ সূত্রকার] অন্য হেতুর দ্বারা [ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তারূপ] স্বপক্ষকে উপসংহার করিতেছেন।১ [সেতুত্ব প্রভৃতি হেতুর নিরাকরণবশতঃ যেমন ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না], সেইপ্রকারে অন্যের (—ব্রহ্মভিন্ন

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মণঃ পরং বস্ত্বন্তরম্ অস্তি ইতি গম্যতে।২ তথাহি—"সঃ এব অধস্তাৎ", "অহমেব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১), "আত্মা এব অধস্তাৎ" (ছাঃ ৭।২৫।১), "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" (বৃঃ ২।৪।৬), "ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্" (নৃঃ উঃ তাঃ ৭), "আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৭।২৫।২), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯), "যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ" (শ্বেঃ ৩।৯), "তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্" (বৃঃ ২।৫।১৯), ইতি এবমাদিবাক্যানি স্বপ্রকরণস্থানি অন্যার্থত্বেন পরিণেতুম্ অশক্যমানানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্ত্বন্তরং বারয়ন্তি।৩ সর্ব্বান্তরশ্রুতেশ্চ ন পরমাত্মনঃ অন্যঃ অন্তরাত্মা অস্তি ইতি অবধার্যতে।৪॥৩।২।৩৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[বস্তুর] প্রতিষেধবশতঃও ব্রহ্ম হইতে পর (—ভিন্ন) অন্য বস্তু নাই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২ যেমন দেখ—"তিনিই অধোভাগে বর্ত্তমান", "আমিই অধোভাগে অবস্থিত", "আত্মাই অধোভাগে অবস্থিত", "সকলে তাঁহাকে পরভূত করে (—শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করে), যিনি সকল বস্তুকে আত্মা হইতে ভিন্নভাবে জানেন", "এই সমস্তই ব্রহ্ম", "এই সমস্ত আত্মাই", "এখানে (—এই ব্রহ্মে) নানা কিছুই নাই (—ব্রহ্ম সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদহীন"), "যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট কিছুই নাই", "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (—কারণবিহীন) অনপর (—কার্য্যবিহীন) অনন্তর (—স্বগতভেদবিহীন) এবং অবাহ্য (—সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদহীন"), ইত্যাদি এই সকল বাক্য, যাহারা স্বপ্রকরণে (—অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক নিজ প্রকরণে) পঠিত হইয়াছে এবং [সেইহেতু] যাহাদিগকে অন্য অর্থের প্রতিপাদকরূপে পরিণত করিতে পারা যায় না; তাহারা ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুকে বারণ করিতেছে।৩ আর সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিতিজ্ঞাপিকা [বৃঃ ৩।৭।১৫ ইত্যাদি] শ্রুতি থাকায় পরমাত্মা হইতে ভিন্ন অন্তরাত্মা বিদ্যমান নাই, ইহা অবধারণ করা হইতেছে।৪ [অতএব ব্রহ্ম অদ্বিতীয়; তদ্ভিন্ন কিছুই নাই, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥৩।২।৩৬॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥৩।২।৩৭॥

পদচ্ছেদ—অনেন, সর্ব্বগতত্বম্, আয়ামশব্দাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—[ননু ব্রহ্মণঃ অদ্বিতীয়ত্বে তদ্ব্যতিরেকেণ কস্যচিৎ অভাবাৎ কথং তস্য সর্ব্বগতত্বম্? তদাহ—] **অনেন**—সেত্বাদিব্যপদেশমুখাস্তস্য বস্ত্বন্তরস্য চ প্রতিষেধেন, [ব্রহ্মণঃ] **সর্ব্বগতত্বম্** সিদ্ধম্। [অপ্রতিষেধে হি লৌকিকসেতুবৎ ব্রহ্মণঃ অসর্ব্বগতত্বং প্রসজ্যেত। ননু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বং কিং তর্কমাত্রেণ সাধ্যতে? তত্র আহ—] **আয়ামশব্দাদিভ্যঃ**—"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২) ইতি আয়ামশব্দঃ—ব্যাপকত্ববাচকশব্দঃ, আদিশব্দেন—"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ" (গীতা ২।২৪) ইত্যাদিস্মৃতিঃ উক্তা, তেভ্যঃ

আয়ামশব্দাদিভ্যঃ অপি [ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বং সিদ্ধম্। তস্মাৎ অদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ আবিদ্যকং সর্ব্বম্ আদায় শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং তস্য সর্ব্বগতত্বং সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[কিন্তু ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলে তদ্ব্যতিরেকে কোন কিছুর অভাববশতঃ তাঁহার সর্ব্বগতত্ব কিপ্রকারে হইবে? তাহা বলিতেছেন—] অনেন—সেতু প্রভৃতি কথনের মুখ্যতার প্রতিষেধের এবং অন্য বস্তুর প্রতিষেধের দ্বারা, [ব্রহ্মের] সর্ব্বগতত্বম্—সর্ব্বব্যাপিতা সিদ্ধ হইল। [যেহেতু প্রতিষেধ না হইলে লৌকিক সেতুর ন্যায় ব্রহ্মের অসর্ব্বগতত্তা হইয়া পড়িবে। কিন্তু ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্তা কি মাত্র তর্কের দ্বারা সাধিত হইতেছে? সেই বিষয়ে বলিতেছেন—] আয়ামশব্দাদিভ্যঃ—"আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য", ইহা আয়ামশব্দ—ব্যাপকত্ববাচক শব্দ, আদিশব্দের দ্বারা—"নিত্য সর্ব্বগত ও স্থিরস্বভাবসম্পন্ন", ইত্যাদি স্মৃতি উক্ত হইয়াছে। সেই আয়ামশব্দ প্রভৃতি হইতেও [ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্তা সিদ্ধ হয়। অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আবিদ্যক সর্ব্বকে (—অদ্বিতীয় ব্রহ্মাশ্রিতা অবিদ্যার কার্য্যভূত সকল পদার্থকে) গ্রহণ করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা তাঁহার সর্ব্বগতত্তা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন অন্যপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ সর্ব্বগতত্বম্ অপি আত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি, অন্যথা হি তৎ ন সিধ্যেৎ।১ সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষু অঙ্গীক্রিয়মাণেষু পরিচ্ছেদঃ আত্মনঃ প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনাম্ এবমাত্মকত্বাৎ।২ তথা অন্যপ্রতিষেধেঽপি অসতি, 'বস্তু বস্ত্বন্তরাৎ ব্যাবর্ত্ততে' ইতি পরিচ্ছেদঃ এব আত্মনঃ প্রসজ্যেত।৩ সর্ব্বগতত্বং চ অস্য আয়ামশব্দাদিভ্যঃ বিজ্ঞায়তে।৪ আয়ামশব্দঃ ব্যাপ্তিবচনঃ শব্দঃ।৫ "যাবান

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদন।]

"অনেন" (—ইহার দ্বারা), অর্থাৎ [ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞাপক হেতুরূপে উপন্যস্ত] সেতু প্রভৃতির বর্ণনাকে নিরাকরণের দ্বারা এবং [৩।২।৩৬ সূত্রভাষ্যে প্রদর্শিত] অন্য (—ব্রহ্মব্যতিরিক্ত) বস্তুর প্রতিষেধকে আশ্রয়ের দ্বারা আত্মার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হইতেছে, যেহেতু অন্যথা (—সেত্বাদিব্যপদেশের নিরাকরণ ও অন্য বস্তুর প্রতিষেধ না হইলে) তাহা সিদ্ধ হইবে না।১ দেখ, সেতু প্রভৃতির বর্ণনাসকল মুখ্যরূপে অঙ্গীকৃত হইলে আত্মার পরিচ্ছেদ (—সসীমতা) হইয়া পড়িবে, কারণ সেতু প্রভৃতি এইপ্রকার [পরিচ্ছিন্ন] স্বভাবসম্পন্ন।২ এইরূপে অন্যের (—ব্রহ্মভিন্ন বস্তুর) প্রতিষেধ না হইলে, 'এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন', এইহেতুবশতঃও আত্মার পরিচ্ছেদ (—বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা সসীমতা) অবশ্যই হইয়া পড়িবে।৩ [আত্মা কিন্তু পরিচ্ছিন্ন নহেন], যেহেতু ইঁহার সর্ব্বগতত্ব আয়ামশব্দ প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।৪ আয়ামশব্দ, ইহার অর্থ—ব্যাপ্তিবাচকশব্দ (—সর্ব্ববস্তু ব্যাপিয়া থাকা, সর্ব্বগতত্তা, ইহাই আয়ামশব্দের অর্থ)।৫ [আত্মার সর্ব্বগতত্তাবিষয়ে শাস্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন—] "এই [ভৌতিক] আকাশ

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈ অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।৩), "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২), "জ্যায়ান্ দিবঃ" (ছাঃ ৩।১৪।৩), "জ্যায়ান্ আকাশাৎ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২), "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলোঽয়ং সনাতনঃ" (গীতা ২।২৪) ইতি এবমাদয়ঃ হি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়াঃ সর্ব্বগতত্বম্ আত্মনঃ অববোধয়ন্তি ।৬।৩।২।৩৭।

ইতি সপ্তমং পরাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

যতটা, হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী এই আকাশও ততটা", "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য", "দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর", "আকাশ হইতে মহত্তর", "ইনি নিত্য সর্ব্বগত স্থাণু (—স্থিরস্বভাব, পরিণামহীন), অচল (—পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী) এবং সনাতন (—অনাদি"), ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায় (১৪) আত্মার সর্ব্বগতত্ব বোধ করাইতেছে ।৬ [অতএব ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও অনবচ্ছিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল] ।৩।২।৩৭।

পরাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

৮। ফলাধিকরণম্ । [৩৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই ফলদাতা, স্বাধীন অপূর্ব্ব নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ হওয়ায় ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ, ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে। ফলে কর্ম্মফলদাতৃত্ব তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় উচ্চাবচ সৃষ্টি ও জীবের অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সের জন্য শ্রুতির প্রবৃত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। এইপ্রকার আক্ষেপের।

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকতাবিষয়ে যুক্তি]

(১৪) "অধ্যস্তং জগৎ অধিষ্ঠানেন ব্রহ্মণা ব্যাপ্তম্ অধ্যস্তত্বাৎ, রজ্জুব্যাপ্তসর্পবৎ", ইহাই এই স্থলে ন্যায় (—যুক্তি)। শঙ্কা—কিন্তু সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিত্বই (—পৃথিব্যাদি যাবতীয় মূর্ত্ত বস্তুর সহিত যে সংযোগসম্বন্ধে অবস্থিতি, তাহাই) সর্ব্বগতত্ব। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পৃথিব্যাদি মূর্ত্তবস্তুসকল ব্রহ্মভিন্নরূপে না থাকিলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিতা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? সমাধান—রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্পের ন্যায় যাবতীয় মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থ ব্রহ্মে অধ্যস্ত। অধিষ্ঠান রজ্জু যেমন অধ্যস্ত সর্পে সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকায় হয় সর্পব্যাপক, তদ্রূপ অধিষ্ঠান ব্রহ্মও অধ্যস্ত (—আরোপিত) জগতের সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকায় হন 'সর্ব্বব্যাপক'। ব্রহ্ম অণুপরিমাণ হইলে সর্ব্ব বস্তুর উপাদান হইতে পারিবেন না। মধ্যমপরিমাণ হইলে সাবয়ব, সুতরাং বিনাশী হইয়া পড়িবেন। অতএব পরিশেষবশতঃ তাঁহার সর্ব্বগতত্বই সিদ্ধ হয়। এই যে 'সর্ব্ব', তাহা তাঁহাতে অধ্যস্ত, মিথ্যা; তাহার দ্বারা ব্রহ্মভিন্ন সত্য বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয় না। অতএব ব্রহ্ম নির্বিশেষ অদ্বিতীয় ও অনবচ্ছিন্ন, তদ্ব্যতিরেকে কিছুই নাই, ইহা সিদ্ধ হইল। এইরূপে ৩।২।৫-৩।২।৭ এই অধিকরণত্রয়ে তৎপদলক্ষ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইল। পরাধিকরণ সমাপ্ত।

সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার আক্ষেপ-সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—এই যে তৎ ও ত্বংপদার্থের বিবেক প্রদর্শিত হইল, তাহা পরমকারুণিক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কৃপাবলেই সম্ভব। ইহা প্রতিপাদনের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণসকলের সহিত এই অধিকরণের [উপজীব্য-উপজীবকভাব] সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণত্রয়ে তৎপদলক্ষ্য শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু বাচ্যার্থজ্ঞানব্যতিরেকে লক্ষ্যার্থের জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় এই অধিকরণে তৎ-পদবাচ্য ঈশ্বরের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কর্ম্মৈব ফলদং যদ্বা কর্ম্মারাধিত ঈশ্বরঃ।
অপূর্ব্বাবান্তরদ্বারা কর্ম্মণঃ ফলদাতৃতা॥
অচেতনাৎ ফলাসূতেঃ শাস্ত্রীয়াৎ পুজিতেশ্বরাৎ।
কালান্তরে ফলোৎপত্তের্নাপূর্ব্বপরিকল্পনা॥

অন্বয়—কর্ম্মৈব ফলদং, যদ্বা কর্ম্মারাধিতঃ ঈশ্বরঃ? অপূর্ব্বাবান্তরদ্বারা কর্ম্মণঃ ফলদাতৃতা। অচেতনাৎ ফলাসূতেঃ শাস্ত্রীয়াৎ পুজিতেশ্বরাৎ কালান্তরে ফলোৎপত্তেঃ অপূর্ব্বপরিকল্পনা ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[পরমেশ্বরস্য কর্ম্মফলদাতৃত্বম্ অত্র বিষয়ঃ। "স্বর্গকামো যজেত", "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মনা ভবতি পাপঃ পাপেন" (বৃঃ ৩।২।১৩), ইত্যাদিশ্রুতৌ কর্ম্মণঃ এব ফলদাতৃত্বং প্রতীয়তে; "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অন্নাদঃ বসুদানঃ" (বৃঃ ৪।৪।২৪), "যাথাতথ্যতঃ অর্থান্ ব্যদধাৎ" (ঈশঃ ৮), ইত্যাদৌ চ ঈশ্বরস্য। অতঃ সংশয়ঃ ভবতি—] কর্ম্ম এব ফলদং, যদ্বা কর্ম্মারাধিতঃ ঈশ্বরঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আশুতরবিনাশিনঃ কর্ম্মণঃ অপূর্ব্বব্যবধানেনাপি কালান্তরভাবিফলদাতৃত্বসম্ভবাৎ ঈশ্বরকল্পনে গৌরবং স্যাৎ। অতঃ] অপূর্ব্বাবান্তরদ্বারা কর্ম্মণঃ ফলদাতৃতা [অভ্যুপেয়া]।

সিদ্ধান্ত—[লোকে সেবাদিক্রিয়ায়াম্ অচেতনায়াং ফলদানাদর্শনাৎ] অচেতনাৎ [কর্ম্মণঃ অপূর্ব্বাৎ বা কালান্তরে তারতম্যেন প্রতিনিয়তং] ফলাসূতেঃ, [সেবিতরাজবৎ] শাস্ত্রীয়াৎ পুজিতেশ্বরাৎ কালান্তরে ফলোৎপত্তেঃ [চ] অপূর্ব্বপরিকল্পনা ন [সঙ্গচ্ছতে। নচ অস্মৎপক্ষে ঈশ্বরকল্পনে গৌরবম্, শাস্ত্রসিদ্ধত্বেন তস্য অকল্পনীয়ত্বাৎ। "এষঃ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌঃ ৩।৮), ইতি শ্রুতিঃ ঈশ্বরস্যৈব ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলদাতৃত্বং তদনুসারেণ তৎকারয়িতৃত্বং চ অভিদধাতি। এবং সতি চ ঈশ্বরস্য প্রামাণিকত্বে তবৈব প্রত্যুত অশ্রুতস্য অপূর্ব্বস্য কল্পনে গৌরবং ভবেৎ। অতঃ কর্ম্মভিঃ আরাধিতঃ ঈশ্বরঃ এব ফলদাতা ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[পরমেশ্বরের কর্ম্মফলদাতৃত্ব এখানে বিষয়। "স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবেন", "পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্যবান্ এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপী হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মেরই ফলদাতৃতা প্রতিভাত হইতেছে; "সেই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মাই অন্নভক্ষক ও ধনদাতা (—কর্ম্মফলদাতা"), "যথাযথ (—কর্ম্মরূপ সাধনানুযায়ী) কর্ত্তব্য পদার্থসমূহ বিভাগ করিয়াছেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব প্রতিভাত হইতেছে। এইহেতু সংশয় হয়—] কর্ম্মই ফলদাতা, অথবা কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর?

পূর্ব্বপক্ষ—[অতিশীঘ্র বিনাশি কর্ম্মের পক্ষে অপূর্ব্বকে (১) মধ্যস্থলে রাখিয়া কালান্তরভাবি ফলপ্রদান সম্ভব হওয়ায় ঈশ্বরকল্পনাতে গৌরব হইয়া পড়িবে। এইহেতু] অবান্তর (—মধ্যবর্ত্তী) অপূর্ব্বের দ্বারা কর্ম্মের ফলদাতৃতা অঙ্গীকার্য্য।

সিদ্ধান্ত—[লোকমধ্যে অচেতন সেবাদিক্রিয়াতে ফলদাতৃত্ব পরিদৃষ্ট না হওয়ায়] অচেতন কর্ম্ম হইতে, [অথবা অপূর্ব্ব হইতে কালান্তরে তরতমভাবে প্রতিনিয়ত] ফল উৎপন্ন হয় না বলিয়া এবং [সেবিত রাজার ন্যায়] শাস্ত্রসিদ্ধ পূজিত ঈশ্বর হইতে কালান্তরে ফলোৎপত্তি হয় বলিয়া অপূর্ব্বের কল্পনা সঙ্গত নহে। [আর আমাদের পক্ষে ঈশ্বরকল্পনাতে গৌরব হয় না, যেহেতু শাস্ত্রসিদ্ধ তিনি কল্পনার বিষয় নহেন। "ইনিই সাধু কর্ম্ম করান", ইত্যাদি শ্রুতি ঈশ্বরেরই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতৃত্ব ও তদনুসারে তৎকারয়িতৃত্বের কথা বলেন। এইপ্রকারে ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তোমারই কিন্তু অপ্রকৃত অপূর্ব্বের কল্পনাতে গৌরবদোষ হইয়া পড়িবে। অতএব কর্ম্মসকলের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বরই ফলদাতা, ইহা সিদ্ধ হইল।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ম্মই ফলদাতা হওয়ায় ঈশ্বর অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং তৎপদের বাচ্যার্থ সিদ্ধ না হওয়ায় লক্ষ্যার্থও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—ঈশ্বরেরই কর্ম্মফলদাতৃত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তৎপদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ উভয়ই সিদ্ধ হয়।

ফলমতঃ উপপত্তেঃ ॥৩।২।৩৮॥

পদচ্ছেদ—ফলম্, অতঃ উপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—[সর্ব্বস্য জন্তোঃ কিং ঈশ্বরানপেক্ষাৎ কর্ম্মণঃ এব ফলং ভবতি, উত কর্ম্মারাধিতাৎ ঈশ্বরাৎ ইতি সন্দেহে, কর্ম্মণঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অতঃ**—অস্মাৎ ঈশ্বরাৎ [সর্ব্বস্য জন্তোঃ] **ফলম্**—সুখদুঃখাদিভোগঃ [ভবিতুম্ অর্হতি। কুতঃ ?] **উপপত্তেঃ**—অচেতনাৎ ক্ষণিকাৎ কর্ম্মণঃ ফলাসম্ভবেন সর্ব্বজ্ঞঃ চেতনঃ ঈশ্বরঃ তত্তাবতং বিজ্ঞায় তদনুসারি ফলং যচ্ছতি ইতি উপপত্তেঃ।

অনুবাদ—[ঈশ্বরনিরপেক্ষ কর্ম্ম হইতেই কি সকল জীবের ফল হইয়া থাকে, অথবা কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর হইতে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'কর্ম্ম হইতে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অতঃ**—এই ঈশ্বর হইতে [সকল জীবের] **ফলম্**—সুখদুঃখাদির ভোগ [হইয়া থাকে, ইহা সঙ্গত। কেন ? উত্তর—] **উপপত্তেঃ**—যেহেতু অচেতন ও ক্ষণিক

ভাবদীপিকা [অপূর্ব্ব পদার্থের পরিচয়]

(১) যজ্ঞাদি কর্ম্ম ক্রিয়াত্মক হওয়ায় উৎপত্তির পর পঞ্চম ক্ষণে * বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু তাহা দীর্ঘকাল পরে স্বর্গাদি ফলদান করিতে পারে না। এইপ্রকার অসঙ্গতি নিরাকরণের জন্য পূর্ব্বমীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণ অপূর্ব্ব (—অদৃষ্ট) নামক পদার্থ কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন—কর্ম্ম অপূর্ব্বকে উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। মধ্যবর্ত্তিকালে সেই অপূর্ব্ব জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং যথাকালে কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়।

* কর্ম্ম সাধারণতঃ পঞ্চম ক্ষণে বিনষ্ট হইলেও বিভাগজ বিভাগ অঙ্গীকার করিলে সপ্তম ক্ষণে এবং দ্রব্যনাশসাপেক্ষ বিভাগজবিভাগ অঙ্গীকার করিলে অষ্টম ক্ষণে বিনষ্ট হয় (১০৪কাঃ মুক্তাবলী দ্রঃ)।

কর্ম্ম হইতে ফল সম্ভব না হওয়ায় স্বাধীন চেতন ঈশ্বর [জীবের] শুভাশুভ কর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুসারে ফল প্রদান করেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্যৈব ব্রহ্মণঃ ব্যাবহারিক্যাম্ ঈশিত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়াম্ অয়ম্ অন্যঃ স্বভাবঃ বর্ণ্যতে।১ যদেতৎ ইষ্টানিষ্টব্যামিশ্রলক্ষণং কর্ম্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তূনাং, কিম্ এতৎ কর্ম্মণঃ ভবতি, আহোস্বিৎ ঈশ্বরাৎ ইতি ভবতি বিচারণা।২ তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে—ফলম্ অতঃ ঈশ্বরাৎ ভবিতুম্ অর্হতি।৩ কুতঃ?৪ উপপত্তেঃ।৫ সঃ হি সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধৎ দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্ম্মিণাং কর্ম্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়তি ইতি উপপদ্যতে।৬ কর্ম্মণস্তু অনুক্ষণবিনাশিনঃ * কালান্তরভাবি ফলং ভবতি ইতি অনুপপন্নম্, অভাবাৎ ভাবানুৎপত্তেঃ।৭ স্যাদেতৎ, কর্ম্ম বিনশ্যৎ স্বকালম্ এব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কর্ত্রা ভোক্ষ্যতে ইতি।৮ তদপি ন পরিশুধ্যতি, প্রাগ্‌ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ

* অবৰ্কবিনাশিনঃ, ইতি পাঠঃ। প্রত্যক্ষবিনাশিনঃ ইতি তত্তার্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সঙ্গতি। ব্যবহারদশাতে ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা, নাশশীল কর্ম্ম নহে।]

সেই [নির্ব্বিশেষ] ব্রহ্মেরই ব্যাবহারিক ঈশিতৃ-ঈশিতব্যরূপ (—শাসক ও শাসিতরূপ, অথবা নিয়ামক ও নিয়ম্যরূপ) বিভাগাবস্থাতে [ফলদাতৃত্বাদিরূপ] এই অন্য স্বভাব বর্ণিত হইতেছে।১ প্রাণিগণের এই যে প্রসিদ্ধ ইষ্ট (—দেবাদির সুখ), অনিষ্ট (—নারকী ও পশ্বাদির দুঃখ) ও ব্যামিশ্রাত্মক (—মনুষ্যগণের সুখ ও দুঃখমিশ্রিতাত্মক) ত্রিবিধ সংসারগোচর (—জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসারে আশ্রিত) কর্ম্মফল, ইহা কি কর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে, অথবা ঈশ্বর হইতে, এইপ্রকার বিচার-প্রবৃত্তি হইতেছে।২ সেই বিষয়ে [সিদ্ধান্ত] প্রতিপাদিত হইতেছে—[কর্ম্মের] ফল "ইঁহা হইতে", অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে হয়, ইহা সঙ্গত।৩ কেন?৪ [উত্তর—] যেহেতু যুক্তিসঙ্গত।৫ [সেই যুক্তি এই—] যেহেতু বিচিত্র সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের বিধানকারী সর্ব্বাধ্যক্ষ তিনি দেশবিশেষ ও কালবিশেষবিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ায় কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুরূপ ফল সম্পাদন (—প্রদান) করেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৬ কিন্তু অনুক্ষণ বিনাশি (—অবিরত নাশশীল, যজ্ঞাদি] কর্ম্ম হইতে কালান্তরভাবি ফল হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয় না।৭

[সিঃ—কর্ম্ম বিনাশি হওয়ায়, অপূর্ব্ববিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় এবং উভয়ই জড় হওয়ায় চেতন ঈশ্বরই ফলদাতা।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা, এমন হইতে পারে—যে কর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে, তাহা স্বকালেই (—নিজের বর্ত্তমানাবস্থাতেই) নিজের অনুরূপ ফল উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হয়, কালের দ্বারা ব্যবহিত সেই ফল কর্ত্তা-কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়, ইত্যাদি।৮ [সিদ্ধান্ত—]

শাঙ্করভাষ্যম্

ফলভাবানুপপত্তেঃ।৯ যৎকালং হি যৎ সুখং দুঃখং বা আত্মনা ভুজ্যতে, তস্যৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্।১০ ন হি অসম্বদ্ধস্য আত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ।১১ অথ উচ্যেত—মা ভূৎ কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ, কর্ম্মকার্য্যাৎ অপূর্ব্বাৎ ফলম্ উৎপৎস্যতে ইতি।১২ তদপি ন উপপদ্যতে, অপূর্ব্বস্য অচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্টসমস্য চেতনেন অপ্রবর্ত্তিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।১৩ তদস্তিত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ।১৪ অর্থাপত্তিঃ প্রমাণম্ ইতি চেৎ? ১৫ ন, ঈশ্বরসিদ্ধেঃ অর্থাপত্তিক্ষয়াৎ।১৬।৩।২।৩৮।

ভাষ্যানুবাদ

তাহাও পরিশুদ্ধ (—নির্দ্দোষ) হইতেছে না, যেহেতু ভোক্তার সহিত সম্বন্ধের পূর্ব্বে ফলতা উপপন্ন হয় না (—তাহাকে সেই পুরুষের কর্ম্মফলই বলা যায় না)।৯ যেহেতু যে কালে যে সুখ বা দুঃখ আত্মকর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়, লোকমধ্যে তাহারই ফলরূপতা প্রসিদ্ধ (—তাহাকেই ফল বলা হয়)।১০ দেখ, আত্মার সহিত অসম্বদ্ধ সুখ বা দুঃখের ফলরূপতা লৌকিক পুরুষগণ অবগত নহে (—তাদৃশ সুখদুঃখকে লোকে ফলরূপে বুঝে না)।১১ আর যদি বলা হয়—কর্ম্মের অব্যবহিত পরে ফলোৎপত্তি না হয়, না হউক, [কিন্তু] কর্ম্মের কার্য্যভূত অপূর্ব্ব (—অদৃষ্ট) হইতে ফল উৎপন্ন হইবে, ইত্যাদি।১২ [সিদ্ধান্ত—] তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রাদির ন্যায় অচেতন ও চেতনকর্ত্তৃক অপ্রেরিত অপূর্ব্বের প্রবৃত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।১৩ [অতএব অদৃষ্টবিষয়ে অনভিজ্ঞ জীব তাহার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না বলিয়া ঈশ্বরেরই তাহা সিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রৌঢ়িবাদাবলম্বনে বলিতেছেন—] আর তাহার (—অপূর্ব্বের) অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই।১৪ [আশুতরবিনাশি যজ্ঞাদি কর্ম্মের পক্ষে শ্রুতিতে বর্ণিত কালান্তরভাবি স্বর্গাদিফলের জনক হওয়া উপপন্ন হয় না বলিয়া স্থায়ী অপূর্ব্বের সিদ্ধিতে] অর্থাপত্তিই প্রমাণ, ইহা যদি বলা হয়? ১৫ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] তাহা বলা যায় না, যেহেতু ঈশ্বর সিদ্ধ হওয়ায় অর্থাপত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে (২)।১৬।৩।২।৩৮।

ভাবদীপিকা [অপূর্ব্ব বিষয়ে মতভেদ।]

(২) ভাব এই—কর্ম্মই হউক, বা তাহার কার্য্য অপূর্ব্বই হউক, জড় হওয়ায় চেতননিরপেক্ষ তাহা ফল প্রদান করিতে পারে না। কর্ম্মানুরূপ ফল বিষয়ে অভিজ্ঞ না হওয়ায় জীব সেই ফলদাতা চেতন হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বরকেই ফলদাতা-রূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। কর্ম্ম হওয়ায় সেবাকর্ম্ম স্থায়ি না হইলেও সেবিত রাজা যেমন তুষ্ট হইয়া ভৃত্যকে ফলদান করেন, তদ্রূপ শুভ কর্ম্ম স্থায়ি না হইলেও তাহার দ্বারা প্রসন্ন ঈশ্বরই ফলদান করেন, অপূর্ব্ব নহে। অতএব অর্থাপত্তিপ্রমাণের প্রবৃত্তিই এই স্থলে হইতে পারে না। পূর্ব্বমীমাংসকগণ জড় অপূর্ব্বকে ফলদাতা মনে করেন, এই স্থলে তাহা নিরাকৃত হইল। বাক্যপ্রতাকার

শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩।২।৩৯॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, ["সঃ বৈ এষঃ মহানজঃ আত্মা অন্নাদঃ বসুদানঃ" (বৃঃ ৪।৪।২৪) ইতি ঈশ্বরে ফলহেতুত্বস্য] শ্রুতত্বাৎ [ঈশ্বরঃ এব ফলদাতা]।

অনুবাদ—চ—আর, ["সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মাই অন্নভক্ষক ও ধনদাতা (—কর্ম্মফলদাতা"), এইপ্রকারে ঈশ্বরে ফলদাতৃতা] শ্রুতত্বাৎ—শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [ঈশ্বরই ফলদাতা]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন কেবলম্ উপপত্তেঃ এব ঈশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ।১ কিং তর্হি?২ শ্রুতত্বাৎ অপি ঈশ্বরম্ এব ফলহেতুং মন্যামহে।৩ তথাচ শ্রুতিঃ ভবতি—"সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অন্নাদঃ বসুদানঃ" (বৃঃ ৪।৪।২৪), ইতি এবংজাতীয়কা।৪॥৩।২।৩৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে শ্রুতি প্রদর্শন।]

কেবল যুক্তিবলেই আমরা ঈশ্বরকে ফলের হেতুরূপে (—ফলদাতৃরূপে) কল্পনা করিতেছি না।১ তবে কি করিতেছ?২ [উত্তর—] শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়াও ঈশ্বরকেই ফলের হেতুরূপে মনে করিতেছি।৩ সেই শ্রুতি এই—"সেই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা অন্নাদ (—সর্ব্ব প্রাণীতে অবস্থিত হইয়া সকলপ্রকার অন্নের ভক্ষক, অথবা প্রাণিগণকে অন্নদানকারী) ও বসুদানকারী (—ধন-দানকারী, কর্ম্মফলদাতা"), ইত্যাদি এইজাতীয়।৪ [অতএব দণ্ডচক্রাদি জড় উপকরণ গৃহীত হইলেও চেতন কুলালই যেমন কর্ত্তা, তদ্রূপ কর্ম্ম বা অপূর্ব্বরূপ জড় উপকরণ অপেক্ষিত হইলেও চেতন ঈশ্বরই ফলদাতা, ইহা সিদ্ধ হইল]॥৩।২।৩৯॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব ॥৩।২।৪০॥

পদচ্ছেদ—ধর্ম্মম্, জৈমিনিঃ, অতঃ, এব।

সূত্রার্থ—[যতঃ শ্রুত্যুপপত্তিভ্যাম্ ঈশ্বরং ফলদাতারং মন্যতে সিদ্ধান্তী], অতঃ এব—তাভ্যাং শ্রুত্যুপপত্তিভ্যাম্ এব, ধর্ম্মম্—যজ্ঞাদিকর্ম্ম [ফলদাতারং মন্যতে আচার্য্যঃ] জৈমিনিঃ। [তথাহি "স্বর্গকামঃ যজেত", ইতি বিধিবিষয়স্য যাগস্য স্বর্গসাধনত্বং শ্রুতম্।

ভাবদীপিকা [অপূর্ব্ববিষয়ে মতভেদ।]

মনে করেন—এই যে অপূর্ব্বের অনঙ্গীকার, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকারের প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। জড় অপূর্ব্ব স্বাধীনভাবে ফলপ্রদান করিতে পারে না, ইহাই বিবক্ষিত। অন্যথা ৩।১।২ কৃতাত্যয়াধিকরণের এবং সেই স্থলে উদাহৃত "যে ইহ রমণীয়চরণাঃ" (ছাঃ ৫।১০।৭), ইত্যাদি শ্রুতি এবং "কর্ম্মফলম্ অনুভূয় ততঃ শেষেণ" (গৌঃ সং ১১।২৯) ইত্যাদি স্মৃতির বিরোধ হইয়া পড়িবে, কারণ সেই স্থলে উক্ত বাক্যসকলের বলে কর্ম্মাশয়যুক্ত (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্টযুক্ত) জীব স্বর্গে গমন করে এবং কর্ম্মশেষযুক্তগণ প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাভরণ-কার বলেন—জড়দণ্ডচক্রাদি যেমন চেতন কুম্ভকারের অধীন হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করে, তদ্রূপ জড় অপূর্ব্ব ঈশ্বরের অধীন হইয়াই ফলদান করে, ইহাই এই স্থলে প্রতিপাদ্য।

তন্নির্বাহায় শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ অপূর্ব্বাখ্যঃ ব্যাপারঃ যাগস্য উত্তরাবস্থারূপঃ কল্পনীয়ঃ, ইতি যাগাদিধর্ম্মঃ এব ফলদাতা, ঈশ্বরস্য সর্ব্বসাধারণস্য বিচিত্রফলদাতৃত্বানুপপত্তেঃ। ঈশ্বরশ্চেৎ দাতা অকৃতেঽপি কর্ম্মণি দদ্যাৎ সুখদুঃখাদি, কৃতেঽপি ন দদ্যাৎ স্বতন্ত্রাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যে শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্তী ঈশ্বরকে ফলদাতা মনে করেন], অতঃ এব—সেই শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারাই, ধর্ম্মম্—যজ্ঞাদি কর্ম্মকে [ফলদাতা-রূপে আচার্য্য] জৈমিনি [মনে করেন। যেমন দেখ, "স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবেন", এই বিধির বিষয় যে যজ্ঞ, তাহার স্বর্গসাধনতা শ্রুত হইয়াছে। তাহা নির্বাহের জন্য শ্রুতির প্রামাণ্যবলে যজ্ঞের পরবর্ত্তী অবস্থারূপ অপূর্ব্বনামক ব্যাপারকে কল্পনা করিতে হইবে; এইপ্রকারে যাগাদি ধর্ম্মই ফলদাতা, যেহেতু সকলের প্রতি সাধারণ ঈশ্বরের পক্ষে বিভিন্নপ্রকার ফলদাতৃতা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ঈশ্বর যদি ফলদাতা হন, কর্ম্ম না করিলেও সুখদুঃখাদি প্রদান করিবেন, কর্ম্ম করিলেও তাহা করিবেন না, যেহেতু তিনি স্বাধীন, ইহাই [পূর্ব্বপক্ষীর] ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

জৈমিনিস্তু আচার্য্যঃ ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে, অতঃ এব হেতোঃ শ্রুতেঃ উপপত্তেশ্চ।১ শ্রূয়তে তাবৎ অয়মর্থঃ "স্বর্গ-কামঃ যজেত", ইতি এবমাদিষু বাক্যেষু।২ তত্র চ বিধিশ্রুতেঃ বিষয়ভাবোপগমাৎ যাগঃ স্বর্গস্য উৎপাদকঃ ইতি গম্যতে।৩ অন্যথা

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—জৈমিনিমতে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে নানা দোষ। অপূর্ব্বের দ্বারা কর্ম্মই ফলদাতা।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] আচার্য্য জৈমিনি কিন্তু "এই হেতু হইতেই" অর্থাৎ [পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রদ্বয়োক্ত] 'শ্রুতি' (৩৯ সূঃ) এবং উপপত্তি (৩৮ সূঃ) হইতেই ধর্ম্মকে (—যজ্ঞাদি কর্ম্মকে) ফলের দাতা বলিয়া মনে করেন।১ ['শ্রুতি হইতে', ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এই বিষয় (—ধর্ম্মই ফলদাতা, ইহা) "স্বর্গকামী যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন", ইত্যাদি এই সকল বাক্যে শ্রুত হইতেছে।২ [কিন্তু কর্ম্মই ফলদাতা, ইহা উক্ত বাক্যসকল হইতে কিপ্রকারে সিদ্ধ হয়? তাহা বলিতেছেন—] আর সেই স্থলে বিধিশ্রুতির (—বিধিলিঙ্ প্রভৃতির) বিষয়ভাব (—কোন কিছু বিষয় আছে, ইহা) অবগত হওয়া যায় বলিয়া যাগ স্বর্গের উৎপাদক (—সাধন), ইহা অবগত হওয়া যায় (৩)।৩ যেহেতু অন্যথা (—স্বর্গের সাধন না হইলে, কষ্টসাধ্য হওয়ায়]

ভাবদীপিকা

(৩) বিধিবাক্য শ্রবণানন্তর কিপ্রকারে শাব্দীভাবনা ও আর্থীভাবনার উৎপত্তি হইয়া পুরুষের যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা ১।৭৮-৭৯ পৃঃতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষের মনে আর্থীভাবনার উদয় হইলে ভাবনা (—ব্যাপার) কদাপি নির্বিষয়ক হয় না বলিয়া এবং অভিপ্রেত যে স্বর্গ, তাহার সাধন কি তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া করণরূপে যজ্ঞের উপস্থিতি হয়। তাহাতে "স্বর্গকামঃ যজেত", এই বাক্য হইতে 'স্বর্গকামী ব্যক্তির স্বর্গের করণভূত যজ্ঞাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত,' এইপ্রকার অর্থের উপস্থিতি হয়। এইপ্রকারে যজ্ঞাদি ধর্ম্ম স্বর্গের সাধন, ইহা অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

হি অননুষ্ঠাতৃকঃ যাগঃ আপদ্যেত, তত্র অস্য উপদেশবৈয়র্থ্যং স্যাৎ।৪ ননু অনুক্ষণবিনাশিনঃ কর্ম্মণঃ ফলং ন উপপদ্যতে ইতি পরিত্যক্তঃ অয়ং পক্ষঃ।৫ নৈষঃ দোষঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ।৬ শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং যথা অয়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুতঃ উপপদ্যতে, তথা কল্পয়িতব্যঃ।৭ ন চ অনুৎপাদ্য কিমপি অপূর্ব্বং কর্ম্ম বিনশ্যৎ কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি, অতঃ কর্ম্মণঃ বা সূক্ষ্মা কাচিৎ উত্তরাবস্থা, ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থা অপূর্ব্বং নাম অস্তি ইতি তর্ক্যতে।৮ উপপদ্যতে চ অয়ম্ অর্থঃ উক্তেন প্রকারেণ।৯ ঈশ্বরস্তু ফলং দদাতি ইতি অনুপপন্নম্, অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্রকার্য্যানুপ-

ভাষ্যানুবাদ

যাগ অননুষ্ঠাতৃক হইয়া পড়িবে (—কেহ অনুষ্ঠান করিবে না), তাহাতে [শ্রুতিতে] ইহার উপদেশ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু আশুতর বিনাশি কর্ম্মের [কালান্তরে] ফল (—ফলোৎপত্তি) যুক্তিসঙ্গত নহে, এইহেতু এই পক্ষ পরিত্যক্ত হইয়াছে (৩।২।৩৮ সূঃ ৭ বাক্য)।৫ [পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু শ্রুতির প্রামাণ্য আছে।৬ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] শ্রুতি যদি প্রমাণ হন, [তাহা হইলে] শ্রুতিতে বর্ণিত কর্ম্মফলসম্বন্ধ (—যজমানের সহিত যাগাদি কর্ম্মের ফলসম্বন্ধ) যেপ্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়, সেইপ্রকার কল্পনা করিতে হইবে।৭ আর কোনপ্রকার অপূর্ব্বকে (—অদৃষ্টকে) উৎপাদন না করিয়া বিনাশি কর্ম্ম কালের দ্বারা ব্যবহিত ফলকে প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, এইহেতু [ফলজনকতা সিদ্ধির জন্য] কর্ম্মের কোনপ্রকার সূক্ষ্ম পরবর্ত্তী অবস্থা, অথবা [ফলোৎপত্তি অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া] ফলের কোনপ্রকার পূর্ব্বাবস্থা, যাহার নাম অপূর্ব্ব, তাহা বর্ত্তমান আছে, ইহা তর্ক করা হইতেছে (—অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে নির্ণয় করা হইতেছে)।৮ [এক্ষণে "উপপত্তেঃ" (৩।২।৩৮ সূঃ), এই দ্বিতীয় হেতুটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর উক্তপ্রকারে (—'বিধিশ্রুতির কিছু বিষয় আছে', ৩ বাক্য, ইত্যাদিপ্রকারে) এই বিষয়টী (—যাগাদি কর্ম্ম অপূর্ব্বদ্বারে স্বর্গের সাধন, ইহা) যুক্তিসঙ্গত হইতেছে।৯ [শ্রুতি এবং উপপত্তির দ্বারা সপক্ষ সমর্থন করিয়া সিদ্ধান্তে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] ঈশ্বর ফল প্রদান করেন, ইহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু অবিচিত্র (—একরস, ব্রহ্মরূপ] কারণের [জগদ্রূপ] বিচিত্র কার্য্য সঙ্গত নহে, [যেহেতু তাহাতে কার্য্য অকারণক হইয়া পড়িবে]; যেহেতু [শুভাশুভ ফলপ্রদান করায়] বিষমতা ও নিষ্ঠুরতা দোষ হইয়া পড়িবে (৪) এবং যেহেতু

ভাবদীপিকা [অপূর্ব্বাঙ্গীকারে যুক্তি, সিদ্ধান্তে গৌরবদোষ।]

(৪) কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর ফলদাতা, সুতরাং বৈষম্যাদি দোষ হয় না, ইহা অঙ্গীকারকারী-কেও অবশ্যই কালান্তরভাবি ফলের জন্য 'অপূর্ব্ব' কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং অপূর্ব্ব যখন

শাঙ্করভাষ্যম্

পতেশ্চ, বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ অনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ।১০ তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ এব ফলম্ ইতি ১১॥৩।২।৪০॥

ভাষ্যানুবাদ

[স্বাধীন ঈশ্বরই ফলদাতা হইলে যজ্ঞাদিকর্ম্মের] অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।১০ সেইহেতু (—এই সকল দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া) ধর্ম্ম (—কর্ম্ম) হইতেই ফল হয়, [ঈশ্বর হইতে নহে], ইহা সিদ্ধ হয় ।১১॥৩।২।৪০॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩।২।৪১॥

সূত্রার্থ—[সমাধত্তে—] **তু**শব্দঃ- ঈশ্বরানধিষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ অপূর্ব্বস্য বা ফলদাতৃত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি। **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্যঃ বাদরায়ণঃ, **পূর্ব্বম্**- পূর্ব্বোক্তম্ ঈশ্বরং [ফলদাতারং মন্যতে। কুতঃ ?] **হেতুব্যপদেশাৎ**—"এষঃ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌঃ ৩.৮), "অন্নাদঃ বসুদানঃ" (বৃঃ ৪।৪।২৪) ইত্যাদিশ্রুত্যা,"লভতে চ ততঃ কামান্" (গীতা ৭।২২),ইত্যাদিস্মৃত্যা চ ঈশ্বরস্যৈব ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ তৎফলে চ হেতুত্বেন ব্যপদেশাৎ ইত্যর্থঃ। ["কর্ম্ম অপূর্ব্বং বা স্বস্বরূপস্ববিনিয়োগসাক্ষাৎকারবদধিষ্ঠিতং ভবিতুম্ অর্হতি, অচেতনত্বাৎ মৃদাদিবৎ", ইত্যাদ্যনুমানমপি শ্রুত্যনুগুণোপপত্তিরূপেণ সংগ্রহণীয়ম্। অতঃ তত্তৎকর্ম্মসাপেক্ষাৎ ঈশ্বরাৎ এব ফলসিদ্ধিঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[সমাধান করিতেছেন -] **তু**শব্দ—ঈশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত কর্ম্মের, অথবা অপূর্ব্বের ফলদাতৃত্ব নিরাকরণ করিতেছে। **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্য বাদরায়ণ, **পূর্ব্বম্**—পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরকে [ফলদাতারূপে মনে করেন। কেন ? তাহা বলিতেছেন—] **হেতুব্যপদেশাৎ**—যেহেতু "ইনিই সাধু কর্ম্ম করান", "অন্নদানকারী ধনদানকারী", ইত্যাদি শ্রুতি এবং "তাঁহা হইতে কাম্যফলসকল লাভ করে", ইত্যাদি স্মৃতির দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মে ও তাহার ফলে হেতুরূপে ঈশ্বরেরই বর্ণনা আছে। ["কর্ম্ম অথবা অপূর্ব্ব নিজের স্বরূপ ও নিজের বিনিয়োগ বিষয়ে জ্ঞানবান্ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে ইহা সঙ্গত, যেহেতু তাহারা অচেতন যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি", ইত্যাদি অনুমানকেও শ্রুতির সহকারী যুক্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব তত্তৎ কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর হইতেই ফলসিদ্ধি হয়, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ভাবদীপিকা

অঙ্গীকার করিতেই হইল, তখন ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বকল্পনার আবশ্যকতা কি ? কিন্তু অচেতন অপূর্ব্ব কিপ্রকারে ফলদান করিবে ? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সংবেষ্টন সংস্কারযুক্ত (—স্থিতিস্থাপক সংস্কারযুক্ত) অচেতন কট (—চাটাই) যেমন চেতনের সহায়তাব্যতিরেকেই সংবেষ্টিত হয়, অচেতন অপূর্ব্ব হইতেও সেইপ্রকারে ফল সিদ্ধ হইবে। এক অপূর্ব্ব হইতেই প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় অপূর্ব্ব, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রসাদ, এই তিনটী কল্পনা করিলে সিদ্ধান্তীর পক্ষ গৌরবদোষগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। "অন্নাদঃ বসুদানঃ" (বৃঃ ৪।৪।২৪), ইত্যাদি শ্রুতি উপাসনাবিধির অর্থবাদ মাত্র। রাজার প্রসন্নতা প্রভৃতির দৃষ্টান্তও সঙ্গত নহে, যেহেতু দৃষ্ট পদার্থ হওয়ায় তাহা সঙ্গত। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতাবিষয়ে কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না। অতএব ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে কোন যুক্তি না থাকায় অপূর্ব্বকেই তদ্রূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাদরায়ণস্তু আচার্য্যঃ পূর্ব্বোক্তম্ এব ঈশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে।১ কেবলাৎ কর্ম্মণঃ অপূর্ব্বাৎ বা কেবলাৎ ফলম্ ইতি অয়ং পক্ষঃ তুশব্দেন ব্যাবর্ত্ত্যতে।২ কর্ম্মাপেক্ষাৎ অপূর্ব্বাপেক্ষাৎ বা যথা তথা অস্তু ঈশ্বরাৎ ফলম্ ইতি সিদ্ধান্তঃ।৩ কুতঃ?৪ হেতুব্যপদেশাৎ।৫ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ অপি হি কারয়িতৃত্বেন ঈশ্বরঃ হেতুঃ ব্যপদিশ্যতে, ফলস্য চ দাতৃত্বেন—"এষঃ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষঃ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধঃ নিনীষতে" (কৌঃ ৩।৮) ইতি।৬ স্মর্য্যতে চ অয়ম্ অর্থঃ ভগবদ্গীতাসু "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাদরায়ণমতে—কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই ফলদাতা। পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি নিরাকরণ।]

আচার্য্য বাদরায়ণ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত (—৩৮,৩৯ সূত্রে প্রতিপাদিত) ঈশ্বরকেই ফলের হেতুরূপে মনে করেন।১ কেবল (—ঈশ্বরনিরপেক্ষ) কর্ম্ম হইতে, অথবা, কেবল অপূর্ব্ব হইতে ফল হইয়া থাকে, ইত্যাদি এই পক্ষ তুশব্দের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে।২ [পূর্ব্বপক্ষীর মতে] কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া, অথবা অপূর্ব্বকে অপেক্ষা করিয়া যেপ্রকারে [পরবর্ত্তিকালে] ফল হইয়া থাকে, সেইপ্রকারে [তহাদের মধ্যে অন্যতরাপেক্ষ] ঈশ্বর হইতে ফল হয়, ইহা সিদ্ধান্ত। [তাহাতে ঈশ্বরে বৈষম্যাদদোষ হয় না] ।৩ এইপ্রকার সিদ্ধান্তে হেতু কি?৪ [উত্তর—] যেহেতু [কর্ম্ম ও তাহার ফলের প্রতি ঈশ্বর] হেতুরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন।৫ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্মেরও কারয়িতৃরূপে (—প্রযোজককর্তৃরূপে) এবং ফলের দাতৃরূপে ঈশ্বররূপ হেতু [শ্রুতিতে] বর্ণিত হইতেছেন (৫), যথা—"যাহাকে ইহলোকে হইতে উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন ইনিই তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান, আবার ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান যাহাকে আধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি।৬ আর ভগবদ্গীতাতে এই অর্থ ই স্মৃত হইতেছে, যথা—"যে যে ভক্ত যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাপুর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই

ভাবদীপিকা

(৫) এই স্থলে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষীর অর্থাপত্তিপ্রমাণ নিরাকৃত হইল। তাহা এইপ্রকার—অপূর্ব্ব অচেতন হওয়ায় স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া তাহার ফলদাতৃত্ব কল্পনা করিলে দৃষ্টবিরোধ হইয়া পড়িবে, কারণ অচেতনের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। আর যজ্ঞ—দেবতার পূজা। পূজ্যমান দেবতার প্রসাদদ্বারা ফল লব্ধ হয়, ইহাও কারীরী প্রভৃতি যজ্ঞে দৃষ্টসিদ্ধ হওয়ায় ঈশ্বরপ্রসাদবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই (৪ ভাবদী:), ইহা বলা যায় না। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি" (গীতা ১৮।৪৬), ইত্যাদি বহু শাস্ত্রবচনও সেই বিষয়ে প্রমাণ। এইপ্রকারে ঈশ্বরপ্রসাদদ্বারাই ফল সিদ্ধ হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর অর্থাপত্তিপ্রমাণ (৪০ সূঃ ৮ বাক্য) ঈশ্বরের দ্বারাই বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহার আর প্রবৃত্তিই হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

মিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" ॥ (গীতা ৭।২১-২২) ইতি।৭ সর্ব্বেবেদান্তেষু চ ঈশ্বর-হেতুকাঃ এব সৃষ্টয়ঃ ব্যপদিশ্যন্তে।৮ তদেব চ ঈশ্বরস্য ফলহেতুত্বং যৎ স্বকর্ম্মানুরূপাঃ প্রজাঃ সৃজতি ইতি।৯ বিচিত্রকার্য্যানুপপত্ত্যাদয়ঃ অপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বাৎ ঈশ্বরস্য ন প্রসজ্যন্তে। ১০ ॥৩।২।৪১॥ ইতি অষ্টমং ফলাধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য তত্ত্বংপদার্থ-পরিশোধনাখ্যঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তিবিষয়িণী শ্রদ্ধাকে আমি অচলা করি। সেই ভক্ত সেই শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনা করেন এবং [দেবগণের অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত] মৎকর্ত্তৃকই বিহিত সেই কামনাসকল (—কাম্যবস্তুসকল) তাঁহা (—সেই আরাধিত দেববিশেষ) হইতে লাভ করেন", ইত্যাদি।৭ আর সকল উপনিষদে ঈশ্বর যাহাদের হেতু, সেই সৃষ্টিসকলই বর্ণিত হইতেছে।৮ [আচ্ছা, ঈশ্বর সৃষ্টির হেতু, কিন্তু ফলের হেতু কিপ্রকারে হইলেন ? তাহা বলিতেছেন—] নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে [ঈশ্বর] প্রজাগণকে সৃষ্টি করেন, তাহাই ঈশ্বরের ফলহেতুতা।৯ [আর যে বলা হইয়াছে—একরস ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব নহে, ইত্যাদি (৪০ সূঃ ১০ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কৃতপ্রযত্নাপেক্ষ (—প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ) হওয়ায় বিচিত্র কার্য্যের অসঙ্গতি ইত্যাদি দোষসকল ঈশ্বরের উপর আপতিত হয় না (৬)।১০॥৩।২।৪১॥

ফলাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে যুক্তি, পূর্ব্বপক্ষে গৌরবদোষ।]

(৬) ঈশ্বর প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতা হওয়ায় এবং প্রাণীর বিচিত্র কর্ম্মই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের হেতু হওয়ায় বিচিত্র কার্য্যের অসঙ্গতি, বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাদিদোষ এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ব্যর্থতা, ইত্যাদি পূর্ব্ববাদিকর্ত্তৃক' কথিত দোষসকল (২১৩পৃঃ ১০ বাক্য) সিদ্ধান্তীর উপর আপতিত হয় না। ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বে পূর্ব্ববাদী যে গৌরবদোষ প্রদর্শন করিয়াছেন (৪ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ঈশ্বর শাস্ত্রসিদ্ধ; আর শুভকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার প্রসাদ লব্ধ হয়, ইহা রাজসেবাদি ও কারীরীযজ্ঞ প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় এতাদৃশ গৌরব দোষাবহ নহে। পূর্ব্ববাদীর পক্ষেই বরং (১) লোকমধ্যে অপ্রসিদ্ধ অপূর্ব্বের কল্পনা, (২) অচেতন তাহার ফলদাতৃত্ব, (৩) কতকালে ফল হইবে, তাহার স্থিরতা না থাকায় অপূর্ব্বের অতি দীর্ঘকালস্থায়িত্ব, (৪) সামর্থ্য থাকিলেও চেতন সকলে ফলদান করে না, কিন্তু অচেতন অপূর্ব্বের অবশ্য ফলদাতৃত্ব, (৫) অচেতন পদার্থের দেশকালাদি বিবেচনা

ভাবদীপিকা

করিয়া ফলদানসামর্থ্য, ইত্যাদি এই সকল কল্পনীয় হওয়ায় গৌরবদোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। "অন্নাদঃ বসুদানঃ", ইত্যাদি বাক্যসকলকে অর্থবাদ বলা যায় না, কারণ বহু শ্রুতি ও যুক্তিবলে ঈশ্বরেরই ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ হয়; স্বাধীন অপূর্ব্বের নহে। আর যে স্থিতিস্থাপকসংস্কারযুক্ত কটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে (৪ ভাবদী:), তাহাও চেতনসাপেক্ষ। চেতন জীব এমন কৌশলে তাহাকে নির্ম্মাণ করে যে, উক্তপ্রকার সঙ্কোচনসামর্থ্য তাহাতে উৎপন্ন হয়। অথবা জড়ের প্রবৃত্তি অসম্ভব হওয়ায় সর্ব্বহেতু পরমেশ্বরই তাদৃশ সঙ্কোচনের হেতু হউন্। এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষীর সকল যুক্তিই নিরাকৃত হওয়ায় প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই ফলদাতা, ঈশ্বরনিরপেক্ষ স্বাধীন অপূর্ব্ব নহে, ইহা সিদ্ধ হইল। এইপ্রকারে এই পাদের প্রথমার্দ্ধে ত্বংপদার্থের এবং শেষার্দ্ধে তৎপদার্থের শোধন (—জীব ও ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ) নিরূপিত হইল। ফলাধিকরণ সমাপ্ত।

শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়ের 'তত্ত্বংপদার্থপরিশোধন' নামক
দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

"শুদ্ধং ব্রহ্মাস্ম্যহং নিত্যমক্ষরং পরমং পদম্।
তিষ্ঠামি ক্ব ক্ব গচ্ছামি জগদাপূরিতং ময়া"॥

তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ

"মার্ত্তণ্ডঃ ধ্বান্তনাশায় তিলকস্বামিনং মুদে।
বিঘ্নেশং বিঘ্নবিধ্বস্ত্যৈ প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ"॥
"নমামি বিষ্ণুং বিবিধস্বরূপম্, সরস্বতীং চাপি তদীয় জিহ্বাম্ *।
ত্রৈবিদ্যবৃন্দান্বিতযো গুরুংশ্চ" শ্রীরামকৃষ্ণং ভবনাশনং চ॥

পাদপ্রতিপাদ্য—বেদান্তবাক্যবিচারদ্বারা সগুণবিদ্যাসকলে নানাশাখাপঠিত অপুনরুক্ত গুণোপসংহার, সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানে উপযোগী নানা শাখাপঠিত অপেক্ষিত অপুনরুক্ত পদ ও পদার্থোপসংহার এবং তাদৃশ উপসংহারপ্রসঙ্গে বিদ্যার ভেদাভেদ-চিন্তা। [গুণ—অঙ্গ। উপসংহার—একত্রীকরণ, একত্র সমাবেশ]।

অবান্তরপাদসঙ্গতি—বাক্যার্থনিরূপণই † এই পাদের প্রধান প্রতিপাদ্য, আর পদার্থজ্ঞান বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ। পূর্ব্বপাদে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যার্থজ্ঞানের কারণীভূত 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। এই পাদে বাক্যার্থ নিরূপিত হইতেছে এবং সগুণব্রহ্ম প্রাণ পঞ্চাগ্নি ইত্যাদি বিদ্যাসকল চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন ও পাপনাশদ্বারা নির্গুণব্রহ্মবোধক মহাবাক্যার্থজ্ঞানের সহায়ক হওয়ায় তত্তৎ বিদ্যাবোধক বাক্যসকলেরও অর্থ নির্ণয় করা হইতেছে। এইহেতু পদার্থনিরূপক পূর্ব্বপাদের সহিত বাক্যার্থনিরূপক এই পাদের **হেতু-হেতুমদ্ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

১। সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্। [১-৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বিধি নাম উপাস্যের অভিন্নতা এবং ফলাদির সমতাবশতঃ বিভিন্ন শাখাতে পঠিত তত্তৎ উপাসনার (—বিদ্যার) একত্ব। [দৃষ্টান্তরূপে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যস্থ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার একত্ব প্রতিপাদন]।

অধিকরণসঙ্গতি—পাদের আদি হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত সঙ্গতির অপেক্ষা নাই। অথবা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী অধিকরণচতুষ্টয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে সেই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের সাধনভূত উপাসনা বিচারিত হওয়ায় উক্ত অধিকরণচতুষ্টয়ের সহিত ইহার **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—বাক্যার্থনির্ণয়দ্বারা উপাসনার একত্ব বা বিভিন্নতা এবং উপাসনাঙ্গ (—গুণ) সকলের উপসংহার বা অনুপসংহার নির্ণীত হয় বলিয়া এবং সেই উপাসনার ফলে লব্ধ যে চিত্তের একাগ্রতা ও শুদ্ধতা, তাহাও পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষের হেতুভূত নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানের হেতু হয় বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সর্ব্ববেদেষ্বনেকত্বমুপাস্তেরথবৈকতা।
অনেকত্বং কৌথুমাদিনামধর্ম্মবিভেদতঃ॥

---

* কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, ১ম ভাগ সায়ণভাষ্যের মঙ্গলাচরণ দ্রঃ।

† লক্ষ্য করিতে হইবে—সমন্বয়াখ্য প্রথমাধ্যায়ে বেদান্তবাক্যের অর্থ জীব, অথবা ব্রহ্ম, অথবা অন্য কিছু, এইপ্রকার সন্দেহ করিয়া উপক্রমাদি তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গ ও শ্রুতিলিঙ্গাদি আকাঙ্ক্ষানিয়ামক প্রমাণের বলে ব্রহ্মই বাক্যার্থ, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। এই পাদে বাক্যার্থভূত সেই ব্রহ্ম এই এই গুণযুক্ত, এই এই পদের লক্ষ্যভূত, সেই

বিধিরূপফলৈকত্বাদেকত্বং নাম ন শ্রুতম্।
শিরোব্রতাখ্যধর্ম্মস্তু স্বাধ্যায়ে স্যান্ন, বেদনে ॥

অন্বয়—সর্ব্ববেদেষু উপাস্তেঃ অনেকত্বম্, অথবা একতা ? কৌথুমাদিনামধর্ম্মবিভেদতঃ অনেকত্বম্। বিধিরূপ-ফলৈকত্বাৎ একত্বম্, নাম ন শ্রুতম্, শিরোব্রতাখ্যধর্ম্মস্তু স্বাধ্যায়ে স্যাৎ, ন বেদনে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়——[উপাসনাবাক্যানি অত্র বিষয়ঃ। নানাশাখাপঠিতাসু উপাসনাসু নামাদি-ভেদাৎ চোদনাস্ববিশেষাৎ চ সংশয়ঃ ভবতি—] সর্ব্ববেদেষু উপাস্তেঃ অনেকত্বম্, অথবা একতা ?

পূর্ব্বপক্ষ—['কৌথুমম্' ইতি ছান্দোগ্যগতস্য নাম, 'বাজসনেয়কম্' ইতি বৃহদারণ্যক-গতস্য। তথা উপাসনান্তরেষু যোজয়িতব্যম্। ধর্ম্মভেদঃ অপি উপাসনাভেদগমকঃ শিরোব্রত-লক্ষণঃ মুণ্ডকশাখায়াং শ্রূয়তে—"শিরোব্রতং বিধিবৎ যৈস্তু চীর্ণম্" (মুঃ ৩।২।১০) ইতি। অতঃ] কৌথুমাদিনামধর্ম্মবিভেদতঃ [শাখাভেদাৎ উপাসনানাম্] অনেকত্বম্।

সিদ্ধান্ত—[ছান্দোগ্যে "যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ" (ছাঃ ৫।১।১) ইতি যাদৃশঃ প্রাণবিদ্যাবিধিঃ, তাদৃশঃ এব বৃহদারণ্যকে (বৃঃ ৬।১।১) অপি। তথা 'দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযো-ষিদাখ্যম্ অগ্নিপঞ্চকম্ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং যৎ স্বরূপং, তৎ উভয়োরপি শাখয়োঃ সমানম্। ফলং চ "জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি" (ছাঃ ৫।১।১), ইতি এবংরূপং প্রাণোপাস্তিজন্যং শাখান্ত-রেঽপি একবিধম্। অতঃ] বিধিরূপফলৈকত্বাৎ [শাখাভেদেঽপি উপাসনানাম্] একত্বম্। [অধ্যাপয়িতারঃ এব কেবলং তত্তচ্ছাখাপ্রবর্ত্তকমুনিনাম্না তং তং বেদং কৌথুমাদিনামভেদতঃ ব্যাহরন্তি। অতঃ] নাম ন শ্রুতম্। ["নৈতদ্ অচীর্ণব্রতঃ অধীতে" (মুঃ ৩।২।১১), ইতি অধ্যয়নধর্ম্মত্বাবগমাৎ] শিরোব্রতাখ্যধর্ম্মস্তু স্বাধ্যায়ে স্যাৎ, ন বেদনে। [তস্মাৎ ঐক্যহেতু-সদ্ভাবাৎ ভেদহেত্বভাবাৎ চ ন শাখাভেদাৎ উপাসনং ভিদ্যতে]।

অনুবাদ

সংশয়—[উপাসনাবোধক বাক্যসকল এখানে বিচার্য্য বিষয়। নানাশাখাতে পঠিত উপাসনাসকলে নামাদির ভিন্নতা ও বিধি প্রভৃতির অভিন্নতাবশতঃ সংশয় হইতেছে—] সকল বেদে [তত্তৎ] উপাসনাসকল অনেক, অথবা এক ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ছান্দোগ্যস্থ উপাসনাসকলের নাম 'কৌথুম', বৃহদারণ্যকস্থ সেই সকলের নাম 'বাজসনেয়ক'। এইপ্রকারে [অন্যান্য শাখাগত] অন্য উপাসনাসকলেও যোজনা করিতে হইবে। উপাসনার বিভিন্নতাজ্ঞাপক শিরোব্রতরূপ (—মস্তকে অঙ্গারপাত্রধারণরূপ) ধর্ম্মভেদও মুণ্ডকশাখাতে শ্রুত হইতেছে, যথা—"যাঁহারা যথাবিধি শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন", ইত্যাদি। সেইহেতু] কৌথুমাদি নাম ও ধর্ম্মের বিভিন্নতাবশতঃ [শাখাভেদে উপাসনাসকলের] অনেকতা হইবে।

সিদ্ধান্ত—[ছান্দোগ্যে "যে কেহ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন", ইত্যাদি যেপ্রকার প্রাণ-বিদ্যাবিষয়ক বিধি আছে, বৃহদারণ্যকেও সেইপ্রকারই আছে। এইরূপে 'দ্যুলোক পর্জ্জন্য পৃথিবী পুরুষ ও স্ত্রী' নামক পাঁচটী অগ্নি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে যাদৃশ স্বরূপসম্পন্ন, তাহাও উভয় শাখাতেই সমান। আর প্রাণোপাসনা হইতে উৎপন্ন যে ফল, যথা—"জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন" ইত্যাদি এইপ্রকার, তাহাও অন্য শাখাতে একইপ্রকার। সেইহেতু] বিধি রূপ (—উপাস্যের স্বরূপ) ও

ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মবিদ্যার একত্ব ও নানাত্ব, তাহাতে গুণের উপসংহার বা অনুপসংহার, ইত্যাদি এইপ্রকারে বাক্যার্থ নিরূপিত হইয়েছে বলিয়া সমন্বয়াধ্যায়ের সহিত এই পাদের কোন বিরোধ হয় না, অথবা পুনরুক্তিও হয় না

ফলের একত্ববশতঃ [শাখা বিভিন্ন হইলেও উপাসনাসকলের] একত্ব সিদ্ধ হয়। [কেবল বেদাধ্যায়িগণই তত্তৎ শাখাপ্রবর্ত্তক মুনির নামানুসারে সেই সেই বেদকে কৌথুমাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। এইহেতু] নাম প্রভৃতিতে পঠিত হয় নাই। ["শিরোব্রতের অনমুষ্ঠানকারী ইহা অধ্যয়ন করিবেন না", এইপ্রকারে অধ্যয়নকালীন ধর্ম্মরূপে অবগত হওয়া যায় বলিয়া] শিরোব্রতনামক ধর্ম্ম স্বাধ্যায়ে (—মুণ্ডকের পাঠে) বিহিত হইবে, উপাসনাতে নহে। [অতএব ঐক্যের হেতু থাকায় এবং ভেদের হেতু না থাকায় শাখাভেদে [তত্তৎ] উপাসনা বিভিন্ন হইবে না]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, শাখাভেদে তত্তৎ উপাসনা বিভিন্ন হওয়ায় গুণোপসংহার হইবে না। সিদ্ধান্তে—বিভিন্ন শাখাতে পঠিত তত্তৎ উপাসনা অভিন্ন হওয়ায় গুণোপসংহার হইবে।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥৩।৩।১॥

সূত্রার্থ-[উপাসনানি কিং প্রতিশাখং ভিদ্যন্তে, উত ন, ইতি সন্দেহে ; নামরূপাদিভেদাৎ ভিদ্যন্তে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] **সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্**—সর্ব্বৈঃ বেদান্তৈঃ প্রত্যয়ং —প্রতীয়মানানি—বিহিতানি উপাসনানি [ন ভিদ্যন্তে। কুতঃ?] **চোদনাদ্যবিশেষাৎ**—বিধ্যাদীনাং তুল্যত্বাৎ। **আদিপদেন**—কর্ম্মাভেদহেতুত্বেন উপন্যস্তাঃ ফলসংযোগরূপসমাখ্যাঃ গৃহ্যন্তে। তথাচ চোদনাফলসংযোগরূপসমাখ্যানাম্ অবিশেষাৎ ইত্যর্থঃ। [পূর্ব্বমীমাংসায়াং যথা সর্ব্বাসু শাখাসু "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", ইতি চোদনায়াঃ অবিশেষাৎ নিত্যাগ্নিহোত্রম্ একম্ এব, তথা "যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ" (বৃঃ ৬।১।১), ইত্যাদিচোদনায়াঃ ছন্দোগানাং বাজসনেয়িনাং চ অবিশিষ্টত্বাৎ একৈব প্রাণবিদ্যা সর্ব্বেষাং শাখিনাম্ ইতি গম্যতে। তথা "জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি" (বৃঃ ৬।১।১), ইতি ফলসংযোগস্য সর্ব্বত্র অবিশিষ্টত্বাৎ জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণকস্য প্রাণস্য উপাস্যরূপস্য সর্ব্বত্র অবিশিষ্টত্বাৎ, 'প্রাণবিদ্যা' ইতি সমাখ্যায়াঃ সর্ব্বত্র অবিশিষ্টত্বাৎ চ প্রাণবিদ্যায়াঃ ন ভেদঃ ইতি সিদ্ধম্। এবং সর্ব্বাসু উপাসনাসু বোধ্যম্]।

অনুবাদ—[উপসনাসকল কি প্রত্যেক শাখাতে বিভিন্ন অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, নাম ও রূপ (—উপাস্যের স্বরূপ) প্রভৃতির বিভিন্নতাবশতঃ বিভিন্ন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্**—উপনিষৎসকলের দ্বারা প্রতীয়মান, অর্থাৎ বিহিত উপাসনাসকল [বিভিন্ন নহে। কেন নহে? উত্তর—] **চোদনাদ্যবিশেষাৎ**—যেহেতু বিধি প্রভৃতির তুল্যতা আছে। **আদিপদের** দ্বারা কর্ম্মের অভিন্নতার হেতুরূপে [পূর্ব্বমীমাংসাতে] বর্ণিত ফলসংযোগ, রূপ (— দ্রব্য ও দেবতা) এবং সমাখ্যা গৃহীত হইতেছে। তাহাতে অর্থ হয়—যেহেতু বিধি ফলসংযোগ রূপ ও সমাখ্যা অভিন্ন। [পূর্ব্বমীমাংসাতে যেমন "অগ্নিহোত্র হোম করিবে", এইপ্রকার বিধিবাক্য সকল শাখাতে তুল্য হওয়ায় নিত্যাগ্নিহোত্র হয় একইপ্রকার, তদ্রূপ "যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে উপাসনা করেন", ইত্যাদি বিধিবাক্য ছন্দোগ ও বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণের তুল্য হওয়ায় সকল শাখাধ্যায়িগণের প্রাণবিদ্যা একই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। এইরূপে "আত্মীয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন", এইপ্রকার ফলসম্বন্ধ সর্ব্বত্র তুল্য হওয়ায়, জ্যেষ্ঠত্বাদি গুণযুক্ত উপাস্যরূপ প্রাণ সর্ব্বত্র তুল্য হওয়ায় এবং 'প্রাণবিদ্যা' এই নাম সর্ব্বত্র তুল্য হওয়ায় প্রাণবিদ্যার বিভিন্নতা হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। সকলপ্রকার উপাসনাতে এইপ্রকার বুঝিতে হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণঃ তত্ত্বম্।১ ইদানীং তু প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানানি ভিদ্যন্তে, ন বা ইতি বিচার্য্যতে।২ ননু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম পূর্ব্বাপরাদিভেদরহিতম্ একরসং সৈন্ধবঘনবৎ অবধারিতম্।৩ তত্র কুতঃ বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তাবতারঃ?৪ নহি কর্ম্মবহুত্ববৎ ব্রহ্মবহুত্বম্ অপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষিতম্ ইতি শক্যং বক্তুং, ব্রহ্মণঃ একত্বাৎ একরূপত্বাৎ চ।৫ ন চ একরূপে ব্রহ্মণি অনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি।৬ নহি অন্যথা অর্থঃ অন্যথা জ্ঞানম্ ইতি অভ্রান্তং ভবতি।৭ যদি পুনঃ একস্মিন্ ব্রহ্মণি বহূনি বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেষু প্রতিপিপাদয়িষিতানি, তেষাম্ একম্ অভ্রান্তং ভ্রান্তানি ইতরাণি ইতি অনাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ বেদান্তেষু।৮ তস্মাৎ ন তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানভেদঃ আশঙ্কিতুং

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। বিজ্ঞানশব্দে নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া পাদারম্ভবিষয়ে অজ্ঞের শঙ্কা।]

বিজ্ঞেয় [নির্গুণ] ব্রহ্মের তত্ত্ব (—স্বরূপ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।১ এক্ষণে কিন্তু প্রত্যেক উপনিষদে বিজ্ঞানসকল (—বিদ্যাসকল) বিভিন্ন, অথবা নহে, ইহা বিচার করা হইতেছে।২ [শঙ্কা—] কিন্তু বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম পূর্ব্বাপরাদি (—কারণ ও কার্য্যাদি) ভেদরহিত, লবণপিণ্ডের ন্যায় একরস, ইহা অবধারিত হইয়াছে।৩ সেই স্থলে (—বিজ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্মস্থলে) বিজ্ঞানের (—বস্তুতন্ত্র ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের) ভেদাভেদবিষয়ক চিন্তার (—বিচারের) অবতরণ কিপ্রকারে হইতেছে?৪ যেহেতু কর্ম্মের বহুত্বের ন্যায় ব্রহ্মের বহুত্বও উপনিষৎসকলে প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায় না, কারণ ব্রহ্ম এক (—অদ্বিতীয়) ও একরূপ (—নির্দ্ধর্ম্মক)।৫ আর একরূপ (—স্বগতাদিভেদহীন) ব্রহ্মে [একই ব্যক্তির পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্বাদির ন্যায়] অনেকপ্রকার বিজ্ঞান সম্ভব নহে।৬ [কিন্তু বিষয় একরূপ হইলেও জ্ঞান অনেকরূপ হইতে পারে, কারণ বৃত্তিজ্ঞান বিভিন্নপ্রকার। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বিষয় একপ্রকার এবং [তদ্বিষয়ক জ্ঞান] অন্যপ্রকার, ইহা নিশ্চয় অভ্রান্ত নহে।৭ আর যদি এক ব্রহ্মবিষয়ে বহুপ্রকার বিজ্ঞান বিভিন্ন উপনিষৎসকলে প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করা হয়, [তাহা হইলে] তাহাদের মধ্যে একটী [বিজ্ঞান] অভ্রান্ত, অন্যগুলি ভ্রান্ত হইয়া পড়িবে, এইহেতু উপনিষৎসকলে [লোকের] অবিশ্বাস হইয়া পড়িবে।৮ সেইহেতু প্রত্যেক উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ক বিজ্ঞানের বিভিন্নতা আশঙ্কা করিতে পারা যায় না।৯ [যদি বল—'ফলসংযোগ' 'রূপ' (১) প্রভৃতির অভিন্নতাবশতঃ বিজ্ঞানের অভিন্নতা হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে "একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ" (জৈঃ সূঃ ২।৪।৯), এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে স্মরণ করিয়া আশঙ্কা করা হইল, (৪ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শক্যতে।৯ নাপি অস্য চোদনাদ্যবিশেষাৎ অভেদঃ উচ্যতে, ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য অচোদনালক্ষণত্বাৎ।১০ অবিধিপ্রধানৈঃ হি বস্তু-পর্য্যবসায়িভিঃ ব্রহ্মবাক্যৈঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানং জন্যতে ইতি অবোচৎ আচার্য্যঃ "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) ইত্যত্র।১১ তৎ কথম্ ইমাং ভেদাভেদচিন্তাম্ আরভতে ইতি? ১২ তদুচ্যতে—সগুণব্রহ্ম-বিষয়া প্রাণাদিবিষয়া চ ইয়ং বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তা ইতি অদোষঃ।১৩ অত্র হি কর্ম্মবৎ উপাসনানাং ভেদাভেদৌ সম্ভবতঃ, কর্ম্মবৎ এব চ উপাসনানি দৃষ্টফলানি অদৃষ্টফলানি চ উচ্যন্তে।১৪ ক্রমমুক্তিফলানি চ কানিচিৎ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ।১৫ তেষু

ভাষ্যানুবাদ

আর বিধি প্রভৃতির অভিন্নতাবশতঃও ইহার (—ব্রহ্মবিজ্ঞানের) অভিন্নতা কথিত হইতেছে না, কারণ ব্রহ্মবিজ্ঞান বিধির অধীন নহে।১০ যেহেতু বিধি যাহাতে প্রধান নহে, সেই বস্তুপর্য্যবসায়ী (—বস্তুর স্বরূপমাত্র জ্ঞাপক) ব্রহ্মবোধক বাক্যসকলের দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই স্থলে আচার্য্য বলিয়াছেন।১১ সুতরাং [জ্ঞানের] বিভিন্নতা বা অভিন্নতাবিষয়ক বিচার [এই পাদে] কিপ্রকারে আরব্ধ হইতেছে?১২

[সিঃ—পাদারম্ভবিষয়ে আশঙ্কা পরিহার—নিগুর্ণ ও সগুণ সকলপ্রকার বিজ্ঞানে ভেদাভেদচিন্তা সম্ভব।]

[সিদ্ধান্ত—]তাহা কথিত হইতেছে, এই বিজ্ঞানের ভেদাভেদবিষয়ক বিচার সগুণব্রহ্মকে এবং প্রাণাদিকে বিষয় করে, এইহেতু কোন দোষ হয় না (২)।১৩ দেখ, কর্ম্মের ন্যায় এই স্থলে (—সোপাধিক ব্রহ্মে) উপাসনাসকলের বিভিন্নতা ও অভিন্নতা সম্ভব এবং কর্ম্মের ন্যায়ই উপাসনাসকলকে দৃষ্টফল ও অদৃষ্টফল বলা হয়।১৪ [কিন্তু এই দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ উপাসনাসকলে বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষুর প্রয়োজন না থাকায় এই বিচার নিরর্থক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [দহরোপাসনা প্রভৃতি] কোন

ভাবদীপিকা

(২) সিদ্ধান্তী এই বাক্যে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা ব্যতিরিক্ত সগুণবিদ্যাসকলকে, অর্থাৎ সগুণব্রহ্মবিদ্যা প্রাণবিদ্যা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ইত্যাদিকে বিজ্ঞানশব্দে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হইল—'উপাসনা', 'বিদ্যা'। সগুণবিদ্যাসকলে উপাস্যের নাম ও স্বরূপাদি বিভিন্ন হওয়ায় তাহাদের ভেদাভেদবিচারের আবশ্যকতা আছে। অতএব এই পাদ আরব্ধ হইতে পারে। আবার নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক বিচারও এই পাদের অবিষয় নহে, কারণ জ্ঞেয়ের একত্ববশতঃ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞান একরূপ হইলেও বিভিন্ন শাখাতে নির্গুণব্রহ্মবোধক বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন পদ পঠিত হইয়াছে। সেই সেই পদবোধ্য পদার্থসকল কি সেই সেই শাখিগণের জন্যই নির্দিষ্ট, অথবা ব্রহ্মবিষয়ক সর্ব্বাত্মক বোধসিদ্ধির জন্য তাহারা অন্য শাখাতেও উপসংহৃত হইবে, ইহা বিচারের জন্য (৩।৩।৬ অধিঃ দ্রঃ) সেই বিদ্যাবিষয়ে ভেদাভেদচিন্তারও আবশ্যকতা আছে। অতএব এই পাদের আরম্ভ সঙ্গত হওয়ায় কোন দোষ হয় না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

এষা চিন্তা সম্ভবতি—কিং প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদঃ, আহোস্বিৎ ন ইতি।১৬ তত্র পূর্ব্বপক্ষহেতবঃ তাবৎ উপন্যস্যন্তে নাম্নস্তাবৎ ভেদপ্রতিপত্তিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং জ্যোতিরাদিষু।১৭ অস্তি চ অত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষু বিজ্ঞানেষু অন্যৎ অন্যৎ নাম তৈত্তিরীয়কং বাজসনেয়কং কৌথুমকং শাট্যায়নকম্ ইতি এবমাদি।১৮ তথা রূপভেদঃ অপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ "বৈশ্বদেবী আমিক্ষা বাজিভ্যঃ বাজিনম্" (তৈঃ সঃ ৩।৪।১১) ইতি এবমাদিষু।১৯ অস্তি চ অত্র রূপভেদঃ, তৎ যথা—কেচিৎ শাখিনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং

ভাষ্যানুবাদ

[২২৭ পৃঃ]

কোন উপাসনা সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারে ক্রমমুক্তিরূপ ফলপ্রদ। [সুতরাং মুমুক্ষুরও হেয়োপাদেয় বিবেকের জন্য এই বিচারের আবশ্যকতা আছে।১৫ বস্তুস্থিতি এই-প্রকার হওয়ায়] সেই সকলে (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা, সগুণব্রহ্মবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যাসকলে) এই বিচার সম্ভব—প্রত্যেক উপনিষদে কি বিজ্ঞানের (—বিদ্যার, উপাসনার) ভেদ আছে, অথবা নাই, ইত্যাদি।১৬ [অতএব এই পাদের আরম্ভ সমীচীনই হইয়াছে]।

[পূঃ—পূর্ব্বমীমাংসাসম্মত হেতুসকলের বলে প্রত্যেক শাখায় উপাসনার বিভিন্নতা প্রতিপাদন।]

তাহাতে (—এই অধিকরণে) পূর্ব্বপক্ষের হেতুসকল উপন্যস্ত হইতেছে, যথা—'নাম' (৩) ভেদজ্ঞানের হেতু, ইহা জ্যোতিঃ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ।১৭ আর এখানে (—বেদান্তে) বিভিন্ন উপনিষদে বিহিত বিজ্ঞান-(—বিদ্যা-) সকলে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা—তৈত্তিরীয়ক বাজসনেয়ক কৌথুমক শাট্যায়নক ইত্যাদি এই সকল।১৮ এইরূপে "বিশ্বদেব দেবতার জন্য আমিক্ষা (—ছানা) এবং বাজীদেবতার (—সূর্য্যের) জন্য ছানার জল", ইত্যাদি এই সকল স্থলে রূপের (—দ্রব্য ও দেবতার) বিভিন্নতাও কর্ম্মভেদের প্রতিপাদকরূপে প্রসিদ্ধ।১৯ আর এখানে (—বেদান্তোক্ত উপাসনাতে) 'রূপের' (—উপাস্যের) বিভিন্নতা আছে, যথা—কোন

ভাবদীপিকা [কর্ম্ম ও উপাসনার ভেদক হেতু।]

(৩) পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (শতঃ ব্রাঃ ১১।৪।৫, ছাঃ ৫।৩, বৃঃ ৬।২), প্রাণবিদ্যা (ছাঃ ৫।১, বৃঃ ৬।১), দহরবিদ্যা (ছাঃ ৮।১), শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪, শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২), বৈশ্বানরবিদ্যা (ছাঃ ৫।১১, শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১), ইত্যাদি বিদ্যাসকল পরস্পর বিভিন্ন, ইহা "নানাশব্দাদিভেদাৎ" (৩।৩।৫৮) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে। এই অধিকরণে উক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি প্রত্যেকটী বিদ্যা কি প্রত্যেক শাখাতে বিভিন্ন, অথবা সর্ব্বশাখাতে অভিন্ন, ইহা বিচারিত হইতেছে। এক্ষণে সেই বিচারের পূর্ব্বপক্ষস্থাপনপ্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে কর্ম্মভেদের হেতুরূপে পূর্ব্বপক্ষে ও সিদ্ধান্তে যে ন্যায়সকল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিলেন। আমরা সেই ন্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া পূর্ব্বপক্ষীর মতে দার্ষ্টান্তিক বিদ্যার বিভিন্নতা কিপ্রকারে হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছি—

ভাবদীপিকা [কর্ম ও উপাসনার ভেদক হেতু।]

১। নাম (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)—(ক) প্রত্যেক বেদে বহু শাখা আছে, প্রত্যেক শাখাতেই জ্যোতিষ্টোম ও অগ্নিহোত্রাদি বিভিন্ন যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্ববাদী বলেন—'কাঠক অগ্নিহোত্র', 'তৈত্তিরীয় অগ্নিহোত্র', ইত্যাদি নামের ভেদ থাকায় তত্তৎ শাখাতে পঠিত অগ্নিহোত্রাদি বিভিন্ন হইবে। এইরূপে তত্তৎ শাখাতে পঠিত উপাসনাসকলও, নামভেদবশতঃ বিভিন্ন হইবে। (খ) সংজ্ঞা (পূঃ মীঃ ২।২।২২সূঃ)—শ্রুতিতে জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞের প্রকরণে পঠিত হইতেছে—"অথ এষঃ জ্যোতিঃ, অথ এষঃ বিশ্বজ্যোতিঃ, অথ এষঃ সর্ব্বজ্যোতিঃ, এতেন সহস্রদক্ষিণেন যজেত"। এই স্থলে যেমন বিশ্বজ্যোতিঃ ইত্যাদি সংজ্ঞারূপ হেতুবশতঃ উক্ত বাক্যসকলে সহস্রদক্ষিণাযুক্ত তিনটী অপূর্ব্ব কর্ম বিহিত হইয়াছে। উপাসনাতেও তদ্রূপ শাখাভেদে 'তৈত্তিরীয়ক' 'কৌথুমক' ইত্যাদি সংজ্ঞার (— নামের) ভেদবশতঃ বিভিন্নতাই সিদ্ধ হইবে।

২। রূপ (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)—(ক) দ্রব্য ও দেবতাকে বলে কর্ম্মের রূপ (—পরিচায়ক)। এক শাখাতে অগ্নীষোমীয় হোমকে একাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশসাধ্য বলা হইয়াছে, অন্য শাখাতে বলা হইয়াছে দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশসাধ্য। একই কর্ম্মে উক্ত উভয়প্রকার পুরোডাশদ্রব্য ব্যবহৃত হইতে পারে না বলিয়া অগ্নীষোমীয় হোম হইবে বিভিন্ন শাখাতে বিভিন্ন। এইপ্রকারে বেদ্যই বিদ্যার রূপ হওয়ায় ছান্দোগ্যস্থ প্রাণবিদ্যাতে (ছাঃ ৫।১) রেতঃব্যতিরিক্ত বাগাদি এবং বৃহদারণ্যকস্থ তাহাতে (বৃঃ ৬।১) রেতঃসহ বাগাদি বেদ্য হওয়ায় এই উভয়শাখাস্থ প্রাণবিদ্যা হইবে বিভিন্ন। (খ) গুণ (পূঃ মীঃ ২।২।২৩ সূঃ)—শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—"তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি, সা বৈশ্বদেবী আমিক্ষা বাজিভ্যঃ বাজিনম্" (তৈঃ সং ৩।৪।১১)—'গরম দুগ্ধে দধি প্রক্ষেপ করিবে, তাহাতে যে আমিক্ষা (—ছানা) হইবে, তাহা বিশ্বদেব দেবতার, বাজিন (— ছানার জল) বাজী (— সূর্য্য) নামক দেবতার'। পূর্ব্ববাদী বলেন—একই বিশ্বদেবদেবতার জন্য আমিক্ষা ও বাজিনরূপ গুণ (— দ্রব্যরূপ যজ্ঞাঙ্গ) বিহিত হওয়ায় কর্ম্ম বিভিন্ন হইবে না। সিদ্ধান্তী বলেন—বিশ্বদেব দেবতার জন্য আমিক্ষা এবং বাজী দেবতার জন্য বাজিন বিহিত হওয়ায় গুণভেদবশতঃ কর্ম্ম বিভিন্ন হইবে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতেও তদ্রূপ ছান্দোগ্যে দ্যুলোকাদি পাঁচটী অগ্নিরূপ গুণ (—উপাসনাঙ্গ) এবং বৃহদারণ্যকে লৌকিকাগ্নি সহ ছয়টী অগ্নিরূপ গুণ বিহিত হওয়ায় গুণের বিভিন্নতাবশতঃ উভয়শাখাতে পঠিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা হইবে বিভিন্ন। [লক্ষ্য করিতে হইবে—'রূপ' ও 'গুণ' শব্দ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থের সমর্পক, যেহেতু কর্ম্মের রূপ—দ্রব্য ও দেবতা, তাহারা 'গুণ' অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গও বটে]।

৩। ধর্ম্মবিশেষ (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)— বেদের বিভিন্ন শাখাগ্রহণকালে শিষ্যগণকর্ত্তৃক বিভিন্ন ধর্ম্ম (—আচার) অনুষ্ঠিত হয়, তাদৃশ ধর্ম্মসহযোগে সেই বেদভাগ গৃহীত হইলেই অধীত তাহা কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইলে কর্ম্ম ফলাধায়ক হয়, অন্যথা নহে। তৈত্তিরীয়শাখিগণ কারীরী নামক যজ্ঞবিধায়ক বেদভাগ গ্রহণকালে ভূমিতে ভোজন করেন। অগ্নিচয়নবিষয়ক বেদভাগ গ্রহণকালে কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ গুরুর জন্য জলপূর্ণকলস আহরণ করেন। কোন কোন শাখী অশ্বমেধবিষয়ক বেদভাগ গ্রহণকালে অশ্বের জন্য ঘাস আহরণ করেন, ইত্যাদি। অপর শাখিগণ উক্ত ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন না। এইপ্রকার ধর্ম্মভেদ থাকায় শাখাভেদে কর্ম্মভেদ অঙ্গীকার করিতে হইবে; কারণ একই কারীরী প্রভৃতি কর্ম্ম কোন শাখাতে ধর্ম্মবিশেষকে অপেক্ষা করে, কোন শাখাতে তাহা করে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ভাবদীপিকা [কর্ম্ম ও উপাসনার ভেদক হেতু।]

উপাসনাস্থলেও তদ্রূপ মুণ্ডকোপনিষদ্ অধ্যয়নকালে আথর্ব্বণগণ শিরোব্রতের (—মস্তকে অঙ্গারপাত্রধারণের) অনুষ্ঠান করেন, অপর শাখাধ্যায়িগণ তাহা করেন না। সুতরাং শিরোব্রতরূপ ধর্ম্মের ভেদবশতঃ একই উপনিষদুক্ত বিদ্যাও বিভিন্ন হইয়া হইয়া পড়ে।

৪। **পুনরুক্তি** (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)—(ক) একই কর্ম বিভিন্ন শাখাতে বিহিত হওয়ায় এক শাখাতে তদ্বিষয়ক বিধি এবং অন্য শাখাতে তাহার অনুবাদ অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু অনাদি বেদে কোন্ শাখার বাক্যটী বিধি এবং কোন্ শাখারটী অনুবাদ, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। আর একশাখাস্থ বাক্যকে বিধায়ক বলিলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় অপর শাখাস্থ বাক্য হয় পুনরুক্তি মাত্র। পুনরুক্ত বাক্যের আনর্থক্য হইয়া পড়ে বলিয়া তাহা নিবারণের জন্য শাখাভেদে কর্ম্মের বিভিন্নতা অঙ্গীকার করিতে হয়। এইপ্রকারে এক শাখাতে পঠিত এক বিদ্যা পুনরুক্তিবশতঃ শাখান্তরে পঠিত সেই বিদ্যা হইতে ভিন্নই হইবে। (খ) **পুনঃ শ্রুতি** (পূঃ মীঃ ২।২।২ সূঃ)—শ্রুতিতে একই প্রকরণে একই ধাতু পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইলে কর্ম্মের বিভিন্নতা হইয়া থাকে, যেমন দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের প্রকরণে "সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি, ইড়ো যজতি, বর্হির্যজতি, স্বাহাকারং যজতি" (তৈঃ সং ২।৬।১), এই স্থলে একই 'যজি' ধাতু পুনঃ পুনঃ শ্রুত হওয়ায় ভাবনার (১১৮ পৃঃ) ভেদবশতঃ কর্ম্ম বিভিন্নরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। দার্ষ্টান্তিক প্রাণোপাসনাস্থলেও এইপ্রকারে "যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ" (ছাঃ ৫।১।১), এইরূপে পঠিত বিদ্ ধাতু বৃহদারণ্যক ৬।১।১ প্রভৃতি স্থলেও একই প্রাণোপাসনার প্রকরণে পুনঃ পুনঃ শ্রুত হওয়ায় বিভিন্ন শাখাস্থ প্রাণোপাসনা হইবে বিভিন্ন।

৫। **নিন্দা** (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)—ইহাও কর্ম্মভেদের হেতু। এক শাখাতে পঠিত হইতেছে—"প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি পুরোদয়াৎ জুহোতি যেঽগ্নিহোত্রম্"—'যাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র করেন, তাঁহারা প্রত্যেক প্রাতঃকালে মিথ্যা কথা বলেন'। আবার অন্য শাখাতে পঠিত হইতেছে—"যথাদিতে সূর্য্যে প্রাতর্জুহুয়াৎ, যথা অতিথয়ে প্রদ্রুতায় শূন্যায়াবসথায় আহার্য্যং হরন্তি তাদৃগেব তৎ" (তৈঃ ব্রাঃ ২।১।২),—'সূর্য্যোদয়ের পরে যে প্রাতঃকালীন হোম করা হয়, তাহা অতিথি চলিয়া গেলে শূন্য গৃহে আহার্য্য আহরণের ন্যায় বৃথা'। এইরূপে বিভিন্ন শাখাতে উদিত ও অনুদিত হোমের নিন্দা পঠিত হওয়ায় অগ্নিহোত্র শাখাভেদে বিভিন্ন। বেদান্তোক্তবিদ্যাতে নিন্দা নাই, সেইহেতু প্রয়োগও নাই।

৬। **অশক্তি** (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)—সকল শাখাতে বিহিত কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ ও তাহার অনুষ্ঠান কোন মনুষ্যের পক্ষেই সম্ভব না হওয়ায় বিভিন্ন শাখাস্থ তত্তৎ কর্ম্মকে বিভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইপ্রকারে সমস্ত শাখাস্থ উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়া সেই সকলে উপদিষ্ট উপসনাবিষয়ক জ্ঞানলাভ ও তাহাদের অনুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায় বিভিন্ন শাখাপঠিত উপসনা হইবে বিভিন্ন।

৭। **সমাপ্তিবচন** (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)—এক শাখাতে অগ্নিচয়ন-(—সোমযজ্ঞে আহবনীয় অগ্নিস্থাপনের জন্য বিশেষ আকারবিশিষ্ট স্থণ্ডিলনির্ম্মাণ-) বিষয়ক বর্ণনা এক স্থলে সমাপ্ত হইয়াছে, অন্য শাখাতে অন্য স্থলে। অগ্নিচয়ন তত্তৎ শাখাতে বিভিন্ন না হইলে ইহা সঙ্গত হয় না। দার্ষ্টান্তিক ওঁকারোপাসনাও তদ্রূপ একত্র ওঁকারের সর্ব্বাত্মকতা (ছাঃ ২।২৩।৩, তৈঃ ২।৮) এবং অন্যত্র তাহার অদ্বিতীয়াত্মরূপতা (মাণ্ডুঃ ১২) প্রতিপাদনে সমাপ্ত হওয়ায় বিভিন্নই হইবে।

ভাবদীপিকা [কর্ম ও উপাসনার ভেদক হেতু।]

৮। প্রায়শ্চিত্ত (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)—উদিত ও অনুদিত উভয়প্রকার অগ্নিহোত্রেই তত্তৎ শাখাতে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। ফলে উদিত বা অনুদিত যেপ্রকার অগ্নিহোত্রই করা হউক, প্রায়শ্চিত্তের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে বলিয়া কাহারও তাদৃশ কর্মে প্রবৃত্তি হইবে না; ফলে শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া পড়িবেন। তাহা না হউক, সেইজন্য বিভিন্ন শাখায় অগ্নিহোত্রকে বিভিন্নরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। বেদান্তোক্ত বিদ্যাতে ইহার উপযোগিতা নাই।

৯। অন্যার্থদর্শন (পূঃ মীঃ ২।৪।৮ সূঃ)—অর্থবাদবাক্যস্থ লিঙ্গপ্রমাণকে বলে 'অন্যার্থ-দর্শন'। ইহা স্বাধীন প্রমাণ নহে, কিন্তু প্রমেয়সাধক প্রমাণের সহায়ক (বৈঃ স্তাঃ ৩।৩।২৯ অধিঃ)। ইহার বলেও কর্মভেদ হয়। যথা—"যদি পুরা দিদীক্ষাণাঃ স্যুঃ···বৃহৎসামানম্ ক্রতুম্ উপেয়ুঃ", "অথ যদি অদিদীক্ষাণাঃ রথন্তরং সামানং ক্রতুম্", ইত্যাদি। অর্থ—'যদি পূর্বে দীক্ষিত হইয়া থাকে (—সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে) তাহা হইলে 'বৃহৎ' নামক সামের গান-দ্বারা দ্বাদশাহ যজ্ঞ সম্পাদন করিবে', 'আর যদি সোমযজ্ঞ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে 'রথন্তর' নামক সামের গানদ্বারা তাহা করিবে'। এই বিধিবাক্যের বলে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, সোমযাজী ও অসোমযাজী উভয়েই দ্বাদশাহযজ্ঞে অধিকারী। কৌথুমশাখান্তর্গত তাণ্ড্যমহা-ব্রাহ্মণে কিন্তু এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"এষঃ বাব প্রথমো যজ্ঞঃ যজ্ঞানাং যৎ জ্যোতিষ্টোমঃ, যঃ এতেন অনিষ্ট্বা অথ অন্যেন যজেত গর্তপত্যম্ এব তজ্জায়েত প্র বা মীয়েত" (তাঃ ব্রাঃ ১৬।১।২), —'জ্যোতিষ্টোমই প্রথম যজ্ঞ, এই যজ্ঞ সম্পাদন না করিয়া যিনি অন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করেন তিনি নরকে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হন'। এই অর্থবাদবাক্যগত লিঙ্গপ্রমাণ হইতে দ্বাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্বেই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রতীত হইতেছে। এই সকল বাক্যবলে ইহাই নির্ণীত হয় যে—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ শাখাভেদে বিভিন্ন; কৌথুমশাখাধ্যায়ী [সম্ভবতঃ ইহার অপর নাম 'শাণ্ডিল্যশাখা, পরিমল দ্রঃ] ইহার অনুষ্ঠান করিবার পরই দ্বাদশাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, অন্য শাখাধ্যায়ী যেপ্রকারে ইচ্ছা, সেইপ্রকারেই করিবেন। জ্যোতিষ্টোম যদি সকল শাখাতে অভিন্ন হইত, তাহা হইলে সকল শাখাধ্যায়ীকে তাহা দ্বাদশা-হযজ্ঞের পূর্বে অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইত। কিন্তু কৌথুমশাখাধ্যায়ীর জ্যোতিষ্টোম ভিন্ন হওয়ায় অন্য শাখাধ্যায়ী তাহার অনুষ্ঠান না করিয়াও দ্বাদশাহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ফলে কোন শাখাধ্যায়ী জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বাদশাহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং অপর শাখাধ্যায়ী তাহার অনুষ্ঠান না করিয়াই দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করেন। এইহেতু দ্বাদশাহ যজ্ঞটীই শাখাভেদে বিভিন্ন হইবে। দার্ষ্টান্তিক উপাসনাস্থলেও তদ্রূপ অন্যশাখাধ্যায়িগণ শিরো-ব্রতের অনুষ্ঠান না করিয়াই মুণ্ডকাধ্যয়ন ও তদুক্ত উপাসনার অনুষ্ঠান করেন বলিয়া এবং "নৈতদ্ অচীর্ণ ব্রতঃ অধীতে" (মুঃ ৩।২।১১), এই অর্থবাদবাক্যস্থ লিঙ্গপ্রমাণবলে অথর্ববেদিগণ শিরোব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াই মুণ্ডকাধ্যয়ন ও তদুক্ত উপাসনার অনুষ্ঠান করেন বলিয়া মুণ্ডো-কোক্ত উপাসনা অন্য শাখাপঠিত তাহা হইতে ভিন্নই হইবে।

১০। সংখ্যা (পূঃ মীঃ ২।২।২১ সূঃ)—"সপ্তদশ প্রাজাপত্যান্ পশূন্ আলভেত" (তৈ ব্রাঃ ১।৩।৪), ইত্যাদি স্থলে যেমন সপ্তদশ সংখ্যাবশতঃ প্রাজাপত্য পশুযুক্ত ১৭টী বিভিন্ন যজ্ঞ সিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ "তৌ বৈ এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ" (ছাঃ ৪।৩।৪) ইত্যাদি স্থলে দ্বিত্বসংখ্যার বলে সম্বর্গবিদ্যার বিভিন্নতা হইবে।

[২২৩ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ষষ্ঠম্ অপরম্ অগ্নিম্ আমনন্তি, অপরে পুনঃ পঠৈশ্চব পঠন্তি।২০ তথা প্রাণসংবাদাদিষু কেচিৎ উনান্ বাগাদীন্ আমনন্তি, কেচিৎ অধিকান্।২১ তথা ধর্ম্মবিশেষঃ অপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদকঃ আশঙ্কিতঃ কারীর্য্যাদিষু।২২ অস্তি চ অত্র ধর্ম্মবিশেষঃ, যথা—আথর্ব্বণিকানাং শিরোব্রতম্ ইতি।২৩ এবং পুনরুক্ত্যাদয়ঃ অপি ভেদহেতবঃ যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যাঃ।২৪ তস্মাৎ প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদঃ ইতি।২৫ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে

ভাষ্যানুবাদ

কোন শাখাধ্যায়িগণ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে অপর ষষ্ঠ অগ্নিকে পাঠ করেন, আবার অপরে পাঁচটীকেই পাঠ করেন।২০ এইরূপে প্রাণসংবাদ প্রভৃতিতে কেহ কেহ ন্যূনসংখ্যক (—বেতঃ অর্থাৎ উপস্থভিন্ন) বাগাদি ইন্দ্রিয়কে পাঠ করেন, কেহ কেহ অধিক সংখ্যাযুক্ত তাহাকে পাঠ করেন।২১ এইরূপেই ধর্ম্মবিশেষও কর্ম্মভেদের প্রতিপাদকরূপে কারীরী প্রভৃতিতে [পূর্ববমীমাংসাতে] আশঙ্কিত হইয়াছে।২২ আর এখানে (—বেদান্তোক্ত বিদ্যাতে) ধর্ম্মবিশেষ আছে, যথা—অথর্ববেদাধ্যায়িগণের শিরোব্রত (—মস্তকে অঙ্গারপাত্র ধারণ) ইত্যাদি।২৩ এইপ্রকারে পুনরুক্তি প্রভৃতি [বিদ্যা-] ভেদের হেতুসকলকে অন্যান্য উপনিষৎসকলে (—তদুক্ত বিদ্যাসকলে) যথাসম্ভব যোজনা করিতে হইবে।২৪ সেইহেতু প্রত্যেক [শাখাস্থ] উপনিষদে বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে, ইত্যাদি।২৫

[সিঃ—পূর্ব্বমীমাংসাসম্মত হেতুসকলের বলেই তত্তৎ শাখাপঠিত তত্তৎ উপাসনার একত্ব প্রতিপাদন।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—সকল উপনিষদে যাহারা প্রতীত হয় (—সকল উপনিষৎ যে সকলে প্রমাণ, অর্থাৎ সেই সেই উপনিষদে যাহারা বিহিত হইয়াছে) সেই বিজ্ঞানসকল (—বিদ্যাসকল) সেই সেই উপনিষদে

ভাবদীপিকা [কর্ম্ম ও উপাসনার ভেদক হেতু।]

১১। **শব্দান্তর** (পূঃ মীঃ ২।২।১ সূঃ)—"যজেত" "জুহোতি" "দদাতি", ইত্যাদি শব্দের বিভিন্নতাবশতঃ ভাবনার ভেদ হওয়ায় কর্ম্মভেদবশতঃ যেমন বিভিন্ন কর্ম্মজন্য বিভিন্ন অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ বেদান্তেও "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।১), "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), ইত্যাদি স্থলে 'আপ্নোতি' 'তরতি' 'বেদ' 'উপাসীত' ইত্যাদি শব্দের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে।

১২। **প্রকরণ** (পূঃ মীঃ ২।৩।২৪ সূঃ)—'কুণ্ডপায়িনাময়ন' নামক সত্র যজ্ঞের প্রকরণে "মাসম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি", এইপ্রকারে পঠিত 'মাসাগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞকে যেমন প্রকরণবলে 'নিত্যাগ্নিহোত্র' যজ্ঞ হইতে ভিন্ন যজ্ঞরূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তদ্রূপ বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন প্রকরণে পঠিত বৈশ্বানরবিদ্যা (ছাঃ ৫।১১, শতঃ ব্রাঃ১০।৬।১), অশ্বমেধবিদ্যা (বৃঃ ১।১।১), ইত্যাদিও শাখাভেদে বিভিন্ন হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে—এই সকল যুক্তি পূর্ব্বপক্ষীয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

তানি তানি এব ভবিতুম্ অর্হন্তি।২৬ কুতঃ?২৭ চোদনাদ্যবিশেষাৎ।২৮ আদিগ্রহণেন শাখান্তরাধিকরণসিদ্ধান্তসূত্রোদিতাঃ অভেদহেতবঃ ইহ আকৃষ্যন্তে "সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ" (পূঃ মীঃ ২।৪।৯ সূঃ) ইত্যর্থঃ।২৯ যথা একস্মিন্ অগ্নিহোত্রে শাখাভেদেঽপি পুরুষপ্রযত্নঃ তাদৃশঃ এব চোদ্যতে 'জুহুয়াৎ' ইতি।৩০ এবং "যঃ হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ" (বৃঃ ৬।১।১, ছাঃ ৫।১।১) ইতি বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাং চ তাদৃশী এব চোদনা।৩১ প্রয়োজন-সংযোগোঽপি অবিশিষ্টঃ এব "জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি" (ঐ) ইতি।৩২ রূপম্ অপি উভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানস্য, যদুত জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠাদিগুণবিশেষান্বিতং প্রাণতত্ত্বম্।৩৩ যথা চ দ্রব্যদেবতে যাগস্য রূপম্, এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানস্য, তেন হি তৎ-

ভাষ্যানুবাদ

তাহা তাহাই (—একই) হওয়া সঙ্গত (—এক উপনিষদে যে বিদ্যা পঠিত হইয়াছে, অন্য উপনিষদেও তাহাই পঠিত হইয়াছে)।২৬ তাহাতে হেতু কি?২৭ [উত্তর—] যেহেতু বিধিবাক্য [অথবা পুরুষপ্রযত্ন] প্রভৃতির ভেদ নাই।২৮ [সূত্রে] আদিশব্দ গ্রহণের দ্বারা শাখান্তরাধিকরণের (পূঃ মীঃ ২।৪।২ অধিঃ) সিদ্ধান্ত সূত্রে বর্ণিত [সকল শাখাতে পঠিত কর্ম্মের] অভিন্নতা প্রতিপাদক হেতুসকল এখানে আকৃষ্ট হইতেছে, যথা—"সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ" (৪), ইহাই অর্থ।২৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন শাখা বিভিন্ন হইলেও এক অগ্নিহোত্রে পুরুষের প্রযত্ন সেইরূপেই (—একইপ্রকারে) বিহিত হয়, যথা—'হোম করিবে' ইত্যাদি।৩০ এইপ্রকারে "যে কেহ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন",এইরূপে বাজসনেয়ক ও ছান্দোগ-গণের চোদনা (—বিধিবাক্য) সেইপ্রকারই (—একইপ্রকার)।৩১ [উক্ত প্রাণ-বিদ্যাতে] প্রয়োজন-(—ফল-) সংযোগও একইপ্রকার, যথা—"আত্মীয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন", ইত্যাদি।৩২ আর বিজ্ঞানের (—উক্ত প্রাণবিদ্যার) রূপও উভয়স্থলে তাহাই, যাহা এই জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণবিশেষযুক্ত প্রাণতত্ত্ব।৩৩ [রূপ কি, তাহা বলিতেছেন—] দ্রব্য ও দেবতা যেমন যজ্ঞের 'রূপ' (—দ্রব্য ও দেবতাকে যেমন যজ্ঞের 'রূপ' অর্থাৎ পরিচায়ক বলা হয়), এইপ্রকারে বিজ্ঞেয়

ভাবদীপিকা

(৪) উক্ত সমগ্র সূত্রটী এই—"একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ" (জৈঃ সূঃ ২।৪।৯)। অর্থ—বাশব্দ—পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। একম্—শ্রুতির সর্ব্বশাখাতে, তত্তৎ কর্ম্ম একটীই। [কেন? উত্তর—] সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ—যেহেতু সংযোগ—ফলসম্বন্ধ, রূপ—দ্রব্য ও দেবতা, চোদনা—বিধিবাক্য [অথবা পুরুষের প্রযত্ন] এবং আখ্যা—বিদ্যার নাম, ইহাদের অবিশেষ আছে (—পার্থক্য নাই; তাহাদের অভিন্নতা-বিষয়ক [ইহা সেই কর্ম্ম, বা সেই বিদ্যা, এইপ্রকার] প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, ইহাই ভাব)।

শাঙ্করভাষ্যম্

রূপ্যতে।৩৪ সমাখ্যাঽপি সা এব 'প্রাণবিদ্যা' ইতি।৩৫ তস্মাৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাম্।৩৬ এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বৈশ্বানরবিদ্যা শাণ্ডিল্যবিদ্যা ইতি এবমাদিষু যোজয়িতব্যম্।৩৭ যে তু নামরূপাদয়ঃ ভেদহেত্বাভাসাঃ তে প্রথমে এব কাণ্ডে "ন নাম্না স্যাদচোদনাভিধানত্বাৎ"(জৈঃ সূঃ ২।৪।১০) ইত্যারভ্য পরিহৃতাঃ।৩৮॥৩।৩।১॥

ভাষ্যানুবাদ

হন বিজ্ঞানের রূপ (—উপাস্য হন উপাসনার রূপ), যেহেতু তাহার (—উপাস্যের) দ্বারাই তাহা (—উপাসনা) রূপপ্রাপ্ত (—নিরূপিত, পরিচিত) হয়।৩৪ সমাখ্যাও (—বিদ্যার নামও) একই, যথা—'প্রাণবিদ্যা' ইত্যাদি।৩৫ সেইহেতু উপাসনাসকলের সর্ববেদান্তপ্রত্যয়তা (—উপনিষৎসকলে বিহিত তত্তৎ উপাসনাসকলের অভিন্নতা) সঙ্গত।৩৬ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বৈশ্বানরবিদ্যা শাণ্ডিল্যবিদ্যা ইত্যাদি এই সকলে এইপ্রকার যোজনা করিতে হইবে (—বিভিন্ন শাখাতে বিহিত সেই সেই বিদ্যা অভিন্ন, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে)।৩৭ আর নাম ও রূপ প্রভৃতি যে [কর্ম্ম-] ভেদক হেত্বাভাসসকল (— দুষ্ট হেতুসকল), তাহারা প্রথম কাণ্ডেই (—পূর্ব্বমীমাংসাতেই) "ন নাম্না স্যাৎ অচোদনাভিধানত্বাৎ" (৫), ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিহৃত হইয়াছে (৬)।৩৮॥৩।৩।১॥

ভাবদীপিকা

(৫) **ন নাম্না স্যাদচোদনাভিধানত্বাৎ** (জৈঃ সূঃ ২।৪।১০)। অর্থ—**নাম্না**—কাঠকাদি নামের দ্বারা, **ন স্যাৎ**—কর্ম্মভেদ হইবে না। **অচোদনাভিধানত্বাৎ**—যেহেতু কর্ম্মবোধক উৎপত্তিবিধিবাক্যে [কাঠকাদি নামের] উল্লেখ নাই *। উপাসনাস্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। কাঠকাদি শাখার নামভেদে যদি কর্ম্মের বা বিদ্যার ভেদ অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে শাখার নামের অভিন্নতাবশতঃ সেই শাখাতে পঠিত যাবতীয় কর্ম ও বিদ্যা অভিন্ন হইয়া পড়িবে ; অর্থাৎ সেই শাখাপঠিত জ্যোতিষ্টোম ও চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে এবং প্রাণবিদ্যা ও দহরবিদ্যার মধ্যে কোন ভেদ থাকিবে না ; ইহা অসঙ্গত।

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর কর্ম্মভেদক হেতুসকলের নিরাকরণ]

(৬) পূর্ব্বমীমাংসাতে শাখান্তরাধিকরণে ২।৪।৮ সূত্রে যেসকল হেতুবলে পূর্ব্ববাদী কর্ম্মভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন (৩ ভাবদীঃ), সিদ্ধান্তী উক্ত ২।৪।১০ জৈঃ সূত্র হইতে তাহা নিরাকরণ করিয়াছেন। ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে তাহার উল্লেখ করিলেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করিতেছি—২। রূপ (পূঃ মীঃ ২।৪।১৩ সূঃ)— দ্রব্য ও দেবতাত্মক রূপ অন্ন

* লক্ষ্য করিতে হইবে—নাম (জৈঃ সূঃ ২.৪.৮), সংজ্ঞা (ঐ ২।২।২২) এবং আখ্যা (ঐ ২।৪।১) এই শব্দগুলি পর্য্যায়শব্দ হইলেও কোথাও কর্ম্মভেদের হেতু হইয়াছে, কোথাও হয় নাই। ইহার হেতু—উৎপত্তিবিধিবাক্যে (১২৫৮ পৃঃ) পঠিত না হওয়া ও পঠিত হওয়া। যেখানে উৎপত্তিবাক্যে অগ্নিহোত্রাদি 'নাম' পঠিত হইয়াছে, সেই স্থলে তাহা কর্ম্মভেদের হেতু হইয়াছে (জৈঃ সূঃ ২।২।২২)। শাখার 'কৌথুমাদি' নাম পুরুষপ্রবর্ত্ত, উৎপত্তিবিধিবাক্যে পঠিত হয় নাই, সেইহেতু তাহা কর্ম বা বিদ্যার ভেদক নহে। পক্ষান্তরে সংযোগ (—ফলসম্বন্ধ) রূপ ও চোদনায় ভেদ না থাকিলে 'নাম' কর্ম্মের ও বিদ্যার অভিন্নতারই হেতু হয়, ইহা ২।৪।৯ জৈঃ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভাবদীপিকা [কর্ম ভেদক হেতুসকলের নিরাকরণ]

ভিন্ন হইলে কর্মভেদ সঙ্গত নহে। তাদৃশ স্থলে একাদশকপাল ও দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ-রূপ দ্রব্যের বিকল্পই গ্রহণীয়। তাৎপর্য্য এই—অন্য শাখাতে যে গুণ (—কর্মাঙ্গ) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যদি স্বশাখোক্ত কর্মের বিরোধী না হয়, তাহা হইলে স্বশাখোক্ত কর্মে তাহা উপসংহৃত হইবে। আর যদি বিরোধী হয়, তাহা হইলে বিকল্প হইবে (জৈ: সূ: ২।৪।১৯)। এইরূপ রূপ ও গুণের অল্প ভেদে কর্ম ও বিদ্যার ভেদ হইবে না। ৩। **প্রকৃবিশেষ** (পূ: মী: ২।৪ ১৪ সূ:)—শিরোব্রত প্রভৃতি ধর্ম বেদাধ্যয়নের অঙ্গ, যজ্ঞাদি কর্ম বা উপাসনার নহে। কোন কোন কুলোদ্ভব ব্রহ্মচারী বেদগ্রহণকালে তাহার অনুষ্ঠান করেন। সুতরাং তাহা কর্ম ও উপাসনার ভেদক নহে। ৪। **পুনরুক্তি** (ঐ ২।৪ ১৬ সূ:)—শাখাসকলের যুগপৎ প্রবৃত্তি হওয়ায়, স্বশাখাই অধ্যয়নীয় হওয়ায়, স্বভিন্ন শাখাতে কি পঠিত হইয়াছে, তাহা জ্ঞাত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়, শাখাভেদে পুনরুক্তি কর্ম ও উপাসনার ভেদক নহে। বিভিন্ন-দেশে বহু পুরুষ একই বিষয়ের বর্ণনা করিলে যেমন পুনরুক্তি হয় না, প্রস্তাবিত স্থলেও সেই-প্রকারে অধ্যাতা বিভিন্ন হওয়ায় শব্দের পুনরুক্তি হয় না এবং উপাসক বিভিন্ন হওয়ায় অর্থেরও পুনরুক্তি হয় না বুঝিতে হইবে। সমিদাদি প্রযাজযজ্ঞস্থলে যে যজ্ ধাতুর পুনঃশ্রুতিবশতঃ কর্মভেদ হইয়াছে, তাহা সঙ্গত; কারণ তাহারা একই শাখাতে পঠিত, অজ্ঞাতজ্ঞাপক ও অপ্রবৃত্তের প্রবর্ত্তক সামান্য বিধিবলে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সেই স্থলে কর্মভেদ অঙ্গীকৃত না হইলে সেই বিধিবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। বিভিন্ন শাখাতে কিন্তু পুনঃ পুনঃ একই বিষয় বর্ণিত হইলেও অধ্যেতৃপুরুষ বিভিন্ন হওয়ায় বিধিবাক্যের ব্যর্থতার অবকাশ না থাকায় তাদৃশ পুনরুক্তি কর্ম ও বিদ্যার ভেদক হইবে না (ভামতী দ্র:)। ৫। **নিন্দা** (পূ: মী: ২।৪।২১ সূ:)—শাস্ত্রীয় যে নিন্দা, তাহা অপরের প্রশংসার জন্য, নিন্দাতে তাহার তাৎপর্য্য নাই। সেই-হেতু উদিত ও অনুদিত হোমস্থলে বিকল্পই হইবে, শাখাভেদে বিভিন্নতা নহে। ৬। **অশক্তি** (পূ: মী: ২।৪।২১ সূ:)—ইহাও কর্মভেদক নহে, কারণ যে অশক্ত, অঙ্গবৈগুণ্যযুক্ত, কর্ম অনুষ্ঠেয় না হওয়ায় অপর সমর্থ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়া সে সাঙ্গ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। সুতরাং অশক্তি কর্মের এবং একই যুক্তিবলে উপাসনার ভেদক নহে। ৭। **সমাপ্তিবচন** (পূ: মী: ২।৪ ২০,২১,২৪ সূ:)—কর্ম অভিন্ন হইলেও কোন একটী অঙ্গের বর্ণনাতেও সমাপ্তিবচন থাকায় তাহা কর্মের ভেদক নহে। যেমন জ্যোতিষ্টোমে আধ্ব-র্য্যব (—অধ্বর্য্যুকর্তৃক সম্পাদনীয়) কর্মের শেষে 'সমাপ্তিবচন' পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু অঙ্গের সমাপ্তিসূচক, সমগ্র জ্যোতিষ্টোমের নহে। পক্ষান্তরে "আমাদের কর্ম এখানে শেষ হয়, অমুকশাখাধ্যায়ীর এখানে হয় না", এইপ্রকার যে উক্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কর্মের একত্বেরই সূচক। উপাসনাস্থলেও তদ্রূপ কোথাও ওঁকারের সর্ব্বাত্মকতারূপ এবং কোথাও তাহার অদ্বিতীয়াত্মতারূপ অঙ্গ বর্ণিত হওয়ায় তাদৃশ সমাপ্তিবচন বিদ্যার ভেদক নহে। ৮। **প্রায়শ্চিত্ত** (ঐ ২।৪।২২-২৩ সূ:)—উভয় শাখাতেই উদিত হোম ও অনুদিত হোমে কালাতিক্রমরূপ হেতুবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। তাহা অগ্নিহোত্রকর্মের ভেদক নহে। পরন্তু পুরুষ স্বেচ্ছাবশে উদিত বা অনুদিত হোমে যে কল্প গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কালাতিক্রম হইলেই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। ৯। **অন্যার্থদর্শন** (ঐ ২।৪।২৫ সূ:)—অর্থবাদবাক্যগত লিঙ্গপ্রমাণই অন্যার্থদর্শন হওয়ায় এবং অর্থবাদবাক্য বিধির স্তুতি বা নিন্দাতেই পরিসমাপ্ত

শাঙ্করভাষ্যম—ইহাপি কিঞ্চিৎ বিশেষম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি—

ভাষ্যানুবাদ—[আচ্ছা, পূর্ব্বমীমাংসাসম্মত ন্যায়বলেই বিভিন্ন শাখাতে পঠিত তত্তৎ বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হইলে এখানে এই অধিকরণ কেন আরব্ধ হইতেছে? উত্তর—] এখানেও কিঞ্চিৎ বিশেষ আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন—

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥৩।৩।২॥

পদচ্ছেদ—ভেদাৎ, ন, ইতি, চেৎ, ন, একস্যাম্, অপি।

সূত্রার্থ—[রূপভেদাৎ আমিক্ষাবাজিনযাগয়োরিব বাজসনেয়িনাং ছান্দোগানাং চ] ভেদাৎ—ষড়গ্নিপঞ্চাগ্নিভেদাৎ [শাখাদ্বয়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঃ ভেদঃ ন্যায্যঃ], ন—ন ঐক্যম্, ইতি চেৎ? ন, [যতঃ] একস্যাম্ অপি—একস্যাম্ অপি বিদ্যায়াম্ [অয়ং রূপভেদঃ উপপদ্যতে। যে হি দ্যুলোকাদয়ঃ পঞ্চাগ্নয়ঃ বাজসনেয়শাখায়াম্ উক্তাঃ, তে এব ছান্দোগ্যে প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, তথাচ ন বিদ্যাভেদঃ যুক্তঃ]।

অনুবাদ—[রূপের (—দ্রব্য ও দেবতার) ভেদবশতঃ আমিক্ষাসাধ্য ও বাজিনসাধ্য যাগদ্বয়ের ন্যায় বাজসনেয় ও ছান্দোগগণের] ভেদাৎ—ছয়টী অগ্নি ও পাঁচটী অগ্নিরূপ ভেদ থাকায় [উক্ত শাখাদ্বয়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার বিভিন্নতা ন্যায্য], ন—ঐক্য নহে, ইতি চেৎ—যদি এইপ্রকার বলা হয়? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] ন—তাহা বলা যায় না, [যেহেতু] একস্যাম্ অপি—এক বিদ্যাতেও [এই রূপভেদ সঙ্গত। কারণ যে দ্যুলোকাদি পাঁচটী অগ্নি বাজসনেয় শাখাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারাই ছান্দোগ্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, সেইহেতু বিদ্যাভেদ যুক্তিযুক্ত নহে]।

ভাবদীপিকা [কর্ম্মভেদক হেতুসকলের নিরাকরণ।]

হওয়ায় তাহা কর্ম্মের বা উপাসনার ভেদক নহে। আর যে জ্যোতিষ্টোমের ও দ্বাদশাহযজ্ঞের শাখাভেদে বিভিন্নতার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ সামবেদে ['তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ' ইহার অন্তর্গত] জ্যোতিষ্টোমের বিধি না থাকায় তাহাতে পঠিত জ্যোতিষ্টোমের ভিন্নতার প্রশ্নই উঠে না। আবার তাণ্ড্যব্রাহ্মণে বিহিত না হওয়ায় তাহাতে পঠিত জ্যোতিষ্টোমের প্রাথর্ম্যবিধায়ক বিধি অন্যথা নিরর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া তাহা হইবে সর্ব্বশাখীয় পক্ষেই প্রযোজ্য। তাহাতে "যদি অদিদীক্ষাণাঃ", ইত্যাদি বাক্যটী বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া দ্বাদশাহযজ্ঞের বিকল্পই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যথা—কেহ জ্যোতিষ্টোমের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে, কেহ বা তাহা না করিয়াই দ্বাদশাহের অনুষ্ঠান করিবে। অতএব দ্বাদশাহযজ্ঞও শাখাভেদে ভিন্ন নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। পূর্ব্ববাদীর ১০। সংখ্যা (২২৬ পৃঃ), ১১। শব্দান্তর (২২৭ পৃঃ) এবং ১২। প্রকরণ (ঐ) অন্যান্য যুক্তিবলে কর্ম্মভেদক হইলেও বিভিন্ন শাখাতে পঠিত তত্তৎ পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি বিদ্যার ভেদক হইতে পারে না, কারণ ভেদসাধক হেতু অপেক্ষা অভিন্নতাসাধক "একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ" (জৈঃ সূঃ ২।৪।৯, ২২৮ পৃঃ), এই হেতু বলবান্ (ন্যায়নির্ণয় দ্রঃ)। এই সকল যুক্তি সিদ্ধান্তীর।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাং গুণভেদাৎ ন উপপদ্যতে॥ তথাহি—বাজসনেয়িনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং প্রকৃত্য ষষ্ঠম্

শাঙ্করভাষ্যম্

অপরম্ অগ্নিম্ আমনন্তি "তস্য অগ্নিরেব অগ্নিঃ ভবতি" (বৃ: ৬।২।১৪) ইত্যাদিনা ।২ ছন্দোগাস্তু তং ন আমনন্তি, পঞ্চসংখ্যয়া এব চ তে উপসংহরন্তি "অথ হ যঃ এতান্ এবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ" (ছা: ৫।১০।১০) ইতি ।৩ যেষাং চ সঃ গুণঃ অস্তি, যেষাং চ নাস্তি, কথম্ উভয়েষাম্ একা বিদ্যা উপপদ্যেত ? ৪ ন চ অত্র গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং, পঞ্চসংখ্যাবিরোধাৎ ।৫ তথা প্রাণসংবাদে শ্রেষ্ঠাৎ অন্যান্ চতুরঃ প্রাণান্ বাক্চক্ষুশ্রোত্রমনাংসি ছন্দোগাঃ আমনন্তি ।৬ বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চমম্ অপি আমনন্তি "রেতঃ বৈ প্রজাতিঃ, প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভিঃ যঃ এবং বেদ" (বৃ: ৬।১।৬) ইতি ।৭ আবাপোদ্বাপভেদাৎ চ বেদ্যভেদঃ ভবতি, বেদ্যভেদাৎ চ বিদ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

[সূঃ — বেদ্যের বিভিন্নতাবশতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকপঠিত পঞ্চাগ্নি ও প্রাণবিদ্যার বিভিন্নতা।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] আচ্ছা, তাহা হউক; গুণের (—উপাস্যের) বিভিন্নতাবশতঃ [কিন্তু] উপাসনাসকলের সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়তা (— সকল উপনিষদে তত্তৎ একই উপাসনা বিহিত হওয়া) সঙ্গত নহে ।১ যেমন দেখ — বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রস্তাব করিয়া "প্রসিদ্ধ অগ্নিই তাহার অগ্নি", ইত্যাদির দ্বারা অপর অগ্নিকে পাঠ করেন ।২ ছন্দোগগণ কিন্তু তাহাকে (— প্রসিদ্ধ লৌকিক অগ্নিকে) পাঠ করেন না, কারণ তাঁহারা পঞ্চসংখ্যার দ্বারাই উপসংহার করেন, যথা—"আর যিনি এই পাঁচটী অগ্নিকে এইপ্রকারে উপাসনা করেন", ইত্যাদি ।৩ আর যাঁহাদের সেই [লৌকিক অগ্নিরূপ] গুণ (—অঙ্গ) আছে এবং যাঁহাদের তাহা নাই, সেই উভয়ের বিদ্যা এক, ইহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? ৪ [উত্তর—ছন্দোগগণ বাজসনেয় হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এখানে (—ছান্দোগ্যে, লৌকিক অগ্নিরূপ ষষ্ঠ গুণের] উপসংহার (—সমাহার) হইবে, ইহা অবগত হইতে পারা যায় না, যেহেতু তাহাতে পঞ্চসংখ্যার বিরোধ হইবে ।৫ [প্রাণবিদ্যাতে গুণভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারে ছন্দোগগণ প্রাণসংবাদে শ্রেষ্ঠ (—মুখ্যপ্রাণ) হইতে ভিন্ন বাক্ চক্ষু শ্রোত্র ও মনোরূপ চারিটি প্রাণকে পাঠ করেন (ছা: ৫।১।৮-১১) ।৬ বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ কিন্তু "রেতঃই প্রজাতি (—উপস্থই প্রজননবৃত্তিযুক্ত), যিনি ইহা জানেন তিনি সন্তান ও পশুর দ্বারা সমৃদ্ধ হন", এই-প্রকারে পঞ্চম প্রাণকেও পাঠ করেন ।৭ [আচ্ছা, বাজসনেয়গণের রেতোরূপ বিদ্যাঙ্গ না হয় অধিক থাকিল, ছান্দোগগণের তাহা না থাকিলে কি হইল ? উত্তর—] আবাপ (— গ্রহণ) ও উদ্বাপের (— বর্জ্জনের) বিভিন্নতাবশতঃ বেদ্যবিষয়ের বিভিন্নতা হয়, আর বেদ্যবিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ হয় বিদ্যার বিভিন্নতা, যেমন দ্রব্য ও দেবতার বিভিন্নতাবশতঃ যাগের বিভিন্নতা হয় ; যদি এইপ্রকার বলা হয় ? ৮

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদঃ, দ্রব্যদেবতাভেদাৎ ইব যাগস্য ইতি চেৎ ?৮ নৈষঃ দোষঃ, যতঃ একস্যাম্ অপি বিদ্যায়াম্ এবংজাতীয়কঃ গুণভেদঃ উপপদ্যতে।৯ যদ্যপি ষষ্ঠস্য অগ্নেঃ উপসংহারঃ ন সম্ভবতি, তথাপি দ্যু-প্রভৃতীনাং পঞ্চানাম্ অগ্নীনাম্ উভয়ত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদঃ ভবিতুম্ অর্হতি।১০ নহি ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োঃ অতিরাত্রঃ ভিদ্যতে।১১ পঠ্যতে২পি চ ষষ্ঠঃ অগ্নিঃ ছন্দোগৈঃ—"তং প্রেতং দিষ্টম্ ইতঃ অগ্নয়ে এব হরন্তি" (ছাঃ ৫।৯।২) ইতি।১২ বাজ-সনেয়িনস্তু সাম্পাদিকেষু পঞ্চসু অগ্নিষু অনুবৃত্তায়াঃ সমিদ্ধূমাদি-কল্পনায়াঃ নিবৃত্তয়ে "তস্য অগ্নিরেব অগ্নিঃ ভবতি, সমিৎ সমিৎ" (বৃঃ ৬।২।১৪), ইত্যাদি সমামনন্তি, সঃ নিত্যানুবাদঃ।১৩ অথাপি উপাসনার্থঃ এষঃ বাদঃ, তথাপি সঃ গুণঃ শক্যতে ছন্দোগৈঃ অপি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অল্প রূপভেদ বিদ্যার বিভিন্নতার হেতু নহে বলিয়া উক্ত উভয় শাখায় প্রাণাদিবিদ্যা অভিন্ন।]

[সিদ্ধান্ত—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু এক বিদ্যাতেও এই জাতীয় গুণভেদ (—অঙ্গের বিভিন্নতা) সঙ্গত।৯ যদিও [পঞ্চসংখ্যার বিরোধবশতঃ ছান্দোগ্যে] ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার (—একত্রীকরণ) সম্ভব হয় না, তাহা হইলেও দ্যুলোক প্রভৃতি পাঁচটী অগ্নির [বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য] উভয়ত্রই প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [অঙ্গের অল্প বিভিন্নতাবশতঃ] বিদ্যার বিভিন্নতা সঙ্গত নহে।১০ দেখ, ষোড়শীর (—সোমরসাধার যজ্ঞপাত্রের) গ্রহণ ও অগ্রহণে অতিরাত্র যজ্ঞ বিভিন্ন হয় না।১১ [বস্তুতঃ কিন্তু ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে পঠিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ভেদ নাই, ইহাই বলিতেছেন—] আর ছান্দোগগণকর্ত্তৃক ষষ্ঠ অগ্নি পঠিতও হইতেছে যথা—"দিষ্ট (—স্বকর্ম্মনির্দ্দিষ্ট, লোকাভিলাষে] প্রেত (—ত্যক্তদেহ) সেই ব্যক্তিকে এখান (—লোকালয়) হইতে [শ্মশানস্থ] অগ্নির অভিমুখে লইয়া যায়", ইত্যাদি।১২ [কিন্তু বৃহদারণ্যকে অগ্নির সমিৎ প্রভৃতি বিশেষ পঠিত হইয়াছে, ছান্দোগ্যে তাহা হয় নাই; সুতরাং অঙ্গের বিভিন্নতা রহিয়াই গেল। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ কিন্তু সম্পাদিত (—উপাসনার জন্য কল্পিত, দ্যুলোকাদি] পাঁচটী অগ্নিতে অনুবৃত্ত (—পঠিত) সমিৎ (—যজ্ঞকাষ্ঠ) ও ধূমাদিকল্পনার [লৌকিক অগ্নিতে] নিবৃত্তির জন্য ["শ্মশানস্থ] অগ্নিই তাঁহার অগ্নি, [চিতা-] কাষ্ঠই তাঁহার সমিৎ", ইত্যাদি পাঠ করেন, তাহা নিত্যের (—লোকমধ্যে নিত্যপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ বস্তুর) অনুবাদমাত্র, [উপাসনার জন্য নহে; [সুতরাং অঙ্গের বিভিন্নতা হয় না]।১৩ আর এই বাদ (—বৃঃ ৬।২।১৪ তে লৌকিকাগ্নির বর্ণনা) যদি উপা-সনার জন্যও হয়, তাহা হইলেও সেই গুণ (—উপাসনাঙ্গ) ছন্দোগগণকর্ত্তৃক উপসং-হৃত হইতে পারে [সুতরাং উভয়ত্র পঠিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার বিভিন্নতা হয় না।১৪

শাঙ্করভাষ্যম্

উপসংহর্তুম্ ।১৪ ন চ অত্র পঞ্চসংখ্যাবিরোধঃ আশঙ্ক্যঃ, সাম্পাদিকাগ্ন্যভিপ্রায়া হি এষা পঞ্চসংখ্যা নিত্যানুবাদভূতা, ন বিধিসমবায়িনী ইতি অদোষঃ। ।১৫ এবং প্রাণসংবাদেষু অপি অধিকস্য গুণস্য ইতরত্র উপসংহারঃ ন বিরুধ্যতে।১৬ ন চ আবাপোদ্বাপভেদাৎ বেদ্যভেদঃ বিদ্যাভেদশ্চ আশঙ্ক্যঃ, কস্যচিৎ বেদ্যাংশস্য

ভাষ্যানুবাদ

লৌকিক অগ্নিরূপ ষষ্ঠ গুণের উপসংহার হইলে পঞ্চসংখ্যার বিরোধ হইবে এই যাহা বলা হইয়াছে (৫ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এখানে পঞ্চসংখ্যার বিরোধ আশঙ্কনীয় নহে, যেহেতু এই পঞ্চসংখ্যা সাম্পাদিক অগ্নিকে অভিপ্রায় করে (—দ্যুলোকাদি অনগ্নিতে আরোপিত অগ্নিবুদ্ধিকে বিষয় করে, এইহেতু] তাহা নিত্য অনুবাদভূত, বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত (—উৎপত্তিশিষ্ট) নহে, এইহেতু দোষ হয় না (৭) ।১৫ [পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে নির্ণীত ন্যায়কে প্রাণবিদ্যাতে অতিদেশ করিতেছেন—] এইপ্রকারে প্রাণসংবাদেও [বাজসনেয়কে বর্ণিত শ্রেষ্ঠোরূপ] অধিক গুণের অন্য স্থলে (—ছান্দোগ্যে) উপসংহার বিরুদ্ধ নহে ।১৬ আর আবাপ ও উদ্বাপের (—উপাসনাঙ্গের গ্রহণ ও বর্জনের) বিভিন্নতাবশতঃ বেদ্য

ভাবদীপিকা

(৭) অভিপ্রায় এই – পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে উপাসনাবোধক বিধি স্পষ্ট উপলব্ধ হয় না। পরন্তু "অসৌ বাব লোকঃ গৌতম অগ্নিঃ", (ছাঃ ৫।৪।১) এবং "এতান্ পঞ্চাগ্নীন্ বেদ" (ছাঃ ৫।১০।১০), ইত্যাদি বাক্যবলে বিধি কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু সেই বিধির মধ্যে উৎপত্তিশিষ্টগুণরূপে * অগ্নির পঞ্চত্বসংখ্যাকে প্রবেশ করান যায় না, কারণ বৃহদারণ্যকপঠিত "অথ এনম অগ্নয়ে হরন্তি" (বৃঃ ৬.২.১৪), ইত্যাদি বাক্যে উপাস্যরূপে বোধিত লৌকিক ষষ্ঠ অগ্নি সেই পঞ্চত্বসংখ্যাকে বিরোধবশতঃ বিধির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না। সেইহেতু এই যে অগ্নিনিষ্ঠ পঞ্চত্বসংখ্যা, তাহা সম্পাদ্য অগ্নিকেমাত্র বিষয় করে। পুরুষ স্বীয় বুদ্ধিবলে "অসৌ বাব লোকঃ গৌতম অগ্নিঃ", ইত্যাদি পাঁচটী শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা অনুবাদ করিয়া অবগত হয়; ভগবান্ ভাষ্যকার ইহাই বলিলেন—"নিত্যানুবাদভূতা" ইত্যাদি। উৎপত্তিশিষ্টগুণরূপে পঞ্চত্বসংখ্যা বিধির মধ্যে প্রবিষ্ট নহে, ইহা মনে করিয়া বলিলেন—"ন বিধিসমবায়িনী" ইত্যাদি। অতএব এই সম্পাদ্য পাঁচটী অগ্নি এবং অসম্পাদ্য লৌকিকাগ্নিরূপ ষষ্ঠ অগ্নি উৎপন্নশিষ্ট † হওয়ায় এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উভয়ত্র তাহাদের প্রত্যভিজ্ঞা সমান হওয়ায় ছন্দোগগণ বৃহদারণ্যক হইতে ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার করিলে দোষ হয় না।

* উৎপত্তিশিষ্ট গুণ—যে বাক্যে কর্ম বিহিত হয়, সেই বাক্যেই যে গুণ (—কর্মাঙ্গ) বিহিত হয়, তাহাকে বলে 'উৎপত্তিশিষ্ট' গুণ। যথা—"বৈশ্বদেবী আমিক্ষা" (তৈঃ সং ৩।৪।১১)। ইহাতে একই বাক্যে বৈশ্বদেব যজ্ঞ এবং তাহার গুণ (—হোমীয় আমিক্ষা দ্রব্যরূপ কর্মাঙ্গ) বিহিত হইয়াছে। এই গুণ উৎপন্নশিষ্ট গুণ হইতে বলবান্।

† উৎপন্নশিষ্ট গুণ—কর্মবিধায়ক বাক্য ব্যতিরিক্ত বাক্যে যে গুণ বিহিত হয়, তাহাকে বলে 'উৎপন্নশিষ্ট' গুণ। যথা—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি", এই বাক্যে কর্ম বিহিত হইয়াছে, আর তাহা হইতে ভিন্ন "দধ্না জুহোতি", এই বাক্যে তাহার গুণ বিহিত হইয়াছে। এই 'দধি' উৎপন্নশিষ্ট গুণ।

শাঙ্করভাষ্যম্

আবাপোদ্বাপয়োরপি ভূয়সঃ বেদ্যরাশেঃ অভেদাবগমাৎ। ১৭ তস্মাৎ ঐকবিদ্যম্ এব। ১৮॥৩।৩।২॥

ভাষ্যানুবাদ

বিষয়ের বিভিন্নতা এবং [সেইহেতু] বিদ্যার বিভিন্নতা আশঙ্কা করা (৮ বাক্য) উচিত নহে, যেহেতু কোন বেদ্য অংশের গ্রহণ বা বর্জ্জন হইলেও অধিকাংশ বেদ্য বিষয়ের অভিন্নতা অবগত হওয়া যায় (—বহুতর উপাসনাঙ্গের অভিন্নতাবশতঃ বিভিন্ন শাখাতে বিদ্যার একত্ববিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা হয়)। ১৭ সেইহেতু (—অঙ্গের অল্প বিভিন্নতা বিদ্যাভেদের হেতু না হওয়ায়, বিভিন্ন শাখাতে পঠিত তত্তৎ] বিদ্যা অবশ্যই এক হইবে। ১৮ ॥৩।৩।২॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥৩।৩।৩॥

পদচ্ছেদ—স্বাধ্যায়স্য, তথাত্বেন, হি, সমাচারে, অধিকারাৎ, চ, সববৎ, চ, তন্নিয়মঃ।

সূত্রার্থ—[নমু ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকমুণ্ডকাধ্যয়নে শিরোব্রতাখ্যঃ ধর্ম্মঃ বিহিতঃ, ন অন্যত্র। অতঃ ধর্ম্মভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ, ইতি আশঙ্ক্য আহ—শিরোব্রতাখ্যাঃ ধর্ম্মঃ] **স্বাধ্যায়স্য**—স্বশাখাত্মকবেদাধ্যয়নস্য [অঙ্গং, ন বিদ্যায়াঃ। কুতঃ ?] **হি**—যতঃ, **তথাত্বেন**—স্বাধ্যায়াঙ্গত্বেন, **সমাচারে**—আথর্বণিকানাং বেদব্রতোপদেশপরে তন্নামকে গ্রন্থে [গোদানাদিবৎ শিরোব্রতমপি বেদব্রতত্বেন আথর্বণিকাঃ সমামনন্তি]। **অধিকারাৎ**—“নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে” (মুঃ ৩।২।১১) ইত্যত্র অধিকৃতবিষয়াৎ এতচ্ছব্দাৎ, **চকারাৎ**—“অধীতে” ইতি অধ্যয়নশব্দাৎ চ, [শিরোব্রতং মুণ্ডকাধ্যয়নস্য এব অঙ্গম্ ইতি সিধ্যতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—] **সববৎ**—যথা সবাঃ—সৌর্যাদয়ঃ শতৌদনান্তাঃ সপ্তহোমাঃ [শাখান্তরোক্তত্রেতানামকাগ্নিনা অসম্বন্ধাৎ] **চকারাৎ**—আথর্বণোক্তেন একর্ষিসংজ্ঞয়া একাগ্নিনা সম্বন্ধাৎ [একাগ্নীনাম্ আথর্বণিকানাম্ এব নিয়ম্যন্তে], তদ্বৎ; **তন্নিয়মঃ**—তস্য শিরোব্রতস্য মুণ্ডকাধ্যয়নে এব নিয়মঃ ইত্যর্থঃ। [তস্মাৎ সর্ব্বত্র তত্তদ্বিদ্যৈক্যম্ অনবদ্যম্]।

অনুবাদ—[কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক মুণ্ডকের অধ্যয়নে শিরোব্রত নামক ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, অন্যত্র নহে। এইহেতু ধর্ম্মের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে, ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শিরোব্রতনামক ধর্ম্ম] **স্বাধ্যায়স্য**—স্বশাখাত্মক বেদাধ্যয়নের [অঙ্গ, বিদ্যার নহে। কেন নহে ? উত্তর—] **হি**—যেহেতু, **তথাত্বেন**—স্বাধ্যায়ের অঙ্গরূপে, **সমাচারে**—অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণের বেদব্রতের উপদেশপর তন্নামক গ্রন্থে [গোদানাদির ন্যায় শিরোব্রতকেও বেদব্রতরূপে আথর্ব্বণগণ পাঠ করেন]। **অধিকারাৎ**—“যিনি ব্রত আচরণ করেন নাই, তিনি ইহা পাঠ করিবেন না”, এই স্থলে অধিকারীর (—ব্রত আচরণে যাহার অধিকার আছে, তাহার) যাহা বিষয় (—মুণ্ডকগ্রন্থ), তৎপ্রতিপাদক ‘এতৎ’ এই শব্দ হইতে, [এবং] **চকারাৎ**—“অধীতে” এই অধ্যয়নবাচক শব্দ হইতে [শিরোব্রত মুণ্ডকাধ্যয়নেরই অঙ্গ, ইহা সিদ্ধ হয়। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] **সববৎ**—যেমন সবসকল—

সৌর্য্যাদি শতৌদন পর্য্যন্ত সাতটী হোম [অন্য শাখাতে বর্ণিত ত্রেতানামক (১। ৪৩৮ পৃঃ) অগ্নির সহিত সম্বন্ধ না হওয়ায়], চকারাৎ—এবং অথর্ব্ববেদোক্ত 'একর্ষি' নামক একটী অগ্নির সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় [একাগ্নিক অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণের প্রতিই নিয়মিত হয় (—তাঁহাদের অনুষ্ঠেয়রূপেই নির্ণীত হয়], তাহার ন্যায় ; তন্নিয়মঃ—সেই শিরোব্রতের মুণ্ডকাধ্যয়নেই নিয়ম হইবে (—অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণই মুণ্ডকাধ্যয়নকালে ইহার অনুষ্ঠান করিবেন), ইহাই ভাব। [অতএব সর্ব্বত্র (—সকল শাখাতে পঠিত) তত্তৎ বিদ্যার একত্ব দোষবিহীন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদপি উক্তম্ আথর্ব্বণিকানাং বিদ্যাং প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষণাৎ অন্যেষাং চ তদনপেক্ষণাৎ বিদ্যাভেদঃ ইতি।১ তৎ প্রত্যুচ্যতে।২ স্বাধ্যায়স্য এষঃ ধর্ম্মঃ, ন বিদ্যায়াঃ।৩ কথম্ ইদম্ অবগম্যতে?৪ যতঃ তথাত্বেন স্বাধ্যায়ধর্ম্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আথর্ব্বণিকাঃ ইদম্ অপি বেদব্রতত্বেন ব্যাখ্যাতম্ ইতি সমামনন্তি।৫ "নৈতদচীর্ণব্রতঃ অধীতে" (মুঃ ৩।২।১১), ইতি চ অধিকৃতবিষয়াৎ এতচ্ছব্দাৎ অধ্যয়নশব্দাৎ চ স্বোপনিষদধ্যয়নধর্ম্মঃ এব এষঃ ইতি নির্দ্ধার্য্যতে।৬ ননু চ "তেষাম্ এব এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবৎ যৈস্তু চীর্ণম্" (মুঃ ৩।২।১০), ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাৎ একা এব সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যা ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শিরোব্রতটি ধর্মবিশেষ স্বাধ্যায়ের অঙ্গ হওয়ায় বিদ্যার ভেদক নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—অথর্ববেদাধ্যায়িগণের বিদ্যার প্রতি শিরোব্রত (—মস্তকে অঙ্গারপাত্র ধারণ) প্রভৃতির অপেক্ষা থাকায় এবং অন্যগণের তাহার অপেক্ষা না থাকায় বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে, ইত্যাদি।১ তাহাকে নিরাকরণ করা হইতেছে।২ এই [শিরোব্রত] ধর্ম্ম স্বাধ্যায়ের (—স্বশাখাভূত বেদাধ্যয়নের) অঙ্গ, বিদ্যার নহে।৩ ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যাইতেছে ? ৪ [উত্তর—] যেহেতু 'সমাচার' নামক বেদব্রতের উপদেশপর গ্রন্থে "সেইপ্রকারে" অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের ধর্ম্মরূপে, অর্থাৎ বেদগ্রহণকালীন ব্রতরূপে ইহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহা অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ বলেন।৫ ['অধিকারাৎ চ' এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর "যিনি শিরোব্রতের অনুষ্ঠান করেন নাই, তিনি ইহা পাঠ করিবেন না", এইপ্রকার অধিকৃতবিষয়ক (—শিরোব্রত আচরণে যাহার অধিকার আছে, তাহার যাহা বিষয় (—মুণ্ডকগ্রন্থ), তৎপ্রতিপাদক) 'এতৎ'-শব্দ হইতে এবং ["অধীতে" এই] অধ্যয়নার্থক শব্দ হইতে ইহা (—শিরোব্রত) স্বশাখাপঠিত উপনিষদ্ অধ্যয়নেরই ধর্ম্ম, ইহা নির্দ্ধারিত হইতেছে।৬ [শঙ্কা—] কিন্তু "যাঁহারা যথাবিধি শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণনা করিবে", এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত [শিরোব্রতের] সম্বন্ধ শ্রুত হওয়ায় এবং [তোমার মতে] ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বত্র (—সকল শাখাতে) একই হওয়ায় এই [শিরোব্রতরূপ] ধর্ম্ম

শাঙ্করভাষ্যম্

সঙ্কীর্য্যেত এষঃ ধর্ম্মঃ ।৭ ন, তত্রাপি 'এতাম্' ইতি প্রকৃতপ্রত্যবমর্শাৎ ।৮ প্রকৃতত্বং চ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ গ্রন্থবিশেষাপেক্ষম্ ইতি গ্রন্থবিশেষসংযোগী এব এষঃ ধর্ম্মঃ।৯ সববৎ চ তন্নিয়মঃ ইতি নিদর্শননির্দ্দেশঃ ।১০ যথা চ সবাঃ সপ্ত সৌর্যাদয়ঃ শতৌদনপর্যন্তা বেদান্তরোদিতত্রেতাগ্ন্যনভিসম্বন্ধাৎ আথর্বণোদিতৈকাগ্ন্যভিসম্বন্ধাৎ চ আথর্বণিকানাম্ এব নিয়ম্যন্তে, তথৈব অয়মপি ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়বিশেষসম্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যতে ।১১ তস্মাদপি অনবদ্যং বিদ্যৈকত্বম্ ।১২॥৩।৩।৩॥

ভাষ্যানুবাদ

সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত হইবে (—সকল শাখাপঠিত ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া পড়িবে)।৭ [সমাধান—] না, তাহা হইবে না, যেহেতু সেই স্থলেও (—মুঃ ৩।২।১০ শ্রুতিতেও) 'এতাম্' এইপ্রকারে প্রকৃতের (—ব্রহ্মবিদ্যার, অর্থাৎ তৎপ্রকাশক এই মুণ্ডক গ্রন্থের) পরামর্শ হইয়াছে।৮ [কিন্তু উক্ত শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে ব্রহ্মবিদ্যাই পরামৃষ্ট হইয়াছে, মুণ্ডকপঠিত তাহা নহে। সমাধান—] আর [তত্তৎ ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বশাখাতে একই হওয়ায়] ব্রহ্মবিদ্যার যে প্রকৃতত্ব (—প্রস্তাবিত হওয়া), তাহা গ্রন্থবিশেষসাপেক্ষ (—এখানে মুণ্ডকগ্রন্থকেই অপেক্ষা করে), এইহেতু [শিরোব্রতরূপ] এই ধর্ম্ম অবশ্যই গ্রন্থবিশেষের (—মুণ্ডকগ্রন্থের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত (৮)।৯ আর "সবের (—হোমের) ন্যায় তাহার (—শিরোব্রতের) নিয়ম", ইহা দৃষ্টান্তের নির্দ্দেশ।১০ যেমন সৌর্য্যাদি শতৌদন পর্য্যন্ত সাতটি হোম অন্য বেদে বর্ণিত ত্রেতাগ্নির সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হওয়ায় (—সেই অগ্নিত্রয়ে অনুষ্ঠেয় না হওয়ায়) এবং অথর্ব্ববেদে বর্ণিত [একর্ষিনামক] একটী অগ্নির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় অথর্ব্ববেদিগণের প্রতিই নিয়মিত হয় (—মাত্র তাঁহারাই হন সেই হোমানুষ্ঠানে অধিকারী), এইপ্রকারে [শিরোব্রতরূপ] এই ধর্ম্মও স্বাধ্যায়বিশেষের (—অথর্ব্ববেদিগণের মুণ্ডকাধ্যয়নের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় সেই স্থলেই নিয়মিত হইবে।১১ সেইহেতুবশতঃও (—অধ্যয়নের অঙ্গরূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যারূপ ধর্ম্মীর বিভিন্নতার হেতু না হওয়ায়, সকল শাখাতে তত্তৎ] বিদ্যার একত্ব নির্দ্দিষ্ট।১২॥৩।৩।৩॥

ভাবদীপিকা

(৮) ভাব এই—একই ব্রহ্মবিদ্যা বিভিন্ন বেদের বিভিন্ন শাখাতে বর্ণিত হইয়াছে। আর "নৈতদ্ অচীর্ণব্রতঃ অধীতে" (মুঃ ৩।২।১১), অত্রস্থ সন্নিহিতবাচী "এতৎ" শব্দ অধ্যয়নের বিষয়রূপে মুণ্ডকগ্রন্থকেই সমর্পণ করিতেছে। সেইহেতু সন্নিহিত বস্তুর সমর্পক "এতাম্" এই পদের সন্নিহিত ব্রহ্মবিদ্যাশব্দে মুণ্ডকে পঠিত ব্রহ্মবিদ্যাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, সকল শাখাপঠিত তাহাকে নহে। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায় ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অথর্ব্ববেদিগণ যখন স্ববেদপঠিত মুণ্ডকোপনিষৎ হইতে সেই বিদ্যা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তখন শিরোব্রত তাঁহাদের পক্ষে

দর্শয়তি চ ॥৩।৩।৪॥

সূত্রার্থ—[নহু ন্যায়মাত্রেণ কথম্ অবাচনিকং স্বীকর্ত্তুং শক্যম্ ? অতঃ আহ—] **দর্শয়তি**—"সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদম্ আমনন্তি" (কঠ ১।২।১৫) ইত্যাদিবাক্যং বেদান্ত নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববেদান্তেষু একত্বেন তদ্বিদ্যায়াঃ সর্ব্বত্র একত্বং দর্শয়তি। তথা "প্রাদেশমাত্রম্ ইব হ বৈ দেবাঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১০।১১) ইতি বাজসনেয়কবাক্যে সগুণস্য ব্রহ্মণঃ বৈশ্বানরস্য প্রাদেশমাত্রত্বেন সম্পাদিতস্য ছান্দোগ্যে সিদ্ধবৎ উপাদানম্ "যস্তু এতম্ এবং প্রাদেশমাত্রম্" (ছাঃ ৫।১৮।১) ইতি, তদপি সর্ব্বত্র বৈশ্বানরবিদ্যায়াঃ একত্বং দর্শয়তি। [এবঞ্চ সগুণস্য নির্গুণস্য বা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্র একত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ তত্তৎ বিদ্যায়াঃ একত্বং, তৎসন্নিধিপাঠাৎ চ ইতরেষাম্ অপি তত্তদুপাসনানাম্ একত্বং সিদ্ধম্]। চকারঃ—ন্যায়মাত্রশঙ্কায়াঃ অনুত্থানং দর্শয়তি।

অনুবাদ—[কিন্তু অবাচনিককে (—যাহা বেদে পঠিত হয় নাই, তাহাকে) কেবল যুক্তির বলে কিপ্রকারে স্বীকার করিতে পারা যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **দর্শয়তি**—"বেদসকল যে পদের (—ব্রহ্মরূপ গম্য বস্তুর) কথা বলেন", ইত্যাদি বাক্য বেদ্য নির্গুণব্রহ্ম উপনিষৎসকলে এক হওয়ায় তদ্বিষয়িণী বিদ্যার সর্ব্বত্র (—সকল শাখাতে) একত্ব প্রদর্শন করিতেছে। এইপ্রকারে "দেবগণ যেন প্রাদেশমাত্ররূপে", ইত্যাদি বাজসনেয়কবাক্য প্রাদেশমাত্ররূপে সম্পাদিত বৈশ্বানররূপ সগুণব্রহ্মের যে ছান্দোগ্যে সিদ্ধ বস্তুর ন্যায় গ্রহণ, যথা—"কিন্তু যিনি এইপ্রকারে এই প্রাদেশমাত্রকে" ইত্যাদি, তাহাও সর্ব্বত্র বৈশ্বানরবিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিতেছে। [এইপ্রকারে সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র একইরূপে শ্রুত হইতেছেন বলিয়া সেই সেই বিদ্যার একত্ব এবং তাহার সন্নিধিপাঠবশতঃ [উক্‌থাদি] অন্যান্য উপাসনাসকলের একত্ব সিদ্ধ হইল]। চকার—'ন্যায়মাত্র' ইত্যাদিরূপে উত্থাপিত আশঙ্কার অনুত্থান প্রদর্শন করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়তি চ বেদঃ অপি বিদ্যৈকত্বং সর্ব্ববেদান্তেষু বেদ্যৈকত্বোপদেশাৎ—"সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদম্ আমনন্তি" (কঠ ১।২।১৫) ইতি।১ তথা "এতং হি এব বহ্‌বৃচা মহত্যুক্‌থে মীমাংসন্তে, এতম্ অগ্নৌ অধ্বর্যবঃ, এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ" (ঐতঃ আঃ ৩।২।৩।১২) ইতি চ।২

ভাষ্যানুবাদ

[নিঃ—শ্রুতিবলে বেদ্যের অভিন্নত্ববশতঃ বিভিন্নশাখায় বিদ্যার অভিন্নতা।]

আর "সকল বেদ যে পদের (—ব্রহ্মরূপ গম্যবস্তুর) কথা বলেন", এইপ্রকারে উপনিষৎসকলে বেদ্যের (—নির্গুণব্রহ্মবস্তুর) একত্ব উপদিষ্ট হওয়ায় বেদও [নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার] একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।১ আর এইপ্রকারে "ঋগ্বেদিগণ ইঁহাকে (—পরমাত্মাকে) মহৎ উক্‌থে (১৩২৩ পৃঃ, ৬ ভাবদীঃ) মীমাংসা করেন

ভাবদীপিকা

অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। অন্যথা সেই বিদ্যা তাঁহাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে না। অন্য বেদাধ্যায়িগণ মুণ্ডক হইতেই সেই বিদ্যা অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে শিরোব্রতব্যতিরেকেই তাঁহাদের বিদ্যা ফলদায়ক হইবে। শিরোব্রত অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণের মুণ্ডকাধ্যয়নেই নিয়মিত, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—"সবযৎ"—'আর সবের' ইত্যাদি (২ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তথা "মহদ্ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্ (কঠ ২।৩।২) ইতি কাঠকে উক্তস্য ঈশ্বরগুণস্য ভয়হেতুত্বস্য তৈত্তিরীয়কে ভেদদর্শননিন্দার্থৈঃ পরামর্শঃ দৃশ্যতে—"যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ উৎ অরম্ অন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তৎ তু এব ভয়ং বিদুষঃ অমন্বানস্য" (তৈঃ ২।৭।১) ইতি ।৩ তথা বাজসনেয়কে প্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্য বৈশ্বানরস্য ছান্দোগ্যে সিদ্ধবৎ উপাদানম্—"যস্তু এতম্ এবং প্রাদেশমাত্রম্ অভিবিমানম্ আত্মানং বৈশ্বানরম্ উপাস্তে" (ছাঃ ৫।১৮।১) ইতি ।৪ তথা সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বেন অন্যত্র বিহিতানাম্ উক্থাদীনাম্ অন্যত্র উপাসনবিধানায় উপাদানাৎ প্রায়দর্শনন্যায়েন উপাসনানাম্ অপি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বসিদ্ধিঃ ।৫॥৩।৩।৪॥

ইতি প্রথমং সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

(—তাহাকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন), যজুর্ব্বেদিগণ ইঁহাকে অগ্নিতে উপাসনা করেন এবং সামবেদিগণ ইঁহাকে মহাব্রতে (—তন্নামক যজ্ঞে) উপাসনা করেন", 'এইরূপে বেদত্রয়ে এক সগুণব্রহ্মের বেদ্যতা প্রদর্শিত হওয়ায় সগুণব্রহ্মবিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হইতেছে'।২ তদ্রূপ ["সেই ব্রহ্ম] উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতি ভয়ানক", এইপ্রকারে কাঠকে বর্ণিত ভয়হেতুতারূপ ঈশ্বরনিষ্ঠ গুণের তৈত্তিরীয়ে ভেদদর্শনের নিন্দার জন্য উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"ইনি (—অবিদ্বান্ ব্যক্তি) যখন ইঁহাতে (—ব্রহ্মে) অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করেন, তখন [সেই ভেদদর্শনরূপ হেতুবশতঃ] তাঁহার ভয় হয়। অমননকারী (—অদ্বৈতজ্ঞানহীন, প্রাকৃত] বিদ্বানের তিনিই (—ব্রহ্মই) ভয়ের হেতু", ইত্যাদি। [এইপ্রকারে একশাখাপঠিত পদার্থের শাখান্তরে সিদ্ধ বস্তুর ন্যায় উল্লেখ হওয়ায় বিভিন্ন শাখাস্থ বিদ্যার একত্বজ্ঞান হয়]।৩ এইরূপে বাজসনেয়কে (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১।১০।১১) প্রাদেশমাত্ররূপে সম্পাদিত (১।২।৩১ ভাষ্য) বৈশ্বানরের ছান্দোগ্যে সিদ্ধ বস্তুর ন্যায় গ্রহণ হইয়াছে, যথা—"কিন্তু যিনি প্রাদেশমাত্ররূপে সম্পাদিত অভিবিমান (১।২।৩২ ভাষ্য) এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন", ইত্যাদি। [এতদ্দ্বারা বিভিন্ন শাখাপঠিত বৈশ্বানরবিদ্যার একত্ব প্রদর্শিত হইতেছে]।৪ এইপ্রকারে সকল উপনিষদে প্রতীয়মান (—বিহিত) হওয়ায় অন্যত্র বিহিত উক্থ প্রভৃতির অন্যত্র (—অন্য শাখাতে) উপাসনাবিধানের জন্য গ্রহণ হওয়ায় প্রাচুর্য্যদর্শনন্যায়ানুসারে (—বহু স্থলে বহুবার বর্ণিত হওয়ায়, ব্রহ্মবিদ্যার একত্বের ন্যায় উক্থাদির] উপাসনাসকলেরও সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়তা (—সকল উপনিষদ্রূপ প্রমাণগম্যতা) সিদ্ধ হয় (—উক্থাদি উপাসনাসকলেরও সকল শাখাতে অভিন্নতা সিদ্ধ হয়)।৫॥৩।৩।৪॥

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ সমাপ্ত।

১। উপসংহারাধিকরণম্। [৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—একই উপাসনাতে বিভিন্ন শাখা হইতে গুণোপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে সকল শাখাতে তত্তৎ বিদ্যার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে বিদ্যাগত সেই একত্বের যাহা ফল, অর্থাৎ তত্তৎ শাখা হইতে তত্তৎ বিদ্যার অঙ্গসকলের উপসংহার (—একত্রীকরণ, সমাহার), তাহা প্রতিপাদিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **ফলফলিভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণের ফলই এই অধিকরণে বর্ণিত হওয়ায় এই সঙ্গতি পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়ই বুঝিতে হইবে।

ন্যায়মালা

একশাখাস্থবনাহার্য্যা আহার্য্যা বা গুণাঃ শ্রুতৌ।
অশ্রুতত্বাদনাহার্য্যা উপকারঃ শ্রুতৈর্গুণৈঃ॥
শ্রুতত্বাদন্যশাখায়ামাহার্য্যা অগ্নিহোত্রবৎ।
বিশিষ্টবিদ্যোপকারঃ স্বশাখোক্তগুণৈঃ সমঃ॥

অন্বয়—গুণাঃ একশাখাস্থৌ অনাহার্য্যাঃ আহার্য্যাঃ বা? শ্রুতৌ অশ্রুতত্বাৎ অনাহার্য্যাঃ, উপকারঃ শ্রুতৈঃ গুণৈঃ। অন্যশাখায়াং শ্রুতত্বাৎ অগ্নিহোত্রবৎ আহার্য্যাঃ, স্বশাখোক্তগুণৈঃ সম বিশিষ্টবিদ্যোপকারঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[তুল্যধীবদ্ধাঃ গুণাঃ অত্র বিষয়ঃ। তে কিং যথাশ্রুতি ব্যবতিষ্ঠেরন্, উত প্রত্যভিজ্ঞয়া উপসংহ্রিয়েরন্ ইতি মীমাংসায়াং ভবতি সংশয়ঃ—সর্ব্বশাখাসু দহরশাণ্ডিল্যাদিতত্তদুপাসনানাম্ একত্বেঽপি বিভিন্নশাখাস্থাঃ তে] গুণাঃ একশাখাস্থৌ অনাহার্য্যাঃ, [প্রত্যভিজ্ঞয়া] আহার্য্যাঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[বাজসনেয়কে প্রাণবিদ্যায়াম্ অধিকঃ গুণঃ রেতআখ্যঃ শ্রুতঃ—"রেতঃ হ উচ্চক্রাম" (বৃঃ ৬।১।১২) ইতি; ন অসৌ ছান্দোগ্যে প্রাণবিদ্যায়াম্। অতঃ স্বশাখায়াং] শ্রুতৌ অশ্রুতত্বাৎ [শাখান্তরস্থাঃ গুণাঃ] অনাহার্য্যাঃ [বিদ্যায়াঃ] উপকারঃ [তু স্বশাখায়াং] শ্রুতৈঃ গুণৈঃ [ভবিষ্যতি]।

সিদ্ধান্ত—[একশাখায়াম্ অশ্রবণেঽপি] অন্যশাখায়াং [গুণানাং] শ্রুতত্বাৎ অগ্নিহোত্রবৎ [তে গুণাঃ শাখান্তরস্থাঃ স্বশাখায়াং] আহার্য্যাঃ। [ন চ স্বশাখোক্তগুণৈঃ এব বিদ্যোপকারসিদ্ধৌ গুণোপসংহারঃ নিরর্থকঃ ইতি বাচ্যম্। যতঃ "কর্ম্মভূয়স্ত্বাৎ ফলভূয়স্ত্বম্" ইতি ন্যায়েন] স্বশাখোক্তগুণৈঃ সম বিশিষ্টবিদ্যোপকারঃ [স্যাৎ। তস্মাৎ গুণোপসংহারঃ কর্ত্তব্যঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[একই উপাসনার সহিত সম্বন্ধ গুণ (—উপাসনাঙ্গ) সকল এখানে বিষয়। তাহারা কি যেপ্রকারে শ্রুত হইয়াছে, সেইপ্রকারে অবস্থান করিবে (—যে শাখাতে যে উপাসনাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই শাখাধ্যায়ীই সেই গুণযোগে সেই উপাসনা করিবে), অথবা ["ইহা সেই বিদ্যা", এইপ্রকার] প্রত্যভিজ্ঞাবলে [অন্য শাখা হইতে স্বশাখাতে] উপসংহৃত হইবে, এইপ্রকার বিচারস্থলে সংশয় হয়—সকল শাখাতে দহর ও শাণ্ডিল্যাদি তত্তৎ বিদ্যাসকল এক হইলেও বিভিন্ন শাখাপঠিত সেই] গুণসকল এক উপাসনাতে সমাহৃত হইবে না, অথবা [প্রত্যভিজ্ঞাবলে] সমাহৃত হইবে?

পূর্ব্বপক্ষ—[বাজসনেয়কে প্রাণবিদ্যাতে রেতোনামক অধিক গুণ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"উপস্থ উৎক্রমণ করিল", ইত্যাদি। ছান্দোগ্যস্থ প্রাণবিদ্যাতে তাহা শ্রুত হয় নাই। সেইহেতু স্বশাখাস্থ] শ্রুতিতে বর্ণিত না হওয়ায় [অন্য শাখা হইতে গুণসকল] সমাহৃত হইবে না। [বিদ্যার] উপকার (—সাঙ্গতা, কিন্তু স্বশাখাতে] শ্রুত গুণসকলের দ্বারা হইবে।

সিদ্ধান্ত—[এই শাখাতে শ্রুত না হইলেও] অন্য শাখাতে [গুণসকল] শ্রুত হওয়ায় অগ্নিহোত্রের ন্যায় (—শাখান্তরে বর্ণিত গুণযোগে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানের ন্যায়, সেই গুণসকল অন্য শাখা হইতে স্বশাখাতে] সমাহৃত হইবে। [আর স্বশাখাপঠিত গুণসকলের দ্বারাই বিদ্যার সাঙ্গতা সিদ্ধ হইলে গুণসকলের একত্রীকরণ নিরর্থক, ইহা বলা উচিত নহে, যেহেতু "কর্ম্মবাহুল্যে ফলাধিক্য", এই যুক্তিবলে] স্বশাখাপঠিত গুণসকলের সহিত বিশিষ্ট বিদ্যার উপকার হইবে (—স্বশাখাপঠিত ও শাখান্তর হইতে সমাহৃত, এই উভয়প্রকার গুণবিশিষ্ট বিদ্যা অধিক ফলপ্রদ হইবে। [সেইহেতু [শাখান্তর হইতে] গুণসকলের সমাহার করা উচিত]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, পূর্ব্বাধিকরণে বিবক্ষিত ফলাসিদ্ধি, অর্থাৎ শাখান্তর হইতে গুণোপসংহার হইবে না। সিদ্ধান্তে—তৎ সিদ্ধি, অর্থাৎ গুণোপসংহার হইবে।

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥৩।৩।৫॥

পদচ্ছেদ—উপসংহারঃ, অর্থাভেদাৎ, বিধিশেষবৎ, সমানে,চ।

সূত্রার্থ—[সর্ব্বশাখাসু দহরশাণ্ডিল্যাদিতত্তদুপাসনানাম্ একত্বেঽপি একশাখাস্থবিদ্যায়াং শাখান্তরস্থাধিকগুণানাম্ উপসংহারঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে, যত্র যাবন্তঃ গুণাঃ শ্রুতাঃ তৈঃ এব আকাঙ্ক্ষাশান্তেঃ ন উপসংহারঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **সমানে**—সমানে উপাসনে, **উপসংহারঃ**—গুণোপসংহারঃ যুক্তঃ [কুতঃ ?] **অর্থাভেদাৎ**—উপাস্যগুণৈঃ নির্ব্বর্ত্ত্য উপাসনারূপার্থস্য সর্ব্বশাখাসু অভিন্নত্বাৎ। [তত্র দৃষ্টান্তঃ—**বিধিশেষবৎ**—বিধিশেষাণাম্ অগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং শাখান্তরে শ্রুতানাং যথা শাখান্তরে উপসংহারঃ, তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। **চকারঃ**—বিজ্ঞানভেদে গুণানাম্ অনুপসংহারং সূচয়তি।

অনুবাদ—[সকল শাখাতে দহর ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি তত্তৎ উপাসনাসকল এক হইলেও এক শাখাপঠিত বিদ্যাতে অন্যশাখাপঠিত অধিক গুণসকলের একত্রীকরণ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, যে স্থলে যতগুলি গুণ শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, সেই সকলের দ্বারাই অকাঙ্ক্ষার শান্তি হওয়ায় একত্রীকরণ হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **সমানে**—সমান উপাসনাতে, **উপসংহারঃ**—গুণসকলের একত্রীকরণ যুক্তিসঙ্গত। [কেন ? উত্তর—] **অর্থাভেদাৎ**—যেহেতু উপাস্যের গুণসকলের দ্বারা সম্পাদিত যে উপাসনারূপ প্রয়োজন, তাহা সর্ব্বশাখাতে অভিন্ন। [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] **বিধিশেষবৎ**—শাখান্তরে শ্রুত বিধিশেষসকলের (১), অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদির ধর্ম্ম-(—অঙ্গ-) সকলের যেমন অন্য শাখাতে একত্রীকরণ হয়, তাহার ন্যায়, ইহাই ভাব। **চকার**—উপাসনা বিভিন্ন হইলে গুণসকলের অনুপসংহার সূচনা করিতেছে।

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে "বিধীয়তে ইতি বিধিঃ," এইপ্রকারে বি+ধা+কর্ম্মবাচ্যে 'ই' প্রত্যয় করিয়া এই বিধিশব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে ইহার অর্থ হয়—'বিধেয় বস্তু'। এইরূপে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদং প্রয়োজনসূত্রম্।১ স্থিতে চ এবং সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে সর্ব্ববিজ্ঞানানাম্ অন্যত্র উদিতানাং বিজ্ঞানগুণানাম্ অন্যত্রাপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহারঃ ভবতি, অর্থাভেদাৎ।২ যঃ এব হি তেষাং গুণানাম্ একত্র অর্থঃ বিশিষ্টবিজ্ঞানোপকারকঃ, সঃ এব অন্যত্রাপি।৩ উভয়ত্রাপি হি তদ্ এব একং বিজ্ঞানং, তস্মাৎ উপসংহারঃ।৪ বিধিশেষবৎ।৫ যথা হি বিধিশেষাণাম্ অগ্নিহোত্রাদি-ধর্ম্মাণাং তদেব একম্ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম সর্ব্বত্র ইতি অর্থাভেদাৎ উপসংহরণম্, এবম্ ইহাপি।৬ যদি হি বিজ্ঞানভেদঃ ভবেৎ, ততঃ বিজ্ঞানান্তরনিবদ্ধত্বাৎ গুণানাং প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবাৎ চ ন

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিভিন্ন শাখাপঠিত এক উপাসনাতে গুণোপসংহার।]

ইহা প্রয়োজন সূত্র (—পূর্ব্বাধিকরণে বিভিন্ন শাখাপঠিত তত্তৎ বিদ্যার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার যাহা প্রয়োজন (—ফল), অর্থাৎ সেই অভিন্ন বিদ্যাতে বিভিন্ন শাখা হইতে অঙ্গসকলের যে উপসংহার, তাহা বিচারিত হইতেছে)।১ এইপ্রকারে উপাসনাসকলের সর্ববেদান্তপ্রত্যয়তা (—সকল উপনিষদে বিহিত হওয়া, সকল উপনিষদ্‌রূপ প্রমাণগম্যতা) নিশ্চিত হইলে অন্যত্র (—এক শাখাতে) বর্ণিত উপাসনাঙ্গসকলের অন্য স্থলেও (—অন্য শাখাতেও) সমান উপাসনাতে সমাহার হইয়া থাকে, যেহেতু অর্থের (—প্রয়োজনের) অভিন্নতা আছে।২ [ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] যেহেতু সেই গুণসকলের একত্র (—এক শাখাতে) যে [সেই সেই] গুণবিশিষ্ট উপাসনার উপকারকতারূপ (—সাঙ্গতাসম্পাদনরূপ) প্রয়োজন, তাহাই অন্য শাখাতেও হইয়া থাকে।৩ [কিন্তু একশাখায় গুণ অন্য শাখায় উপাসনার উপকারক কেন হইবে? উত্তর—] যেহেতু উভয় স্থলেই উপাসনা সেই একই, সেইহেতু (—কোন স্থলে গুণী উপাসনার দ্বারা গুণসকলের এবং কোন স্থলে গুণের দ্বারা গুণী উপাসনার প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায়, শাখান্তর হইতে গুণসকলের] উপসংহার হইবে।৪ [এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] বিধিশেষের ন্যায়।৫ [ইহার ব্যাখ্যা—] দেখ, যেমন বিধিশেষসকলের (—বিধেয়ের অঙ্গসকলের), অর্থাৎ [বিধেয়] অগ্নিহোত্রাদির ধর্ম্মসকলের (—কর্ম্মাঙ্গসকলের), 'সর্ব্বত্র সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম একই', এইপ্রকারে অর্থের (—প্রয়োজনের, বিষয়ের) অভিন্নতা-বশতঃ উপসংহার হইয়া থাকে, এইপ্রকারে এই স্থলেও (—উপাসনাতেও) হইবে।৬ [ব্যতিরেকমুখে উক্ত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিতেছেন—] উপাসনা যদি [বিভিন্ন

ভাবদীপিকা

বাক্যটীর অর্থ হইল—'শাখান্তরে শ্রুত অগ্নিহোত্রাদি বিধের কর্ম্মের শেষভূত (—অঙ্গভূত) ধর্ম্মসকলের যেমন অন্য শাখাতে সমাহার হয়'।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ উপসংহারঃ ।৭ বিদ্যানৈকত্বে তু ন এবম্ ইতি ।৮ অস্যৈব তু প্রয়োজনসূত্রস্য প্রপঞ্চঃ "সর্ব্বাভেদাৎ" (৩।৩।১০) ইত্যারভ্য ভবিষ্যতি ।১।৩,৩।৫।। ইতি দ্বিতীয়ম্ উপসংহারাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

শাখাতে] বিভিন্ন হইত, তাহা হইলে গুণসকল (—উপাসনাঙ্গসকল) অন্য উপাসনার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় এবং [দর্শপূর্ণমাস ও সৌর্য্যাদি যজ্ঞের ন্যায় (১।২৬০ পৃঃ) বিভিন্ন শাখাস্থ উপাসনাসকলের মধ্যে] প্রকৃতি-বিকৃতিভাব না থাকায় [অন্য শাখা হইতে গুণসকলের] উপসংহার হইত না।৭ [বিভিন্ন শাখাপঠিত] উপাসনা এক হইলে কিন্তু এইপ্রকার হয় না (—গুণোপসংহার নিবারিত হয় না)।৮ [পরবর্ত্তী গ্রন্থে গুণসকলের উপসংহারই বিচারিত হওয়ায় পুনরুক্তিদোষ হইয়া পড়ে। তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] "সর্ব্বাভেদাৎ" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রয়োজন সূত্রেরই বিস্তার হইবে। (—বিশেষ বিশেষ সংশয়ের নিরাকরণকল্পে এই সংক্ষিপ্ত বিচারই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইবে)।১।৩।৩ ৫।। উপসংহারাধিকরণ সমাপ্ত।

৩। অন্যথাত্বাধিকরণম্। [৬-৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ছান্দোগ্য ও কাণ্বশাখাপঠিত উদ্‌গীথবিদ্যার বিভিন্নতা।

অধিকরণসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণে সমাখ্যার একত্ববশতঃ বিদ্যার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ 'উদ্‌গীথবিদ্যা' এই নামের একত্ববশতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকস্থ বিদ্যাদ্বয় হইবে অভিন্ন, এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষোদ্ভাবনদ্বারা এই অধিকরণ আরব্ধ হওয়ায় প্রথমাধিকরণের সহিত ইহার **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে—"চোদনাদ্যবিশেষাৎ" (৩।৩।১), এই ন্যায়ের অপবাদের (—ব্যতিক্রম প্রদর্শনের) জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—উপাসনার বিভিন্নতা নিরূপণদ্বারা বাক্যার্থজ্ঞানের হেতুই নিরূপিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

একা ভিন্নাহথবোদ্‌গীথবিদ্যা ছান্দোগ্যকাণ্বয়োঃ।
একা স্যান্নামসামান্যাৎ সংগ্রামাদিসমত্বতঃ ॥
উদ্‌গীথাবয়বোংকার উদ্‌গাতেত্যুভয়োর্ভিদা।
বেদ্যভেদেহর্থবাদাদিসাম্যমত্রা প্রযোজকম্ ॥

অন্বয় - ছান্দোগ্যকাণ্বয়োঃ উদ্‌গীথবিদ্যা একা, অথবা ভিন্না? নামসামান্যাৎ সংগ্রামাদিসমত্বতঃ একা স্যাৎ। ওঁকারঃ উদ্‌গীথাবয়বঃ উদ্‌গাতা ইতি উভয়োঃ ভিদা; বেদ্যভেদে অর্থবাদাদিসাম্যম্ অত্র অপ্রযোজকম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৃহদারণ্যকস্থঃ উদ্‌গীথব্রাহ্মণঃ (বৃঃ ১।৩) ছান্দোগ্যস্থঃ উদ্‌গীথাধ্যায়শ্চ (ছাঃ ১।২) অত্র বিষয়ঃ। শাখাদ্বয়স্থয়োঃ বিদ্যয়োঃ ভেদাভেদাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] ছান্দোগ্যকাণ্বয়োঃ উদ্‌গীথবিদ্যা একা, অথবা ভিন্না?

পূর্ব্বপক্ষ—['উদ্গীথবিদ্যা' ইতি ছান্দোগ্যকাণ্বশাখয়োঃ] নামসাম্যাৎ, [তথা ছান্দোগ্যে সাত্ত্বিকেন্দ্রিয়বৃত্তীনাং তামসেন্দ্রিয়বৃত্তীনাং চ ক্রমেণ দেবাসুরভাবম্ অঙ্গীকৃত্য তৎ-সংগ্রামঃ নিরূপ্য বাগাদিদেবতানাম্ অসুরৈর্বিদ্ধত্বম্ উক্ত্বা প্রাণস্যৈব অবিদ্ধত্বম্ উক্তম্। এবং সর্ব্বং কাণ্বশাখায়ামপি সমানম্। অতঃ] সংগ্রামাদিসমত্বাৎ [উভয়ত্র বিদ্যা] একা স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—[বেদ্যস্বরূপভিন্নত্বাৎ ইয়ম্ উদ্গীথবিদ্যা ভিন্না। তথাহি ছান্দোগ্যে তাবৎ] ওঁকারঃ [সামভাগবিশেষঃ] উদ্গীথাবয়বঃ [প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনীয়ঃ; কাণ্বশাখে তু কৃৎস্নোদ্গীথভক্তেঃ কর্ত্তা] উদ্গাতা [বাগিন্দ্রিয়প্রেরকঃ প্রাণঃ, সঃ উদ্গাতৃত্বেন উপাস্যঃ], ইতি উভয়োঃ ভিদা। [অতঃ] বেদ্যভেদে [সতি দেবাসুরাণাং সংগ্রামাদিরূপস্য] অর্থবাদাদিসাম্যম্ অত্র [বিদ্যয়োঃ একত্বে] অপ্রয়োজকম্, অর্থবাদমাত্রত্বাৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[বৃহদারণ্যকস্থ উদ্গীথব্রাহ্মণ এবং ছান্দোগ্যস্থ উদ্গীথাধ্যায় এখানে বিষয়। শাখাদ্বয়স্থ বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে ভিন্নতা ও অভিন্নতার প্রতীতিবশতঃ সংশয় হয়—] ছান্দোগ্য এবং কাণ্ব, উভয়ত্র পঠিত উদ্গীথবিদ্যা এক, অথবা ভিন্ন ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ছান্দোগ্য ও কাণ্বশাখাতে 'উদ্গীথবিদ্যা' এই] নাম সমান হওয়ায় এবং [ছান্দোগ্যে সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলের এবং তামস ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলের যথাক্রমে দেবভাব ও অসুরভাব অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের সংগ্রাম নিরূপণকরতঃ বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের অসুরকর্তৃক পরাজয় বর্ণনা করিয়া প্রাণেরই অপরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত কাণ্বেও সমান। এইহেতু] সংগ্রাম প্রভৃতি সমান হওয়ায় [উভয় স্থলে বিদ্যা] একই হইবে।

সিদ্ধান্ত—[বেদ্যের স্বরূপ ভিন্ন হওয়ায় এই উদ্গীথবিদ্যা বিভিন্ন। যেমন দেখ—ছান্দোগ্যে সামের অবয়ববিশেষ যে] উদ্গীথ, তাহার অবয়ব ওঁকার প্রাণদৃষ্টিতে উপাস্য। কাণ্বশাখায় কিন্তু সমগ্র উদ্গীথ ভক্তির (১) যে] উদ্গাতা [বাগিন্দ্রিয়ের প্রেরক মুখ্যপ্রাণ, তাহা উদ্গাতৃরূপে উপাস্য], এইপ্রকারে উভয়ের ভেদ আছে। [এইহেতু] বেদ্যের (—উপাস্যের) বিভিন্নতা হইলে [দেবাসুরগণের সংগ্রাম প্রভৃতিরূপ] অর্থবাদের সমতা এখানে [বিদ্যার একত্ববিষয়ে] প্রযোজক কারণ নহে, [যেহেতু তাহা অর্থবাদমাত্র]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, গুণোপসংহার হইবে। সিদ্ধান্তে—তাহা হইবে না।

ভাবদীপিকা

[সপ্তদশ ঋত্বিক্ ও সামের সপ্ত ভক্তির পরিচয়]

(১) জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে বেদমন্ত্র গীত হয়, তাহাকে বলে—**সাম**। গানকালে সেই সামকে সাতভাগে, অথবা পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া গান করা হয়। সামের সেই এক একটী ভাগকে বলে—**ভক্তি**। ইহার অপর নাম—পেরু ও পর্ব্ব। তাহাদের নাম এই—১। হিঙ্কার, ২। প্রস্তাব, ৩। উদ্গীথ, ৪। আদি, ৫। প্রতিহার, ৬। উপদ্রব এবং ৭। নিধন। যে সাম-বেদী ঋত্বিক্ সামগান করেন, তাঁহাকে বলে—**উদ্গাতা**। সোমাদি যজ্ঞে কর্ম্মবাহুল্যবশতঃ সহকারী সহ উদ্গাতা **চারিজন** যথা—১। উদ্গাতা, ২। প্রস্তোতা, ৩। প্রতিহর্ত্তা এবং ৪। সুব্রহ্মণ্য। ইঁহাদের সমষ্টিকে বলা হয়—**উদ্গাতৃগণ**। প্রসঙ্গবশতঃ অন্যান্য ঋত্বিকের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে—যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্‌কে বলে—**অধ্বর্য্যু**। সহকারি সহ অধ্বর্য্যু চারি-জন, যথা—১। অধ্বর্য্যু, ২। প্রতিপ্রস্থাতা, ৩। নেষ্টা এবং ৪। উন্নেতা। ইঁহাদের সমষ্টিকে

ভাবদীপিকা [ঋত্বিক্ ও সপ্তভক্তির পরিচয়]

বলে—**অধ্বর্য্যুগণ**। ঋগ্বেদী ঋত্বিক্কে বলে—**হোতা**। ইঁহারাও **চারিজন**, যথা—১। হোতা, ২। মৈত্রাবরুণ (প্রশাস্তা), ৩। আচ্ছাবাক এবং ৪। গ্রাবস্তুৎ। ইঁহাদের সমষ্টির নাম—**হোতৃগণ**। কর্ম্মের অঙ্গকলাপের ন্যূনাধিক্য বা অন্যথা অনুষ্ঠান যাহাতে না হইয়া পড়ে, তাহা নিরীক্ষণকারী বেদচতুষ্টয়োক্ত কর্ম্মে অভিজ্ঞ অথর্ব্ববেদী ঋত্বিক্কে বলে—**ব্রহ্মা**। সহকারিসহ ইঁহারাও **চারিজন**, যথা—১। ব্রহ্মা ২। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, ৩। অগ্নীধ্র (অগ্নীৎ) এবং ৪। পোতা। ইঁহাদের সমষ্টিকে বলা হয়- **ব্রহ্মগণ**। এইরূপে সোমাদি কর্ম্মবহুল যজ্ঞে ১৬ জন ঋত্বিকের আবশ্যকতা হয়। যজমানকে বলা হয়—সপ্তদশ ঋত্বিক্ (জৈঃ সূঃ ৩।৭।৩৬-৩৮ দ্রঃ)।

সামের কোন্ কোন্ অংশকে 'ভক্তি' বলে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যে সকল মন্ত্রে পাদ ও অক্ষর নিয়ত, পদ্যাত্মক তাহাকে বলে—**ঋক্**। ছন্দোনুযায়ী সেই মন্ত্র পঠিত হইলে তাহাকে বলে—**ঋক্পাঠ**। সেই ঋগ্মন্ত্রে ষড়জ প্রভৃতি গানের সুর যোজিত হইলে, তাহাকে বলে—**সাম**। ["ঋচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে" (ছাঃ ১।৬।১, জৈঃ সূঃ ২।১।৩৫-৩৭)। নিম্নে সামবেদসংহিতাতে পঠিত দুইটী ঋগ্মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে—

"তয়োভিবো বিদদ্বসুমিন্দ্রং সুবাধ উতয়ে। বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে ভরং ন কারিণম্ ॥১॥ নয়ং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা মুরো মদেষু শিপ্রমন্ধসঃ। যং আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা জরিত্র উক্থ্যম্" ॥২॥১॥ (সামবেদ সং, উত্তরার্চ্চিক, ১।১।৪।১৪)।

একাধিক ঋক্ মিলিত হইয়া হয় একটী **'সাম'**। **বেয়** (গেয়), **আরণ্য**, **উহ** এবং **উহ্য** (রহস্য), প্রধানতঃ এই চারিপ্রকার সুরসংযোগে সাম গীত হয়। যজ্ঞবিধি অনুসারে এই সুর নিয়মিত হয়। কোন সামে একপ্রকার, কাহাতেও বা দুই, তিন বা চারিপ্রকার সুরই যোজিত হয়। 'উহ' নামক সুরযোগে গীত হইলে উদ্ধৃত 'সাম' যেপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

৫ র ২ ৪ র ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১
তয়ো ভা৩ য়ি বো বি দ দ্ব সুম্। ইন্দ্রা০ স বা। ধ উ ত য়া ২ ৩ য়ি।

এইপ্রকারে বর্ণসকলের উপরে ও পার্শ্বে যে সংখ্যা ও বর্ণ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারা ঋষভ গান্ধার উদাত্ত অনুদাত্ত ইত্যাদি স্বরের এবং হ্রস্ব দৈর্ঘ্যাদি মাত্রার দ্যোতক। গুরুপরম্পরা মৌখিক শিক্ষা ব্যতিরেকে ইহা বুঝা ও বুঝান অসম্ভব হওয়ায় মুদ্রণসুকরতার জন্য উপরে সন্নিবিষ্ট সংখ্যাদিকে পরিত্যাগ করিয়া সামের পরিবর্তিত আকার প্রদর্শিত হইতেছে—

তয়োভা ৩ য়ি বো বিদদ্বসুম্। ইন্দ্রা০ সবা। ধউতয়া ২৩ য়ি। বৃহদ্গায়া ৩। ন্তা ২৩৪ঃ। সুতসোমে অ। ধ্বা ৩ রায়ি। হুবায়ি ভরৌ। বা ৩৪৩ ও ৩৪ বা। ন কা ৫ রিণাম্ ॥১॥ হবেভা ৩ ররকারিণাম্। হুবায়িভরাম্। ন কারিণা ২৩ ম্। নয়ন্দু ধ্রা ৩ঃ। বা ২৩৪। রন্তে ন স্থিরাঃ। মূ ৩ রা ঃ। মদায়িষুশৌ। বা ৩৪৩ ও ৩৪ বা। প্রমা ৫ ন্ধসাঃ ॥২॥ মদেষু ৩ শায়ি প্রমন্ধসাঃ। মদায়িষুশায়ি। প্রমন্ধসা ২৩ঃ। য আদৃত্যা ৩। শা ২৩৪। শমানায়সু। ন্বা ৩ তায়ি। দাতাজরৌ। বা ৩৪৩ ও ৩৪ বা। ত্র উ ৫ ক্থিয়াম্। হো ২ ৫ ই। ডা ॥৩॥১॥ ইহা হইল একটী সামের স্বাধ্যায়কালীন রূপ।

এক্ষণে সোমাদিযজ্ঞে প্রয়োগকালে হিঙ্কারাদি সপ্ত ভক্তিভেদে ইহার রূপ প্রদর্শিত হইতেছে—অধ্বর্য্যুকর্তৃক সামগান করিতে আদিষ্ট হইলে প্রস্তোতা উদ্গাতা ও প্রতিহর্তা,

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **অন্যথাত্বং শব্দাদিতিচেন্নাবিশেষাৎ ॥৩।৩।৬॥**

পদচ্ছেদ—অন্যথাত্বম্, শব্দাৎ, ইতি, চেৎ, ন, অবিশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[বাজসনেয়কে পঠ্যতে—"অথ হ ইমম্ আসন্যং প্রাণম্ ঊচুঃ ত্বং নঃ উদ্গায়" (বৃঃ ১।৩।৭) ইতি। তথা ছান্দোগ্যেঽপি—"অথ হ যঃ এব অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ তম্ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে" (ছাঃ ১।২।৭) ইতি। এবম্ উভয়ত্রাপি মুখ্যপ্রাণস্য পরিগ্রহাৎ প্রাণবিদ্যাবিধিঃ

ভাবদীপিকা [ঋত্বিক্ ও সপ্তভক্তির পরিচয়]।

এই তিনজনে মিলিতভাবে প্রথমেই "হুংম" এই শব্দটি উচ্চারণ করেন, ইহাই—১। **হিঙ্কার** ।

২। **প্রস্তাব**—ভরোভা ৩ ই বোঁ বিশ্বহম্ ॥

৩। **উদ্গীথ**— ওঁমিত্রা৬ সখাধউঃয়া ২৩ ই বৃহদ্দাম্বা ৩ শ্বা ২৩৪ স্ স্থ ৩ সো-
মে অন্ধা ৩ য়া ই ॥

৪। ● **আদি**—উদ্গীথের পূর্ব্বে উচ্চারিত ওঁকারই আদি।

৫। **প্রতিহার**—হ বা ই ভরো বা ৩৪৩ ঔ ৩৪ বা ॥

৬। **উপদ্রব**—ন কা ২৩৪৫ বি ণা ৬ হো ৫ ই ॥

৭। **নিধন**—ডা ॥১॥

১। **হিঙ্কার**—হুংম্।

২। **প্রস্তাব**—হ বে ভা ৩ য়ন্নকারিণাম্ ॥

৩,৪। **উদ্গীথ**— ঔ ৬ হ বা ই ভয়াৱকাদিণা ২ ৩ য় য় শ্রূ ক্ষ ৩ বা ২ ৩ ৪ ধস্ত্রেন-
স্বিয়াযু ৩ বাঃ ॥

৫। **প্রতিহার**—ম দা ই যু শো বা ৩৪৩ ঔ ৩৪ বা ॥

৬। **উপদ্রব**—প্রমা ২৩৪৫ হ্বসা হো ৫ ই ॥

৭। **নিধন**—ডা ॥২॥

১। **হিঙ্কার**—হুংম্।

২। **প্রস্তাব**—মদেযু ৩ শাই প্রমহ্বসাঃ।

৩,৪। **উদ্গীথ** — ঔম্মদাইযুশাই প্রমহ্বসা ২ ৩ য় আ দৃ ত্যা ৩ শা ২৩৪ শ মা না য়-
সুখা। ৩ভা ই ॥

৫। **প্রতিহার**—দাতাজরৌ বা ৩৪৩ ঔ ৩৪ বা ॥

৬। **উপদ্রব**— ত্র উ ২৩৪৫ কৃধিয়া৬ হো ৫ ই ॥

৭। **নিধন**—ডা ॥৩॥১॥

ইহাই সামের সপ্ত ভক্তির পরিচয়। ইহাদের মধ্যে **প্রস্তোতা উদ্গাতা** ও **প্রতিহর্ত্তা** মিলিতভাবে **হিঙ্কার** ভক্তির উচ্চারণ করেন। **প্রস্তোতা প্রস্তাব** ভক্তি গান করেন। **উদ্গাতা উদ্গীথ** গান করেন। সুতরাং **আদি** নামক ভক্তিও তৎকর্ত্তৃকই উচ্চারিত হয়। **প্রতিহর্ত্তা প্রতিহার** ভক্তি গান করেন। উদ্গাতাই **উপদ্রপ** ভক্তি গান করেন। **প্রস্তোতা উদ্গাতা** ও **প্রতিহর্ত্তা** মিলিতভাবে **নিধন** উচ্চারণ করেন। [শ্রীবরদরাজকৃত প্রতিহারভাষ্য, ১ম খণ্ড দ্রঃ। কৌথুমশাখীয় বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবরাম ত্রিপাঠী (কে ২৫/১৭ সুতটোলা, বারাণসী) মহোদয়ের সহায়তায় লিখিত]।

ইয়ম্ অধ্যবসীয়তে। তত্র ভবতি সংশয়ঃ—কিম্ অত্র বিদ্যৈক্যম্, আহোস্বিৎ বিদ্যাভেদঃ ইতি? পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে—বিদ্যৈক্যম্ ইতি। নন্ন ভিন্নবেদস্থয়োঃ অনয়োঃ উপাসনয়োঃ উপাস্যভেদেন] **অন্যথাত্বম্**—ভিন্নত্বম্ [এব অঙ্গীকার্য্যম্। কুতঃ?] **শব্দাৎ**—"ত্বং নঃ উদ্‌গায়" (বৃঃ) ইতি উদ্‌গীথকর্ত্তৃত্বেন একত্র, অন্যত্র চ "তম্ উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে" (ছাঃ) ইতি উদ্‌গীথত্বেন প্রাণস্য উপাস্যত্বপ্রতিপাদকাৎ শব্দাৎ, **ইতি চেৎ**? [অত্র পূর্ব্বপক্ষী পরিহরতি—] **ন**—ন এতাবতা বিদ্যাভেদঃ। [কুতঃ?] **অবিশেষাৎ**—দেবাসুরসংগ্রামাদীনাং বহূনাম্ অর্থানাম্ উভয়ত্র তুল্যত্বাৎ। [অতঃ বিদ্যৈক্যম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[বাজসনেয়কে পঠিত হইতেছে—"অনন্তর মুখবিবরে অবস্থিত এই প্রাণকে বলিলেন—"আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করুন", ইত্যাদি। এইরূপে ছান্দোগ্যেও পঠিত হইতেছে—"অনন্তর এই যিনি মুখে অবস্থিত প্রাণ, তাঁহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। এইপ্রকারে উভয় স্থলেই মুখ্যপ্রাণের পরিগ্রহ হওয়ায় ইহা প্রাণবিদ্যাবিষয়ক বিধি, ইহা নিশ্চিত হইতেছে। সেই স্থলে সংশয় হয়—এই স্থলে বিদ্যা কি এক, অথবা বিভিন্ন? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিদ্যা এক। কিন্তু বিভিন্ন বেদস্থ এই উপাসনাদ্বয়ের] **অন্যথাত্বম্**—বিভিন্নতাই [অঙ্গীকার্য্য। কেন? উত্তর—] **শব্দাৎ**—যেহেতু একত্র "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করুন", এইপ্রকারে উদ্‌গাতৃরূপে এবং অন্যত্র "তাঁহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে উদ্‌গীথরূপে প্রাণের উপাস্যতা প্রতিপাদক শব্দ (-শ্রুতি) আছে। **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়? [এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষী পরিহার করিতেছেন—] **ন**—ইহার দ্বারা বিদ্যার বিভিন্নতা হয় না। [কেন? উত্তর—] **অবিশেষাৎ**—যেহেতু দেবাসুরসংগ্রাম প্রভৃতি বহু বিষয় উভয়ত্র সমান। [অতএব বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাজসনেয়কে "তে হ দেবাঃ ঊচুঃ হন্ত অসুরান্ যজ্ঞে উদ্‌গীথেন অত্যয়াম ইতি" (বৃঃ ১।৩।১), "তে হ বাচম্ ঊচুঃ ত্বং ন উদ্‌গায়" (বৃঃ ১।৩।২), ইতি প্রক্রম্য বাগাদীন্ প্রাণান্ অসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে—"অথ হ ইমম্ আসন্যং প্রাণম্ ঊচুঃ ত্বং ন উদ্‌গায় ইতি, তথা ইতি, তেভ্যঃ এষঃ প্রাণঃ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—নামের একত্ববশতঃ উভয়বেদস্থ উদ্‌গীথবিদ্যার একত্ব।]

বাজসনেয়কে (—শুক্ল যজুর্বেদে) "সেই দেবগণ (—সাত্ত্বিকবৃত্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ) বলিলেন—ভাল কথা, যজ্ঞে আমরা উদ্‌গীথের দ্বারা অসুরগণকে (—রজঃ ও তমোগুণযুক্ত ইন্দ্রিয়গণকে) অতিক্রম করিব", "তাঁহারা বাগ্‌দেবতাকে বলিলেন, আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করুন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলকে অসুরগণকর্ত্তৃক পাপদ্বারা বিদ্ধরূপে নিন্দাকরতঃ মুখ্যপ্রাণের [উদ্‌গাতৃরূপে] পরিগ্রহ পঠিত হইতেছে—"অনন্তর মুখবিবরে অবস্থিত এই প্রাণকে বলিলেন, 'আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করুন', [মুখ্যপ্রাণ বলিলেন—] 'তাহাই হউক', এই প্রাণ তাঁহাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করিলেন", ইত্যাদি।১ [সামবেদস্থ]

শাঙ্করভাষ্যম্

উদ্‌গায়” (বৃঃ ১।৩।৭) ইতি।১ তথা ছান্দোগ্যে অপি “তৎ হ দেবাঃ উদ্‌গীথম্ আজহ্রুঃ অনেন এনান্ অভিভবিষ্যামঃ” (ছাঃ ১।২।১) ইতি প্রক্রম্য ইতরান্ প্রাণান্ অসুরপাপাবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা তথৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে—“অথ হ যঃ এব অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ তম্ উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে” (ছাঃ ১।২।৭) ইতি।২ উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশংসয়া প্রাণবিদ্যাবিধিঃ অধ্যবসীয়তে।৩ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ অত্র বিদ্যাভেদঃ স্যাৎ, আহোস্বিৎ বিদ্যৈকত্বম্ ইতি ?৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৫ পূর্ব্বেণ ন্যায়েন বিদ্যৈকত্বম্ ইতি।৬ ননু ন যুক্তং বিদ্যৈকত্বং প্রক্রমভেদাৎ।৭ অন্যথা হি প্রক্রমন্তে বাজসনেয়িনঃ, অন্যথা ছন্দোগাঃ।৮ “ত্বং ন উদ্‌গায়” (বৃঃ ১।৩।৭), ইতি বাজসনেয়িনঃ উদ্‌গীথস্য কর্ত্তৃত্বেন প্রাণম্ আমনন্তি, ছন্দোগাস্তু উদ্‌গীথত্বেন “তম্ উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে” (ছাঃ ১।২।৭) ইতি।৯ তৎ কথং বিদ্যৈ-

ভাষ্যানুবাদ

ছান্দোগ্যেও এইপ্রকারে “ইহার (—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের) দ্বারা ইহাদিগকে (—অসুরগণকে) পরাভব করিব, ইহা মনে করিয়া সেই দেবগণ পুরাকালে উদ্‌গীথকে গ্রহণ করিয়াছিলেন”, এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে অসুরগণ-কর্ত্তৃক পাপদ্বারা বিদ্ধরূপে নিন্দাকরতঃ [বাজসনেয়কে বর্ণিত] সেইপ্রকারেই মুখ্যপ্রাণের পরিগ্রহ পঠিত হইতেছে—“অনন্তর এই যে মুখবিবরে অবস্থিত প্রাণ, তাঁহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন”, ইত্যাদি।২ আর উভয় স্থলেই [মুখ্য] প্রাণের প্রশংসাদ্বারা প্রাণবিদ্যাবিষয়ক বিধি নিশ্চিত হইতেছে।৩ সেই স্থলে সংশয় হয়—এখানে (—উভয়বেদপঠিত প্রাণবিদ্যাতে) কি বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে, অথবা বিদ্যার একত্ব ?৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৫ [পূর্ব্বপক্ষ—] পূর্ব্ববর্ণিত যুক্তির দ্বারা (—৩।৩।১ ভাষ্যে উদ্ধৃত ২।৪।৯ জৈঃ সূত্রানুযায়ী নামের একত্বদ্বারা) বিদ্যার একত্ব হইবে।৬

[সিঃ—কর্ম্ম ও কর্ত্তৃরূপে উপাস্যের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা।]

[সিদ্ধান্তীর শঙ্কা—] কিন্তু বিদ্যার একত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু উপক্রমের ভেদ আছে।৭ দেখ, বাজসনেয়কগণ একভাবে [পাঠ] আরম্ভ করেন, ছন্দোগগণ করেন অন্যভাবে।৮ [যথা—] “আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করুন”, এইপ্রকারে বাজসনেয়কগণ [সমগ্র] উদ্‌গীথগানের কর্ত্তৃরূপে মুখ্যপ্রাণকে পাঠ করেন, ছন্দোগগণ কিন্তু “তাঁহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন”, এইপ্রকারে উদ্‌গীথরূপে (—উদ্‌গীথের অবয়ব ওঁকাররূপে (২), মুখ্যপ্রাণকে] পাঠ করেন।৯

ভাবদীপিকা

(২) ছান্দোগ্যের এই স্থলে উদ্‌গীথের অবয়বভূত যে ওঁকার (—‘আদি’ নামক সামভক্তি), তাহা মুখ্যপ্রাণদৃষ্টিতে উপাস্য, ইহাই শ্রুতির বিবক্ষিত অর্থ। যেহেতু “ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং স্যাৎ ইতি চেৎ? ১০ নৈষঃ দোষঃ, নহি এতাবতা বিশেষেণ বিদ্যৈকত্বম্ অপগচ্ছতি, অবিশেষস্যাপি বহুতরস্য প্রতীয়মানত্বাৎ। ১১ তথাহি—দেবাসুরসংগ্রামোপক্রমত্বম্, অসুরাত্যয়াভিপ্রায়ঃ, উদ্গীথোপন্যাসঃ, বাগাদিসঙ্কীর্ত্তনং, তন্নিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যপাশ্রয়ঃ, তদ্বীর্য্যাৎ চ অসুরবিধ্বংসনম্ অশ্মলোষ্টনিদর্শনেন ইতি এবং বহবঃ অর্থাঃ উভয়ত্রাপি অবিশিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে। ১২ বাজসনে-

ভাষ্যানুবাদ

সুতরাং [উভয় বেদস্থ] বিদ্যার একত্ব কিপ্রকারে হইবে, ইহা যদি বলা হয়? ১০

[পুঃ—উপাস্যস্বরূপ অভিন্ন হওয়ায় উভয়বেদস্থ উদ্গীথবিদ্যা অভিন্ন।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু এইটুকুমাত্র বিশেষের (—প্রভেদের) দ্বারা [উভয় বেদপঠিত এই] বিদ্যার একতা নিরাকৃত হয় না (—অল্প রূপভেদ বিদ্যার একতার বিরোধী নহে); কারণ বহুতর অভিন্নতাও প্রতীয়মান হইতেছে। ১১ যেমন দেখ, [উভয় বেদেই] দেবাসুরসংগ্রামের দ্বারা বর্ণনারম্ভ, অসুরগণকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়, উদ্গীথের উল্লেখ, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বর্ণনা, তাহাদিগের নিন্দাদ্বারা মুখ্যপ্রাণকে আশ্রয় করা এবং প্রস্তর ও লোষ্ট্রাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার (—মুখ্যপ্রাণের) বীর্য্যবলে অসুরগণের ধ্বংস, ইত্যাদি এইপ্রকার বহু বিষয় উভয় স্থলেই অভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। [অতএব বহুতর রূপের

ভাবদীপিকা

উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), এইপ্রকারে উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকারই উপাস্যরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে, পরেও "যঃ উদ্গীথঃ সঃ প্রণবঃ" (ছাঃ ১।৫।১), এইপ্রকারে অবয়বে (—উদ্গীথের অবয়ব ওঁকারে) অবয়বিবাচক শব্দের (—উদ্গীথশব্দের) প্রয়োগ হইয়াছে এবং "এতস্যৈব অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানম্" (ছাঃ ১।১।১০), "তদ্ বৈ এতদ্ অনুজ্ঞাক্ষরম্" (ছাঃ ১।১।৮), ইত্যাদি বাক্যে উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকারই পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে "ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্" (ছাঃ ১।১।১), এই উপক্রমের বাধ হইয়া পড়িবে। অতএব ছান্দোগ্যে "যঃ এব অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ তম্ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে" (ছাঃ ১।২।৭), এই স্থলে উদ্গীথের অবয়ব ওঁকারে মুখ্য প্রাণদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে, ইহা নির্ণীত হয়। এই প্রাণদৃষ্টির বিষয় প্রাণ, সুতরাং তাহা কর্ম্মরূপে এবং ধ্যেয় ওঁকাররূপ প্রতীকে প্রাণদৃষ্টি বিহিত হওয়ায় সেই প্রাণ আরোপ্যরূপেও বিবক্ষিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে কিন্তু "ত্বং নঃ উদ্গায়" (বৃঃ ১।৩।৭), এইরূপে মুখ্যপ্রাণ সমগ্র উদ্গীথগানের কর্ত্তৃরূপে বর্ণিত হওয়ায় (—উদ্গীথগানকর্ত্তা প্রাণ উপাস্য হওয়ায়) মুখ্যপ্রাণরূপ আলম্বনে উদ্গানকর্ত্তৃত্বদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। এইরূপে বৃহদারণ্যকে ধ্যেয় প্রাণ উদ্গানকর্ত্তৃরূপে ও আলম্বনরূপে বর্ণিত হওয়ায় এবং ছান্দোগ্যে ধ্যেয় উদ্গীথাবয়ব ওঁকারে প্রাণদৃষ্টিবশতঃ সেই প্রাণ কর্ম্মরূপে ও আরোপ্যরূপে বর্ণিত হওয়ায় কর্ত্তার ও কর্ম্মের, আলম্বন ও আরোপ্যের এবং সমগ্র উদ্গীথ ও উদ্গীথাবয়বের মধ্যে ভেদ থাকায়, উভয় বেদস্থ এই উদ্গীথবিদ্যা বিভিন্ন, ইহাই শঙ্কাকর্ত্তা সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

য়কে অপি চ উদ্গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য শ্রুতম্—"এষঃ উ বৈ উদ্গীথঃ" (বৃঃ ১।৩।২৩) ইতি।১৩ তস্মাৎ ছান্দোগ্যে অপি কর্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্।১৪ তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বম্ ইতি।১৫॥৩।৩।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

(—উপাসনাঙ্গের) প্রত্যভিজ্ঞা সমান হওয়ায় উভয়বেদস্থ এই বিদ্যা অভিন্ন।১২ [কিন্তু ছান্দোগ্যে "তম্ উদ্গীথম্" (ছাঃ ১।২।৭), এইপ্রকারে উদ্গীথের সহিত মুখ্যপ্রাণের সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ততা) শ্রুত হইতেছে, বৃহদারণ্যকে তাহা না হওয়ায় বিদ্যার একত্ব কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] বাজসনেয়কেও (—শুক্লযজুর্বেদে, অর্থাৎ বৃহদারণ্যকেও) উদ্গীথের সহিত মুখ্যপ্রাণের সামানাধিকরণ্য শ্রুত হইয়াছে, যথা—"ইনিই উদ্গীথ", ইত্যাদি। [অতএব উভয়বেদস্থ এই বিদ্যাতে অল্প রূপভেদও নাই] ।১৩ সেইহেতু ছান্দোগ্যেও [অশ্রুত] কর্তৃত্বকে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে।১৪ আর সেইহেতু (—সমানযুক্তিবলে বৃহদারণ্যকেও অশ্রুত কর্ম্মত্ব লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা গ্রহণীয় হওয়ায় মুখ্যপ্রাণ উভয়ত্রই কর্তৃরূপে ও কর্ম্মরূপে ধ্যেয় হয় বলিয়া, উপাস্যস্বরূপের অভিন্নতাবশতঃ] বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হয়।১৫॥৩।৩।৬॥

[সিদ্ধান্ত সূঃ—] **ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥৩।৩।৭॥**

সূত্রার্থ—[এবং পূর্ব্বপক্ষে রাদ্ধান্তঃ—] **ন বা**—নৈব [অত্র বিদ্যৈক্যং যুক্তম্। কুতঃ?] **প্রকরণভেদাৎ**—উপক্রমভেদাৎ ইত্যর্থঃ। [তথাহি—"ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), ইতি উদ্গীথস্য অবয়বভূতম্ ওঁকারম্ উপাস্যতয়া উপক্রম্য "যঃ এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ তম্ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে (ছাঃ ১।২।৭), ইতি উদ্গীথাবয়বে ওঁকারে প্রতীকে প্রাণদৃষ্টিঃ ছান্দোগ্যে উপদিশ্যতে। বৃহদারণ্যকে তু "ত্বং নঃ উদ্গায়" (বৃঃ ১।৩।২), ইতি যা সকলা এব সামভক্তিঃ, তস্যাঃ কর্তৃত্বেন প্রাণঃ আবেদ্যতে। এবম্ উপক্রমভেদাৎ অনয়োঃ বিদ্যয়োঃ ভেদঃ ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—] **পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ**—যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসাম্যেঽপি "সঃ এষঃ পরোবরীয়ান্ উদ্গীথঃ" (ছাঃ ১।৯।২), ইতি পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্টম্ উদ্গীথোপাসনং, "যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৬।৬), "যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৭।৫), ইত্যাদিশ্রুতিবর্ণিতাৎ অক্ষ্যাদিত্যপুরুষগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিবিশিষ্টাৎ উদ্গীথোপাসনাৎ ভিন্নং, তদ্বৎ।

অনুবাদ—[এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্ত এই—] **ন বা**—কিছুতেই [এখানে বিদ্যার একত্ব] সঙ্গত নহে। [কেন নহে? উত্তর—] **প্রকরণভেদাৎ**—যেহেতু উপক্রমের বিভিন্নতা আছে। [তাহা এইপ্রকার—"উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁ এই অক্ষরটীকে উপাসনা করিবে", এইপ্রকারে উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকারকে উপাস্যরূপে বর্ণনারম্ভ করিয়া "এই যে মুখ্যপ্রাণ, তাহাকে উদ্গীথরূপে (—উদ্গীথাবয়ব ওঁকাররূপে) উপাসনা করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকাররূপ প্রতীকে প্রাণদৃষ্টি ছান্দোগ্যে

উপদিষ্ট হইতেছে। বৃহদারণ্যকে কিন্তু "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ গান করুন", এইপ্রকারে সমগ্র যে সামভক্তি, তাহারই কর্তৃরূপে (—উদ্‌গাতৃরূপে) প্রাণ বিজ্ঞাপিত হইতেছে। এইপ্রকারে উপক্রমের ভেদবশতঃ এই বিদ্যাদ্বয়ের বিভিন্নতা হয়, ইহাই ভাব। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] **পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ**—পরমাত্মদৃষ্টির আরোপ সমান হইলেও "সেই এই শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং বরণীয় হইতেও বরণীয় উদ্‌গীথ", এইপ্রকারে বর্ণিত পরোবরীয়ত্বাদ গুণবিশিষ্ট উদ্‌গীথোপাসনা যেমন "এই যে আদিত্যমণ্ডলে সুবর্ণবর্ণ পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", "এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", ইত্যাদি শ্রুতিবর্ণিত চক্ষু ও আদিত্যমধ্যবর্তী পুরুষনিষ্ঠ সুবর্ণশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্ট উদ্‌গীথোপাসনা হইতে ভিন্ন, তাহার ন্যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন বা বিদ্যৈকত্বম্ অত্র ন্যায্যং, বিদ্যাভেদঃ এব অত্র ন্যায্যঃ।১ কস্মাৎ ?২ প্রকরণভেদাৎ ইতি ।৩ প্রক্রমভেদাৎ ইত্যর্থঃ ।৪ তথাহি—ইহ প্রক্রমভেদঃ দৃশ্যতে।৫ ছান্দোগ্যে তাবৎ—"ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্‌গীথম্ উপাসীত (ছাঃ ১।১।১), ইতি এবম্ উদ্‌গীথাবয়বস্য ওঁকারস্য উপাস্যত্বং প্রস্তুত্য রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানং তত্র কৃত্বা অথ "খলু এতস্যৈব অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি পুনরপি তমেব উদ্‌গীথাবয়বম্ ওঁকারম্ অনুবর্ত্য দেবাসুরাখ্যায়িকাদ্বারেণ "তং 'প্রাণম্' উদ্‌গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে" (ছাঃ ১।২।৭) ইতি আহ।৬ তত্র যদি উদ্‌গীথশব্দেন সকলা ভক্তিঃ অভিপ্রেয়েত, তস্যাশ্চ কর্তা উদ্‌গাতা ঋত্বিক্, ততঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ছান্দোগ্যে উপাস্য উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকারে মুখ্যপ্রাণদৃষ্টি বিহিত।]

[সিদ্ধান্ত—] এখানে (—বাজসনেয়কে এবং ছান্দোগ্যে) বিদ্যার একত্ব নিশ্চয়ই ন্যায্য নহে, বিদ্যার বিভিন্নতাই এখানে ন্যায্য।১ তাহাতে হেতু কি ? ২ [উত্তর—] যেহেতু প্রকরণের ভেদ আছে।৩ যেহেতু উপক্রমের বিভিন্নতা আছে, ইহাই অর্থ।৪ যেমন দেখ—এখানে প্রক্রমের (—উপক্রমের) ভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে।৫ ছান্দোগ্যে তাহা এইপ্রকার—"উদ্‌গীথের অবয়বভূত 'ওম্' এই অক্ষরটীকে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি এইপ্রকারে উদ্‌গীথের অবয়বভূত ওঁকারের উপাস্যতাকে প্রস্তাব করিয়া এবং সেই স্থলে (—ছাঃ ১।১।৩ কণ্ডিকাতে) রসতমাদি গুণের (—উপাসনাঙ্গের) ব্যাখ্যা করিয়া অনন্তর "এই [ওঁকাররূপ] অক্ষরেরই উপব্যাখ্যান হইতেছে", এইপ্রকারে পুনরায় উদ্‌গীথের অবয়ব সেই ওঁকারকেই অনুবর্তন (—আকর্ষণ, উত্থাপন) করতঃ দেবতা ও অসুরবিষয়ক আখ্যায়িকাদ্বারে "সেই প্রাণকে উদ্‌গীথরূপে (—উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকাররূপে) উপাসনা করিয়াছিলেন", ইহা [শ্রুতি] বলিতেছেন।৬ [কিন্তু বিদ্যার একত্ব সিদ্ধির জন্য বাজসনেয়কে বর্ণিতপ্রকারে উদ্‌গীথশব্দে সমগ্র উদ্‌গীথভক্তিকে এবং উদ্‌গাতৃরূপে মুখ্যপ্রাণকে কেন গ্রহণ করিতেছ না ? উত্তর—] সেই স্থলে (—ছান্দোগ্যে) যদি উদ্‌গীথশব্দের দ্বারা

শাঙ্করভাষ্যম

উপক্রমশ্চ উপরুধ্যেত, লক্ষণা চ প্রসজ্যেত।৭ উপক্রমানুরোধেন চ একস্মিন্ বাক্যে উপসংহারেণ ভবিতব্যম্ ।৮ তস্মাৎ অত্র তাবৎ উদ্‌গীথাবয়বে ওঁকারে প্রাণদৃষ্টিঃ উপদিশ্যতে।৯ বাজসনেয়কে তু উদ্‌গীথশব্দেন অবয়বগ্রহণে কারণাভাবাৎ সকলা এব ভক্তিঃ আবেদ্যতে ।১০ "ত্বং নঃ উদ্‌গায়" (বৃঃ ১।৩।৭) ইত্যপি তস্যাঃ

ভাষ্যানুবাদ

সমগ্র ভক্তিটা অভিপ্রেত হইত এবং [মুখ্যপ্রাণ] তাহার কর্তা উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ হইত, তাহা হইলে উপক্রম বাধিত হইয়া পড়িত এবং লক্ষণার প্রাপ্তি হইয়া পড়িত (৩)।৭ আর কোন বাক্যে উপসংহার উপক্রমের অনুযায়ী হওয়া উচিত (৪)।৮ সেইহেতু এই স্থলে উদ্‌গীথের অবয়বভূত ওঁকারে প্রাণদৃষ্টি উপদিষ্ট হইতেছে।৯

[বৃহদারণ্যকে উপাস্য মুখ্যপ্রাণ সমগ্র উদ্গীথের গানকর্তৃরূপে বিহিত। উপাস্যের বিভিন্নতাবশতঃ উভয়বেদস্থ উদ্গীথবিদ্যা বিভিন্ন।]

বাজসনেয়কে (—বৃহদারণ্যকে) কিন্তু উদ্গীথশব্দের দ্বারা [উদ্‌গীথের]

ভাবদীপিকা

(৩) "ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্" (ছাঃ ১।১।১), এই উপক্রমবাক্যে 'অক্ষরম্' ও 'উদ্গীথম্' এই পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য-(—সমানবিভক্তিযুক্ততা-) বশতঃ উদ্গীথশব্দে তাহার একদেশ ওঁকার গৃহীত হইয়াছে। উদ্গীথশব্দে সমগ্র তন্নামক সামভক্তি গৃহীত হইলে এই উপক্রমের বাধ হইয়া পড়িবে। আর উক্ত উদ্গীথশব্দ উদ্গাতৃবাচক না হওয়ায় উক্তশব্দবলে উদ্গাতা গৃহীত হইলে লক্ষণাবৃত্তিবলেই তাহা হইবে, ইহাই ভাব। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—উদ্গীথশব্দে তাহার অবয়ব ওঁকার গৃহীত হওয়ায় তোমাকেও লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং লক্ষণাবৃত্তিবলে উদ্গীথশব্দে উদ্গানকর্তা (—উদ্গাতা) গৃহীত হইবে না কেন? তাহা গৃহীত হইলে বৃহদারণ্যকস্থ উক্ত বিদ্যার সহিত "মুখ্যঃ প্রাণঃ তম্ উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রিরে" (ছাঃ ১।২।৭), এই উপসংহারবাক্যের একবাক্যতাও সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—উপক্রমানুরোধেন—'আর কোন' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(৪) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—উপক্রম অসন্দিগ্ধ হইলে, অর্থাৎ সেই বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ না থাকিলে, তদনুযায়িভাবে অর্থ নির্ণীত হয়। কিন্তু সন্দিগ্ধ উপক্রমস্থলে উপসংহারের অনুযায়িভাবে অর্থ নির্ণীত হয়। যেমন "অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি"—'সিক্ত শর্করা স্থাপন করিবে'। এই স্থলে শর্করা কিসের দ্বারা সিক্ত, নির্ণীত না হওয়ায় "তেজো বৈ ঘৃতম্", এই উপসংহারবাক্য হইতে 'শর্করা ঘৃতের দ্বারা সিক্ত', ইহা নিরূপিত হয়। ছান্দোগ্যের প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু উপক্রমে উদ্গীথশব্দ ও অক্ষরশব্দের সামানাধিকরণ্যবলে ওঁকাররূপ অক্ষরের উপাস্যতা এবং উদ্‌গীথশব্দের ওঁকাররূপ অবয়বে লক্ষণা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সেইহেতু উপক্রম সন্দিগ্ধ না হওয়ায় তাহার অনুযায়িভাবেই অর্থ নিরূপিত হইবে, উপসংহারের অনুযায়িভাবে নহে। সুতরাং "মুখ্যঃ প্রাণঃ তম্ উদ্‌গীথম্" (ছাঃ ১।২।৭), এই উপসংহারবাক্যস্থ উদ্‌গীথশব্দের অর্থ হইবে—'উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকার'; উপাস্য সেই ওঁকারে মুখ্যপ্রাণদৃষ্টিই উক্ত শ্রুতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ত্তা উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যতে ইতি প্রস্থানান্তরম্ ।১১ যদপি তত্র উদ্‌গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য, তদপি উদ্‌গাতৃত্বেন এব দিদর্শয়িষিতস্য প্রাণস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রতিপাদনার্থম্ ইতি ন বিদ্যৈকত্বম্ আবহতি ।১২ সকলভক্তিবিষয়ঃ এব চ তত্রাপি উদ্‌গীথশব্দঃ ইতি বৈষম্যম্ ।১৩ নচ প্রাণস্য উদ্‌গাতৃত্বম্ অসম্ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যতে, উদ্‌গীথভাববৎ উদ্‌গাতৃভাবস্যাপি উপাসনার্থত্বেন উপদিশ্যমানত্বাৎ ।১৪ প্রাণবীর্য্যেণৈব চ উদ্‌গাতা ঔদ্‌গাত্রং করোতি ইতি নাস্তি অসম্ভবঃ ।১৫ তথাচ তত্রৈব শ্রাবি-

ভাষ্যানুবাদ

অবয়বগ্রহণের প্রতি কারণ না থাকায় সমগ্র [উদ্‌গীথ] ভক্তি জ্ঞাপিত হইতেছে ।১০ আর "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গান (—উদ্‌গীথ গান) করুন", এইপ্রকারে তাহার (—সমগ্র উদ্‌গীথভক্তির) গানকর্ত্তা উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ প্রাণরূপে নিরূপিত হইতেছে, এইহেতু ইহা অন্য প্রস্থান (—অন্য উপাসনা, ৫) ।১১ আর যে সেই স্থলে (—বৃহদারণ্যকে) উদ্‌গীথের সহিত মুখ্যপ্রাণের সমানাধিকরণ্যের কথা বলা হইয়াছে (৬ সূঃ ১৩ বাক্য), তাহাও যে প্রাণকে উদ্‌গাতৃরূপেই প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে, তাহার সর্ব্বাত্মকতা প্রতিপাদনের জন্য ; এইহেতু তাহা বিদ্যার একত্বকে আবহন (—প্রতিপাদন) করে না ।১২ আর সেই স্থলেও উদ্‌গীথশব্দ সমগ্র [উদ্‌গীথ] ভক্তিকে বিষয় করে, [উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকারকে নহে], ইহাই বৈষম্য । [অতএব পূর্ব্ববাদী যে বলিয়াছেন - উভয় বেদস্থ বিদ্যাতে অল্প রূপভেদও নাই (৬ সূঃ ১৩ বাক্য), তাহা সঙ্গত নহে ।১৩ কিন্তু মুখ্যপ্রাণ তো অচেতন, তাহা উদ্‌গাতা হইবে কিপ্রকারে ? উত্তর—] আর প্রাণের উদ্‌গাতৃত্ব অসম্ভাবনারূপ হেতুর দ্বারা পরিত্যক্ত হইতেছে না, যেহেতু [ছান্দোগ্যে] উদ্‌গীথভাবের ন্যায় (— উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকারে প্রাণদৃষ্টির ন্যায়, বৃহদারণ্যকে] উদ্‌গাতৃভাবও উপাসনার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে । [সুতরাং অসম্ভাবনাশঙ্কা উচিত নহে] ।১৪ আর উদ্‌গাতা প্রাণের বীর্য্যদ্বারাই (—শ্বাসাদিক্রিয়ারূপ মুখ্যপ্রাণের বলেই) উদ্‌গানক্রিয়া সম্পাদন করেন, এইহেতু [প্রাণ জড় হইলেও] অসম্ভাবনা নাই ।১৫ [উদ্‌গাতা প্রাণের বলেই উদ্‌গান করেন, এই বিষয়ে প্রমাণ এই —] যেমন দেখ, সেই

ভাবদীপিকা

(৫) ভাব এই—ছান্দোগ্যে ওঁকার উপাস্য, তাহাতে মুখ্যপ্রাণদৃষ্টি আরোপিত হইতেছে, বৃহদারণ্যকে কিন্তু মুখ্যপ্রাণ উপাস্য, তাহাতে উদ্‌গাতৃদৃষ্টি আরোপিত হইতেছে । উদ্‌গানকালে উদ্‌গাতা 'আমি মুখ্যপ্রাণস্বরূপ, সেই মুখ্যপ্রাণই উদ্‌গীথ গান করিতেছেন', এইপ্রকার ধ্যান করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্য । এইপ্রকারে উপাস্যের বিভিন্নতাবশতঃ ছান্দোগ্যস্থ উদ্‌গীথবিদ্যা হইতে বৃহদারণ্যকস্থ সেই বিদ্যা হয় ভিন্ন ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তম্—"বাচা চ হি এব সঃ প্রাণেন চ উদগায়ৎ" (বৃ: ১।৩।২৪) ইতি।১৬ ন চ বিবক্ষিতার্থভেদে অবগম্যমানে বাক্যচ্ছায়ানুকারমাত্রেণ সমানার্থত্বম্ অধ্যবসাতুং যুক্তম্।১৭ তথাহি অভ্যুদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে চ-"ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ, যে মধ্যমাঃ স্যুঃ তান্ অগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং কুর্য্যাৎ" (তৈ: সং ২।৫।৫।২), ইত্যাদিনির্দ্দেশসাম্যেঽপি উপক্রমভেদাৎ অভ্যুদয়বাক্যে দেবতাপনয়ঃ অধ্যবসিতঃ, পশুকামবাক্যে তু যাগবিধিঃ।১৮ তথা

ভাষ্যানুবাদ

স্থলেই শ্রাবিত (—শ্রুতিতে পঠিত) হইয়াছে—["প্রাণপ্রধান] বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং [আত্মরূপে চিন্তিত] প্রাণের দ্বারা তিনি উদ্‌গান করিয়াছিলেন", ইত্যাদি।১৬ [আর যে বলা হইয়াছে, বহুতর অভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার একত্ব হইবে (৬ সূঃ ১১ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর বিবক্ষিত বিষয়ের (—ছান্দোগ্যে উপাস্য ওঁকার ও আরোপিত মুখ্যপ্রাণের এবং বৃহদারণ্যকে উপাস্য মুখ্যপ্রাণ ও আরোপিত উদ্‌গাতৃত্বের) বিভিন্নতা অবগত হওয়া যাইলে বাক্যচ্ছায়ার (—দেবাসুরসংগ্রামাদি অর্থবাদের) অনুকার-(—সাদৃশ্য-) মাত্রদ্বারা [ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকস্থ উদ্‌গীথবিদ্যার] সমানবিষয়তা নিশ্চয় করা সঙ্গত নহে।১৭

[সিঃ—উপক্রমভেদ বিদ্যাভেদের হেতু। বিধায়ক বাক্যের সাদৃশ্য বিদ্যৈকত্বের হেতু নহে, ইহাতে পূঃ মীঃ সম্মতি।]

[বাক্যের সাদৃশ্যমাত্রদ্বারা বিদ্যার একত্ব হয় না, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, অভ্যুদয়বাক্যে এবং পশুকামবাক্যে (—অভ্যুদয়েষ্টি এবং পশুকামেষ্টি নামক যজ্ঞবিধায়ক বাক্যে) "তণ্ডুলগুলিকে তিনভাগে ভাগ করিবে, যে গুলি মধ্যম (—ঈষৎ ভগ্ন), সেই গুলিকে (—সেইগুলির দ্বারা) দাতৃত্বগুণবিশিষ্ট অগ্নির জন্য অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশ [নির্ম্মাণ] করিবে", ইত্যাদিপ্রকার নির্দ্দেশের সমতা থাকিলেও উপক্রমের বিভিন্নতাবশতঃ (৬) অভ্যুদয়েষ্টিবোধক বাক্যে (৭) দেবতার অপনয় (—বিয়োগ, পরিবর্ত্তন) নিশ্চিত হইয়াছে, পশুকামেষ্টিবোধক (৮) বাক্যে কিন্তু [বিধায়ক শ্রুতিবাক্যের সাদৃশ্য থাকিলেও, অপূর্ব্ব] যজ্ঞবিধায়ক বিধি নিশ্চিত (৯) হইয়াছে।১৮ সেইপ্রকারে ["ওম্ ইতি

ভাবদীপিকা

(৬) "ত্রেধা তণ্ডুলান্", ইত্যাদিরূপে অভ্যুদয়েষ্টির এবং "যঃ পশুকামঃ স্যাৎ", ইত্যাদিরূপে পশুকামেষ্টির উপক্রম (—আরম্ভ) হইয়াছে। ইহাই উপক্রমের বিভিন্নতা

(৭) অভ্যুদয়েষ্টি * (অভ্যুদিতেষ্টি, পূঃ মীঃ ৬।৫।১ অধিঃ, ১ সূঃ)—শ্রুতিতে দর্শপূর্ণ-

[ইষ্টিযজ্ঞের পরিচয় ও যজ্ঞের ত্রৈবিধ্য,]

* অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, হোতা ও অগ্নীধ্র, এই চরিজন ঋত্বিক্ সহ সপত্নীক যজমানকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে বলে ইষ্টিযজ্ঞ। (শ্রৌতপদার্থনির্ব্বচন)। যজ্ঞ তিনপ্রকার—১ ইষ্টি, যথা—দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ। ২। সোম, যথা—জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ। এবং ৩। পশু, যথা—অগ্নীষোমীয় পশু যজ্ঞ। উদাহরণরূপে উল্লিখিত এই যজ্ঞত্রয় যথাক্রমে যাবতীয় ইষ্টিযজ্ঞ, যাবতীয় সোমযজ্ঞ ও যাবতীয় পশুযজ্ঞের 'প্রকৃতি' (১২৬০ পৃঃ)

ভাবদীপিকা

মাসযজ্ঞের প্রকরণে এই ইষ্টি এইভাবে পঠিত হইতেছে—"বি বা এতং প্রজয়া পশুভিঃ অর্দ্ধয়তি, বর্দ্ধয়তি অস্য ভ্রাতৃব্যং যস্য হবিঃ নিরুপ্তং পুরস্তাৎ চন্দ্রমা অভ্যুদেতি। ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ, যে মধ্যমাঃ স্যুঃ তান্ অগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশম্ অষ্টাকপালং নির্বপেৎ, যে স্থবিষ্ঠাঃ তান্ ইন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুং, যে অণিষ্ঠাঃ তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্", ইত্যাদি। ভাবার্থ—"দর্শযাগানুষ্ঠানে উদ্যত পুরুষ চতুর্দ্দশীতে অমাবস্যা ভ্রম করিয়া দর্শযাগের জন্য তণ্ডুল দধি ও দুগ্ধরূপ হবনীয় দ্রব্য যদি ইন্দ্র ও অগ্নি * ইত্যাদি দেবতার জন্য নির্বাপ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হবনীয় দ্রব্যগুলিকে তত্তৎ দেবতার উদ্দেশ্যে পৃথক্ করিয়া রাখে এবং পরে প্রত্যূষকালে পূর্ব্বদিকে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকলার উদয় দৃষ্টে সেইদিন অমাবস্যা নহে, ইহা বুঝিতে পারে। তাহা হইলে সেই সঙ্কল্পিত হোমীয় দ্রব্যগুলি কালাত্যয়াপরাধে "যজমানের পশু ও পুত্রাদি বিনষ্ট করে, শত্রু বর্দ্ধিত করে। সেই দোষ প্রশমনের জন্য যজমান সঙ্কল্পিত তণ্ডুলগুলিকে অখণ্ড, ঈষৎ খণ্ডিত এবং ভগ্ন কণা, এই তিনপ্রকারে ভাগ করিবে। ঈষৎ খণ্ডিত তণ্ডুলদ্বারা অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশ নির্ম্মাণ করিয়া দাতৃত্বগুণবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশ্যে হোম করিবে; অখণ্ড তণ্ডুলগুলির সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া চরুপাককরতঃ প্রদাতৃত্বগুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিবে; ভগ্ন তণ্ডুলকণাগুলির সহিত শৃত (—গরম দুগ্ধ) মিশ্রিত করিয়া চরুপাককরতঃ শিপিবিষ্ট (—জ্যোতির্ম্ময়) বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে হোম করিবে", ইত্যাদি।

(৮) **পশুকামেষ্টি**— (পূঃ মীঃ ১।৪।১২ অধিঃ, ৪৩ সূঃ)—শ্রুতিতে "যঃ পশুকামঃ স্যাৎ সঃ অমাবাস্যাম্ ইষ্ট্বা বৎসান্ অপাকুর্য্যাৎ"—'যিনি পশুকামনা করিবেন, তিনি অমাবস্যাতে দর্শযাগ করিয়া পশুকামেষ্টির জন্য দুগ্ধদোহনার্থে বৎসাপাকরণ (—গোবৎসকে গাভীর নিকট হইতে অপসারণ) করিবেন", এইপ্রকারে পশুকামেষ্টি বিহিত হইয়াছে। এই যজ্ঞে বিহিত দ্রব্য ও দেবতা এই—"যে ক্ষোদিষ্ঠাঃ তান্ অগ্নয়ে সনিমতে অষ্টাকপালং নির্বপেৎ, যে মধ্যমাঃ তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্, যে স্থবিষ্ঠাঃ তান্ ইন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুম্" (শাবরভাষ্য)। অন্যত্র অন্যপ্রকার পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। অর্থ স্পষ্ট। সনিমৎ—পূজ্য।

(৯) পূঃ মীঃ ৬।৫।১ অভ্যুদিতেষ্ট্যধিকরণে এইপ্রকার বিচার আছে—উক্তরূপে (৭

[দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের দেবতা ও হবনীয় দ্রব্য]

* দর্শযাগের দেবতা তিনটী, যথা—১। ইন্দ্র, ২। অগ্নি এবং ৩। ইন্দ্র। ইঁহাদের হোমীয় দ্রব্য যথাক্রমে ১। দধি, ২। পুরোডাশ এবং ৩। দুগ্ধ। এইরূপে হোমসংখ্যা তিন হইলেও ইন্দ্রদেবতার হোমে তন্ত্রপ্রয়োগ (—যুগপৎ হোম) বশতঃ দধি ও দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করিয়া আহুত হওয়ায় হোম সংখ্যা দুইটী। দধি ও দুগ্ধদ্বারা যে যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে বলে—সান্নায্যযাগ। সোমযাজীর এই সান্নায্যযাগ অবশ্য করণীয়। অসোমযাজীর ইহা ইচ্ছাধীন (কাঃ শ্রৌঃ ৪।২।৪৫-৪৬)। ইনি যদি সান্নায্যযাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে ইঁহার দর্শযাগে দেবতা ও দ্রব্য এইপ্রকার—১। অগ্নি, ২। শাখাভেদে—বিষ্ণু, অগ্নীষোম, অথবা প্রজাপতি, ৩। ইন্দ্রাগ্নি। ইঁহাদের হবনীয় দ্রব্য যথাক্রমে এই—১। পুরোডাশ, ২। ঘৃত; এই যজ্ঞকে বলে—উপাংশুযাগ, কারণ ইহাতে অনুচ্চস্বরে মন্ত্র পঠিত হয়। এবং ৩। পুরোডাশ। এইরূপে হোমের সংখ্যা তিনটী। কোন কোন শাখাতে ইঁহাদের দেবতা দুইটী, অগ্নি ও ইন্দ্রাগ্নি; হবনীয় দ্রব্য পুরোডাশ, হোমসংখ্যা দুইটী। পৌর্ণমাসযাগের দেবতা এই—১। অগ্নি, ২। শাখাভেদে—বিষ্ণু, অগ্নীষোম, অথবা প্রজাপতি।৩। অগ্নীষোম। হবনীয় দ্রব্য যথাক্রমে ১। পুরোডাশ, ২। ঘৃত, ৩। পুরোডাশ। হোমসংখ্যা তিনটী। ইহাতে সান্নায্যযাজী ও অসান্নায্যযাজীর হবনীয় দ্রব্যের ভেদ নাই। যাগ ও হোমের প্রভেদ ৩।৩।২৮ প্রধানাধিকরণে দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইহাপি উপক্রমভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ ।১৯ 'পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ' ।২০ যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসাম্যেঽপি—"আকাশঃ হি এব এভ্যঃ জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণম্" (ছাঃ ১।৯।১), সঃ এষঃ পরোবরীয়ান্ উদ্গীথঃ সঃ এষঃ অনন্তঃ (ছাঃ ১।৯।১), ইতি পরোবরীয়স্ত্বগুণবিশিষ্টম্ উদ্গীথোপাসনম্ অক্ষ্যাদিত্যাদিগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনাৎ ভিন্নম্।২১ ন চ ইতরেতরগুণোপসংহারঃ

ভাষ্যানুবাদ

এতদ্ অক্ষরম্ (ছাঃ ১।১।১) এবং "যজ্ঞে উদ্গীথেন অত্যায়াম" (বৃঃ ১।৩।১), এইপ্রকার] উপক্রমের ভেদবশতঃ এখানেও বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে। ১৯ [উপক্রমভেদে বিদ্যাভেদবিষয়ে সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "পরোবরীয়স্ত্ব" প্রভৃতির (১০) ন্যায় ।২০ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেমন পরমাত্মদৃষ্টির আরোপ সমান হইলেও "আকাশই (—পরমাত্মাই) এই সকল [ভূতবর্গ] হইতে মহত্তর, আকাশই পরম আশ্রয়", "সেই এই উদ্গীথ পরোবরীয়, সেই ইহা অনন্ত", ইত্যাদি যে পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথোপাসনা, তাহা অক্ষি (ছাঃ ১।৭।৫) ও আদিত্যগত [পুরুষের, ছাঃ ১।৬।৬] সুবর্ণবর্ণ শ্মশ্রুত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথোপাসনা হইতে

ভাবদীপিকা

ভাবদীঃ) যে অভ্যুদয়েষ্টি বিহিত হইয়াছে, তাহা কি দর্শযাগ, অথবা তদ্ভিন্ন অপূর্ব্ব কোন যজ্ঞ? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন—কালাত্যয়াপরাধে প্রায়শ্চিত্তরূপে ইহা একটা অপূর্ব্ব যজ্ঞ; ইহার অনুষ্ঠান করিয়া পুনঃ দর্শযাগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অভ্যুদয়েষ্টির সদৃশ বিধায়কবাক্যবিশিষ্ট পশুকামেষ্টি (৮ ভাবদীঃ) যেমন দর্শযাগ হইতে ভিন্ন, ইহাও তদ্রূপ। সিদ্ধান্তী বলেন—অভ্যুদয়েষ্টি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অপূর্ব্ব কোন যজ্ঞ নহে, পরন্তু দর্শযাগের নৈমিত্তিক প্রয়োগ মাত্র। যেহেতু সঙ্কল্পিত অচ্ছিন্ন তণ্ডুলাদি হবনীয় দ্রব্যের দ্বারা দর্শযাগেরই প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া দেবতান্তর বিধানের দ্বারা সেই কর্ম্মের রক্ষা সম্ভব হইলে প্রস্তাবিত দর্শযাগকে পরিত্যাগকরতঃ অপূর্ব্ব কর্ম্ম স্বীকার করিলে প্রস্তাবিতের পরিত্যাগ ও অপ্রস্তাবিতের গ্রহণরূপ দোষ হইয়া পড়িবে। পশুকামেষ্টিতে "অমাবাস্যাম্ ইষ্ট্বা", এইপ্রকার ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়দ্বারা দর্শযাগের পরিসমাপ্তি সূচিত হয় বলিয়া এবং দর্শযাগান্তে পুনঃ বৎসাপাকরণদ্বারা পূর্ব্ব দেবতা হইতে ভিন্ন দেবতার জন্য দুগ্ধসংগ্রহ সূচিত হয় বলিয়া হবনীয় দ্রব্য ও দেবতা ভিন্ন হওয়ায় পশুকামেষ্টিকে দর্শযাগ হইতে অবশ্যই ভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিতে হয়। অভ্যুদয়েষ্টিতে তাদৃশ কোন হেতু না থাকায় দেবতান্তর সম্বন্ধদ্বারা ইহাকে দর্শযাগেরই প্রয়োগান্তররূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইরূপে নিশ্চিত হইল যে, বাক্যের সাদৃশ্য থাকিলেও যেমন অভ্যুদয়েষ্টি ও পশুকামেষ্টি অভিন্ন নহে, উত্তরমীমাংসার প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ উদ্গীথবিদ্যাবোধক বাক্যের সাদৃশ্য থাকিলেও বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে পঠিত উক্ত বিদ্যা অভিন্ন নহে।

(১০) যাহা শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং বরণীয়, হইতেও বরণীয়, তাহাকে বলে—'পরোবরীয়'। 'সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট' ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

একস্যাম্ অপি শাখায়াম্।২২ তদ্বৎ শাখান্তরস্থেষু অপি এবং-জাতীয়কেষু উপাসনেষু ইতি ।২৩।৩।৩।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

ভিন্ন।২১ এক শাখাতেও (—এক ছান্দোগ্যেই পঠিত হইলেও, উক্ত স্থলে] কিন্তু পরস্পরের উপাসনাঙ্গসকলের সমাহার হয় না।২২ তাহার ন্যায় শাখান্তরে পঠিত এই জাতীয় উপাসনাসকলেও 'গুণোপসংহার হইবে না'।২৩॥৩।৩।৭॥

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥৩।৩।৮॥

পদচ্ছেদ—সংজ্ঞাতঃ, চেৎ, তদুক্তম্, অস্তি, তু, তদ্, অপি।

সূত্রার্থ—[ননু উভয়ত্র] **সংজ্ঞাতঃ**—'উদ্গীথবিদ্যা' ইতি সংজ্ঞায়াঃ একত্বাৎ [বিদ্যৈক্যম্ ইতি] **চেৎ ? তদুক্তম্**—তত্র যৎ উত্তরং, তৎ "ন বা প্রকরণভেদাৎ" (৩৩।৭) ইতি সূত্রে উক্তম্। [সংজ্ঞাকরণস্য পৌরুষেয়ত্বাৎ ন বিদ্যৈক্যসংবাদকত্বম্ ইতি ভাবঃ]। **অপিশব্দেন**—অন্যঃ অপি দৃষ্টান্তঃ সূচ্যতে। [তৎ যথা—] **অস্তি তু তদপি**—পরন্তু প্রসিদ্ধভেদানাম্ অপি অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসপ্রভৃতীনাং ভিন্নানাং কর্ম্মণাং কাঠকৈকগ্রন্থ-পঠিতানাং 'তৎ'—কাঠকত্বসংজ্ঞেকত্বং 'অস্তি'—বিদ্যতে। [অতঃ পৌরুষেয়সংজ্ঞৈক্যং বিদ্যৈক্যে অপ্রযোজকম্। তস্মাৎ ছন্দোগবাজসনেয়িশাখয়োঃ প্রকৃতোদ্গীথবিদ্যয়োঃ ভেদঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[কিন্তু উভয় স্থলে] **সংজ্ঞাতঃ**—'উদ্গীথবিদ্যা' এই নামের একত্ব-বশতঃ [বিদ্যার একত্ব হইবে], **চেৎ**—ইহা যদি বলা হয় ? **তদুক্তম্**—সেই বিষয়ে যাহা উত্তর, তাহা "ন বা প্রকরণভেদাৎ" এই সূত্রে কথিত হইয়াছে। [নামকরণ পৌরুষেয় হওয়ায় বিদ্যার একত্বজ্ঞাপক নহে, ইহাই ভাব]। **অপিশব্দের দ্বারা**—অন্য দৃষ্টান্তও সূচিত হইতেছে। [তাহা এই—] **অস্তি তু তদপি**—পরন্তু যাহাদের বিভিন্নতা প্রসিদ্ধ, সেই কাঠকনামক একই গ্রন্থে পঠিত অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মসকলেরও, 'তৎ'—'কাঠক' এই নাম, অস্তি—বিদ্যমান আছে। [সেইহেতু পৌরুষেয় নামের একত্ব বিদ্যার একত্বের প্রতি হেতু নহে। অতএব ছন্দোগ ও বাজসনেয় শাখাতে প্রস্তাবিত উদ্গীথ-বিদ্যাদ্বয়ের বিভিন্নতা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ উচ্যেত—সংজ্ঞৈকত্বাৎ বিদ্যৈকত্বম্ অত্র ন্যায্যম্, উদ্গীথবিদ্যা ইতি হি উভয়ত্রাপি একা সংজ্ঞা ইতি।১ তদপি ন উপপদ্যতে।২ উক্তং হি এতৎ—"ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ" (৩।৩।৭) **ইতি।৩ তদেব চ অত্র ন্যায্যতরং শ্রুত্যক্ষরানুগতং**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"সংজ্ঞার একত্ব বিদ্যৈকত্বের হেতু" এই জৈমিনীয় ন্যায়ের সংকোচ।]

আর যদি বলা হয়—[২২৮ পৃঃ জৈঃ সূঃ, ২।৪।৯ অনুসারে] আখ্যার একত্ববশতঃ এখানে বিদ্যার একত্ব ন্যায্য, যেহেতু উভয়ত্র 'উদ্গীথবিদ্যা' এই আখ্যা একই।১ তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।২ যেহেতু "ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ", এই সূত্রে ইহা কথিত হইয়াছে।৩ আর তাহাই (—উপক্রম ও

শাঙ্করভাষ্যম্

হি তৎ ।৩ সংজ্ঞৈকত্বং তু শ্রুত্যক্ষরবাহ্যম্ উদ্গীথশব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈঃ ব্যবহর্ত্তৃভিঃ উপচর্য্যতে ।৫ অস্তি চ এতৎ সংজ্ঞৈকত্বং প্রসিদ্ধভেদেষু অপি পরোবরীয়স্ত্বাদ্যুপাসনেষু উদ্গীথবিদ্যা ইতি ।৬ তথা প্রসিদ্ধভেদানাম্ অপি অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং কাঠকৈকগ্রন্থপরিপঠিতানাং কাঠকসংজ্ঞৈকত্বং দৃশ্যতে, তথা ইহাপি ভবিষ্যতি ।৮ যত্র তু নাস্তি কশ্চিৎ এবংজাতীয়কঃ ভেদহেতুঃ তত্র ভবতু সংজ্ঞৈকত্বাৎ বিদ্যৈকত্বং, যথা সম্বর্গবিদ্যাদিষু ।৮।৩।৩।৮। ইতি তৃতীয়ম্ অন্যথাত্বাধিকরণম্

ভাষ্যানুবাদ

উপাস্যের বিভিন্নতাবশতঃ উদ্গীথবিদ্যার বিভিন্নতারূপ উক্ত সিদ্ধান্তই) এখানে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ তাহা শ্রুতির অক্ষরের অনুগত (— শ্রুতিবাক্যপর্য্যালোচনাদ্বারা উক্ত অর্থই নির্ণীত হয়) ।৪ নামের একত্ব কিন্তু শ্রুতির অক্ষরের বহির্ভূত (—শ্রুতিতে পঠিত হয় নাই), যেহেতু মাত্র উদ্গীথশব্দের প্রয়োগবশতঃ লৌকিক ব্যবহারকারিগণকর্ত্তৃক [উভয় শাখাস্থ বিদ্যাতে সেই নাম] গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতেছে (১১) ।৫ আর যাহাদের বিভিন্নতা প্রসিদ্ধ, সেই পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাসনাসকলে 'উদ্গীথবিদ্যা' এইপ্রকারে সংজ্ঞার এই একত্ব আছে ।৬ সেইপ্রকারে যাহাদের বিভিন্নতা প্রসিদ্ধ, সেই একমাত্র কাঠকগ্রন্থে পঠিত অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতির 'কাঠক' এই সংজ্ঞার একত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে ; প্রস্তাবিতস্থলেও সেইপ্রকার হইবে (—সংজ্ঞার একত্ব থাকিলেও বিদ্যা বিভিন্ন হইবে। অন্যথা সংজ্ঞার একত্ববশতঃ যাবতীয় উদ্গীথবিদ্যা এবং অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ অভিন্ন হইয়া পড়িবে ।৭ আচ্ছা তাহা হইলে ২।৪।৯ বৈঃ সূত্রবলে (২২৮ পৃঃ) আখ্যাকে একত্বের হেতুরূপে কেন গ্রহণ করা হইয়াছে ? উত্তর —] কিন্তু যেখানে [উপক্রমের, উপাস্যের এবং ফলের বিভিন্নতা প্রভৃতি] এই জাতীয় কোন ভেদক হেতু নাই, সেই স্থলে সংজ্ঞার একত্ববশতঃ বিদ্যার একত্ব হউক, যেমন সম্বর্গবিদ্যা (ছাঃ ৪।১-৪।৩) প্রভৃতিতে হইয়া হইয়া থাকে ।৮।৩।৩।৮।

অন্যথাত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১১) উপাস্যই উপাসনার রূপ, সেইহেতু তাহা অন্তরঙ্গ, সুতরাং বলবান্। আর সংজ্ঞা পৌরুষেয় হওয়ায় বহিরঙ্গ, সেইহেতু দুর্ব্বল। অতএব বলবান্ রূপভেদবশতঃ উদ্গীথবিদ্যার যে ভেদ কথিত হইয়াছে (৫ ভাবদীঃ), তাহাই সঙ্গত। মাত্র সংজ্ঞার একত্ব বিদ্যার একত্বের হেতু হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে, ইহাই বলিতেছেন অস্তি চ—'আর যাহাদের' (৬ বাক্য)।

৪। ব্যাপ্ত্যধিকরণম্। [৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য-ছান্দোগ্যস্থ (১।১।১) প্রণব ও উদ্গীথের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব প্রতিপাদনদ্বারা পূর্ব্বাধিকরণসিদ্ধান্তের দৃঢ়তাসম্পাদন।

অধিকরণসঙ্গতি—"ওমিতি এতদক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), এই উপক্রমবাক্যস্থ উদ্গীথশব্দের অর্থ—'উদ্গীথাবয়ব ওঁকার', ইহা সিদ্ধ পদার্থের ন্যায় অঙ্গীকার করিয়া পূর্ব্বাধিকরণে সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইয়াছে। তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ অন্যপ্রকার যোজনাদ্বারা উহার অন্যপ্রকার অর্থও হইতে পারে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—বাক্যার্থনিরূপণই এই পাদের প্রধান প্রতিপাদ্য। বিশেষণ-বিশেষ্যভাব নিরূপণদ্বারা এই বিচার বাক্যার্থজ্ঞানেরই সাধন হওয়ায় এই অধিকরণের উক্ত সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [অতঃপর বিশেষ বক্তব্য না থাকিলে এই সঙ্গতি আর প্রদর্শিত হইবে না]।

ন্যায়মালা

কিমধ্যাসোঽথবা বাধ ঐক্যং বাঽথ বিশেষ্যতা।
অক্ষরস্যাত্র নাস্ত্যেকং* নিয়তং হেত্বভাবতঃ॥
বেদেষু ব্যাপ্ত ওঁকার উদ্গীথেন বিশিষ্যতে।
অধ্যাসাদৌ ফলং কল্প্যং সন্নিকৃষ্টাংশলক্ষণা॥

অন্বয়—কিম্ অক্ষরস্য অধ্যাসঃ, অথবা বাধঃ, বা ঐক্যম্, অথ বিশেষ্যতা? হেত্বভাবতঃ অত্র একং নিয়তং নাস্তি। বেদেষু ওঁকারঃ ব্যাপ্তঃ, উদ্গীথেন বিশিষ্যতে। অধ্যাসাদৌ ফলং কল্প্যম্ অংশলক্ষণা সন্নিকৃষ্টা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["ওমিত্যেতদক্ষরম্ উদ্গীথম উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), ইত্যত্র অক্ষরোদ্গীথয়োঃ সামানাধিকরণ্যং শ্রূয়তে। তদেব অত্র বিষয়ঃ। বিশেষানবধারণাৎ তত্র চতুর্ধা সংশয়ঃ—"নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে" (ছাঃ ৭।১।৫), ইত্যত্র নাম্নি ব্রহ্মদৃষ্ট্যধ্যাসবৎ] কিম্ [অত উদ্গীথে], অক্ষরস্য অধ্যাসঃ [স্যাৎ]; অথবা ['যঃ চৌরঃ সঃ স্থাণুঃ' ইত্যত্র যথা চৌরত্বস্য বাধঃ ভবতি, তথা অক্ষরস্য] বাধঃ [স্যাৎ]; বা ['যঃ জীবঃ তৎ ব্রহ্ম' ইতিবৎ অক্ষরোদ্গীথয়োঃ] ঐক্যং [স্যাৎ]; অথ ['যৎ নীলং তৎ উৎপলম্' ইতিবৎ অক্ষরস্য] বিশেষ্যতা [স্যাৎ]?

পূর্ব্বপক্ষ—হেত্বভাবতঃ অত্র [উক্তেষু চতুর্ষু] একং নিয়তং নাস্তি। [অতঃ 'ইদম্ এব' ইতি নাস্তি অধ্যবসায়ঃ, নিয়ামকাভাবাৎ ইত্যর্থঃ]।

সিদ্ধান্ত—[ওঁকারঃ হি ঋগ্যজুঃসামসু ত্রিষু পঠ্যতে, অতঃ সর্ব্বেষু] বেদেষু ওঁকারঃ ব্যাপ্তঃ। [তত্র কস্য উপাস্যত্বম্ ইতি অপেক্ষায়াম্ সামবেদগতেন] উদ্গীথেন বিশিষ্যতে। [স্বতন্ত্রোপাসনত্বেন ফলস্য আকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ] অধ্যাসাদৌ ফলং কল্প্যম্। [বিশেষণপক্ষে তু বক্ষ্যমাণরসতমত্বাদিগুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনায় ওঁকাররূপঃ প্রতীকঃ উদ্গীথেন বিশিষ্যতে, অতঃ ন তৎ স্বতন্ত্রম্ উপাসনম্ ইতি পৃথক্ফলম্ ন কল্প্যম্; উদ্গীথোপাসনায়াঃ যৎ ফলং তদেব অস্যাপি। অতঃ লাঘবানুরোধেন অয়মেব পক্ষঃ সমীচীনঃ ইত্যর্থঃ। ননু উদ্গীথশব্দঃ কৃৎস্ন-ভক্তিবাচকঃ, ওঁকার তদবয়বঃ। এবং চ ওঁকারং বিশেষ্টুম্ উদ্গীথশব্দেন তদংশলক্ষণা স্বীকরণীয়া স্যাৎ ইতি। বাঢ়ম্, তথাপি অধ্যাসপক্ষাৎ সমীচীনঃ বিশেষণপক্ষঃ। অধ্যাসপক্ষে তু যথা

* নাস্ত্যেকম্—ইতি পাঠঃ।

বিকুণশব্দঃ স্বার্থং সর্ব্বং পরিত্যজ্য অর্থান্তরভূতাং শিলাপ্রতিমাং লক্ষয়তি, তথা উদ্গীথশব্দঃ অপি ইতি বিপ্রকর্ষঃ। অংশলক্ষণায়াং তু স্বার্থৈকদেশস্যৈব পরিত্যাগঃ, অতঃ] অংশলক্ষণা সন্নিকৃষ্টা [ভবতি। তস্মাৎ বেদান্তরগতোংকারব্যাবৃত্ত্যর্থং ন্যায়বাহুল্যাদেব উদ্গীথাবয়বত্বেন ওম্ ইতি এতদক্ষরং বিশিষ্যতে ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—["ওম্ ইতি এতদক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত", এই স্থলে অক্ষর (—ওঁকার) ও উদ্গীথের সমানবিভক্তিযুক্ততা শ্রুত হইয়াছে; তাহাই এখানে বিষয়। বিশেষ নির্ণীত না হওয়ায় সেই স্থলে চারিপ্রকার সন্দেহ হয়—"নামকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে", এই স্থলে নামে ব্রহ্মদৃষ্টি অধ্যাসের (—আরোপের) ন্যায়, এখানে উদ্গীথে] কি ওঁকারের আরোপ হইবে; অথবা ['যে চোর, সে স্থাণু', এই স্থলে যেমন চোরত্বের বাধ হয়, সেইপ্রকারে ওঁকারের] কি বাধ হইবে; অথবা ['যাহা জীব, তাহা ব্রহ্ম', ইহার ন্যায় ওঁকার ও উদ্গীথের মধ্যে] কি ঐক্য হইবে, অথবা ['যাহা নীল, তাহাই উৎপল', ইহার ন্যায় ওঁকারের] কি বিশেষ্যতা হইবে (—উদ্গীথ বিশেষণ, ওঁকার বিশেষ্য এইপ্রকার হইবে কি)?

পূর্ব্বপক্ষ—হেতুর অভাববশতঃ এখানে [উক্ত চারিটীর মধ্যে] একটীও নিয়মিত (—নিশ্চিত) হয় না। [সেইহেতু নিয়ামক না থাকায় 'ইহাই' এইপ্রকার নিশ্চয় হয় না]।

সিদ্ধান্ত—[ঋক্ যজুঃ ও সাম, এই তিন বেদেই ওঁকার পঠিত হইয়াছে, সেইহেতু] সকল বেদে ওঁকার ব্যাপ্ত হইয়া আছে। [তন্মধ্যে উপাস্যতা কাহার, এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে সামবেদগত] উদ্গীথের দ্বারা বিশেষিত হইতেছে (—উদ্গীথভক্তিগত ওঁকার উপাস্যরূপে সমর্পিত হইতেছে)। [স্বতন্ত্র উপাসনা হওয়ায় ফল আকাঙ্ক্ষিত হয় বলিয়া] অধ্যাসাদি পক্ষে (—অধ্যাস বাধ ও একত্ব পক্ষে) ফল কল্পনা করিতে হইবে। [বিশেষণপক্ষে কিন্তু শ্রুতিতে পরে বর্ণিত রসতমত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথোপাসনার (ছাঃ ১।১।৩) অঙ্গ ওঁকাররূপ প্রতীক উদ্গীথের দ্বারা বিশেষিত হইতেছে, সেইহেতু তাহা স্বতন্ত্র উপাসনা নহে, এইহেতু পৃথক্ ফল কল্পনা করিতে হইবে না; উদ্গীথোপাসনার যাহা ফল, তাহাই ইহারও হইবে। সেইহেতু ন্যায়বাহুল্যে এই পক্ষই সমীচীন, ইহাই ভাব। কিন্তু উদ্গীথশব্দ সমগ্র সামভক্তির বাচক, ওঁকার তাহার অবয়ব। আর এইপ্রকারে ওঁকারকে বিশেষিত করিবার জন্য উদ্গীথ-শব্দের দ্বারা তাহার অংশে লক্ষণা স্বীকার্য্য হইবে (—উদ্গীথশব্দের লাক্ষণিকার্থ হইবে 'উদ্গীথাবয়ব')। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তাহা সত্য, তাহা হইলেও অধ্যাসপক্ষ হইতে বিশেষণপক্ষ সমীচীন। অধ্যাসপক্ষে কিন্তু বিষ্ণুশব্দ যেমন নিজের সকলপ্রকার অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া শিলাপ্রতিমারূপ অন্য অর্থকে লক্ষ্য করে, উদ্গীথশব্দও সেইপ্রকারই হইবে, এইপ্রকারে বিপ্রকৃষ্টলক্ষণা (১) হইয়া পড়িবে। অংশলক্ষণাতে কিন্তু স্বার্থের একাংশেরই পরিত্যাগ হয়, এইহেতু] অংশলক্ষণা হয় সন্নিকৃষ্টলক্ষণা। [সেইহেতু অন্যবেদগত ওঁকারকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য ন্যায়বাহুল্যে 'ওঁ' এই অক্ষরটী উদ্গীথের অবয়বরূপে বিশেষিত হইতেছে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

(১) যে শব্দের লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হয়, সেই শব্দের শক্যার্থের সহিত সেই লক্ষ্যার্থের একটী সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, কারণ "শক্যসম্বন্ধই লক্ষণা"। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই স্থলে

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥৩।৩।৯॥

সূত্রার্থ—["ওম্ ইতি এতদক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১) ইতি ওঁকারোদ্গীথশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যং শ্রূয়তে। তৎ কিং "নাম ব্রহ্ম" (ছাঃ ৭।১।৫) ইতিবৎ অধ্যাসার্থম্, উত 'যৎ রজতং সা শুক্তিঃ' ইতিবৎ অপবাদার্থম্, আহোস্বিৎ ' সিন্ধুরঃ করী' ইতিবৎ ঐক্যপ্রমিত্যর্থম্, উতাহো 'নীলোৎপলম্' ইতিবৎ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবসূচনার্থম্ ইতি সংশয়ে; নির্দ্ধারণকারণাভাবাৎ অনির্দ্ধারণার্থকম্ ইদম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ওঁকারস্য ত্রিষু বেদেষু] **ব্যাপ্তেঃ**—ব্যাপ্তত্বাৎ [কঃ ওঁকারঃ উপাস্যঃ ইতি অপেক্ষায়াম্ উদ্গীথাবয়বত্বেন ওঁকারঃ বিশেষ্যতে। এবঞ্চ 'উদ্গীথম্' ইতি ওঁকারস্য বিশেষণম্ ইতি এব] **সমঞ্জসম্**—নিরবদ্যম্। **চ**শব্দঃ—তু-অর্থকঃ, তেন অধ্যাসাপবাদৈক্যপক্ষাণাং নিরাসঃ।

অনুবাদ—["ওম্ ইতি এতদক্ষরম্ উদ্গীথমুপাসীত", এইপ্রকারে ওঁকার ও উদ্গীথ-

ভাবদীপিকা

গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ যে 'গঙ্গাজলপ্রবাহ', তাহার সহিত উক্ত শব্দের লাক্ষণিকার্থ যে 'গঙ্গাতীর', তাহার সামীপ্যরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। "শালগ্রামং বিষ্ণুম্ উপাসীত", এই স্থলে শালগ্রামে বিষ্ণুবুদ্ধি করিলে যেমন বিষ্ণুশব্দ স্বীয় শক্যার্থ চেতন দেবতাস্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া [জহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে] শিলাপ্রতিমারূপ লাক্ষণিকার্থকে সমর্পণ করে' (বৈঃ ন্যায়মালা)। তদ্রূপ প্রস্তাবিত "ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), এই স্থলে উদ্গীথে অক্ষরদৃষ্টি (—ওঁকারবুদ্ধি) করিলে জহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে উদ্গীথশব্দের লাক্ষণিকার্থ হইবে 'ওঁকার'। আর অক্ষরে (—ওঁকারে) উদ্গীথদৃষ্টি (—উদ্গীথবুদ্ধি) করিলে উক্তবৃত্তিবলে অক্ষরশব্দের লাক্ষণিকার্থ হইবে 'উদ্গীথ * (ন্যায়নির্ণয়)। এইরূপে উদ্গীথশব্দের, বা অক্ষরশব্দের লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইলে শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের মধ্যে 'স্ববুদ্ধিবিশেষ্যত্বরূপ' একটী সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। স্ব—উদ্গীথ, অথবা ওঁকার ; তদ্বিষয়িণী বুদ্ধি—'উদ্গীথই ওঁকার', অথবা 'ওঁকারই উদ্গীথ', ইত্যাকারা বুদ্ধি ; তাহার বিশেষ্যতা গেল—উদ্গীথে, অথবা ওঁকারে। অধ্যাসাদি উপাসনাপক্ষে এইপ্রকারে 'স্ববুদ্ধিবিশেষ্যত্বরূপ' গুরু (—বৃহৎ, দীর্ঘ) সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে উদ্গীথ ও অক্ষরের বিশেষ্য-বিশেষণভাব পক্ষে উদ্গীথশব্দের অজহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে 'উদ্গীথাবয়ব' এই লক্ষ্যার্থ গৃহীত হইলে, অর্থাৎ অবয়বিবাচক উদ্গীথশব্দের দ্বারা লক্ষণাবৃত্তিতে উদ্গীথের অবয়ব ওঁকার গৃহীত হইলে, উদ্গীথশব্দের শক্যার্থ যে তন্নামক সামভক্তি, তাহার সহিত উক্ত লক্ষ্যার্থের 'স্বাবয়বত্বরূপ' একটী সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। [স্ব—উদ্গীথ, তাহার অবয়বতা গেল ওঁকারে]। এই সম্বন্ধটী পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ হইতে লঘু (—অল্প অবয়বযুক্ত, ছোট)। কিন্তু গুরু হওয়ায় প্রথমোক্ত সম্বন্ধটী হয় বিপ্রকৃষ্ট (—দূরবর্ত্তী) এবং লঘু হওয়ায় শেষোক্তটী হয় সন্নিকৃষ্ট (—নিকটবর্ত্তী)। সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্টের মধ্যে সন্নিকৃষ্টই বলবান্ হওয়ায় এবং অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধ দৃষ্ট হওয়ায় উদ্গীথ ও তদবয়ব ওঁকারের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাবরূপ এই শেষোক্ত পক্ষই গ্রহণীয়, ইহাই ভাব।

---

* রত্নপ্রভাকার বলেন—"ওঁকারে উদ্গীথবুদ্ধি করিলে উদ্গীথশব্দের লাক্ষণিকার্থ হইবে—'ওঁকার'। প্রকটার্থকারের অভিমতও এইপ্রকার। ইহাতে বিভ্রান্তি অনুচিত, কারণ এই স্থলে উপাসনার আলম্বনপ্রধানতা অবলম্বনে এবং ন্যায়নির্ণয়ে আরোপ্যপ্রধানতা অবলম্বনে, অর্থাৎ অধ্যাসোপাসনা ও সম্পদুপাসনা পক্ষ অবলম্বনে (১।১৬২-৬৩ পৃঃ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শব্দের সমানবিভক্তিযুক্ততা শ্রুত হইতেছে। তাহা কি "নামই ব্রহ্ম", ইহার ন্যায় অধ্যাসের জন্য; অথবা 'যাহা রজত তাহা শুক্তিকা', ইহার ন্যায় অপবাদের জন্য; অথবা 'সিন্ধুর করী,' ইহার ন্যায় একত্বজ্ঞানের জন্য; অথবা 'নীল উৎপল', ইহার ন্যায় বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সূচনার জন্য, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; [কোন এক পক্ষ] নির্দ্ধারণের প্রতি কারণ না থাকায় ইহা অনির্দ্ধারণার্থক (—কোন অর্থই নির্দ্ধারিত হয় না), ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই— ওঁকার বেদত্রয়ে] ব্যাপ্তেঃ—ব্যাপ্ত হওয়ায় [কোন্ ওঁকার উপাস্য, এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে উদ্গীথের অবয়বরূপে ওঁকারবিশেষিত হইতেছে। আর এইপ্রকারে 'উদ্গীথ' ইহা ওঁকারের বিশেষণ, ইহাই] সমঞ্জসম্—দোষবিহীন। চশব্দ—তুশব্দার্থক, তাহার দ্বারা অধ্যাস অপবাদ ও ঐক্য, এই পক্ষসকলের নিরাকরণ হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"ওমিতি এতদক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), ইতি অত্র অক্ষরোদ্গীথশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যে শ্রূয়মাণে অধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভাসনাৎ কতমঃ অত্র পক্ষঃ ন্যায্যঃ স্যাৎ ইতি বিচারঃ ।১ তত্র অধ্যাসঃ নাম দ্বয়োঃ বস্তুনোঃ অনিবর্ত্তিতায়াম্ এব অন্যতরবুদ্ধৌ অন্যতরবুদ্ধিঃ অধ্যস্যতে, যস্মিন্ ইতরবুদ্ধিঃ অধ্যস্যতে অনুবর্ত্ততে এব তস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ অধ্যস্তে ইতরবুদ্ধৌ অপি ।২ যথা নাম্নি ব্রহ্মবুদ্ধৌ অধ্যস্যমানায়াম্ অপি অনুবর্ত্ততে এব নামবুদ্ধিঃ, ন ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে।৩ যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধ্যধ্যাসঃ ।৪ এবম্ ইহাপি অক্ষরে উদ্গীথবুদ্ধিঃ অধ্যস্যতে, উদ্গীথে বা অক্ষরবুদ্ধিঃ ইতি ।৫ অপবাদঃ নাম যত্র কস্মিং-

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাস অপবাদ একত্ব ও বিশেষণের ব্যাখ্যা। তদ্বিষয়ে সংশয়। পূঃ—কিছুই বিনীত হয় না।]

"ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" এই স্থলে অক্ষর (—ওঁকার) ও উদ্গীথশব্দের যে শ্রূয়মাণ সমানবিভক্তিযুক্ততা, তাহাতে অধ্যাস (—বুদ্ধিপূর্ব্বক অভিন্নতার আরোপ), অপবাদ (—বাধ), একত্ব (—বাস্তব অভেদ) এবং বিশেষণ, এই পক্ষসকলের জ্ঞান হওয়ায় এখানে (—ইহাদের মধ্যে) কোন্ পক্ষ ন্যায্য হইবে, ইহাই বিচার।১ তাহাদের মধ্যে অধ্যাসনামক পদার্থ এই—দুইটী বস্তুর মধ্যে অন্যতরবিষয়ক বুদ্ধি (—জ্ঞান) নিবর্ত্তিত না হইয়া তাহাতে অন্যতরবিষয়ক বুদ্ধি অধ্যস্ত হয়; যাহাতে অন্যতরবিষয়ক বুদ্ধি অধ্যস্ত হয়, অন্যবিষয়ক বুদ্ধি অধ্যস্ত হইলেও তাহাতে তদ্বিষয়িণী (—সেই অধিষ্ঠানবিষয়িণী) বুদ্ধি বর্ত্তমানই থাকে (১।১৬৩ পৃঃ)।২ যেমন নামে ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপিত হইলেও নামবুদ্ধি (—'ইহা নাম', এই জ্ঞান) বর্ত্তমানই থাকে, ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা নিবৃত্ত হয় না।৩ অথবা যেমন প্রতিমা প্রভৃতিতে বিষ্ণু প্রভৃতি বিষয়ক বুদ্ধির অধ্যাস, [সেই স্থলেও প্রতিমাবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় না]।৪ এইপ্রকারে এখানেও [সংশয় হয়—] অক্ষরে (—ওঁকারে) উদ্গীথবুদ্ধি আরোপিত হইতেছে, অথবা উদ্গীথে অক্ষরবুদ্ধি ?৫ অপবাদনামক

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্চিৎ বস্তুনি পূর্ব্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশ্চিতায়াং পশ্চাৎ উপ-জায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্ব্বনিবিষ্টায়াঃ মিথ্যাবুদ্ধেঃ নিবর্ত্তিকা ভবতি।৬ যথা দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে আত্মবুদ্ধিঃ আত্মনি এব আত্ম-বুদ্ধ্যা পশ্চাদ্ভাবিন্যা "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি অনয়া যথার্থবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে।৭ যথা বা দিগ্ভ্রান্তিবুদ্ধিঃ দিগ্যাথাত্ম্যবুদ্ধ্যা নিব-র্ত্ত্যতে।৮ এবম্ ইহাপি অক্ষরবুদ্ধ্যা উদ্গীথবুদ্ধিঃ নিবর্ত্ত্যতে, উদ্-গীথবুদ্ধ্যা বা অক্ষরবুদ্ধিঃ ইতি।৯ একত্বং তু অক্ষরোদ্গীথশব্দয়োঃ অনতিরিক্তার্থবৃত্তিত্বম্, যথা দ্বিজোত্তমঃ ব্রাহ্মণঃ ভূমিদেবঃ ইতি।১০ বিশেষণং পুনঃ 'সর্ব্ববেদব্যাপিনঃ ওম্ ইতি এতস্য অক্ষ-রস্য গ্রহণপ্রসঙ্গে ঔদ্গাত্রবিশেষস্য সমর্পণম্ যথা 'নীলং যৎ উৎ-পলং তৎ আনয়' ইতি।১১ এবম্ ইহাপি 'উদ্গীথঃ যঃ ওঁকারঃ তম্ উপাসীত' ইতি।১২ এবম্ এতস্মিন্ সামানাধিকরণ্যবাক্যে বিমৃ-শ্যমানে এতে পক্ষাঃ প্রতিভান্তি।১৩ তত্র অন্যতমনির্দ্ধারণকারণা-

ভাষ্যানুবাদ

পদার্থ এই—যে স্থলে পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কোন বস্তুতে [যথা—শুক্তিকাতে, 'ইহা রজত', এইপ্রকার] মিথ্যাবুদ্ধি নিশ্চিত হইলে, পরে জায়মান ['ইহা রজত নহে, শুক্তিকা' এই] যথার্থ বুদ্ধি পূর্ব্বে অবস্থিত মিথ্যা বুদ্ধির নিবর্ত্তিকা হইয়া থাকে।৬ যেমন দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহা আত্মাতেই আত্মবুদ্ধির দ্বারা, অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবিনী "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি এই যথার্থ বুদ্ধির দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়।৭ অথবা যেমন দিগ্ভ্রান্তিবুদ্ধি দিগ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়।৮ এইপ্রকারে এখানেও [সংশয় হয়—] ওঁকারবুদ্ধির দ্বারা উদ্গীথবুদ্ধি নিবর্ত্তিত হইতেছে, অথবা উদ্গীথবুদ্ধির দ্বারা ওঁকারবুদ্ধি? ৯ একত্ব বলিতে কিন্তু [এখানে] অক্ষর ও উদ্গীথশব্দের অনতিরিক্ত অর্থে বৃত্তিত্বকে (—একই অর্থ-প্রকাশকতাকে) বুঝিতে হইবে, যেমন দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ ও ভূমিদেব, ইত্যাদি।১০ আর সর্ব্ববেদব্যাপী (—সকলবেদে পঠিত) ওম্ এই অক্ষরটীর [ধ্যেয়রূপে] গ্রহণের সম্ভাবনা হইলে ঔদ্গাত্রবিশেষের (—উদ্গাতা-কর্ত্তৃক গেয় উদ্গীথনামক সামভক্তি-বিশেষের) যে সমর্পণ, তাহাই 'বিশেষণ', যেমন 'যে উৎপল নীলবর্ণ, তাহা আনয়ন কর', ইত্যাদি।১১ এইপ্রকারে এখানেও 'যে ওঁকার উদগীথ (—উদ্গীথনামক সামভক্তির অবয়ব), তাহাকে উপাসনা করিবে, 'এইরূপে উদ্গীথশব্দকে ওঁকারের বিশেষণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়'।১২ এই সমানবিভক্তিযুক্ত বাক্যটী এইপ্রকারে বিচারিত হইলে এই পক্ষসকল প্রতিভাত হইতেছে।১৩ [পূর্ব্বপক্ষীর মতে—] সেই স্থলে ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীর নির্দ্ধারণের প্রতি কারণ না থাকায় অনির্দ্ধারণ প্রাপ্ত হইলে (—কোন পক্ষই নির্ণীত না হইলে)—

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবাৎ অনির্দ্ধারণপ্রাপ্তৌ ইদম্ উচ্যতে—"ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্" ইতি ।১৪ চশব্দঃ অয়ং তুশব্দস্থাননিবেশী পক্ষত্রয়ব্যাবর্ত্তনপ্রয়োজনঃ ।১৫ তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষাঃ সাবদ্যাঃ ইতি পর্য্যুদস্যন্তে ।১৬ বিশেষণপক্ষঃ এব একঃ নিরবদ্যঃ ইতি উপাদীয়তে ।১৭ তত্র অধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিঃ ইতরত্র অধ্যস্যতে তচ্ছব্দস্য লক্ষণাবৃত্তিত্বং প্রসজ্যেত, তৎফলং চ কল্প্যেত ।১৮ শ্রূয়তে এব ফলম্ "আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি" (ছাঃ ১।১।৭) ইত্যাদি, ইতি চেৎ ? ১৯ ন, তস্য অন্যফলত্বাৎ ।২০ আপ্ত্যাদিদৃষ্টিফলং হি তৎ, ন উদ্গীথাধ্যাসফলম্ ।২১ অপবাদে অপি সমানঃ ফলাভাবঃ ।২২ মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ফলম্ ইতি চেৎ ? ২৩ ন, পুরুষার্থোপযোগান-

ভাষ্যানুবাদ

(সিঃ—সিদ্ধান্তবর্ণনা । অধ্যাসপক্ষে দোষ প্রদর্শন ।)

[সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক] ইহা কথিত হইতেছে—"ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্", ইত্যাদি ।১৪ [সূত্রস্থ] এই চশব্দটী তুশব্দের স্থানে অবস্থানকারী, [পূর্ব্বোক্ত অধ্যাসাদি] পক্ষত্রয়ের নিরাকরণ ইহার প্রয়োজন ।১৫ [সেই নিরাকরণ প্রদর্শন করিতেছেন-] তাহাতে (—সমানাধিকরণবাক্যে পক্ষচতুষ্টয়ের পর্য্যালোচনা করিলে) এখানে তিনটী পক্ষ দোষযুক্ত হওয়ায় পরিত্যক্ত হইতেছে ।১৬ একমাত্র বিশেষণপক্ষই দোষবিহীন, এইহেতু পরিগৃহীত হইতেছে ।১৭ [অধ্যাসপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] তন্মধ্যে অধ্যাসে যে বুদ্ধি (—যে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান) অন্যত্র আরোপিত হয়, সেই [বস্তুবাচক] শব্দের লক্ষণাবৃত্তি স্বীকরণীয় হইয়া পড়ে (২) এবং তাহার (—তাদৃশ উপাসনার) ফলও কল্পনা করিতে হয়, [তাহাতে গৌরবদোষ হইয়া পড়ে] ।১৮ [শঙ্কা—] ফল তো শ্রুতিতে বর্ণিতই হইয়াছে, যথা—["যজমানের] কামনাসমূহের প্রাপ্তির কারণ হন" ইত্যাদি; যদি এইপ্রকার বলা হয় ?১৯ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা অন্যের (—অপর উপাসনার) ফল ।২০ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু তাহা (—উপরে বর্ণিত ফল) 'আপ্তি' ইত্যাদি দৃষ্টির (—'আপ্তি'ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ওঁকারোপাসনার) ফল, কিন্তু [ওঁকারে] উদ্গীথাধ্যাসের ফল নহে। [সুতরাং গৌরবদোষবশতঃ ফলহীন এই পক্ষ অসঙ্গত] ।২১

(অপবাদপক্ষে দোষদর্শন)

অপবাদপক্ষেও ফলের অভাব সমান ।২২ [শঙ্কা—] মিথ্যা জ্ঞানের নিবৃত্তি

ভাবদীপিকা

(২) উদ্গীথবিষয়িণী বুদ্ধি ওঁকারে আরোপিত হইলে এক শব্দের দ্বারা অপর অর্থের বোধ হওয়ায় ওঁকারশব্দটীর লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ হয়—'উদ্গীথ', ইত্যাদি। ইহা ১ ভাবদীপিকাতে আলোচিত হইয়াছে। এই স্থলে শব্দ ও তাহার লাক্ষণিকার্থের মধ্যে অপ্রসিদ্ধ সম্বন্ধও কল্পনা করিতে হয় (১ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বগমাৎ ।২৪ ন চ কদাচিৎ অপি ওঁকারাৎ ওঁকারবুদ্ধিঃ নিবর্ত্ততে, উদ্‌গীথাৎ বা উদ্‌গীথবুদ্ধিঃ ।২৫ ন চ ইদং বাক্যং বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরম্, উপাসনাবিধিপরত্বাৎ ।২৬ নাপি একত্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে ।২৭ নিষ্প্রয়োজনং হি তদা শব্দদ্বয়োচ্চারণং স্যাৎ, একেনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ ।২৮ ন চ হৌত্রবিষয়ে আধ্বর্য্যববিষয়ে বা অক্ষরে ওঁকারশব্দবাচ্যে উদ্‌গীথশব্দপ্রসিদ্ধিঃ অস্তি ।২৯ নাপি সকলায়াং সাম্নঃ দ্বিতীয়ায়াং ভক্তৌ উদ্‌গীথশব্দবাচ্যায়াম্ ওঁকারশব্দপ্রসিদ্ধিঃ, যেন অনতিরিক্তার্থতা স্যাৎ ।৩০ পরিশেষাৎ বিশে-

ভাষ্যানুবাদ

তাহার ফল, যদি এইপ্রকার বলা হয় ? ২৩ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] তাহা নহে, যেহেতু [উদ্‌গীথবুদ্ধির দ্বারা ওঁকারবুদ্ধির, অথবা ওঁকারবুদ্ধির দ্বারা উদ্‌গীথবুদ্ধির নিবৃত্তি হইলে] পুরুষার্থের প্রতি উপযোগিতা অবগত হওয়া যায় না ।২৪ [এক্ষণে তাদৃশ নিবৃত্তি সম্ভবই নহে, ইহা বলিতেছেন—] আর ওঁকার হইতে ওঁকারবুদ্ধি, অথবা উদ্‌গীথ হইতে উদ্‌গীথবুদ্ধি কদাপি নিবৃত্ত হয় না, [যেহেতু সেইপ্রকার বুদ্ধি অভ্রান্ত ।২৫ আর দেখ, তত্ত্ববোধক বাক্য হইতেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়], এই [ছাঃ ১।১।১] বাক্য কিন্তু বস্তুতত্ত্বের প্রতিপাদক নহে, যেহেতু ইহা উপাসনাবোধক বিধির প্রতিপাদক ।২৬ [অতএব ভ্রান্তিনিবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় এবং অফল হওয়ায় অপবাদপক্ষও সঙ্গত নহে]।

[সিঃ—একত্বপক্ষে দোষপ্রদর্শন ।]

আর [উদ্‌গীথ ও ওঁকারের] একত্বপক্ষও সঙ্গত হইতেছে না ।২৭ যেহেতু তাহা হইলে (—উক্ত শব্দদ্বয় ঘট ও কুম্ভের ন্যায় পর্য্যায়শব্দ হইলে) শব্দদ্বয়ের উচ্চারণ প্রয়োজনহীন হইয়া পড়িবে, কারণ একটীর দ্বারাই বিবক্ষিত অর্থের সমর্পণ হইয়া থাকে ।২৮ [আচ্ছা, উদ্‌গীথ ও ওঁকার যদি একই হয়, তাহা হইলে উদ্‌গীথ কি ওঁকারে গতার্থ হইবে, অথবা ওঁকার উদ্‌গীথে ? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] আর হোত্রবিষয়ক বা অধ্বর্য্যুবিষয়ক (—ঋগ্বেদগত বা যজুর্ব্বেদগত) যে ওঁকারশব্দবাচ্য অক্ষর, তাহাতে উদ্‌গীথশব্দের প্রসিদ্ধি নাই ।২৯ [দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] আবার উদ্‌গীথশব্দের বাচ্য যে সামের সমগ্র দ্বিতীয়া ভক্তি, তাহাতেও ওঁকারশব্দের প্রসিদ্ধি নাই, যেকারণবশতঃ [এই শব্দদ্বয়ের] অনতিরিক্তার্থতা (—একার্থপ্রতিপাদকতা, পর্য্যায়তা) হইবে (—সেইপ্রকার অর্থ হইবে না ।৩০ অতএব একত্ব পক্ষও সঙ্গত নহে]।

[সিঃ—বিশেষণপক্ষের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন ।]

পরিশেষবশতঃ (—অন্য পক্ষত্রয় দোষযুক্ত হওয়ায় অবশিষ্ট থাকে বলিয়া) বিশেষণপক্ষ পরিগৃহীত হইতেছে, যেহেতু ব্যাপ্তির সর্ব্ববেদসাধারণতা আছে, (—যেহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

ষণপক্ষঃ পরিগৃহ্যতে, ব্যাপ্তেঃ সর্ব্ববেদসাধারণ্যাৎ।৩১ সর্ব্বব্যাপি অক্ষরম্ ইহ মা প্রসঞ্জি ইতি অতঃ উদ্গীথশব্দেন অক্ষরং বিশেষ্যতে।৩২ কথং নাম উদ্গীথাবয়বভূতঃ ওঁকারঃ গৃহ্যেত ইতি?৩৩ ননু অস্মিন্ অপি পক্ষে সমানা লক্ষণা, উদ্গীথশব্দস্য অবয়বলক্ষণার্থত্বাৎ।৩৪ সত্যম্ এবম্ এতৎ, লক্ষণায়ামপি তু সন্নিকর্ষবিপ্রকর্ষৌ ভবতঃ এব।৩৫ অধ্যাসপক্ষে হি অর্থান্তরবুদ্ধিঃ অর্থান্তরে নিক্ষিপ্যতে ইতি বিপ্রকৃষ্টা লক্ষণা।৩৬ বিশেষণপক্ষে তু অবয়বিবচনেন শব্দেন অবয়বঃ সমর্প্যতে ইতি সন্নিকৃষ্টা।৩৭

ভাষ্যানুবাদ

ওঁকার সকল বেদেই পঠিত হইতেছে) । ৩১ [বিশেষণপক্ষ কিপ্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতেছেন—] সর্ব্বব্যাপি (—সকল বেদে পঠিত) ওঁকার এখানে (—এই উপাসনাতে) প্রসক্ত (—গৃহীত) না হউক, এইহেতু উদ্গীথশব্দের দ্বারা ওঁকার বিশেষিত হইতেছে। [তাহাতে অর্থ হয়—উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকার।৩২ শঙ্কা—] আচ্ছা, উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকার কিপ্রকারে গৃহীত হইবে (৩) ? ৩৩ পরন্তু [অধ্যাসপক্ষের ন্যায়] এই পক্ষেও লক্ষণা সমান, যেহেতু উদ্গীথশব্দের লাক্ষণিক অর্থ হইবে 'উদ্গীথাবয়ব'। [সুতরাং অধ্যাসপক্ষ হইতে তোমার পক্ষের প্রভেদ কি ? ৩৪ সমাধান—] সত্য, ইহা এইপ্রকারই (—লক্ষণা অঙ্গীকার করিতেই হয়); কিন্তু লক্ষণা হইলেও নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী (—সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট লক্ষণা) হইয়াই থাকে।৩৫ অধ্যাসপক্ষে একবস্তুবিষয়িণী বুদ্ধি অন্য বস্তুতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইহেতু লক্ষণা দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে।৩৬ বিশেষণপক্ষে কিন্তু অবয়বীর বাচক [উদ্গীথ] শব্দের দ্বারা [তাহার ওঁকাররূপ] অবয়ব সমর্পিত হইতেছে, এইহেতু [লক্ষণা] সন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে (১ ভাবদীঃ)।৩৭ [কিন্তু

ভাবদীপিকা

(৩) এই আশঙ্কাবাক্যটীর ভাব এই—তুমি বলিতেছ—"ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্" (ছাঃ ১।১।১), এই বাক্যে উদ্গীথপদটী অক্ষরের (—ওঁকারের) বিশেষণ। কিন্তু ইহার নিয়ামক কি ? অক্ষরপদটীও তো উদ্গীথপদের বিশেষণ হইতে পারে। ভাষ্যমধ্যে ইহার উত্তর স্পষ্ট নাই। এই বিষয়ে টীকাকারগণের সিদ্ধান্ত এই—"কতমা কতমা ঋক্, কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতমঃ উদ্গীথঃ"—কোন্ কোন্টী ঋক্, কোন্ কোন্টী সাম এবং কোন্ কোন্টী উদগীথ", এইপ্রকার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রুতি স্বয়ংই বলিতেছেন—"বাগেব ঋক্, প্রাণঃ সাম, ওম্ ইতি এতদক্ষরম্ উদ্গীথঃ" (ছাঃ ১।১।৪-৫)। এইপ্রকারে ওঁকারই যে উদ্গীথ, ইহা শ্রুতি হইতেই অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি পরেও বলিতেছেন—"এতস্যৈব অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানম্" (ছাঃ ১।১।১০)। এইপ্রকারে ওঁকাররূপ অক্ষরই শ্রুতিতে প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হওয়ায় এবং যাহা প্রধান, তাহাই বিশেষ্যরূপে গ্রহণীয় হওয়ায় প্রধান ওঁকারকেই বিশেষ্যরূপে এবং উদ্গীথশব্দকে তাহার বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমুদায়েষু হি প্রবৃত্তাঃ শব্দাঃ অবয়বেষু অপি প্রবর্ত্তমানাঃ দৃষ্টাঃ পটগ্রামাদিষু।৩৮ অতশ্চ ব্যাপ্তেঃ হেতোঃ 'ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্' ইতি এতস্য 'উদ্গীথম্' ইতি এতৎ বিশেষণম্ ইতি সমঞ্জসম্ এতৎ নিরবদ্যম্ ইত্যর্থঃ।৩৯।৩।৩।৯॥ ইতি চতুর্থং ব্যাপ্ত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে লক্ষণা তো লোকপ্রসিদ্ধ নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, সমুদায়সকলে (—অবয়বীসকলে) প্রযুক্ত শব্দসকল অবয়বসকলেও প্রযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে, যেমন পট ও গ্রাম প্রভৃতিতে হইয়া থাকে (৪)।৩৮ অতএব ব্যাপ্তিরূপে হেতুবশতঃ (—ওঁকার সর্ববেদসাধারণ হওয়ায়, তাহার সঙ্কোচনের জন্য] "ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্" ইহার, "উদ্গীথম্" এইটী হইবে বিশেষণ; [তাহাতে অর্থ হইবে—সর্ববেদব্যাপি ওঁকার নহে, পরন্তু উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকার], এইপ্রকারে ইহা হয় সমঞ্জস, অর্থাৎ নির্দ্দোষ, ইহাই ভাব।৩৯ ॥৩।৩।৯॥

ব্যাপ্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

৫। সর্ব্বাভেদাধিকরণম্। [১০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রাণোপাসনাতে বসিষ্ঠত্বাদি গুণের উপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন উদ্গীথশব্দটী বিশেষণ হওয়ায় ওঁকারের সর্ব্ববেদব্যাপিতা নিরাকৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকী প্রভৃতিতে বর্ণিত প্রাণসংবাদে তদ্রূপ "এবং বিদি" (ছাঃ ৫।২।১), "এবং বেদ" (বৃঃ ৬।১।১), "এবং বিদ্বান্" (কৌঃ ২।৯), ইত্যাদি এইপ্রকারে স্বশাখোক্ত গুণমাত্রের গ্রাহক 'এবংশব্দ' পঠিত হওয়ায় শাখান্তরে পঠিত গুণসকল নিরাকৃত হইবে (—উপসংহৃত হইবে না)।

ন্যায়মালা

বসিষ্ঠত্বাদ্যনাহার্যমাহার্যং বৈবমিত্যতঃ।
উক্তস্যৈব পরামর্শাদনাহার্যমমুক্তিতঃ॥
প্রাণদ্বারেণ বুদ্ধিস্থং বসিষ্ঠত্বাদি নেতরৎ।
এবংশব্দপরামর্শযোগ্যমাহার্যমিষ্যতে ॥

অন্বয়—বসিষ্ঠত্বাদি অনাহার্যম্, আহার্যং বা? এবম্ ইতি অতঃ উক্তস্য এব পরামর্শাৎ, অমুক্তিতঃ অনাহার্যম্। প্রাণদ্বারেণ বসিষ্ঠত্বাদি বুদ্ধিস্থং, ন ইতরৎ। এবংশব্দপরামর্শযোগ্যম্ আহার্যম্ ইষ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[প্রাণবিদ্যা অত্র বিষয়ঃ। প্রাণবিদ্যায়াং ছন্দোগাঃ কাণ্বাশ্চ বসিষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠা-

ভাবদীপিকা

(৪) ভাব এই—বস্ত্রের বা গ্রামের একাংশ দগ্ধ হইলেও বলা হয়—'বস্ত্র দগ্ধ হইয়াছে', 'গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে', ইত্যাদি। এতাদৃশ বাক্যপ্রয়োগ লক্ষণাবৃত্তিবলেই সম্ভব। অতএব অংশ—অর্থে অংশীর, অর্থাৎ অবয়ব—অর্থে অবয়ববিবাচক শব্দের লক্ষণাবৃত্তিতে প্রয়োগ লোকমধ্যে অপ্রসিদ্ধ নহে। ব্যাপ্ত্যধিকরণ সমাপ্ত

দিকান্ গুণান্ আমনন্তি, নতু ঐতরেয়ককৌষীতক্যাদয়ঃ। তত্র এবংশব্দাৎ জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণক-প্রাণপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ চ বসিষ্ঠত্বাদিগুণেষু সংশয়ঃ ভবতি—যস্মিন্ শাখায়াং বসিষ্ঠত্বাদয় গুণাঃ ন আম্নাতাঃ তস্মিন্] বসিষ্ঠত্বাদি অনাহার্য্যম্, আহার্য্যং বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—["যঃ এবং বেদ" (বৃঃ ৬।১।২) ইতি বাক্যে] এবম্ ইতি [পাঠঃ অস্তি]। অতঃ [তত্তৎ তত্তচ্ছাখায়াম্] উক্তস্য এব [তত্তদ্‌গুণস্য] পরামর্শাৎ, [তত্তচ্ছাখায়াং চ তদিতরশাখাস্থগুণানাম্] অনুক্তিতঃ [যস্মিন্ শাখায়াং বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ তত্তদ্‌গুণাঃ ন আম্নায়ন্তে, তস্মিন্ বসিষ্ঠত্বাদিকম্] অনাহার্য্যম্।

সিদ্ধান্ত—[উক্তগুণবৎ অনুক্তাঃ অপি গুণাঃ এবংশব্দপরামর্শযোগ্যাঃ। কুতঃ ? গুণিনঃ প্রাণস্য একত্বেন তদ্দ্বারা গুণানাং বুদ্ধিস্থত্বাৎ। যথা—দেবদত্তঃ মথুরায়াম্ অধ্যাপয়ন্ দৃষ্টঃ, পুনঃ মাহিষ্মত্যাম্ অধ্যাপয়ন্ অপি অধ্যাপকত্বেনৈব প্রত্যভিজ্ঞায়তে। অতঃ গুণিনঃ প্রাণস্য একত্বেন] প্রাণদ্বারেণ বসিষ্ঠত্বাদি বুদ্ধিস্থং [ভবতি], ন ইতরৎ। [তস্মাৎ] এবংশব্দপরামর্শযোগ্যং [বসিষ্ঠত্বাদিকম্] আহার্য্যম্ ইষ্যতে।

অনুবাদ

সংশয়—[প্রাণবিদ্যা এখানে বিষয়। প্রাণবিদ্যাতে ছান্দোগ্যগণ এবং কাণ্বগণ বসিষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গুণসকল পাঠ করেন। ঐতরেয়ক ও কৌষীতকী প্রভৃতি অধ্যয়নকারিগণ কিন্তু তাহা করেন না। সেই স্থলে এবংশব্দের প্রয়োগ এবং জ্যেষ্ঠত্বাদি গুণযুক্ত মুখ্যপ্রাণের প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ বসিষ্ঠত্বাদি গুণসকলে সংশয় হয়—যে শাখাতে বসিষ্ঠত্বাদি গুণসকল পঠিত হয় নাই, তাহাতে] বসিষ্ঠত্ব প্রভৃতি উপসংহারযোগ্য নহে, অথবা উপসংহারযোগ্য ?

পূর্ব্বপক্ষ—["যিনি এইপ্রকার জানেন (—উপাসনা করেন"), ইত্যাদি বাক্যে] 'এবম্' এইপ্রকার পাঠ আছে। সেইহেতু [তাহার বলে সেই সেই শাখাতে] বর্ণিত [সেই সেই গুণেরই] পরামর্শ হওয়ায়, [এবং সেই সেই শাখাতে তদ্ভিন্ন শাখার গুণসকলের] বর্ণনা না থাকায়, [যে শাখাতে বসিষ্ঠত্বাদি সেই সেই গুণসকল পঠিত হয় নাই, তাহাতে বসিষ্ঠত্ব প্রভৃতি] উপসংহারযোগ্য নহে।

সিদ্ধান্ত—[বর্ণিত গুণসকলের ন্যায় অবর্ণিত গুণসকলও এবংশব্দের দ্বারা উল্লেখ-যোগ্য। তাহাতে হেতু কি ? বলিতেছি—যেহেতু গুণী প্রাণ এক হওয়ায় তাহাকে দ্বার করিয়া গুণসকল বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়। যেমন যে দেবদত্তকে মথুরাতে অধ্যাপনা করিতে দেখা গিয়াছিল, পুনরায় মাহিষ্মতীতে অধ্যাপনা করিলেও অধ্যাপকরূপেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয়। অতএব গুণী প্রাণ এক হওয়ায়] প্রাণকে দ্বার করিয়া বসিষ্ঠত্বাদি গুণসকল বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়, অন্য কিছু আরূঢ় হয় না। [সেইহেতু] এবংশব্দের দ্বারা পরামর্শযোগ্য [বসিষ্ঠত্ব প্রভৃতি] উপসংহারযোগ্যরূপে অভিপ্রেত।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, গুণের অনুপসংহার। সিদ্ধান্তে—উপসংহার

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥৩।৩।১০॥

পদচ্ছেদ—সর্ব্বাভেদাৎ, অন্যত্র, ইমে।

সূত্রার্থ—[বাজসনেয়কে ছান্দোগ্যে চ প্রাণবিদ্যায়াং বসিষ্ঠত্বাদিগুণাঃ শ্রূয়ন্তে, ন কৌষী-তক্যাদিশাখাসু। তত্র কিং বসিষ্ঠত্বাদিগুণাঃ অন্যত্র উক্তাঃ অন্যত্র উপসংহ্রিয়ন্তে, উত ন ইতি

সন্দেহে; ন উপসংহর্ত্তব্যাঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্ত—] অন্যত্র—বসিষ্ঠত্বাদিগুণানাম্ অশ্রবণস্থলে, ইমে—বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ ইমে গুণাঃ [উপসংহর্ত্তব্যাঃ। কস্মাৎ ? উচ্যতে—]সর্ব্বাভেদাৎ—সর্ব্বাসু শাখাসু প্রাণসংবাদস্থায়াঃ প্রাণবিদ্যায়াঃ অভিন্নত্বাৎ।

অনুবাদ—[বাজসনেয়কে এবং ছান্দোগ্যে প্রাণবিদ্যাতে বসিষ্ঠত্বাদি গুণসকল শ্রুত হইতেছে, কৌষীতকী প্রভৃতি শাখাসকলে তাহা হইতেছে না। সেই স্থলে কি একত্র বর্ণিত বসিষ্ঠত্বাদি গুণসকল অন্যত্র উপসংহৃত হইবে, অথবা হইবে না,এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'উপসংহার করা উচিত নহে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] অন্যত্র—যে স্থলে বসিষ্ঠত্বাদি গুণসকল শ্রুত হয় নাই, সেই স্থলে, ইমে—বসিষ্ঠত্বাদি এই গুণসকল [উপসংহৃত হওয়া উচিত। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] সর্ব্বাভেদাৎ—যেহেতু সকল শাখাতে প্রাণসংবাদস্থ প্রাণবিদ্যা (—প্রাণসকলের কথোপকথন যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রাণবিদ্যা) অভিন্ন।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাজিনাং ছন্দোগানাং চ প্রাণসংবাদে শ্রৈষ্ঠ্যগুণান্বিতস্য প্রাণস্য উপাস্যত্বম্ উক্তম্।১ বাগাদয়ঃ অপি হি তত্র বসিষ্ঠত্বাদিগুণান্বিতাঃ উক্তাঃ।২ তে চ গুণাঃ প্রাণে পুনঃ প্রত্যর্পিতাঃ—"যৎ বৈ অহং বসিষ্ঠা অস্মি ত্বং তদ্ বসিষ্ঠঃ অসি" (বৃঃ ৬।১।১৪) ইত্যাদিনা।৩ অন্যেষাম্ অপি তু শাখিনাং কৌষীতকিপ্রভৃতীনাং প্রাণসংবাদেষু "অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানম্","এতাঃ হ বৈ দেবতাঃ অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ" (কৌঃ ২।৯), ইতি এবংজাতীয়কেষু প্রাণস্য শ্রৈষ্ঠ্যম্ উক্তং, ন তু ইমে বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ অপি গুণাঃ উক্তাঃ।৪ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইমে বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ গুণাঃ ক্বচিৎ উক্তাঃ অন্যত্রাপি অপেয়রন্, উত ন অপেয়রন্ ইতি ?৫ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ ন অপেয়রন্ ইতি।৬

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ— প্রাণবিদ্যাতে শাখান্তর হইতে গুণোপসংহার হইবে না।]

বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণের এবং ছন্দোগগণের প্রাণসকলের কথোপকথনে (বৃঃ ৬।১, ছাঃ ৫।১) শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণযুক্ত মুখ্যপ্রাণের উপাস্যতা বর্ণিত হইয়াছে।১ সেই স্থলে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলও বসিষ্ঠত্বাদিগুণযুক্তরূপে (বৃঃ ৬।১।২, ছাঃ ৫।১।২) বর্ণিত হইয়াছে।২ আর "আমি যে বসিষ্ঠা (—বসিষ্ঠত্বরূপ গুণযুক্ত) তুমি সেই বসিষ্ঠ (—সেই বসিষ্ঠত্ব গুণ তোমারই"), ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই গুণসকল পুনরায় মুখ্যপ্রাণে প্রত্যর্পিত হইয়াছে।৩ কৌষীতকী প্রভৃতি অন্য শাখাধ্যায়িগণের, "অনন্তর নিঃশ্রেয়সের (—শ্রেষ্ঠতার) নির্দ্ধারণ হইতেছে", "পুরাকালে এই দেবতাগণ নিজের শ্রেষ্ঠতার জন্য বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন", ইত্যাদি এই জাতীয় প্রাণসংবাদসকলে মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই বসিষ্ঠত্ব প্রভৃতি গুণসকলও বর্ণিত হয় নাই।৪ সেই স্থলে সংশয় হয়—কোন কোন স্থলে পঠিত এই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসকল কি অন্য স্থলেও (—যে স্থলে পঠিত হয় নাই, সেই কৌষীতকী প্রভৃতিতেও) বিস্তৃত (—উপসংহৃত) হইবে, অথবা বিস্তৃত হইবে না ?৫ [পূর্ব্বপক্ষ—]

শাঙ্করভাষ্যম্

কুতঃ? ৭ এবংশব্দসংযোগাৎ ।৮ "অথ যঃ এবং বিদ্বান্ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" (কৌঃ ২।৯, পাঠান্তর), ইতি তত্র তত্র এবংশব্দেন বেদ্যং বস্তু নির্দিশ্যতে ।৯ এবংশব্দশ্চ সন্নিহিতালম্বনঃ, ন শাখান্তরপরিপঠিতম্ এবংজাতীয়কং গুণজাতং শক্নোতি নিবেদয়িতুম্ ।১০ তস্মাৎ স্বপ্রকরণস্থৈঃ এব গুণৈঃ নিরাকাঙ্ক্ষত্বম্ ইতি ।১১ এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—অন্বেয়রন্ ইমে গুণাঃ ক্বচিৎ উক্তাঃ বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ অন্যত্রাপি ।১২ কুতঃ?১৩ "সর্ব্বাভেদাৎ" ।১৪ সর্ব্বত্রৈব হি তদেব একং প্রাণবিজ্ঞানম্ অভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে, প্রাণসংবাদাদিসারূপ্যাৎ ।১৫ অভেদে চ বিজ্ঞানস্য কথম্ ইমে গুণাঃ ক্বচিৎ উক্তাঃ অন্যত্র ন অন্বেয়রন্?১৬ ননু এবংশব্দঃ তত্র তত্র ভেদেন এবংজাতীয়কং গুণজাতং বেদ্যত্বায় সমর্পয়তি ইতি উক্তম্ ।১৭ অত্র উচ্যতে—যদ্যপি কৌষীতকিব্রাহ্মণগতেন এবংশব্দেন বাজসনে-

ভাষ্যানুবাদ

তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া গেল—বিন্যস্ত হইবে না ।৬ কেন? ৭ [উত্তর—] যেহেতু 'এবং' শব্দের সংযোগ আছে ।৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] "আর এইপ্রকার, জ্ঞানবান্ যিনি মুখ্যপ্রাণে নিঃশ্রেয়সকে (—বাগাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতাকে) অবগত হইয়া", এইপ্রকারে সেই সেই স্থলে এবংশব্দের দ্বারা বেদ্য বস্তু বিজ্ঞাপিত হইতেছে। ৯ আর 'এবংশব্দটী' সন্নিকৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বনকারী (—সমর্পণকারী), অন্য শাখাপঠিত এই জাতীয় গুণসকলকে জ্ঞাপন করিতে সমর্থ নহে ।১০ সেইহেতু স্বপ্রকরণস্থ (—সেই উপাসনারই প্রকরণে পঠিত) গুণসকলের দ্বারাই [সেই উপাসনা] নিরাকাঙ্ক্ষ হইবে, [অন্য শাখা হইতে গুণোপসংহার হইবে না] ।১১

[সিঃ—উপাসনা ও উপাস্যের একত্বপ্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ তৎসম্বন্ধ অবিরোধী গুণসকলের উপসংহার।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী প্রত্যুত্তর দিতেছেন—] কোন কোন স্থলে (—বৃহদারণ্যকাদিতে) বর্ণিত এই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসকল অন্য স্থলেও (—কৌষীতকী প্রভৃতিতে পঠিত প্রাণোপাসনাতেও) বিন্যস্ত (—উপসংহৃত) হইবে ।১২ তাহাতে হেতু কি? ১৩ [উত্তর—] "যেহেতু [সর্ব্বশাখাবর্ণিত] সকল [প্রাণবিদ্যা] অভিন্ন" ।১৪ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু সকল স্থলে সেই এক প্রাণবিজ্ঞানই (—প্রাণোপাসনাই) অভিন্নরূপে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, কারণ প্রাণসকলের কথোপকথনাদির সাদৃশ্য আছে ।১৫ আর বিজ্ঞান (—বিদ্যা) অভিন্ন হইলে কোন স্থলে বর্ণিত এই [বসিষ্ঠত্বাদি] গুণসকল কেন অন্যত্র বিন্যস্ত হইবে না? ১৬ [শঙ্কা—] কিন্তু এবংশব্দ সেই সেই স্থলে এই জাতীয় (—স্বপ্রকরণে পঠিত) গুণসকলকে উপাসনার জন্য বিভিন্নভাবে সমর্পণ করে, ইহা বলা হইয়াছে (১০-১১ বাক্য) ।১৭ [সমাধান—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—যদিও কৌষীতকি-

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মিব্রাহ্মণগতং গুণজাতম্ অসংশব্দিতম্ অসন্নিহিতত্বাৎ; তথাপি তস্মিন্ এব বিজ্ঞানে বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতেন এবংশব্দেন তৎ সংশব্দিতম্ ইতি ন পরশাখাগতম্ অপি অভিন্নবিজ্ঞানাবরুদ্ধং গুণজাতং স্বশাখাগতাৎ বিশিষ্যতে ।১৮ ন চ এবং সতি শ্রুতহানিঃ অশ্রুতকল্পনা বা ভবতি, একস্যাম্ অপি হি শাখায়াং শ্রুতাঃ গুণাঃ শ্রুতাঃ এব সর্ব্বত্র ভবন্তি, গুণবতঃ ভেদাভাবাৎ।১৯ নহি দেবদত্তঃ

ভাষ্যানুবাদ

ব্রাহ্মণগত এবংশব্দের দ্বারা বাজসনেয়িব্রাহ্মণগত [বসিষ্ঠত্বাদি] গুণসকল সংশব্দিত (—বর্ণিত) হয় নাই, যেহেতু তাহারা সন্নিহিত নহে (–সেই শাখায় সেই বিদ্যাতে পঠিত নহে); তাহা হইলেও সেই বিজ্ঞানেই বাজসনেয়িব্রাহ্মণগত এবংশব্দের দ্বারা তাহা (–বাজসনেয়কগত সেই বসিষ্ঠত্বাদি গুণ) সংশব্দিত হইয়াছে, এইহেতু ভিন্ন শাখাগত হইলেও অভিন্ন বিদ্যার সহিত সম্বদ্ধ গুণসকল স্বশাখাগত [তাহা] হইতে ভিন্ন নহে (—স্বশাখাতেও তাহারা উপসংহৃত হইবে (১) ।১৮ আর এইপ্রকার হইলে (—উক্তপ্রকারে প্রত্যভিজ্ঞাদির বলে স্বশাখাগত এবংশব্দের দ্বারা পরশাখাগত গুণসকলের উপসংহার হইলে) শ্রুতহানি (—স্বশাখাতে যে অল্প কয়েকটী গুণের শ্রবণ হইয়াছে, পরশাখাগত বহুতর গুণের গ্রহণ হওয়ায় সেই অল্পের ত্যাগ), অথবা [পরশাখাপঠিত বহুতর গুণের গ্রহণ হওয়ায় স্বশাখাতে] অশ্রুতকল্পনা হইবে না ; কারণ একটীও শাখাতে শ্রুত গুণসকল সর্ব্বত্র শ্রুতই হইয়া থাকে, যেহেতু গুণবানের (—গুণী উপাস্যের) ভেদ নাই (২) ।১৯ [যেমন দেখ], স্বদেশে শৌর্য্যা-

ভাবদীপিকা

(১) সেই উপাসনাতে পঠিত এবংশব্দের দ্বারা সেই শাখাপঠিত সেই বিদ্যাসম্বদ্ধ গুণসকলেরই সম্বন্ধ হয়, ইহা সত্য। উপাস্য মুখ্যপ্রাণ কিন্তু সকল শাখাতেই অভিন্ন। আর 'ইহা সেই প্রাণবিদ্যা', এইপ্রকারে একশাখাস্থ সেই বিদ্যার অন্য শাখাতে প্রত্যভিজ্ঞাও হয়। অতএব উপাস্য অভিন্ন হওয়ায়, গুণী উপাস্যকে ছাড়িয়া গুণসকলের অন্যত্র বর্ত্তমানতা সম্ভব না হওয়ায়, সেই সেই গুণসকল একই বিদ্যার সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায়, স্বশাখাস্থ সেই বিদ্যাতে পঠিত গুণসকলের সহিত অপর শাখাস্থ সেই বিদ্যাতে পঠিত গুণসকলের বিরোধ না থাকায় এবং বিদ্যার অভিন্নতাবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞাবলে বিদ্যাসম্বদ্ধ গুণসকল বুদ্ধিস্থ, সুতরাং সন্নিহিত হওয়ায় পরশাখাগত সেই বিদ্যাসম্বদ্ধ গুণসকল স্বশাখাগত সেই বিদ্যাতে স্বশাখাগত এবংশব্দের দ্বারাই পরামৃষ্ট (—উপসংহৃত) হইবে, ইহাই ভাব।

(২) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"পরশাখাগতঃ মুখ্যপ্রাণঃ বসিষ্ঠত্বাদিগুণবান্ মুখ্যপ্রাণত্বাৎ, স্বশাখাগতমুখ্যপ্রাণবৎ"। এইপ্রকার অনুমানবলে স্বশাখাতে অশ্রুত গুণও বুদ্ধিস্থ হয় বলিয়া শ্রুতহানি, বা অশ্রুতকল্পনা হয় না, ইহাই ভাব। "সর্ব্বত্র শ্রুতই হইয়া থাকে, যেহেতু গুণবানের ভেদ নাই" (১৯ বাক্য), এই উক্তিকে স্পষ্ট করিতেছেন—নহি দেবদত্তঃ—[যেমন দেখ], স্বদেশে ইত্যাদি (২০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শৌর্য্যাদিগুণত্বেন স্বদেশে প্রসিদ্ধঃ দেশান্তরং গতঃ তদ্দেশীয়ৈঃ অবিভাবিতশৌর্য্যাদিগুণঃ অপি অতদ্‌গুণঃ ভবতি ।২০ যথা চ তত্র পরিচয়বিশেষাৎ দেশান্তরেঽপি দেবদত্তগুণাঃ বিভাব্যন্তে, এবম্ অভিযোগবিশেষাৎ শাখান্তরেঽপি উপাস্যাঃ গুণাঃ শাখান্তরেঽপি অন্বেষ্যন্ ।২১ তস্মাৎ একপ্রধানসম্বন্ধাঃ ধর্ম্মাঃ একত্রাপি উচ্যমানাঃ সর্ব্বত্রৈব উপসংহর্ত্তব্যাঃ ইতি ।২২॥৩।৩।১০॥ ইতি পঞ্চমং সর্ব্বাভেদাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

দিগুণযুক্তরূপে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত, যে দেশান্তরে গমন করিয়াছে, সে তদ্দেশবাসিগণকর্ত্তৃক অবিভাবিত শৌর্য্যাদিগুণ হইলেও (—তদ্দেশবাসিগণ তাহার শৌর্য্যাদিগুণের কথা না জানিলেও) নিশ্চয়ই অতদ্‌গুণ (—শৌর্য্যাদিগুণশূন্য) হইয়া যায় না ।২০ আর যেমন সেই দেশান্তরেও পরিচয়বিশেষের বলে দেবদত্তের [শৌর্য্যাদি] গুণসকল [তদ্দেশবাসিগণকর্ত্তৃক] বিভাবিত (—পরিজ্ঞাত) হয়, এইপ্রকারে অভিযোগ বিশেষের (—উপাস্য মুখ্যপ্রাণের একত্ববশতঃ তন্নিষ্ঠ গুণসকলের বুদ্ধিস্থতারূপ সম্বন্ধবিশেষের) দ্বারা একটীও শাখাতে পঠিত উপাস্য গুণসকল অন্য শাখাতেও বিন্যস্ত হইবে ।২১ অতএব এক প্রধানের (—মুখ্যপ্রাণরূপ একই উপাস্যের) সহিত সম্বন্ধ [বসিষ্ঠত্বাদি] ধর্ম্মসকল একত্র (—এক শাখাতে) বর্ণিত হইলেও সর্ব্বত্রই (—সকল শাখায় সেই উপাসনাতেই) উপসংহরণীয় ।২২ [স্বশাখাপঠিত এবংশব্দের বলে তাহাদের ব্যাবৃত্তি হইবে না] ॥৩।৩।১০॥ সর্ব্বাভেদাধিকরণ সমাপ্ত ।

৩। আনন্দাদ্যধিকরণম্ । [১১-১৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাতে সত্যজ্ঞানাদি তাৎপর্য্যক পদের উপসংহার ।

অধিকরণসঙ্গতি—মুখ্যপ্রাণ সবিশেষ পদার্থ হওয়ায় তদুপাসনাতে শাখান্তর হইতে গুণোপসংহার হয়, হউক্ । কিন্তু জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু নির্ব্বিশেষ হওয়ায় স্বশাখাগত ধর্ম্মসকলের দ্বারাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব হওয়ায় শাখান্তরগত আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম্মসকলের উপসংহার হইবে না । এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

নাহার্য্যা উতবাহার্য্যা আনন্দাদ্যা অনাহৃতিঃ ।
বামনীসত্যকামাদেরিবৈতেষাং ব্যবস্থিতেঃ ॥
বিধীয়মানধর্ম্মাণাং ব্যবস্থা স্যাৎ যথাবিধি ।
প্রতিপত্তিফলানাং তু সর্ব্বশাখাসু সংহৃতিঃ ॥

অন্বয়—আনন্দাদ্যাঃ ন আহার্য্যাঃ, উত বা আহার্য্যাঃ? বামনীসত্যকামাদেঃ ইব এতেষাং ব্যবস্থিতেঃ অনাহৃতিঃ । বিধীয়মানধর্ম্মাণাং যথাবিধি ব্যবস্থা স্যাৎ, প্রতিপত্তিফলানাং তু সর্ব্বশাখাসু সংহৃতিঃ ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাঃ "আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি" (তৈঃ ৩।৬), "সত্যং জ্ঞানম্

অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। সবিশেষে প্রাণাদৌ গুণোপসংহারঃ যুজ্যতে। নির্বিশেষং তু ব্রহ্ম, তৎ একস্মাৎ অপি পদাৎ প্রতিপন্নং, চেৎ তর্হি প্রতিপন্নম্ এব ইতি তত্র পদান্তরোপসংহারঃ ব্যর্থঃ। অতঃ ব্রহ্মণঃ একত্বনির্বিশেষত্বাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—তৈত্তিরীয়কে পঠিতাঃ] আনন্দাদ্যাঃ [গুণাঃ "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ ৩।৩), ইতি ঐতরেয়কাদিপ্রোক্তাসু পরব্রহ্মবিদ্যাসু] ন আহার্যাঃ, উতবা আহার্যাঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—["এষঃ উ এব বামনীঃ" (ছাঃ ৪।১৫।৩), ইতি বামনেতৃত্বাদয়ঃ গুণাঃ উপকোসলবিদ্যায়াম্ আম্নাতাঃ, "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫), ইত্যাদয়ঃ গুণাশ্চ দহরবিদ্যায়াম্। তত্র বিদ্যাভেদাৎ পরস্পরং গুণানুপসংহারঃ। তদ্দৃষ্টান্তেন পূর্ব্ববাদী ব্রূতে—] বামনীসত্যকামাদেঃ ইব এতেষাং [আনন্দাদীনাং] ব্যবস্থিতেঃ [তেষাং পরব্রহ্মবিদ্যায়াম্ একত্রাম্] অনাহৃতিঃ [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[বিষমঃ অয়ং দৃষ্টান্তঃ। বামনীত্বাদীনাং ধ্যেয়ত্বেন] বিধীয়মানধর্ম্মাণাং যথাবিধি ব্যবস্থা স্যাৎ, [সা যুক্তা এব। আনন্দাদয়স্তু প্রতিপত্তিফলাঃ ইতি ন বিধীয়ন্তে। অতঃ ব্যবস্থাপকবিধ্যভাবাৎ] প্রতিপত্তিফলানাং তু [আনন্দাদীনাং] সর্ব্বশাখাসু সংহৃতিঃ [স্যাৎ]।

অনুবাদ

সংশয়—[ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপর "আনন্দই ব্রহ্ম", "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত", ইত্যাদি শ্রুতিসকল এখানে বিষয়। সবিশেষ প্রাণ প্রভৃতিতে গুণোপসংহার সঙ্গত। ব্রহ্ম কিন্তু নির্বিশেষ, একটী পদ হইতেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান যদি হয়, তাহা হইলে তো জ্ঞান হইয়াই গেল; এইহেতু সেই স্থলে অন্য পদের উপসংহার ব্যর্থ। অতএব ব্রহ্মের একত্ব ও নির্বিশেষত্ব বশতঃ (—এক হওয়ায় মুখ্যপ্রাণবিদ্যার ন্যায় গুণোপসংহার হইবে, নির্বিশেষ হওয়ায় ব্রহ্মবোধক একটী পদ হইতেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্পাদিত হওয়ায় গুণোপসংহার হইবে না; সেইহেতু), সংশয় হয়—তৈত্তিরীয়কে পঠিত] আনন্দ প্রভৃতি গুণসকল ["প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম", এইপ্রকারে ঐতরেয়ক প্রভৃতিতে পঠিত পরব্রহ্মবিদ্যাতে] উপসংহৃত হইবে না, অথবা উপসংহৃত হইবে।

পূর্ব্বপক্ষ—["ইনিই বামনী (—পুণ্যকর্ম্মের ফলদাতা"), এইপ্রকারে বামনেতৃত্ব (—পুণ্যফলপ্রদাতৃত্ব) প্রভৃতি গুণসকল উপকোসলবিদ্যাতে পঠিত হইয়াছে, আর "সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প", ইত্যাদি গুণসকল দহরবিদ্যাতে পঠিত হইয়াছে। বিদ্যার বিভিন্নতাবশতঃ সেই স্থলে পরস্পর গুণোপসংহার হয় না। সেই দৃষ্টান্তবলে পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—] বামনী ও সত্যকামাদির ন্যায় এই আনন্দাদির ব্যবস্থিতি (—তত্তৎ বিদ্যাতেই স্থিতি) হওয়ায় [একই পরব্রহ্মবিদ্যাতে তাহাদের] উপসংহার হইবে না।

সিদ্ধান্ত—[এই দৃষ্টান্ত বিষম। বামনীত্ব প্রভৃতি ধ্যেয়রূপে] বিধীয়মান ধর্ম্মসকলের যথাবিধি ব্যবস্থা হইবে, [তাহা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আনন্দ প্রভৃতি গুণ জ্ঞানফলক (—ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ফলোৎপাদক), এইহেতু বিহিত হইতেছে না। সেইহেতু ব্যবস্থাপক বিধির অভাববশতঃ] জ্ঞান যাহাদের ফল, সেই আনন্দাদির কিন্তু সকল শাখাতে উপসংহার হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, আনন্দাদি গুণের অনুপসংহারবশতঃ ব্রহ্মবোধক বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারিত হয় না। সিদ্ধান্তে—উপসংহারবশতঃ নির্দ্ধারিত হয়।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩।৩।১১॥

সূত্রার্থ—[নির্গুণব্রহ্মপরাসু শ্রুতিষু আনন্দস্বরূপত্বাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ কাচিৎ কচিৎ শ্রূয়ন্তে। তে কিং সর্ব্বত্র উপসংহর্ত্তব্যাঃ, উত ন ইতি সন্দেহে, ন উপসংহর্ত্তব্যাঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] প্রধানস্য—নির্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ, আনন্দাদয়ঃ—আনন্দস্বরূপত্বাদয়ঃ আরোপিতাঃ ধর্ম্মাঃ [সর্ব্বত্র উপসংহর্ত্তব্যাঃ, সর্ব্বশাখাসু বেদ্যস্য ব্রহ্মণঃ একত্বেন বিদ্যায়াঃ একত্বাৎ]।

অনুবাদ—[নির্গুণব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসকলে আনন্দস্বরূপতা প্রভৃতি ধর্ম্মসকল কোন কোন শাখাতে পঠিত হইতেছে। তাহারা কি সর্ব্বত্র উপসংহৃত হইবে, অথবা হইবে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, পূর্ব্ববাদী বলেন—উপসংহৃত হইবে না সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] প্রধানস্য—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের, আনন্দাদয়ঃ—আনন্দস্বরূপতা প্রভৃতি আরোপিত ধর্ম্মসকল [সর্ব্বত্র উপসংহৃত হইবে, যেহেতু বেদ্য ব্রহ্ম এক হওয়ায় সকল শাখাতে বিদ্যা একই]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাসু শ্রুতিষু আনন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মত্বম্ ইতি এবংজাতীয়কাঃ ব্রহ্মণঃ ধর্ম্মাঃ কচিৎ কেচিৎ শ্রূয়ন্তে।১ তেষু সংশয়ঃ—কিম্ আনন্দাদয়ঃ ব্রহ্মধর্ম্মাঃ যত্র যাবন্তঃ শ্রূয়ন্তে তাবন্তঃ এব তত্র প্রতিপত্তব্যাঃ, কিংবা সর্ব্বে সর্ব্বত্র ইতি।২ তত্র যথাশ্রুতিবিভাগং ধর্ম্মপ্রতিপত্তৌ প্রাপ্তায়াম্ ইদম্ উচ্যতে—আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ব্রহ্মণঃ ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতিপত্তব্যাঃ।৩ কস্মাৎ?৪ "সর্ব্বাভেদাৎ" (৩।৩।১০) এব।৫ সর্ব্বত্র হি তদেব একং প্রধানং বিশেষ্যং ব্রহ্ম ন ভিদ্যতে।৬ তস্মাৎ সার্ব্বত্রিকত্বং ব্রহ্মধর্ম্মাণাং তেনৈব পূর্ব্বাধিকরণোদিতেন দেবদত্তশৌর্য্যাদিনিদর্শনেন।৭॥৩।৩।১১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সংশ। পূঃ—স্বশাখাপঠিত ধর্ম্মদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব হওয়ায় শাখান্তর হইতে তাহার অনুপসংহার।]

ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বিজ্ঞানঘনতা (বৃঃ ৩।৯।২৮), সর্ব্বগতত্তা সর্ব্বস্বরূপতা (ছাঃ ৭।২৫।১-২), ইত্যাদি এই জাতীয় ধর্ম্মসকল কোন স্থলে কোনটী পঠিত হইতেছে।১ সেই সকলে সংশয় হয়—আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম্মসকল যে স্থলে যতগুলি শ্রুত হইতেছে, ততগুলিকেই কি সেই স্থলে অবগত হইতে হইবে, কিম্বা সকলগুলিকে সকল স্থলে? ২ [পূর্ব্বপক্ষীর মতে—] ব্রহ্মধর্ম্মসকলের অবগতিতে যথাশ্রুতি বিভাগ হইলে (—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হওয়ায় স্বশাখাপঠিত ধর্ম্মসকলের দ্বারাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ হইলে)—

[সিঃ—জ্ঞেয় ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণন্যায়বলে তদ্ধর্ম্মসকলের উপসংহার।]

[সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক] ইহা কথিত হইতেছে—প্রধানের (—বিশেষ্য নির্গুণ ব্রহ্মের) আনন্দাদি ধর্ম্মসকলকে সকল স্থলে (—সর্ব্বশাখায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাতে) অবগত হইতে হইবে (—উপসংহার করিতে হইবে)।৩ তাহাতে হেতু কি? ৪ [উত্তর—] "সর্ব্বাভেদাৎ এব"।৫ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু সর্ব্বত্র (—সকল শাখাতে) সেই প্রধান বিশেষ্যভূত ব্রহ্ম একই, বিভিন্ন নহেন।৬ সেইহেতু পূর্ব্বাধি-

ভাষ্যানুবাদ

করণে বর্ণিত দেবদত্তের সেই শৌর্য্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্রহ্মধর্ম্মসকলের সার্ব্বত্রিকত্ব সিদ্ধ হয় (—নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে একত্র পঠিত কল্পিত ব্রহ্মধর্ম্মসকলের সকলশাখায় নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহার হয় (১) ।৭।৩।৩।১১।

ভাবদীপিকা

[সত্যজ্ঞানাদি পদ হইতে নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধপ্রক্রিয়া।]

(১) অভিপ্রায় এই—যদিও পরমার্থতঃ ব্রহ্ম নির্বিশেষ, তাহা হইলেও মন্দবুদ্ধিগণের তাঁহাতে অসত্ব অনাত্মত্ব অনানন্দত্ব ও জড়ত্বাদি ভ্রান্তবুদ্ধি হওয়া সম্ভব। মাত্র "আনন্দঃ ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।৬), ইহা উচ্চারিত হইলে দুঃখত্ব ও অমৃত্ব ভ্রান্তির নিরাস হইলেও অসত্ব ও জড়ত্ব ইত্যাদি ভ্রান্তি থাকিয়াই যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদক বিশেষ সামগ্রীবলে ব্রহ্মস্বরূপের বোধ হইলেই সেই সকল ভ্রান্তির নিরসন সম্ভব। বিভিন্ন শাখাতে পঠিত "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম আনন্দঃ শুদ্ধম্ অদ্বয়ম্ আত্মা অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্", ইত্যাদি ধর্ম্মসকল একত্র উপসংহৃত হইলেই উক্ত সত্যত্বাদি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ যে অসত্যত্ব অজ্ঞানত্ব সসীমত্ব ইত্যাদি অব্রহ্মধর্ম্মসকল তাহাদের নিবৃত্তি হয় বলিয়া তত্তৎ শাখাপঠিত যাবতীয় ব্রহ্মধর্ম্মবোধক পদসকলের একত্র উপসংহার আবশ্যক। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদক বিশেষ সামগ্রী। **শঙ্কা**—কিন্তু মনুষ্যের ভ্রান্তির তো কোন সীমা নাই, ফলে ব্রহ্মবোধনের জন্য অনন্ত পদের একত্র সমাবেশ আবশ্যক হইয়া পড়িবে, তাহাতে ব্রহ্মবোধক বাক্যের পরিসমাপ্তি হইবে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"আমি সর্ব্বধর্ম্মশূন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ শুদ্ধ অদ্বয় আত্মা", এইপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইলেই যাবতীয় ভ্রান্তির নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া যায়। যে ব্যক্তির তাদৃশ জ্ঞানোৎপত্তিতে যতগুলি ধর্ম্মবোধক পদের উপসংহার আবশ্যক, তিনি ততগুলি পদই উপসংহার করিবেন। কাজেই বাক্যের অপরিসমাপ্তি বিষয়ক আশঙ্কার অবকাশ নাই। ৩।৩।১৩ ভাষ্যটীকাতে **রত্নপ্রভাকার** ও **ন্যায়নির্ণয়কার** বলিয়াছেন—"জ্ঞানাধিকারে (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে) সত্য জ্ঞান আনন্দ আত্মা ও ব্রহ্ম এই পাঁচটী শব্দকে সর্ব্বত্রই উপসংহার করিতে হইবে"। যাহাহউক্, উক্ত "সত্যং জ্ঞানম্ ···অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্", ইত্যাদি বাক্য হইতে 'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ···অদীর্ঘস্বরূপ', ইত্যাদি এইপ্রকার বিশেষযুক্ত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেরই উদয় হয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের নহে। এইপ্রকার **আশঙ্কা** করা উচিত নহে। কারণ উক্ত বাক্যস্থ সমানবিভক্তিযুক্ত যে 'সত্যাদি' পদসকল, তাহারা তাহাদের বাচ্যার্থ যে সত্যত্ব প্রভৃতি, তাহার বিরুদ্ধ অসত্যাদি ধর্ম্মসকলকে ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিতে সেই সকল ধর্ম্মের অধিষ্ঠানভূত এক অখণ্ড নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুকেই সমর্পণ করে। **শঙ্কা**—কিন্তু লক্ষণা অঙ্গীকারের হেতু কি ? **সমাধান**—বলিতেছি—তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার হেতু। একটী মাত্র পদ উচ্চারিত হইলে বিরোধের অভাববশতঃ কোনপ্রকার অনুপপত্তি না থাকায় লক্ষণাবৃত্তির অবকাশ থাকে না। যেমন মাত্র 'সত্যম্' এই পদ উচ্চারিত হইলে, তাহা বিরুদ্ধ অসত্যের নিরাকরণকরতঃ লৌকিক সত্যতারূপ বাচ্যার্থকে সমর্পণ করে। কোনপ্রকার অনুপপত্তি সেই স্থলে নাই। কিন্তু "সত্যং জ্ঞানম্···অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্", ইত্যাদি বহু সমানবিভক্তিযুক্ত পদের প্রয়োগস্থলে, "নীলো ঘটঃ" স্থলে যেমন 'নীলাভিন্নঃ ঘটঃ", এইপ্রকারে অভিন্ন বস্তুর বোধ উৎপন্ন হয়, সেইপ্রকারে উক্ত সমানবিভক্তিযুক্ত পদসকল নির্বিশেষ ব্রহ্মবোধক প্রকরণে পঠিত হইলেও ব্রহ্মরূপ অভিন্ন বস্তুকে সমর্পণ করিতে পারে না। পরন্তু অসত্যতা ইত্যাদি স্ব স্ব বিরুদ্ধ অর্থকে ত্যাগ

শাঙ্করভাষ্যম্—ননু এবং সতি প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ঃ অপি ধর্মাঃ সর্বে সর্বত্র সঙ্কীর্যেরন্।১ তথাহি—তৈত্তিরীয়কে আনন্দময়ম্ আত্মানং প্রক্রম্য আম্নায়তে—"তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদঃ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দঃ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈঃ ২।৫) ইতি।২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—ব্রহ্মধর্মসকলের সকল শাখা হইতে সমাহার হইলে, ব্রহ্ম এক হওয়ায়] প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম সর্ব্বত্র সাঙ্কর্য্য প্রাপ্ত হইবে (—সগুণ এবং নির্গুণ সকলপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতেই তাহাদের উপসংহার হইয়া পড়িবে)।১ [কিন্তু প্রিয়শিরস্ত্বাদি তো ব্রহ্মধর্ম্ম নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেমন দেখ, তৈত্তিরীয়কে আনন্দময় আত্মার বর্ণনারম্ভ করিয়া পঠিত হইতেছে—"প্রিয় (—পুত্রাদিদর্শনজনিত সুখ) তাঁহার মস্তক, মোদ (—প্রিয়বস্তু লাভজনিত হর্ষ) তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ (—প্রিয় বস্তুর উপভোগজনিত হর্ষাতিশয্য) তাঁহার বাম পক্ষ, আনন্দ (—সুখসামান্য) তাঁহার দেহমধ্যভাগ, ব্রহ্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠাবিধায়ক পুচ্ছ", ইত্যাদি।২ এইপ্রকার সংশয় হওয়ায় [সিদ্ধান্তী] উত্তর দিতেছেন—

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥৩।৩।১২॥

পদচ্ছেদ—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ, উপচয়াপচয়ৌ, হি, ভেদে।

সূত্রার্থ—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ—প্রিয়শিরস্ত্বাদিধর্মাণাং ন সর্বত্র প্রাপ্তিঃ। হি—যস্মাৎ, [প্রিয়মোদপ্রমোদানন্দানাং পরস্পরাপেক্ষয়া] উপচয়াপচয়ৌ—বৃদ্ধিক্ষয়ৌ [অনুভূয়েতে। তৌ চ বৃদ্ধিক্ষয়ৌ] ভেদে—ধর্মিভেদে সতি এব [স্বাভাবিকৌ। ব্রহ্মণস্তু নির্ভেদত্বাৎ ন উপচিতাপচিতপ্রিয়াদিধর্মস্বভাবত্বম্। অতস্তদ্ধর্মাণাং ব্রহ্মজ্ঞানার্থং ন উপসংহারঃ ইত্যর্থঃ]।

ভাবদীপিকা [সত্যজ্ঞানাদি পদ হইতে ব্রহ্মবোধ] করিয়া শক্তিবৃত্তিতে লৌকিক সত্যতা, লৌকিক জ্ঞান, লৌকিক ব্যাপকতা ইত্যাদি অর্থসকলকে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে সমর্পণ করে মাত্র। ফলে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। আবার যাহা 'অণুব' তাহার দীর্ঘ হওয়াই উচিত, কিন্তু 'অদীর্ঘম্' এই পদ সেই দীর্ঘত্বকে ব্যাবৃত্ত করে, ইত্যাদি এইপ্রকারেও উক্ত পদসকলের তাৎপর্য্য অনবধারিতই থাকিয়া যায়। এইপ্রকার তাৎপর্য্যের অনবধারণ, সুতরাং অনুপপত্তি বশতঃ উক্ত সমানবিভক্তিযুক্ত পদঘটিত বাক্যের অর্থবোধের জন্য লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার আবশ্যক। ['স্বাধিষ্ঠানত্বই' এই স্থলে লক্ষ্যসম্বন্ধ। স্ব—সত্যাদি। ব্রহ্ম তাহাদের অধিষ্ঠান]। এইপ্রকারে লক্ষণাবৃত্তিবলে উক্ত পদসকলের অধিষ্ঠানভূত এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া উক্ত ধর্মসকল ব্রহ্মে কল্পিত, মন্দবুদ্ধিগণের ব্রহ্মবিষয়ক বোধোৎপাদনের জন্য শ্রুতিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাও সিদ্ধ হয়; কারণ যিনি নির্ব্বিশেষ, তাঁহাতে কোন ধর্মাদিরূপ বিশেষ পরমার্থতঃ অবস্থান করিতে পারে না। যাহা হউক, এইপ্রকারে ব্রহ্মে কল্পিত যে ধর্মসকল, তদ্বাচক পদসকলের বিভিন্ন শাখা হইতে একই বাক্যে উপসংহার হইলে উক্তপ্রকারে লক্ষণাবৃত্তিবলে এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের উদয় (—তৎপদার্থের শোধন) হয় বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাতেও গুণোপসংহারের আবশ্যকতা আছে, ইহা সিদ্ধ হইল। [৩।৩।১১ অধিঃ ২ ভাবদীঃ দ্রঃ]।

অনুবাদ—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ—প্রিয়শিরস্ প্রভৃতি (—"প্রিয় তাঁহার মস্তক' (তৈঃ ২।৫), ইত্যাদি এইরূপে বর্ণিত) ধর্ম্মসকলের সর্ব্বত্র (—সকলপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতে) প্রাপ্তি হয় না। **হি**— যেহেতু, [প্রিয় মোদ প্রমোদ ও আনন্দের পরস্পরের অপেক্ষায়] **উপচয়াপচয়ৌ** বৃদ্ধি ও ক্ষয় [অনুভূত হইয়া থাকে। আর সেই বৃদ্ধি ও ক্ষয়] **ভেদে**—ধর্ম্মীর বিভিন্নতা থাকিলেই [হয় স্বাভাবিক। ব্রহ্ম কিন্তু ভেদবিহীন হওয়ায় বৃদ্ধিহ্রাসযুক্ত প্রিয়াদিধর্ম্মস্বভাব নহেন। যাহারা স্বাভাবিক ধর্ম (২) নহে, তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য উপসংহার হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তৈত্তিরীয়কে আম্নাতানাং নাস্তি অন্যত্র প্রাপ্তিঃ।১ যৎকারণং প্রিয়ং মোদঃ প্রমোদঃ আনন্দঃ ইতি এতে পরস্পরাপেক্ষয়া ভোক্ত্রন্তরাপেক্ষয়া চ উপচিতাপচিতরূপাঃ উপলভ্যন্তে।২ উপচয়াপচয়ৌ চ সতি ভেদে সম্ভবতঃ।৩ নির্ভেদং তু ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদিশ্রুতি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—এক সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে পঠিত ধর্ম্মসকলের নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে ও অন্য সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহার নিরাকরণ।]

তৈত্তিরীয়কে পঠিত প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের অন্যত্র (—অন্য ব্রহ্মবিদ্যাতে) প্রাপ্তি (—উপসংহার) হয় না।১ যেহেতু প্রিয় মোদ প্রমোদ ও আনন্দ ইত্যাদি ইহারা পরস্পরের অপেক্ষায় এবং [একই বিষয়ে সকল পুরুষের সমান সুখ না হওয়ায়] অন্য ভোক্তার অপেক্ষায় বৃদ্ধি ও হ্রাসযুক্তরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে।২ আর বিভিন্নতা থাকিলেই বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্ভব (—পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই তাহা হয়)।৩ ব্রহ্ম কিন্তু নির্ভেদ (—সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত পরিচ্ছেদশূন্য), ইহা "একমেবাদ্বিতীয়ম্", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে অবগত হওয়া যায়। [অতএব যে যে স্থলে নির্গুণ জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, সেই সেই স্থলেই প্রিয়শিরস্ত্বাদির উপসংহার হয় না, যেহেতু অব্রহ্মের ধর্ম্ম তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানে উপযোগিতা নাই, ইহাই

ভাবদীপিকা

(২) ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্বিশেষ হইলেও, অর্থাৎ কোনপ্রকার ধর্ম্মধর্ম্মিভাব তাঁহাতে না থাকিলেও অস্মদাদির বুদ্ধিতে যাহাতে তাঁহার বিষয়ে যথাকথঞ্চিৎ ধারণা হয়, তজ্জন্য শ্রুতি "সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্ (তৈঃ ২।১), ইত্যাদিরূপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বস্তুতঃ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, ইহাই শ্রুতির বিবক্ষিতার্থ; তিনি তাঁহা হইতে ভিন্ন সত্যত্বাদিরূপ ধর্ম্মের অধিষ্ঠান, ইহা বিবক্ষিত নহে। যেমন দাহকত্ব অগ্নির স্বরূপ হইলেও তাহাকে অগ্নির ধর্ম্মরূপে কল্পনা করা হয়, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ যাহা ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহাকে তাঁহার ধর্ম্মরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায় সত্যত্ব প্রভৃতিকে 'ব্রহ্মের স্বাভাবিক ধর্ম্ম', 'ব্রহ্মের স্বরূপভূত ধর্ম্ম', ইত্যাদি বলা হয়। কোন বিধিবলে উপাসনার জন্য ব্রহ্মে তাহাদিগকে কল্পনা করিতে হয় না। পূজ্যপাদ পদ্মপাদাচার্য্য বলিয়াছেন—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মাঃ, অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে", ইত্যাদি। বিষয়ানুভব—জ্ঞান। ["তস্মাৎ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য" (২।৩২০ পৃঃ ১৪ বাক্য) ইত্যাদি দ্রঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাঃ ।৪ ন চ এতে প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ঃ ব্রহ্মধর্ম্মাঃ, কোশধর্ম্মাস্তু এতে ইতি উপদিষ্টম্ অস্মাভিঃ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (১।১।১২) ইত্যত্র ।৫ অপিচ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চিত্তাবতারোপায়মাত্রত্বেন এতে পরিকল্প্যন্তে, ন দ্রষ্টব্যত্বেন ।৬ এবম্ অপি সুতরাম্ অন্যত্র অপ্রাপ্তিঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্ ।৭ ব্রহ্মধর্ম্মান্ তু এতান্ কৃত্বা ন্যায়মাত্রম্ ইদম্ আচার্য্যেণ প্রদর্শিতং "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ" ইতি ।৮ স চ ন্যায়ঃ অন্যেষু নিশ্চিতেষু ব্রহ্মধর্ম্মেষু উপাসনায় উপদিশ্যমানেষু নেতব্যঃ সংযদ্বামাদিষু সত্যকামাদিষু চ ।৯ তেষু হি সতি অপি উপাস্যস্য

ভাষ্যানুবাদ

ভাব]।৪ আর এই প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু ইহারা [আনন্দময়-] কোশের ধর্ম্ম, ইহা আমরা আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই স্থলে [দ্বিতীয় বর্ণকে] উপদেশ করিয়াছি ।৫ আর দেখ, [ত্বংপদার্থশোধনদ্বারা] পরব্রহ্মে মনোনিবেশের উপায়মাত্ররূপে ইহারা পরিকল্পিত হইতেছে, কিন্তু দ্রষ্টব্যরূপে নহে (—স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে ব্রহ্মস্বরূপাভিন্নভাবে অবগতির জন্য নহে ।৬ আচ্ছা, তবে ব্রহ্মে মনোনিবেশের উপায়রূপেই ইহাদের সর্ব্বত্র প্রাপ্তি হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইপ্রকার হইলেও (—ব্রহ্মে চিত্তসমাধানের উপায় হইলেও, অজ্ঞেয় ও অব্রহ্মধর্ম্ম হওয়ায়] প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতির অন্যত্র (—ব্রহ্মবিদ্যাতে) আরও অধিকতরভাবে অপ্রাপ্তি হইয়া থাকে (৩)।৭ [কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম না হইলেও] ইহাদিগকে ব্রহ্মধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া আচার্য্যকর্ত্তৃক এখানে ন্যায়মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—'প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ' ইত্যাদি ।৮ [এই কৃত্বাচিন্তার (১।৪৪৯ পৃঃ) ফল বর্ণনা করিতেছেন—] আর সেই ন্যায় (—যুক্তি) উপাসনার জন্য উপদিশ্যমান সংযদ্বামত্ব (ছাঃ ৪।১৫।২) প্রভৃতি এবং সত্যকামত্ব (ছাঃ ৮।১।৫) প্রভৃতি অন্যান্য নিশ্চিত ব্রহ্মধর্ম্মসকলে প্রয়োগ করিতে হইবে (৪) ।৯ [সত্যকামত্বাদি] সেই সকলে উপাস্য ব্রহ্ম এক

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই– চিত্তসমাধানের উপায় হইলেও উপাস্যনিষ্ঠগুণরূপে অথবা দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট না হওয়ায় সগুণ বা নির্গুণ কোনপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতেই প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয় না। আর সেই সেই স্থলে পঠিত ধর্ম্মসকলের দ্বারাই ত্বংপদার্থশোধনদ্বারা ব্রহ্মে চিত্তসমাধানও সম্ভব হওয়ায় অন্যত্রও তাহাদের উপসংহার হয় না। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার কিন্তু বলেন—"যে শাখাতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে ত্বংপদার্থ শোধনের উপায় পঠিত হয় নাই, তাহাতে শাখান্তরে বর্ণিত এই কোশধর্ম্মসকলের ত্বংপদার্থশোধনের জন্য উপসংহার হইতে পারে, সেইহেতু [সাধারণভাবে] "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ" এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে"। আচ্ছা, তাহা হইলে এই সূত্রটী কেন রচিত হইয়াছে? উত্তর—ব্রহ্মধর্ম্মান্ –'কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(৪) জ্ঞেয় নির্গুণব্রহ্মে বাহ্য ধর্ম্মসকলের উপযোগ নাই বলিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে ন্যায়:

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মণঃ একত্বে প্রক্রমভেদাৎ উপাসনাভেদে সতি ন অন্যোন্য-ধর্ম্মাণাম্ অন্যোন্যত্র প্রাপ্তিঃ ।১০ যথা চ দ্বে নার্যৌ একং নৃপতিম্ উপাসাতে ছত্রেণ একা চামরেণ অন্যা, তত্র উপাস্যৈকত্বে অপি উপাসনাভেদঃ ধর্ম্মব্যবস্থা চ ভবতি, এবম্ ইহাপি ইতি ।১১ উপ-চিতাপচিতগুণত্বং হি সতি ভেদব্যবহারে সগুণে ব্রহ্মণি উপ-পদ্যতে, ন নির্গুণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি ।১২ অতঃ ন সত্যকামত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং ক্বচিৎ শ্রুতানাং সর্ব্বত্র প্রাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ ।১৩॥৩।৩।১২॥

ভাষ্যানুবাদ

হইলেও উপক্রমের ভেদবশতঃ (৩।৩।৭ সূঃ) উপাসনার বিভিন্নতা হইলে পরস্পরের ধর্ম্মসকলের পরস্পরে প্রাপ্তি হয় না। (—উপাসনা বিধির অধীন হওয়ায় তত্তৎ উপা-সনাতে বিহিত গুণযোগেই ধ্যান অনুষ্ঠেয় ; সেইহেতু পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না।১০ কিন্তু উপাস্য অভিন্ন হইলে উপাসনা বিভিন্ন হইবে কিপ্রকারে ? উত্তর—] আর যেমন দুইটী নারী এক নৃপতিকে উপাসনা (—সেবা) করে, একজন ছত্রের দ্বারা, অন্য জন চামরের দ্বারা ; সেই স্থলে উপাস্য [নৃপতি] এক হইলেও উপাসনার বিভিন্নতা এবং ধর্ম্মের (– ছত্র ও চামরের) ব্যবস্থা হয় (—যে যাহার দ্বারা সেবা করে তাহাতেই নিয়মিত থাকে), এই স্থলেও এইপ্রকার হইবে (—বিধিবলে প্রাপ্ত ধর্ম্মসকল বিধিকে অতিক্রমকরতঃ অন্যত্র উপসংহৃত হইয়া সাঙ্কর্য্য উৎপাদন করিবে না।১১ কিন্তু সগুণব্রহ্মের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মও অবিশেষভাবে ব্রহ্ম হওয়ায় উভয়ত্র পরস্পর গুণোপসংহারব্যবস্থা সমান হইবে না কেন ? উত্তর—] ভেদব্যবহার থাকায় উপচিত-অপচিতগুণতা (—তারতম্যযুক্ত গুণবিশিষ্টতা, অমুক উপাসনাতে এতগুলি গুণ বিহিত, অমুক উপাসনাতে এতগুলি, এই ভাবে অধিক ও অল্প গুণবিশিষ্টতা) সগুণব্রহ্মেই যুক্তিসঙ্গত, নির্গুণ পরব্রহ্মে নহে।১২ সেইহেতু (—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যে গুণযুক্ততা ও তদ্বিহীনতারূপ বৈষম্য থাকায়) কোন স্থলে শ্রুত সত্যকামত্বাদি ধর্ম্মসকলের সর্ব্বত্র প্রাপ্তি হয় না, ইহাই ভাব।১৩॥৩।৩।১২॥

ভাবদীপিকা

ন্দের উপসংহার হয় না, এই ন্যায় প্রদর্শনের জন্য আচার্য্য 'প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ' * ইহা কৃত্বা-চিন্তা অবলম্বনে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ "সংযদ্বামত্বাদি বাহ্যধর্ম্মসকলের প্রাপ্তি হয় না", ইহা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়। আচ্ছা, নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে সত্যকামত্ব ও সংযদ্বামত্বাদি বাহ্যধর্ম্মের উপ-সংহার না হইলেও উপাস্য ব্রহ্ম এক হওয়ায় ৩।৩।৫ অধিকরণন্যায়বলে অন্যান্য সগুণব্রহ্মবিদ্যা-সকলে তাহাদের উপসংহার হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—তেষু হি—['সত্যকাম-ত্বাদি] সেই সকলে' ইত্যাদি (১০ বাক্য)।

* কেহ কেহ বলেন—এই ৩।৩।১২ সূত্রটী ভগবান্ সূত্রকারের কৃত্বাচিন্তা, ইহা লক্ষ্য না করিয়া নির্গুণব্রহ্ম-বিদ্যাতে উপসংহারের অযোগ্য এই 'প্রিয়শিরস্ত্বাদি' ধর্ম্মসকলকে সগুণব্রহ্মের ধর্ম্মরূপে গ্রহণকরতঃ বৃত্তিকারপক্ষ ১।১।৬ আনন্দময়াধিকরণের প্রথম বর্ণকে আনন্দময়কে সগুণব্রহ্মরূপে নির্ণয়করারূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

ইতরেত্বর্থসামান্যাৎ ॥৩৷৩৷১৩॥

পদচ্ছেদ—ইতরে, তু, অর্থসামান্যাৎ।

সূত্রার্থ—[উপাস্যব্রহ্মধর্ম্মাণাং বিধিপ্রাপ্তানাং সংযদ্বামত্বাদীনাং সর্ব্বত্র ন প্রাপ্তিঃ ইতি উক্তম্। তদপেক্ষয়া জ্ঞেয়ধর্ম্মাণাম্ আনন্দাদীনাং যত্র যত্র জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম উচ্যতে তত্র তত্র প্রাপ্তিঃ ইতি বৈষম্যম্ আহ—] **তুশব্দঃ**—আনন্দাদীনাম্ অনুপসংহার্য্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি। **ইতরে**—উপাস্যধর্ম্মাপেক্ষয়া অন্যে আনন্দাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ জ্ঞানৈকফলাঃ [সর্ব্বাসু জ্ঞেয়ব্রহ্মবিদ্যাসু উপসংহর্ত্তব্যাঃ। কুতঃ?] **অর্থসামান্যাৎ**- অর্থস্য—প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণঃ, সামান্যাৎ—একত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[বিধিবলে প্রাপ্ত সংযদ্বামত্বাদি উপাস্যব্রহ্মধর্ম্মসকলের সর্ব্বত্র (—সকলপ্রকার সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে) প্রাপ্তি হয় না, ইহা কথিত হইয়াছে। তাহাকে অপেক্ষা করিয়া যে যে স্থলে জ্ঞেয় ব্রহ্ম বর্ণিত হইতেছেন, সেই সেই স্থলে আনন্দাদি জ্ঞেয় ব্রহ্মের ধর্ম্মসকলের প্রাপ্তি হয়, এই বৈষম্যের কথা বলিতেছেন—] **তুশব্দ**—আনন্দাদির অনুপসংহার্য্যতা নিরাকরণ করিতেছে। **ইতরে**—উপাস্যধর্ম্মাপেক্ষা ভিন্ন জ্ঞানৈকফল আনন্দাদি ধর্ম্মসকল [সকলপ্রকার জ্ঞেয় ব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহরণীয়। কেন? উত্তর—] **অর্থসামান্যাৎ**—যেহেতু অর্থের—প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের, সামান্য—একত্ব আছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতরে তু আনন্দাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় এব উচ্যমানাঃ অর্থসামান্যাৎ প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণঃ ধর্ম্মিণঃ একত্বাৎ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্ ইতি বৈষম্যম্, প্রতিপত্তিমাত্রপ্রয়োজনাঃ হি তে ইতি ॥৩৷৩৷১৩॥ ইতি ষষ্ঠম্ আনন্দাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিধিপ্রাপ্ত সত্যকামত্বাদি ধর্ম হইতে আনন্দাদি স্বাভাবিক ধর্মের বৈষম্য।]

কিন্তু [সংযদ্বামত্ব ও সত্যকামত্বাদি হইতে] ভিন্ন যে আনন্দাদি (—সত্যত্ব জ্ঞানত্ব আনন্দত্ব আত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব (—পূর্ণত্ব) প্রভৃতি) ধর্ম্মসকল, যাহারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনের জন্য কথিত হইতেছে, তাহারা অর্থসামান্যবশতঃ, অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীর একত্ববশতঃ সকলেই সর্ব্বত্র (—সকল শাখায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে) প্রতীত (—উপসংহৃত) হইবে, ইহাই [সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রুত সত্যকামত্ব এবং সংযদ্বামত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল হইতে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে শ্রুত আনন্দত্বাদি ধর্ম্মসকলের] বৈষম্য; যেহেতু তাহারা প্রতিপত্তিমাত্রপ্রয়োজন (—তৎপদার্থশোধনের দ্বারা মাত্র নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তিতেই তাহাদের আবশ্যকতা) ॥৩৷৩৷১৩॥

আনন্দাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

৭। আধ্যানাধিকরণম্। [১৪-১৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য-পুরুষবিষয়ক জ্ঞানই (—আত্মজ্ঞানই) সংসারকারণ অজ্ঞানের নিবৃত্তির প্রতি হেতু হওয়ায় পুরুষই বেদ্য, ইন্দ্রিয়াদির পরম্পরা নহে। সেইহেতু তাহাদের উপসংহার হইবে না।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে উপসংহার্য্য ব্রহ্মস্বরূপভূত আনন্দাদি ধর্ম্মসকল ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে উপসংহারাযোগ্য অব্রহ্মস্বরূপ 'অর্থাদিপরত্ব' (—ইন্দ্রিয়াপেক্ষা বিষয়গত শ্রেষ্ঠত্ব) ইত্যাদি ধর্ম্মসকল [পূর্ব্বপক্ষীর মতে] ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়রূপে অভিহিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **এক-ফলকত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সর্ব্বা পরম্পরাক্ষাদের্জ্ঞেয়া পুরুষ এব বা।
জ্ঞেয়া সর্ব্বা শ্রুতত্বেন ব্যাক্যানি স্যুর্বহূনি হি ॥
পুমর্থঃ পুরুষজ্ঞানং তত্র যত্নঃ শ্রুতো মহান্।
তদ্ধোধায় শ্রুতোঽক্ষাদি বেদ্য একঃ পুমাংস্ততঃ॥

অন্বয়—অক্ষাদেঃ সর্ব্বাঃ পরম্পরাঃ জ্ঞেয়াঃ, পুরুষঃ এব বা? শ্রুতত্বেন সর্ব্বাঃ জ্ঞেয়াঃ, হি বাক্যানি বহূনি স্যুঃ। পুরুষজ্ঞানং পুমর্থঃ, তত্র মহান্ যত্নঃ শ্রুতঃ; তদ্বোধায় অক্ষাদিঃ শ্রুতঃ, ততঃ একঃ পুমান্ বেদ্যঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" (কঠ ১।৩।১০), ইত্যাদিশ্রুতি-বাক্যানি অত্র বিষয়ঃ। বাক্যভেদাভেদানির্দ্ধারণাৎ ভবতি তত্র সংশয়ঃ—] অক্ষাদেঃ সর্ব্বাঃ পরম্পরাঃ জ্ঞেয়াঃ, পুরুষঃ এব বা [জ্ঞেয়ঃ]?

পূর্ব্বপক্ষ—[তত্র যথা পুরুষঃ শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ প্রতিপাদিতঃ, এবম্ ইন্দ্রিয়াদি-পরম্পরাঃ অপি প্রতিপাদ্যাঃ এব। অতঃ] শ্রুতত্বেন [অক্ষাদেঃ] সর্ব্বাঃ পরম্পরাঃ জ্ঞেয়াঃ, [অন্যথা তদুপন্যাসস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। ননু বহূনাং প্রতিপাদনে বাক্যভেদঃ স্যাৎ ইতি চেৎ? অত্র ব্রূমঃ—বাঢ়ম্, অস্তু সঃ], হি [একবাক্যত্বাসম্ভবাৎ তানি] বাক্যানি বহূনি স্যুঃ।

সিদ্ধান্ত—পুরুষজ্ঞানম্ [অশেষসংসারনিদানভূতাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাৎ] পুমর্থঃ [ভবতি। "গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে, দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা", ইত্যাদিশ্রুতৌ] তত্র [পুরুষার্থে] মহান্ যত্নঃ শ্রুতঃ। [ন চ পুরুষস্যৈব প্রতিপাদ্যত্বে পরম্পরোপদেশবৈয়র্থ্যম্; বহির্ম্মুখস্য হি চিত্তস্য পুরুষ-প্রবেশং প্রতি পরম্পরায়াঃ সাধনত্বাৎ] তদ্বোধায় অক্ষাদিঃ শ্রুতঃ। ততঃ একঃ পুমান্ বেদ্যঃ।

অনুবাদ

সংশয়—["ইন্দ্রিয় হইতে অর্থ-(—বিষয়-) সকল শ্রেষ্ঠ, অর্থসকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল এখানে বিষয়। বাক্যের বিভিন্নতা ও অভিন্নতা (—বিভিন্নার্থ ও অভিন্নার্থ প্রতিপাদকতা) নির্দ্ধারিত না হওয়ায় সেই স্থলে সংশয় হয়—] ইন্দ্রিয়াদির সকল পরম্পরা (—উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা) জ্ঞেয়, অথবা পুরুষই (—পরমাত্মাই) জ্ঞেয়?

পূর্ব্বপক্ষ—[সেই স্থলে পুরুষ যেমন তাৎপর্য্যযুক্তরূপে শ্রুতিকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হই-য়াছেন, এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়াদির পরম্পরাসকলও অবশ্যই প্রতিপাদ্য। এইহেতু] শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [ইন্দ্রিয়াদির] সকল পরম্পরা (—ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা, বিষয় হইতে মনের

শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি পারম্পর্য্যসকল) জ্ঞেয়, [অন্যথা তাহাদের উল্লেখ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কিন্তু বহু পরম্পরার প্রতিপাদনে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে, যদি এইপ্রকার বলা হয় ? এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—সত্য, তাহা হউক], যেহেতু [একবাক্যতা সম্ভব না হওয়ায় সেই] বাক্যসকল বহু হউক (—অনেক বাক্য অনেক অপূর্ব্ব অর্থের সমর্পক হওয়ায় তাদৃশ বাক্যভেদ দোষাবহ নহে)।

সিদ্ধান্ত—পুরুষবিষয়ক জ্ঞান [অশেষ সংসারের কারণভূত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হওয়ায়] পুরুষার্থ। ["গূঢ়রূপে (—অবিদ্যাবৃতরূপে) অবস্থিত এই আত্মা প্রকাশিত হন না কিন্তু একাগ্র বুদ্ধির দ্বারা পরিদৃষ্ট হন" (কঠ ১।৩।১২), ইত্যাদি শ্রুতিতে] সেই পুরুষার্থে মহান্ প্রযত্ন বর্ণিত হইয়াছে। [আর পুরুষই প্রতিপাদ্য হওয়ায় পরম্পরার উপদেশ ব্যর্থ নহে ; যেহেতু বহির্মুখ চিত্তের পুরুষে প্রবেশের প্রতি পরম্পরা সাধন হওয়ায়] তাহার বোধনের জন্য ইন্দ্রিয়াদি শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু একমাত্র পুরুষই জ্ঞেয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বাক্যভেদবশতঃ বিদ্যাভেদ হওয়ায় অর্থাদিপরত্ব উপসংহার্য্য। সিদ্ধান্তে—একবাক্যতাবশতঃ বিদ্যার অভিন্নতা ; সেইহেতু তাহা উপসংহার্য্য নহে।

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩।৩।১৪॥

সূত্রার্থ—[কঠবল্লীষু পঠ্যতে—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাঃ হ্যর্থাঃ", ইত্যারভ্য "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" (কঠ ১।৩ ১০-১১) ইতি তত্র কিম্ ইমানি বাক্যানি ভিন্নানি, উত আত্মপরম্ একম্ এব বাক্যম্ ইতি সন্দেহে; প্রতিপাদ্যভেদাৎ ভিন্নানি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **আধ্যানায়**—ধ্যানসাধ্যসাক্ষাৎকারায় [পুরুষঃ এব অর্থাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরত্বেন প্রতিপাদ্যঃ ইতি একম্ এব বাক্যম্। নতু ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বেন প্রত্যেকম্ অর্থাদয়ঃ প্রতিপাদ্যাঃ], **প্রয়োজনাভাবাৎ**। [নহি ইন্দ্রিয়পরত্বেন অর্থজ্ঞানং স্বতঃ কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং জনয়তি। অতঃ প্রতিপাদ্যভেদাভাবাৎ ন বাক্যভেদঃ]।

অনুবাদ—[কঠবল্লীসকলে পঠিত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়সকল হইতে বিষয়সকল শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি পরিসমাপ্তি, তিনিই পরমা গতি", ইত্যাদি। সেই স্থলে এই বাক্যসকল কি বিভিন্ন, অথবা আত্মপর একটীই বাক্য, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; প্রতিপাদ্যের বিভিন্নতাবশতঃ বিভিন্ন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **আধ্যানায়**—ধ্যানসাধ্য সাক্ষাৎকারের জন্য [বিষয় প্রভৃতি সকল পদার্থ হইতে পুরুষই শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদ্য, এইহেতু বাক্য একটীই। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিষয় প্রভৃতি প্রত্যেকটী শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদ্য নহে], **প্রয়োজনাভাবাৎ**—যেহেতু প্রয়োজন নাই। [যেহেতু ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠরূপে বিষয়বিষয়ক জ্ঞান স্বতঃ কোনপ্রকার প্রয়োজন (—ফল) উৎপাদন করে না। অতএব প্রতিপাদ্যের বিভিন্নতা না থাকায় বাক্যভেদ হয় না]

শাঙ্করভাষ্যম্

কাঠকে হি পঠ্যতে—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ", ইত্যারভ্য "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"॥(কঠ ১।৩।১০-১১) ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইমে সর্ব্বে এব অর্থাদয়ঃ ততঃ ততঃ পরত্বেন প্রতিপাদ্যন্তে, উত পুরুষঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

এব এভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি।২ তত্র তাবৎ সর্ব্বেষাম্ এব এষাং পরত্বেন প্রতিপাদনম্ ইতি ভবতি মতিঃ।৩ তথাহি শ্রূয়তে—'ইদম্ অস্মাৎ পরম্, ইদম্ অস্মাৎ পরম্' ইতি।৪ নমু

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অর্থাদিপরত্বরূপ সকল ও অপূর্ব ধর্মসকল ব্রহ্মবিদ্যাতে সর্বত্র উপসংহারযোগ্য।]

কঠশাখায় উপনিষদে পঠিত হইতেছে—"ইন্দ্রিয়সকল হইতে অর্থসকল (১) শ্রেষ্ঠ, বিষয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ", এইরূপে আরম্ভ করিয়া "পুরুষ (—ব্রহ্ম) হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি কাষ্ঠা (—কার্য্যকারণভাবের পরিসমাপ্তি), তিনি পরমা গতি", ইত্যাদি।১ সেই স্থলে সংশয় হইতেছে—এই অর্থ প্রভৃতি সকলগুলিই কি সেই সেই পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, অথবা পুরুষই এই সকল হইতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদিত হইতেছেন, ইত্যাদি।২ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে মনে হইতেছে—এই সকলগুলিরই শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদন হইয়াছে।৩ যেহেতু সেইপ্রকারই শ্রুত হইতেছে—'ইহা ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,' ইত্যাদি। [অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্মের আনন্দাদি ধর্ম্মের ন্যায়

ভাবদীপিকা

(১) অর্থ—বিষয়। রূপাদি বিষয়সকল স্বপ্রকাশনের জন্য * চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উৎপাদক (১।৩।১০ কঠভাষ্য)। যাহা উৎপাদক (—কারণ), তাহা তদপেক্ষা স্থূল যে কার্য্য, তাহা হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কারণ রূপতন্মাত্রা চক্ষু হইতে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। বাহ্য স্থূল রূপ ও তাহার কারণ রূপতন্মাত্রাকে এক করিয়া কার্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয়াপেক্ষা রূপাদি বিষয়কে শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে। এইভাবে ইন্দ্রিয়াপেক্ষা বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ হয়। অপরে বলেন—ইন্দ্রিয় বিষয়ের অধীন, কারণ বিষয় না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয় না; বিষয় ইন্দ্রিয়ের আকর্ষক। সেইহেতু অধীন ও আকৃষ্ট ইন্দ্রিয়াপেক্ষা স্বাধীন ও আকর্ষক বিষয় শ্রেষ্ঠ। বিষয়গ্রহণ মনের অধীন, সেইহেতু বিষয়াপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি এইরূপে সকল স্থলে বুঝিতে হইবে। [শ্রীমৎ গোপালযতীন্দ্রকৃত টীকা দ্রঃ)। অন্যে বলেন—বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের আন্তরতা, সুতরাং শ্রেষ্ঠতা লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বাহ্যবিষয় গ্রহণের পূর্ব্বে পুরুষের মনে বিষয়বিষয়ক অভিলাষ উৎপন্ন হয়। সেই অভিলাষদশাপন্ন বিষয় মনেই অবস্থান করে বলিয়া হয় আভ্যন্তর, সেইহেতু তাহা ইন্দ্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই অভিলাষদশাপন্ন বিষয় হইতে তাহার অধিষ্ঠান মনোবৃত্তি হয় অভ্যন্তর, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। বৃত্তি ও বৃত্তিমান্ অভিন্ন হওয়ায় মনোবৃত্তি হইতে, অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আভ্যন্তর, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। ব্যষ্টি বুদ্ধি হইতে সমষ্টি বুদ্ধি মহৎ-শব্দবাচ্য হিরণ্যগর্ভ আভ্যন্তর, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। মহৎ হইতে তাহার উপাদান অব্যক্ত (—মূলাজ্ঞান) আভ্যন্তর, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। সেই অব্যক্তের অধিষ্ঠান পুরুষ (—পরমাত্মা) আভ্যন্তর, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরমবিশ্রান্তিস্থান, তাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা। (বৈঃ ন্যায়মালা দ্রঃ)।

---

* প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ বলেন—গভীর সমুদ্রতলে রূপ, অর্থাৎ আলোক না থাকায় তত্রস্থ মৎস্যাদি জীবের চক্ষুই উৎপন্ন হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

বহুষু অর্থেষু পরত্বেন প্রতিপিপাদয়িষিতেষু বাক্যভেদঃ স্যাৎ।৫ নৈষঃ দোষঃ, বাক্যবহুত্বোপপত্তেঃ।৬ বহূনি এব হি এতানি বাক্যানি প্রভবন্তি বহুবিষয়ান্ পরত্বোপেতান্ প্রতিপাদয়িতুম্।৭ তস্মাৎ প্রত্যেকম্ এষাং পরত্বপ্রতিপাদনম্ ইতি।৮ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ-পুরুষঃ এব হি এভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি যুক্তং, ন প্রত্যেকম্ এষাং পরত্বপ্রতিপাদনম্।৯ কস্মাৎ?১০ প্রয়ো-

ভাষ্যানুবাদ

(৩।৩।১১ সূঃ) এই অর্থাদিপরত্বরূপ (—বিষয়াদির শ্রেষ্ঠতারূপ) ধর্ম্মসকল সর্ব্বত্র (—সকলপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতে) উপসংহৃত হইবে]।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু বহু বিষয়কে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করিলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে।৫ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু বাক্যের বহুত্ব সঙ্গত (—একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ দোষাবহ, এখানে প্রয়োজন থাকায় (২) তাহা দোষাবহ নহে)।৬ যেহেতু অবশ্যম্ভাবিরূপে বহু এই বাক্যসকল শ্রেষ্ঠতাগুণযুক্ত বহু বিষয়কে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ।৭ সেইহেতু (—বহু অপূর্ব্ব বিষয়ের সমর্পক হওয়ায় বাক্যভেদ অভীষ্ট হয় বলিয়া) ইহাদের (—বিষয় ও মন ইত্যাদির) প্রত্যেকটীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।৮

[সিঃ—ধ্যানপূর্ব্বক সম্যগ্দর্শনই শ্রুতির প্রতিপাদ্য হওয়ায় ফলাভাববশতঃ 'অর্থাদিপরত্বের' অনুপসংহার।]

[সিদ্ধান্ত-] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—পুরুষই এই সকল হইতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপাদিত হইতেছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত; ইহাদের (—বিষয়

ভাবদীপিকা

(২) প্রয়োজনশব্দের অর্থ—ফল। এই যে 'ইন্দ্রিয়াপেক্ষা বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা' ইত্যাদি, ইহাদের ধ্যান করিলে নিম্নোদ্ধৃত ফলসকল উৎপন্ন হয়, যথা—"দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ। ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥ বৌদ্ধা দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ। পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ॥ পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে"। (বায়ুপুরাণ ইত্যাদি। ভৌতিক—তন্মাত্রাকে আত্মরূপে ধ্যানকারী। আভিমানিক—অহঙ্কারকে অথবা মনকে আত্মরূপে ধ্যানকারী। বৌদ্ধ—বুদ্ধিকে আত্মরূপে ধ্যানকারী। অপর অর্থ স্পষ্ট। "বাতিপ্রায়ানুযায়ী উহাদের মধ্যে যে কোন একপ্রকার ধ্যানের ফলে স্থূলশরীর পাতের অনন্তর উপাসক ততকাল পর্য্যন্ত তাহাতে লীন হইয়া অবস্থান করেন"। যোঃ সূঃ ১।১৯ তত্ত্ববৈঃ দ্রঃ)। যোগবার্ত্তিককার বলেন—উক্তপ্রকার ধ্যানের ফলে উপাসকগণ ইন্দ্রিয়াদির অভিমানী সূর্য্যাদি পদ প্রাপ্ত হন ও ততকাল সেই পদে অবস্থান করেন। যাহাহউক, উক্তপ্রকার ধ্যানের ফল থাকায় উক্ত বাক্যসকল অপূর্ব্ব বিষয় প্রতিপাদন করে বলিয়া বাক্যভেদ হইলেও দোষাবহ নহে। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকালে উক্তপ্রকার ধ্যান করিলে সেই বিদ্যা হয় শীঘ্র ফলপ্রদ এবং উপাসক হন বিবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত। সেইহেতু ব্রহ্মবিদ্যাতেও অর্থাদিপরত্বরূপ ধর্ম্মসকলের উপসংহার হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। (প্রকটার্থবিবরণ ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণাদি দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

জনাভাবাৎ।১১ নহি ইতরেষু পরত্বেন প্রতিপন্নেষু কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা।১২ পুরুষে তু ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরস্মিন্ সর্ব্বানর্থব্রাতাতীতে প্রতিপন্নে দৃশ্যতে প্রয়োজনং মোক্ষসিদ্ধিঃ।১৩ তথাচ শ্রুতিঃ—"নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" (কঠ ১।৩।১৫) ইতি।১৪ অপিচ পরপ্রতিষেধেন কাষ্ঠাশব্দেন চ পুরু-

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতির) প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় নাই।৯ তাহাতে হেতু কি?১০ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু প্রয়োজন নাই।১১ যেহেতু অপরসকল (—পুরুষভিন্ন বিষয় ও মন প্রভৃতি) শ্রেষ্ঠরূপে বিজ্ঞাত হইলে কোনপ্রকার ফল পরিদৃষ্ট হইতেছে না, অথবা শ্রুতিতেও বর্ণিত হইতেছে না (৩)।১২ কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও সকলপ্রকার অনর্থসঙ্ঘের অতীত পুরুষ বিজ্ঞাত হইলে মোক্ষসিদ্ধিরূপ ফল পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৩ দেখ, শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—"তাঁহাকে অবগত হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়", ইত্যাদি।১৪ আর দেখ, ["পুরুষাৎ ন পরং

ভাবদীপিকা

(৩) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (কঠ ১।৩।৯), এইপ্রকার উপক্রম এবং "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" (ঐ ১।৩।১১), এইপ্রকার উপসংহারের বলে ইহা ব্রহ্মবোধক প্রকরণ, উত্তরোত্তর উৎকর্ষযুক্ত বিষয়াদির ধ্যানবিষয়ক প্রকরণ নহে, ইহা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং সাংখ্য ও যোগমতাবলম্বিগণ উক্ত বায়ুপুরাণবচনবলে যাহাই বলুন না কেন, শ্রুতিতে তন্মতসিদ্ধ মহৎ ও প্রধানাদির প্রত্যভিজ্ঞা না হওয়ায় (১।৪।১ আনুমানিকাধিকরণ দ্রঃ) প্রস্তাবিতস্থলে তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণীয় নহে। বিষ্ণুর পরম পদ বিজ্ঞাত হইলে নিখিল অনর্থের আকরস্বরূপ অবিদ্যার আত্যন্তিক উপরম হয়, ইহা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের অনুভবসিদ্ধ, সুতরাং দৃষ্টফল। দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে বিষয়াদির উত্তরোত্তর উৎকর্ষধ্যানজন্য কোনপ্রকার অদৃষ্ট ফল কল্পনা ন্যায্য নহে। কিন্তু "দশ মন্বন্তরাণীহ", ইত্যাদি বচন তো ব্যর্থ হইতে পারে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তাদৃশ উপাসনার ফল থাকে, থাকুক্। প্রস্তাবিত স্থলে তাহা অঙ্গীকার করা যায় না; কারণ "নাম ব্রহ্ম ইত্যুপাস্তে" (ছাঃ ৭।১।৫), ইত্যাদি স্থলে "যাবৎ নাম্নঃ গতম্" ইত্যাদিরূপ ফলশ্রবণ থাকায় এবং 'উপাস্তে' এইপ্রকার বিধায়ক শব্দ থাকায় যেমন অবান্তর বাক্যভেদ অঙ্গীকার করিয়া বিভিন্ন উপাসনা অঙ্গীকার করা হইয়াছে, প্রস্তাবিত স্থলে তাদৃশ কিছুই নাই। সেইহেতু এই স্থলে বাক্যভেদ অঙ্গীকার করিয়া কোনপ্রকার উপাসনা ও তাহার ফল অঙ্গীকার করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাতে ইহাদের উপসংহারের প্রশ্নই উঠে না। আচ্ছা, তাহা হইলে বিষয়াদির উক্ত উত্তরোত্তর উৎকর্ষ শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে কেন? বলিতেছি—পুরুষে (—ব্রহ্মে) চিত্তসমাধানের উপায়রূপেই সেই সকল পঠিত হইয়াছে, ইহা উক্ত বাক্যসকলের একবাক্যতাবলেই সিদ্ধ হয়। একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ অসঙ্গত। কিন্তু পুরুষবিষয়ক জ্ঞান হইলে অবিদ্যার উপরম ও মোক্ষ হয়, ইহা কিপ্রকারে জানিলে? 'পুরুষস্য পরত্বধীঃ ন ফলবতী পরত্বধীত্বাৎ অর্থাদিপরত্বধীবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে মোক্ষরূপ ফল তো সিদ্ধ হয় না। উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পুরুষে—'কিন্তু' ইত্যাদি (১৩ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্ববিষয়ম্ আদরং দর্শয়ন্ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থা এব পূর্বাপরপ্রবাহোক্তিঃ ইতি দর্শয়তি—"আধ্যানায়" ইতি ।১৫ আধ্যানপূর্বকায় সম্যগ্দর্শনায় ইত্যর্থঃ ।১৬ সম্যগ্দর্শনার্থম্ এব হি ইহ আধ্যানম্ উপদিশ্যতে, ন তু আধ্যানম্ এব স্বপ্রধানম্ ।১৭।৩।৩।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা" (কঠ ১।৩।১১) ইত্যাদি বাক্যে] পরের (—পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠের) প্রতিষেধদ্বারা এবং [চরম পরিসমাপ্তিবোধক] কাষ্ঠাশব্দের দ্বারা পুরুষবিষয়ে আদর প্রদর্শনকরতঃ ['ইন্দ্রিয়াপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদিপ্রকার] পূর্ব্বাপর প্রবাহের বর্ণনা যে পুরুষবিষয়ক জ্ঞানের জন্য, ইহা [আচার্য্য] প্রদর্শন করিতেছেন —"আধ্যানায়" ইত্যাদি ।১৫ ইহার অর্থ—ধ্যানপূর্বক সম্যগ্দর্শনের জন্য ।১৬ [কিন্তু সূত্রে আছে 'আধ্যানায়', তুমি সম্যগ্দর্শনকে কোথায় প্রাপ্ত হইতেছ ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সম্যগ্দর্শনের জন্যই এখানে ধ্যান উপদিষ্ট হইতেছে, কিন্তু ধ্যানই স্বপ্রধানভাবে (—অন্যনিরপেক্ষভাবে) নহে ।১৭ [অতএব ধ্যানপূর্বক সম্যগ্দর্শন প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য, 'অর্থাদিপরতা' প্রতিপাদনে নহে, ইহাই নিশ্চিত হয়] ।৩।৩।১৪॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥৩।৩।১৫॥

সূত্রার্থ—[সর্বস্মাৎ পরত্বেন পুরুষস্যৈব অত্র প্রতিপাদ্যত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—] চকারঃ—যুক্ত্যন্তরসমুচ্চয়ার্থঃ। ["সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে" (কঠ ১।৩।১২), ইত্যাদিশ্রুতৌ] **আত্মশব্দাৎ**—প্রস্তাবিতে পুরুষে আত্মশব্দশ্রবণাৎ [আত্মপরম্ ইদং বাক্যম্ ইতি গম্যতে। অতঃ শ্রুত্যা তস্য আত্মনঃ মানান্তরাবেদ্যস্বরূপাপূর্ণত্বপ্রতিপাদনাৎ তৎপ্রতিপত্ত্যর্থৈব অয়ম্ ইন্দ্রিয়াদিপ্রবাহোক্তিঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে পুরুষেরই প্রতিপাদ্যতা বিষয়ে অন্য হেতুর কথা বলিতেছেন—] চকারটী—অন্য যুক্তি সমুচ্চয়ের জন্য। ["সর্ব্ব প্রাণীতে গূঢ়রূপে (—মায়াচ্ছাদিতরূপে) অবস্থিত আত্মা প্রকাশিত হন না", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **আত্মশব্দাৎ**—প্রস্তাবিত পুরুষে আত্মশব্দ শ্রুত হওয়ায় এই [কঠ ১।৩।১০,১১] বাক্য আত্মাকে প্রতিপাদন করে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব শ্রুতিকর্তৃক সেই আত্মার অন্যপ্রমাণদ্বারা অগম্যতারূপ অপূর্ণতা প্রতিপাদিত হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানের জন্যই এই ইন্দ্রিয়াদির প্রবাহ বর্ণিত হইতেছে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থা এব ইয়ম্ ইন্দ্রিয়াদিপ্রবাহোক্তিঃ ।১ যৎকারণম্ "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ॥ (কঠ ১।৩।১২) ইতি প্রকৃতং পুরুষম্ আত্মা ইতি আহ ।২ অতশ্চ অনাত্মত্বম্ ইতরেষাং বিবক্ষিতম্ ইতি গম্যতে ।৩ তস্যৈব চ দুর্বিজ্ঞানতাং সংস্কৃতমতিগম্যতাং চ

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়তি ।৪ তদ্বিজ্ঞানায় এব "যচ্ছেদ্ বাক্ মনসী প্রাজ্ঞঃ" (কঠ ১।৩।১৩) **ইতি আধ্যানং বিদধাতি ।৫ তদ্ব্যাখ্যাতম্ "আনুমানিকম্ অপি একেষাম্"** (১।৪।১) **ইত্যত্র ।৬ এবম্ অনেকপ্রকারঃ আশয়াতিশয়ঃ শ্রুতেঃ পুরুষে লক্ষ্যতে, ন ইতরেষু ।৭ অপিচ "সঃ অধ্বনঃ পারম্ আপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"** (কঠ ১।৩।৯), **ইতি উক্তে 'কিং তৎ অধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' ইতি অস্যাম্ আকাঙ্ক্ষায়াম্ ইন্দ্রিয়াদ্যনুক্রমণাৎ পরমপদপ্রতিপত্ত্যর্থঃ এব অয়ম্ আয়াসঃ ইতি অবসীয়তে ।৮।১।৩।১৫। ইতি সপ্তমম্ আধ্যানাধিকরণম্ ।**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সকল ও অনধিগত আত্মতত্ত্ব ও তৎপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য ।]

আর এইহেতুবশতঃ এই ইন্দ্রিয়াদির প্রবাহের বর্ণনা পুরুষবিষয়ক জ্ঞানের জন্যই ।১ যেহেতু "সকল প্রাণীতে গূঢ়রূপে (—মায়াচ্ছাদিতরূপে) অবস্থিত এই আত্মা প্রকাশিত হন না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণকর্তৃক সূক্ষ্ম ও একাগ্র বুদ্ধির দ্বারা পরিদৃষ্ট হন", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত পুরুষকে [শ্রুতি] আত্মা বলিতেছেন ।২ আর সেইহেতু [ইন্দ্রিয় ও বিষয় ইত্যাদি] অপরসকলের অনাত্মতাই বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।৩ আবার তাঁহারই (—সেই আত্মারই) দুর্বিজ্ঞেয়তা ও সংস্কৃতবুদ্ধিগম্যতাকে [কঠ ১।৩।১২ শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন ।৪ তাঁহাকে অবগত হইবার জন্যই "প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে লয় করিবেন", এইপ্রকারে [শ্রুতি] ধ্যান বিধান করিতেছেন ।৫ [কিন্তু উক্ত বাক্যে বাগাদির নিয়মনমাত্র প্রতীত হইতেছে, ধ্যানের বিধান কোথায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহা "আনুমানিকমপি একেষাম্" এই স্থলে [৪৭ ভাষ্যবাক্য হইতে] ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।৬ এইপ্রকারে শ্রুতির অনেকপ্রকার আশয়াতিশয় (– বিশেষ অভিপ্রায়) পুরুষে লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু [ইন্দ্রিয়াদি] অন্য বস্তুতে নহে ; [কারণ ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিষয়াদির শ্রেষ্ঠতা পুরুষ নিজবুদ্ধিবলেই জানিতে পারে, তৎপ্রতিপাদনে অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই] ।৭ আবার দেখ, "বিষ্ণুর সেই পরমপদস্বরূপ সংসারমার্গের পার প্রাপ্ত হন", এইপ্রকার বর্ণিত হইলে 'বিষ্ণুর পরমপদস্বরূপ সংসারমার্গের সেই পারটী কি', ইত্যাদি এই আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির অনুক্রমণ (—পরম্পরাক্রমে বর্ণনা) হইয়াছে বলিয়া [শ্রুতির] এই আয়াস পরমপদ অবগতির জন্য, ইহা নিশ্চিত হইতেছে (৪) ।৮ ॥১।৩।১৫॥

আধ্যানাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(৪) উপক্রমে 'বিষ্ণুর পরম পদ" (কঠ ১।৩।৯), উপসংহারে "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ" (ঐ ১।৩।১১) ইত্যাদিরূপে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, সংসারগতির পারস্বরূপ ফল এবং

৮। আত্মগৃহীত্যধিকরণম্ [১৬-১৭ সূত্র]

[প্রথমবর্ণকম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ঐতরেয় ১।১ শ্রুতিস্থ আত্মশব্দের অর্থ পরমেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ নহেন। সেইহেতু তত্রস্থ আত্মবিদ্যাতে সত্যত্বাদি গুণের উপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে বাক্যভেদভয়ে ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির পৃথক্ প্রতিপাদ্যতা নাই, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার ন্যায় "প্রজাপতেঃ রেতঃ দেবাঃ" (ঐতঃ আঃ ২।৩।১), ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদিত হওয়ায় বাক্যভেদভয়ে "আত্মা বৈ ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।১, ঐতঃ ১।১) ইত্যাদি বাক্যে আত্মশব্দে হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ব্রহ্ম নহেন, (—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের প্রতিপাদ্যতা নাই), ইহা স্বীকার করিতে হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

আত্মা বা ইদমিত্যত্র বিরাট্ স্যাদথবেশ্বরঃ।
ভূতাসৃষ্টেনেশ্বরঃ স্যাদ্গবাদ্যানয়নাদ্বিরাট্ ॥
ভূতোপসংহৃতেরীশঃ স্যাদদ্বৈতাবধারণাৎ।
অর্থবাদো গবাদ্যুক্তির্ব্রহ্মাত্মত্বং বিবক্ষিতম্॥

অন্বয়—"আত্মা বৈ ইদম্", ইতি অত্র বিরাট্ স্যাৎ, অথবা ঈশ্বরঃ ? ভূতাসৃষ্টেঃ ঈশ্বরঃ ন স্যাৎ, গবাদ্যানয়নাৎ বিরাট্। অদ্বৈতাবধারণাৎ ভূতোপসংহৃতেঃ ঈশঃ স্যাৎ, গবাদ্যুক্তিঃ অর্থবাদঃ, ব্রহ্মাত্মত্বং বিবক্ষিতম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ঐতরেয়কে শ্রূয়তে "আত্মা বৈ ইদম্ একঃ এব অগ্রে আসীৎ" (ঐতঃ ১।১), ইত্যাদি। ইদমেবাত্র বিষয়বাক্যম্। আত্মশব্দস্য পরমাত্মনি সূত্রাত্মনি চ প্রয়োগদর্শনাৎ ভবতি তত্র সংশয়ঃ—] আত্মা বৈ ইদম্", ইতি অত্র বিরাট্ [আত্মশব্দবাচ্যঃ] স্যাৎ, অথবা ঈশ্বরঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—[তৈত্তিরীয়চ্ছান্দোগ্যাদিষু ঈশ্বরপ্রকরণে ভূতসৃষ্ট্যভিধানদর্শনাৎ, অত্র তু]· ভূতাসৃষ্টেঃ ঈশ্বরঃ ন [আত্মশব্দবাচ্যঃ] স্যাৎ। ["তাভ্যঃ গাম্ আনয়ৎ" (ঐতঃ ১।২।২), ইত্যাদিশ্রুতৌ চ শরীরিণাম্ উপযোগিনঃ] গবাদ্যানয়নাৎ [শরীরী] বিরাট্ [এব অত্র আত্মশব্দবাচ্যঃ]।

সিদ্ধান্ত—["একঃ এব অগ্রে আসীৎ", ইতি] অদ্বৈতাবধারণাৎ [নির্ব্বিশেষস্য চ পরমেশ্বরস্য জ্ঞেয়স্য সর্ব্বত্র একত্বাৎ শাখান্তরপঠিত-] ভূতোপসংহৃতেঃ ঈশঃ [আত্মশব্দার্থঃ] স্যাৎ। [তদ্বেদনে পুরুষার্থাভাবাৎ] গবাদ্যুক্তিঃ অর্থবাদঃ। [অথ যদি ইন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃদেবানাং চ পিণ্ডপ্রবেশম্ অন্তরেণ গবাদীনাং ভোগাসম্ভবাৎ গবাদ্যানয়নস্য ভূতার্থবাদত্বং মন্তব্যঃ, তর্হি বিরাডাদিরূপো পরমেশ্বরঃ এব গবাদিকম্ আনয়তু। অথ শ্রূয়মাণস্য গবানয়নপ্রপঞ্চস্য অর্থবাদত্বে শ্রুতেঃ বিবক্ষিতার্থঃ কোঽপি ন সিধ্যেৎ ইতি চেৎ ? ন, যতঃ "আত্মা বৈ", ইতি উপক্রম্য "সঃ এতম্ এব পুরুষং ব্রহ্ম ততমম্ অপশ্যৎ" (ঐতঃ ১।৩।১৩), "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ ৩।১।৩), ইতি উপসংহারাৎ অত্র] ব্রহ্মাত্মত্বং বিবক্ষিতম।

ভাবদীপিকা

তৎপ্রাপ্তির উপায়রূপে 'ইন্দ্রিয়াদির পারম্পর্য্য', ইত্যাদি বর্ণিত হওয়ায় একমাত্র পুরুষস্বরূপাবগতিতেই (—আত্মজ্ঞানেই) এই বাক্যসকলের একবাক্যতা নিশ্চিত হইলে বাক্যভেদ ও তাহাদের বিভিন্ন ফলকল্পনা (২ ভাবদীঃ) সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব। আধ্যানাধিকরণ সমাপ্ত।

অনুবাদ

সংশয়—[ঐতরেয়কে পঠিত হইতেছে—"অগ্রে (—সৃষ্টির পূর্ব্বে) ইহা (—জগৎ) একমাত্র আত্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল", ইত্যাদি। ইহাই এখানে বিষয়বাক্য। পরমাত্মাতে এবং সূত্রাত্মাতে (—হিরণ্যগর্ভে) আত্মশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সেই স্থলে সংশয় হইতেছে—] "আত্মা বৈ ইদম্" ইত্যাদি এই স্থলে বিরাট্ আত্মশব্দবাচ্য, অথবা ঈশ্বর?

পূর্ব্বপক্ষ—[তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য প্রভৃতিতে ঈশ্বরপ্রতিপাদক প্রকরণে [ক্ষিত্যাদি] ভূতসৃষ্টির বর্ণনা পরিদৃষ্ট হওয়ায়, এখানে কিন্তু] ভূতসৃষ্টি বর্ণিত না হওয়ায়, ঈশ্বর আত্মশব্দবাচ্য হইবেন না। [আর "তাঁহাদের জন্য গবাকৃতি পিণ্ড আনয়ন করিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে শরীরধারিগণের উপযোগী] গোপিণ্ডাদির আনয়নবশতঃ [শরীরধারী] বিরাট্ই এই স্থলে (—ঐতঃ ১।১ বাক্যে) আত্মশব্দবাচ্য।

সিদ্ধান্ত—["একমাত্র আত্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল", এইপ্রকারে] অদ্বৈতের অবধারণ হওয়ায়, [আর নির্ব্বিশেষ জ্ঞেয় পরমেশ্বর সর্ব্বত্র এক হওয়ায়, শাখান্তরপঠিত] ভূতসকলের উপসংহার হয় বলিয়া পরমেশ্বরই হইবেন আত্মশব্দের অর্থ। [তাহার (—গবাদির) জ্ঞানে পুরুষার্থ না থাকায়] গবাদির বর্ণনা অর্থবাদ। [আর ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের গবাদিপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ ব্যতিরেকে গবাদিসকলের ভোগ সম্ভব না হওয়ায় গোপিণ্ডাদির আনয়নকে যদি ভূতার্থবাদ মনে কর, তাহা হইলে বিরাডাদি দ্বারা পরমেশ্বরই গোপিণ্ডাদিকে আনয়ন করুন্। আর যাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, সেই গোপিণ্ডাদির আনয়ন প্রভৃতি অর্থবাদ হইলে শ্রুতির কোনপ্রকার বিবক্ষিত অর্থ সিদ্ধ হয় না, যদি ইহা বল। তদুত্তরে বলিব—তাহা নহে, যেহেতু "আত্মা বৈ" এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "তিনি এই পুরুষকেই সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন", এবং "প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম", এইপ্রকারে উপসংহার হওয়ায় এখানে] ব্রহ্মাত্মতা (—আত্মশব্দের অর্থ ব্রহ্ম, ইহা) বিবক্ষিত হইয়াছে।

ফলভেদ——পূর্ব্বপক্ষে, পরমাত্মা আত্মশব্দের অর্থ না হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানের জন্য সত্যত্ব ও আনন্দত্বাদি ধর্ম্মের অনুপসংহার। সিদ্ধান্তে—অতএব আত্মশব্দের অর্থ পরমাত্মা হওয়ায় উক্ত ধর্ম্মসকলের উপসংহার।

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥৩।৩।১৬॥

পদচ্ছেদ— আত্মগৃহীতিঃ, ইতরবৎ, উত্তরাৎ।

সূত্রার্থ—[ঐতরেয়কে শ্রূয়তে—"আত্মা বৈ" (ঐতঃ ১।১) ইত্যাদি। তত্র কিম্ আত্মশব্দেন হিরণ্যগর্ভঃ উচ্যতে, পরমাত্মা বা ইতি সন্দেহে; হিরণ্যগর্ভঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অস্মিন্ সৃষ্টিবাক্যে আত্মশব্দেন] **আত্মগৃহীতিঃ**—পরমাত্মনঃ এব গ্রহণম্, [ন অন্যস্য]। **ইতরবৎ**—যথা ইতরেষু সৃষ্টিবাক্যেষু "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১।৩), ইত্যাদিষু আত্মশব্দেন পরমাত্মনঃ এব গ্রহণম্, তদ্বৎ [অত্রাপি ভবিষ্যতি। কুতঃ?] **উত্তরাৎ**—"সঃ ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ ইতি", "সঃ ইমান্ লোকান্ অসৃজত" (ঐতঃ ১।১-২) ইতি ঈক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্বরূপাৎ উত্তরবিশেষণাৎ ইত্যর্থঃ। [তচ্চ বিশেষণং পরমাত্মনি এব মুখ্যত্বেন শ্রুত্যন্তরেষু অবগতম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[ঐতরেয়কে পঠিত হইতেছে—"আত্মা বৈ" ইত্যাদি। সেই স্থলে আত্ম

শব্দের দ্বারা কি হিরণ্যগর্ভ বর্ণিত হইতেছেন, অথবা পরমাত্মা, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'হিরণ্যগর্ভ', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এই সৃষ্টিবোধক বাক্যে আত্মশব্দের দ্বারা, **আত্মগৃহীতিঃ**—পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে, [অন্যের নহে]। **ইতরবৎ**—যেমন "আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি অন্যান্য সৃষ্টিবোধক বাক্যসকলে আত্মশব্দের দ্বারা পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে, তাহার ন্যায় [এই স্থলেও হইবে। কেন? বলিতেছি—] **উত্তরাৎ**—যেহেতু "তিনি ঈক্ষণ করিলেন—লোকসকলকে সৃষ্টি করিব", "তিনি এই লোকসকলকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকার ঈক্ষণপূর্ব্বক স্রষ্টৃত্বরূপ পরবর্ত্তী বিশেষণ আছে। [আর সেই বিশেষণ অন্যান্য শ্রুতিসকলে পরমাত্মাতেই মুখ্যভাবে অবগত হওয়া গিয়াছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঐতরেয়কে শ্রূয়তে—"আত্মা বৈ ইদম্ একঃ এব অগ্রে আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, সঃ ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ ইতি", "সঃ ইমান্ লোকান্ অসৃজত অম্ভোমরীচীর্মরম্ আপঃ" (ঐতঃ ১।১-২) ইত্যাদি।১ তত্র সংশয়ঃ—কিং পরঃ এব আত্মা ইহ আত্মশব্দেন অভিলপ্যতে, উত অন্যঃ কশ্চিৎ ইতি।২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৩ ন পরমাত্মা ইহ আত্মশব্দাভিলপ্যঃ ভবিতুম্ অর্হতি ইতি।৪ কস্মাৎ?৫ বাক্যান্বয়দর্শনাৎ।৬ ননু বাক্যান্বয়ঃ সুতরাং পরমাত্মবিষয়ঃ দৃশ্যতে, প্রাগুৎপত্তেঃ আত্মৈকত্বাবধারণাৎ ঈক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্ববচনাৎ চ।৭ ন ইতি উচ্যতে, লোকসৃষ্টিবচনাৎ।৮ পরমাত্মনি হি স্রষ্টরি

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—লিঙ্গ ও প্রকরণবলে আত্মশব্দে হিরণ্যগর্ভ গ্রহণীয় হওয়ায় সত্যাদি গুণের অনুপসংহার।]

ঐতরেয়কে শ্রুত হইতেছে—"অগ্রে (—সৃষ্টির পূর্ব্বে) ইহা (—জগৎ) একমাত্র আত্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল, ব্যাপারবান্ অন্য কিছু ছিল না, তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন—'লোকসমূহকে সৃষ্টি করিব", "তিনি এই লোকসমূহকে সৃষ্টি করিলেন—' অম্ভোলোক (—চন্দ্রলোকগত জলদ্বারা ব্যাপ্ত লোক), মরীচিলোকসকল (—সূর্য্যকিরণব্যাপ্ত অন্তরিক্ষলোকসকল), মরলোক (—পৃথিবী) এবং আপোলোক (—পাতাল), ইত্যাদি।১ সেই স্থলে সংশয় হয়—এই স্থলে আত্মশব্দের দ্বারা কি পরমাত্মা কথিত হইতেছেন, অথবা অন্য কেহ?২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] এই স্থলে পরমাত্মা আত্মশব্দের দ্বারা কথিত হইবার যোগ্য নহেন।৪ তাহাতে হেতু কি?৫ [উত্তর—] যেহেতু বাক্যসকলের অন্বয় পরিদৃষ্ট হয় (—পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনাদ্বারা এইপ্রকার তাৎপর্য্যই নির্ণীত হয়)।৬ [শঙ্কা—] কিন্তু বাক্যসকলের পরমাত্মবিষয়ক অন্বয় (—পরমাত্মপ্রতিপাদনে একবাক্যতা) অধিকতরভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু [জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মার একত্ব ["একঃ এব" এইরূপে] নিশ্চিত হইতেছে এবং যেহেতু ঈক্ষণপূর্ব্বক স্রষ্টৃত্ববোধক বাক্য রহিয়াছে।৭ [সমাধান—] না, ইহা কথিত হইতেছে, যেহেতু লোকসকলের সৃষ্টিবোধক বাক্য আছে।৮ দেখ, পরমাত্মা স্রষ্টৃরূপে পরিগৃহীত হইলে প্রথমে

শাঙ্করভাষ্যম্

পরিগৃহ্যমাণে মহাভূতসৃষ্টিঃ আদৌ বক্তব্যা, লোকসৃষ্টিস্তু ইহ আদৌ উচ্যতে।৯ লোকাশ্চ মহাভূতসান্নিবেশবিশেষাঃ।১০ তথাচ অম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকত্বেন এব নির্ব্বক্তি—"অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবম্" (ঐতঃ ১।২) ইত্যাদিনা।১১ লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেন অপরেণ কেনচিৎ ঈশ্বরেণ ক্রিয়তে ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোঃ উপলভ্যতে।১২ তথাহি শ্রুতিঃ ভবতি—"আত্মা এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ" (বৃঃ ১।৪।১) ইত্যাদ্যা।১৩ স্মৃতিরপি "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত" ॥ ইতি।১৪ ঐতরেয়িণঃ অপি "অথাতঃ রেতসঃ সৃষ্টিঃ প্রজাপতে রেতো দেবাঃ" (ঐঃ আঃ ২।৩।১), ইত্যত্র পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃকাং বিচিত্রাং সৃষ্টিম্ আমনন্তি।১৫ আত্মশব্দঃ অপি

ভাষ্যানুবাদ

[আকাশাদি] মহাভূতসকলের সৃষ্টি বর্ণিত হওয়া উচিত, এখানে কিন্তু [অম্ভঃ প্রভৃতি] লোকসকলের সৃষ্টি প্রথমে বর্ণিত হইতেছে।৯ আর লোকসকল [পূর্ব্বসৃষ্ট] মহাভূতসকলের সন্নিবেশবিশেষ মাত্র। [সুতরাং ঈক্ষণপূর্ব্বক লোকস্রষ্টৃত্ব লিঙ্গ পরমাত্মাকে সমর্পণ করে না।১০ আচ্ছা, প্রকরণবলে লোকশব্দে মহাভূতই গৃহীত হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, "উহাই অম্ভোলোক, যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] অম্ভঃ প্রভৃতিকে লোকরূপেই নির্ব্বচন করিতেছেন, [মহাভূতরূপে নহে।১১ আচ্ছা, তাহা হইলে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর লোকসকলের স্রষ্টা হউন্। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—] আর লোকসকলের সৃষ্টি পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত (—প্রেরিত) অপর কোন ঈশ্বরের (—হিরণ্যগর্ভের) দ্বারা সম্পাদিত হয়, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।১২ সেই শ্রুতি এই—"ইহা (—বিভিন্ন লোক ও শরীরসকল) অগ্রে নরাকার এক আত্মরূপেই (—বিরাট্‌-রূপেই) বর্ত্তমান ছিল", ইত্যাদি।১৩ স্মৃতিও এই—"তিনিই (—হিরণ্যগর্ভই) প্রথম শরীরধারী, তিনিই পুরুষরূপে কথিত হন; ভূতসকলের (—পূঃ মতে লোকসকলের, সিঃ মতে—প্রাণীসকলের) আদি কর্ত্তা সেই ব্রহ্মা অগ্রে (—উক্ত লোক, বা প্রাণীসকলের সৃষ্টির পূর্ব্বে) বর্ত্তমান ছিলেন", ইত্যাদি।১৪ ঐতরেয়শাখাধ্যায়িগণও "অনন্তর (—উক্থে পুরুষদৃষ্টি কথনের অনন্তর, যেহেতু সেই পুরুষের মহত্ত্বরূপ বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে], সেইহেতু রেতের (—সারভূত কার্য্যের) সৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে, দেবগণ প্রজাপতির রেতঃ", ইত্যাদি এই পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিচিত্র সৃষ্টিকে পাঠ করেন।১৫ [কিন্তু উপক্রমস্থ 'আত্মশব্দ' (ঐতঃ ১।১) এবং উপসংহারস্থ 'ব্রহ্মশব্দরূপ' (ঐতঃ ৩।১।৩) শ্রুতিপ্রমাণবলে পরমাত্মাকেই অবগত হওয়া যায় বলিয়া ঈক্ষণপূর্ব্বক লোকস্রষ্টৃত্বরূপ লিঙ্গ ও

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মিন্" প্রযুজ্যমানঃ দৃশ্যতে—"আত্মা এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ (বৃঃ ১।৪।১) ইতি অত্র। ১৬ একত্বাবধারণম্ অপি প্রাগুৎপত্তেঃ স্ববিকারাপেক্ষম্ উপপদ্যতে।১৭ ঈক্ষণম্ অপি তস্য চেতনত্বাভ্যুপগমাৎ উপপন্নম্।১৮ অপি চ "তাভ্যঃ গাম্ আনয়ৎ, তাভ্যঃ অশ্বম্ আনয়ৎ, তাভ্যঃ পুরুষম্ আনয়ৎ, তাঃ অব্রুবন্" (ঐতঃ ১।২-৩), ইতি এবংজাতীয়কঃ ভূয়ান্ ব্যাপারবিশেষঃ লৌকিকেষু বিশেষবৎসু আত্মসু প্রসিদ্ধঃ ইহ অনুগম্যতে।১৯ তস্মাৎ বিশেষবান্ এব কশ্চিৎ ইহ আত্মা স্যাৎ ইতি।২০ এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—পরঃ এব আত্মা ইহ আত্মশব্দেন গৃহ্যতে।২১ ইতরবৎ।২২ যথা ইতরেষু সৃষ্টিশ্রবণেষু "তস্মাদ্ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

প্রকরণপ্রমাণবলে হিরণ্যগর্ভকে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ? তদুত্তরে উক্ত শ্রুতিপ্রমাণসকলের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন—] "পূর্বে ইহা পুরুষাকার এক আত্মরূপেই বর্তমান ছিল", ইত্যাদি এই স্থলে আত্মশব্দও তাঁহাতে (—প্রজাপতিতে) প্রযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে (১)।১৬ একত্বের অবধারণও [লোকসকল ও শরীরসকলের] উৎপত্তির পূর্বে নিজের কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া উপপন্ন হয় ।১৭ আবার 'ঈক্ষণও' তাঁহার (—প্রজাপতির) চেতনতা অঙ্গীকৃত হওয়ায় হয় সঙ্গত।১৮ আবার দেখ, তাঁহাদিগের (—ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের) জন্য গবাকৃতি পিণ্ড আনয়ন করিলেন, তাঁহাদিগের জন্য অশ্বাকৃতি পিণ্ড আনয়ন করিলেন, তাঁহাদিগের জন্য পুরুষ (—নরাকৃতি পিণ্ড) আনয়ন করিলেন, তাঁহারা বলিলেন", ইত্যাদি এইজাতীয় যে বহু ব্যাপারবিশেষ, যাহা বিশেষযুক্ত লৌকিক আত্মাসকলে (—শরীরাদিযুক্ত পুরুষসকলে) প্রসিদ্ধ, তাহা এখানে (– স্রষ্টা আত্মাতে) অবগত হওয়া যাইতেছে ।১৯ সেইহেতু (—উক্তপ্রকার ব্যবহাররূপ ও 'ঈক্ষণপূর্বক লোকস্রষ্টৃত্ব রূপ' লিঙ্গ এবং প্রকরণপ্রমাণ থাকায়) বিশেষযুক্ত কেহই (—শরীরাদিযুক্ত হিরণ্যগর্ভই) এখানে (–ঐতঃ ১।১ বাক্যে) আত্মশব্দবাচ্য হইবেন, ইত্যাদি ।২০ [অতএব (ঐতঃ ১।১ বাক্যে হিরণ্যগর্ভই প্রতিপাদিত হওয়ায় পরমাত্মবিদ্যাতে উপসংহারযোগ্য সত্যত্বাদি গুণসকলের উপসংহার হইবে না]।

ভাবদীপিকা

(১) আবার 'ব্রহ্মলোক' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মশব্দও ব্রহ্মলোকের অধিপতি প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভে প্রযুক্ত হয় । সুতরাং আত্ম ও ব্রহ্মশব্দ পরমাত্মসমর্পক অব্যভিচরিত শ্রুতিপ্রমাণ নহে । সেইহেতু ঈক্ষণপূর্বক লোকস্রষ্টৃত্ব লিঙ্গ (৭ বাক্য) ও প্রকরণ প্রজাপতিকেই সমর্পণ করে, ইহাই ভাব । এক্ষণে "একঃ এব" (ঐতঃ ১।১), এই প্রকারে আত্মার একত্বাবধারণরূপ পরমাত্মবোধক লিঙ্গের (৭ বাক্য) অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন—একত্বাবধারণম্—'একত্বের' ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

২।১।১) ইতি এবমাদিষু পরস্য আত্মনঃ গ্রহণম্ ।২৩ যথা চ ইতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দপ্রয়োগে প্রত্যগাত্মা এব মুখ্যঃ আত্মশব্দেন গৃহ্যতে, তথা ইহাপি ভবিতুম্ অর্হতি ।২৪ যত্র তু "আত্মা এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।১), ইতি এবমাদৌ "পুরুষবিধঃ" ইতি এবমাদি বিশেষণান্তরং শ্রূয়তে, ভবেৎ তত্র বিশেষবতঃ আত্মনঃ গ্রহণম্ ।২৫ অত্র পুনঃ পরমাত্মগ্রহণানুগুণম্ এব বিশেষণম্ অপি উত্তরম্ উপলভ্যতে—"সঃ ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ ইতি", "সঃ ইমান্ লোকান্ অসৃজত (ঐতঃ ১।১।১-২) ইতি এবমাদি ।২৬ তস্মাৎ তস্যৈব গ্রহণম্ ইতি ন্যায্যম্ ।২৭॥৩।৩।১৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অনন্যথাসিদ্ধ শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে পরমাত্মাই গ্রহণীয় হওয়ায় তদুপযোগী গুণোপসংহার।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—এখানে (—ঐতঃ ১।১ বাক্যে) আত্মশব্দের দ্বারা পরমাত্মাই গৃহীত হইতেছেন ।২১ ইতরের (—সৃষ্টিবোধক অন্যান্য বাক্যসকলের) ন্যায় ।২২ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেমন "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি অন্যান্য সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলে পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে ।২৩ আর যেমন [জীব দেহ ধৃতি স্বভাব ইত্যাদি] অন্য স্থলে আত্মশব্দের লৌকিক প্রয়োগ হইলেও আত্মশব্দের দ্বারা প্রত্যগাত্মাই (—পরমাত্মাই) মুখ্যভাবে পরিগৃহীত হয়, এখানেও সেইপ্রকার হওয়া উচিত (২) ।২৪ [পূর্ব্ববাদী কর্তৃক প্রদর্শিত আত্ম ও ব্রহ্মশব্দের অন্যথাসিদ্ধিকে সিদ্ধান্তী প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—] কিন্তু "ইহা অগ্রে আত্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল", ইত্যাদি স্থলসকলে যেখানে "পুরুষবিধ" ইত্যাদি এইপ্রকার অন্য বিশেষণ শ্রুত হইতেছে, সেই স্থলে [শরীরাদি] বিশেষযুক্ত আত্মার (—হিরণ্যগর্ভের) গ্রহণ হইবে ।২৫ এখানে কিন্তু পরমাত্মার গ্রহণের প্রতি নিশ্চিতভাবে অনুকূল বিশেষণও পরবর্ত্তিস্থলে উপলব্ধ হইতেছে—"তিনি ঈক্ষণ করিলেন লোকসকলকে সৃষ্টি করিব", "তিনি এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি এই সকল (৩) ।২৬ সেইহেতু

ভাবদীপিকা

(২) "আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি", "আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চ" (অমরকোষ, নানার্থবর্গ)। বর্ষ্ম—শরীর। এই সকল কোষবচনানুসারে আত্মশব্দের দ্বারা দেহ ধৃতি জীব স্বভাব পরমাত্মা যত্ন ও বুদ্ধি, এই সকলপ্রকার অর্থের বোধ হইলেও ব্যাপ্ত্যর্থক (—অবধিরাহিত্য অর্থে প্রযুক্ত) মন-প্রত্যয়ান্ত আত্মন্ শব্দের যৌগিকার্থ হয়—'অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ পরমাত্মা'। আর কোষানুসারে রূঢ়ার্থরূপেও পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইপ্রকারে যোগ ও রূঢ়ি উভয়বৃত্তিবলেই যেমন পরমাত্মাকেই মুখ্যভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ আত্মশব্দের দ্বারা পরমাত্মাই গৃহীত হইবেন, ইহাই ভাব।

(৩) বাধক থাকিলে অন্যপ্রকার অর্থ গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত স্থলে আত্ম ও ব্রহ্ম শব্দের

ভাষ্যানুবাদ

(—আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং ঈক্ষণপূর্ব্বক স্রষ্টৃত্ব পরমাত্মাতেই মুখ্য হওয়ায়) তাঁহারই গ্রহণ হইয়াছে, ইহা সঙ্গত।২৭ [অতএব এই আত্মবিদ্যাতে সত্যাদি গুণোপসংহার হইবে] ॥৩।৩।১৬॥

অন্বয়াদিতিচেৎস্যাদবধারণাৎ ॥৩।৩।১৭॥

পদচ্ছেদ—অন্বয়াৎ, ইতি, চেৎ, স্যাৎ, অবধারণাৎ।

সূত্রার্থ—[পূর্ব্বপক্ষবীজম্ অনূদ্য দূষয়তি—লোকসৃষ্টিবাক্যপর্য্যালোচনয়া হিরণ্যগর্ভে এব] **অন্বয়াৎ**—বাক্যস্য অন্বয়দর্শনাৎ [ন পরমাত্মগ্রহণং যুক্তম্], **ইতি চেৎ**—যদ্যেবং কশ্চিৎ আশঙ্কেত, [তত্রাহ সিদ্ধান্তী—] **স্যাৎ**—পরমাত্মনঃ এব গ্রহণং যুক্তং স্যাৎ। [কুতঃ?] **অবধারণাৎ**—"আত্মা বৈ ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (ঐতঃ ১।১), ইতি সৃষ্টেঃ প্রাক্ একত্বাবধারণস্য পরমাত্মনি এব সমঞ্জসত্বাৎ।

অনুবাদ -[পূর্ব্বপক্ষসম্মত হেতুকে অনুবাদ করিয়া দোষপ্রদর্শন করিতেছেন—লোকসকলের সৃষ্টিবোধক বাক্যসকলের পর্য্যালোচনাদ্বারা হিরণ্যগর্ভেই] **অন্বয়াৎ**—বাক্যের তাৎপর্য্য পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [পরমাত্মার গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত নহে], **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার আশঙ্কা যদি কেহ করেন, [এই বিষয়ে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **স্যাৎ**—পরমাত্মারই গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত হইবে। [কেন? উত্তর—] **অবধারণাৎ**—যেহেতু "ইহা অগ্রে আত্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল", এইপ্রকারে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একত্বনিশ্চয়, তাহা পরমাত্মাতেই হয় সঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাক্যান্বয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণম্ ইতি পুনঃ যদুক্তং, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্ ইতি।১ অত্র উচ্যতে 'স্যাৎ অবধারণাৎ' ইতি।২

ভাষ্যানুবাদ

[টি—শ্রুতি ও নিয়মনে ঐতঃ বাক্যসকলের ব্রহ্মাত্মরূপ গ্রহণে, 'নির্দ্দেশতঃ হিরণ্যগর্ভপ্রতিপাদক' নিরাকরণ।]

কিন্তু বাক্যসকলের [হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদনেই] অন্বয় (—তাৎপর্য্য) পরিদৃষ্ট হওয়ায় পরমাত্মার গ্রহণ হয় না, এই যাহা কথিত হইয়াছে (১৬ সূঃ ৬ বাক্য), তাহাকে পরিহার করিতে হইবে।১ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—"স্যাৎ অবধারণাৎ",

ভাবদীপিকা

পরমাত্মরূপ মুখ্যার্থ গ্রহণের প্রতি কোনপ্রকার বাধক না থাকায়, পরন্তু পরবর্ত্তী ঈক্ষণকর্ত্তৃত্বাদি ও লোকস্রষ্টৃত্বাদি সাধক থাকায়, উক্ত শ্রুতিপ্রমাণদ্বয় অন্যথাসিদ্ধ নহে। ছান্দোগ্যে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি (ছাঃ ৬।২।৩) এবং তৈত্তিরীয়কে আকাশপূর্ব্বিকা সৃষ্টি (তৈঃ ২।১) বর্ণিত হইলেও তাহাদিগের একবাক্যতাবলে যেমন 'পরমেশ্বর আকাশ ও বায়ুকে সৃষ্টি করিয়া তেজকে সৃষ্টি করিলেন', এইপ্রকার অর্থ গৃহীত হইয়াছে (২।৩।৬ ও ১০ সূঃ ভাষ্য); প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ আকাশাদি মহাভূতসৃষ্টি বর্ণিত না হইলেও 'পরমেশ্বর আকাশাদি ভূতসকলকে সৃষ্টি করিয়া লোকসকলকে সৃষ্টি করিলেন', এইপ্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ লোকসকলের স্রষ্টা নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই, ইহা ২।৪।১৭ সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সেইহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে স্রষ্টার সহিত জগতের একত্ব, ঈক্ষণপূর্ব্বক বিশ্বস্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি পরমাত্মাতেই মুখ্যভাবে সঙ্গত হইলে তাহাদিগকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবেৎ উপপন্নং পরমাত্মনঃ গ্রহণম্।৩ কস্মাৎ?৪ অবধারণাৎ।৫ পরমাত্মগ্রহণে হি প্রাগুৎপত্তেঃ আত্মৈকত্বাবধারণম্ আঞ্জসম্ অবকল্পতে।৬ অন্যথা হি অনাঞ্জসং তৎ পরিকল্প্যেত।৭ লোকসৃষ্টি-বচনং তু শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধমহাভূতসৃষ্ট্যনন্তরম্ ইতি যোজয়িষ্যামি।৮ যথা "তৎ তেজঃ অসৃজত" (ছা: ৬।২।৩), ইতি এতৎ শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধবিয়দ্বায়ুসৃষ্ট্যনন্তরম্ ইতি অযুযুজম্, এবম্ ইহাপি।৯ শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধঃ হি সমানবিষয়ঃ বিশেষঃ শ্রুত্যন্তরেষু উপসংহর্তব্যঃ ভবতি।১০ যোঽপি অয়ং ব্যাপারবিশেষানুগমঃ "তাভ্যঃ গাম্ আনয়ৎ" (ঐত: ১।২।২) ইতি এবমাদিঃ, সঃ অপি বিবক্ষিতার্থাবধারণানুগুণ্যেন এব গ্রহীতব্যঃ।১১ নাহি অয়ং সকলঃ কথাপ্রবন্ধঃ বিবক্ষিতঃ ইতি শক্যতে বক্তুং, তৎপ্রতিপত্তৌ পুরুষার্থাভাবাৎ।১২

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি ।২ [ইহার অর্থ—] পরমাত্মার গ্রহণ হইবে যুক্তিসঙ্গত ।৩ তাহাতে হেতু কি ?৪ [তাহা বলিতেছেন—] 'অবধারণাৎ' ।৫ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু পরমাত্মার গ্রহণ হইলে [জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মার একত্বনিশ্চয় সম্যগ্রূপে সঙ্গত হইতেছে ।৬ যেহেতু অন্যথা (—পরমাত্মার না হইয়া হিরণ্যগর্ভের গ্রহণ হইলে) তাহা (—একত্বনিশ্চয়) অসম্যগ্রূপে পরিকল্পিত হইয়া পড়িবে ।৭ লোক-সৃষ্টিপ্রতিপাদক বাক্যকে (১৬ সূ: ৮ বাক্য) কিন্তু অন্য শ্রুতিতে (—ছা: ও তৈত্তিরীয়কে) প্রসিদ্ধ 'মহাভূতসকলের সৃষ্টির অনন্তর' [লোকসকলকে সৃষ্টি করিলেন], এইপ্রকারে যোজনা করিব ।৮ যেমন "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি ইহাকে অন্য শ্রুতিতে (—তৈত্তিরীয়কে) প্রসিদ্ধ 'আকাশ ও বায়ু সৃষ্টির অনন্তর', এইরূপে যোজনা করিয়াছি (২।৫২৯ পৃঃ ১৯ বাক্য), এখানেও এইপ্রকার হইবে ।৯ [কিন্তু এক শ্রুতিবর্ণিত বিষয় অন্য শ্রুতিতে যোজিত হওয়া উচিত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—উভয় শ্রুতিতে এক অবিকৃত ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হওয়ায়] অন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সমানবিষয়ক বিশেষ [উক্তি] অপর শ্রুতিসকলে উপসংহার-যোগ্য ।১০ আর "তাঁহাদিগের জন্য গবাকৃতি পিণ্ড আনয়ন করিলেন", ইত্যাদি এই সকল যে ব্যাপারবিশেষের অনুগম (—জ্ঞান), তাহাও বিবক্ষিত বিষয়ের অবধারণের প্রতি অনুকূলভাবেই গৃহীত হওয়া উচিত ।১১ যেহেতু এই সকল কথা-প্রবন্ধ (—গবাকৃতি পিণ্ডাদির আনয়ন প্রভৃতির বর্ণনা) বিবক্ষিত (—শ্রুতির তাহাতে তাৎপর্য্য আছে), ইহা বলিতে পারা যায় না (৪), কারণ তদ্বিষয়ক জ্ঞান

ভাবদীপিকা

[ঐতরেয়কে (১।২।২) বর্ণিত গবাদিপিণ্ড ঘটিত আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য।]

(৪) দেহ, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে আত্মা ভিন্ন, এইপ্রকারে ত্বংপদার্থ শোধনের জন্য এই গোপিণ্ডাদির আনয়নরূপ আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়াছে। ইহা অঙ্গীকার

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মাত্মত্বং তু ইহ বিবক্ষিতম্ ।১৩ তথাহি অম্ভঃপ্রভৃতীনাং লোকানাং লোকপালানাং চ অগ্ন্যাদীনাং সৃষ্টিং শিষ্ট্বা করণানি করণায়তনং চ শরীরম্ উপদিশ্য সঃ এব স্রষ্টা "কথং নু ইদং মদৃতে স্যাৎ" (ঐত: ১।৩।১১), ইতি বীক্ষ্য ইদং শরীরং প্রবিবেশ ইতি দর্শয়তি—"সঃ এতম্ এব সীমানং বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" (ঐত: ১।৩।১২) ইতি।১৪ পুনশ্চ "যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতম্" (ঐত: ১।৩।১১), ইতি এবমাদিনা করণব্যাপারবিবেচনপূর্ব্বকম্ "অথ কঃ অহম্" (ঐ), ইতি বীক্ষ্য "সঃ এতম্ এব পুরুষং ব্রহ্ম ততমম্ অপশ্যৎ" (ঐত: ১।৩।১৩), ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনম্ অবধারয়তি।১৫ তথা উপরিষ্টাৎ "এষঃ ব্রহ্মা এষঃ ইন্দ্রঃ" (ঐত: ৩।১।৩), ইত্যাদিনা সমস্ত-

ভাষ্যানুবাদ

হইলে [মোক্ষাদিরূপ] পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না।১২ ব্রহ্মাত্মত্বই কিন্তু এখানে বিবক্ষিত।১৩ [কিপ্রকারে তাহা জানিলে? তাহা বলিতেছেন—] যেমন দেখ, অম্ভঃ প্রভৃতি লোকসকলের ও অগ্নি প্রভৃতি লোকপালসকলের সৃষ্টি (ঐত:১।১।২-৪) উপদেশ করিয়া এবং ইন্দ্রিয়সকল ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত শরীরের উপদেশ করিয়া (ঐত: ১।২।২-৪) সেই স্রষ্টাই "ইহা (—দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি) আমাব্যতিরেকে কিপ্রকারে থাকিবে", এইপ্রকার আলোচনা করিয়া এই শরীরে প্রবেশ করিলেন, ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন—"তিনি এই সীমাকে (—মস্তকস্থ কেশবিভাগস্থানকে, ব্রহ্মরন্ধ্রকে) বিদারণ করিয়া এই দ্বারাবলম্বনে [জীবাত্মরূপে] প্রবেশ করিলেন", ইত্যাদি।১৪ পুনরায় "যদি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা [ভোক্তার উদ্দেশ্যে না হইয়া] বাগ্‌ব্যবহার হয়, যদি প্রাণের (—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের) দ্বারা আঘ্রাণক্রিয়া হয়", ইত্যাদি এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়ব্যাপারসকলের বিচারপূর্ব্বক "তাহা হইলে আমি কে (—আমার স্বরূপ কি? আমি কাহাদের প্রভু, ইহা লোকে কিপ্রকারে জানিবে"?), এইপ্রকার আলোচনা (—ত্বংপদার্থের বিচার) করিয়া "তিনি (—জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট সেই পরমেশ্বর) এই পুরুষকে (—দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতরূপ পুরীতে অবস্থিত নিজেকে) সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মরূপে দর্শন করিলেন", এইপ্রকারে [শ্রুতি] ব্রহ্মাত্মত্বদর্শন (—জীবের ব্রহ্মস্বরূপতাজ্ঞান) অবধারণ করিতেছেন।১৫ এইপ্রকারে পরেও "ইনি (—প্রজ্ঞানস্বরূপ এই আত্মা) ব্রহ্মা (—হিরণ্যগর্ভ), ইনি ইন্দ্র", ইত্যাদি বাক্যের

ভাবদীপিকা

না করিয়া যথাশ্রুত অর্থ অঙ্গীকার করিলে অসৎ ও অপ্রয়োজনীয় অর্থ স্বীকৃত হইয়া পড়িবে, কারণ প্রাণিগণের শরীর যখন উৎপন্ন হয়, তখন ইন্দ্রিয়বিশিষ্টরূপেই হইয়া থাকে; শরীরোৎপত্তির পরে তাহাতে ইন্দ্রিয়াদির প্রবেশ হয় না। আর গবাদিশরীরে যে ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রবেশ করেন নাই, ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে গবাদিশরীরে জীবের ভোগই সম্ভব হইত না। অতএব আখ্যায়িকার যথাশ্রুত অর্থে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদজাতং সহ মহাভূতৈঃ অনুক্রম্য "সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রঃ লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐ), ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনম্ এব অবধারয়তি ।১৬ তস্মাৎ ইহ আত্মগৃহীতিঃ ইতি অনপবাদম্ ।১৭॥৩।৩।১৭॥ ইতি প্রথমবর্ণকম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা [ক্ষিত্যাদি] মহাভূত সহ যাবতীয় বিভিন্ন পদার্থসকলকে বর্ণনা করিয়া ["স্থাবর-জঙ্গমাত্মক] সেই সকলই প্রজ্ঞানেত্র (—চিদাত্মকর্ত্তৃক নিয়মিত), প্রজ্ঞানে (—চিৎস্বরূপ আত্মাতে) প্রতিষ্ঠিত, [ভূরাদি] লোক চিদাত্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং চিদাত্মাই তাহাদের আশ্রয়, [সেইহেতু] প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম", এইরূপে [শ্রুতি] ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনই (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানই) অবধারণ করিতেছেন।১৬ সেইহেতু (—উপক্রম ও উপসংহারস্থ আত্ম ও ব্রহ্মশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয় এবং জীবরূপে ব্রহ্মের প্রবেশ এবং জীব ও ব্রহ্মের একত্বাবধারণরূপ লিঙ্গদ্বয়বলে পূর্ব্বিবাদীর লোক-স্রষ্টৃত্ব লিঙ্গ ও প্রকরণ বাধিত হয় বলিয়া) এখানে (—তৈঃ ১।১ বাক্যে, আত্মশব্দের দ্বারা পরম-] আত্মার গ্রহণ হয়, ইহা অনপনেয় ।১৭ [এইরূপে এই বর্ণকে ঐতরেয়-কবাক্যের হিরণ্যগর্ভপ্রতিপাদকতা নিরাকৃত হইল] ॥৩।৩।১৭॥ প্রথম বর্ণক সমাপ্ত ।

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্ (৫)।

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ছান্দোগ্যস্থ সদ্বিদ্যা (ছাঃ ৬।২।১) এবং বৃহদারণ্যকস্থ জ্যোতির্ব্রাহ্মণ (বৃঃ ৪।৩) এবং শারীরকব্রাহ্মণে (বৃঃ ৪।৪) বর্ণিত আত্মবিদ্যার অভিন্নতা-বশতঃ পরস্পর গুণোপসংহার ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।৩।৭ আধ্যানাধিকরণে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতাবলে 'অর্থাদিপরত্বকে' পরিত্যাগ করিয়া কঠশ্রুতিস্থ বিদ্যার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু পরমাত্মবাচক আত্মশব্দ ও সত্তাজাতিবাচক সৎ-শব্দরূপ উপ-ক্রমের বিভিন্নতাবশতঃ বাক্যভেদ হওয়ায় "কতম আত্মা" (বৃঃ ৪।৩।৭) এবং "সদেব সোম্য" (ছাঃ ৬।২।৩), এই শ্রুতিদ্বয়প্রতিপাদিত বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হইবে না। এইরূপে সপ্তমাধি করণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—বাক্যার্থের অভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার অভিন্নতা নিশ্চিত

ভাবদীপিকা

(৫) প্রথম বর্ণকে গুণোপসংহার স্পষ্টভাবে প্রতীত না হওয়ায় এবং একই শাখাগত উপক্রমাদি লিঙ্গের বলে বাক্যের ব্রহ্মপরতারূপ যে অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা প্রথমা-ধ্যায়েই সঙ্গত হওয়ায় মুখ্যপাদসঙ্গতি সম্যগ্‌ভাবে সঙ্গত হয় না; কারণ নানাশাখাগত [অথবা একই শাখাতে নানা ব্যবহিত স্থলে পঠিত, ৩।৩।১০ অধিঃ দ্রঃ] বাক্যসকলের বিচার পূর্ব্বক গুণসকলের উপসংহার বা অনুপসংহার এবং বিদ্যার একত্ব, বা অনেকত্ব নির্দ্ধারণই এই পদের প্রধান প্রতিপাদ্য । প্রথম বর্ণকে এইপ্রকার অসঙ্গতি হইয়া পড়ে বলিয়া এই দ্বিতীয় বর্ণক আরব্ধ হইতেছে।

হওয়ায় বাক্যার্থই নির্ণীত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

দ্বয়োর্বস্ত্বন্যদেকং বা কাণ্বছান্দোগ্যষষ্ঠয়োঃ।
উভয়ত্র পৃথগ্ বস্তু সদাত্মভ্যামুপক্রমাৎ॥
সাধারণোঽয়ং সচ্ছব্দঃ স আত্মা তত্ত্বমিত্যতঃ।
বাক্যশেষাদাত্মবাচী তস্মাদেকমেতয়োঃ॥

অন্বয়—দ্বয়োঃ কাণ্বছান্দোগ্যষষ্ঠয়োঃ বস্তু অন্যৎ, একং বা? সদাত্মভ্যাং উপক্রমাৎ উভয়ত্র পৃথগ্ বস্তু। অতঃ সাধারণঃ অয়ং সচ্ছব্দঃ "সঃ আত্মা তত্ত্বম্" ইতি বাক্যশেষাৎ আত্মবাচী। তস্মাৎ এতয়োঃ একং বস্তু।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কাণ্বষষ্ঠাধ্যায়ে "কতমঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইতি আরভ্য আত্মা প্রপঞ্চিতঃ। ছান্দোগ্যষষ্ঠে তু "সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১), ইতি উপক্রম্য সদ্বস্তু প্রপঞ্চিতম্। তানি বাক্যানি বিষয়ঃ। তত্র উপক্রমবিগানাৎ অর্থৈক্যভানাৎ চ সচ্ছব্দস্য আত্মানাত্মার্থত্বানির্ণয়েন ভবতি সংশয়ঃ—] দ্বয়োঃ কাণ্বছান্দোগ্যষষ্ঠয়োঃ বস্তু অন্যৎ, একং বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[নহি লোকে সচ্ছব্দাত্মশব্দৌ পর্য্যায়ৌ। অতঃ অত্র] সদাত্মভ্যাম্ উপক্রমাৎ উভয়ত্র পৃথগ্ বস্তু [প্রতিপাদ্যতে]।

সিদ্ধান্ত—[সৎপদং হি আকৃত্যধিকরণন্যায়েন জাতৌ শক্তিগ্রহাৎ সত্তাজাতিবাচকং, ন আত্মবাচকম্। বেদান্তে তু সৎপদস্য অস্তিধাতোঃ শতৃপ্রত্যয়ে সতি নিষ্পন্নস্য সত্তাশ্রয়বাচকতয়া ব্রহ্মণি পর্য্যবসানসম্ভবাৎ পরমাত্মবোধকত্বম্। অতঃ আত্মানাত্ম-] সাধারণঃ অয়ং সচ্ছব্দঃ "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইতি বাক্যশেষাৎ আত্মবাচী [ভবতি]। তস্মাৎ এতয়োঃ [কাণ্বছান্দোগ্যবাক্যয়োঃ] একং বস্তু [প্রতিপাদ্যং ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[কাণ্বের (—কাণ্বশাখাপঠিত শতপথব্রাহ্মণের ষষ্ঠাধ্যায়ে "আত্মা কোনটী" ? এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া আত্মা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায়ে "হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ অগ্রে সৎ-রূপেই বর্ত্তমান ছিল", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া সৎ-বস্তু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। সেই বাক্যসকল এখানে বিষয়। সেই স্থলে উপক্রমের বিভিন্নতা থাকায় এবং একই অর্থের জ্ঞান হওয়ায় সৎ-শব্দের অর্থ আত্মা, অথবা অনাত্মা, ইহার নির্ণয় হয় না বলিয়া সংশয় হইতেছে—] কাণ্ব ও ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায়, এই উভয় স্থলে বিভিন্ন বস্তু, অথবা একই বস্তু প্রতিপাদ্য ?

পূর্ব্বপক্ষ—[লোকমধ্যে সৎ-শব্দ ও আত্মশব্দ পর্য্যায়শব্দ নহে। সেইহেতু এখানে] সৎ শব্দ ও আত্মশব্দের দ্বারা আরব্ধ হওয়ায় উভয় স্থলে বিভিন্ন বস্তু প্রতিপাদিত হইতেছে।

সিদ্ধান্ত—[আকৃত্যধিকরণন্যায়বলে (পূঃ মীঃ ১।৩।১০ অধিঃ, ২ বর্ণক) জাতিতে শক্তিগ্রহ হয় বলিয়া সৎপদটী সত্তাজাতীর বাচক, আত্মবাচক নহে। বেদান্তে কিন্তু অস্-ধাতুর উত্তর শতৃপ্রত্যয় হইলে যে সৎপদটী নিষ্পন্ন হয়, ['হসন্তী বালিকা'—'হাস্যক্রিয়ার আশ্রয়ভূতা বালিকা' ইত্যাদির ন্যায়] তাহা যাহা সত্তার আশ্রয়, তাহার বাচক হওয়ায় ব্রহ্মে পর্য্যবসান সম্ভব বলিয়া পরমাত্মার বোধক হইয়া থাকে। অতএব আত্মা ও অনাত্মাতে] সাধারণভাবে প্রযুক্ত এই সৎ-শব্দ "তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকার বাক্যশেষবশতঃ হয় আত্মবাচক। সেইহেতু এই [কাণ্ব ও ছান্দোগ্য] বাক্যদ্বয়ে একই বস্তু প্রতিপাদিত হইতেছে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ছান্দোগ্যে সত্তাজাতিতে আত্মবুদ্ধি এবং বৃহদারণ্যকে নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হওয়ায় বিদ্যার বিভিন্নতাবশতঃ গুণোপসংহার হইবে না। সিদ্ধান্তে—উভয়ত্র নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হওয়ায় বিদ্যার অভিন্নতাবশতঃ তাহা হইবে।

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥৩।৩।১৬॥

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে "কতমঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইতি আত্মশব্দেন উপক্রম্য "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২৫), ইতি আত্মশব্দেন উপসংহৃতম্। ছান্দোগ্যে তু "সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১), ইতি বিনৈব আত্মশব্দং সন্মাত্রত্বেন উপক্রম্য "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইতি উপসংহৃতম্। তত্র কিম্ অনয়োঃ বাক্যয়োঃ তুল্যার্থত্বম্, উত ভিন্নার্থত্বম্ ইতি সংশয়ে; ভিন্নার্থত্বম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ছান্দোগ্যে সৎপদেন] **আত্মগৃহীতিঃ**—আত্মনঃ এব গ্রহণং স্যাৎ, **ইতরবৎ**—বৃহদারণ্যকে আত্মপদেন আত্মগ্রহণবৎ, [কুতঃ ?] **উত্তরাৎ**—"সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইতি উপসংহারবলাৎ। [অতঃ উভয়ত্র তুল্যার্থত্বেন বিদ্যৈক্যাৎ অস্তি অন্যোন্যং গুণোপসংহারঃ ইতি]।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে "আত্মা কোন্‌টী" ? এইপ্রকারে আত্মশব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া "সেই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মাই", এইপ্রকারে আত্মশব্দের দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে কিন্তু "হে সোম্য, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল", এইপ্রকারে আত্মশব্দ ব্যতিরেকেই সন্মাত্ররূপে আরম্ভ করিয়া "তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকারে উপসংহৃত হইয়াছে। সেই স্থলে এই বাক্যদ্বয় কি সমানার্থক, অথবা ভিন্নার্থক, এইপ্রকার সংশয় হইলে; 'ভিন্নার্থক' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—ছান্দোগ্যে সৎপদের দ্বারা] **আত্মগৃহীতিঃ**- আত্মারই গ্রহণ হইবে, **ইতরবৎ**—বৃহদারণ্যকে আত্মপদের দ্বারা আত্মার গ্রহণের ন্যায়। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **উত্তরাৎ**—যেহেতু "তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকার উপসংহারের প্রাবল্য আছে। [অতএব উভয়ত্র সমানার্থতা-বশতঃ বিদ্যার একত্ব হওয়ায় পরস্পরের গুণোপসংহার হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপরা যোজনা—'আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ'।১ বাজসনেয়কে "কতমঃ আত্মা ইতি যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইতি আত্মশব্দেন উপক্রম্য তস্যৈব সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তত্বপ্রতিপাদনেন ব্রহ্মাত্মতাম্ অবধারয়তি।২

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—উপক্রমানুরোধে সত্তাজাতিই সৎ-শব্দের অর্থ। ছান্দোগ্যে সম্পদুপাসনা এবং বৃহদারণ্যকে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হওয়ায় গুণের অনুপসংহার।]

[এই সূত্রদ্বয়ের] অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা—"আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ", 'এই সূত্রটী ব্যাখ্যাত হইতেছে'।১ বৃহদারণ্যকে ["দেহ ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণের মধ্যে] আত্মা কোন্‌টী ? এই যিনি বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত), ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিত হৃদয়ের (—বুদ্ধির) অভ্যন্তরবর্ত্তী জ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষ", এইপ্রকারে আত্ম-শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া তাঁহারই [ধর্ম্মাধর্ম্ম জাগ্রৎ-স্বপ্ন ইত্যাদি] সকলপ্রকার সংশ্লেষ হইতে বিনির্ম্মুক্ততা প্রতিপাদনদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা অবধারণ করিতেছেন।২

শাঙ্করভাষ্যম্

তথাহি উপসংহরতি—"সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৪।৪।২৫) ইতি।৩ ছান্দোগ্যে তু "সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), ইতি অন্তরেণৈব আত্মশব্দম্ উপক্রম্য উদর্কে "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইতি তাদাত্ম্যম্ উপদিশতি।৪ তত্র সংশয়ঃ—তুল্যার্থত্বং কিম্ অনয়োঃ আম্নানয়োঃ স্যাৎ, অতুল্যার্থত্বং বা ইতি ?৫ অতুল্যার্থত্বম্ ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্ অতুল্যত্বাৎ আম্নানয়োঃ।৬ নহি আম্নানবৈষম্যে সতি অর্থসাম্যং যুক্তং প্রতিপত্তুম্, আম্নানতন্ত্রত্বাৎ অর্থপরিগ্রহস্য।৭ বাজসনেয়কে চ আত্মশব্দোপক্রমাৎ আত্মতত্ত্বোপদেশঃ ইতি গম্যতে।৮ ছান্দোগ্যে তু উপক্রমবিপর্যয়াৎ উপদেশবিপর্যয়ঃ।৯ ননু ছন্দোগানাম্ অপি অস্তি উদর্কে তাদাত্ম্যোপদেশঃ ইতি উক্তম্।১০ সত্যম্ উক্তম্, উপক্রমতন্ত্রত্বাৎ উপসংহারস্য তাদাত্ম্যসম্পত্তিঃ সা ইতি মন্যতে।১১ তথা প্রাপ্তে অভি-

ভাষ্যানুবাদ

সেইপ্রকারেই উপসংহার করিতেছেন—"সেই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা জরাবর্জিত মরণহীন অমৃত ভয়শূন্য এবং নিরতিশয় মহান্", ইত্যাদি।৩ ছান্দোগ্যে কিন্তু "হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক ও অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বর্তমান ছিল", এইরূপে আত্মশব্দ ব্যতিরেকেই আরম্ভ করিয়া উদর্কে (—উপসংহারে) "তিনি আত্মা, তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকারে তাদাত্ম্যের (—সতের সহিত অভিন্নতার) উপদেশ করিতেছেন।৪ [সৎশব্দের অর্থ আত্মা, অথবা অনাত্মা, ইহা নির্ণীত না হওয়ায়], সেই স্থলে (—উক্ত বাক্যদ্বয়ে) সংশয় হয়—এই আম্নানদ্বয় (—শ্রুতির পাঠদ্বয়) কি সমানার্থক, অথবা অসমানার্থক ?৫ [পূর্বপক্ষ—] শ্রুতির পাঠদ্বয় সমান না হওয়ায় 'অসমানার্থক', ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।৬ যেহেতু পাঠের বৈষম্য থাকিলে অর্থের সমতা অবগত হওয়া সঙ্গত নহে; কারণ অর্থের পরিগ্রহ (—তদ্বিষয়ক জ্ঞান) পাঠের অধীন।৭ [ইহাই বিশদ করিতেছেন—] বাজসনেয়কে (—বৃহদারণ্যকে) আত্মশব্দের দ্বারা উপক্রম (—বর্ণনারম্ভ) হওয়ায় আত্মতত্ত্বের উপদেশ হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৮ ছান্দোগ্যে কিন্তু [সৎ-শব্দের দ্বারা বর্ণনারম্ভ হওয়ায়] উপক্রমের বিভিন্নতাবশতঃ (—উপক্রমে আত্মশব্দ না থাকায়) উপদেশের বিভিন্নতা অবগত হওয়া যাইতেছে।৯ [শঙ্কা—] কিন্তু ছন্দোগগণেরও উপসংহারে ["সঃ আত্মা তত্ত্বমসি", এইপ্রকারে] তাদাত্ম্যের (—আত্মার সহিত অভিন্নতার) উপদেশ আছে, ইহা বলা হইয়াছে। [সুতরাং সৎ-শব্দের আত্মরূপ অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় উপক্রমের বিভিন্নতাবশতঃ অর্থভেদ কিপ্রকারে হইবে ?]।১০ সমাধান—] হাঁ সত্য, তাহা বলা হইয়াছে, [কিন্তু] উপসংহার উপক্রমের অধীন হওয়ায় তাহা (—"তত্-

শাঙ্করভাষ্যম

ধীয়তে—আত্মগৃহীতিঃ "সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১), ইত্যত্র ছন্দোগানাম্ অপি ভবিতুম্ অর্হতি।১২ ইতরবৎ, যথা "কতমঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইতি অত্র বাজসনেয়িনাম্ আত্মগৃহীতিঃ, তথৈব।১৩ কস্মাৎ?১৪ উত্তরাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাৎ।১৫।৩।৩।১৬।

ভাষ্যানুবাদ

মসি" এই তাদাত্ম্যের উপদেশ) তাদাত্ম্যসম্পত্তি (—প্রতিমাতে বিষ্ণুদৃষ্টির ন্যায় সত্তাজাতিতে আত্মদৃষ্টিরূপ সম্পদুপাসনা), ইহা মনে করা হইতেছে (৬)।১১ [সুতরাং বিদ্যা বিভিন্ন হওয়ায় পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না]।

[সিঃ—উপসংহারস্থলে সৎ শব্দের অর্থ নিরূপিত হওয়ায় ছান্দোগ্যস্থ সদ্বিদ্যার ও বৃহদারণ্যকে জ্যোতির্ব্রাহ্মণস্থ আত্মবিদ্যার একত্ব ও পরস্পর গুণোপসংহার।]

সেইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে কথিত হইতেছে—'হে সোম্য, ইহা অগ্রে সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল", ইত্যাদি এই স্থলে ছন্দোগগণেরও আত্মার গ্রহণ হওয়া উচিত।১২ 'অপরের ন্যায়', যেমন "আত্মা কোন্‌টী", ইত্যাদি এই স্থলে বাজসনেয়কগণের [আত্মশব্দে] আত্মার গ্রহণ হয়, ঠিক্ সেইপ্রকার।১৩ তাহাতে হেতু কি?১৪ [উত্তর—] যেহেতু ["সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) এইপ্রকারে] পরবর্ত্তী (—উপসংহারে, সৎশব্দবোধ্য আত্মার সহিত] তাদাত্ম্যোপদেশ আছে।১৫ [অতএব উপসংহারে সৎপদে আত্মার গ্রহণ ও তাহার সহিত তাদাত্ম্যোপদেশ থাকায় ছান্দোগ্যে পঠিত সদ্বিদ্যা এবং জ্যোতির্ব্রাহ্মণে পঠিত আত্মবিদ্যার একত্ববশতঃ পরস্পর গুণোপসংহার হইবে] ।।৩।৩।১৬।।

ভাবদীপিকা

(৬) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—অসঞ্জাতবিরোধী (১।৩০০ পৃঃ) হওয়ায় অসন্দিগ্ধ উপক্রমানুসারেই অর্থ নির্ণীত হয়। কিন্তু সন্দিগ্ধ উপক্রমস্থলে উপসংহারানুসারেই তাহা হইয়া থাকে (২৫২ পৃঃ, ৪ ভাবদীঃ)। প্রস্তাবিত স্থলে উপক্রমে পঠিত সৎ-শব্দের অর্থে কোনপ্রকার সন্দেহ নাই, কারণ পূঃ মীঃ ১।৩।১০ আকৃত্যধিকরণের (২য় বর্ণক) বলে তাহার অর্থ—'সত্তাজাতি'। সেইহেতু এই সমগ্র প্রকরণটীর অর্থ উপক্রমানুসারে এইভাবে বুঝিতে হইবে—"একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), ইহার অর্থ হইবে—প্রলয়কালে ঘটত্বাদি অপরা জাতিসকল সত্তারূপ পরা জাতিরূপে অবস্থান করে। ঈক্ষণশব্দকে (ছাঃ ৬।২।৩) "তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ ৬।২।৪) ইত্যাদি স্থলে বর্ণিত জলাদির ঈক্ষণের ন্যায় গৌণ ঈক্ষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। "তেজঃ অসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইত্যাদি স্থলে সৃষ্টিশব্দের অর্থ হইবে—'সত্তাজাতির সহিত সমবায়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হওয়া'। "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের" (ছাঃ ৬।১।৩) অর্থ হইবে—'অবান্তর জাতিসকল ব্যাপক পরা জাতিতে অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায় পরাজাতিবিষয়ক জ্ঞানে অপরা জাতিসকলের জ্ঞান', ইত্যাদি। এইভাবে অপর স্থলসকলেও যোজনা করিতে হইবে। সেই সত্তাজাতিতে পরমাত্মদৃষ্টিরূপ [কল্পতরুকার ও ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—আত্মাতে ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ] সম্পদুপাসনা এখানে বিবক্ষিত। বৃহদারণ্যকে কিন্তু "কতমঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইত্যাদি স্থলে আত্মশব্দের অর্থে কোনপ্রকার সন্দেহ নাই; কারণ সর্ব্বান্তরবর্ত্তী ব্যাপক এক

অন্বয়াদিতিচেৎস্যাদবধারণাৎ ॥৩।৩।১৭॥

সূত্রার্থ—[নমু উপসংহারবলাৎ সৎপদেন আত্মগৃহীতিঃ ইতি অসঙ্গতম্ । কুতঃ ?] **অন্বয়াৎ**—উপসংহারস্য উপক্রমাধীনত্বাৎ—উপক্রমপরতন্ত্রত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **ইতি চেৎ**—যদি এবম্ উচ্যেত। [অত্র আহ সিদ্ধান্তী—] **স্যাৎ**—সৎপদেন আত্মগৃহীতিঃ যুক্তা স্যাৎ। [কুতঃ ?] **অবধারণাৎ**—"সদেব" ইতি অদ্বিতীয়ত্বাবধারণাৎ। [সত্তাসামান্যস্য সদ্বিতীয়ত্বাৎ অবধারণানুপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু উপসংহারের বলে [উপক্রমস্থ] সৎপদের দ্বারা আত্মার গ্রহণ, ইহা অসঙ্গত। কেন ? উত্তর -] **অন্বয়াৎ**-যেহেতু উপক্রমের সহিত উপসংহারের অন্বয় হয়, অর্থাৎ যেহেতু [উপসংহার] উপক্রমের অধীন। **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়। [তাহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—] **স্যাৎ**—সৎপদের দ্বারা আত্মার গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত হইবে। [কেন ? উত্তর—] **অবধারণাৎ**—যেহেতু "সদেব" এইপ্রকারে অদ্বিতীয়তার নিশ্চয় হয়। [সত্তাজাতি সদ্বিতীয় হওয়ায় (—তদ্ভিন্ন দ্রব্যাদি পদার্থও থাকায়) অবধারণ অসঙ্গত, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অন্বয়াৎ ইতি চেৎ, স্যাৎ অবধারণাৎ"।১ যদুক্তম্ উপক্রমান্বয়াৎ উপক্রমে চ আত্মশব্দশ্রবণাভাবাৎ ন আত্মগৃহীতিঃ ইতি; তস্য কঃ পরিহারঃ ইতি চেৎ ?২ সঃ অভিধীয়তে "স্যাৎ অবধারণাৎ" ইতি।৩ ভবেৎ উপপন্না ইহ আত্মগৃহীতিঃ অবধারণাৎ।৪ তথাহি—"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং

ভাষ্যানুবাদ

[পূর্ববাদীর যুক্তি নিরাকরণ। সবিশেষ উপক্রমাপেক্ষা উপসংহারের প্রাবল্যবলে সৎ-শব্দের অর্থ আত্মা।]

"অন্বয়াৎ ইতি চেৎ স্যাৎ অবধারণাৎ", 'এই সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইতেছে'।১ আর যে বলা হইয়াছে—উপক্রমের অন্বয় হওয়ায় (—উপসংহার উপক্রমের অধীন হওয়ায়) এবং [ছান্দোগ্যে] উপক্রমে আত্মশব্দের শ্রবণ না হওয়ায় আত্মার গ্রহণ হইবে না (১৬ সূঃ ৯-১১ বাক্য) ইত্যাদি ; তাহার পরিহার কি, এইপ্রকার যদি বলা হয় ?২ তাহা (—সেই পরিহার) কথিত হইতেছে—"স্যাৎ অবধারণাৎ", ইত্যাদি।৩ [ইহার ব্যাখ্যা—] এখানে (—ছান্দোগ্যে, সৎ-শব্দে] আত্মার গ্রহণ হইবে যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু ["সদেব", "একম্ এব", এইপ্রকারে 'এবকার' শ্রুতির প্রয়োগদ্বারা অদ্বিতীয়তার] অবধারণ হয়।৪ [কিপ্রকারে হয়, তাহা বলি

ভাবদীপিকা

চিৎই তাহার অর্থ। এক হওয়ায় তাহার অর্থ 'আত্মজাতি' হইতে পারে না, কারণ যাহা নিত্য এক ও অনেকানুগত, তাহাই জাতি। উপাধিভেদে আত্মার বিভিন্নতা অঙ্গীকার করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মজাতি স্বীকার করিলেও উপক্রমের বিভিন্নতাবশতঃ সত্তা ও আত্মশব্দের দ্বারা আরব্ধ বিদ্যা বিভিন্নই হইবে। অতএব ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে পঠিত এই বিদ্যাদ্বয় বিভিন্ন হওয়ায় ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গুণোপসংহার হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম

বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ ৬।১।৩), ইতি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্ অবধার্য্য তৎ সম্পিপাদয়িষয়া "সদেব" ইত্যাহ।৫ তচ্চ আত্মগৃহীতৌ সত্যাং সম্পদ্যতে।৬ অন্যথা হি যঃ অয়ং মুখ্যঃ আত্মা সঃ ন বিজ্ঞাতঃ ইতি নৈব সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যেত।৭ তথা প্রাগুৎপত্তেঃ একত্বাবধারণং, জীবস্য চ আত্মশব্দেন পরামর্শঃ, স্বাপাবস্থায়াং চ তৎস্বভাবসম্পত্তিকথনং, পরিচোদনাপূর্ব্বকং চ পুনঃ পুনঃ "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইতি অবধারণম্ ইতি চ সর্ব্বম্ এতৎ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনায়াম্ এব অবকল্পতে, ন তাদাত্ম্যসম্পাদনায়াম্।৮ নচ অত্র উপক্রমতন্ত্রত্বোপন্যাসঃ ন্যায্যঃ।৯ নহি উপক্রমে আত্মত্বসঙ্কীর্ত্তনম্ অনাত্মত্বসঙ্কীর্ত্তনং বা অস্তি।১০ সামান্যোপক্রমশ্চ ন বাক্যশেষগ-

ভাষ্যানুবাদ

তেছেন—] যেমন দেখ,"যাহার (—যে উপদেশের) দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অবিচারিত বিষয় বিচারিত হয়,অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়",এইপ্রকারে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' অবধারণ করিয়া তাহা সম্পাদন (—প্রতিপাদন) করিবার ইচ্ছাবশতঃ "সদেব" (—একমাত্র সৎই), ইহা [শ্রুতি] বলিতেছেন।৫ আর তাহা (—একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান) আত্মা গৃহীত হইলে সম্পাদিত হয়, [অনাত্মা সত্তাজাতি গৃহীত হইলে হয় না]।৬ যেহেতু অন্যথা (—সৎপদে আত্মার গ্রহণ না হইলে) এই যিনি মুখ্য আত্মা তিনি বিজ্ঞাত হন না, এইহেতু সর্ব্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিশ্চয়ই সম্পাদিত হইবে না।৭ [প্রকারান্তরে ইহাই বলিতেছেন—]এইপ্রকারে উৎপত্তির পূর্ব্বে ["একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), এই] একত্বের নিশ্চয়, ["জীবেন আত্মনা" (ছাঃ৬।৩।২), এইপ্রকারে] আত্মশব্দের দ্বারা জীবের পরামর্শ, আর ["সতা সম্পন্ন" (ছাঃ ৬।৮।১), এইপ্রকারে] সুষুপ্তি অবস্থাতে তাহার (—সতের) স্বভাবপ্রাপ্তির কথন এবং ["ভূয়ঃ এব মা" (ছাঃ ৬।৮।৭), এইরূপে] পরিচোদনা (—প্রশ্ন, প্রেরণা) পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ "তত্ত্বমসি" এইপ্রকার নির্ণয়, ইত্যাদি এই সকল [সৎপদবাচ্যের সহিত আত্মার] তাদাত্ম্য (— তৎস্বরূপতা) প্রতিপাদিত হইলেই হয় সঙ্গত, কিন্তু [সত্তাজাতিতে আত্মার] তাদাত্ম্য সম্পাদিত (—আত্মদৃষ্টি আরোপিত) হইলে হয় না।৮ [আর যে বলা হইয়াছে—'উপসংহার উপক্রমের অধীন' (১৬ সূঃ ১১ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এখানে (—ছান্দোগ্যে, "সঃ আত্মা" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি উপসংহারের, "সদেব" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি] উপক্রমের অধীনতার উপন্যাস (—উক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ) ন্যায্য নহে।৯ যেহেতু উপক্রমে আত্মতার অথবা অনাত্মতার বর্ণনা নাই।১০ [কিন্তু তাহা হইলে ভিন্ন বস্তু প্রতিপাদিত হওয়ায় উপসংহারের অনুযায়িভাবেও উপক্রমের ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সামান্য উপক্রম (—সাধারণভাবে আত্ম

শাঙ্করভাষ্যম্

তেন বিশেষেণ বিরুধ্যতে, বিশেষাকাঙ্ক্ষিত্বাৎ সামান্যস্য ॥১১ সচ্ছব্দার্থঃ অপি চ পর্যালোচ্যমানঃ ন মুখ্যাৎ আত্মনঃ অন্যঃ সম্ভবতি, অতঃ অন্যস্য বস্তুজাতস্য 'আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' অনৃতত্বোপপত্তেঃ ॥১২ আম্নানবৈষম্যম্ অপি ন অবশ্যম্ অর্থবৈষম্যম্ আবহতি, 'আহর পাত্রং' 'পাত্রম্ আহর' ইতি এবমাদিষু অর্থসাম্যেঽপি তদ্দর্শনাৎ ॥১৩ তস্মাৎ এবংজাতীয়কেষু বাক্যেষু প্রতিপাদনপ্রকারভেদেঽপি প্রতিপাদ্যার্থাভেদঃ ইতি সিদ্ধম্ ॥১৪॥৩.৩.১৭॥

ইতি বিতরণকম্। ইতি অষ্টমম্ আত্মগৃহীত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

ও অনাত্মবাচক সৎ-শব্দের দ্বারা উপক্রম) বাক্যশেষগত [আত্মশব্দরূপ, ছাঃ ৬।৮।৭] বিশেষের সহিত বিরুদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু সামান্য বিশেষকে আকাঙ্ক্ষা করে (৭)।১১ আর ["সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে"], এইপ্রকারে] সৎ-শব্দের অর্থও পর্য্যালোচিত হইলে মুখ্য আত্মা হইতে অন্য কিছু [অর্থ] সম্ভব হয় না, যেহেতু 'আরম্ভণশব্দ' (—ছাঃ ৬।১।৪, "ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।৮।৭), ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) প্রভৃতিবশতঃ ইঁহা হইতে ভিন্ন [সত্তাজাতি প্রভৃতি] বস্তুসকলের মিথ্যাত্ব যুক্তিসঙ্গত।১২ [আর যে বলা হইয়াছে—পাঠবৈষম্যে অর্থসমতা অসঙ্গত (১৬ সূঃ ৭ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পাঠের বৈষম্যও অবশ্যম্ভাবিরূপে অর্থের বৈষম্য সম্পাদন করে না, যেহেতু 'আহরণ কর পাত্রকে' এবং 'পাত্রকে আহরণ কর', ইত্যাদি এইপ্রকার স্থলসকলে অর্থের সমতা থাকিলেও তাহা (—পাঠবৈষম্য) পরিদৃষ্ট হয়।১৩ সেইহেতু (—পাঠভেদ অর্থভেদের অবশ্যম্ভাবী হেতু না হওয়ায়, বৃহদারণ্যকে "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" (বৃঃ ৪।৩।৭), এইরূপে যৎপদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২২), এইপ্রকারে জীবা-

ভাবদীপিকা

(৭) সিদ্ধান্তীর ভাব এই—উপক্রমে পঠিত সৎ-শব্দটী মাত্র সত্তাজাতির বাচক নহে, পরন্তু অস্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচী শতৃপ্রত্যয়ান্ত হওয়ায় 'যাহা সত্তার আশ্রয় তাহা', এইপ্রকার অর্থেরও বোধ হইয়া থাকে। সেইহেতু সাধারণভাবে সত্তাজাতিরূপ অনাত্মা এবং সত্তার আশ্রয়ভূত আত্মবস্তু, এই উভয় প্রকার অর্থকেই সৎপদটী সমর্পণ করে বলিয়া তাহার অর্থবিষয়ে সন্দেহ হয়। সেইহেতু সন্দিগ্ধ উপক্রমস্থলে উপসংহারের অনুযায়িভাবেই অর্থ নির্ণীত হইবে। ফলে উপক্রমস্থ আত্ম ও অনাত্মসাধারণ সৎপদটীর [সত্তার আশ্রয় কে, এইপ্রকার] বিশেষের আকাঙ্ক্ষা হইলে "সঃ আত্মা" (ছাঃ ৬।৮।৭), এই উপসংহারস্থ আত্মশব্দটীর বলে আত্মাই সত্তার আশ্রয়, অর্থাৎ উপক্রমস্থ সৎ-শব্দটীর অর্থ 'আত্মা', ইহাই নির্ণীত হয়। এইরূপে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের প্রস্তাবিত স্থলে উপক্রমের বিভিন্নতা অঙ্গীকার করিয়া ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে আত্মভিন্ন সমস্তই অনির্ব্বচনীয় (—মিথ্যা) হওয়ায় আত্মভিন্ন বস্তু সৎপদবাচ্য হইতে পারে না বলিয়া সৎ-শব্দের অর্থ—'আত্মা', ইহাই বলিতেছেন—সচ্ছব্দার্থঃ—'আর' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

ভাষ্যানুবাদ

ভিন্ন লক্ষ্যভূত তৎপদার্থের প্রতিপাদক এবং ছান্দোগ্যে "সদেব" (ছাঃ ৬।২।১), এইরূপে তৎপদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া "তত্ত্বমসি" এইপ্রকারে তদভিন্ন ত্বংপদার্থের প্রতিপাদক] এই জাতীয় বাক্যসকলে প্রতিপাদনের প্রকারভেদ থাকিলেও প্রতিপাদ্য বিষয় অভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল।১৪ [অতএব সদ্বিদ্যা (ছাঃ ৬।২।১) এবং জ্যোতির্ব্রাহ্মণ (বৃঃ ৪।৩) এবং শারীরকব্রাহ্মণে (বৃঃ৪।৪) বর্ণিত আত্মবিদ্যা অভিন্ন হওয়ায় তাহাদের পরস্পরের গুণোপসংহার হইবে, ইহাও সিদ্ধ হইল] ॥৩।৩।১৭॥

দ্বিতীয় বর্ণক ও আত্মগৃহীত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৯। কার্যাখ্যানাধিকরণম্। [১৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রাণবিদ্যাতে আচমন ও মুখ্যপ্রাণের অনগ্নতাবুদ্ধির মধ্যে বিধেয় হওয়ায় অনগ্নতাবুদ্ধিই উপসংহারযোগ্য।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন সৎ-শব্দরূপ সন্দিগ্ধ উপক্রমের অর্থ বাক্যশেষস্থ আত্মশব্দের বলে নির্ণীত হইয়াছে। তদ্রূপ "আচামন্তি" (বৃঃ ৬।১।১৪), এই লট্ বিভক্ত্যন্ত পদে ইহা কি বিধি, অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে বাক্যশেষগত "আচামেৎ" (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।২।১৫) এই বিধিলিঙ্ বলে তাহার বিধিত্ব নির্ণীত হইবে। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অনগ্নবুদ্ধ্যাচমনে বিধেয়ে বুদ্ধিরেব বা।
উভে অপি বিধীয়েতে দ্বয়োরত্র শ্রুতত্বতঃ॥
স্মৃতেরাচমনং প্রাপ্তং প্রায়ত্যার্থমনূদ্য তৎ।
অনগ্নতামতিঃ প্রাণবিদোঽপূর্ব্বা বিধীয়তে॥

অন্বয়—অনগ্নতাবুদ্ধ্যাচমনে বিধেয়ে, বুদ্ধিরেব বা? অত্র দ্বয়োঃ শ্রুতত্বতঃ উভে অপি বিধীয়েতে। স্মৃতেঃ আচমনং প্রাপ্তম্, প্রায়ত্যার্থং তৎ অনূদ্য প্রাণবিদঃ অপূর্ব্বা অনগ্নতামতিঃ বিধীয়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছন্দোগাঃ বাজসনেয়িনশ্চ প্রাণবিদ্যায়াম্ এবম্ আমনন্তি—"পুরস্তাৎ উপরিষ্টাচ্চ অদ্ভিঃ পরিদধতি" (ছাঃ ৫।২।২), "অশিষ্যন্ আচামেৎ অশিত্বা চ আচামেৎ, এতম্ এব তদনগ্নম্ অনগ্নং কুরুতে" (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।২।১৫) ইত্যাদি। তানি বাক্যানি বিষয়ঃ। আচমনানগ্নতামত্যোঃ উভয়োঃ অপি অপূর্ব্বত্বাৎ তত্র সংশয়ঃ—] অনগ্নতাবুদ্ধ্যাচমনে [উভে] বিধেয়ে, বুদ্ধিঃ এব বা?

পূর্ব্বপক্ষ—অত্র দ্বয়োঃ শ্রুতত্বতঃ [অনগ্নতাবুদ্ধ্যাচমনে] উভে অপি বিধীয়েতে।

সিদ্ধান্ত—["দ্বিজঃ নিত্যম্ উপস্পৃশেৎ", ইতি] স্মৃতেঃ আচমনং প্রাপ্তম্। [অতঃ "প্রাপ্তানুবাদেন হি অপ্রাপ্তং বিধেয়ম্" ইতি ন্যায়েন] প্রায়ত্যার্থং তৎ [প্রাপ্তম্ আচমনম্] অনূদ্য ["অপ্রাপ্তে শাস্ত্রম্ অর্থবৎ" ইতি ন্যায়েন] প্রাণবিদঃ [ইয়ম্] অপূর্ব্বা অনগ্নতামতিঃ বিধীয়তে। [ন চ তস্যাঃ স্মৃতেঃ ইয়ং শ্রুতিঃ মূলম্ ইতি শঙ্কনীয়ম্, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রকরণস্থাভাবেন ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। মূলভূতং তু শ্রুত্যন্তরম্ অনুমেয়ম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছন্দোগগণ এবং বাজসনেয়কগণ প্রাণবিদ্যাতে এইপ্রকার পাঠ করেন—["ভোজনের] পূর্ব্বে এবং পরে জলের দ্বারা পরিধানের (—আচ্ছাদনের) ব্যবস্থা করেন", "ভোজন করিতে উদ্যত হইয়া আচমন করিবেন, ভোজন করিয়া আচমন করিবেন, [এইরূপে তিনি] সেই এই মুখ্যপ্রাণকে অনগ্ন করেন", ইত্যাদি। সেই বাক্যসকল বিষয়। আচমন ও অনগ্নতাবুদ্ধি উভয়ই অপূর্ব্ব হওয়ায় সেই স্থলে সংশয় হয়—] অনগ্নতাচিন্তন ও আচমন [দুইটীই] বিধেয়, অথবা অনগ্নতাবুদ্ধিই বিধেয় ?

পূর্ব্বপক্ষ—এই স্থলে দুইটীই শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [অনগ্নতাচিন্তন ও আচমন] উভয়ই বিহিত হইতেছে।

সিদ্ধান্ত—["দ্বিজ: নিত্যই উপস্পর্শন (—আচমন) করিবেন", এই] স্মৃতিবচন হইতে আচমনকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। [এইহেতু "প্রাপ্তের অনুবাদদ্বারাই অপ্রাপ্ত বিধেয়", এই ন্যায়বলে] শ্রুতির দ্বারা তাহাকে (—সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত আচমনকে) অনুবাদ করিয়া ["অপ্রাপ্ত বিষয়েই শাস্ত্র সার্থক", এই ন্যায়বলে] প্রাণোপাসকগণের জন্য এই অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে অবিহিত) অনগ্নতাচিন্তন বিহিত হইতেছে। [আর এই শ্রুতিই সেই স্মৃতির মূল, ইহা আশঙ্কা করা উচিত নহে, যেহেতু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রকরণ না হওয়ায় এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন। মূলভূতা অন্য শ্রুতি কিন্তু অনুমেয়া]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অপূর্ব্ব আচমন প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপে বিহিত হওয়ায় অন্যত্র পঠিত প্রাণবিদ্যাতে উপসংহার্য্য। সিদ্ধান্তে—আচমন বিহিত না হওয়ায় অন্যত্র অনুপসংহার্য্য।

কার্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥৩।৩।১৮॥

পদচ্ছেদ—কার্য্যাখ্যানাৎ, অপূর্ব্বম্।

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকছান্দোগ্যয়োঃ উভয়ত্র 'এবংবিদ্ অশিষ্যন্ আচামেৎ অশিত্বা চ আচামেৎ, এতম্ এব তদনম্ অনগ্নং কুরুতে' (ছাঃ ৫।২।২, বৃঃ কাণ্ব ৬।১।১৪), ইতি শ্রূয়তে। তত্র আচমনম্ অনগ্নতাচিন্তনং চ প্রতীয়তে। উভয়বিধানে বাক্যভেদভয়াৎ একম্ এব বিধেয়ম্। তদেকং কিম্ আচমনম্, উত অনগ্নতাচিন্তনম্ ইতি সংশয়ে, আচমনম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] অপূর্ব্বম্—পূর্ব্বে অপ্রাপ্তম্ [অনগ্নতাচিন্তনম্ এব প্রাণবিদ্যাঙ্গত্বেন বিধেয়ম্, ন আচমনম্। কুতঃ ?] কার্য্যাখ্যানাৎ—"দ্বিজঃ নিত্যম্ উপস্পৃশেৎ", ইত্যাদিনা স্মার্ত্তবিধিনা সকলানুষ্ঠানাঙ্গত্বেন তত্কার্য্যং কার্য্যত্বেন প্রাপ্তস্য আচমনস্য প্রাণবিদ্যায়াম্ অপি অনগ্নতাবিধানার্থম্ আখ্যানাৎ—অনুবাদাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উভয়ত্র "এইপ্রকার যিনি জানেন (—উপাসনা করেন) তিনি ভোজন করিতে উদ্যত হইয়া আচমন করিবেন এবং ভোজন করিয়া আচমন করিবেন, [এইপ্রকারে তিনি] সেই এই অনকেই (—মুখ্যপ্রাণকেই) অনগ্ন করেন", ইহা শ্রুত হইতেছে। সেই স্থলে আচমন ও অনগ্নতাচিন্তন প্রতীত হইতেছে। উভয়ের বিধানে বাক্যভেদ হইবার ভয়ে একটীই হইবে বিধেয়। সেই একটী কি আচমন, অথবা অনগ্নতাচিন্তন, এইপ্রকার সংশয় হইলে ; আচমন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] অপূর্ব্বম্—পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত [অনগ্নতাচিন্তনই প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপে বিধেয়, আচমন নহে। কেন নহে ? তাহা

বলিতেছেন—] কার্যাখ্যানাৎ—যেহেতু 'দ্বিজ নিত্যই আচমন করিবেন', এই স্মার্ত্ত বিধির দ্বারা সকল অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে শুদ্ধির জন্য 'কার্য্যের'—করণীয়রূপে প্রাপ্ত আচমনের প্রাণবিদ্যাতেও অনগ্নতাবিধানের জন্য আখ্যান—অনুবাদ হইয়াছে। [৪ তাবদীঃ ব্রঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ছন্দোগাঃ বাজসনেয়িনশ্চ প্রাণসংবাদে শ্বাদিমর্য্যাদং প্রাণস্য অন্নম্ আম্নায় তস্য এব অপঃ বাসঃ আমনন্তি।১ অনন্তরং চ ছন্দোগাঃ আমনন্তি—"তস্মাদ্ বৈ এতৎ অশিষ্যন্তঃ পুরস্তাৎ চ উপরিষ্টাৎ চ অদ্ভিঃ পরিদধতি (ছাঃ ৫।২।২) ইতি।২ বাজসনেয়িনস্তু আমনন্তি -"তৎ বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়াঃ অশিষ্যন্তঃ আচামন্তি অশিত্বা আচামন্তি, এতম্ এব তৎ অনম্ অনগ্নং কুর্ব্বন্তঃ মন্যন্তে" (বৃঃ কাণ্ব ৬।১।১৪), "তস্মাৎ এবংবিদ্ অশিষ্যন্ আচামেৎ অশিত্বা চ আচামেৎ এতম্ এব তৎ অনম্ অনগ্নং কুরুতে" (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।২।১৫) ইতি।৩ তত্র তু আচমনং অনগ্নতাচিন্তনং চ প্রাণস্য প্রতীয়তে।৪ তৎ কিম্ উভয়মপি বিধীয়তে, উত আচমনম্ এব, উত অনগ্নতাচিন্তনম্ এব ইতি বিচার্য্যতে।৫ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৬ উভয়মপি বিধীয়তে ইতি।৭

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য। প্রাণবিদ্যাতে আচমন এবং অনগ্নতাচিন্তনবিষয়ক সংশয়।]

ছন্দোগগণ এবং বাজসনেয়কগণ প্রাণসংবাদে (—ইন্দ্রিয়গণের কথোপকথনাত্মক উপাখ্যানে) কুকুরাদি পর্য্যন্তকে (—কুকুরাদি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর ভক্ষ্য অন্নকে) মুখ্যপ্রাণের অন্নরূপে পাঠ করিয়া জলকে তাঁহারই বস্ত্ররূপে পাঠ করেন (ছাঃ ৫।২।১-২, বৃঃ ৬।১।১৪)।১ আর তাহার পর ছন্দোগগণ পাঠ করেন—"সেইহেতু (—জল মুখ্যপ্রাণের পরিধেয় বস্ত্র হওয়ায়) ভোজননিরত ব্যক্তিগণ ইহা করেন, [ভোজনের] পূর্ব্বে ও পরে জলের দ্বারা [আচমন করিয়া মুখ্যপ্রাণের] আচ্ছাদন সম্পাদন করেন", ইত্যাদি।২ বাজসনেয়কগণও পাঠ করেন—"সেইহেতু (—জল মুখ্যপ্রাণের বস্ত্র হওয়ায়) শ্রোত্রিয় (—অধীতবেদ) বিদ্বান্‌গণ ভোজন করিতে উদ্যত হইয়া আচমন করেন এবং ভোজন করিয়া আচমন করেন, [এইপ্রকারে তাঁহারা] সেই এই অনকেই (—মুখ্যপ্রাণকেই) অনগ্ন (—আচ্ছাদনযুক্ত) করেন, ইহা মনে করেন", "সেইহেতু এইপ্রকার যিনি জানেন (—উপাসনা করেন), তিনি ভোজনোদ্যত হইয়া আচমন করিবেন এবং ভোজন করিয়া আচমন করিবেন, [এইপ্রকারে তিনি] সেই এই মুখ্যপ্রাণকে অনগ্ন করেন", ইত্যাদি।৩ সেই স্থলে কিন্তু আচমন এবং মুখ্যপ্রাণের অনগ্নতাচিন্তন প্রতীত হইতেছে।৪ তাহাতে [অপূর্ব্ব হওয়ায় আচমন ও অনগ্নতাচিন্তন] দুইটাই কি বিহিত হইতেছে, অথবা আচমনই 'বিহিত হইতেছে', অথবা অনগ্নতাচিন্তনই 'বিহিত হইতেছে', ইহা বিচারিত হইতেছে।৫ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৬

শাঙ্করভাষ্যম্

কুতঃ ?৮ উভয়স্যাপি অবগম্যমানত্বাৎ ।৯ উভয়ম্ অপি চ এতৎ অপূর্ব্বত্বাৎ বিধ্যর্হম্ ।১০ অথবা আচমনম্ এব বিধীয়তে, বিস্পষ্টা হি তস্মিন্ বিধিবিভক্তিঃ "তস্মাৎ এবংবিদ্ অশিষ্যন্ আচামেৎ অশিত্বা চ আচামেৎ" ইতি ।১১ তস্যৈব স্তুত্যর্থম্ অনগ্নতাসঙ্কীর্ত্তনম্ ইতি ।১২ এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—ন আচমনস্য বিধেয়ত্বম্ উপপদ্যতে, 'কার্য্যাখ্যানাৎ' ।১৩ প্রাপ্তম্ এব হি ইদং কার্য্যত্বেন আচমনং প্রায়ত্যার্থং স্মৃতিপ্রসিদ্ধম্ অন্বাখ্যায়তে ।১৪ ননু ইয়ং শ্রুতিঃ তস্যাঃ স্মৃতেঃ মূলং স্যাৎ ।১৫ ন ইতি উচ্যতে, বিষয়নানাত্বাৎ ।১৬ সামান্যবিষয়া হি স্মৃতিঃ পুরুষমাত্রসম্বদ্ধং প্রায়ত্যার্থম্ আচমনং প্রাপয়তি ।১৭ শ্রুতিস্তু প্রাণবিদ্যাপ্রকরণপঠিতা তদ্বিষয়ম্ এব আচ-

ভাষ্যানুবাদ

(পূঃ আচমন অপূর্ব্ব ও বিধেয় হওয়ায় সর্ব্বশাখায় প্রাণবিদ্যাতে উপসংহার্য্য।)

[পূর্ব্বপক্ষ—আচমন ও অনগ্নতাচিন্তন] দুইটাই বিহিত হইতেছে ।৭ তাহাতে হেতু কি ?৮ [উত্তর—] যেহেতু দুইটারই অবগতি হইতেছে ।৯ আর অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত) হওয়ায় এই দুইটা বিহিত হইবার যোগ্যও বটে ।১০ [কিন্তু উভয়বিধানে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে, এইহেতু পক্ষান্তর গ্রহণ করিতেছেন—] অথবা আচমনই বিহিত হইতেছে, যেহেতু তাহাতে বিধিবিভক্তি (—বিধিলিঙের প্রয়োগ) বিশেষভাবে স্পষ্ট, যথা—"সেইহেতু এইপ্রকার যিনি জানেন, তিনি ভোজনোদ্যত হইয়া আচমন করিবেন এবং ভোজন করিয়া আচমন করিবেন", ইত্যাদি ।১১ [আচ্ছা, অনগ্নতাচিন্তন তবে কেন বর্ণিত হইয়াছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—আচমন প্রশস্ত কর্ম্ম, যেহেতু ইহার দ্বারা মুখ্যপ্রাণ আচ্ছাদিত হন, এইপ্রকারে] তাহারই (—আচমনেরই) স্তুতির জন্য অনগ্নতা বর্ণিত হইয়াছে, ইত্যাদি ।১২ [অতএব বিহিত হওয়ায় সর্ব্বশাখাপঠিত প্রাণবিদ্যাতে আচমন উপসংহৃত হইবে, অনগ্নতাচিন্তন নহে]।

(সিঃ—আচমনীয় জলে প্রাণের অনগ্নতাচিন্তনই বিধেয়। অন্যত্র আচমন "দ্বিরাচামেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রাপ্ত আচমনের অনুবাদ মাত্র।)

[সিদ্ধান্ত—]এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—আচমনের বিধেয়তা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু "করণীয়রূপে যাহা (—যে আচমন) প্রাপ্ত, তাহার অনুবাদ হইয়াছে" ।১৩ [ইহাই স্পষ্ট করিতেছেন—] যেহেতু করণীয়রূপে প্রাপ্ত ["দ্বিজঃ নিত্যম্ উপস্পৃশেৎ"] এই স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আচমন [উপাসকের] শুদ্ধির জন্য [শ্রুতিকর্ত্তৃক] অনূদিত হইতেছে ।১৪ [শঙ্কা—] কিন্তু [অপৌরুষেয় শ্রুতি পৌরুষেয় স্মৃতির অনুবাদিকা কিপ্রকারে হইবেন ? সেইহেতু] এই শ্রুতি সেই স্মৃতির মূল হইবে (—এই শ্রুতিতে বিহিত আচমন উক্ত স্মৃতিতে অনূদিত

শাঙ্করভাষ্যম্

মনং বিদধতী বিদধ্যাৎ ।১৮ নচ ভিন্নবিষয়য়োঃ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ মূলমূলিভাবঃ অবকল্পতে ।১৯ ন চ ইয়ং শ্রুতিঃ প্রাণবিদ্যাসংযোগি অপূর্ব্বম্ আচমনং বিধাস্যতি ইতি শক্যম্ আশ্রয়িতুম্; পূর্ব্বস্যৈব পুরুষমাত্রসংযোগিনঃ আচমনস্য ইহ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ।২০

ভাষ্যানুবাদ

হইয়াছে, ইহাই অঙ্গীকার্য্য ।১৫ সমাধান—] না (—এই শ্রুতি উক্ত স্মৃতির মূল নহে), ইহা কথিত হইতেছে, যেহেতু বিষয়ের বিভিন্নতা আছে।১৬ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু সামান্যবিষয়া স্মৃতি (—সাধারণভাবে সর্ব্ব কর্ম্মে আচমন-বিধানকারিণী স্মৃতি) পুরুষমাত্রের সহিত সম্বন্ধ (—সকল পুরুষেরই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত) আচমনকে শুদ্ধির জন্য (১) প্রাপ্ত করাইতেছেন (২)।১৭ প্রাণবিদ্যার প্রকরণে পঠিতা আচমনবিধানকারিণী শ্রুতি কিন্তু তদ্বিষয়ক (—প্রাণবিদ্যাবিষয়ক, ভিন্নপ্রকার] আচমন বিধান করিবেন।১৮ আর ভিন্ন বিষয় প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি এবং স্মৃতির মধ্যে মূলমূলিভাব (—এই শ্রুতিটী মূল, এই স্মৃতি তাহার অনুবাদিকা, এইপ্রকার পরিস্থিতি) সঙ্গত নহে।১৯ [কিন্তু একই বাক্যে প্রাণবিদ্যাঙ্গভূত ভিন্নপ্রকার আচমন এবং অনগ্নতাচিন্তন উভয়ই বিহিত হইলে বাক্যভেদ দুর্ব্বারই হইয়া পড়ে। তদুত্তরে 'ভিন্নপ্রকার আচমনে বিধি', এই পক্ষকে ত্যাগ করিতেছেন—] আর ['আচামেৎ'] এই শ্রুতি প্রাণবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ অপূর্ব্ব আচমন বিধান করিবেন, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না; যেহেতু পুরুষমাত্রের সহিত সম্বন্ধ (—সাধারণভাবে সকলের কর্ত্তব্যরূপে বিহিত, "ত্রিরাচামেৎ" এই] পূর্ব্ববর্ত্তী [অন্য শ্রুতি-

ভাবদীপিকা

(১) "প্রায়ত্যার্থম্", ইহার অর্থ—"প্রযতস্য—প্রযত্নবতঃ ভাবঃ প্রায়ত্যং শুদ্ধিঃ, তদর্থম্ ইত্যর্থঃ" (রত্নপ্রভা)—'প্রযতের—প্রযত্নবানের যে ধর্ম্ম, তাহা প্রায়ত্য, অর্থাৎ শুদ্ধি, তাহার জন্য'। ভাব এই—কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে যিনি প্রযত্নবান্ হন, কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ হইয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হন সুতরাং প্রযত্নবানের ধর্ম্ম বলিতে শুদ্ধতাকেই গ্রহণ করিতে হয়। সেইহেতু 'প্রায়ত্যার্থম্' ইহার অর্থ—'শুদ্ধির জন্য'। [লক্ষ্য করিতে হইবে-পদমধ্যস্থ হওয়ায় এখানে 'য'এর উচ্চারণ 'য়']।

(২) ভাব এই—প্রস্তাবিত স্থলে একই বাক্যে আচমন ও অনগ্নতাচিন্তন উভয়ই বিহিত হইলে বাক্যভেদ হইবে। একবাক্যতা সম্ভব হইলে তাহা ন্যায্য নহে। সেইহেতু শুদ্ধির জন্য প্রাপ্ত যে সাধারণ আচমন, তাহাকেই এই শ্রুতিনিরপেক্ষা উক্ত স্মৃতি প্রাণবিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত পুরুষের শুদ্ধির জন্য প্রাপ্ত করাইতেছেন। আর শ্রুতি "প্রসিদ্ধানুবাদেন অপ্রসিদ্ধং বিধীয়তে", এই ন্যায়ানুসারে সাধারণভাবে প্রাপ্ত সেই আচমনকে অনুবাদ করিয়া তাহাতে মুখ্যপ্রাণের অনগ্নতাসম্পাদক বস্ত্রদৃষ্টি বিধান করিতেছেন, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ এই শ্রুতি উক্ত স্মৃতির মূল নহে। **শঙ্কা**—আচ্ছা, যদি আচমন এই শ্রুতিতে বিহিত না হয়, তাহা হইলে 'আচামেৎ' এই বিধিশ্রুতির গতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিস্তু—'প্রাণবিদ্যার' ইত্যাদি (১৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতএব চ ন উভয়বিধানম্।২১ উভয়বিধানে চ বাক্যং ভিদ্যেত।২২ তস্মাৎ প্রাপ্তম্ এব অশিশিষতাম্ অশিতবতাং চ উভয়তঃ আচমনম্ অনূদ্য "এতম্ এব তৎ অনগ্নং কুর্বন্তঃ মন্যন্তে" (বৃঃ কাণ্ব ৬।১।১৪), ইতি প্রাণস্য অনগ্নতাকরণসঙ্কল্পঃ অনেন বাক্যেন আচমনীয়াসু অপ্‌সু প্রাণবিদ্যাসম্বন্ধিত্বেন অপূর্বঃ উপদিশ্যতে।২৩ ন চ অয়ম্ অনগ্নতাবাদঃ আচমনস্তুত্যর্থঃ ইতি ন্যায্যম্, আচমনস্য অবিধেয়ত্বাৎ।২৪ স্বয়ং চ অনগ্নতাসঙ্কল্পস্য বিধেয়ত্বপ্রতীতেঃ।২৫ ন চ এবং সতি একস্য আচমনস্য উভয়ার্থতা অভ্যুপগতা ভবতি প্রায়ত্যার্থতা পরি-

ভাষ্যানুবাদ

বাক্যে বিহিত] আচমনেরই এখানে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে (৩)।২০ আর সেইহেতু (—প্রত্যভিজ্ঞাত, সুতরাং অনূদিত আচমনে বিধি না থাকায়, আচমন ও অনগ্নতা-চিন্তন, এই] উভয়ের বিধান হয় নাই।২১ উভয়ের বিধান হইলেই বাক্য ভিন্ন হইয়া পড়িত (—বাক্যভেদদোষ হইত।২২ আচ্ছা, তাহা না হউক, কিন্তু এখানে কি বিহিত হইতেছে? তাহা বলিতেছেন—] সেইহেতু (—আচমন এই শ্রুতিতে বিহিত না হওয়ায়) যাঁহারা ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন এবং যাঁহারা ভোজন সমাধা করিয়াছেন, এই উভয়ত্র [পূর্ব্বে বিহিত "ত্রিরাচামেৎ" এই শ্রুতিবলে] প্রাপ্ত যে আচমন, তাহাকে অনুবাদ করিয়া "সেই এই মুখ্যপ্রাণকেই অনগ্ন করিতেছেন মনে করেন", ইত্যাদি এই বাক্যের দ্বারা অপূর্ব্ব যে প্রাণের অনগ্নতাকরণসঙ্কল্প, তাহা প্রাণবিদ্যার সহিত সম্বন্ধরূপে (—তাহার অঙ্গরূপে) আচমনীয় জলে উপদিষ্ট হইতেছে (—এই শ্রুতিবাক্যে আচমনীয় জলে মুখ্যপ্রাণের অনগ্নতাসম্পাদক বস্ত্রদৃষ্টি বিহিত হইতেছে)।২৩

[সিঃ—অনগ্নতার স্তুত্যর্থতা এবং বিনিযুক্তের বিনিয়োগদোষ নিরাকরণ।]

['অনগ্নতার বর্ণনা আচমনের স্তুতির জন্য' (১২ বাক্য), ইহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর এই অনগ্নতাকথন (—মুখ্যপ্রাণের আচ্ছাদনের বর্ণনা) আচমনের স্তুতির জন্য, ইহা ন্যায্য নহে; কারণ আচমন বিহিত হয় নাই [বিধেয়ের অভাবে স্তুতির প্রবৃত্তি হয় না]।২৪ আর যেহেতু অনগ্নতাসঙ্কল্পের বিধেয়তা স্বয়ং (—অপূর্ব্ব হওয়ায় সাক্ষাদ্‌ভাবে) প্রতীত হইতেছে। [সুতরাং স্তুতিযোগ্য তাহা অপরের স্তুতি হইতে পারে না]।২৫ আর এইপ্রকার হইলে (—আচমনীয় জলে প্রাণের অনগ্নতা-

ভাবদীপিকা

(৩) এইরূপে অত্রত্য আচমন "ত্রিরাচামেৎ" এই অন্য শ্রুতিতে বিহিত (ন্যায়নির্ণয়) এবং এই শ্রুতিতে অনূদিত হওয়ায় "অপৌরুষেয় শ্রুতি পৌরুষেয় স্মৃতির অনুবাদিকা কিপ্রকারে হইবেন" (১৫ বাক্য), এই আক্ষেপ নিরাকৃত হইয়া পড়িল, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ['স্মৃতিবিহিত আচমনের শ্রুতিতে অনুবাদ' এবং 'প্রাণবিদ্যাঙ্গভূত ভিন্নপ্রকার আচমন', এই পক্ষদ্বয় সম্ভবতঃ একদেশিসম্মত কোন প্রাচীন ব্যাখ্যা]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ধানার্থতা চ ইতি ; ক্রিয়ান্তরত্বাভ্যুপগমাৎ।২৬ ক্রিয়ান্তরম্ এব হি আচমনং নাম প্রায়ত্যার্থং পুরুষস্য অভ্যুপগম্যতে, তদীয়াসু তু অপ্সু বাসঃসঙ্কল্পনং নাম ক্রিয়ান্তরম্ এব পরিধানার্থং প্রাণস্য অভ্যুপগম্যতে ইতি অনবদ্যম্।২৭ অপিচ "যদিদং কিঞ্চ আশ্বভ্য আক্রমিভ্যঃ আকীটপতঙ্গেভ্যঃ তৎ তে অন্নম্" (বৃঃ ৬।১।১৪), ইতি অত্র তাবৎ ন সর্বান্নাভ্যবহারঃ চোদ্যতে ইতি শক্যং বক্তুম্, অশব্দত্বাৎ অশক্যত্বাৎ চ।২৮ 'সর্বং তু প্রাণস্য অন্নম্', ইতি ইয়ম্ অন্নদৃষ্টিঃ চোদ্যতে।২৯ তৎ সাহচর্য্যাৎ চ "আপঃ বাসঃ" (বৃঃ ৬।১।১৪), ইতি অত্রাপি ন অপাম্ আচমনং চোদ্যতে, প্রসিদ্ধাসু এব তু আচমনীয়াসু অপ্সু পরিধানদৃষ্টিঃ চোদ্যতে ইতি যুক্তম্।৩০ নহি অর্দ্ধবৈশ-

ভাষ্যানুবাদ

দৃষ্টি বিহিত হইলে) একই আচমনের শুদ্ধিহেতুতা এবং পরিধানার্থতা (—অনগ্নতা-সম্পাদক বস্ত্রদৃষ্টিরূপ প্রয়োজন সম্পাদকতা), এই উভয়প্রকার অর্থ স্বীকৃত হইয়া পড়ে (—যাহা শুদ্ধিরূপ কার্য্যের জন্য প্রযুক্ত, তাহাই প্রাণের অনগ্নতাসম্পাদনেও প্রযুক্ত হওয়ায় বিনিযুক্তবিনিয়োগদোষ হইয়া পড়ে), ইহা বলা যায় না ; যেহেতু [আচমন ও অনগ্নতাচিন্তন] বিভিন্নপ্রকার ক্রিয়ারূপে স্বীকৃত।২৬ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু আচমননামক অন্য ক্রিয়াই পুরুষের শুদ্ধির জন্য স্বীকৃত হইতেছে, কিন্তু তদীয় [আচমনের জন্য গৃহীত] জলে মুখ্যপ্রাণের পরিধানের জন্য বাসঃসঙ্কল্প (—বস্ত্রদৃষ্টি) নামক অন্যপ্রকার ক্রিয়াই অঙ্গীকৃত হইতেছে, এইহেতু (—বাসঃসঙ্কল্প-ক্রিয়া ও আচমনক্রিয়া ভিন্ন হওয়ায়, বিনিযুক্তের বিনিয়োগ-] দোষ হয় না।২৭

[সিঃ—আচমন এখানে বিহিত নহে, সেই বিষয়ে যুক্তি।]

[এই শ্রুতিবাক্যে আচমন বিহিত হয় নাই, এই বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, "কুক্কুরগণ ক্রিমিগণ ও কীটপতঙ্গগণ পর্য্যন্ত [সকল প্রাণীর] এই যাহা কিছু ভক্ষ্য, তাহা তোমার অন্ন", ইত্যাদি এই স্থলে সকলপ্রকার অন্নের অভ্যবহার (—ভক্ষণ) বিহিত হইতেছে, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তাহা অশব্দ (—শ্রুতিতে বিহিত নহে) এবং অশক্য (—মনুষ্যের সাধ্যাতীত)।২৮ কিন্তু 'সমস্তই (—সকল প্রাণীর অন্নই) মুখ্যপ্রাণের অন্ন', এইপ্রকারে এই অন্নদৃষ্টি [উক্ত শ্রুতিবাক্যে] বিহিত হইতেছে।২৯ আর তাহার সাহচর্য্যবশতঃ "জল পরিধেয় বস্ত্র", এই স্থলেও জলের [দ্বারা] আচমন বিহিত হইতেছে না, কিন্তু প্রসিদ্ধ আচমনীয় জলে পরিধানদৃষ্টি (—মুখ্যপ্রাণের পরিধেয় বস্ত্রদৃষ্টি) বিহিত হইতেছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৩০ অর্দ্ধবৈশস্ (—অর্দ্ধবিনাশ, একটী প্রাণীর শরীরার্দ্ধভাগ জীবিত, অপরার্দ্ধভাগ মৃত, এইপ্রকার কল্পনা, ১।২৯৫ পৃঃ) নিশ্চয়ই সঙ্গত নহে। [অতএব পূর্ব্বার্দ্ধে অন্নদৃষ্টির ন্যায় শেষার্দ্ধে বস্ত্রদৃষ্টি বিহিত, আচমনবিধি নহে, ইহা

শাঙ্করভাষ্যম্

শসং সঙ্কল্পয়ন্তি।৩১ অপিচ "আচামন্তি" (বৃঃ ৬।১।১৪), ইতি বর্ত্তমানাপদেশিত্বাৎ ন অয়ং শব্দঃ বিধিক্ষমঃ। ৩২ ননু "মন্যন্তে" (ঐ) ইত্যপি সমানং বর্ত্তমানাপদেশিত্বম্।৩৩ সত্যম্ এব এতৎ, অবশ্যবিধেয়ে তু অন্যতরস্মিন্ বাসঃকার্য্যাখ্যানাৎ অপাং বাসঃসঙ্কল্পনম্ এব অপূর্ব্বং বিধীয়তে, ন আচমনং, পূর্ব্ববৎ হি তৎ ইতি উপপাদিতম্।৩৪ যদপি উক্তং বিস্পষ্টা চ আচমনে বিধিবিভক্তিঃ ইতি, তদপি পূর্ব্ববত্ত্বেন এব আচমনস্য প্রত্যুক্তম্।৩৫ অতএব আচমনস্য অবিধিৎস-

ভাষ্যানুবাদ

সীকার্য্য]।৩১ আবার দেখ, "আচামন্তি" ইহা বর্ত্তমানকালের অপদেশী (—নির্দ্দেশক) হওয়ায়, এই শব্দটী বিধিক্ষম (—কোন কিছু বিধান করিতে সমর্থ) নহে।৩২ [শঙ্কা—] কিন্তু "মন্যন্তে" (—মনন করিতেছেন, মনে করেন), ইহাও সমানভাবে বর্ত্তমানকালের নির্দ্দেশক (—বিধিলিঙের প্রয়োগ না থাকায় ইহাই বা কিপ্রকারে অনগ্নতাসঙ্কল্পে (—বস্ত্রদৃষ্টিতে) বিধি হইবে)? ৩৩

(সিঃ—আচমন অনুবাদ মাত্র হওয়াতে বিকল্প সম্ভব নহে বলিয়া অনগ্নতাচিন্তনই বিধেয় ও উপসংহার)

[সিঃ সমাধান—] ইহা সত্যই, [কিন্তু অনগ্নতাচিন্তন ও আচমন, এই] দুইটীর মধ্যে একটী অবশ্য বিধেয় হইলে (৪), বাসঃকার্য্যের (—অনগ্নতাসম্পাদনের) বর্ণনা থাকায় অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে অবিহিত) যে [আচমনীয়] জলের বস্ত্ররূপে সঙ্কল্প, তাহাই বিহিত হইতেছে, কিন্তু আচমন নহে; যেহেতু তাহা পূর্ব্বের ন্যায় হইবে (—পূর্ব্বে প্রদর্শিত "ক্রিয়াচামেৎ" এই শ্রুতিবচন হইতে অনূদিত হইবে), ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে (২৩ বাক্য)।৩৪ আর যে বলা হইয়াছে—আচমনে বিধিবিভক্তি বিশেষ স্পষ্টভাবে আছে ইত্যাদি (১১ বাক্য), তাহাও আচমনের পূর্ব্ববত্তার (—শ্রুতিতে পূর্ব্বে বিহিত হওয়ার) দ্বারাই প্রত্যুক্ত হইয়াছে (—আচমন এই শ্রুতিবাক্যে অপূর্ব্ব নহে, অনুবাদ মাত্র (২০ বাক্য)।৩৫ এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] অতএব (—অপূর্ব্ব নহে বলিয়া) আচমন বিধিৎসিত (—তাহাতে

ভাবদীপিকা

(৪) দুইটীর মধ্যে একটী অবশ্য বিধেয় হইবার হেতু এই—অবিধেয় হইলে দুইটীই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, কারণ বিহিত না হইলে হইবে অনুবাদমাত্র, আর বিধির সহকারী না হইলে অনুবাদ অকিঞ্চিৎকর ব্যর্থ কথনমাত্র। সেইহেতু একটীকে বিধেয়রূপে এবং অপরটীকে অনুবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে অনগ্নতাচিন্তনই, অর্থাৎ আচমনীয় জলকে মুখ্যপ্রাণের বস্ত্ররূপে চিন্তনই বিধেয়, যেহেতু তাহা অপূর্ব্ব। পূজ্যপাদ ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—"এই স্থলে সূত্রটীর অন্যপ্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইল"। তাহা এইপ্রকার: **কার্য্যাখ্যানাৎ—কার্য্যস্য—**বাসঃকার্য্যের অর্থাৎ অনগ্নতার, ["তদনম্ অনগ্নং কুর্ব্বন্তঃ মন্যন্তে" (বৃঃ ৬।১।১৪), ইত্যাদি শ্রুতিতে] আখ্যানাৎ—বর্ণনা হওয়ায় [বস্ত্ররূপে আচমনীয় জলের চিন্তন, যাহা] **অপূর্ব্বম্—**পূর্ব্বে অবিহিত, [তাহা এখানে বিহিত হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সিতত্বাৎ "এতম্ এব তৎ অনম্ অনগ্নং কুর্ব্বন্তঃ মন্যন্তে" (বৃঃ কাঃ ৬।১।১৪), ইতি অত্রৈব কাণ্বাঃ পর্য্যবস্যন্তি, ন আমনন্তি "তস্মাৎ এবং-বিদ্" (বৃঃ মাধ্যঃ ৬।২।১৫) ইত্যাদি ।৩৬ তস্মাৎ মাধ্যন্দিনানাম্ অপি পাঠে আচমনানুবাদেন 'এবংবিত্ত্বম্' এব 'প্রকৃতপ্রাণবাসোবিত্ত্বং' বিধীয়তে ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ।৩৭ যোঽপি অয়ম্ অভ্যুপগমঃ ক্বচিৎ আচমনং বিধীয়তে ক্বচিৎ বাসোবিজ্ঞানম্ ইতি, সোঽপি ন সাধুঃ; "আপঃ বাসঃ" (বৃঃ ৬।১।১৪) ইত্যাদিকায়াঃ বাক্যপ্রবৃত্তেঃ সর্ব্বত্র এক-রূপ্যাৎ ।৩৮ তস্মাৎ বাসোবিজ্ঞানম্ এব ইহ বিধীয়তে; ন আচম-নম্ ইতি ন্যায্যম্ ।৩৯॥৩।৩।১৮॥ ইতি নবমং কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বিধি স্বীকার করিতে ইচ্ছা) না হওয়ায় "সেই এই মুখ্যপ্রাণকেই অনগ্ন করি-তেছেন, মনে করেন", ইত্যাদি এই স্থলেই কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ পর্য্যবসিত হন (—পাঠ শেষ করেন), কিন্তু [মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়িগণের ন্যায়] "তস্মাৎ এবংবিদ্", ইত্যাদি পাঠ করেন না। [অতএব বিধিলিঙের অপঠনরূপ লিঙ্গবলে আচমন এখানে বিধেয় নহে, অনুবাদ মাত্র, ইহা অবগত হওয়া যায়] ।৩৬ সেইহেতু মাধ্যন্দিনগণের পাঠেও ["প্রসিদ্ধানুবাদেন অপ্রসিদ্ধং বিধীয়তে", এই ন্যায়ানুসারে] আচমনের অনুবাদদ্বারা এবংবিত্বই, অর্থাৎ প্রস্তাবিত প্রাণবাসোবিত্বই (—আচমনীয় জলে মুখ্যপ্রাণের বস্ত্র-দৃষ্টিই) বিহিত হইতেছে, ইহা অবগত হইতে হইবে।৩৭ আর কোন স্থলে (—মাধ্য-ন্দিনশাখাতে) আচমন বিহিত হইতেছে, কোন স্থলে (—কাণ্বশাখাতে) বাসোবি-জ্ঞান (—অনগ্নতাবুদ্ধি) বিহিত হইতেছে, এই যে [শাখাভেদে উদিত ও অনুদিত অগ্নিহোত্রহোমের ন্যায় একদেশীয় মতে বিকল্প] স্বীকৃতি, তাহাও সাধু (—নির্দ্দোষ) নহে ; যেহেতু "জলই বস্ত্র" ইত্যাদিপ্রকার যে বাক্যের প্রবৃত্তি, তাহা সর্ব্বত্র (—উভয় শাখাতে) একই প্রকার ।৩৮ সেইহেতু (—আচমন অনুবাদমাত্র হওয়ায় একদেশীয় ব্যবস্থা সঙ্গত নহে বলিয়া) বস্ত্রদৃষ্টিই এই স্থলে (—প্রাণবিদ্যাতে) বিহিত হইতেছে, আচমন নহে, ইহাই ন্যায্য ।৩৯ [অতএব সর্ব্বশাখাপঠিত প্রাণবিদ্যাতে "আচমনীয় জলে মুখ্যপ্রাণের বস্ত্রদৃষ্টি" উপসংহৃত হইবে] ॥৩।৩।১৮॥ কার্য্যাখ্যানাধিকরণ সমাপ্ত।

১০। সমানাধিকরণম্। [১৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—এক বাজসনেয় শাখাতেই বিভিন্ন ব্যবহিত স্থলে পঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যার একত্ববশতঃ গুণোপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রাপ্ত আচমনের অনুবাদ করিয়া অপ্রাপ্ত অন-গ্নতাচিন্তন বিধেয়, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা সম্ভব নহে; যেমন কাণ্বশাখাতে

বিভিন্ন পূর্ববর্ত্তিগণে পঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যাবোধক বাক্যদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বিধায়ক এবং কোনটি অনুবাদক, ইহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না বলিয়া উভয় স্থলেই স্বসাধকেই পঠিত গুণবিশিষ্ট তাহারা দুইটী শাণ্ডিল্যবিদ্যার বিধায়ক হইবে। এই প্রকারে প্রকৃত্যদাহৃতগুণসংগতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

শাণ্ডিল্যবিদ্যা কাণ্বানাং দ্বিবিধৈকবিধাঽথবা।
দ্বিরুক্তেরেকশাখায়াং দ্বৈবিধ্যমিতি গম্যতে॥
একা মনোময়ত্বাদিপ্রত্যভিজ্ঞানতো ভবেৎ।
বিদ্যায়া বিধিরেকত্র স্যাদন্যত্র গুণে বিধিঃ॥

অন্বয়—কাণ্বানাং শাণ্ডিল্যবিদ্যা দ্বিবিধা, অথবা একবিধা? একশাখায়াং দ্বিরুক্তেঃ দ্বৈবিধ্যম্ ইতি গম্যতে। মনোময়ত্বাদিপ্রত্যভিজ্ঞানতঃ একা ভবেৎ, একত্র বিদ্যায়াঃ বিধিঃ, অন্যত্র গুণে বিধিঃ স্যাৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[শাণ্ডিল্যবিদ্যা অত্র বিষয়ঃ। কাণ্বানাম্ অগ্নিরহস্যব্রাহ্মণে শাণ্ডিল্যবিদ্যা পঠ্যতে—"স আত্মানম্ উপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরম্" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২) ইতি। তথা তেষাম্ এব বৃহদারণ্যকে সা এব বিদ্যা পঠিতা—"মনোময়োঽয়ং পুরুষঃ ভাঃসত্যঃ" (বৃঃ ৫।৬।১) ইতি। তত্র একশাখাভ্যাসাৎ মনোময়ত্বাদীনাং গুণানাং প্রত্যভিজ্ঞানাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] কাণ্বানাং শাণ্ডিল্যবিদ্যা দ্বিবিধা, অথবা একবিধা?

পূর্ব্বপক্ষ——একশাখায়াং দ্বিরুক্তেঃ [পৌনরুক্ত্যভয়াৎ শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াঃ] দ্বৈবিধ্যং [ভবতি] ইতি গম্যতে।

সিদ্ধান্ত—[বেদ্যগুণভূত-] মনোময়ত্বাদিপ্রত্যভিজ্ঞানতঃ [শাণ্ডিল্যবিদ্যা] একা ভবেৎ। [নচ পুনরুক্তিঃ, "অগ্নিহোত্রং জুহোতি", "দধ্না জুহোতি" ইত্যাদিবৎ] একত্র বিদ্যায়াঃ বিধিঃ, অন্যত্র [তদনুবাদেন ভাঃসত্যত্বসর্ব্বেশানত্বাদৌ] গুণে বিধিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[শাণ্ডিল্যবিদ্যা এখানে বিষয়। কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের অগ্নিরহস্য ব্রাহ্মণে শাণ্ডিল্যবিদ্যা পঠিত হইতেছে—"তিনি মনোময় প্রাণশরীর আত্মাকে উপাসনা করিবেন", ইত্যাদি। এইপ্রকারে তাঁহাদেরই বৃহদারণ্যকে সেই বিদ্যাই পঠিত হইয়াছে—"এই পুরুষ মনোময় ও ভাস্বর", ইত্যাদি। সেই স্থলে একই শাখাতে পুনঃ পুনঃ পাঠ এবং মনোময়ত্বাদি গুণসকলের প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ সংশয় হয়—]কাণ্বগণের শাণ্ডিল্যবিদ্যা দুইপ্রকার, অথবা একপ্রকার?

পূর্ব্বপক্ষ—এক শাখাতে দুইবার পঠিত হওয়ায় [পুনরুক্তিভয়ে শাণ্ডিল্যবিদ্যার] দ্বৈবিধ্য হইতেছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

সিদ্ধান্ত—[উপাস্যের গুণভূত] মনোময়ত্বাদির প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [শাণ্ডিল্যবিদ্যা] একটীই হইবে। [আর পুনরুক্তি হইবে, ইহা বলা যায় না; "অগ্নিহোত্র করিবে", "দধির দ্বারা হোম করিবে", ইত্যাদির ন্যায়] এক স্থলে (—অগ্নিরহস্য ব্রাহ্মণে) বিদ্যার বিধি এবং অন্যত্র (—বৃহদারণ্যকে, তাহার (—সেই বিহিত বিদ্যার) অনুবাদদ্বারা ভাস্বরত্ব সর্ব্বেশানত্ব প্রভৃতি] গুণে বিধি হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বিদ্যার বিভিন্নতাবশতঃ গুণের অনুপসংহার। সিদ্ধান্তে—বিদ্যার একত্ববশতঃ গুণোপসংহার।

সমান এবংচাভেদাৎ ॥৩।৩।১৯॥

পদচ্ছেদ—সমানে, এবম্, চ, অভেদাৎ।

সূত্রার্থ—[বাজসনেয়শাখায়াম্ অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা শ্রূয়তে—"সঃ আত্মানম্ উপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরম্" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২) ইত্যাদি। তত্রৈব বৃহদারণ্যকে পুনঃ সা এব শ্রূয়তে—"মনোময়ঃ অয়ং পুরুষঃ ভাঃসত্যঃ" (বৃঃ ৫।৬।১) ইতি। তত্র কিম্ অগ্নিরহস্যবৃহদারণ্যকস্থয়োঃ বিদ্যয়োঃ ভেদঃ, উত ঐক্যম্ ইতি বিশয়ে ; অনয়োঃ বিদ্যয়োঃ ভেদঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—যথা ভিন্নাসু শাখাসু বিদ্যৈক্যং গুণোপসংহারশ্চ] **এবম্, সমানে চ**—সমানায়াম্ অপি [শাখায়াং ভবিতুম্ যুক্তম্। কুতঃ ?] **অভেদাৎ**—উপাস্যস্য মনোময়ত্বাদিগুণকস্য উভয়ত্রাপি অভেদেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।

অনুবাদ—[বাজসনেয়শাখাতে অগ্নিরহস্যব্রাহ্মণে শাণ্ডিল্যবিদ্যা শ্রুত হইতেছে—'তিনি মনোময় প্রাণশরীর আত্মাকে উপাসনা করিবেন", ইত্যাদি। সেই শাখাতেই বৃহদারণ্যকে পুনরায় সেই বিদ্যাই শ্রুত হইতেছে—"এই পুরুষ মনোময় ভাস্বর" ইত্যাদি। সেই স্থলে অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকস্থ বিদ্যাদ্বয়ের কি বিভিন্নতা হইবে, অথবা ঐক্য, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; এই বিদ্যাদ্বয়ের বিভিন্নতা হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—যেমন বিভিন্ন শাখাসকলে বিদ্যার একত্ব ও গুণোপসংহার হয়], **এবম্**—এইপ্রকারে, **সমানে চ**—সমান (—একই, শাখাতেও হওয়া সঙ্গত। কেন ?] **অভেদাৎ**—যেহেতু মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উপাস্যের উভয় স্থলেই অভিন্নভাবে প্রত্যভিজ্ঞা হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাজসনেয়িশাখায়াম্ অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যনামাঙ্কিতা বিদ্যা বিজ্ঞাতা।১ তত্র চ গুণাঃ শ্রূয়ন্তে—"সঃ আত্মানম্ উপাসীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরং ভারূপম্" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২) ইতি এবমাদয়ঃ।২ তস্যাম্ এব শাখায়াম্ বৃহদারণ্যকে পুনঃ পঠ্যতে—"মনোময়ঃ অয়ং পুরুষঃ ভাঃসত্যঃ তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা সঃ এষঃ সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ সর্ব্বম্ ইদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" (বৃঃ ৫।৬।১) ইতি।৩ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইয়ম্ একা

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—একই শাখাতে বিভিন্ন স্থলে পঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যাদ্বয় বিভিন্ন হওয়ায় পরস্পরের গুণোপসংহার হইবে না।]

বাজসনেয়কগণের শাখাতে অগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্য নামাঙ্কিতা (—শাণ্ডিল্যঋষিকর্ত্তৃক দৃষ্ট, সেইহেতু তাঁহার নামে চিহ্নিত) বিদ্যা বিজ্ঞাত হইয়াছে।১ আর সেই স্থলে গুণসকল শ্রুত হইতেছে—"তিনি মনোময় প্রাণশরীর প্রকাশস্বরূপ আত্মাকে উপাসনা করিবেন", ইত্যাদি এই সকল।২ সেই শাখাতেই বৃহদারণ্যকে পুনরায় পঠিত হইতেছে—"মনোময় ভাস্বর এই পুরুষ সেই হৃদয়ের মধ্যে ব্রীহি অথবা যবের ন্যায় (—তৎসদৃশ ক্ষুদ্রপরিমাণবিশিষ্টরূপে, যোগিগণকর্ত্তৃক অনুভূত হন], সেই ইনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি (—অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পালনকর্ত্তা), এই সকল যাহা

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদ্যা অগ্নিরহস্যবৃহদারণ্যকয়োঃ গুণোপসংহারশ্চ, উত বেইমে বিদ্যে গুণানুপসংহারশ্চ ইতি।৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৫ বিদ্যা-ভেদঃ গুণব্যবস্থা চ ইতি।৬ কুতঃ?৭ পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ।৮ ভিন্নাসু হি শাখাসু অধ্যেতৃবেদিতৃভেদাৎ পৌনরুক্ত্যপরিহারম্ আলোচ্য বিদ্যৈকত্বম্ অধ্যবসায় একত্র অতিরিক্তাঃ গুণাঃ ইতরত্র উপসংহ্রিয়ন্তে প্রাণসংবাদাদিষু ইতি উক্তম্।৯ একস্যাং পুনঃ শাখায়াম্ অধ্যেতৃবেদিতৃভেদাভাবাৎ অশক্যো পরিহারে পৌনরুক্ত্যে ন বিপ্রকৃষ্টদেশস্থা একা বিদ্যা ভবিতুম্ অর্হতি।১০ ন চ অত্র একম্ আম্নানং বিদ্যাবিধানার্থম্, অপরং গুণবিধানার্থম্ ইতি বিভাগঃ সম্ভবতি।১১ তদা হি অতিরিক্তাঃ এব গুণাঃ ইতরত্র ইতরত্র চ আম্নায়েরন্, ন সমানাঃ।১২ সমানা অপি তু উভয়ত্র আম্নায়ন্তে মনোময়ত্বাদয়ঃ।১৩ তস্মাৎ ন অন্যোন্যং গুণোপ-

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু, সেই সকলকে শাসন করেন", ইত্যাদি।৩ [একই শাখাতে পঠিত হওয়ায় এবং গুণসকলের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায়] সেই স্থলে সংশয় হয়—অগ্নিরহস্য ও বৃহদা-রণ্যকে এই বিদ্যা কি এক, আর [তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি] গুণোপসংহার হইবে? অথবা এই বিদ্যা দুইপ্রকার এবং গুণের অনুপসংহার হইবে?৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৫ [পূর্ব্বপক্ষ—] বিদ্যার বিভিন্নতা এবং গুণের ব্যবস্থা (—পঠিত গুণ সেই স্থলেই বিনিযুক্ত হইবে, অন্যত্র উপসংহৃত হইবে না)।৬ তাহাতে হেতু কি?৭ [উত্তর—] যেহেতু পুনরুক্তি হইয়া পড়িবে।৮ [ইহার ব্যাখ্যা করিতে-ছেন—] যেহেতু বিভিন্ন শাখাসকলে অধ্যয়নকর্ত্তার এবং বেদিতার (—উপাসকের) বিভিন্নতাবশতঃ [যথাক্রমে শব্দের ও অর্থের] পুনরুক্তির পরিহার (২৩০ পৃঃ) আলোচনাকরতঃ বিদ্যার একত্ব নিশ্চয় করিয়া এক শাখাতে পঠিত অতিরিক্ত গুণ-সকল অন্য শাখাতে উপসংহৃত হয়, প্রাণসংবাদ প্রভৃতিতে (৩৩৪ অধিঃ) ইহা বর্ণিত হইয়াছে।৯ কিন্তু একই শাখাতে অধ্যয়নকর্ত্তার ও উপাসকের বিভিন্নতার অভাব-বশতঃ পুনরুক্তির পরিহার অশক্য হইলে [একই শাখার] দূরবর্ত্তিস্থলে পঠিতা বিদ্যা এক হইতে পারে না।১০ [যদি বলা হয়—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" বাক্যে কর্ম্মবিধি এবং "দধ্না জুহোতি" বাক্যে গুণবিধির ন্যায় এখানেও বিভিন্ন স্থলে উপাসনা ও তদঙ্গের বিধান হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এখানে একটী (—অগ্নির-হস্যস্থ) পাঠ বিদ্যা বিধানের জন্য, অপরটী (—বৃহদারণ্যকস্থ পাঠ) গুণবিধানের জন্য, এইপ্রকার বিভাগ সম্ভব নহে।১১ যেহেতু তাহা হইলে অতিরিক্ত (—একত্র যাহা পঠিত, তাহা হইতে ভিন্ন) গুণসকল বিভিন্ন স্থলে পঠিত হইত, কিন্তু সমান গুণ-সকল নহে।১২ উভয় স্থলে (—অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকে) কিন্তু মনোময়ত্ব প্রভৃতি

শাঙ্করভাষ্যম

সংহারঃ ইতি ।১৪ এবং প্রাপ্তে ক্রমহে—যথা ভিন্নাসু শাখাসু বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চ ভবতি, এবম্ একস্যামপি শাখায়াং ভবিতুম্ অর্হতি, উপাস্যাভেদাৎ ।১৫ তদেব হি ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিঃ গুণকম্ উভয়ত্রাপি উপাস্যম্ অভিন্নং প্রত্যভিজানীমঃ ।১৬ উপাস্যং চ রূপং বিদ্যায়াঃ ।১৭ ন চ বিদ্যমানে রূপাভেদে বিদ্যাভেদম্ অধ্যবসাতুং শক্নুমঃ ।১৮ নাপি বিদ্যাঽভেদে গুণব্যবস্থাপনম্ ।১৯ ননু পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ বিদ্যাভেদঃ অধ্যবসিতঃ ।২০ ন ইতি উচ্যতে, অর্থবিভাগোপপত্তেঃ ।২১ একং হি আম্নানং বিদ্যাবিধানার্থম্, অপরং গুণবিধানার্থম্ ইতি ন কিঞ্চিৎ ন উপপদ্যতে ।২২ ননু এবং সতি

ভাষ্যানুবাদ

সমান গুণসকলই পঠিত হইতেছে ।১৩ সেইহেতু (—মনোময়ত্বাদি গুণসকলের উভয়ত্র পাঠ বৃথা হইয়া পড়ে বলিয়া প্রযাজাদি কর্ম্মের বিভিন্নতার ন্যায় (২৩০ পৃঃ 'পুনরুক্তি' দ্রঃ) প্রস্তাবিত স্থলে বিদ্যার বিভিন্নতা সঙ্গত হওয়ায়, অগ্নিরহস্য ও বৃহদারণ্যকে পঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যাদ্বয়ে] পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না ।১৪

[সিঃ—উপাস্যের ও গুণের অভেদপ্রত্যভিজ্ঞাবলে একই শাখাপঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যার একত্ব ও গুণোপসংহার।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—যেমন বিভিন্ন শাখা-সকলে বিদ্যার একত্ব এবং গুণসকলের উপসংহার হইয়া থাকে, এক শাখাতেও এইপ্রকার হওয়া সঙ্গত, যেহেতু উপাস্য অভিন্ন ।১৫ মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট সেই প্রসিদ্ধ উপাস্য ব্রহ্মকেই আমরা উভয় স্থলে অভিন্নরূপে প্রত্যভিজ্ঞা করিতেছি ।১৬ আর [দ্রব্য ও দেবতা যেমন কর্ম্মের রূপ (—নিরূপক, পরিচায়ক), তদ্রূপ] উপাস্য বিদ্যার (—উপাসনার) রূপ ।১৭ আবার রূপের (—উপাস্য দেবতার) অভিন্নতা বিদ্যমান থাকিলে বিদ্যার বিভিন্নতা নিশ্চয় করিতে পারি না ।১৮ আর বিদ্যা অভিন্ন হইলে গুণসকলের ব্যবস্থাও (—পঠিত স্থলেই গুণসকলের বিনিয়োগও, অন্যত্র অনুপসংহারও) নিশ্চয় করিতে পারি না ।১৯ [শঙ্কা—] কিন্তু [একই শাখাতে, অধ্যেতা ও উপাসকের অভিন্নতাপ্রযুক্ত] পুনরুক্তি হইয়া পড়ে বলিয়া বিদ্যার বিভিন্নতা নিশ্চিত হইয়াছে (১০ বাক্য) ।২০ [সমাধান—] না, ইহা বলা হইতেছে, যেহেতু অর্থের (—প্রয়োজনের) বিভিন্নতা সঙ্গত ।২১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু একটী পাঠ (—অগ্নিরহস্যস্থ পাঠ) বিদ্যা বিধানের জন্য, অপরটী (—বৃহদারণ্যকস্থ পাঠ, সেই বিদ্যাতে] গুণবিধানের জন্য, এইপ্রকারে কিছু যে উপপন্ন হয় না, তাহা নহে (১) ।২২ [শঙ্কা—] কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—একত্র বিদ্যাবোধক

ভাবদীপিকা

(১) সংশয় হয়—কোন্ স্থলে বিদ্যা এবং কোন্ স্থলে তাহার গুণ (—অঙ্গ) বিহিত হইয়াছে, ইহা কিপ্রকারে নির্ণীত হইবে? বলিতেছি—যে স্থলে অঙ্গসকলের প্রাচুর্য্য থাকে,

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ অপঠিতম্ অগ্নিরহস্যে তদেব বৃহদারণ্যকে পঠিতব্যম্ "স এষঃ সর্ব্বস্য ঈশানঃ" (বৃঃ ৫।৬।১) ইত্যাদি; যত্তু পঠিতম্ এব "মনোময়" ইত্যাদি, তৎ ন পঠিতব্যম্।২৩ নৈষঃ দোষঃ, তদ্বলেনৈব প্রদেশান্তরপঠিতবিদ্যাপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ।২৪ সমানগুণাম্নানেন হি বিপ্রকৃষ্টদেশাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাং প্রত্যভিজ্ঞাপ্য তস্যাম্ ঈশানত্বাদ্যুপদিশ্যতে।২৫ অন্যথা হি কথং তস্যাম্ অয়ং গুণবিধিঃ অভিপ্রেয়তে?২৬ অপিচ অপ্রাপ্তাংশোপদেশেন অর্থবতি বাক্যে সম্ভাতে প্রাপ্তাংশপরামর্শস্য নিত্যানুবাদতয়া অপি উপপদ্যমানত্বাৎ ন তদ্বলেন

ভাষ্যানুবাদ

প্রধানবিধি, অন্যত্র গুণবিধি অঙ্গীকৃত হইলে) অগ্নিরহস্যে যাহা (—যে গুণ) পঠিত হয় নাই, তাহাই বৃহদারণ্যকে পঠিত হওয়া উচিত, যথা—"সেই ইনি সকলের ঈশ্বর" ইত্যাদি; আর [অগ্নিরহস্যে "মনোময়" ইত্যাদি যাহা পঠিত হইয়াছে, তাহা [বৃহদারণ্যকে] পঠিত হওয়া উচিত নহে। [পঠিত কিন্তু হইয়াছে। সুতরাং পুনরুক্তি হওয়ায় প্রধানবিধি ও গুণবিধি কিপ্রকারে নির্ণীত হইবে]?২৩ [সমাধান—] ইহা (—একই গুণের পুনরুক্তি) দোষ নহে, যেহেতু তাহার বলেই অন্য স্থলে পঠিত বিদ্যার ['ইহা সেই বিদ্যা' এইপ্রকার] প্রত্যভিজ্ঞা হয়।২৪ [ইহা বিশদ করিতেছেন—] সমান গুণসকলের পাঠদ্বারাই দূরবর্ত্তিস্থলে (—অগ্নিরহস্যে) পঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যাকে প্রত্যভিজ্ঞাত করাইয়া তাহাতে [বৃহদারণ্যকে পঠিত] ঈশানত্ব প্রভৃতি [গুণ] উপদিষ্ট হইতেছে।২৫ যেহেতু অন্যথা (—উক্তপ্রকারে প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার না করিলে) তাহাতে (—অগ্নিরহস্যবিহিত শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে) ইহা (—ঈশানত্বাদি গুণের সমর্পক বৃহদারণ্যকবাক্য) গুণবিধিরূপে কিপ্রকারে অভিহিত হইতেছে (— প্রত্যভিজ্ঞা অঙ্গীকার না করিলে অগ্নিরহস্যে বিহিত বিদ্যাকে অনুবাদ করিয়া বৃহদারণ্যকে তাহার গুণবিধান শ্রুতি কিপ্রকারে করিতেছেন? অতএব প্রত্যভিজ্ঞার আবশ্যকতা আছে।২৬ সমান গুণের উপদেশ হইতে প্রাপ্ত প্রত্যভিজ্ঞাকে উপেক্ষা করা যায় না, ইহা বলিতেছেন—] আর দেখ, অপ্রাপ্ত অংশের উপদেশদ্বারা [অজ্ঞাতজ্ঞাপক বেদ-] বাক্য সার্থক হইলে [শ্রুতিতে] প্রাপ্ত অংশের

ভাবদীপিকা

তাহাই প্রধান; যে স্থলে তাহাদের অল্পতা, তাহা অপ্রধান, ইহা লোকসিদ্ধ। যেমন যে স্থলে রথ অশ্ব ছত্র চামর সৈন্য ইত্যাদি বহু অঙ্গ (—ভোগোপকরণ) বর্ত্তমান, সেই স্থলে রাজার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়; কিন্তু যে স্থলে অশ্বাদি কতিপয় অঙ্গমাত্র বর্ত্তমান, সেই স্থলে অমাত্য প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রতীত। তদ্রূপ অগ্নিরহস্যব্রাহ্মণে অনেক গুণ পঠিত হওয়ায় সেই স্থলে বিদ্যাবোধক প্রধানবিধি এবং কতিপয় গুণ পঠিত হওয়ায় বৃহদারণ্যকে গুণবিধি নিশ্চিত হয়। [ন্যায়নির্ণয়ে ইহার বীপরীত অঙ্গীকৃত হইয়াছে]। অতএব একই শাখাতে একত্র প্রধানবিধি অন্যত্র গুণবিধি অঙ্গীকার করিলে পুনরুক্তি না হওয়ায় বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যভিজ্ঞা উপেক্ষিতুং * শক্যতে। ২৭ তস্মাৎ অত্র সমানায়াম্ অপি শাখায়াং বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চ ইতি উপপন্নম্ ।২৮ ॥৩।৩।১৯॥

ইতি দশমং সমানাধিকরণম্।

* 'উপোহিতুম্' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

পরামর্শ (—উল্লেখ) নিত্যানুবাদরূপে (২) উপপন্ন হয় বলিয়া তাহার বলে প্রত্যভিজ্ঞাকে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না (—সার্থকরূপে অঙ্গীকার করিতে হয়)।২৭ সেইহেতু (—সমান গুণের অনুবাদদ্বারা উপাস্য ও উপাসনার একত্বপ্রত্যভিজ্ঞা সিদ্ধ হওয়ায় পুনরুক্তি দোষের পরিহার হয় বলিয়া) এখানে (—(৩) এই অধিকরণে) এক শাখাতেও বিদ্যার একত্ব এবং গুণোপসংহার হয়, ইহা উপপন্ন (—যুক্তিযুক্তরূপে প্রতিপাদিত) হইল (৪)।২৮॥৩।৩।১৯॥ সমানাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২) **নিত্যানুবাদ**—"উক্তস্য পুনর্বচনম্ অনুবাদঃ"। পুরুষ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছে, কোন প্রয়োজনে তাহা পুনরুল্লেখ করিলে, তাহাকে বলে—'অনুবাদ'। কিন্তু অনাদি অপৌরুষেয় শ্রুতির পূর্ব্বাপরিভাব নাই, সেইহেতু শ্রুতিতে একত্র বর্ণিত বিষয় কোন প্রয়োজনে অন্যত্র উল্লিখিত হইলে তাহাকে বলা হয়—'নিত্যানুবাদ', অর্থাৎ 'অনাদি অনুবাদ'। অগ্নিরহস্যে পঠিত মনোময়ত্বাদি গুণ বৃহদারণ্যকে অনূদিত হওয়ায় তাহাকে 'নিত্যানুবাদ' বলা হইতেছে। উক্ত গুণসকলের নিত্যানুবাদের বলে উভয়ত্র বর্ণিত শাণ্ডিল্যবিদ্যার একত্ব প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে এবং 'সেই শাণ্ডিল্যবিদ্যাই এই শাণ্ডিল্যবিদ্যা', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাবলে অগ্নিরহস্যপঠিত সেই বিদ্যাকে অনুবাদ করিয়া বৃহদারণ্যকে তাহার গুণবিধান সম্ভব হইতেছে, সেইহেতু প্রত্যভিজ্ঞাকে উপেক্ষা করা যায় না, ইহাই ভাব।

(৩) **লক্ষ্য** করিতে হইবে—পূর্ব্বমীমাংসা ২।৪।২ শাখান্তরাধিকরণন্যায়াবলম্বনে উত্তরমীমাংসাতে ৩।৩।১ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে বিভিন্নশাখাপঠিত বিদ্যার একত্ব বা নানাত্ব ও গুণোপসংহার বা অনুপসংহার বিচারিত হইয়াছে এবং অন্যান্য অধিকরণেও প্রধানতঃ তাহাই অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু একই শাখাতে বিভিন্ন স্থলে পঠিত বিদ্যার একত্বাদি বিষয় বিচারিত হয় নাই। তাহা বিচার করিবার জন্যই এই অধিকরণ ও পরবর্ত্তী কতিপয় অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে। এইরূপে নির্ণীত হইল যে, ৩।৩।১ অধিকরণন্যায়বলে ছাঃ ৩।১৪ (১।২।১ অধি এবং ১।২।৫ সূত্রভাষ্য দ্রঃ), বৃঃ ৫।৬ এবং শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২ পঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা অভিন্ন। অতএব এই সকল স্থলেই অপঠিত গুণসকলের উপসংহার হইবে *।

(৪) এই স্থলে **আশঙ্কা** হয়—অগ্নিরহস্যে বিহিত বিদ্যাতে বৃহদারণ্যকে পঠিত অনেক গুণ বিহিত হইলে প্রত্যেক গুণবিধানের জন্য এক একটী বাক্য কল্পনা করিতে হওয়ায় বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে এবং "প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ" (তন্ত্রবার্ত্তিক

* শতপথব্রাহ্মণে অগ্নিরহস্যে (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২) এবং ছান্দোগ্য ৩।১৪ খণ্ডে শাণ্ডিল্যবিদ্যানামক সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ১।২।১ সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণে ১।২।৫ সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে। এই স্থলে শতপথব্রাহ্মণের উক্ত স্থলে এবং বৃহদারণ্যক ৫।৬ ব্রাহ্মণে এক অভিন্ন শাণ্ডিল্যবিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহাতে কিন্তু মহান্ বিরোধ হইতেছে; কারণ বৃহদারণ্যকে উক্ত স্থলে হিরণ্যগর্ভবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বৃঃ ৫।৩ ব্রাহ্মণ হইতে ভাষ্য ও ভাষ্যবার্ত্তিক আলোচনাদ্বারা প্রতিভাত হয়। বৃঃ ৫।৪।১

১১। সম্বন্ধাধিকরণম্। [২০-২২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সত্যবিদ্যাতে উপাস্য ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও 'অহঃ' ও 'অহম্' এই নামদ্বয়ের অন্যোন্যত্র অনুপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে একই শাখাপঠিত সমানবিদ্যাসম্বন্ধ গুণসকলের উপসংহার প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ অধিদৈব ও অধ্যাত্ম, এই উভয়রূপে পঠিত সত্যবিদ্যার সহিত সম্বদ্ধ "অহঃ" ও "অহম্" এই নামদ্বয়ের অন্যোন্যত্র উপসংহার হইবে, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সংহারঃ স্যাদ্ব্যবস্থা বা নাম্নোরহরহং ত্বিতি।
বিদ্যৈকত্বেন সংহারঃ স্যাদধ্যাত্মাধিদৈবয়োঃ॥
তস্যোপনিষদিত্যেবং ভিন্নস্থানত্বদর্শনাৎ।
স্থিতাসীনগুরুপাদ্যোরিব নাম্নোর্ব্যবস্থিতিঃ॥

অন্বয়—"অহঃ" "অহম্" ইতি তু নাম্নোঃ সংহারঃ স্যাৎ, ব্যবস্থা বা? বিদ্যৈকত্বেন অধ্যাত্মাধিদৈবয়োঃ সংহারঃ স্যাৎ। "তস্যোপনিষৎ" ইতি এবং ভিন্নস্থানত্বদর্শনাৎ স্থিতাসীনগুরুপাদ্যোঃ ইব নাম্নোঃ ব্যবস্থিতিঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে সত্যবিদ্যায়াম্ আধিদৈবিকস্য পুরুষস্য আদিত্যমণ্ডলস্থস্য "অহঃ" (বৃঃ ৫।৫।৩) ইতি এতন্নাম ধ্যানায় উপদিশ্যতে। আধ্যাত্মিকস্য তু অক্ষিপুরুষস্য "অহম্" (বৃঃ ৫।৫।৪)ইতি এতৎ নাম। ইদং রহস্যনামদ্বয়ং অত্র বিষয়ঃ। তত্র নামিনঃ সত্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ একত্বাৎ স্থানভেদোক্তেশ্চ সংশয়ঃ—] "অহঃ", "অহম" ইতি তু নাম্নোঃ সংহারঃ স্যাৎ, ব্যবস্থা বা?

পূর্ব্বপক্ষ—বিদ্যৈকত্বেন অধ্যাত্মাধিদৈবয়োঃ [দ্বয়োঃ নাম্নোঃ পুরুষদ্বয়ে] সংহারঃ স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—["যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" (বৃঃ ৫।৫।৩), ইতি উপক্রম্য "তস্য উপনিষৎ অহঃ" (ঐ), ইতি তচ্ছব্দেন মণ্ডলস্থম্ এব পরামৃশ্য তস্যৈব নামবিশেষঃ উপদিষ্টঃ; তথা "যঃ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ (বৃঃ ৫।৫।৪), ইতি উপক্রম্য "তস্য উপনিষৎ অহম্" (ঐ), ইতি তচ্ছব্দেন অক্ষিনিষ্ঠম্ এব পরামৃশ্য নামবিশেষঃ উপদিষ্টঃ। অতঃ বিদ্যৈকত্বেন যেতস্য সত্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ একত্বেঽপি] "তস্য উপনিষৎ" ইতি এবং ভিন্নস্থানত্বদর্শনাৎ স্থিতাসীনগুরুপাদ্যোঃ ইব নাম্নোঃ ব্যবস্থিতিঃ [স্যাৎ]।

ভাবদীপিকা

২।২।৬), এই স্যায়ের বিরোধও হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলা যায়—"পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে গুণসকল বিহিত হইলেই উক্ত দোষদ্বয়ের প্রাপ্তি হয়। এখানে কিন্তু ঈশানত্বাদি তত্তৎগুণবিশিষ্ট 'ইহার পর এই গুণ, তাহার পর ইহা', এইপ্রকারে **একটী** ক্রমের বিধান হওয়ায় পৃথগ্‌ভাবে গুণসকলের প্রাপ্তি অর্থতঃ সিদ্ধ হয় বলিয়া উক্ত দোষদ্বয় প্রসক্ত হয় না (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)।

সমানাধিকরণ সমাপ্ত।

এবং ৫।৫।১ কণ্ডিকাতেও 'সত্যব্রহ্ম', অথে 'প্রথমজ পুত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ' গৃহীত হইয়াছেন। পরবর্তী ৫।৬ ব্রাহ্মণেও সেই হিরণ্যগর্ভই গৃহীত হইয়াছেন, ইহা "তস্যৈব একদেশ ব্রহ্মণঃ", ইত্যাদি ভাষ্য এবং "মনোময়োঽয়মিতি চ তস্যৈব ব্রহ্মণোঽপরত্র", ইত্যাদি ভাষ্যবার্ত্তিক (৫।৮) হইতে অবগত হওয়া যায়। এই বিরোধের সমাধান সুধীগণের চিন্তনীয়। আমাদের মনে হয়—বৃহদারণ্যকভাষ্য ও তদ্বার্ত্তিকের বিরোধবশতঃ অত্র বিচার একই শাখাতে গুণোপসংহার প্রদর্শনের জন্য 'কৃতাচিন্তা' (১৮৭৪ পৃঃ) হইলেই সঙ্গত। পরিদৃষ্ট টীকাসকল কিন্তু এই বিষয়ে নির্ব্বাক্।

অনুবাদ

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে সত্যবিদ্যাতে আদিত্যমণ্ডলস্থ আধিদৈবিক পুরুষের "অহঃ" এই নাম ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট হইতেছে। অক্ষিস্থিত আধ্যাত্মিক পুরুষের কিন্তু "অহম্" এই নাম 'উক্ত প্রয়োজনে উপদিষ্ট হইতেছে'। এই রহস্যনামদ্বয় এখানে বিষয়। সেই স্থলে নামি সত্যাখ্য ব্রহ্ম (—হিরণ্যগর্ভ) এক হওয়ায় এবং [আদিত্যমণ্ডল ও চক্ষুরূপ] স্থানভেদ উক্ত হওয়ায় সংশয় হয়—] "অহঃ" এবং "অহম্" এই নামদ্বয়ের [আদিত্য ও অক্ষিপুরুষে] উপসংহার হইবে, অথবা ব্যবস্থা হইবে (—যে পুরুষের যে নাম উপদিষ্ট হইয়াছে, উপাসনাকালে সেই পুরুষেই তাহা নিয়মিত হইবে)?

পূর্ব্বপক্ষ—বিদ্যা এক হওয়ায় আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দুইটী নামেরই পুরুষদ্বয়ে উপসংহার হইবে।

সিদ্ধান্ত—["এই সূর্য্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "তাঁহার রহস্যনাম অহঃ", এইপ্রকারে তৎ-শব্দের দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষকেই উল্লেখ করিয়া তাঁহারই বিশেষ নাম উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে "দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "তাঁহার রহস্যনাম অহম্", এইপ্রকারে তৎ-শব্দের দ্বারা চক্ষুস্থিত পুরুষকেই উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিশেষ নাম উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব বিদ্যা এক হওয়ায় বেদ্য সত্যাখ্য ব্রহ্ম এক হইলেও] "তাঁহার রহস্যনাম" এইপ্রকারে [আদিত্যমণ্ডল ও চক্ষুরূপ] বিভিন্নস্থানতা (—বিভিন্ন স্থানে নামী পুরুষের অবস্থিতি) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া স্থিত (—দণ্ডায়মান) ও উপবিষ্ট গুরুর উপাসনাদ্বয়ের ন্যায় (—গুরু দণ্ডায়মান হইলে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া, উপবেশন করিলে পাদসেবাদিদ্বারা গুরুসেবার বিভিন্নতার ন্যায়) নামদ্বয়ের ব্যবস্থা হইবে (—যথাশ্রুত স্থলেই তাহাদের বিনিয়োগ হইবে, অন্যত্র উপসংহৃত হইবে না)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, আদিত্য ও অক্ষিপুরুষের উভয়নামযুক্তরূপে উপাসনা। সিদ্ধান্তে—যথাশ্রুত নামযুক্তরূপে উপাসনা।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩।৩।২০॥

পদচ্ছেদ—সম্বন্ধাৎ, এবম্, অন্যত্র, অপি।

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে সত্যবিদ্যায়াম্ আদিত্যস্থস্য আধিদৈবিকপুরুষস্য "অহঃ" ইতি এতৎ নাম ধ্যানায় উপদিষ্টম্। আধ্যাত্মিকস্য তু অক্ষিপুরুষস্য "অহম্" (বৃঃ ৫।৫।৩-৪) ইতি এতৎ নাম। তত্র কিম্ অস্যাং বিদ্যায়াং নাম্নোঃ ব্যবস্থয়া ধ্যানং কর্ত্তব্যম্, উত নামদ্বয়স্য প্রতিস্থানং ধ্যানম্, ইতি সংশয়ে, পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে—যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াম্ একশাখায়াং বিভাগেন অধীতায়াম্] **সম্বন্ধাৎ**—একবিদ্যাসম্বন্ধাৎ [অন্যোন্যং গুণোপসংহারঃ পূর্ব্বম্ উক্তঃ], **এবম্, অন্যত্র অপি**—সত্যবিদ্যায়াম্ অপি [ভবিতুং যুক্তম্; একবিদ্যাসম্বন্ধাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে সত্যবিদ্যাতে আদিত্যমণ্ডলস্থ আধিদৈবিক পুরুষের "অহঃ" এই নাম ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। আধ্যাত্মিক অক্ষিপুরুষের কিন্তু "অহম্" এই নাম 'উক্ত প্রয়োজনে উপদিষ্ট হইয়াছে'। সেই স্থলে এই বিদ্যাতে কি নামদ্বয়ের ব্যবস্থাদ্বারা (—পঠিতস্থলেই বিনিয়োগদ্বারা) ধ্যান করিতে হইবে, অথবা প্রত্যেক স্থলে নামদ্বয়ের ধ্যান করিতে হইবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে, পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—একই শাখাতে বিভিন্ন স্থলে

পঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে] সম্বন্ধাৎ—একই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় [পরস্পরের গুণোপসংহার পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে], এবম্ এইপ্রকারে, অন্যত্র অপি—অন্য স্থলেও, অর্থাৎ সত্যবিদ্যাতেও [হওয়া সঙ্গত ; যেহেতু একই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ আছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃহদারণ্যকে "সত্যং ব্রহ্ম" (বৃ: ৫।৪।১), ইতি উপক্রম্য "তৎ যৎ তৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ" (বৃ: ৫।৫।২), ইতি তস্য এব সত্যস্য ব্রহ্মণঃ অধিদৈবতম্ অধ্যাত্মং চ আয়তনবিশেষম্ উপদিশ্য ব্যাহৃতিশরীরত্বং চ সম্পাদ্য দ্বে উপনিষদৌ উপদিশ্যেতে—"তস্য উপনিষৎ অহঃ" (বৃ: ৫।৫।৩), ইতি অধিদৈবতম্। "তস্য উপনিষৎ অহম্" (বৃ: ৫।৫।৪), ইতি অধ্যাত্মম্ ।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ অবিভাগেনৈব উভে অপি উপনিষদৌ উভয়ত্র অনুসন্ধাতব্যে, উত বিভাগেন একা অধিদৈবম্ একা অধ্যাত্মম্ ইতি ।২ তত্র সূত্রেণৈব উপক্রমতে—যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বিভাগেনাপি অধীতায়াং গুণোপসংহারঃ উক্তঃ, এবম্ অন্যত্রাপি এবংজাতীয়কে বিষয়ে ভবিতুম্ অর্হতি, একবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ ।৩ একা হি ইয়ং সত্যবিদ্যা অধিদৈবম্ অধ্যাত্মং চ অধীতা, উপক্রমাভেদাৎ ব্যতিষক্তপাঠাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূ:—একবিদ্যাসম্বন্ধ হেতু নামদ্বয়ের অন্যোন্যত্র উপসংহার।]

বৃহদারণ্যকে "সত্য ব্রহ্ম" এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "সেই যে সেই সত্য (—প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ), তিনিই ঐ আদিত্য, এই যিনি এই [সূর্য্য-] মণ্ডলে [অবস্থিত] পুরুষ এবং এই যিনি দক্ষিণ চক্ষুতে [অবস্থিত] পুরুষ", এইপ্রকারে সেই সত্যাখ্য ব্রহ্মের অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম (—দেবতাসম্বন্ধী এবং শরীরসম্বন্ধী) আয়তন (—স্থান) বিশেষের উপদেশ করিয়া এবং [সেই পুরুষদ্বয়ের] ব্যাহৃতিশরীরতা সম্পাদন করিয়া (—ভূরাদি লোকসকলে উক্ত পুরুষদ্বয়ের শরীরাবয়বদৃষ্টির উপদেশ করিয়া— বৃ: ৫।৫।৩-৪), দুইটী উপনিষৎ (—রহস্যনাম) উপদিষ্ট হইতেছে—"তাঁহার রহস্যনাম 'অহঃ', ইহা দেবতাসম্বন্ধি নাম", "তাঁহার রহস্যনাম 'অহম্', ইহা শরীরসম্বন্ধি নাম" ।১ সেই স্থলে সংশয় হয়—উভয় রহস্যনামকেই কি উভয় স্থলে অবিভক্তভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া (—ধ্যান করা) উচিত (—উভয় নামই কি উভয়ত্র উপসংহৃত হইবে ?), অথবা একটীকে অধিদৈবরূপে, অপরটীকে অধ্যাত্মরূপে, এইরূপে বিভক্তভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত (—নামদ্বয়ের কি যথাশ্রুত বিনিয়োগ হইবে, উপসংহার হইবে না ?), ইত্যাদি ।২ সেই স্থলে সূত্রের দ্বারাই [পূর্ব্বপক্ষ] আরব্ধ হইতেছে—যেমন বিভিন্ন স্থলে পঠিত শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে গুণোপসংহার বর্ণিত হইয়াছে (১৯ সূ:), এইপ্রকারে অন্য স্থলেও এই জাতীয় বিষয়ে হওয়া উচিত, যেহেতু একই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে ।৩ [কিন্তু বিদ্যা এক, ইহা কিপ্রকারে জানিলে?

শাঙ্করভাষ্যম্

চ।৪ কথং তস্যাম্ উদিতঃ ধর্ম্মঃ তস্যাম্ এব ন স্যাৎ?। যঃ হি আচার্য্যে কশ্চিৎ অনুগমনাদিঃ আচারঃ চোদিতঃ, সঃ গ্রামগতে অরণ্যগতে চ তুল্যবৎ এব ভবতি।৬ তস্মাৎ উভয়োঃ অপি উপনিষদোঃ উভয়ত্র প্রাপ্তিঃ ইতি।৭॥৩।৩।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

তাহা বলিতেছেন—] অধিদৈব ও অধ্যাত্মরূপে পঠিত এই সত্যবিদ্যা অবশ্যই এক, যেহেতু ["সত্যং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৫।৫।১), এইপ্রকার] উপক্রমের অভিন্নতা আছে এবং যেহেতু ["তৌ এতৌ অন্যোন্যস্মিন প্রতিষ্ঠিতৌ" (বৃঃ ৫।৫।২) এইপ্রকার] ব্যতিষক্ত (—পরস্পরসম্বদ্ধ) পাঠ আছে।৪ [সুতরাং] তাহাতে কথিত ধর্ম্ম (—নামাত্মক গুণ) কিপ্রকারে তাহাতেই [প্রযুক্ত] হইবে না ?৫ [যদি বলা হয়—বিদ্যা এক হইলেও আদিত্যমণ্ডল ও চক্ষুরূপ স্থানের বিভিন্নতাবশতঃ নামদ্বয়ের অন্যোন্যত্র প্রাপ্তি হইবে না। পূর্ব্বপক্ষী দৃষ্টান্তবলে তাহার পরিহার করিতেছেন—] আচার্য্যের প্রতি অনুগমনাদি যাহা কিছু আচার বিহিত হইয়াছে, তাহা [আচার্য্য] গ্রামে অবস্থান করুন, অথবা অরণ্যে অবস্থান করুন সমানই হইয়া থাকে।৬ সেইহেতু (—উপাস্য ও উপাসনা অভিন্ন হইলে গুণোপসংহার অবশ্যই হয় বলিয়া) উভয় রহস্যনামেরই উভয়ত্র প্রাপ্তি (—পরস্পরের মধ্যে গুণোপসংহার) হইবে।৭॥৩।৩।২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে—

ভাষ্যানুবাদ—এইপ্রকার প্রাপ্ত হইলে প্রতিবিধান করা হইতেছে—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] ন বা বিশেষাৎ ॥৩।৩।২১॥

সূত্রার্থ—ন বা—নৈব নামদ্বয়স্য পুরুষদ্বয়ে উপসংহারঃ। [কুতঃ ? উচ্যতে—বিদ্যৈক্যে অপি] **বিশেষাৎ**—অক্ষ্যাদিত্যরূপস্থানবিশেষাৎ ; আয়তনবিশেষব্যপাশ্রয়েণৈব উপনিষদোঃ বিশেষোপদেশাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—ন বা—পুরুষদ্বয়ে নামদ্বয়ের অবশ্যই উপসংহার হইবে না। [কেন ? বলা হইতেছে—বিদ্যা অভিন্ন হইলেও] **বিশেষাৎ**—যেহেতু অক্ষি ও আদিত্যরূপ স্থানের বিভিন্নতা আছে ; অর্থাৎ যেহেতু বিশেষ আশ্রয় অবলম্বনেই রহস্যনামদ্বয়ের বিশেষভাবে উপদেশ হইয়াছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন বা উভয়োঃ উভয়ত্র প্রাপ্তিঃ।১ কস্মাৎ ?২ বিশেষাৎ, উপাসনস্থানবিশেষোপনিবন্ধাৎ ইত্যর্থঃ।৩ কথং স্থানবিশেষোপনি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বেদ্য ও বিদ্যা অভিন্ন হইলেও আদিত্যাদি উপাধিযুক্ত তত্তৎ পুরুষের তত্তৎ নামের অন্যোন্যত্র অনুপসংহার।]

[সিদ্ধান্ত—] উভয়ের (—উভয় নামের) উভয়ত্র (—আদিত্যস্থ ও অক্ষিস্থ পুরুষে) নিশ্চয়ই প্রাপ্তি হইবে না।১ তাহাতে হেতু কি ?২ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু বিশেষ আছে, অর্থাৎ যেহেতু উপাসনার স্থানবিশেষের সহিত [নামদ্বয়ের]

শাঙ্করভাষ্যম্

বদ্ধঃ ইতি ?৪ উচ্যতে—"যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" (বৃঃ ৫।৫।৩) ইতি হি আধিদৈবিকং পুরুষং প্রকৃত্য "তস্য উপনিষৎ অহঃ", ইতি শ্রাবয়তি ।৫ "যঃ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ" (বৃঃ ৫।৫।৪), ইতি হি আধ্যাত্মিকং পুরুষং প্রকৃত্য "তস্য উপনিষৎ অহম্" ইতি ।৬ 'তস্য' ইতি চ এতৎ সন্নিহিতাবলম্বনং সর্ব্বনাম, তস্মাৎ আয়তনবিশেষব্যপাশ্রয়েণৈব এতে উপনিষদৌ উপদিশ্যেতে ।৭ কুতঃ উভয়োঃ উভয়ত্র প্রাপ্তিঃ ?৮ ননু একঃ এব অয়ম্ আধিদৈবতম্ অধ্যাত্মং চ পুরুষঃ, একস্যৈব সত্যস্য ব্রহ্মণঃ আয়তনদ্বয়প্রতিপাদনাৎ ।৯ সত্যম্ এব এতৎ, একস্যাপি তু অবস্থাবিশেষোপাদানেন এব উপনিষদ্বিশেষোপদেশাৎ তদবস্থস্য এব সা ভবিতুম্ অর্হতি ।১০ অপি চ অয়ং দৃষ্টান্তঃ—সত্যপি আচার্য্যস্বরূপানপায়ে যৎ আচার্য্যস্য

ভাষ্যানুবাদ

উপনিবদ্ধ (—সম্বদ্ধ) আছে ।৩ স্থানবিশেষের সহিত সম্বন্ধ কিপ্রকার ?৪ তাহা বলা হইতেছে—"এই যিনি এই [আদিত্য-] মণ্ডলে পুরুষ", এইপ্রকারে আধিদৈবিক পুরুষকে প্রস্তাব করিয়া "তাঁহার রহস্যনাম অহঃ", ইহা [শ্রুতি] শ্রবণ করাইতেছেন ।৫ আর "যিনি দক্ষিণ চক্ষুতে পুরুষ", এইপ্রকারে আধ্যাত্মিক পুরুষকে প্রস্তাব করিয়া "তাঁহার রহস্যনাম অহম্", ইহা 'শ্রবণ করাইতেছেন' ।৬ [কিন্তু সত্যাখ্য ব্রহ্মই এই স্থলে প্রধান, তিনিই তৎ-শব্দের দ্বারা পরামৃষ্ট হইতেছেন, সুতরাং নামদ্বয়ও তাঁহারই হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর 'তস্য' এইটী সন্নিহিত বস্তুকে অবলম্বনকারি সর্ব্বনাম (—যাঁহার সন্নিধিতে "তস্য উপনিষৎ" এইপ্রকার পঠিত হইয়াছে, 'তস্য' এই পদটী তাঁহাকেই সমর্পণ করিবে), সেইহেতু [আদিত্য ও চক্ষুরূপ] আয়তন (—আধার) বিশেষকে আশ্রয় করিয়াই এই রহস্যনামদ্বয় উপদিষ্ট হইতেছে। [সুতরাং উক্ত নামদ্বয়ের সহিত যথাক্রমে সেই আয়তনদ্বয়ে অবস্থিত পুরুষদ্বয়েরই সম্বন্ধ হইবে, দূরে পঠিত সত্যাখ্য ব্রহ্মের সহিত নহে ; কারণ নিকটবর্ত্তীকে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বনাম কদাপি দূরবর্ত্তীকে সমর্পণ করে না ।৭ অতএব সেই আয়তনে অবস্থিত পুরুষের সহিতই সেই নামের সম্বন্ধ হয় বলিয়া] উভয়ের (—উভয় নামের) উভয়ত্র (—আদিত্য ও অক্ষিপুরুষে) প্রাপ্তি কিপ্রকারে হইবে ? ৮ [শঙ্কা—] কিন্তু [আয়তন বিভিন্ন হইলেও] এই আধিদৈব ও অধ্যাত্ম পুরুষ একই, যেহেতু এক সত্যাখ্য ব্রহ্মেরই [আদিত্য ও চক্ষুরূপ] দুইটী আয়তন প্রতিপাদিত হইয়াছে, [সুতরাং উপাস্য অভিন্ন হওয়ায় পরস্পর গুণোপসংহার হইবে ।৯ সমাধান—] ইহা সত্যই, [কিন্তু তাহা হইলেও] একের (—এক সত্যাখ্য ব্রহ্মের তত্তৎ আয়তনে অবস্থিতিরূপ] অবস্থাবিশেষের গ্রহণদ্বারাই রহস্যনামবিশেষের উপদেশ হওয়ায়, তাহা (—সেই নাম) যিনি তদবস্থাপন্ন, তাঁহারই হওয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

আসীনস্য অনুবর্ত্তনম্ উক্তং, ন তৎ তিষ্ঠতঃ ভবতি ; যচ্চ তিষ্ঠতঃ উক্তং, ন তৎ আসীনস্য ইতি ।১১ গ্রামারণ্যয়োঃ তু আচার্য্যস্বরূপানপায়াৎ তৎস্বরূপানুবদ্ধস্য চ ধর্ম্মস্য গ্রামারণ্যকৃতবিশেষাভাবাৎ উভয়ত্র তুল্যবত্তাবঃ ইতি অদৃষ্টান্তঃ সঃ ।১২ তস্মাৎ ব্যবস্থা অনয়োঃ উপনিষদোঃ ।১৩॥৩।৩।২১॥

ভাষ্যানুবাদ

সঙ্গত ।১০ আর [এই বিষয়ে] এই দৃষ্টান্তও আছে—আচার্য্যের স্বরূপের (—ব্যক্তিত্বের) অনপায় (—অপরিবর্ত্তন) হইলেও উপবিষ্ট আচার্য্যের যে অনুবর্ত্তন (—পাদসম্বাহনাদি সেবা) কথিত হইয়াছে, তাহা দণ্ডায়মান আচার্য্যের হয় না; আবার দণ্ডায়মান আচার্য্যের যাহা (—যে প্রকার সেবা) কথিত হইয়াছে, তাহা উপবিষ্ট আচার্য্যের নহে, ইত্যাদি ।১১ [কিন্তু উক্ত দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তও তো প্রদর্শিত হইয়াছে (২০ সূঃ ৬ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু গ্রামে ও অরণ্যে আচার্য্যের স্বরূপের পরিবর্ত্তন না হওয়ায় (—তিনি দণ্ডায়মানাবস্থাদিরূপ বিশেষ স্বরূপযুক্ত না হওয়ায়) তাঁহার স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ যে ধর্ম্ম (—অনুগমনাদি আচরণ), তাহার গ্রাম ও অরণ্যকৃত বিশেষের (—পার্থক্যের) অভাববশতঃ উভয়ত্র (—গ্রামে ও অরণ্যে) সমানভাব হইয়া থাকে, এইহেতু তাহা অদৃষ্টান্ত (—প্রস্তাবিতস্থলের উপযোগী দৃষ্টান্ত নহে)।১২ সেইহেতু (—তত্তৎ অবস্থাপন্ন আচার্য্যের বিভিন্নপ্রকার সেবার ন্যায় তত্তৎ আয়তনরূপ উপাধিযুক্ত সত্যাখ্য ব্রহ্মের রহস্যনামও বিভিন্ন হওয়ায়) এই রহস্যনামদ্বয়ের ব্যবস্থা হইবে (—যথাশ্রুতস্থলেই বিনিয়োগ হইবে, অন্যোন্যত্র উপসংহার হইবে না ।১৩॥৩।৩।২১॥

দর্শয়তি চ ॥৩।৩।২২॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, [বিদ্যান্তরে "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" (ছাঃ ১।৬।৬) ইত্যাদিনা আদিত্যপুরুষস্য রূপম্ উক্ত্বা তদ্রূপম্ অক্ষিপুরুষে অতিদিশতি—"তস্য এতস্য তদেব রূপং যৎ অমুষ্য রূপম্" (ছাঃ ১।৭।৫) ইতি। সঃ অয়ম্ অতিদেশঃ ইতরত্র সত্যবিদ্যাস্থলে স্থানভেদাৎ ন উপসংহারঃ ইতি] দর্শয়তি—প্রতিপাদয়তি। [ইতরথা বিদ্যৈক্যাৎ এব স্থানভেদেঽপি গুণোপসংহারাঙ্গীকারে ছান্দোগ্যস্থঃ অয়ম্ অতিদেশঃ নিরর্থকঃ এব স্যাৎ ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ অতিদেশাভাবাৎ প্রকৃতে নাম্নোঃ ব্যবস্থা ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চ—আর, [অন্য বিদ্যাতে "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আদিত্যস্থ পুরুষের রূপ বর্ণনা করিয়া সেই রূপকে অক্ষিস্থ পুরুষে [শ্রুতি] অতিদেশ করিতেছেন—"সেই ইঁহার তাহাই রূপ, যাহা এই আদিত্যস্থ পুরুষের রূপ", ইত্যাদি। সেই এই অতিদেশ সত্যবিদ্যারূপ অন্য স্থলে স্থানের বিভিন্নতাবশতঃ [নামদ্বয়ের] উপসংহার হয় না, ইহা] দর্শয়তি—প্রতিপাদন করিতেছে। [অন্যথা বিদ্যার একত্ববশতঃই স্থানের বিভিন্নতা থাকিলেও গুণোপসংহার স্বীকার করিলে ছান্দোগ্যস্থ এই অতিদেশ নিরর্থকই হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব।

অতএব অতিদেশের অভাববশতঃ প্রস্তাবিত স্থলে নামদ্বয়ের ব্যবস্থা (- যথাশ্রুত স্থলে বিনিয়োগ হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ এবংজাতীয়কানাং ধর্ম্মাণাং ব্যবস্থা ইতি লিঙ্গদর্শনং ভবতি—"তস্য এতস্য তদেব রূপং যৎ অমুষ্য রূপং, যৌ অমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ, যৎ নাম তৎ নাম" (ছাঃ ১।৭।৫) ইতি ।১ কথম অস্য লিঙ্গত্বম্ ইতি ?২ তদুচ্যতে—অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদভিন্নান্ ধর্ম্মান্ অন্যোন্যস্মিন্ অনুপসংহার্য্যান্ পশ্যন্ ইহ অতিদেশেন আদিত্যপুরুষগতান্ রূপাদীন্ অক্ষিপুরুষে উপসংহরতি—"তস্য এতস্য তদেব রূপম্" (ঐ) ইত্যাদিনা।৩ তস্মাৎ ব্যবস্থিতে এব এতে উপনিষদৌ ইতি নির্ণয়ঃ।৪।।৩।৩।২২।। ইতি একাদশং সম্বন্ধাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[নিঃ—ছান্দোগ্যে প্রকৃতিপ্রকারে অতিদেশ না থাকায় রহস্যনামদ্বয়ের অন্যোন্যত্র অনুপসংহার।]

আর দেখ, এই জাতীয় (—একই বিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গসম্বন্ধরূপে পঠিত) ধর্ম্মসকলের ব্যবস্থা হয়, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"সেই ইঁহার (—অক্ষিপুরুষের) তাহাই রূপ, যাহা তাঁহার (—আদিত্যপুরুষের) রূপ ; যে দুইটী তাঁহার (—আদিত্যপুরুষের) গেষ্ণ (—শরীরের পর্ব্ব), সেই দুইটী ইঁহার (—অক্ষিপুরুষের) গেষ্ণ ; যাহা তাঁহার নাম, তাহা ইঁহার নাম", ইত্যাদি।১ ইহার (—এই অতিদেশাত্মক বাক্যটীর) লিঙ্গপ্রমাণতা কিপ্রকারে হইতেছে ?২ তাহা বলা হইতেছে—অক্ষি ও আদিত্যরূপ স্থানভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মসকলকে পরস্পরের স্থলে উপসংহারের অযোগ্যরূপে দর্শনকরতঃ [শ্রুতি] এই স্থলে (—ছান্দোগ্যে অধিদৈব ও অধ্যাত্ম উদ্গীথোপাসনাস্থলে) "সেই ইঁহার তাহাই রূপ", ইত্যাদিপ্রকারে অতিদেশদ্বারা আদিত্যপুরুষগত রূপ প্রভৃতিকে অক্ষিপুরুষে উপসংহার করিতেছেন।৩ [প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু রহস্যনামদ্বয়ের এইপ্রকার অন্যোন্যত্র অতিদেশ নাই]। সেইহেতু (—অতিদেশের অভাব রহস্যনামদ্বয়ের অন্যোন্যত্র উপসংহারের বাধক হওয়ায়) এই রহস্যনামদ্বয় অবশ্যই ব্যবস্থিত (—অন্যোন্যত্র উপসংহারের অযোগ্য), ইহাই নির্ণয় (—সিদ্ধান্ত)।৪ ।।৩।৩।২২।। সম্বন্ধাধিকরণ সমাপ্ত।

১২। সম্ভৃত্যধিকরণম্। [২৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাতে খিলপঠিত সম্ভৃত্যাদি গুণের অনুপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে আদিত্যাদি স্থানের বিভিন্নতাবশতঃ গুণের অনুপসংহার প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে কিন্তু সেই ন্যায় সঙ্গত হইবে না; কারণ উপাস্য সেই এক ব্রহ্মেরই প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় সম্ভৃতি প্রভৃতি ব্রহ্মবিভূতিসকলের উপসংহার হইবে না, ইহা বলা যায় না। এইরূপে প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

আহার্যা বা ন বাঽন্যত্র সম্ভৃত্যাদিবিভূতয়ঃ।
আহার্যা ব্রহ্মধর্ম্মত্বাচ্ছাণ্ডিল্যাদাববারণাৎ ॥
অসাধারণধর্ম্মাণাং প্রত্যভিজ্ঞাঽত্র নাস্ত্যতঃ।
অনাহার্যা ব্রহ্মমাত্রসম্বন্ধোঽতিপ্রসঞ্জকঃ ॥

অন্বয়—সম্ভৃত্যাদিবিভূতয়ঃ অন্যত্র আহার্যাঃ বা, ন বা? ব্রহ্মধর্ম্মত্বাৎ শাণ্ডিল্যাদৌ অবারণাৎ আহার্যাঃ। অত্র অসাধারণধর্ম্মাণাং প্রত্যভিজ্ঞা নাস্তি, অতঃ অনাহার্যাঃ। ব্রহ্মমাত্রসম্বন্ধঃ অতিপ্রসঞ্জকঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[রাণায়নীয়ানাং খিলেষু পঠ্যতে—"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান", ইতি। অত্র ব্রহ্মণঃ সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যাদয়ঃ গুণাঃ উপাস্যত্বেন অবগম্যন্তে। তে গুণাঃ অত্র বিষয়ঃ। ইহ বিধিনিষেধরাহিত্যেষু বেদপ্রদেশেষু ব্রহ্মসম্বন্ধাৎ বিদ্যাভেদপ্রতিভানাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] সম্ভৃত্যাদিবিভূতয়ঃ অন্যত্র আহার্যাঃ বা, ন বা।

পূর্ব্বপক্ষ—[উপাস্যস্য ব্রহ্মণঃ শাণ্ডিল্যদহরাদিবিদ্যাসু সর্ব্বত্র একত্বাৎ, সম্ভৃত্যাদীনাং] ব্রহ্মধর্ম্মত্বাৎ, শাণ্ডিল্যাদৌ [চ তেষাম্] অবারণাৎ, [তে গুণাঃ তাসু বিদ্যাসু] আহার্যাঃ।

সিদ্ধান্ত—[ন তাবৎ সম্ভৃত্যাদিগুণানাম্ অন্যতমোঽপি শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাসু উপলভ্যতে। তস্মাৎ] অত্র অসাধারণধর্ম্মাণাং প্রত্যভিজ্ঞা নাস্তি, অতঃ [তে গুণাঃ শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাসু] অনাহার্যাঃ। [ব্রহ্মৈকত্বমাত্রেণ চ গুণানাম্ উপসংহৃতৌ ন কাপি অনুপসংহারঃ। অতঃ] ব্রহ্মমাত্রসম্বন্ধঃ অতিপ্রসঞ্জকঃ, [তৎ ন যুক্তম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[রাণায়নীয়শাখাধ্যায়িগণের খিলকাণ্ডে (—বিধিনিষেধশূন্য পরিশিষ্ট বেদভাগে) পঠিত হইতেছে—"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ (—ব্রহ্মকারণক) যে বীর্য্য (—আকাশাদির উৎপাদনসামর্থ্য), তাহা সম্ভৃত (—নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হইয়াছে, সেই জ্যেষ্ঠ (—কারণভূত) ব্রহ্ম অগ্রে (—দেবাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে) দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত ছিলেন, ইত্যাদি। এই স্থলে ব্রহ্মের সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসকলকে উপাস্যরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে। সেই গুণসকল এখানে বিচার্য্য বিষয়। প্রস্তাবিত স্থলে বিধিনিষেধশূন্য বেদাংশসকলে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এবং বিদ্যার বিভিন্নতা প্রতিভাত হওয়ায় সংশয় হয়—] সম্ভৃতি প্রভৃতি বিভূতিসকল অন্যত্র (—অন্য ব্রহ্মবিদ্যাতে) উপসংহৃত হইবে, অথবা হইবে না?

পূর্ব্বপক্ষ—[শাণ্ডিল্য ও দহরাদি বিদ্যাতে উপাস্য ব্রহ্ম সর্ব্বত্র একই হওয়ায়, সম্ভৃতি প্রভৃতি] ব্রহ্মের ধর্ম্ম হওয়ায় এবং শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যাতে [তাহাদের] নিষেধ না হওয়ায় [সেই গুণসকল সেই বিদ্যাসকলে] উপসংহৃত হইবে।

সিদ্ধান্ত—[সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসকলের মধ্যে একটীও শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাসকলে উপলব্ধ হইতেছে না। সেইহেতু] এই স্থলে অসাধারণ ধর্ম্মসকলের প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে না। অতএব [সেই গুণসকল শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাসকলে] উপসংহৃত হইবে না। [আর ব্রহ্মের একত্বমাত্রের দ্বারা গুণসকলের উপসংহার হইলে কোন স্থলে তাহাদের অনুপসংহার হইবে না। সেইহেতু] মাত্র ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ অতিপ্রসঞ্জক হইয়া পড়ে (—সকলপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতে সকলপ্রকার গুণের প্রাপক হইয়া পড়ে; তাহা সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বিদ্যা বিভিন্ন হইলেও গুণের ব্যবস্থা (—প্রস্তস্থলেই বিনিয়োগ) সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপিচাতঃ ॥৩।৩।২৩॥

পদচ্ছেদ—সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তী, অপি, চ, অতঃ।

সূত্রার্থ—[রাণায়নীয়ানাং পরিশিষ্টোপদেশাত্মকখিলগ্রন্থেষু পঠ্যতে—"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবম্ আততান" ইতি। তত্র শ্রূয়মাণাঃ সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যাদয়ঃ গুণাঃ তদীয়োপনিষদ্বিহিতশাণ্ডিল্যাদিব্রহ্মবিদ্যাসু উপসংহর্ত্তব্যাঃ, উত তদ্গুণবিশিষ্টোপাসনং পৃথগেব তত্র বিধীয়তে ইতি সন্দেহে, উপসংহর্ত্তব্যাঃ, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্ত—] **সম্ভৃতিদ্যু-ব্যাপ্তী অপি**—সম্ভৃতিঃ—সমৃদ্ধিঃ, বীর্য্যসমৃদ্ধিঃ ইতি যাবৎ, দ্যুব্যাপ্তিঃ—"দিবম্ আততান" ইতি দ্যুলোকব্যাপ্তিঃ; সম্ভৃতিশ্চ দ্যুব্যাপ্তিশ্চ সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তী। তে অপি [শাণ্ডিল্য-দহরাদিবিদ্যাসু তদীয়োপনিষদ্বিহিতেষু ন উপসংহর্ত্তব্যে। কুতঃ ?] চকারঃ—অবধারণার্থঃ। [তথাচ] **অতঃ চ**—অতএব চ, দহরাদ্যায়োরিব ব্যবস্থাপকস্থানভেদাৎ এব ইত্যর্থঃ। [তস্মাৎ তত্র সম্ভৃত্যাদিগুণবিশিষ্টম্ উপাসনান্তরং বিহিতম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[রাণায়নীয়শাখাধ্যায়িগণের পরিশিষ্ট উপদেশাত্মক খিল গ্রন্থে পঠিত হই-তেছে—"ব্রহ্মকারণক বীর্য্য (—আকাশাদির উৎপাদনসামর্থ্য) নির্বিঘ্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জ্যেষ্ঠ (—কারণস্বরূপ) ব্রহ্ম অগ্রে (—দেবাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে) দ্যুলোককে ব্যাপন করিয়া অবস্থিত ছিলেন", ইত্যাদি। সেই স্থলে শ্রূয়মাণ সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসকল তাঁহাদেরই উপনিষদে বিহিত শাণ্ডিল্যাদি ব্রহ্মবিদ্যাসকলে উপসংহৃত হইবে, অথবা সেই গুণ-সকলবিশিষ্ট পৃথক্ উপাসনা সেই স্থলে বিহিত হইতেছে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'উপসংহার করিতে হইবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তী অপি**—সম্ভৃতি—সমৃদ্ধি, অর্থাৎ বীর্য্যসমৃদ্ধি; দ্যুব্যাপ্তিঃ—"দিবম্ আততান" এইরূপে বর্ণিত দ্যুলোক-ব্যাপিয়া অবস্থিতি; তাদৃশ যে সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি, তাহাই 'সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তী' (ইতরেতর দ্বন্দ্ব), তাহারাও [তাঁহাদের উপনিষদে বিহিত শাণ্ডিল্য ও দহরাদি বিদ্যাসকলে উপসংহৃত হইবে না। কেন ?] চকারঃ—অবধারণার্থক। [তাহাতে অর্থ হয়—] **অতঃ চ**—যেহেতু এইপ্রকার হেতুই আছে, অর্থাৎ যেহেতু দহরাদি নামধেয়ের ন্যায় ব্যবস্থাপক স্থানের বিভিন্নতাই আছে। [সেইহেতু সেই স্থলে সম্ভৃত্যাদি গুণবিশিষ্ট অন্য উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবম্ আততান", ইতি এবং রাণায়নীয়ানাং খিলেষু বীর্য্যসম্ভৃতিদ্যুনিবেশ-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অভিন্নব্রহ্মসম্বন্ধে সকলে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসকল সকলপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহৃত হইবে]।

"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ (—ব্রহ্মকারণক) বীর্য্য (—আকাশাদির উৎপাদনসামর্থ্যরূপ পরা-ক্রমবিশেষ) সম্ভৃত (—নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) হইয়াছে, সেই জ্যেষ্ঠ (—কারণ-স্বরূপ) ব্রহ্ম অগ্রে (—দেবাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে) দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করিয়া বর্ত্তমান ছিলেন", ইত্যাদি এইপ্রকারে রাণায়নীয়শাখাধ্যায়িগণের খিলে (—বিধি-

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রভৃতয়ঃ ব্রহ্মণঃ বিভূতয়ঃ পঠ্যন্তে।১ তেষাম্ এব চ উপনিষদি শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতয়ঃ ব্রহ্মবিদ্যাঃ পঠ্যন্তে।২ তাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু তাঃ ব্রহ্মবিভূতয়ঃ উপসংহ্রিয়েরন্ ন বা ইতি বিচারণায়াং ব্রহ্মসম্বন্ধাৎ উপসংহারপ্রাপ্তৌ এবং পঠতি—সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ঃ বিভূতয়ঃ শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতিষু ন উপসংহর্তব্যাঃ, অতঃ এব চ আয়তনবিশেষযোগাৎ।৩ তথাহি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং হৃদয়ায়তনত্বং ব্রহ্মণঃ উক্তম্—"এষঃ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে" (ছাঃ ৩।১৪।৩) ইতি।৪ তদ্বদেব দহরবিদ্যায়াম্ অপি "দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১) ইতি।৫ উপকোসলবিদ্যায়াং তু অক্ষ্যায়তনত্বং "যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ৪।১৫।১) ইতি।৬ এবং তত্র তত্র তত্তৎ আধ্যাত্মিকম্ আয়তনম্ এতাসু বিদ্যাসু প্রতীয়তে।৭ আধিদৈবিক্যঃ তু এতাঃ বিভূতয়ঃ সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ঃ, তাসাং কুতঃ এতাসু প্রাপ্তিঃ ?৮ ননু এতাসু অপি আধি-

ভাষ্যানুবাদ

নিষেধশূন্য পরিশিষ্ট বেদভাগে) বীর্য্যসম্ভৃতি এবং দ্যুনিবেশ (—দ্যুলোকব্যাপিয়া অবস্থিতি) প্রভৃতি ব্রহ্মের বিভূতিসকল পঠিত হইতেছে।১ আর তাঁহাদেরই উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যাসকল পঠিত হইতেছে।২ সেই ব্রহ্মবিদ্যাসকলে সেই [বীর্য্যসম্ভৃতি প্রভৃতি] ব্রহ্মবিভূতিসকল উপসংহৃত হইবে, অথবা হইবে না, এইপ্রকার বিচার করিলে, [পূর্ব্বপক্ষীর মতে] ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় উপসংহার প্রাপ্ত হইলে—

[সিঃ—আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকরূপে ভিন্ন গুণসকলের সাম্যপ্রত্যভিজ্ঞা না হওয়ায় সম্ভৃত্যাদি গুণের অন্যত্র অনুপসংহার।]

[সিদ্ধান্তী] এইপ্রকার পাঠ করেন—সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতিসকল শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে উপসংহৃত হওয়া উচিত নহে, যেহেতু এইপ্রকার হেতুই আছে, অর্থাৎ যেহেতু [পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিতের ন্যায়] আয়তনবিশেষের সহিত সম্বন্ধ আছে।৩ যেমন দেখ, শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে ব্রহ্মের হৃদয়ায়তনতা (—হৃদয়রূপ আধারে অবস্থিতি) কথিত হইয়াছে—"আমার এই আত্মা হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত" ইত্যাদি।৪ দহরবিদ্যাতেও সেইপ্রকারই কথিত হইয়াছে—"দহর (—ক্ষুদ্র) হৃদয়পদ্মরূপ বেশ্ম (—গৃহ) আছে, ইহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম অবস্থিত", ইত্যাদি।৫ উপকোসলবিদ্যাতে কিন্তু "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন", এইপ্রকারে চক্ষুরূপ আশ্রয়ে [ব্রহ্মের] অবস্থিতি কথিত হইয়াছে।৬ এইপ্রকারে এই বিদ্যাসকলে সেই সেই স্থলে সেই সেই আধ্যাত্মিক (—শরীরসম্বন্ধী) আয়তন (—আধার) প্রতীত হইতেছে।৭ সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি এই বিভূতিসকল কিন্তু আধিদৈবিকী (—দেবতাসম্বন্ধী, সুতরাং গুণের সমতাবিষয়ক

শাঙ্করভাষ্যম

দৈবিক্যঃ বিভূতয়ঃ শ্রূয়ন্তে—"জ্যায়ান্ দিবঃ, জ্যায়ান্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ" (ছাঃ ৩।১৪।৩), "এষঃ উ এব ভামনীঃ, এষঃ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি" (ছাঃ ৪।১৫।৪), "যাবান্ বৈ অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে" (ছাঃ ৮।১।৩) ইতি এবমাদ্যাঃ ।৯ সন্তি চ অন্যাঃ আয়তন-বিশেষহীনাঃ অপি ইহ ব্রহ্মবিদ্যাঃ ষোড়শকলাদ্যাঃ ।১০ সত্যম্ এবম্ এতৎ, তথাপি অত্র বিদ্যতে বিশেষঃ সম্ভৃত্যাদ্যনুপসংহার-হেতুঃ।১১ সমানগুণাম্নানেন হি প্রত্যুপস্থাপিতাসু বিপ্রকৃষ্টদেশাসু

ভাষ্যানুবাদ

প্রত্যভিজ্ঞার অভাববশতঃ] এই [শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যা-] সকলে তাহাদের প্রাপ্তি কিপ্রকারে হইবে ? ৮

(পূঃ—আধিদৈবিক গুণের সাম্য প্রত্যভিজ্ঞাবলে শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে, অথবা আয়তনহীনতারূপ সমতাবশতঃ ষোড়শকলাবিদ্যাদিতে উক্ত গুণসকলের উপসংহার।)

[শঙ্কা—] কিন্তু এই [শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যা-] সকলেও আধিদৈবিকী বিভূতিসকল শ্রুত হইতেছে—[শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে] "দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর, এই লোকসকল হইতে বিশালতর" ; [উপকোসলবিদ্যাতে] "ইনিই ভামনী (—জ্যোতিঃস্বরূপ), কারণ ইনি সকল লোকে [চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপে] দীপ্তিমান্" ; [দহরবিদ্যাতে] "এই ভূতাকাশ যতটা বিশাল, হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী এই আকাশ ততটাই বিশাল, দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়ই ইহার মধ্যে সম্যগ্রূপে অবস্থিত", ইত্যাদি এই সকল। [সুতরাং আধিদৈবিক গুণসকলের সমতাবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে সম্ভৃত্যাদি আধিদৈবিক গুণসকলের উপসংহার হইবে ।৯ যদি বলা হয়—শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উভয়প্রকার গুণই শ্রুত হওয়ায় এবং খিলগ্রন্থে মাত্র আধিদৈবিক গুণ শ্রুত হওয়ায় বিভিন্নতাবশতঃ গুণের সমতাবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা না হওয়ায় শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে সম্ভৃত্যাদি আধিদৈবিক গুণের উপসংহার হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর আয়তনবিশেষবিহীন (—আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ভেদবিহীন) ষোড়শকলবিদ্যা (ছাঃ ৪।৪) প্রভৃতি অন্যপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাও এখানে (—রাণায়নীয়গণের উপনিষদে) আছে। [সুতরাং উক্তপ্রকার বিভিন্নতাবশতঃ যদি উক্ত গুণসকলের শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে উপসংহার না হয়, তাহা হইলে যাহাতে উক্তপ্রকার বিভিন্নতা নাই, সেই ষোড়শকলবিদ্যাদিতেই আধ্যাত্মিক আয়তনহীনতারূপ সমতাবশতঃ সম্ভৃত্যাদি গুণসকলের উপসংহার হউক] ।১০

(সিঃ তত্তৎগুণযুক্ত ব্রহ্ম বিভিন্ন হওয়ায় বিষ্টেকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় না বলিয়া সম্ভৃত্যাদিগুণের অন্যত্র অনুপসংহার।)

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—] সত্য, ইহা এইপ্রকার (—শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে আধিদৈবিক গুণ পঠিত হইয়াছে এবং আয়তনবিশেষবিহীন ষোড়শকলাদিবিদ্যা রাণায়নীয় শাখাতে পঠিত হইয়াছে), কিন্তু তাহা হইলেও সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণের [ষোড়শকল ও

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি বিদ্যাসু বিপ্রকৃষ্টদেশাঃ গুণাঃ উপসংহ্রিয়েরন্ ইতি যুক্তম্ ।১২ সম্ভৃত্যাদয়স্তু শাণ্ডিল্যাদিবাক্যগোচরাশ্চ মনোময়ত্বাদয়ঃ গুণাঃ পরস্পরব্যাবৃত্তস্বরূপত্বাৎ ন প্রদেশান্তরবর্ত্তিবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপনক্ষমাঃ ।১৩ ন চ ব্রহ্মসম্বন্ধমাত্রেণ প্রদেশান্তরবর্ত্তি-বিদ্যাপ্রত্যুপস্থানম্ ইতি উচ্যতে, বিদ্যাভেদে অপি তদুপ-পত্তেঃ ।১৪ একম্ অপি হি ব্রহ্ম বিভূতিভেদৈঃ অনেকধা উপা-স্যতে ইতি স্থিতিঃ, পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ভেদদর্শনাৎ ।১৫ তস্মাৎ বীর্য্যসম্ভৃত্যাদীনাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিষু অ নু প সং হা রঃ ইতি ।১৬॥৩।৩।২৩॥ ইতি দ্বাদশং সম্ভৃত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে] অনুপসংহারের হেতুভূত বিশেষ [হেতু] এখানে আছে।১১ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] সমান গুণের আম্নান (—পাঠ) দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত (—প্রত্যভিজ্ঞাত) দূরবর্ত্তিস্থলেও পঠিত বিদ্যাসকলে দূরবর্ত্তিস্থলে পঠিত গুণসকল উপসংহৃত হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত (৩।৩।১০ অধিঃ দ্রঃ)।১২ কিন্তু সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসকল এবং শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাবোধক বাক্যের বিষয়ভূত মনোময়ত্ব প্রভৃতি গুণ-সকল পরস্পর ব্যাবৃত্তস্বরূপ (—বিভিন্নস্বরূপ) হওয়ায় [সম্ভৃত্যাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন হইয়া পড়েন বলিয়া উপাস্যের বিভিন্নতা-বশতঃ বিদ্যৈক্যের প্রত্যভিজ্ঞা হয় না ; সেইহেতু] অন্য স্থলে পঠিত বিদ্যাকে ['ইহা সেই বিদ্যা', এইপ্রকারে] প্রত্যুপস্থাপন করিতে সমর্থ নহে। [এইহেতু শাণ্ডিল্য ও ষোড়শকলাদি বিদ্যাতে সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণের উপসংহার হইবে না।১৩ কিন্তু বিশিষ্টরূপে বিভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম তো স্বরূপতঃ এক, সুতরাং 'ইহা সেই ব্রহ্মবিদ্যা', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাবলে গুণোপসংহার কেন হইবে না ? তাহা বলিতেছেন—] আর ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধমাত্রের দ্বারা অন্য স্থলে পঠিত বিদ্যার প্রত্যুপস্থাপন (—প্রত্যভিজ্ঞা) হয়, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু বিদ্যা বিভিন্ন হইলেও তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়া পড়ে (—মনোময়ত্বাদি কতিপয় অসাধারণ গুণ উভয়ত্র পঠিত না হইলেও উপাস্য ব্রহ্মের একত্বমাত্রতার বলে বিদ্যৈকত্বের প্রত্যভিজ্ঞা ও গুণোপ-সংহার অঙ্গীকার করিলে সকল গুণ সর্ব্বত্র উপসংহৃত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যাসকলের বিভিন্নতা থাকিবে না এবং বাক্যভেদদোষও হইয়া পড়িবে)।১৪ দেখ, ব্রহ্ম একই হইলেও বিভূতিসকলের বিভিন্নতাবশতঃ অনেকপ্রকারে উপাসিত হন, ইহাই বস্তু-স্থিতি, যেহেতু 'পরোবরীয়স্ত্ব' প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় (২৫৬ পৃঃ, ২০বাক্য)। [প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ উপাস্য ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও বিভিন্ন গুণযোগে ব্রহ্মবিদ্যা হইবে বিভিন্ন]।১৫ সেইহেতু (—সম্ভৃতি প্রভৃতি এবং মনো-

ভাষ্যানুবাদ

মরণ প্রভৃতি গুণসকল একই বিদ্যার প্রত্যভিজ্ঞাপক না হওয়ায়) বীর্য্যসমৃদ্ধি প্রভৃতি গুণসকলের শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে উপসংহার হইবে না (১)।১৬৩।৩।২৩॥

সম্ভৃত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

১৩। পুরুষবিদ্যাধিকরণম্। [২৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—তৈত্তিরীয় ও তাণ্ডিশাখাপঠিত পুরুষবিদ্যার বিভিন্নতা-বশতঃ পরস্পরের মধ্যে গুণের অনুপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মনোময়ত্বাদি অসাধারণ গুণের প্রত্যভিজ্ঞার অভাববশতঃ বিদ্যৈক্যের প্রত্যভিজ্ঞা না হওয়ায় সম্ভৃত্যাদিগুণবিশিষ্ট বিদ্যা শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যা হইতে ভিন্ন একটী পৃথক্ বিদ্যা, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। পুরুষবিদ্যাস্থলে কিন্তু বিদ্যা ভিন্ন হইবে না; কারণ "মরণই অবভৃথ" এইপ্রকার অসাধারণ গুণ অন্যশাখাপঠিত পুরুষবিদ্যাতেও শ্রুত হওয়ায় তাহার একত্ব প্রত্যভিজ্ঞাত হয় বলিয়া উভয় শাখাপঠিত উক্ত বিদ্যার একত্বই সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

পুংবিদ্যৈকা বিভিন্না বা তৈত্তিরীয়কতাণ্ডিনোঃ।
মরণাবভৃথত্বাদিসাম্যাদেকেতি গম্যতে॥
বহুনা রূপভেদেন কিঞ্চিৎসাম্যস্য বাধনাৎ।
ন বিদ্যৈক্যং তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রশংসনাৎ॥

অন্বয়—তৈত্তিরীয়কতাণ্ডিনোঃ পুংবিদ্যা একা বিভিন্না বা? মরণাবভৃথত্বাদিসাম্যাৎ একা ইতি গম্যতে। বহুনা রূপভেদেন কিঞ্চিৎসাম্যস্য বাধনাৎ তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রশংসনাৎ বিদ্যৈক্যং ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অস্তি তৈত্তিরীয়ে পুরুষবিদ্যা "তস্য এবংবিদুষঃ যজ্ঞস্য আত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী" (তৈঃ আঃ ১০।৬৪, মহানারায়ণ উঃ ৮০) ইতি। তাণ্ডিশাখায়াম্ অপি শ্রূয়তে—"পুরুষঃ বাব যজ্ঞঃ" (ছাঃ ৩।১৬।১) ইতি। সা পুরুষবিদ্যা অত্র বিষয়ঃ। অত্র সমাখ্যৈক্যাৎ ইতরধর্মবৈলক্ষণ্যেন চ ভবতি সংশয়ঃ—] তৈত্তিরীয়কতাণ্ডিনোঃ পুংবিদ্যা একা, বিভিন্না বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["মরণং অবভৃথঃ" (তৈঃ আঃ ১০।৬৪)। "মরণং এব অবভৃথঃ" (ছাঃ ৩।১৭।৫) ইতি] মরণাবভৃথত্বাদিসাম্যাৎ, [প্রাতঃসবনাদীনাং চ সমানত্বাৎ সা বিদ্যা] একা ইতি গম্যতে।

ভাবদীপিকা

(১) **সংশয়**—সম্ভৃত্যাদি গুণসকলের উপযোগ কি? শ্রুতিপঠিত তাহারা তো ব্যর্থ হইতে পারে না। **সমাধান**—কোন বিশেষ কর্ম্ম বা বিদ্যাকে অবলম্বন না করিয়া পরিশিষ্টাত্মক খিলগ্রন্থে যাহা পঠিত হয়, তাহাকে বলে—'অনারভ্যাধীত' (—কোন কিছু কর্ম্মাদির বর্ণনা আরম্ভ না করিয়া 'অধীত'—পঠিত, 'অপ্রকরণে পঠিত')। ভাষ্যোক্ত যুক্তিবলে অনারভ্যাধীত উক্ত গুণসকল কোনপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ না হওয়ায় সেই স্থলে "উপাসীত", এই বিধিলিঙ্ অধ্যাহার করিয়া সম্ভৃত্যাদি গুণযুক্ত একটী স্বতন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা বিহিত হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব উহারা ব্যর্থ নহে, ইহাই ভাব। সম্ভৃত্যধিকরণ সমাপ্ত।

সিদ্ধান্ত—[তাণ্ডিনাং "পুরুষঃ বাব যজ্ঞঃ", ইতি পুরুষযজ্ঞয়োঃ সামানাধিকরণ্যং শ্রুতম্। তৈত্তিরীয়কে তু 'বিদুষঃ যঃ যজ্ঞঃ, তস্য যজ্ঞস্য আত্মা যজমানঃ', ইতি বিদ্বৎপুরুষযজ্ঞয়োঃ বৈয়ধিকরণ্যম্। পত্নীযজমানাদিকং যৎ তৈত্তিরীয়ে শ্রুতং, ন তৎ তাণ্ডিনাম্ উপলভ্যতে। যত্তু তাণ্ডিনাম্ উপলভ্যতে 'ত্রেধাবিভক্তস্য আয়ুষঃ সবনত্রয়ত্বম্' ইত্যাদি, তন্ন কিঞ্চিদপি তৈত্তিরীয়কে পশ্যামঃ, ইতি এবম্প্রকারেণ] বহুনা রূপভেদেন [মরণাবভৃথত্বাদি-] কিঞ্চিৎসামান্যস্য বাধনাৎ, তৈত্তিরীয়ে [অপিচ "তস্য এবংবিদুষঃ", ইতি ব্রহ্মবিদঃ উৎকর্ষপ্রদর্শনেন] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রশংসনাৎ [তৈত্তিরীয়-কতাণ্ডিনোঃ] বিদ্যৈক্যং ন [সিধ্যতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[তৈত্তিরীয়শাখাতে পুরুষবিদ্যা পঠিত হইতেছে—"এইপ্রকার যিনি জানেন, তাঁহার (—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যাঁহার হইয়াছে, সেই জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীর) যজ্ঞের যজমান [তাঁহার] আত্মা, শ্রদ্ধা পত্নী", ইত্যাদি। তাণ্ডিশাখাতেও শ্রুত হইতেছে—"পুরুষই যজ্ঞ", ইত্যাদি। সেই পুরুষবিদ্যা এখানে বিষয়। সেই স্থলে ['পুরুষবিদ্যা' এই] নামের একত্ব এবং অন্য ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্যবশতঃ সংশয় হয়—] তৈত্তিরীয় ও তাণ্ডিগণের পুরুষবিদ্যা এক, অথবা বিভিন্ন।

পূর্ব্বপক্ষ—["যাহা মরণ, তাহা অবভৃথ" (১), "মরণই অবভৃথ", এইপ্রকারে] মরণ ও অবভৃথ প্রভৃতির সমতা থাকায় [এবং প্রাতঃসবন (২) প্রভৃতিরও সমতা থাকায় সেই বিদ্যা] এক, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

সিদ্ধান্ত—[তাণ্ডিশাখাধ্যায়িগণের "পুরুষই যজ্ঞ", এই স্থলে পুরুষ ও যজ্ঞের সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ততা) শ্রুত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়কে কিন্তু "বিদ্বানের (—ব্রহ্মবিদ্

ভাবদীপিকা

(১) **অবভৃথ** (অবভৃথেষ্টি)—ইহা সোমযজ্ঞের এবং চাতুর্ম্মাস্যযজ্ঞের বরুণপ্রঘাস পর্ব্বের অন্তভূত কর্ম্মবিশেষ। সস্ত্রীক যজমান ঋত্বিগ্‌গণ সহ নদীতে বা কোন জলাশয়ে গমনকরতঃ ইহা সম্পাদন করেন। সোমযজ্ঞের অবভৃথে গ্রহ ও চমসাদি সোমলিপ্ত যজ্ঞপাত্র জলে নিক্ষিপ্ত হয়। সমস্ত আহুতি জলেই প্রদত্ত হয়। এই অবভৃথকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই দীক্ষার অবসান হয়। [সঙ্কল্পপূর্ব্বক যজ্ঞে প্রবৃত্তির নাম দীক্ষা। এই শব্দটী সাধারণতঃ সোমযজ্ঞবিষয়েই প্রযুক্ত হয়] অনন্তর সস্ত্রীক যজমান যথাভীষ্ট ভোজন করেন। তৎপূর্ব্বে দীক্ষার পর তাঁহাদিগকে দুগ্ধ [ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যবাগূ—দুগ্ধসহ যবচূর্ণপাক, বৈশ্যের পক্ষে আমিক্ষা—ছানা] এবং শেষ দুই দিন (৪র্থ ও ৫ম দিন) ইড়া (—যজ্ঞশেষভূত হবিঃ) মাত্র ভক্ষণ করিয়া যাপন করিতে হয়। বরুণ-প্রঘাসের অবভৃথকর্ম্ম অন্যপ্রকার। বিস্তৃত কাঃ শ্রৌঃ ৫।৫।২৮, ১০।৮।১৭–১০।৯ ইত্যাদি দ্রঃ।

(২) **সবন**—সোমলতা হইতে রসনিষ্কাশনকে 'সুত্যা' 'অভিষব' বা 'সবন' বলে। সোমযজ্ঞের পঞ্চম দিবসে [এই দিবসটীকে 'সুত্যাদিবস' বা 'সুত্যাকাল' বলে] প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণে তিনবার সোমরস নিষ্কাশন করিয়া অঙ্গকলাপ সহ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সোমরসনিষ্কাশনরূপ কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত কৃত্যসমূহকে 'প্রাতঃসবন', মধ্যাহ্নের কৃত্যসমূহকে মাধ্যন্দিন সবন এবং অপরাহ্ণের কৃত্যসমূহকে 'সায়ংসবন' বা 'তৃতীয় সবন' বলা হয়। এইরূপে প্রধান সোমযজ্ঞ ফলতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত পুরুষযজ্ঞেও এইপ্রকারে পুরুষের আয়ুকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটী 'সবন' কল্পনা করা হইয়াছে (ছাঃ ৩।১৬।১-৫ দ্রঃ)

জীবন্মুক্তের) যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের যজমান [তাঁহার] আত্মা", এইপ্রকারে বিদ্বান্ পুরুষ ও যজ্ঞের মধ্যে বৈয়ধিকরণ্য (—ষষ্ঠী ও প্রথমারূপ বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ততা) শ্রুত হইয়াছে। পত্নী ও যজমান প্রভৃতি যাহা তৈত্তিরীয়কে শ্রুত হইয়াছে, তাহা তাণ্ডিগণের শাখাতে উপলব্ধ হইতেছে না। আর তাণ্ডিগণের শাখাতে যাহা উপলব্ধ হইয়াছে, যথা—'তিন ভাগে বিভক্ত আয়ুর সবনত্রয়তা' ইত্যাদি, তৈত্তিরীয়কে তাহার কিছুই আমরা দেখিতেছি না, ইত্যাদি এইপ্রকারে] বহু রূপভেদের (—অঙ্গের বিভিন্নতার) দ্বারা [মরণের অবভৃথত্ব প্রভৃতি] কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য বাধিত হওয়ায় এবং তৈত্তিরীয়কেও ["এইপ্রকার যিনি জানেন তাঁহার", এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদের উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনদ্বারা] ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা হওয়ায় [তৈত্তিরীয় ও তাণ্ডিগণের] বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হয় না।

ফলভেদ—পূর্বপক্ষে, পুরুষবিদ্যা অভিন্ন হওয়ায় পরস্পর গুণোপসংহার। সিদ্ধান্তে—উক্ত বিদ্যা বিভিন্ন হওয়ায় গুণের অনুপসংহার।

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥৩।৩।২৪॥

পদচ্ছেদ—পুরুষবিদ্যায়াম্, ইব, চ, ইতরেষাম্, অনাম্নানাৎ।

সূত্রার্থ—[তাণ্ডিশাখায়াং "পুরুষঃ বাব যজ্ঞঃ" (ছাঃ ৩।১৬।১), ইতি পুরুষবিদ্যা শ্রূয়তে। তৈত্তিরীয়ে অপি "তস্য এবংবিদুষঃ যজ্ঞস্য আত্মা যজমানঃ" (তৈঃ আঃ ১০।৬৪) ইত্যাদি। তত্র কিম্ অনয়োঃ বিদ্যয়োঃ অন্যোন্যং গুণোপসংহারঃ অস্তি, নবা ইতি সংশয়ে; উপসংহারঃ যুক্তঃ ইতি পূর্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **পুরুষবিদ্যায়াম্ ইব**—তাণ্ডিনাং চ পুরুষবিদ্যায়াং যথা পুরুষঃ যজ্ঞত্বেন কল্পিতঃ, তদীয়ং চ আয়ুঃ ত্রেধা বিভক্তং সবনত্বেন কল্পিতম্, অশিশিষাদীনি চ দীক্ষাদিভাবেন কল্পিতানি, **চ**—তথা, **ইতরেষাম্**—তৈত্তিরীয়কানাং [পুরুষবিদ্যায়াম্ সবনাদীনাম্] **অনাম্নানাৎ**—অপঠনাৎ [মরণাবভৃথত্বাদিকস্য কতিপয়স্য গুণবিশেষস্য উভয়ত্র উপলব্ধৌ অপি বহুতরগুণভেদেন তস্য বিদ্যৈক্যপ্রত্যভিজ্ঞাপকত্বাভাবাৎ বিদ্যাভেদাৎ তাণ্ডিশাখাগতপুরুষবিদ্যাসম্বন্ধিনঃ গুণাঃ ন তৈত্তিরীয়কে তদ্বিদ্যায়াম্ উপসংহর্তব্যাঃ ইতি]।

অনুবাদ—[তাণ্ডিশাখাতে "পুরুষই যজ্ঞ", এইপ্রকারে পুরুষবিদ্যা শ্রুত হইতেছে। তৈত্তিরীয়কেও "এইপ্রকার যিনি জানেন (—জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী) তাঁহার যজ্ঞের যজমান [তাঁহার] আত্মা", ইত্যাদিরূপে পুরুষবিদ্যা শ্রুত হইয়াছে। সেই স্থলে এই বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর গুণোপসংহার হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'উপসংহার যুক্তিসঙ্গত' ইহা পূর্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **পুরুষবিদ্যায়াম্ ইব**—তাণ্ডিশাখাধ্যায়িগণের পুরুষবিদ্যাতে পুরুষ যেমন যজ্ঞরূপে কল্পিত হইয়াছে, তাঁহার আয়ু তিনভাগে বিভক্ত হইয়া সবনরূপে কল্পিত হইয়াছে এবং বুভুক্ষা প্রভৃতি দীক্ষা প্রভৃতিরূপে কল্পিত হইয়াছে (ছাঃ ৩।১৭।১), **চ**—সেইপ্রকারে, **ইতরেষাম্**—তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণের [পুরুষবিদ্যাতে সবন প্রভৃতির] **অনাম্নানাৎ**—পাঠ না থাকায় ['মরণই অবভৃথ', ইত্যাদি কোন গুণবিশেষের উভয়ত্র উপলব্ধি হইলেও বহুতর গুণের বিভিন্নতাবশতঃ তাহা বিদ্যার একত্বের প্রত্যভিজ্ঞাপক না হওয়ায় বিদ্যাভেদ হয় বলিয়া তাণ্ডিশাখাগত পুরুষবিদ্যাসম্বন্ধী গুণসকল তৈত্তিরীয়কে সেই বিদ্যাতে উপসংহৃত হওয়া উচিত নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাং চ রহস্যব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৬।)১ তত্র পুরুষঃ যজ্ঞঃ কল্পিতঃ।২ তদীয়ম্ আয়ুঃ ত্রেধা বিভজ্য সবনত্রয়ং কল্পিতম্।৩ অশিশিষাদীনি চ দীক্ষাদিভাবেন কল্পিতানি।৪ অন্যে চ ধর্ম্মাঃ তত্র সমধিগতাঃ আশীর্মন্ত্রপ্রয়োগাদয়ঃ।৫ তৈত্তিরীয়কাঃ অপি কঞ্চিৎ পুরুষযজ্ঞং কল্পয়ন্তি—"তস্য এবংবিদুষঃ যজ্ঞস্য আত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী" (তৈঃ আঃ ১০।৬৪, মহানারা উঃ ৮০), ইতি এতেন অনুবাকেন।৬ তত্র সংশয়ঃ—কিং যে ইতরত্র উক্তাঃ পুরুষযজ্ঞস্য ধর্ম্মাঃ, তে তৈত্তিরীয়কেষু উপসংহর্ত্তব্যাঃ, কিংবা ন উপসংহর্ত্তব্যাঃ ইতি?৭ পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষাৎ উপসংহারপ্রাপ্তৌ আচক্ষ্মহে—ন উপসংহর্ত্তব্যাঃ ইতি।৮ কস্মাৎ?৯ তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞা-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অবিশেষভাবে পুরুষযজ্ঞ হওয়ায় অন্যোন্যত্র গুণোপসংহার।]

তাণ্ডি ও পৈঙ্গিশাখাধ্যায়িগণের রহস্যব্রাহ্মণে (—উপনিষদে) পুরুষবিদ্যা পঠিত হইতেছে।১ সেই স্থলে (—সামবেদের উক্ত শাখাদ্বয়ে) পুরুষ যজ্ঞরূপে কল্পিত হইয়াছে।২ তাঁহার আয়ুকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটী সবন কল্পিত হইয়াছে (ছাঃ ৩।১৬।১-৫)।৩ আর তাঁহার বুবুক্ষা প্রভৃতি দীক্ষাদিরূপে কল্পিত হইয়াছে।৪ আবার আশীঃ (—প্রার্থনা, ছাঃ ৩।১৬।২,৪,৬) ও মন্ত্রের প্রয়োগ (ছাঃ ৩।১৭।৬) প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মসকলকে সেই স্থলে সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে।৫ তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়িগণও "এইপ্রকার যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্‌রূপ যজ্ঞের (৩) যজমান [তাঁহার] আত্মা, [অন্তঃকরণস্থা] শ্রদ্ধা [তাঁহার] পত্নী", ইত্যাদি এই অনুবাকের দ্বারা কোন একপ্রকার পুরুষযজ্ঞ কল্পনা করেন।৬ সেই স্থলে সংশয় হয়—অন্য স্থলে (—তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাতে) বর্ণিত পুরুষযজ্ঞের যে ধর্ম্মসকল, তাহাদিগকে কি তৈত্তরীয়কসকলে (—কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখাসকলে পঠিত পুরুষযজ্ঞসকলে) উপসংহার করিতে হইবে, কিম্বা উপসংহার করিতে হইবে না?৭ [পূর্ব্বপক্ষীর মতে—] অবিশেষভাবে পুরুষযজ্ঞ হওয়ায় উপসংহার প্রাপ্ত হইলে—

ভাবদীপিকা

(৩) "বিদ্বান্‌রূপ যজ্ঞ", ইহা পূর্ব্বপক্ষসম্মত অর্থ। এইপ্রকারে সামানাধিকরণ্যে, অর্থাৎ বিদ্বৎশব্দ ও যজ্ঞশব্দের সমানবিভক্তিযুক্তরূপে অন্বয় স্বীকার করিয়াই পূর্ব্বপক্ষী তাণ্ডী ও তৈত্তিরীয়কে পঠিত পুরুষবিদ্যাকে অভিন্ন মনে করিয়া পরস্পর গুণোপসংহার অঙ্গীকার করিতেছেন। তাঁহার মতে—"তস্য এবংবিদুষঃ যজ্ঞস্য" এইপ্রকার অন্বয়। সিদ্ধান্তে—"এবং-বিদুষঃ যঃ যজ্ঞঃ, তস্য [যজ্ঞস্য] যজমানঃ আত্মা", এইপ্রকার বৈয়ধিকরণ্যে (—ষষ্ঠী ও প্রথমা-রূপ বিভিন্ন বিভক্তিযুক্তরূপে) অন্বয় বুঝিতে হইবে। এই স্থলে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় হইবে, অথবা বৈয়ধিকরণ্যে, ইহার নিশ্চয় না হওয়ায় সংশয় হইতেছে। বৈয়ধিকরণ্যে অন্বয়বিষয়ে ভগবৎপাদীয় যুক্তি ১৬ বাক্য হইতে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

নাভাবাৎ।১০ তদাহ আচার্য্যঃ 'পুরুষবিদ্যায়াম্ ইব', ইতি।১১ যথা একেষাং শাখিনাং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাং চ পুরুষবিদ্যায়াম্ আম্নানং, ন এবম্ ইতরেষাং তৈত্তিরীয়াণাম্ আম্নানম্ অস্তি।১২ তেষাং হি ইতরবিলক্ষণম্ এব যজ্ঞসম্পাদনং দৃশ্যতে পত্নীযজমানবেদবেদিবর্হির্যূপাজ্যপশ্বৃত্বিগাদ্যনুক্রমণাৎ।১৩ যদপি সবনসম্পাদনং,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—যজ্ঞের অঙ্গের ও ফলের বিভিন্নতা, সামানাধিকরণ্যে অন্বয়ে বাক্যভেদ এবং মন্ত্রাদি ও অঙ্গশেষতাবশতঃ বিভিন্ন হওয়ার পুরুষবিদ্যাতে পরস্পরের মধ্যে গুণোপসংহার।]

[সিদ্ধান্তী] আমরা বলিতেছি—উপসংহার করিতে হইবে না।৮ তাহাতে হেতু কি ?৯ [উত্তর—] যেহেতু তদ্রূপের (—একশাখাতে বর্ণিত বিদ্যাঙ্গসকলের, অপর শাখায় সেই বিদ্যাতে] প্রত্যভিজ্ঞার অভাব আছে।১০ আচার্য্য [বাদরায়ণ] তাহাই বলিতেছেন—"পুরুষবিদ্যায়াম্ ইব" ইত্যাদি।১১ [সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] কোন কোন শাখাধ্যায়িগণের, অর্থাৎ তাণ্ডি ও পৈঙ্গিশাখাধ্যায়িগণের পুরুষবিদ্যাতে যেপ্রকার পাঠ আছে, অন্যশাখাধ্যায়িগণের, অর্থাৎ তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণের [পুরুষবিদ্যাতে] এইপ্রকার পাঠ নাই।১২ তাঁহাদের (—তৈত্তিরীয়কগণের) ইতরবিলক্ষণ যজ্ঞসম্পাদনই (—তাণ্ডিগণের যজ্ঞসম্পাদন হইতে ভিন্নপ্রকার তৎসম্পাদনই) পরিদৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু 'পত্নী যজমান বেদ (—কুশমুষ্টি), বেদি কুশ যূপ আজ্য (—হবনীয় ঘৃত), পশু ও ঋত্বিক্', প্রভৃতির বর্ণনা আছে (৪)।১৩ আর যে সবনসম্পাদন (—ত্রিধাবিভক্ত আয়ুতে প্রাতঃসবনাদিদৃষ্টি), তাহাও

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মবিৎপ্রতীকাবলম্বনা পুরুষবিদ্যার পরিচয়।]

(৪) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে সেই বর্ণনা এইপ্রকার—"তস্য এবংবিদুষঃ যজ্ঞস্য আত্মা যজমানঃ, শ্রদ্ধা পত্নী, শরীরম্ ইধ্মম্, উরঃ বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, বেদঃ শিখা, হৃদয়ং যূপঃ, কামঃ আজ্যং, মন্যুঃ পশুঃ, তপঃ অগ্নিঃ, দমঃ শময়িতা দক্ষিণা, বাক্ হোতা, প্রাণঃ উদ্গাতা, চক্ষুঃ অধ্বর্যুঃ, মনঃ ব্রহ্মা, শ্রোত্রম্ অগ্নীৎ, যাবৎ ধ্রীয়তে সা দীক্ষা, যদশ্নাতি তৎ হবিঃ, যৎ পিবতি তদস্য সোমপানং, যৎ রমতে তদুপসদঃ, যৎ সঞ্চরতি উপবিশতি উত্তিষ্ঠতে চ সঃ প্রবর্গ্যঃ, যৎ মুখং তদাহবনীয়ঃ, যা ব্যাহৃতিঃ আহুতিঃ যদস্য বিজ্ঞানং তৎ জুহোতি, যৎ সায়ংপ্রাতঃ অত্তি তৎ সমিধং, যৎ প্রাতঃ মাধ্যন্দিনং সায়ং চ তানি সবনানি, যে অহোরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ, যে অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ তে চাতুর্মাস্যানি, যে ঋতবঃ তে পশুবন্ধাঃ, যে সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চ তে অহর্গণাঃ, সর্ব্ববেদসং বৈ এতৎ সত্রং, যৎ মরণং তদবভৃথঃ" (তৈঃ আঃ ১০।৬৪) ইত্যাদি। অর্থ প্রায় স্পষ্ট। কয়েকটী শব্দের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে—"এবংবিদুষঃ যঃ যজ্ঞ, তস্য [যজ্ঞস্য] যজমানঃ আত্মা", ইত্যাদি প্রথমাংশের অন্বয় ও অর্থ এইপ্রকার—'এইপ্রকার যিনি জানেন (—তৈঃ আঃ ১০।৬৩ প্রাজাপত্যাম্নায়কে বর্ণিতপ্রকারে ব্রহ্মের মহত্ত্ব যিনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীর) যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের যজমান তাঁহার আত্মা'। 'ইধ্ম'—যজ্ঞকাষ্ঠ। 'বেদ'—কুশমুষ্টি, ইহার দ্বারা স্থণ্ডিল পরিষ্কার করা হয়। 'মন্যু—ক্রোধ। 'শময়িতা দম'— ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপশমকারী 'দম' নামক চিত্তবৃত্তি। 'অগ্নীৎ'—আগ্নিধ্র নামক ঋত্বিক্। ধ্রীয়তে—ভোজনাদি না

শাঙ্করভাষ্যম্

তদপি ইতরবিলক্ষণম্ এব—"যৎ প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়ং চ তানি সবনানি" (তৈঃ আঃ ১০।৬৪) ইতি।১৪ যদপি কিঞ্চিৎ মরণাবভৃথত্বাদি-সাম্যং তদপি অল্পীয়স্ত্বাৎ ভূয়সা বৈলক্ষণ্যেন অভিভূয়মানং ন প্রত্যভিজ্ঞাপনক্ষমম্।১৫ ন চ তৈত্তিরীয়কে পুরুষস্য যজ্ঞত্বং শ্রূয়তে।১৬ "বিদুষঃ যজ্ঞস্য" ইতি হি ন চ এতে সমানাধিকরণে ষষ্ঠৌ 'বিদ্বান্ এব যঃ যজ্ঞঃ তস্য' ইতি।১৭ নহি পুরুষস্য মুখ্যং যজ্ঞ-

ভাষ্যানুবাদ

অপর হইতে (—তৈঃ আরণ্যকে বর্ণিত তাহা হইতে) ভিন্নই, যথা—"তাঁহার যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল, তাহারাই সবনত্রয়", ইত্যাদি।১৪ আর যে মরণের অবভৃথত্ব [ছাঃ ৩।১৭।৫, "যদ্রমতে তদুপসদৈঃ" ছাঃ ৩।১৭।২,] ইত্যাদি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য, তাহাও অল্প হওয়ায় বহু বৈলক্ষণ্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া [তাণ্ডী ও তৈত্তিরীয় শাখাপঠিত বিদ্যার একত্ব] প্রত্যভিজ্ঞা করাইতে সমর্থ হয় না।১৫ [আর যে বলা হইয়াছে—"পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষাৎ" (৮ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আবার তৈত্তিরীয়কে পুরুষের যজ্ঞতা (—পুরুষ ও যজ্ঞের একত্ব, সামানাধিকরণ্য) শ্রুত হইতেছে না।১৬ যেহেতু "বিদুষঃ যজ্ঞস্য", এই স্থলে ইহারা (—ষষ্ঠীবিভক্তিদ্বয়) 'বিদ্বান্‌রূপই যে যজ্ঞ, তাঁহার', এইপ্রকার সমানাধিকরণে ষষ্ঠী নহে (—ষষ্ঠীবিভক্তি-যুক্ত উক্ত পদদ্বয়ের অভেদান্বয় হইবে না)।১৭ কারণ পুরুষের যজ্ঞতা মুখ্য নহে

ভাবদীপিকা

করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করেন। 'রমতে'—আনন্দ করেন। 'উপসৎ'—সোমযজ্ঞের অঙ্গভূতযজ্ঞবিশেষ। প্রবর্গ্য—ঐ। 'ব্যাহৃতি'—"ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" উচ্চারণ। "বিজ্ঞান"—উপাসনা। সমিধ্—হবনীয় উদুম্বরাদি কাষ্ঠ। 'চাতুর্মাস্য'—যজ্ঞবিশেষ। 'পশুবন্ধ'-ঐ। 'সম্বৎসর'—প্রত্যেক ৬০ বৎসরকে ১২ ভাগে ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক পঞ্চককে (৫ × ১২ = ৬০) 'যুগ' বলা হয়। যুগের অন্তর্গত বৎসর পাঁচটীর নাম—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎসর।'অহর্গণ'—দ্বিরাত্রাদি সোমযজ্ঞ। 'সর্ব্ববেদসম্'—সর্ব্বস্বদক্ষিণাযুক্ত। 'এতৎ'—ইহা, অর্থাৎ সমগ্র জীবিতকাল, আয়ু। 'সত্র'—সত্রযজ্ঞ। চতুর্বেদভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সর্ব্বযজ্ঞাত্মকং যোগিনম্ উপাসীনস্য ক্রমমুক্তিলক্ষণং ফলম্", "ক্রমমুক্তিস্তু অস্মিন্ অনুবাকে তত্ত্বজ্ঞানিসেবানিমিত্তা অভিহিতা", ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহার মতে—ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সেবক তাঁহার উপরোক্ত অবয়ব ও ব্যবহারসকলে তত্তৎ দৃষ্টি আরোপকরতঃ উপাসনা করিলে ক্রমমুক্তিরূপ ফললাভ করেন। [কিন্তু প্রতীকালম্বনা এতাদৃশ অব্রহ্মোপাসনার ফলে কিপ্রকারে ক্রমমুক্তি সম্ভব, তাহা চিন্তনীয়]। বৈয়াসিক ন্যায়মালাকার বলেন—"ইহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা"। ভগবান্ ভাষ্যকার ইহাকে পূর্ব্ববর্ণিত আত্মবিদ্যা হইতে ভিন্ন বিদ্যারূপে অঙ্গীকারই করেন নাই (২৪ বাক্য)। অতএব পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের এই স্থলে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। স্বতন্ত্র বিদ্যাই হউক্, বা অর্থবাদই হউক্, ছান্দোগ্যে বর্ণিত পুরুষবিদ্যা হইতে ইহা ভিন্ন, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গুণোপসংহার হইবে না, ইহাই এই অধিকরণের প্রতিপাদ্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বম্ অস্তি।১৮ ব্যধিকরণে তু এতে ষষ্ঠৌ, 'বিদুষঃ যঃ যজ্ঞঃ তস্য' ইতি।১৯ ভবতি হি পুরুষস্য মুখ্যঃ যজ্ঞসম্বন্ধঃ।২০ সত্যাং চ গতৌ মুখ্যঃ এব অর্থঃ আশ্রয়িতব্যঃ, ন ভাক্তঃ।২১ "আত্মা যজমানঃ", ইতি চ যজমানত্বং পুরুষস্য নিব্রুবন্ বৈয়ধিকরণ্যেন এব তস্য যজ্ঞসম্বন্ধং দর্শয়তি।২২ অপিচ "তস্য এবংবিদুষঃ", ইতি সিদ্ধবৎ অনুবাদশ্রুতৌ সত্যাং পুরুষস্য যজ্ঞভাবম্ আত্মাদীনাং চ যজমানাদিভাবং প্রতিপিৎসমানস্য বাক্যভেদঃ স্যাৎ।২৩ অপিচ সসন্ন্যাসাম্

ভাষ্যানুবাদ

[যেহেতু পুরুষ চেতন ও কর্তা এবং যজ্ঞ অচেতন ও কর্ম্ম হওয়ায় তাহাদের মুখ্য একতা সম্ভব নহে।১৮ তবে ষষ্ঠীবিভক্তিদ্বয়ের গতি কি ? উত্তর—] এই ষষ্ঠিবিভক্তিদ্বয় কিন্তু 'বিদ্বানের যে যজ্ঞ, তাহার', এইপ্রকার ব্যধিকরণ হইয়াছে (—বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত হইলে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে ভেদগর্ভিতভাবে অন্বিত হইয়াছে।১৯ এইপ্রকার অঙ্গীকারের হেতু কি ? বলিতেছি—সম্বন্ধ ষষ্ঠী হওয়ায় দুইটী ভিন্ন বস্তুর মধ্যে তাহার গ্রহণই মুখ্য কল্প। অর্থবোধের অসঙ্গতি হইলেই সেই মুখ্যার্থ ভাক্ত হয়, প্রস্তাবিত স্থলে অসঙ্গতি কিছুই নাই], যেহেতু যজ্ঞের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ মুখ্যই হইতেছে।২০ আর উপায় থাকিলে মুখ্য অর্থই গৃহীত হওয়া উচিত, গৌণ অর্থ নহে।২১ [কিন্তু 'নিষাদস্থপতিন্যায়ানুসারে' (১৬২৮ পৃঃ) এই স্থলেও 'পুরুষই যজ্ঞ' এইপ্রকারে অভেদান্বয়ই অঙ্গীকৃত হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—"যজ্ঞের] যজমান আত্মা", এইপ্রকারে পুরুষের (—আত্মার) যজমানতা নির্বচনকরতঃ [শ্রুতি] বৈয়ধিকরণ্যদ্বারাই (—বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত হইলে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে আত্মা ও যজ্ঞের মধ্যে ভেদগর্ভিত অন্বয়ের দ্বারাই) ইহার (—বিদ্বান্ পুরুষের) যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন।২২ আবার দেখ, "তস্য এবং বিদুষঃ", এইপ্রকারে সিদ্ধবস্তুর (—পূর্ব্বপ্রাপ্ত বস্তুর) ন্যায় অনুবাদ প্রাপ্ত হইলেও [সমানাধিকরণে অন্বয়দ্বারা] পুরুষের যজ্ঞভাব এবং আত্মা প্রভৃতির যজমানাদিভাব (—যজ্ঞাঙ্গভাব) যিনি প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার [পক্ষে] বাক্যভেদদোষ (৫)

ভাবদীপিকা

(৫). "বিদ্বান্‌রূপ যজ্ঞ" এইপ্রকারে সমানাধিকরণে অন্বয় অঙ্গীকৃত হইলে একই বাক্যে পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত পুরুষের যজ্ঞভাববোধক বিধি এবং সেই পুরুষের অবয়বাদিতে যজ্ঞাঙ্গভাববোধক বিধি অঙ্গীকার করিতে হয়, ফলে একই পুরুষের যজ্ঞত্ব ও যজমানত্ব অঙ্গীকৃত হওয়ায় বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব অনুবাকে (তৈঃ আঃ ১০।৬৩) প্রাপ্ত বিদ্বান্ পুরুষের এবং অন্যত্র প্রাপ্ত যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গসকলের অনুবাদ করিয়া সেই বিদ্বানের অবয়বাদিতে যজ্ঞাঙ্গাদিচিন্তনে মাত্র বিধি অঙ্গীকৃত হইলে একবাক্যতা সিদ্ধ হয়, বাক্যভেদ নহে। অতএব "এবং বিদুষঃ যজ্ঞস্য", এই স্থলে বৈয়ধিকরণ্যেই অন্বয় অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মবিদ্যাং পুরস্তাৎ উপদিশ্য অনন্তরং "তস্য এবংবিদুষঃ", ইত্যাদি অনুক্রমণং পশ্যন্তঃ পূর্ব্বশেষঃ এব এষঃ আম্নায়ঃ, ন স্বতন্ত্রঃ ইতি প্রতীমঃ।২৪ তথাচ একম্ এব ফলম্ উভয়োঃ অপি অনুবাকয়োঃ উপলভামহে—"ব্রহ্মণঃ মহিমানম্ আপ্নোতি" (তৈঃ আঃ ১০।৬৩,৬৪) **ইতি।২৫ ইতরেষাং তু অনন্যশেষঃ পুরুষবিদ্যাম্নায়ঃ, আয়ুরভিবৃদ্ধি-ফলঃ হি অসৌ "প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি যঃ এবং বেদ"** (ছাঃ ৩।১৬।৭), **ইতি সমভিব্যাহারাৎ।২৬ তস্মাৎ শাখান্তরাধীতানাং পুরুষবিদ্যাধর্ম্মাণাম্ আশীর্মন্ত্রাদীনাম্ অপ্রাপ্তিঃ তৈত্তিরীয়কে।২৭॥৩।৩।২৪॥** ইতি ত্রয়োদশং পুরুষবিদ্যাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

হইয়া পড়িবে।২৩ আর এক কথা, পূর্ব্বে (—তৈঃ আঃ ১০।৬৩ প্রাজাপত্যানুবাকে) সন্ন্যাসের সহিত আত্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া অনন্তর "তস্য এবংবিদুষঃ", এইপ্রকার অনুক্রমণ (—বর্ণনারম্ভ) দর্শনকারী আমরা এই আম্নায় (—শ্রুতিপাঠ) অবশ্যই পূর্ব্বশেষ (—পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাকে বর্ণিত আত্মবিদ্যার অবশিষ্টাংশ), স্বতন্ত্র [বিদ্যা] নহে, ইহা অবগত হইতেছি।২৪ আর [প্রতিপাদ্য বিষয় অভিন্ন হইলে যেপ্রকার হয়], সেইপ্রকারে উভয় অনুবাকেরই একই ফল আমরা উপলব্ধি করিতেছি, যথা—"ব্রহ্মের মহিমাকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি।২৫ অপরসকলের (—তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাধ্যায়িগণের) পুরুষবিদ্যাবিষয়ক শ্রুতিপাঠ কিন্তু কাহারও শেষ (—অবশিষ্টাংশ) নহে, যেহেতু "যিনি এইপ্রকার উপাসনা করেন, তিনি একশত ষোল বৎসর প্রকৃষ্ট-রূপে (—রোগাদিশূন্যভাবে) জীবিত থাকেন", এইপ্রকার সমভিব্যাহার (—সন্নিকটে বর্ণনা) থাকায় ইহা (—তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাপঠিত এই উপাসনা) আয়ুর সম্যগ্ বৃদ্ধি-রূপ ফলপ্রদানকারী 'ইহাই নির্ণীত হয়'।২৬ সেইহেতু (—ফলের বিভিন্নতা থাকায় এবং যাহা স্বতন্ত্র ও যাহা পরতন্ত্র (—শেষাংশ হওয়ায় অপরের অধীন) তাহাদের একতা সম্ভব না হওয়ায়, তাণ্ডী প্রভৃতি] অন্য শাখাতে পঠিত আশীঃ (—প্রার্থনা) ও মন্ত্র প্রভৃতি পুরুষবিদ্যাসম্বন্ধ ধর্ম্মসকলের তৈত্তিরীয়কে [তন্নামক বিদ্যাতে] প্রাপ্তি (—উপসংহার) হয় না।২৭॥৩।৩।২৪॥ পুরুষবিদ্যাধিকরণ সমাপ্ত।

১৪। বেধাদ্যধিকরণম্। [২৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বেধমন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মের বিদ্যাঙ্গতা নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে তৈঃ আঃ ১০।৬৩ প্রাজাপত্যানুবাকে বর্ণিত আত্মবিদ্যার সন্নিধানে পঠিত পুরুষযজ্ঞ যেমন আত্মবিদ্যার [প্রশংসারূপ] অঙ্গরূপে স্বীকৃত হই-য়াছে, তদ্রূপ "সর্ব্বং প্রবিধ্য", ইত্যাদি মন্ত্রসকল ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মসকল তত্তৎ শাখাতে কোন

বিদ্যার সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় সেই বিদ্যারই অঙ্গ হইবে, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বেধমন্ত্রপ্রবর্গ্যাদি বিদ্যাঙ্গমথবা ন তু।
বিদ্যাসন্নিধিপাঠেন বিদ্যাঙ্গে মন্ত্রকর্ম্মণী॥
লিঙ্গেনান্যত্র মন্ত্রাণাং বাক্যেনাপি চ কর্ম্মণাম্।
বিনিয়োগাৎ সন্নিধিস্তু বাধ্যাঽতো নাঙ্গতা তয়োঃ॥

অন্বয়—বেধমন্ত্রপ্রবর্গ্যাদি বিদ্যাঙ্গম্, অথবা ন তু? বিদ্যাসন্নিধিপাঠেন মন্ত্রকর্ম্মণী বিদ্যাঙ্গে। মন্ত্রাণাং লিঙ্গেন, কর্ম্মণাম্ অপিচ বাক্যেন অন্যত্র বিনিয়োগাৎ সন্নিধিস্তু বাধ্যঃ; অতঃ তয়োঃ ন অঙ্গতা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[তত্তদুপনিষদারম্ভে শ্রুতাঃ তে তে মন্ত্রাঃ, তানি তানি চ কর্ম্মাণি শ্রুতানি অত্র বিষয়ঃ। আথর্ব্বণিকানাম্ উপনিষদারম্ভে "সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য", ইত্যাদয়ঃ আভিচারিকমন্ত্রাঃ পঠিতাঃ। তাণ্ড্যানাম্ উপনিষদ্যেভো "দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১৪।১।১।১), ইতি প্রবর্গ্যব্রাহ্মণং পঠিতম্। এবং অন্যত্রাপি উদাহরণম্। তত্র বিদ্যোপকারকতাতদভাবপ্রমাণসত্ত্বাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] বেধমন্ত্রপ্রবর্গ্যাদি বিদ্যাঙ্গম্, অথবা ন তু।

পূর্ব্বপক্ষ—বিদ্যাসন্নিধিপাঠেন [সন্নিধিপাঠবলাৎ] মন্ত্রকর্ম্মণী বিদ্যাঙ্গে [ভবতঃ]।

সিদ্ধান্ত—["হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদি-] মন্ত্রাণাং লিঙ্গেন [প্রমাণেন অভিচারকর্ম্মণি বিনিয়োগাৎ, তথা প্রবর্গ্যাদি] কর্ম্মণাম্ অপি চ ["পুরস্তাৎ উপসদাং প্রবৃণক্তি", ইতি] বাক্যেন [প্রমাণেন] অন্যত্র [অগ্নিষ্টোমে] বিনিয়োগাৎ, [লিঙ্গবাক্যয়োশ্চ সন্নিধেঃ বলীয়স্ত্বাৎ] সন্নিধিঃ তু বাধ্যঃ; অতঃ তয়োঃ [মন্ত্রকর্ম্মণোঃ] ন [বিদ্যায়াঃ] অঙ্গতা [সিধ্যতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[সেই সেই উপনিষদের প্রারম্ভে শ্রুত সেই সেই মন্ত্র ও সেই সেই কর্ম্মসকল এখানে বিষয়। অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণের উপনিষদারম্ভে "সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর, হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ কর", ইত্যাদি আভিচারিক মন্ত্রসকল পঠিত হইয়াছে। তাণ্ড্যাধ্যায়িগণের উপনিষদারম্ভে "পুরাকালে দেবগণ সত্র (১) সম্পাদন করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে প্রবর্গ্যব্রাহ্মণ পঠিত হইয়াছে। অন্যান্য স্থলেও এইপ্রকার উদাহরণসকল গ্রহণ করিতে হইবে। সেই স্থলে বিদ্যার উপ-

ভাবদীপিকা

(১) **সত্র—**ইহা সোমযজ্ঞের বিকৃতিভূত একপ্রকার যজ্ঞ। বিশ্বামিত্র কল্পীয়, তৎসমানকল্পসূত্রানুসরণকারী (কৈঃ সূঃ ৬।৬।২৬) এবং দীক্ষিত(—পূর্ব্বে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, কাঃ শ্রৌঃ ১২।১।৭) ব্রাহ্মণগণই এই যজ্ঞে অধিকারী। যজমানের সংখ্যা ১৭ জন হইতে কম এবং ২৪ জন [পূঃ মীঃ ৬।২।১ অধিঃ; মতান্তরে ৪৫ জন, কাঃ শ্রৌঃ ১২।১।৭] হইতে অধিক হইবে না। যথাযোগ্যতানুসারে যজমানগণই ঋত্বিগ্‌গণের করণীয় কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ভিন্ন ঋত্বিকের আবশ্যকতা না থাকায় এই যজ্ঞে দক্ষিণাপ্রদান করিতে হয় না। যতজন মিলিত হইয়া সত্রানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ১৬ জন ঋত্বিক্‌কর্ম্ম সম্পাদন করেন, অপরসকলে হন গৃহপতি (—যজমান)। এই যজ্ঞের অপর নাম রাত্রিসত্র। যাজ্ঞিকগণ দ্বাদশসুত্যাক হইতে শতসুত্যাক পর্য্যন্ত সত্রসকলকে রাত্রিসত্র (কাঃ শ্রৌঃ ২৪।১।১), তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যক সুত্যাযুক্ত 'আদিত্যানাময়ন' 'কৌণ্ডপায়িনাময়ন' ইত্যাদিকে কেবলঃসত্র

কারবোধক ও তাহার অভাববোধক প্রমাণ থাকায় সংশয় হইতেছে—] বেধমন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম (২) বিদ্যার অঙ্গ, অথবা নহে ?

পূর্ব্বপক্ষ—বিদ্যার নিকটে পঠিত হওয়ায় [সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণবলে] বেধমন্ত্র ও [প্রবর্গ্য]কর্ম্ম বিদ্যার অঙ্গ হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত—লিঙ্গপ্রমাণবলে ["হৃদয়কে বিদীর্ণ কর" ইত্যাদি] মন্ত্রসকলের [অভিচার কর্ম্মে বিনিয়োগ হয় বলিয়া এবং প্রবর্গ্যাদি] কর্ম্মসকলেরও ["উপসদ্ ইষ্টিসকলের (৩) পূর্ব্বে

ভাবদীপিকা

(কাঃ শ্রৌঃ ভূমিকা ৪৫-৪৬ পৃঃ) এবং ১২,৩৬,শত ও সহস্র সম্বৎসরসাধ্যসুত্যাক সত্রসকলকে **"মহাসত্র"** বলেন (কাঃ শ্রৌঃ ২৪।৫।১৫)। সহস্রসম্বৎসর শব্দের অর্থ—'সহস্রদিবস' (জৈঃ সূঃ ৬।৭।৪০)। সুত্যার সংখ্যা শ্রুতিবচন ও পূর্ব্বমীমাংসান্যায়ানুসারে নির্ণীত হয় (কাঃ শ্রৌঃ ২৪।১।১৩)। দেবত্ব অন্ন পশু পুত্র পৌত্র প্রতিষ্ঠা বিবাহ ও ব্রহ্মতেজঃ প্রভৃতি (তাণ্ড্য ব্রাঃ ২৩-২৫ অঃ) বহুপ্রকার ফলের মধ্যে এক বা পৃথক্ পৃথক্ ফলকামী (কাঃ শ্রৌঃ ১২।১।৭ বৃত্তি) বহু যজমান মিলিত হইয়া একই সত্রানুষ্ঠান করিতে পারেন। কোন যজমানের মৃত্যু হইলে সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতিনিধিদ্বারা (জৈঃ সূঃ ৬।৩.২২) যজ্ঞ চলিতে থাকে। যে ক্রিয়াতে সোমলতার অভিষব (—রসনিষ্কাশন) হয়, তাহাকে বলে **সুত্যা** (৩৩৩ পৃঃ)। 'অমুক যজ্ঞ দ্বাদশসুত্যাক', ইহার অর্থ—সেই যজ্ঞে ১২ দিবস সুত্যানুষ্ঠান ও সোমাহুতি প্রদত্ত হয়। যে সত্রে ১২ দিবস সুত্যানুষ্ঠান হয়, তাহার নাম—'দ্বাদশাহ সত্র' বা 'দ্বাদশরাত্র'। 'ত্রয়োদশরাত্র' 'চত্বারিংশদ্রাত্র', ইত্যাদি স্থলে এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। যতগুলি সুত্যাদিবস, সত্রের সমাপ্তি ততদিনে হয় এইপ্রকার নহে; অঙ্গকলাপ সহ তাহা বহুদিন সাধ্য; যেমন 'ত্রয়োদশরাত্রিসত্র' ১২ দিবস দীক্ষণীয়েষ্টি * + ১২ দিবস উপসদ্ ইষ্টি + ১৩ দিবস সুত্যা, এইপ্রকারে ৩৭ দিন সাধ্য। অন্যান্য স্থলে কল্পসূত্রানুসারে অঙ্গসকলের ন্যূনাধিক্যবশতঃ সময় নির্ণীত হয়।

(২) **প্রবর্গ্য**—ইহা সোমযজ্ঞের অঙ্গভূত যজ্ঞবিশেষ। সোমযজ্ঞের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে উপসদ্ ইষ্টির পূর্ব্বে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। কুম্ভকারকর্ত্তৃক সংস্কৃত শুদ্ধ মসৃণ মৃত্তিকা, বাল্মীকমধ্যস্থ মৃত্তিকা, বন্যবরাহখোদিত মৃত্তিকা ও রোহিষপুষ্প (—রামকর্পূর নামক গন্ধতৃণের পুষ্প) একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধের দ্বারা পিণ্ডনির্ম্মাণকরতঃ প্রাদেশমাত্র উচ্চতাবিশিষ্ট উদূখলাকৃতি তিনটী পাত্র নির্ম্মিত হয়। গবেধুক (—গড়গড়, গর-গট্) দ্বারা মসৃণকরতঃ শুষ্ক অশ্বপুরীষদ্বারা উক্ত পাত্রত্রয়কে দগ্ধ করা হয়। এই পাত্রত্রয়ের নাম **মহাবীর**পাত্র। উহাদের মধ্যে ঘৃত ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাক করা হয়; এই পক্ব হবনীয়ের নাম—**ঘর্ম্ম** বা 'প্রবৃঞ্জন'। শেষোক্ত নামের সাদৃশ্যবশতঃ এই কর্ম্মকে বলা হয় 'প্রবর্গ্য'। যম (—বায়ু, শুক্লযজুঃ সং ৩৮।৯, মহীধরভাষ্য), অশ্বিনীকুমার ইন্দ্র অগ্নি প্রজাপতি ঘর্ম্মপাবদেবতা ও পূষা প্রভৃতি দেবগণকে ঘর্ম্ম আহুতি প্রদত্ত হয় (শুক্লযজুঃ সং ৩৮।৮-১৬; ৩৯।১-১০ দ্রঃ)। যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের ও যজমানপত্নীর পক্ষে প্রবর্গ্যকর্ম্ম দর্শন নিষিদ্ধ। ঘর্ম্ম নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ও পরে রৌহিণনামক কপালদ্বয়সংস্কৃত পুরোডাশও অগ্নি আদিত্য ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে আহুতি প্রদত্ত হয়। বিস্তৃত কাঃ শ্রৌঃ ২৬ অঃ দ্রঃ।

* সোমযজ্ঞে দীক্ষার কালে অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে একাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা যে ইষ্টি-যজ্ঞ (২৫৪ পৃঃ) সম্পাদিত হয়, তাহার নাম দীক্ষণীয়েষ্টি।

প্রবর্গ্যকর্ম্ম করিবে", এই]বাক্যপ্রমাণবলে অন্যত্র (—অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে) বিনিয়োগ হয় বলিয়া [এবং লিঙ্গ ও বাক্যপ্রমাণ সন্নিধিপ্রমাণ হইতে বলবান্ হয় বলিয়া] সন্নিধি (—সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ) কিন্তু বাধিত হইবে ; এইহেতু সেই মন্ত্র ও কর্ম্মের বিদ্যাঙ্গতা সিদ্ধ হয় না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বিদ্যাঙ্গরূপে মন্ত্রাদির উপসংহার। সিদ্ধান্তে—অনুপসংহার।

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥৩।৩।২৫॥

সূত্রার্থ—["সর্ব্বং প্রবিধ্য", ইত্যাদয়ঃ মন্ত্রাঃ আথর্ব্বণিকানাম্ উপনিষদারম্ভে পঠিতাঃ। কাণ্বানাম্ উপনিষদাদৌ চ "দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১৪।১।১।১), ইত্যাদি প্রবর্গ্যব্রাহ্মণং পঠিতম্। কিম্ এতে মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্ম্মাণি বিদ্যাসু উপসংহ্রিয়েরন্, ন বা ইতি সন্দেহে ; উপসংহ্রিয়েরন্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ন উপসংহ্রিয়েরন্। কুতঃ ?] **বেধাদ্যর্থভেদাৎ**—"সর্ব্বং প্রবিধ্য" ইত্যাদিমন্ত্রপ্রকাশিতানাং আভিচারিককর্ম্মাদিসমবেতানাং বেধাদীনাম্ অর্থানাম্ ভেদাৎ—বিদ্যাসু অসমবেতত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর", ইত্যাদি মন্ত্রসকল অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণের উপনিষদারম্ভে পঠিত হইয়াছে। কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের উপনিষদের আদিতে "পুরাকালে দেবগণ সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন", ইত্যাদি প্রবর্গ্যব্রাহ্মণ পঠিত হইয়াছে। এই মন্ত্রসকল ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মসকল কি বিদ্যাসকলে উপসংহৃত হইবে, অথবা হইবে না,এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'উপসংহৃত হইবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই— উপসংহৃত হইবে না। কেন ? বলিতেছি—] **বেধাদ্যর্থভেদাৎ**—যেহেতু "সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর", ইত্যাদি মন্ত্রপ্রকাশিত আভিচারিক কর্ম্ম প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'বিদীর্ণকরণাদি বিষয়সকলের' ভেদাৎ—বিভিন্নতা আছে, অর্থাৎ বিদ্যাসকলের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি আথর্ব্বণিকানাম্ উপনিষদারম্ভে মন্ত্রসমাম্নায়ঃ—"সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য শিরঃ অভিপ্রবৃজ্য ত্রিধা বিপৃক্তঃ" ইত্যাদিঃ।১ তাণ্ডিনাম্—"দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞম্"

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয় : পূঃ—"কল্পান্তঃসর্ব্বং সকলং ভবেৎ", এই ন্যায় ও সন্নিধিপাঠবলে মন্ত্রাদির বিদ্যাঙ্গতা।]

অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণের উপনিষদারম্ভে [এইপ্রকার] মন্ত্রপাঠ আছে—["হে দেবতা, শত্রুর] সমস্ত (—সর্ব্বাঙ্গ) বিদীর্ণ কর, হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ কর, শিরাসকলকে ছিন্ন কর, মস্তককে বিচূর্ণ কর, [শত্রু] ত্রিধা বিশ্লিষ্ট হউক", ইত্যাদি।১ তাণ্ডি-

ভাবদীপিকা

(৩) **উপসদ্ ইষ্টি**—ইহাও সোমযজ্ঞের অঙ্গভূত যজ্ঞবিশেষ। ইহাতে প্রযাজ অনুযাজ ও আজ্যভাগ অনুষ্ঠিত হয় না ; সংস্কৃত ঘৃতদ্বারা অগ্নি সোম ও বিষ্ণু দেবতাকে আহুতি প্রদত্ত হয়। সোমযজ্ঞের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে প্রবর্গ্যের পর প্রাতঃ ও অপরাহ্ণে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। সোমযজ্ঞের নানাপ্রকার বিকৃতিযজ্ঞ আছে, যথা— অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ রাজসূয়, বাজপেয়,একাহ, অহীন ও সত্র ইত্যাদি। এই যজ্ঞসকলে উপসদিষ্টির সংখ্যার তারতম্য আছে। কাঃ শ্রৌঃ ৮।২।১৪-৩৮ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছান্দোগ্য ব্রাঃ ১।১) ইত্যাদিঃ।২ শাট্যায়নিনাম্—"শ্বেতাশ্বঃ হরিতনীলোঽসি", ইত্যাদিঃ।৩ কঠানাং তৈত্তিরীয়াণাং চ—"শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ" (তৈঃ ১।১।১) ইত্যাদিঃ।৪ বাজসনেয়িনাং তু উপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্যব্রাহ্মণং পঠ্যতে—"দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১৪।১।১) ইত্যাদি।৫ কৌষীতকিনাম্ অপি অগ্নিষ্টোমব্রাহ্মণম্—"ব্রহ্ম বৈ অগ্নিষ্টোমঃ, ব্রহ্মৈব তদহঃ, ব্রহ্মণা এব তে ব্রহ্মোপযন্তি, তে অমৃতত্বম্ আপ্নুবন্তি যে এতদ্ অহঃ উপযন্তি", ইতি।৬ কিম্ ইমে সর্ব্বে প্রবিধ্যাদয়ঃ মন্ত্রাঃ, প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্ম্মাণি বিদ্যাসু উপসংহ্রিয়েরন্, কিংবা ন উপসংহ্রিয়েরন্ ইতি মীমাংসামহে।৭ কিং তাবৎ নঃ প্রতিভাতি?৮ উপসংহারঃ এব এষাং বিদ্যাসু ইতি।৯ কুতঃ?১০ বিদ্যাপ্রধানানাম্ উপনিষদ্‌গ্রন্থানাং সমীপে পাঠাৎ।১১ ননু এষাং বিদ্যার্থতয়া বিধানং ন উপলভামহে।১২ বাঢ়ম্, অনুপলভমানা

ভাষ্যানুবাদ

শাখাধ্যায়িগণের উপনিষদারম্ভে আছে—"হে দেব সবিতঃ (—সূর্য্য, যজ্ঞ ও যজমানকে রক্ষাকরতঃ] যজ্ঞ সম্পাদন করুন", ইত্যাদি।২ শাট্যায়নশাখাধ্যায়িগণের উপনিষদারম্ভে আছে—"হে উচ্চৈঃশ্রবানামক] শ্বেত অশ্বের অধিপতি [ইন্দ্র], আপনি হরিতমণিসদৃশ নীলবর্ণ", ইত্যাদি।৩ কঠ ও তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়িগণের উপনিষদারম্ভে আছে—"মিত্র (—আদিত্য) আমাদের সুখকর হউন, বরুণ আমাদের সুখকর হউন", ইত্যাদি।৪ আর বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণের উপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্য-ব্রাহ্মণ পঠিত হইতেছে—"পুরাকালে দেবগণ সত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন," ইত্যাদি।৫ কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণেরও [উপনিষদারম্ভে] অগ্নিষ্টোম ব্রাহ্মণ পঠিত হইতেছে—"অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ব্রহ্মই, [যে দিবসে তাহা অনুষ্ঠিত হয়] সেই দিবসটীও ব্রহ্মই, যাঁহারা এই দিবসকে (—তদুপলক্ষিত অগ্নিষ্টোমকে) অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মরূপ সাধনদ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তাঁহারা [ক্রমশঃ] অমৃতত্বকে (—পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি।৬ এই "প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রসকল এবং প্রবর্গ্য প্রভৃতি কর্ম্মসকল কি [তত্তৎ শাখাতে সন্নিধিপঠিত] বিদ্যাসকলে উপসংহৃত হইবে, কিম্বা উপসংহৃত হইবে না, ইহা আমরা মীমাংসা (—বিচার) করিতেছি।৭ আমাদের নিকট কি প্রতিভাত হইতেছে? ৮ [পূর্ব্বপক্ষ—] বিদ্যাসকলে এই সকলের উপসংহার হইবে।৯ তাহাতে হেতু কি? ১০ [বলিতেছি—] যেহেতু বিদ্যা যাহাতে প্রধান প্রতিপাদ্য, সেই উপনিষদ্ গ্রন্থসকলের সমীপে পঠিত হইয়াছে। [সেইহেতু "ফলবানের নিকটে পঠিত ফলবিহীন ফলবানের অঙ্গ", এই ন্যায় ও সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণবলে ইহারা বিদ্যাঙ্গ।১১ শঙ্কা—] কিন্তু বিদ্যার জন্য (—বিদ্যাঙ্গরূপে) ইহাদের বিধান উপলব্ধি করিতেছি না।১২ [সমাধান—]

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি তু অনুমাস্যামহে সন্নিধিসামর্থ্যাৎ ।১৩ নহি সন্নিধেঃ অর্থবত্ত্বে সম্ভবতি অকস্মাৎ অসৌ অনাশ্রয়িতুং যুক্তঃ ।১৪ ননু নৈষাং মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়ং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যং পশ্যামঃ ।১৫ কথং চ প্রবর্গ্যাদীনি কর্ম্মাণি অন্যার্থত্বেনৈব বিনিযুক্তানি সন্তি বিদ্যার্থত্বেনাপি প্রতিপদ্যেমহি ইতি ।১৬ নৈষঃ দোষঃ, সামর্থ্যং তাবৎ মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়ম্ অপি কিঞ্চিৎ শক্যং কল্পয়িতুং হৃদয়াদিসঙ্কীর্ত্তনাৎ ।১৭ হৃদয়াদীনি হি প্রায়েণ উপাসনেষু আয়তনাদিভাবেন উপদিষ্টানি, তদ্দ্বারেণ চ "হৃদয়ং প্রবিধ্য", ইতি এবংজাতীয়কানাং মন্ত্রাণাম্ উপপন্নম্ উপাসনাঙ্গত্বম্ ।১৮ দৃষ্টশ্চ উপাসনেষু অপি মন্ত্রবিনিয়োগঃ "ভূঃ প্রপদ্যে অমুনা অমুনা" (ছাঃ ৩।১৫।৩) ইতি এবমাদিঃ ।১৯ তথা প্রবর্গ্যাদীনাং কর্ম্মণাম্ অন্যত্রাপি বিনিযুক্তানাং সতাম্ অবিরুদ্ধঃ বিদ্যাসু বিনিয়োগঃ, বাজপেয়ে ইব বৃহস্পতিসবস্য ইতি ।২০

ভাষ্যানুবাদ

[৩৬৬ পৃঃ]

হাঁ সত্য, কিন্তু উপলব্ধ না হইলেও সন্নিধিপাঠের সামর্থ্যবশতঃ ["মন্ত্রাদয়ঃ তত্তদ্বিদ্যাশেষাঃ, ফলবদ্বিদ্যাসন্নিহিতত্বাৎ পুরুষযজ্ঞবৎ", এইপ্রকারে] তাহা (—বিদ্যাঙ্গতা) অনুমান করিব ।১৩ যেহেতু সন্নিধিপ্রমাণের সার্থকতা সম্ভব হইলে অকস্মাৎ (—কোন সঙ্গত কারণব্যতিরেকে) তাহাকে আশ্রয় না করা (—পরিত্যাগ করা) সঙ্গত নহে ।১৪ [শঙ্কা—প্রয়োগকালে অনুষ্ঠেয় বিষয়সকলের স্মারক হওয়ায় মন্ত্রসকলের সার্থকতা]; কিন্তু বিদ্যারূপ বিষয়ে এই [বেধাদি] মন্ত্রসকলের কোন সামর্থ্য দেখিতেছি না ।১৫ [সুতরাং] প্রবর্গ্য প্রভৃতি কর্ম্মসকল ["প্রবর্গ্যেণ প্রচরন্তি" এই বাক্যপ্রমাণবলে সোমযজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদনদ্বারা স্বর্গরূপ] অন্য প্রয়োজনেই বিনিযুক্ত হইয়া বিদ্যায় [সাঙ্গতার] জন্যও বিনিযুক্ত হইয়াছে, ইহা কিপ্রকারে অবগত হইব ? (—তাহাতে বিনিযুক্তের বিনিয়োগরূপ দোষ হইয়া পড়িবে বলিয়া বাক্যাপেক্ষা দুর্ব্বল সন্নিধিপ্রমাণবলে তাহা বিদ্যাঙ্গ হইবে না, ইহাই ভাব) ।১৬ [পূঃ সমাধান—] ইহা দোষ নহে, বিদ্যাবিষয়েও মন্ত্রসকলের কিঞ্চিৎ সামর্থ্য কল্পনা করিতে পারা যায়, যেহেতু হৃদয় [ও নাড়ী] প্রভৃতির বর্ণনা আছে ।১৭ দেখ, উপাসনাসকলে হৃদয় প্রভৃতি প্রায়ই [উপাস্যের] অধিষ্ঠানাদিভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, আর সেই দ্বারাবলম্বনে (—হৃদয় প্রভৃতি একাংশের উপস্থিতিদ্বারা) "হৃদয়ং প্রবিধ্য", ইত্যাদি এইজাতীয় মন্ত্রসকলের উপাসনাঙ্গতা অসঙ্গত নহে ।১৮ [কিন্তু উপাসনাতে তো মন্ত্রপ্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর উপাসনাসকলেও "অমুকের জন্য, অমুকের জন্য ভূর্লোকের শরণ লইতেছি", ইত্যাদি এই সকল মন্ত্রের বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হইয়াছে । ১৯ [বিনিযুক্তবিনিয়োগ দোষের নিরাকরণ করিতেছেন—] এইরূপে অন্যত্র বিনিযুক্ত হইলেও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মসকলের

ভাষ্যানুবাদ

বিদ্যাসকলে বিনিয়োগ বিরুদ্ধ নহে, যেমন বাজপেয় যজ্ঞে (৪) বৃহস্পতি-সবের (৫) বিনিয়োগ হইয়া থাকে। [অতএব বাক্যপ্রমাণের বলে প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম ও বেধমন্ত্রাদি অন্যত্র বিনিযুক্ত হইলেও সন্নিধিপ্রমাণবলে বিদ্যাতে তাহাদের বিনি-য়োগ বিরুদ্ধ নহে, ইহাই পূর্ব্ববাদীর ভাব]।২০

ভাবদীপিকা

(৪) **বাজপেয় যজ্ঞ**—সোমযজ্ঞের বিকৃতি যজ্ঞবিশেষ। শতপথব্রাহ্মণ বলেন—রাজ-সূয় যজ্ঞাপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজগদাত্মক প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তি ইহার ফল (শতঃ ব্রাঃ ৫।১।১।৪)। বৈশ্যের ইহাতে অধিকার নাই। শরৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক ইহা অনুষ্ঠেয়। সোমরস ইত্যাদির ন্যায় যজ্ঞশালাতে নিষ্পন্ন সুরাও ইহার হবনীয় বস্তু। ঋত্বিক্-গণ স্বর্ণমালা ধারণকরতঃ ঋত্বিক্‌কর্ম্ম সম্পাদন করেন। কাঃ শ্রৌঃ ১৪ অধ্যায় দ্রঃ।

(৫) **বৃহস্পতিসব**—ইহাও সোমযজ্ঞের বিকৃতি একাহ যজ্ঞবিশেষ। যে যজ্ঞে এক-দিনমাত্র সুত্যানুষ্ঠান হয়, তাহা **একাহযজ্ঞ**। একাহযজ্ঞ বহুপ্রকার ও বহুপ্রকার ফলপ্রদ (কাঃ শ্রৌঃ ২২ অধ্যায় দ্রঃ)। তেজঃ ব্রহ্মবর্চ্চস্ (—ব্রহ্মতেজঃ) ও ঋত্বিক্‌কর্ম্মে পারদর্শিতা কামনায় (কাঃ শ্রৌঃ ২২।৫।১১) এবং বাজপেয় যজ্ঞের অঙ্গরূপে তাহার পূর্ব্বে ও পরে (ঐ ১৪।১।১২) বৃহস্পতিসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই*। এই বৃহস্পতি-সবের দৃষ্টান্তবলে **পূর্ব্বপক্ষী** বলিতেছেন—ব্রহ্মবর্চ্চসকামনাতে বিনিযুক্ত বৃহস্পতিসবের যেমন "বাজপেয়েন ইষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত", এই বাক্যপ্রমাণবলে বাজপেয়যজ্ঞের অঙ্গরূপেও বিনিয়োগ হয়, তদ্রূপ প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম ও বেধমন্ত্রাদি অন্য প্রমাণবলে অন্যত্র বিনিযুক্ত হইলেও সন্নিধিপাঠবলে বিদ্যাঙ্গরূপেও তাহাদের বিনিয়োগ হইবে।

এই স্থলে টীকাগ্রন্থসকলে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—**পূর্ব্ব**মীমাংসকগণ বলেন—একই বাক্যের দ্বারা অন্য স্থলে বিহিত বৃহস্পতিসবের প্রত্যভিজ্ঞা ও বাজপেয়যজ্ঞের অঙ্গরূপে তাহার বিধান অঙ্গীকার করিলে বিনিযুক্তের বিনিয়োগ ও বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়ে। তাহা না হউক; সেইহেতু 'কুণ্ডপায়িনাময়ন' নামক সত্রের প্রক-রণে "মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি (জুহোতি")এই বাক্যে পঠিত মাসাগ্নিহোত্র যেমন নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন অপূর্ব্ব কর্ম্মরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে (জৈঃ সূঃ ২।৩।২৪); প্রস্তাবিত বাজপেয়াঙ্গভূত বৃহস্পতিসবকেও তদ্রূপ ব্রহ্মবর্চ্চসকামীর বৃহস্পতিসব হইতে ভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে (জৈঃ সূঃ ৪।৩.৩১ ভাষ্য)। তাহার ফলে বিনিযুক্তের বিনিয়োগ ও বাক্যভেদদোষ হইবে না। **পূর্ব্ব**মীমাংসার এইপ্রকার সিদ্ধান্তবলে ব্রহ্মবর্চ্চসকামনাতে বিনিযুক্ত বৃহস্পতিসবেরই বাজপেয়া-ঙ্গরূপে বিনিয়োগ না হওয়ায় সেই দৃষ্টান্তবলে অন্যত্র বিনিযুক্ত প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম ও বেধমন্ত্রাদির যে বিদ্যাঙ্গরূপে বিনিয়োগ অঙ্গীকৃত হইতেছে, তাহা বিঘটিত হইয়া পড়িল; ফলে এই অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষস্থাপন সম্ভব হইল না। এতদুত্তরে **উত্তরমীমাংসক**গণ বলেন—(১) অশ্বমেধপ্রকরণে পঠিত "বাগ্‌যতস্য এতাং রাত্রিমগ্নিহোত্রং জুহোতি", এই বাক্যস্থ 'অগ্নিহোত্র' এই নামের বলে

* এক পক্ষ বলেন—বাজপেয়াঙ্গভূত বৃহস্পতিসব হইতে ব্রহ্মবর্চ্চসকামীর বৃহস্পতিসব ভিন্ন হওয়ায় (জৈঃ সূঃ ৪।৩।৩১ ভাষ্য) প্রথমোক্ত বৃহস্পতিসবে ক্ষত্রিয়ের অধিকার স্বীকার্য্য। অপরপক্ষ বলেন—বৃহস্পতিসব অভিন্ন হওয়ায় তাহাতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার স্বীকার্য্য নহে; তাঁহার পক্ষে বাজপেয়াঙ্গরূপে জ্যোতিষ্টোমাদি (কাঃ শ্রৌঃ ১৪।১।১৩) অনুষ্ঠেয়, বৃহস্পতিসব নহে।

[৩৪৪ পৃ:] শাঙ্করভাষ্যম্

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—নৈষাম্ উপসংহারঃ বিদ্যাসু ইতি ?॥১

ভাবদীপকা

যেমন নিত্যাগ্নিহোত্রেরই প্রত্যভিজ্ঞা হয় (জৈ: সূ: ৭।৩।১); (২) অথবা দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতি গৃহমেধীয় ইষ্টি যজ্ঞে পঠিত "আজ্যভাগৌ যজতি", এই একটী বাক্যস্থ "আজ্যভাগৌ" এই পদের দ্বারা যেমন দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রকৃতিযজ্ঞের প্রকরণে পঠিত 'আজ্যভাগরূপ' কর্ম্মাঙ্গের প্রত্যভিজ্ঞা* এবং উক্ত বাক্যটীর দ্বারা সেই কর্ম্মাঙ্গের গৃহমেধীয় ইষ্টিতে বিধান অঙ্গীকৃত হয় (জৈ: সূ: ১০।৭।২৪-৩৩); (৩) অথবা "খাদিরো যূপো ভবতি", ইত্যাদি বাক্যে যজ্ঞার্থে যূপের অঙ্গ 'খাদিরত্ব' (—খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিতত্বরূপ ধর্ম্ম) বিনিযুক্ত হইলেও "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্ব্বীত", ইত্যাদি বাক্যে বীর্য্যরূপ ফলকামনাবশতঃ যেমন সেই প্রত্যভিজ্ঞাত খাদিরত্বেরই বিনিয়োগ হয়; তদ্রূপ প্রস্তাবিত স্থলেও "বাজপেয়েন ইষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত", এই বাক্যস্থ 'বৃহস্পতিসব' পদের দ্বারা "ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ বৃহস্পতিসবেন যজেত", এই বাক্যবিহিত বৃহস্পতিসবের প্রত্যভিজ্ঞা এবং "বাজপেয়েন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যবলে বাজপেয়যজ্ঞের অঙ্গরূপে তাহার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে একই বৃহস্পতিসব এক বাক্যবলে ব্রহ্মবর্চ্চসকামনাতে বিনিযুক্ত হইলেও বাক্যান্তরবলে বাজপেয়যজ্ঞের অঙ্গরূপে তাহার বিনিয়োগ হওয়ায় বাক্যভেদদোষ হয় না এবং এতাদৃশ বিনিযুক্তবিনিয়োগ পূর্ব্বমীমাংসাস্বীকৃত হওয়ায় আমাদের পক্ষেও উক্ত দোষ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব বৃহস্পতিসবের ন্যায়, অন্য প্রমাণবলে অন্যত্র বিনিযুক্ত প্রবর্গ্যাদিরও অন্য প্রমাণবলে বিদ্যাঙ্গরূপে বিনিয়োগ অসঙ্গত না হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষস্থাপন সঙ্গতই হইয়াছে।

[মাসাগ্নিহোত্রস্থলে পূর্ব্বমীমাংসাসিদ্ধান্তের অন্যথাকরণ।]

পূর্ব্বমীমাংসক বলেন—এইপ্রকার অঙ্গীকৃত হইলে মাসাগ্নিহোত্রকে নিত্যাগ্নিহোত্ররূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহা হইতে ভিন্নরূপে নহে। ফলে জৈ: সূ: ২।৩।২৪ এর বিরোধ হইয়া পড়িবে। উত্তরমীমাংসক (রত্নপ্রভাকার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার) বলেন—তাহা আমাদের অভীষ্ট, আমরা বলি—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি", এই বাক্যে বিহিত অগ্নিহোত্রেরই যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ", "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি", ইত্যাদি বাক্যে কাম্য ও নৈমিত্তিক অগ্নিহোত্ররূপে প্রয়োগভেদ হইয়াছে, কুণ্ডপায়িনাময়নেও তদ্রূপ মাসাগ্নিহোত্ররূপে তাহার প্রয়োগভেদই হইবে, তাহা অপূর্ব্ব কর্ম্ম নহে †। শঙ্কা— কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বমীমাংসার ২।৩।১১ প্রকরণান্তরাধিকরণের (জৈ: সূ: ২।৩।২৪) বিরোধ হইবে। তদুত্তরে উত্তরমীমাংসক বলেন—হউক্ ক্ষতি নাই; কারণ পূর্ব্বমীমাংসা হইতে উত্তরমীমাংসা বলবান্। বস্তুতঃ কিন্তু বিরোধ হয় না, কারণ স্বতন্ত্রপরতন্ত্রভাবনাভেদই (—কোন স্থলে কর্ম্মটী স্বাধীনভাবে বিহিত হইয়াছে, কোন স্থলে অপর যজ্ঞের অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, ইহা প্রতিপাদনেই) ভগবান্ পূর্ব্বমীমাংসাকারের উক্ত স্থলে তাৎপর্য্য। (রত্নপ্রভা ও ব্রঃ ভরণ দ্রঃ)।

---

* "আজ্যভাগ" এই নামদ্বারা দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রকৃতিযজ্ঞের প্রকরণে পঠিত 'আজ্যভাগরূপ' কর্ম্মাঙ্গের প্রত্যভিজ্ঞা অঙ্গীকার না করিলে পূ: মীঃ ১০।৭।৯ অধিকরণের বিচারই উত্থিত হয় না [শাবর দ্রঃ]। সেইহেতু উক্তপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা অঙ্গীকার করিতে হয়।

† ইহা টীকাকারগণের 'প্রৌঢ়িবাদ', কি না চিন্তনীয়, কারণ ৩৪ ও ৩৪ সূ: ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার মাসাগ্নিহোত্রকে নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন কর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রৌঢ়িবাদঃ—'স্ববুদ্ধ্যুৎকর্ষখ্যাপনম্', অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির উৎকৃষ্টতা খ্যাপনই প্রৌঢ়িবাদ। অন্যপ্রকার লক্ষণ ৩।৩।৮ অধি: ৩ ভাষ্যটী: দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

কস্মাৎ?২২ বেধাদ্যর্থভেদাৎ।২৩ "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইতি এবংজাতীয়কানাং হি মন্ত্রাণাং যে অর্থাঃ হৃদয়বেধাদয়ঃ, ভিন্নাঃ অন্যত্ত্বসম্বন্ধাঃ তে উপনিষদুদিতাভিঃ বিদ্যাভিঃ।২৪ তেষাং ন তাভিঃ সংগন্তুং সামর্থ্যম্ অস্তি।২৫ ননু হৃদয়স্য উপাসনেষু অপি উপযোগাৎ তদ্দ্বারকঃ উপাসনাসম্বন্ধঃ উপন্যস্তঃ।২৬ ন ইতি উচ্যতে, হৃদয়মাত্রসঙ্কীর্ত্তনস্য হি এবম্ উপযোগঃ কথঞ্চিৎ উৎপ্রেক্ষ্যেত, ন চ হৃদয়মাত্রম্ অত্র মন্ত্রার্থঃ।২৭ "হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য", ইতি এবংজাতীয়কঃ হি ন সকলঃ মন্ত্রার্থঃ বিদ্যাভিঃ অভিসম্বধ্যতে।২৮ আভিচারিকবিষয়ঃ হি এষঃ অর্থঃ, তস্মাৎ আভিচারিকেণ কর্ম্মণা "সর্ব্বং প্রবিধ্য", ইতি এতস্য মন্ত্রস্য অভিসম্বন্ধঃ।২৯ তথা "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞম্", ইতি অস্য যজ্ঞপ্রসবলিঙ্গত্বাৎ যজ্ঞেন কর্ম্মণা সম্বন্ধঃ।৩০

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ হইবার যোগ্যতা না থাকায় এবং প্রবল প্রমাণবলে অন্যত্র বিনিযুক্ত হওয়ায় দুর্ব্বল সন্নিধিপ্রমাণবলে বেধমন্ত্রাদির বিদ্যাঙ্গতা নিরাকরণ।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—বিদ্যাসকলে ইহাদের (—বেধমন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদির) উপসংহার হয় না।২১ তাহাতে হেতু কি?২২ [বলিতেছি—] যেহেতু বিদীর্ণকরণাদি বিষয়সকলের বিভিন্নতা আছে।২৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু "হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ কর", ইত্যাদি এই জাতীয় মন্ত্রসকলের 'হৃদয়বিদ্ধকরণাদি' যে অর্থসকল, তাহারা ভিন্ন, অর্থাৎ উপনিষদে বর্ণিত বিদ্যাসকলের সহিত সম্বদ্ধ নহে।২৪ তাহাদের (—মন্ত্রপ্রতিপাদ্য সেই বিষয়সকলের) তাহাদের (—বিদ্যাসকলের) সহিত সঙ্গত (—সম্বদ্ধ) হইবার সামর্থ্য নাই।২৫ [শঙ্কা—] কিন্তু উপাসনাসকলেও হৃদয়ের উপযোগ থাকায় তদ্দ্বারক (—সেই হৃদয়কে দ্বার করিয়া, "হৃদয়ং প্রবিধ্য", ইত্যাদি মন্ত্রসকলের]উপাসনার সহিত সম্বন্ধ উপন্যস্ত হইয়াছে (১৮ বাক্য)।২৬ [সমাধান—] না, ইহা কথিত হইতেছে; যেহেতু হৃদয়ের বর্ণনার এইপ্রকার উপযোগ (—উপাসনার সহিত সম্বন্ধ) কোনপ্রকারে কল্পনা করা যাইত, [তাহা কিন্তু সম্ভব নহে]; যেহেতু মাত্র হৃদয়ই এখানে মন্ত্রার্থ (—মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়) নহে।২৭ "হৃদয়কে বিদ্ধ কর, শিরাসকলকে ছিন্ন কর", ইত্যাদি এই জাতীয় যে সমগ্র মন্ত্রার্থ, তাহা কদাপি বিদ্যার সহিত সম্যগ্‌ভাবে সম্বদ্ধ হয় না।২৮ [মন্ত্রের] এই অর্থ [মারণ উচাটন ইত্যাদি] অভিচারসম্বন্ধি কর্ম্মকেই বিষয় করে, সেইহেতু "সর্ব্বং প্রবিধ্য", ইত্যাদি এই মন্ত্রের আভিচারিক কর্ম্মের সহিত সম্যগ্‌রূপে সম্বদ্ধ হয় (—আভিচারিক বিষয়প্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে অভিচারবিষয়েই উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ হয়, দুর্ব্বল সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণবলে বিদ্যাতে নহে)।২৯ এইপ্রকারে 'হে দেব সবিতঃ, [যজ্ঞ ও যজমানকে রক্ষাকরতঃ] যজ্ঞ সম্পাদন করুন", ইত্যাদি ইহার যজ্ঞসম্পাদনরূপ লিঙ্গপ্রমাণযুক্ত-

শাঙ্করভাষ্যম্

তদ্বিশেষসম্বন্ধস্তু প্রমাণান্তরাৎ অনুসর্ত্তব্যঃ।৩১ এবম্ অন্যেষাম্ অপি মন্ত্রাণাং কেষাঞ্চিৎ লিঙ্গেন, কেষাঞ্চিৎ বচনেন, কেষাঞ্চিৎ প্রমাণান্তরেণ ইতি এবম্ অর্থান্তরেষু বিনিযুক্তানাং রহস্যপঠিতানাম্ অপি সতাং ন সন্নিধিমাত্রেণ বিদ্যাশেষত্বোপপত্তিঃ।৩২ দুর্ব্বলঃ হি সন্নিধিঃ শ্রুত্যাদিভ্যঃ ইতি উক্তং প্রথমে তন্ত্রে "শ্রুতি-লিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যম্ অর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।১৪) ইতি অত্র ।৩৩ তথা কর্ম্মণাম্ অপি প্রবর্গ্যাদীনাম্ অন্যত্র বিনিযুক্তানাং ন বিদ্যাশেষত্বোপপত্তিঃ।৩৪ ন হি

ভাষ্যানুবাদ

তাবশতঃ যজ্ঞরূপ কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হয়।৩০ [যজ্ঞে কোন্ স্থলে উক্ত মন্ত্রের প্রয়োগ হয়, তাহা বলিতেছেন—] তাহার (—উক্ত "দেব সবিতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের) বিশেষ সম্বন্ধ কিন্তু অন্যপ্রমাণবলে অনুসরণ করিতে (—অবগত হইতে) হইবে (—"দেব সবিতঃ ইতি প্রদক্ষিণতঃ অগ্নিং পর্য্যুক্ষেৎ", এই বাক্যপ্রমাণবলে অগ্নিপর্য্যুক্ষণে (৬) ইহার বিনিয়োগ হইবে)।৩১ এইপ্রকারে ["শ্বেতাশ্বঃ হরিতনীলঃ" ইত্যাদি] অন্য মন্ত্রসকলের মধ্যেও কোনটীর লিঙ্গপ্রমাণবলে, কোনটীর বচনের (—বাক্যপ্রমাণের) বলে, কোনটীর [প্রকরণাদি] অন্য প্রমাণবলে, ইত্যাদি এই-প্রকারে বিষয়ান্তরে (—কর্ম্মান্তরে) যাহাদের বিনিয়োগ হয়, রহস্যে (—উপনিষদে) পঠিত হইলেও মাত্র সন্নিধিপ্রমাণবলে তাহাদের বিদ্যাঙ্গতা যুক্তিসঙ্গত নহে।৩২ [কিন্তু লিঙ্গাদি প্রমাণের দ্বারা অন্যত্র বিনিযুক্ত হইলেও সন্নিধিপাঠবলে মন্ত্র প্রভৃতির বিদ্যাতে বিনিয়োগ বিরুদ্ধ নহে, ইহা কথিত হইয়াছে (২০ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণসকল হইতে সন্নিধি দুর্ব্বল, ইহা প্রথমতন্ত্রে (—পূর্ব্বমীমাংসাতে) "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যম্ অর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (১।২৫৬ পৃঃ দ্রঃ) ইত্যাদি এই স্থলে কথিত হইয়াছে (৭)।৩৩

ভাবদীপিকা

(৬) দক্ষিণ করপল্লব উত্তান (—ঊর্দ্ধমুখ) করিয়া জলসেচন করাকে (—জলের ছিটা দেওয়াকে) বলে 'পর্য্যুক্ষণ' বা 'প্রোক্ষণ'। উহাকে অধোমুখ করিয়া তাহা করাকে বলে—'অভ্যুক্ষণ'।

(৭) ভাব এই—প্রমাণদ্বয় যদি সমবল হয়, তাহা হইলে একটীকেও ত্যাগ করিতে পারা যায় না বলিয়া অগত্যা বিনিযুক্তের বিনিয়োগ অঙ্গীকার করিতে হয়, যথা—"খাদিরঃ যূপো ভবতি", এই স্থলে বাক্যপ্রমাণবলে যূপের জন্য খাদিরত্ব বিনিযুক্ত হইলেও, পুনরায় "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্য্যাৎ", এই স্থলে অন্য একটী বাক্যপ্রমাণবলে সেই খাদিরত্বেরই বিনিয়োগ অঙ্গীকৃত হয়। কিন্তু বিনিয়োজক প্রমাণদ্বয় সমবল না হইলে এইপ্রকারে বিনিযুক্তের বিনিয়োগ অঙ্গীকার করা যায় না। সেই স্থলে প্রবল প্রমাণের বলে দুর্ব্বল প্রমাণ বাধিত হইয়া পড়ে। সেইহেতু লিঙ্গাদি অন্য প্রবল প্রমাণবলে মন্ত্র প্রভৃতি অন্যত্র বিনিযুক্ত হওয়ায় দুর্ব্বল সন্নিধিবলে পুনরায় বিদ্যাঙ্গরূপে তাহার বিনিয়োগ হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

এষাং বিদ্যাভিঃ সহ ঐকার্থ্যং কিঞ্চিৎ অস্তি।৩৫ বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্য স্পষ্টং বিনিয়োগান্তরম্—"বাজপেয়েন ইষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত", ইতি।৩৬ অপি চ একঃ অয়ং প্রবর্গ্যঃ সকৃৎ উৎপন্নঃ বলীয়সা প্রমাণেন অন্যত্র বিনিযুক্তঃ, ন দুর্ব্বলেন প্রমাণেন অন্যত্রাপি বিনিয়োগম্ অর্হতি।৩৭ অগৃহ্যমাণবিশেষত্বে হি প্রমাণয়োঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিনিয়োজক প্রমাণ সমবল না হওয়ায় অন্যত্র বিনিযুক্ত প্রবর্গ্যাদির বিদ্যাঙ্গতা নিরাকরণ।]

[বেধমন্ত্রাদির বিদ্যাঙ্গতা নিরাকরণ করিয়া প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মের তাহা করিতেছেন—] এইপ্রকারে অন্যত্র (—সোমযজ্ঞে) বিনিযুক্ত প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মসকলেরও বিদ্যার অঙ্গ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।৩৪ যেহেতু বিদ্যাসকলের সহিত ইহাদের কোনপ্রকার একার্থতা (—একই প্রয়োজনসম্পাদকতা) নাই।৩৫ [পূর্ব্বপক্ষী বৃহস্পতিসবের ন্যায় অন্যপ্রমাণবলে অন্যত্র বিনিযুক্ত প্রবর্গ্যাদির অন্যপ্রমাণবলে বিদ্যাঙ্গতা অঙ্গীকার করিয়াছেন (২০ বাক্য); তদুত্তরে অন্যত্র বিনিযুক্ত বৃহস্পতিসবের বাজপেয়ে বিনিয়োগ অঙ্গীকার করিয়াও প্রবর্গ্যের বিদ্যাঙ্গতা নিরাকরণ করিতেছেন—] বাজপেয়ে কিন্তু বৃহস্পতিসবের বিনিয়োগান্তর (—অন্য বিধিবাক্য) স্পষ্ট আছে, যথা—"বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বৃহস্পতিসব সম্পাদন করিবে" (৮), ইত্যাদি।৩৬ আর দেখ, সকৃৎ উৎপন্ন (—"পুরস্তাৎ উপসদাং প্রবৃণক্তি", এই উৎপত্তিবিধিদ্বারা একবারমাত্র বিহিত) এই এক প্রবর্গ্য বলবান্ [বাক্য-] প্রমাণবলে অন্যত্র (—সোমাদি যজ্ঞে) বিনিযুক্ত হইয়া [সন্নিধিপাঠরূপ] দুর্ব্বল প্রমাণের দ্বারা অন্য স্থলেও (—বিদ্যাতেও) বিনিযুক্ত হইবে, ইহা সঙ্গত নহে।৩৭ [কিন্তু

ভাবদীপিকা [সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়]

(৮) তাৎপর্য্য এই—"বাজপেয়েন ইষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত", এই বিধিবাক্যস্থ "ইষ্ট্বা" এই পদে সমানকর্ত্তৃকতার দ্যোতক যে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়রূপা অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ, তাহা ব্রহ্মবর্চ্চস কামনাতে বিনিযুক্ত বৃহস্পতিসবকে বাজপেয় যজ্ঞের অঙ্গরূপেও বিনিয়োগ করে। কারণ "ব্রহ্মবর্চ্চসকামঃ বৃহস্পতিসবেন যজেত", এই বিধিবাক্যস্থ 'যজেত' এই বিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ এবং ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়রূপা উক্ত অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ, উভয়ই শ্রুতিপ্রমাণরূপে সমবল হওয়ায় কেহ কাহাকেও বাধিত করিতে পারে না। ফলে "সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়ে" (—বিভিন্ন বিধিবাক্যবলে) একই বৃহস্পতিসব উভয়ত্র বিনিযুক্ত হয়, ইহা সঙ্গত। [উক্ত ন্যায় এই—**একস্য তু উভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্**" (মীঃ সূঃ ৪।৩।৫)—**একস্য তু**—কিন্তু একটী পদার্থের, **উভয়ত্বে**—উভয় প্রয়োজনসম্পাদকত্বাতে, **সংযোগপৃথক্ত্বম্**—সংযোগের (—বিধিবাক্যের) পৃথক্ত্ব—বিভিন্নতাই হেতু হইয়া থাকে]। প্রবর্গ্যাদিতে কিন্তু বিভিন্ন স্থলে বিনিয়োগের হেতুভূত বিভিন্ন সমবল প্রমাণ না থাকায় বাক্যপ্রমাণবলে সোমাদিযজ্ঞে বিনিযুক্ত তাহারা দুর্ব্বল সন্নিধিপ্রমাণবলে বিদ্যাঙ্গরূপেও বিনিযুক্ত হইবে না, ইহাই বলিতেছেন—**অপি চ**—আর দেখ, ইত্যাদি (৩৭ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

এতৎ এবং স্যাৎ।৩৮ ন তু বলবদবলবতোঃ প্রমাণয়োঃ অগৃহ্যমাণবিশেষতা সম্ভবতি, বলবদবলবত্ত্ববিশেষাৎ এব।৩৯ তস্মাৎ এবংজাতীয়কানাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং বা ন সন্নিধিপাঠমাত্রেণ বিদ্যাশেষত্বম্ আশঙ্কিতব্যম্।৪০ অরণ্যানুবচনাদিধর্ম্মসামান্যাৎ তু সন্নিধিপাঠঃ ইতি সন্তোষ্টব্যম্।৪১।৩।৩।২৫। ইতি চতুর্দ্দশং বেধাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বিরোধ না থাকায় উভয়প্রমাণবলে প্রবর্গ্য উভয়ত্র বিনিযুক্ত হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রমাণদ্বয়ের বিশেষ (—ভেদ) গৃহীত না হইলেই (—তাহারা সমবল হইলেই) ইহা এইপ্রকার হইবে (—এক প্রমাণদ্বারা একত্র বিনিযুক্ত হইলেও অন্য সমবল প্রমাণদ্বারা অন্যত্র বিনিযুক্ত হইবে)।৩৮ পরন্তু [বাক্যরূপ] বলবান্ ও [সন্নিধিপাঠরূপ] অবলবান্ প্রমাণদ্বয়ের অগৃহ্যমাণবিশেষতা (—বিশেষ, অর্থাৎ বলবত্তা ও দুর্ব্বলতারূপ যে প্রভেদ, তাহা গৃহীত না হওয়া) সম্ভব নহে, যেহেতু বলবত্ত্ব ও অবলবত্ত্বরূপ (—প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্যরূপ) প্রভেদ অবশ্যই আছে। [সুতরাং বলবান্ ও দুর্ব্বল প্রমাণদ্বয়ের দ্বারা একই প্রবর্গ্যকর্ম্মের উভয়ত্র বিনিয়োগ হইতে পারে না]।৩৯ সেইহেতু এইজাতীয় (—উপনিষদারম্ভে পঠিত) মন্ত্রসকলের, অথবা কর্ম্মসকলের সন্নিধিপাঠমাত্রের দ্বারা বিদ্যাঙ্গতা আশঙ্কা করা উচিত নহে।৪০ [আচ্ছা, তাহা হইলে সন্নিধিপাঠের গতি কি? তাহা বলিতেছেন—] কিন্তু অরণ্যানুবচনাদি (—অরণ্যে পঠিত হওয়া ইত্যাদি) ধর্ম্মের সাদৃশ্যবশতঃ [অরণ্যবাসী (—স্ত্রীসম্বন্ধরহিত আশ্রমবাসী) তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রমীর অধ্যয়নধর্ম্ম সমর্পণের দ্বারা] সন্নিধিপাঠ 'সার্থক', এইরূপে সন্তুষ্ট হইতে হইবে।৪১ [অতএব তাহা মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদির বিদ্যাঙ্গতা সমর্পণ করিতে পারে না বলিয়া বিদ্যাতে মন্ত্রাদির উপসংহারের প্রশ্নই উঠে না, ইহা সিদ্ধ হইল]।৩।৩।২৫। বেধাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

১৫। হান্যধিকরণম্। [২৬ সূত্র]

[প্রথমবর্ণকম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদের পুণ্যাপাপত্যাগস্থলে অন্যকর্ত্তৃক তৎগ্রহণের উপসংহার। [এই পুণ্য কাম্যকর্ম্মজনিত, ৪।১।১৭ সূঃ ভাষ্য দ্রঃ]।

অধিকরণসঙ্গতি—বিদ্যাসন্নিধানে শ্রুত হইলেও অনাবশ্যক হওয়ায় বেধমন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি বিদ্যাঙ্গ হয় না বলিয়া উপসংহৃত হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্রূপ অপরকর্ত্তৃক গ্রহণ ব্যতিরেকেও ত্যাগ সম্ভব হওয়ায় "অশ্বঃ ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্" (ছাঃ ৮।১৩।১), ইত্যাদি শ্রুতিবর্ণিত 'বিদ্বানের পুণ্যাপাপত্যাগস্থলেও' অনাবশ্যক হওয়ায় অপরকর্ত্তৃক গ্রহণের উপসংহার হইবে না; এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—উপাস্তগুণের উপসংহারপ্রসঙ্গে উপাসনার স্তুতির জন্য গুণোপসংহার বিচারিত হওয়ায় বাক্যার্থ ই বিচারিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

উপায়নমনাহার্য্যং হানায়াহ্রিয়তেঽথবা ।
অশ্রুতত্বাদনাক্ষেপাদ্বিদ্যাভেদাচ্চ নাহৃতিঃ ॥
বিদ্যাভেদেঽপ্যর্থবাদ আহার্য্যঃ স্তুতিসাম্যতঃ ।
হানস্য প্রত্যভিজ্ঞানাদেকবিংশাদিবাদবৎ ॥

অন্বয়—হানায় উপায়নম্ অনাহার্য্যম্, অথবা আহ্রিয়তে ? অশ্রুতত্বাৎ অনাক্ষেপাৎ বিদ্যাভেদাৎ চ আহৃতিঃ ন। বিদ্যাভেদে অপি স্তুতিসাম্যতঃ, হানস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ অর্থবাদঃ আহার্য্যঃ, একবিংশাদিবাদবৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি—"তস্য পুত্রাঃ দায়ম্ উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্", ইতি । তথৈব কৌষীতকিনঃ—"তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে, তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতম্ উপযন্তি, অপ্রিয়াঃ দুষ্কৃতম্" (কৌঃ ১।৪) ইতি। তথৈব তাণ্ডিনঃ—"অশ্বঃ ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইত্যাদি। তানি তানি বাক্যানি বিষয়ঃ। অত্র প্রদর্শিতেষু বাক্যেষু হানসন্নিধৌ উপায়নস্য শ্রবণভাবাভাবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—যত্র তাণ্ড্যাদিশাখায়াং হানম্ এব শ্রূয়তে, ন উপায়নং তত্র] হানায় উপায়নম্ অনাহার্য্যম্, অথবা আহ্রিয়তে ?

পূর্ব্বপক্ষ—["অশ্বঃ ইব রোমাণি", ইত্যাদিশ্রুতৌ উপায়নস্য] অশ্রুতত্বাৎ ; [নমু অশ্রুতম্ অপি অক্ষিপ্যতে ইতি। ন, উপায়নস্বীকারম্ অন্তরেণাপি জ্ঞানিনাং পাপপুণ্যপরিত্যাগঃ উপপদ্যতে এব ; অতঃ অনুপপত্তেঃ অভাবেন উপায়নস্য] অনাক্ষেপাৎ ; [নির্গুণব্রহ্মবিদ্যায়াম্ "অশ্বঃ ইব রোমাণি", ইত্যাদি পুণ্যপাপত্যাগবাক্যং পঠিতম্, তদুপায়নবাক্যং তু সগুণব্রহ্মবিদ্যায়াম্ । অতঃ] বিদ্যাভেদাৎ চ [যত্র সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ হানমাত্রং শ্রুতং, তত্র উপায়নস্য] আহৃতিঃ ন [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[সত্যং, বিদ্যাভেদঃ অস্তি । অতএব ন বয়ম্ উপায়নম্ অনুষ্ঠেয়ধর্ম্মতয়া উপসংহরামঃ, কিং তু অর্থবাদত্বেন। যথা শ্রূয়মাণেন পুণ্যপাপপরিত্যাগেন ব্রহ্মবিদ্যা স্তূয়তে, তথা তদুপায়নস্বীকারেণাপি সা স্তোতুং শক্যতে এব। নচ অর্থবাদত্বমাত্রেণ হানোপায়নশ্রুত্যোঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবঃ, মানান্তরপ্রসিদ্ধিবিরোধয়োঃ অভাবেন ভূতার্থবাদত্বাৎ । অতঃ বিভিন্নশাখায়াং] বিদ্যাভেদে অপি স্তুতিসাম্যতঃ [কৌষীতকিশ্রুতস্য উপায়নসহিতস্য] হানস্য [তাণ্ড্যাদিশাখায়াং] প্রত্যভিজ্ঞানাৎ [চ কৌষীতকিপ্রোক্তোপায়নাত্মকঃ] অর্থবাদঃ [তাণ্ড্যাদিশাখাপঠিতায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্] আহার্য্যঃ । [নমু অর্থবাদান্তরাপেক্ষঃ অর্থবাদঃ ন কচিৎ দৃষ্টচরঃ ইতি । ন, সামোপাস্তিস্তাবকত্বেন শ্রুতস্য "একবিংশঃ বা ইতঃ অসৌ আদিত্যঃ" (ছাঃ ২।১০।৫), ইতি অর্থবাদগতস্য আদিত্যস্য একবিংশত্বনির্ণয়ায় "দ্বাদশমাসাঃ, পঞ্চর্ত্তবঃ, ত্রয়ঃ ইমে লোকাঃ, অসৌ আদিত্যঃ একবিংশঃ" (মৈঃ সং, তৈঃ ব্রাঃ) ইতি তৈত্তিরীয়কসত্রপ্রকরণগত-] একবিংশাদিবাদবৎ [অর্থবাদস্যাপি অর্থবাদান্তরাপেক্ষত্বাৎ। অতঃ অর্থবাদত্বেঽপি উপায়নম্ উপসংহর্ত্তব্যম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[শাট্যায়নশাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন—তাঁহার (—মৃত ব্রহ্মবিদের) পুত্রগণ

[তাঁহার] ধন প্রাপ্ত হন, বন্ধুগণ সৎকর্ম্মকে এবং দ্বেষকারিগণ অসৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি। এইপ্রকারেই কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন—"তৎকালে (—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি সময়ে, ব্রহ্মবিদ্] সৎ ও অসৎ কর্ম্মকে ত্যাগ করেন, তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ [তৎকৃত] সৎকর্ম্মকে এবং অপ্রিয় জ্ঞাতিগণ দুষ্কর্ম্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি। তাণ্ডিশাখাধ্যায়িগণও সেইপ্রকারই পাঠ করেন—"অশ্ব যেমন রোমসকলকে বিধূনন (—কম্পনদ্বারা জীর্ণ রোম ও ধূলিসকলকে ত্যাগ) করিয়া নির্ম্মল হয়, আমিও তদ্রূপ পাপকে ত্যাগ করিয়া", ইত্যাদি। সেই সেই বাক্যসকল বিষয়। এই স্থলে প্রদর্শিত বাক্যসকলে [পাপপুণ্যের] ত্যাগের সন্নিকটে [তাহাদের] গ্রহণের পঠন ও পঠনাভাববশতঃ সংশয় হয়—তাণ্ডি প্রভৃতি শাখাসকলে যে স্থলে [পুণ্য-পাপের] পরিত্যাগই পঠিত হইতেছে, গ্রহণ নহে, সেই স্থলে] পরিত্যাগসিদ্ধির জন্য গ্রহণ উপসংহৃত হইবে, অথবা হইবে না ?

পূর্ব্বপক্ষ—["অশ্বঃ ইব রোমাণি", ইত্যাদি শ্রুতিতে গ্রহণ] শ্রুত না হওয়ায় ; [কিন্তু শ্রুত না হইলেও অর্থাপত্তিবলে তাহার প্রাপ্তি হইবে। তদুত্তরে বলিব—তাহা বলা যায় না, কারণ [অপরকর্তৃক] গ্রহণ অঙ্গীকার ব্যতিরেকেই জ্ঞানিগণের পুণ্যপাপত্যাগ অবশ্যই সঙ্গত, সেই-হেতু অনুপপত্তির অভাববশতঃ গ্রহণের] আক্ষেপ (—অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্তি) না হওয়ায় ; এবং ["অশ্বঃ ইব রোমাণি", ইত্যাদি পুণ্যপাপত্যাগবোধক বাক্য নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে, কিন্তু তাহাদের গ্রহণবোধক বাক্য সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে পঠিত হইয়াছে, এইহেতু] বিদ্যার বিভিন্নতা হওয়ায় [যে স্থলে পুণ্যপাপের ত্যাগমাত্র শ্রুত হইয়াছে, সেই স্থলে গ্রহণের] আহরণ (—উপসংহার) হইবে না।

সিদ্ধান্ত—[সত্য, বিদ্যার বিভিন্নতা আছে। সেইহেতু আমরা পুণ্যপাপের গ্রহণকে [বিদ্যাভ্যাসকালে] অনুষ্ঠেয়ধর্ম্মরূপে উপসংহার করিতেছি না, কিন্তু অর্থবাদরূপে তাহা করিতেছি। শ্রুতিবর্ণিত পুণ্যপাপপরিত্যাগের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা যেমন স্তুত হয়, সেইরূপে তাহার গ্রহণ স্বীকারদ্বারাও তাহা অবশ্যই স্তুত হইতে সমর্থ। আর অর্থবাদমাত্র হওয়ায় ত্যাগ ও গ্রহণবোধক শ্রুতিদ্বয়ের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, ইহা বলা যায় না ; কারণ অন্যপ্রমাণদ্বারা প্রসিদ্ধি ও বিরোধের অভাববশতঃ [অনুবাদ ও গুণবাদ না হওয়ায়] তাহা ভূতার্থবাদ (১।১২৭ পৃঃ)। অতএব বিভিন্ন শাখাতে] বিদ্যার বিভিন্নতা হইলেও স্তুতিরূপে সমান হওয়ায় [এবং কৌষীতকীতে পঠিত গ্রহণের সহিত] পরিত্যাগের [তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাতে] প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় [কৌষী-তকিপঠিত গ্রহণাত্মক] অর্থবাদ [তাণ্ডি প্রভৃতি শাখাপঠিত ব্রহ্মবিদ্যাতে] উপসংহৃত হইবে। [কিন্তু এক অর্থবাদ অন্য অর্থবাদকে অপেক্ষা করে, ইহা তো কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে বলিব—তাহা বলা যায় না, যেহেতু সামোপাসনার স্তাবকরূপে শ্রুত "এই লোক হইতে ঐ আদিত্য একবিংশতিস্থানীয়", এই অর্থবাদগত আদিত্যের একবিংশত্ব নির্ণয়ের জন্য "দ্বাদশ মাস, পাঁচ ঋতু, এই তিনটী লোক, ঐ আদিত্য একবিংশ", এই তৈত্তিরীয়কের সত্রপ্রকরণগত] একবিংশাদিবাদের ন্যায় [অর্থবাদেরও অর্থবাদান্তরের অপেক্ষা আছে। অতএব অর্থবাদ হইলেও পুণ্যপাপের গ্রহণকে উপসংহার করিতে হইবে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, পাপপুণ্যগ্রহণের অনুপসংহারবশতঃ স্তুতির উৎকর্ষ সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—তাহার উপসংহারবশতঃ উৎকর্ষ সিদ্ধ হয়।

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগান-বত্তদুক্তম্ ॥৩।৩।২৬॥

পদচ্ছেদ—হানৌ, তু, উপায়নশব্দশেষত্বাৎ, কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ, তৎ, উক্তম্।

সূত্রার্থ—["অশ্বঃ ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ বিদুষঃ পুণ্যপাপয়োঃ হানিঃ শ্রূয়তে। "তস্য পুত্রাঃ দায়ম্ উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্"(শাট্যায়ন), ইত্যাদিশ্রুতৌ তয়োঃ উপায়নং শ্রূয়তে। "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে, তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতম্ উপযন্তি, অপ্রিয়াঃ দুষ্কৃতম্" (কৌঃ ১।৪), ইত্যাদৌ চ উভয়ম্ অপি হানম্ উপায়নং চ। অত্রায়ং সংশয়ঃ—যত্র পুণ্যপাপয়োঃ উপায়নমাত্রং শ্রুতম্, তত্র ত্যাগং বিনা উপায়নস্য অসম্ভবাৎ পুণ্যপাপত্যাগঃ আক্ষিপ্যতে। যত্র তু পুণ্যপাপত্যাগমাত্রং শ্রুতং, ন উপায়নম্, তত্র উপায়নব্যতিরেকেণাপি ত্যাগস্য সম্ভবাৎ অন্যত্র শ্রুতম্ উপায়নম্ উপসংহর্ত্তব্যম্, ন বা ? পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে—তত্র অশ্রুতত্বাৎ ন উপসংহর্ত্তব্যম্। অত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] **তুশব্দঃ**— কৈবল্যবাচী। [তথাচ] **হানৌ তু**—কেবলহানৌ শ্রুতায়াং সত্যাম্ [উপায়নম্ উপসংহর্ত্তব্যম্। কুতঃ ?] **উপায়নশব্দশেষত্বাৎ**—সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে....প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতম্ উপযন্তি" (কৌঃ ১।৪), ইতি কৌষীতকিরহস্যে হানসন্নিধৌ শ্রূয়মাণস্য হানশব্দেন অপেক্ষিতস্য উপাদানার্থকস্য উপায়নশব্দস্য হানং প্রতি শেষত্বাবগমাৎ। [অশ্বরোমদৃষ্টান্তেন বিধুতয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ পরত্রাবস্থানসাপেক্ষত্বাৎ পরৈঃ উপাদানম্ আবশ্যকম্ ইতি ভাবঃ। শাখান্তরস্থঃ বিশেষঃ শাখান্তরেঽপি অপেক্ষিতঃ উপসংহরণীয়শ্চ ইত্যত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—] **কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ**—কুশাবৎ, ছন্দোবৎ, স্তুতিবৎ, উপগানবৎ ইত্যর্থঃ। [যথা কুশাদিষু শ্রুত্যন্তরগতবিশেষান্বয়ঃ, তথা হানৌ উপায়নান্বয়ঃ ইতি ভাবঃ। শ্রুত্যন্তরগতং হি বিশেষং শ্রুত্যন্তরে অনভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্র অষ্টদোষদুষ্টঃ বিকল্পঃ স্যাৎ, সঃ চ অন্যায্যঃ সত্যাং গতৌ। ইদং চ জৈমিনেরপি সম্মতম্ ইত্যাহ—] **তদুক্তম্**—দ্বাদশলক্ষণ্যাং জৈমিনিনা "অপি তু বাক্যশেষত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ১০।৮।১৫) ইত্যাদিসূত্রে তৎ প্রতিপাদিতম্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["অশ্ব যেমন রোমসকলকে বিধূনন করিয়া নির্ম্মল হয়, আমিও তদ্রূপ পাপকে ত্যাগ করিয়া", ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্বানের পুণ্যপাপ পরিত্যাগ শ্রুত হইতেছে। "তাঁহার পুত্রগণ ধন প্রাপ্ত হন, মিত্রগণ সৎকর্ম্মকে [এবং দ্বেষকারিগণ পাপকর্ম্মকে] প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহাদের গ্রহণ শ্রুত হইতেছে। আর "সেই ব্রহ্মবিস্তাবলে [ব্রহ্মবিদ্] সৎ ও অসৎ কর্ম্মকে ত্যাগ করেন, তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ সৎকর্ম্মকে এবং অপ্রিয়গণ অসৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি শ্রুতিতে পরিত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই শ্রুত হইতেছে। এই স্থলে সংশয় এই—যে স্থলে পুণ্যপাপের গ্রহণমাত্র শ্রুত হইয়াছে, সেই স্থলে ত্যাগ ব্যতিরেকে গ্রহণ অসম্ভব হওয়ায় পুণ্যপাপের ত্যাগ আক্ষিপ্ত (—অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত) হয়। কিন্তু যে স্থলে পুণ্যপাপের ত্যাগমাত্র শ্রুত হইয়াছে, গ্রহণ শ্রুত হয় নাই, সেই স্থলে গ্রহণ ব্যতিরেকেও ত্যাগ সম্ভব হওয়ায় অন্যত্র শ্রুত গ্রহণকে উপসংহার করিতে হইবে, অথবা হইবে না ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সেই স্থলে শ্রুত না হওয়ায় উপসংহার করিতে হইবে না। এই স্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **তুশব্দটী**—কেবলতাবাচক। [তাহাতে অর্থ হয়—] **হানৌ তু**—কেবলমাত্র পরিত্যাগ শ্রুত হইলে [গ্রহণকেও

উপসংহার করিতে হইবে। কেন ?] উপায়নশব্দশেষত্বাৎ—যেহেতু "সুকৃতদুষ্কৃতকে পরিত্যাগ করেন…প্রিয় জ্ঞাতিগণ সুকৃতকে প্রাপ্ত হন", এই কৌষীতকিরহস্যে (—কৌঃ উপনিষদে) পরিত্যাগের নিকটে শ্রূয়মাণ যে পরিত্যাগশব্দের দ্বারা অপেক্ষিত গ্রহণার্থক উপায়নশব্দ, তাহার পরিত্যাগের প্রতি শেষতা (—অপেক্ষা) অবগত হওয়া যাইতেছে। [অথবোষ দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিত্যক্ত পুণ্যপাপের অন্যত্র অবস্থানের অপেক্ষা থাকায় অন্যকর্তৃক [তাহাদের] গ্রহণ আবশ্যক, ইহাই ভাব। একশাখায় বিশেষ ধর্ম শাখান্তরেও অপেক্ষিত ও উপসংহরণীয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ—কুশার ন্যায়, ছন্দের ন্যায়, স্তুতির ন্যায় ও উপগানের ন্যায় (৫ ইত্যাদি ভাবদীঃ দ্রঃ)। [কুশা প্রভৃতিতে যেমন অন্য শ্রুতিগত বিশেষ ধর্মসকলের অন্বয় হয়, এইপ্রকারে 'পরিত্যাগে' 'গ্রহণের' অন্বয় হইবে, ইহাই ভাব। এক শ্রুতিগত বিশেষ বিষয় অন্য শ্রুতিতে যিনি অঙ্গীকার না করেন, তাঁহার পক্ষে অষ্টদোষগ্রস্ত বিকল্প (১০৭ পৃঃ) হইয়া পড়িবে ; উপায় থাকিলে তাহা অঙ্গীকার অসঙ্গত। আর আচার্য্য জৈমিনিরও ইহাই অভিমত, ইহা বলিতেছেন—] তদুক্তম্—দ্বাদশাধ্যায়াত্মক পূর্ব্বমীমাংসাতে "অপিতু বাক্যশেষত্বাৎ", ইত্যাদি সূত্রে আচার্য্য জৈমিনিকর্তৃক তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য (৯ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি তাণ্ডিনাং শ্রুতিঃ—অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোঃ মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরম্ অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্ভবামি" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইতি।১ তথা আথর্ব্বণিকানাম্—"তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্" (মুঃ ৩।২।৮) ইতি।২ তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি—"তস্য পুত্রাঃ দায়ম্ উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি।৩ তথৈব কৌষীতকিনঃ—"তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে, তস্য প্রিয়াঃ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অন্বয়, বিদ্যার বিভিন্নতা ও যুক্তিবিরোধবশতঃ পুণ্যপাপের ত্যাগস্থলে গ্রহণের অনুপসংহার]।

তাণ্ডিশাখাধ্যায়িগণের শ্রুতি আছে—"অশ্ব যেমন রোমসকলকে বিধুনন (—কম্পনের দ্বারা জীর্ণ রোম ও ধূলি ইত্যাদি ত্যাগ) করিয়া নির্ম্মল হয়, [আমিও] তদ্রূপ [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] পাপকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভাস্বর হয়, সেইপ্রকারে [সর্ব্ব অনর্থের আশ্রয়ভূত] শরীরকে ত্যাগকরতঃ কৃতাত্মা (—কৃতকৃত্য, নির্ম্মলীকৃতচিত্ত) হইয়া অকৃত (—নিত্য) ব্রহ্মরূপ লোককে প্রাপ্ত হইতেছি", ইত্যাদি।১ অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণের সেইপ্রকার শ্রুতি আছে—"সেইপ্রকারে বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর (—শ্রেষ্ঠ অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ) স্বয়ংপ্রকাশ পুরুষকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি।২ শাট্যায়নশাখাধ্যায়িগণ সেইপ্রকার পাঠ করেন—"তাঁহার (—ত্যক্তদেহ ব্রহ্মবিদের) পুত্রগণ [তাঁহার] ধন প্রাপ্ত হন, সুহৃদ্গণ সৎকর্ম্মকে এবং দ্বেষকারিগণ পাপকর্ম্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি।৩ কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণ সেইপ্রকারই পাঠ করেন—"তাঁহার

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতম্ উপযন্তি, অপ্রিয়াঃ দুষ্কৃতম্" (কৌঃ ১।৪) ইতি। ৪ তদিহ ক্বচিৎ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ হানং শ্রূয়তে; ক্বচিৎ তয়োঃ এব বিভাগেন প্রিয়ৈঃ অপ্রিয়ৈশ্চ উপায়নম্; ক্বচিৎ তু উভয়মপি হানম্ উপায়নং চ। ৫ তৎ যত্র উভয়ং শ্রূয়তে, তত্র ন তাবৎ কিঞ্চিৎ বক্তব্যম্ অস্তি। ৬ যত্রাপি উপায়নম্ এব শ্রূয়তে ন হানং, তত্রাপি অর্থাৎ এব হানং সন্নিপততি; অন্যৈঃ আত্মীয়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ উপেয়মানয়োঃ আবশ্যকত্বাৎ তদ্ধানস্য। ৭ যত্র তু হানম্ এব শ্রূয়তে, ন উপায়নং, তত্র উপায়নং সন্নিপতেৎ বা, ন বা ইতি বিচিকিৎসায়াম্ অশ্রবণাৎ অসন্নিপাতঃ। ৮ বিদ্যান্তরগোচরত্বাৎ চ শাখান্তরীয়স্য শ্রবণস্য। ৯ অপিচ আত্মকর্তৃকং সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—ব্রহ্মবিদ্যার) বলে [ব্রহ্মবিদ্] সৎকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্মকে ত্যাগ করেন, তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ [তৎকৃত] সৎকর্ম্মকে, অপ্রিয় জ্ঞাতিগণ দুষ্কর্ম্মকে প্রাপ্ত হন," ইত্যাদি।৪ [বিষয়বাক্যনির্ণয়ের উপক্রম করিতেছেন—] সেই এই স্থলে (—উদাহৃত শ্রুতিসকলে] কোন স্থলে (তাণ্ডী ও আথর্ব্বণ বাক্যে) সুকৃত ও দুষ্কৃতের পরিত্যাগ শ্রুত হইতেছে; কোন স্থলে (—শাট্যায়নে) বিভাগদ্বারা সেই দুইটীরই (—সুকৃত দুষ্কৃতেরই) প্রিয় ও অপ্রিয়গণকর্তৃক উপায়ন (—গ্রহণ) শ্রুত হইতেছে; আবার কোন স্থলে (—কৌষীতকীতে) পরিত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই শ্রুত হইতেছে।৫ তন্মধ্যে যে স্থলে (—যে কৌষীতকীতে) উভয়ই শ্রুত হইতেছে, সেই স্থলে বক্তব্য (—বিচার্য্য বিষয়) কিছুই নাই, [তাহা শ্রুতপ্রকারেই গ্রহণীয়]।৬ আর যে স্থলে (—শাট্যায়নে) গ্রহণই শ্রুত হইতেছে, ত্যাগ শ্রুত হইতেছে না; সেই স্থলেও অর্থাপত্তিবলেই ত্যাগ সন্নিপতিত হয় (—ত্যাগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়), যেহেতু নিজের সুকৃতদুষ্কৃত যাহারা অন্যকর্তৃক গৃহীত হয়, তাহাদের পরিত্যাগ আবশ্যক। [সুতরাং এই স্থলেও বিচার্য্য কিছুই নাই]।৭ [এক্ষণে বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু যে স্থলে (—ছান্দোগ্যে ও মুণ্ডকে, বিদ্বান্‌কর্তৃক] কেবল ত্যাগই শ্রুত হইতেছে,] অন্যকর্তৃক তাহাদের] গ্রহণ শ্রুত হইতেছে না, সেই স্থলে গ্রহণ সন্নিপতিত (—প্রাপ্ত) হইবে, অথবা হইবে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তাণ্ডী ও আথর্ব্বণে বর্ণিত নিগুর্ণব্রহ্মবিদ্যাতে গ্রহণ] শ্রুত না হওয়ায় [তাহার] প্রাপ্তি হইবে না।৮ [যদি বলা হয়—শ্রুতস্থল হইতে তাহা উপসংহৃত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলা যায় না]; যেহেতু [কৌষীতকিরূপ] শাখান্তরগত শ্রবণ অন্য বিদ্যাকে (—পর্য্যঙ্কবিদ্যারূপ অপরব্রহ্মবিদ্যাকে) বিষয় করে। [সেইহেতু ছান্দোগ্যাদিতে বর্ণিত নিগুর্ণব্রহ্মবিদ্যাতে পুণ্যপাপগ্রহণ উপসংহৃত হইবে না]।৯ আবার দেখ, [যুক্তিবিরোধও হইয়া পড়ে], স্বকর্তৃক সুকৃতদুষ্কৃতের ত্যাগ, আর অপরকর্তৃক

শাঙ্করভাষ্যম্

হানং পরকর্তৃকং তু উপায়নং তয়োঃ অসতি আবশ্যকভাবে কথং হানেন উপায়নম্ আক্ষিপ্যেত ?১০ তস্মাৎ অসন্নিপাতঃ হানৌ উপায়নস্য ইতি।১১ অস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি—"হানৌ তু" ইতি।১২ হানৌ তু এতস্যাং কেবলায়াম্ অপি শ্রূয়মাণায়াম্ উপায়নং সন্নিপতিতুম্ অর্হতি, "তচ্ছেষত্বাৎ"; হানশব্দশেষঃ হি উপায়ন-শব্দঃ সমধিগতঃ কৌষীতকিরহস্যে।১৩ তস্মাৎ অন্যত্র কেবলহান-শব্দশ্রবণেঽপি উপায়নানুবৃত্তিঃ।১৪ যদুক্তম্ অশ্রবণাৎ বিদ্যান্তর-

ভাষ্যানুবাদ

[তাহাদের] গ্রহণ, এই দুইটীর মধ্যে আবশ্যকভাব (—অবশ্যম্ভাবিতা) না থাকিলে 'ত্যাগের দ্বারা' অর্থাপত্তিবলে কিপ্রকারে 'গ্রহণকে' প্রাপ্ত হওয়া যাইবে (১) ? ১০ সেইহেতু (—বিদ্যার বিভিন্নতা এবং যুক্তিবিরোধ হওয়ায়, পুণ্যপাপের] ত্যাগস্থলে [তাহাদের] 'গ্রহণের' প্রাপ্তি (—উপসংহার) হইবে না।১১ ইহা (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ) প্রাপ্ত হইলে—

(দিঃ—পর্য্যঙ্কবিদ্যাতে ত্যাগের জন্ত এবং অন্ত সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে স্তুতিপ্রকর্ষের জন্ত হওয়ায় পুণ্য-পাপ ত্যাগস্থলে গ্রহণের উপসংহার।)

[সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—"হানৌ তু" ইত্যাদি।১২ কিন্তু ইহাতে (— তাণ্ড্যাদি-শাখাপঠিত ছান্দোগ্য প্রভৃতিতে) কেবলমাত্র [পুণ্যপাপের] 'পরিত্যাগ' শ্রুত হইলেও [অপরকর্তৃক তাহাদের] 'গ্রহণ' প্রাপ্ত হইবে, ইহা সঙ্গত,যেহেতু [ত্যাগার্থক বিধূননশব্দের প্রতি] তাহার (—গ্রহণার্থক উপায়নশব্দটীর) শেষতা (—অপেক্ষা) আছে ; [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু কৌষীতকী উপনিষদে উপায়ন-শব্দকে (—গ্রহণার্থক 'উপযন্তি', এই শব্দকে) হানশব্দের (—ত্যাগার্থক "বিধুনুতে" এই শব্দের) শেষরূপে (—অপেক্ষিত অংশরূপে) অবগত হওয়া গিয়াছে।১৩ সেইহেতু (—কৌষীতকীতে যে পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত হয়, অন্যকর্তৃক তাহার গ্রহণ বর্ণিত হওয়ায়, তাহার বলে তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাতে] কেবল [ত্যাগার্থক] হানশব্দের শ্রবণ হইলেও [গ্রহণার্থক] উপায়নের অনুবৃত্তি হইবে (২)।১৪

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—ত্যাগ না করিলে গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় অন্যকর্তৃক পুণ্যপাপগ্রহণস্থলে 'ত্যাগকে' অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অপরে গ্রহণ না করিলেও পরিত্যাগ সম্ভব, যেমন রাম একটা টাকা ফেলিয়া দিতে পারে, শ্যাম তাহা গ্রহণ করিবেই, এমন নিয়ম নাই। আর শাস্ত্র বলেন—"প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ বিনিষ্ট হয়", সেইহেতু অপরকর্তৃক অমূর্ত্ত ও বিনষ্ট তাহার গ্রহণ সিদ্ধও হয় না। সুতরাং ত্যাগ করিলেও গ্রহণের অবশ্যম্ভাবিতা না থাকায় অর্থাপত্তিবলে অপরকর্তৃক পুণ্যপাপের গ্রহণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(২) ভাব এই—প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অদত্তফল কোন কোন পাপই বিনষ্ট হয়, অনাদি জন্মপরম্পরা অর্জ্জিত যাবতীয় পাপ নহে ; সেইহেতু অপরকর্তৃক তাহার গ্রহণে অসঙ্গতি কিছুই

শাঙ্করভাষ্যম্

গোচরত্বাৎ অনাবশ্যকত্বাৎ চ অসন্নিপাতঃ ইতি। ১৫ তদুচ্যতে— ভবেৎ এষা ব্যবস্থোক্তিঃ যদি অনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিৎ অন্যত্র শ্রুতম্ অন্যত্র নিনীয়েত। ১৬ ন তু ইহ হানম্ উপায়নং বা অনুষ্ঠেয়ত্বেন সঙ্কীর্ত্ত্যতে, বিদ্যাস্তুত্যর্থং তু অনয়োঃ সঙ্কীর্ত্তনম্, 'ইত্থং মহাভাগা বিদ্যা যৎসামর্থ্যাৎ অস্য বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতে সংসারকারণভূতে

ভাষ্যানুবাদ

আর যে বলা হইয়াছে—[তাণ্ড্যাদি শাখাতে] শ্রুত হয় নাই বলিয়া, [কৌষীতকিপঠিত পুণ্যপাপের গ্রহণ সগুণব্রহ্মবিদ্যারূপ] অন্য বিদ্যাকে বিষয় করে বলিয়া এবং [ত্যাগ করিলেই গ্রহণের] আবশ্যকতা (—অবশ্যম্ভাবিতা) থাকে না বলিয়া [তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাতে গ্রহণের] সন্নিপাত (—উপসংহার) হইবে না (৮-১০ বাক্য), ইত্যাদি।১৫ তদুত্তরে কথিত হইতেছে— এইপ্রকার ব্যবস্থার কথন হইতে পারিত, যদি এক স্থলে শ্রুত অনুষ্ঠেয় কোন কিছুকে অন্য স্থলে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করা হইত ; [কারণ তাদৃশ স্থলে বিদ্যার একত্ব অপেক্ষিত হইয়া থাকে]।১৬ কিন্তু এখানে (—ছান্দোগ্য ও মুণ্ডকে বর্ণিত নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে, পুণ্যাপাপের] পরিত্যাগ, অথবা গ্রহণ অনুষ্ঠেয়রূপে (৩) বর্ণিত হইতেছে না, পরন্তু ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য ইহাদের বর্ণনা হইয়াছে, যথা—'এই বিদ্যা এইপ্রকার মহাভাগা (—মহৈশ্বর্য্যসম্পন্না), যাহার সামর্থ্যবশতঃ এই বিদ্বানের সংসারকারণভূত পুণ্যপাপ বিধূত (—পরিত্যক্ত)

ভাবদীপিকা

নাই। আর ত্যাগস্থলে সর্ব্বত্র গ্রহণের অবশ্যম্ভাবিতা না থাকিলেও, প্রস্তাবিতস্থলে কৌষীতকী শ্রুতির প্রামাণ্যবলে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা অশ্বরোমাদি দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়িবে ; কারণ তাণ্ডী শ্রুতিতে যে অশ্বরোম ও রাহুর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা বিনষ্ট হয় না, পরন্ত পরিত্যক্ত অশ্বরোম ও ধূলি ইত্যাদি ভূমিতেই অবস্থান করে; পৃথিবীর ছায়ারূপ রাহু অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হয় না মাত্র, সূর্য্যের সহিত সমরেখাতে অবস্থিত পৃথিবীর ছায়া কোথাও না কোথাও সন্নিপতিত হয়ই। সুতরাং যুক্তিবিরোধও হয় না। অতএব "হানম্ উপায়নসম্বন্ধি, বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতহানত্বাৎ, কৌষীতকিগতসুকৃতাদিহানবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে ছান্দোগ্যাদি যে স্থলে পুণ্যপাপের ত্যাগমাত্র শ্রুত হইতেছে, সেই স্থলে অপরকর্ত্তৃক তাহাদের গ্রহণের উপসংহার হইবে।

(৩)ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—"তৎক্রতুন্যায়বলে (—'সাধক যেপ্রকার অধ্যবসায়সম্পন্ন, সেইপ্রকার ফললাভ করেন', ছাঃ ৩।১৪।১, এই নিয়মমূলক যুক্তি অনুসারে) সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে পুণ্যপাপের পরিত্যাগ ও অপরকর্ত্তৃক তাহাদের গ্রহণ বিদ্যাভ্যাসকালে সাধকের অবশ্যই অনুষ্ঠেয় (—অনুচিন্তনীয়), কারণ সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে উক্ত ন্যায়বলে ফলবিষয়ক ধ্যানও বিহিত। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে কিন্তু বিদ্যোদয়সমকালেই অকর্ত্তৃস্বরূপ স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি হওয়ায় উক্তপ্রকার ধ্যান অনাবশ্যক"। অপর টীকাদৃষ্টে মনে হয়— সগুণ ও নির্গুণ উভয়প্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতেই এই পুণ্যপাপের ত্যাগ ও গ্রহণ স্তুতিরূপ অর্থবাদ (—গুণবাদ) মাত্র, ধ্যেয় নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধুন্বতে, তে চ অস্য সুহৃদ্দ্বিষৎসু • নিবিশেতে' ইতি ।১৭ স্তুত্যর্থে চ অস্মিন্ সঙ্কীর্ত্তনে হানানন্তর ভাবিত্বেন উপায়নস্য কচিৎ শ্রুতত্বাৎ অন্যত্রাপি হানশ্রুতৌ উপায়নানুবৃত্তিং মন্যতে স্তুতিপ্রকর্ষলাভায় ।১৮ প্রসিদ্ধা চ অর্থবাদান্তরাপেক্ষা অর্থবাদান্তরপ্রবৃত্তিঃ "একবিংশঃ বৈ ইতঃ অসৌ আদিত্যঃ (ছাঃ ২।১০।৫) ইতি এবমাদিষু ।১৯ কথং হি ইহ একবিংশতা আদিত্যস্য অভিধীয়েত অনপেক্ষ্যমাণে অর্থবাদান্তরে "দ্বাদশ মাসাঃ, পঞ্চ ঋতবঃ, ত্রয়ঃ ইমে লোকাঃ, অসৌ আদিত্যঃ একবিংশঃ" (তৈঃ ব্রাঃ) ইতি এতস্মিন্ ।২০ তথা "ত্রিষ্টুভৌ ভবতঃ সেন্দ্রিয়ত্বায়" (ঐঃ ব্রাঃ), ইতি এবমাদিবাদেষু "ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুপ্" (শতঃ ব্রাঃ), ইতি এবমাদ্যর্থবাদান্তরাপেক্ষা

• 'সুহৃদঃ দ্বিষন্তম্'. ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

হয়, আর তাহারা ইঁহার (—বিদ্বানের) সুহৃদ্ ও দ্বেষকারিগণে নিবেশিত হয়', ইত্যাদি।১৭ [কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য পুণ্যপাপের পরিত্যাগ বর্ণনাই তো যথেষ্ট, অপরকর্তৃক তাহাদের গ্রহণবর্ণনার আবশ্যকতা কি ? উত্তর—] আর এই সঙ্কীর্ত্তন (—পুণ্যাপাপত্যাগের ও অপরকর্তৃক গ্রহণের বর্ণনা) স্তুতির জন্য হইলেও [কৌষীতকী প্রভৃতি] কোন কোন স্থলে [সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে পুণ্যপাপ] ত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তিরূপে [তাহাদের] গ্রহণ শ্রুত হওয়ায় অন্য স্থলেও স্তুতির উৎকৃষ্টতালাভের জন্য হান (—পরিত্যাগ) শ্রুত হইলে উপায়নের (—গ্রহণের) অনুবৃত্তি (—উপসংহার) হইবে, ইহা [ভগবান্ সূত্রকার] মনে করেন।১৮ [অতএব পুণ্যপাপের ত্যাগমাত্রদ্বারা স্তুতি সম্ভব হইলেও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে স্তুতিপ্রকর্ষের জন্য 'পুণ্যপাপ গ্রহণেরও' উপসংহার হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—অর্থবাদের পরস্পরসাপেক্ষতা প্রসিদ্ধ হওয়ায় ত্যাগার্থক অর্থবাদের সহিত গ্রহণার্থক তাহার সম্বন্ধ সঙ্গত।]

[কিন্তু পুণ্যপাপের ত্যাগ ও গ্রহণ স্তুতির জন্য হওয়ায় অর্থবাদমাত্র। বিধির সহিতই অর্থবাদের সম্বন্ধ, অন্য অর্থবাদের সহিত নহে সুতরাং ত্যাগার্থক অর্থবাদ গ্রহণার্থক তাহার সহিত কিপ্রকারে সম্বদ্ধ হইবে ? উত্তর—] আর "ইহা (—এই পৃথিবী) হইতে ঐ আদিত্য একবিংশতিস্থানীয়", ইত্যাদি এই সকল স্থলে এক অর্থবাদকে অপেক্ষা করিয়া অন্য অর্থবাদের প্রবৃত্তি প্রসিদ্ধ আছে।১৯ যেহেতু "বারটী মাস, [হেমন্ত ও শীত, এই দুইটীকে এক ধরিয়া] পাঁচটী ঋতু, এই তিনটী লোক, ঐ আদিত্য একবিংশ", ইত্যাদি এই অন্য অর্থবাদকে অপেক্ষা না করিলে এখানে (—পূর্ব্বোক্ত অর্থবাদে) আদিত্যের একবিংশত্ব কিপ্রকারে অভিহিত হইবে ?২০ এইরূপে [ঐতরেয়ব্রাহ্মণে যজ্ঞকে পুরুষরূপে কল্পনাকালে সেই যজ্ঞরূপ পুরুষের] "ইন্দ্রিয়যুক্ততার জন্য ত্রিষ্টুভদ্বয়", ইত্যাদি এই সকল অর্থবাদে "ইন্দ্রিয়ই ত্রিষ্টুপ্", ইত্যাদি এই সকল অন্য অর্থবাদের অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হইতেছে (—ছন্দোমাত্র হওয়ায় ত্রিষ্টুপ্

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃশ্যন্তে।২১ বিদ্যাস্তুত্যর্থত্বাৎ চ অস্য উপায়নবাদস্য কথম্ অন্যদীয়ে সুকৃতদুষ্কৃতে অন্যৈঃ উপেয়েতে ইতি ন অতীব অভিনিবেষ্টব্যম্।২২ "উপায়নশব্দশেষত্বাৎ" ইতি চ শব্দশব্দং সমুচ্চারয়ন্ স্তুত্যর্থাম্ এব হানৌ উপায়নানুবৃত্তিং সূচয়তি, গুণোপসংহারবিবক্ষায়াং হি উপায়নার্থস্য এব হানৌ অনুবৃত্তিং ব্রূয়াৎ।২৩ তস্মাৎ গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন স্তুত্যুপসংহারপ্রদর্শনার্থম্ ইদং

ভাষ্যানুবাদ [৩৬১ পৃঃ]

যজ্ঞপুরুষের ইন্দ্রিয় হইবে কিপ্রকারে, এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে যজুর্বেদ বলিলেন "ত্রিষ্টুপ্ যজ্ঞপুরুষের ইন্দ্রিয়রূপে কল্পনীয়"।২১ অতএব অর্থবাদেরও পরস্পরসাপেক্ষতা শ্রুতিসিদ্ধ হওয়ায় ত্যাগার্থক তাহার সহিত গ্রহণার্থক তাহার সম্বন্ধ বিরুদ্ধ নহে]।

[সিঃ—একের অমূর্ত্ত পুণ্যপাপের অপরকর্ত্তৃক গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় 'উপায়নবাদ' স্তুতিবাদমাত্র।]

[কিন্তু অমূর্ত্ত পুণ্যপাপের অন্যত্র সঞ্চরণ এবং একের পুণ্যপাপ অপরের পক্ষে গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় পুণ্যপাপত্যাগের অন্যত্র উপসংহার অসঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই উপায়নবাদ (—ব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপ অপরকর্ত্তৃক গ্রহণবিষয়ক এই মতবাদ) বিদ্যার স্তুতির জন্য হওয়ায় 'একের সুকৃতদুষ্কৃত অপরকর্ত্তৃক কিপ্রকারে গৃহীত হয়, এই বিষয়ে অতীব আগ্রহ করা উচিত নহে।২২ [পুণ্যপাপগ্রহণ স্তুতিমাত্র, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "উপায়নশব্দশেষত্বাৎ", এই স্থলে 'শব্দ' এই শব্দটীকে উচ্চারণকরতঃ [ভগবান্ সূত্রকার] স্তুতির জন্যই পরিত্যাগস্থলে গ্রহণের অনুবৃত্তি (—উপসংহার) সূচনা করিতেছেন, যেহেতু [পুণ্যপাপের স্বরূপতঃ গ্রহণরূপ] গুণের উপসংহার বিবক্ষিত হইলে ত্যাগস্থলে গ্রহণার্থেরই (—উপায়নশব্দের অর্থ যে স্বরূপতঃ গ্রহণ, তাহারই, "উপায়নশেষত্বাৎ" এইরূপে] অনুবৃত্তির কথা বলিতেন; [কিন্তু 'উপায়নশব্দ', এইপ্রকার শব্দঘটিত পদপ্রয়োগ করিতেন না। অতএব এই 'শব্দ' শব্দটীর প্রয়োগরূপ অর্থগতসামর্থ্যাত্মক লিঙ্গপ্রমাণবলে পুণ্যপাপগ্রহণের স্তুতিমাত্রতাই (৪) সিদ্ধ হয়]।২৩ [কিন্তু বিদ্যার গুণোপসংহার বিচারাত্মক এই পাদে স্তুতির উপসংহারবিচার কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? উত্তর—] সেইহেতু (—সূত্রে 'শব্দ' এই শব্দটী প্রযুক্ত হওয়ায়) গুণোপসংহার বিচারপ্রসঙ্গে স্তুতির উপসংহার প্রদর্শনের জন্য এই সূত্র রচিত হইয়াছে।২৪

ভাবদীপিকা

অপরকর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপগ্রহণে সিদ্ধান্তভেদ।]

(৪) একের সুকৃতদুষ্কৃত অপরকর্ত্তৃক বস্তুতঃ গৃহীত হয়, কি না, এই বিষয়ে ভগবান্ ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ভগবান্ ভাষ্যকারের মতে—"ইহা বিদ্যার স্তুতিরূপ 'গুণবাদ' মাত্র, "একের পুণ্যপাপ কোনপ্রকারেই পুরুষান্তরে সংক্রমণ করিতে পারে না" (কল্পতরু), ইহাই তাঁহার অভিমত। টীকাকারগণের অভিপ্রায় বর্ণনার পূর্ব্বে তাঁহারা এই বিচারপ্রসঙ্গে এখানে ও পরবর্ত্তী অধিকরণে যে সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই

ভাবদীপিকা [পুণ্যপাপগ্রহণে সিদ্ধান্তভেদ]।

সকল আমরা প্রথমে প্রদর্শন করিতেছি—ভাষ্যোদ্ধৃত শাট্যায়ন ও কৌষীতকী প্রভৃতি ব্যতিরেকে কল্পতরুধৃত শ্রুতিবচন এই—"তে নঃ কৃতাৎ অকৃতাৎ এনসঃ দেবাসঃ পিপৃত স্বস্তয়ে"—'হে দেবগণ, আপনারা আমাকে স্বকৃত ও অন্যকৃত পাপ হইতে রক্ষা করুন, আমার যেন মঙ্গল হয়'। পরিমলধৃত শ্রুতিবচন এই—"যদেনশ্চ কৃমা বয়ং যদা অন্যকৃতমারিম অনয়া নাষধা বয়ং সর্বং তদ্ অপমৃজ্মহে" (সামবেদ)। "ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণৌ সোমো ধাতা বৃহস্পতিঃ, তে নো মুঞ্চন্ত্বেনসো যদন্যকৃতমারিম" (যজুর্বেদ)। এই বিষয়ে স্মৃতিবচন এই—"প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম। বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাপ্নোতি সনাতনম্॥" (মনু সং ৬।৭৯)। "রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নী পাপং স্বভর্তরি ; তথা শিষ্যার্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্" ॥ (নারদ স্মৃতি)। "অন্নাদেঃ ভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্যাপচারিণী। গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্" (বসিষ্ঠ সং ১৯)—'ভ্রূণহত্যাকারী তৎগৃহে ভোজনকারীতে, ব্যভিচারিণী স্ত্রী পতিতে, শিষ্য গুরুতে, যজমান পুরোহিতে এবং চোর রাজাতে স্বীয় পাপভার ন্যস্ত করে'। "পিতার অনুষ্ঠিত বৈশ্বানরেষ্টির ফলে পুত্রের তেজস্বিতা অন্ন ইত্যাদি ফললাভ" (তৈঃ সং ২।২।৫, পূঃ মীঃ ১।৪।১৭ সূঃ ভাষ্য)। "পুত্রকৃত শ্রাদ্ধের ফলে পিতার তৃপ্তিরূপ ফল", "স্ত্রীর সুরাপানে স্বামীর নরকগমন" (ভামতীতে উদ্ধৃত), ইত্যাদি।

যাহাহউক, একের পুণ্যপাপ অপরে সংক্রমণ করে কি না, এই বিষয়ে চারিপ্রকার মতবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা—১। ভগবান্ ভাষ্যকারের মত পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রকটার্থকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। ২। ভামতীকার, ন্যায়নির্ণয়কার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের মতে—বৈশ্বানরেষ্টি ও পিতৃশ্রাদ্ধের ফলের ন্যায় ব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপের যে ফল হওয়া উচিত, সেই ফলই তাঁহার মিত্র ও শত্রুগণের হইয়া থাকে, সেই পুণ্যপাপ স্বরূপতঃ সঞ্চারিত হয় না। ৩। রত্নপ্রভাকার বলেন—পুত্রকৃত শ্রাদ্ধফল পিতাতে এবং পিতৃকৃত বৈশ্বানরেষ্টির ফল পুত্রে সঞ্চারিত হয়, ইহা সঙ্গত ; কারণ সেইপ্রকার ব্যধিকরণ (—অন্য অধিকরণগামি) ফলোদ্দেশেই সেই সেই কর্ম শাস্ত্রে বিহিত হওয়ায় তাঁহারা সেই সেই উদ্দেশ্যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু পুণ্যপাপানুষ্ঠানকালে ব্রহ্মবিদের তাদৃশ ব্যধিকরণফলেচ্ছা (—মৎকৃত এই কর্মের ফল অপরে প্রাপ্ত হইবে, এইপ্রকার ইচ্ছা) ছিল না, সুতরাং তৎকৃত কর্মের ফল অপরে সংক্রমণ করে, ইহা সঙ্গত নহে। ব্রহ্মবিদের সেবা ও দ্বেষবশতঃ সেই ব্রহ্মবিন্নিষ্ঠ পুণ্যপাপের সমানজাতীয় পুণ্যপাপ তাঁহার সেবক ও দ্বেষকারিগণে উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপ জ্ঞানবলে স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই সঙ্গত। (৪।১।১৭ সূঃ রত্নপ্রভা দ্রঃ)। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। ৪। পরিমলকার বলেন—উদ্ধৃত সামবেদ ও যজুর্বেদবাক্য এবং অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে অন্যকৃত পুণ্যপাপের অন্যত্র স্বরূপতঃ সংক্রমণ স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইতেছে। শ্রুতিমাত্রগম্য বিষয়ে কোনপ্রকার শঙ্কার উত্থানই সঙ্গত নহে। বৈঃ ন্যায়মালাকার—পুণ্যপাপের ত্যাগ ও অপরকর্তৃক গ্রহণকে ভূতার্থবাদ বলিয়াছেন (৩৫২ পৃঃ) ; সুতরাং বিদ্বানের পুণ্যপাপ স্বরূপতঃ অন্যত্র সংক্রমণ করে, ইহাই তাঁহারও অভিমত। ব্যাখ্যাতৃগণ সকলেই ভাষ্যবচনকে স্বানুকূলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আকরে দ্রষ্টব্য। [৪।১।১৪,১৭ সূঃ ভাষ্যের ভাবদীপিকাতে এই বিষয়ে আরও বিচার দ্রঃ]।

---

* ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে আমরা এই শেষোক্ত পক্ষকেই সমর্থন করি। তিনি বলিতেন—

[৩৫৯ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

সূত্রম্ ।২৪ "কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ" ইতি উপমোপাদানম্ ।২৫ তদ্ যথা ভাল্লবিনাম্—"কুশাঃ বানস্পত্যাঃ স্থ, তা মা পাত", ইতি এতস্মিন্ নিগমে কুশানাম্ অবিশেষেণ বনস্পতিযোনিত্বেন শ্রবণে শাট্যায়নিনাম্ "ঔদুম্বরাঃ কুশাঃ", ইতি বিশেষবচনাৎ ঔদুম্বর্য্যঃ কুশাঃ আশ্রীয়ন্তে ।২৬ যথা চ কচিৎ দেবাসুরচ্ছন্দসাম্ অবিশেষেণ পৌর্ব্বাপৌর্য্যপ্রসঙ্গে "দেবাচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণি", ইতি পৈঙ্গ্যাম্নানাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—একশাখাপঠিত পাপপুণ্যত্যাগস্থলে শাখান্তরপঠিত তাহাদের গ্রহণ উপসংহরণীয়, এই বিষয়ে শ্রৌত দৃষ্টান্ত ও পূর্ব্বমীমাংসার সম্মতি প্রদর্শন।]

[কৌষীতকী হইতে 'পুণ্যপাপগ্রহণের'তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাতে উপসংহার হইবে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে একশাখাস্থ বিশেষ বিষয় শাখান্তরে উপসংহৃত হয়, এই বিষয়ে শ্রৌত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] "কুশার ন্যায়, ছন্দের ন্যায়, স্তুতির ন্যায় এবং উপগানের ন্যায়", ইহা উপমা (—দৃষ্টান্ত) গৃহীত হইয়াছে।২৫ তাহা এইপ্রকার—ভাল্লবিশাখাধ্যায়িগণের "হে কুশাসকল (৫), তোমরা বনস্থ বৃহৎ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন, এইপ্রকার তোমরা আমাকে রক্ষা কর", ইত্যাদি এই নিগমে (—শ্রুতিতে) কুশাসকলের অবিশেষভাবে বনস্পতিযোনিতা (—তাহা হইতে উৎপত্তি) শ্রুত হইলে শাট্যায়নশাখাধ্যায়িগণের "কুশাসকল উদুম্বর (—যজ্ঞডুমুর) কাষ্ঠ নির্ম্মিত", এই বিশেষ বচন থাকায় উদুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত কুশাসকল আশ্রিত (—অঙ্গীকৃত) হয়।২৬ [ছন্দোদৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর যেমন কোন কোন স্থলে দেবচ্ছন্দ ও অসুরচ্ছন্দের (৬) অবিশেষভাবে পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসঙ্গ হইলে (—"ছন্দোভিঃ স্তুবতে", এই বিধিবলে অবিশেষভাবে উভয়েরই পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতা প্রাপ্ত হইলে) "দেবচ্ছন্দসকল পূর্ব্বে গীত হইবে" এই পৈঙ্গী শ্রুতির

ভাবদীপিকা

(৫) কুশা—স্তোত্রের সংখ্যা গণনার জন্য উদ্গাতৃগণকর্ত্তৃক (২৪৪ পৃঃ) ব্যবহৃত কাষ্ঠনির্ম্মিত শলাকাবিশেষ। প্রস্তাবগানকালে ইহা ব্যবহৃত হয়। শব্দটী 'কুশা' অথবা 'কুশ' এই বিষয়ে টীকাকারগণের মতভেদ আছে। শেষোক্ত পক্ষ গ্রহণ করিলে 'কুশ+আচ্ছন্দ', এইপ্রকার পদচ্ছেদ হইবে। "অনুষ্ঠাতাকে পাপ হইতে আচ্ছাদন করে বলিয়া" ছন্দোকেই এই স্থলে 'আচ্ছন্দ' বলা হইতেছে।

(৬) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—'দেবতা ও অসুরপ্রকাশক মন্ত্রসকলকে যথাক্রমে দেবচ্ছন্দ ও অসুরচ্ছন্দ বলা হয়'। ঋজুপ্রভাকার ও ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—নয়টী অক্ষরযুক্ত ছন্দোই অসুরচ্ছন্দ এবং দশ ও ততোধিক অক্ষরযুক্ত তাহা দেবচ্ছন্দ। প্রকটার্থকার বলেন—পঞ্চদশ ও ততোধিক অক্ষরযুক্ত ছন্দোই দেবচ্ছন্দ; নয় ও ততোধিক অক্ষরযুক্ত তাহা অসুরচ্ছন্দ।

"শিষ্যের পাপ নিয়েই আমার এই রোগ"। উপরন্ত দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর স্পর্শে তাঁহার শরীরে দাহ উৎপন্ন হইত এবং তিনি গঙ্গাবারিদ্বারা সেই স্থলটী ধৌত করিতেন, ইহা তাঁহার জীবনীতে ভূরিশঃ লিপিবদ্ধ আছে। এই দাহের হেতু কি? কোন দৃষ্ট হেতু না থাকায় উক্তপ্রকার স্পর্শদ্বারে অমূর্ত্ত কোন কিছু তাঁহার দেহে স্বরূপতঃ সংক্রমিত হইত, ইহা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইবে। [এইপ্রকার দাহানুভব ইদানীন্তনকালেও কাহারও কাহারও অনুভবসিদ্ধ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতীয়তে ।২৭ যথা চ ষোড়শিস্তোত্রে কেষাংচিৎ কালাবিশেষ-প্রাপ্তৌ "সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে", ইতি আর্চিক্রুতেঃ কালবিশেষ-প্রতিপত্তিঃ ।২৮ যথৈব চ অবিশেষেণ উপগানং কেচিৎ সমামনন্তি, বিশেষেণ ভাল্লবিনঃ ।২৯ যথা এতেষু কুশাদিষু শ্রুত্যন্তরগতবি-শেষান্বয়ঃ, এবং হানৌ অপি উপায়নান্বয়ঃ ইত্যর্থঃ ।৩০ শ্রুত্যন্তর-কৃতং হি বিশেষং শ্রুত্যন্তরে অনভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্রৈব বিকল্পঃ স্যাৎ, সঃ চ অন্যায্যঃ সত্যাং গতৌ ।৩১ তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যাম্—"অপি তু বাক্যশেষত্বাৎ ইতরপর্য্যুদাসঃ স্যাৎ প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ" (জৈঃ সূঃ ১০।৮।১৫) ইতি ।৩২।৩।৩।২৬ ইতি প্রথমবর্ণকম্।

ভাষ্যানুবাদ

পাঠবলে [দেবচ্ছন্দের প্রাথম্য] প্রতীত হয় ।২৭ [স্মৃতিদৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আবার যেমন ষোড়শিস্তোত্রে (—অতিরাত্রসংস্থাক (১।৮৯৭ পৃঃ) সোম-যজ্ঞে সোমরসাধার ষোড়শী নামক পাত্রগ্রহণের অঙ্গভূত স্তোত্রে) কাহারও কাহারও (—সামবেদাধ্যায়িগণের) কালের অবিশেষ প্রাপ্ত হইলে (—কোন সময়ে তাহা গীত হইবে, ইহা নির্ণীত না হইলে) "সূর্য্য সময়াধ্যুষিত (৭) হইলে", এই ঋগধ্যায়ি-গণের শ্রুতি হইতে কালবিশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে ।২৮ [উপগানের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর যেমন ["ঋত্বিজঃ উপগায়ন্তি", এইপ্রকারে] কেহ কেহ অবি-শেষভাবে [সকল ঋত্বিকের] উপগান (৮) পাঠ করেন, ভাল্লবিশাখাধ্যায়িগণ কিন্তু ["ন অধ্বর্য্যুঃ উপগায়তি" এইপ্রকারে] বিশেষভাবে পাঠ করেন। [তাহাতে অধ্ব-র্য্যুভিন্ন ঋত্বিকের উপগান প্রাপ্ত হওয়া যায়] ।২৯ [দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে দার্ষ্টান্তিক প্রদর্শন করিতেছেন—] কুশা প্রভৃতি এই সকলে যেমন অন্য শ্রুতিগত বিশেষের অন্বয় হয়, এইপ্রকারে [এক শ্রুতিপঠিত পাপপুণ্যের] পরিত্যাগস্থলে [অন্য শ্রুতিপঠিত তাহাদের] গ্রহণের অন্বয় হইবে, ইহাই ভাব ।৩০ [কিন্তু 'কুশা' প্রভৃতি স্থলেই বা অন্য শ্রুতিগত বিশেষের অন্বয় কেন হইবে? উত্তর—] যেহেতু এক শ্রুতিকৃত বিশেষকে যিনি অন্য শ্রুতিতে স্বীকার করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বত্রই বিকল্প হইয়া পড়িবে ; [অষ্টদোষগ্রস্ত হওয়ায় ১০৭ পৃঃ], উপায় থাকিতে তাহা কিন্তু ন্যায্য নহে ।৩১ দ্বাদশলক্ষণীতে (—দ্বাদশটী অধ্যায়যুক্ত পূর্ব্বমীমাংসা

ভাবদীপিকা

(৭) রত্নপ্রভাকার ও প্রকটার্থকার 'সময়াধ্যুষিত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'সূর্য্যো-দয়ের সমীপবর্ত্তী কাল', অর্থাৎ 'ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত'। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—'অস্তময়কালসন্নিহিতকাল', অর্থাৎ 'সূর্য্য অর্দ্ধ অস্তমিত' এইপ্রকার কাল। ন্যায়নির্ণয়কার যথাক্রমে ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদানুসারে উক্ত উভয়প্রকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়—বিভিন্ন বেদাধ্যায়ীর যজ্ঞে উক্ত স্তোত্রের প্রয়োগকালের ভেদ আছে।

(৮) উপগান—উদ্গাতৃগণের সামগানকালে অধ্বর্য্যুভিন্ন ঋত্বিগ্‌গণের 'হো' এই শব্দোচ্চারণ।

ভাষ্যানুবাদ

দর্শনে) তাহা (—বিকল্প পরিহারের জন্য শ্রুত্যন্তরগত বিশেষ গ্রহণীয়, ইহা) কথিত হইয়াছে, যথা—"অপিতু বাক্যশেষত্বাৎ" (৯) ইত্যাদি ।৩২।৩।৩।২৬।। প্রথম বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(৯) এই সূত্রটীর অর্থ বুঝিতে হইলে পূঃ মীঃ ১০।৮।৭ অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় একটু বুঝিতে হইবে। তাহা অতি সংক্ষেপে এই—সোমযজ্ঞের প্রকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে—[সোমযজ্ঞে] "দীক্ষিতঃ ন দদাতি, ন জুহোতি" (তৈঃ সং ১।২।৩), ইত্যাদি। তাহাতে সংশয় হয়—অন্য শাখাগত "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", "অহরহঃ দদ্যাৎ", ইত্যাদি বাক্যে পুরুষার্থসাধক দান ও হোমাদি নিত্যানুষ্ঠেয়রূপে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন হয়—"ন দদাতি", ইত্যাদি বাক্যে কি বিহিত হইয়াছে ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ক্রত্বর্থ (—যজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদক) ও পুরুষার্থ সকল-প্রকার দান ও হোমাদিরই প্রতিষেধ হইয়াছে। [এই স্থলে চারিপ্রকার আশঙ্কা এবং তিন-প্রকার পূর্ব্বপক্ষ আছে। তাহা আকরে দ্রঃ] তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অপিতু বাক্যশেষত্বাৎ ইতরপর্য্যুদাসঃ স্যাৎ, প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ" (জৈঃ সূঃ ১০।৮।১৫)। অর্থ এই—অপিতু—ইহা পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ করিতেছে। বাক্যশেষত্বাৎ—এক শাখা-পঠিত "দীক্ষিতঃ ন দদাতি", এই বাক্যটী অপর শাখাপঠিত "অহরহঃ দদ্যাৎ", এই বাক্যের শেষাংশ * হওয়ায়, ইতরস্য—"দীক্ষিতঃ" এই পদার্থের, পর্য্যুদাসঃ স্যাৎ—পর্য্যুদাস হইবে (—'দীক্ষিতঃ' এই পদের সহিত 'ন' কারের অন্বয় হইয়া "দীক্ষিতঃ ন দদাতি", ইহার অর্থ হইবে—"অদীক্ষিতঃ দদাতি"। এইরূপে 'ন' কারটীর অর্থ হইল—অন্যোন্যাভাব (১।১৭৪ পৃঃ দ্রঃ)। বাক্যটীর অর্থ হইল—'দীক্ষিতভিন্ন ব্যক্তি প্রত্যহ দান করিবেন'। এইপ্রকার পর্য্যুদাস অঙ্গীকার না করিয়া] প্রতিষেধে—প্রতিষেধ (—'ন' কারের অত্যন্তাভাবরূপ অর্থ) স্বীকার করিলে, বিকল্পঃ স্যাৎ—(পুরুষ কখনও দীক্ষাকালে দানাদি করিবে, কখনও বা তাহা করিবে না, এইপ্রকারে বিকল্প হইয়া পড়িবে। [অষ্টদোষগ্রস্ত (১০৭ পৃঃ), হওয়ায় তাহা ন্যায্য নহে, ইহাই ভাব]। যাহাহউক্, পূর্ব্বমীমাংসার এই অধিকরণে সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। জৈঃ ন্যায়মালাবিস্তরকার 'ন' কারটীর অন্যত্র অন্বয় স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রদীপিকাকার এখানে পর্য্যুদাসই অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহার মতে এই স্থলে নিত্য দানাদির প্রতিষেধই বিহিত। সেই সকল আমাদের আলোচ্য নহে। ভামতীকার বলেন—"অপিতু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাৎ বিকল্পস্য বিধীনাম্ একদেশঃ স্যাৎ" (জৈঃ সূঃ ১০।৮।১৪), এই সূত্রটীই এখানে গৃহীত হওয়া উচিত ছিল" ইত্যাদি, ইহা অন্য কথা। বিকল্পদোষ নিরাকরণের জন্য পূর্ব্বমীমাংসাতে আচার্য্য জৈমিনি যেমন বিভিন্ন শাখাগত বাক্যের শেষশেষিভাব ও একবাক্যতা অঙ্গীকার করিয়াছেন, উত্তরমীমাংসার প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ

* "অহরহঃ দদ্যাৎ" ইহা শ্রবণ করিলে জানিবার আকাঙ্ক্ষা, হয়—'সকলে কি সারাজীবনব্যাপিয়া প্রত্যহই দান করিবে'? তদুত্তরে শ্রুতি বলেন—"দীক্ষিতঃ (—সোমযজ্ঞে প্রবৃত্ত পুরুষ) ন দদাতি"। এইপ্রকারে প্রথমোক্ত বাক্যটীরই স্পষ্টীকরণ হয় বলিয়া শেষোক্ত বাক্যকে প্রথমোক্ত বাক্যের একদেশ, শেষাংশ, বা অপেক্ষিতাংশ বলা হয়। অথবা "অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ হয় না বলিয়া" এবং হোম ও দানাদি রাগতঃ প্রাপ্ত নহে বলিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত বাক্যবলে দানের প্রাপ্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শেষোক্ত বাক্যবলে তাহার প্রতিষেধ সম্ভব না হওয়ায় শেষোক্ত বাক্যকে প্রথমোক্ত বাক্যের শেষাংশ বলা হয়। "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" এবং "ন জুহোতি" ইত্যাদি স্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—পুণ্যপাপবিধূননবাক্যে বিধূননশব্দের পরিত্যাগরূপ অর্থই গ্রহণীয়, কম্পনরূপ শব্দার্থ নহে। [প্রথম বর্ণকে 'বিধূনন' শব্দের ত্যাগরূপ অর্থ সিদ্ধবৎ পরিগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।]

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্বে বেধাদ্যধিকরণে যেমন বেধমন্ত্রাদির বিদ্যাসন্নিকটে পাঠ অকিঞ্চিৎকররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ সন্নিধিবশে যেমন তাহাদের বিদ্যাঙ্গতা সিদ্ধ হয় নাই। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ বিধূননশব্দের উপায়নসন্নিধি অকিঞ্চিৎকর হইবে, অর্থাৎ গ্রহণবাচী উপায়নশব্দের সন্নিকটে পঠিত হইয়াছে বলিয়াই বিধূননশব্দের ত্যাগরূপ অর্থ সিদ্ধ হইবে না। এইপ্রকারে ১৪ অধিকরণের সহিত এই অধিকরণের দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বিধূননং চালনং স্যাদ্ধানং বা চালনং ভবেৎ।
দোধূয়ন্তে ধ্বজাগ্রাণীত্যাদৌ চালনদর্শনাৎ॥
হানমেব ভবেদ্বাক্যশেষেঽন্যোপায়নশ্রবাৎ।
কর্ত্রা ন হ্যপরিত্যক্তমন্যঃ স্বীকর্তুমর্হতি॥

অন্বয়—বিধূননং চালনং স্যাৎ হানং বা ? 'দোধূয়ন্তে ধ্বজাগ্রাণি' ইত্যাদৌ চালনদর্শনাৎ চালনং ভবেৎ। নহি কর্ত্রা অপরিত্যক্তম্ অন্যঃ স্বীকর্তুম্ অর্হতি, বাক্যশেষে অন্যোপায়নশ্রবাৎ হানম্ এব ভবেৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বিধূননশব্দঃ বিষয়ঃ। "সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে" (কৌঃ ১।৪) ইত্যাদৌ বিধূননশব্দং বিষয়ীকৃত্য ধাত্বর্থমুখ্যত্বোপায়নশব্দসন্নিধিভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—উক্তেষু বাক্যেষু প্রস্তুতং] বিধূননং চালনং স্যাৎ, হানং বা ?

পূর্বপক্ষ—[অমূর্তয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কম্পনং ন আঞ্জসং মুখ্যবৃত্তিবাধিতত্বাৎ তত্র। তথা অশরীরয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ অন্যত্র সঞ্চারোঽপি অনুপপন্নঃ, অমূর্তত্বাৎ এব। অতঃ] "দোধূয়ন্তে ধ্বজাগ্রাণি", ইত্যাদৌ চালনদর্শনাৎ [বিধূননং স্বকার্যায়ত্বাৎ] চালনং ভবেৎ, [ন তু পরিত্যাগঃ]।

সিদ্ধান্ত—ন হি কর্ত্রা অপরিত্যক্তম্ অন্যঃ স্বীকর্তুম্ অর্হতি [অতঃ "প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতম্ উপযন্তি", ইতি] বাক্যশেষে অন্যোপায়নশ্রবাৎ [লক্ষণয়া বৃত্ত্যা বিধূননং] হানম্ এব ভবেৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[বিধূননশব্দটী বিষয়। "সুকৃতদুষ্কৃতকে বিধূনন করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে বিধূননশব্দকে বিষয় করিয়া ধাত্বর্থের মুখ্যতা (—'ধূ'ধাতুর অর্থ 'কম্পন', তাহার প্রাধান্য) এবং [গ্রহণবাচক] উপায়নশব্দের সন্নিধিবশতঃ সংশয় হয়—উক্ত বাক্যসকলে প্রস্তুত] বিধূনন কি চালন (—কম্পন) হইবে, অথবা পরিত্যাগ ?

ভাবদীপিকা

বিকল্প পরিহারের জন্য বিভিন্ন শাখাপঠিত 'হান' ও 'উপায়নের' একবাক্যতা অঙ্গীকার করিতে হইবে। সুতরাং একবাক্যতা সিদ্ধির জন্য 'কুশা' ইত্যাদি স্থলে শাখান্তরগত বিশেষের অন্বয়ের ন্যায় একশাখাগত 'পাপপুণ্যত্যাগ স্থলে' শাখান্তরগত তাহার 'গ্রহণের' উপসংহার হইবে, ইহাই সিদ্ধ হইল। প্রথম বর্ণক সমাপ্ত।

পূর্ব্বপক্ষ—[অমূর্ত্ত পুণ্যপাপের কম্পন সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহা মূর্ত্ত বস্তুকেই বিষয় করে। আবার অমূর্ত্তভাবশতঃ একের পুণ্যপাপের অন্যত্র সঙ্করণও অসঙ্গত। সেইহেতু 'ধ্বজাগ্রসকল কম্পিত হইতেছে', ইত্যাদি স্থলে চালন (—কম্পন) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [বিধূনন শব্দের অর্থ হইবে—'নিজের কার্য্যাবস্থ' হইতে] চালন (—ফলদাতৃত্বস্বভাব হইতে বিচ্যুতিকরণ), কিন্তু পরিত্যাগ নহে]।

সিদ্ধান্ত—কর্ত্তা-কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইলে অপরে গ্রহণ করিতে পারে না। [সেইহেতু "প্রিয় জ্ঞাতিগণ সুকৃতকে গ্রহণ করে" (কৌঃ ১।৪), ইত্যাদি বাক্যশেষে অন্যকর্তৃক গ্রহণ শ্রুত হওয়ায় [লক্ষণাবৃত্তিতে বিধূননশব্দের অর্থ] পরিত্যাগই হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বিদ্যাবলে পুণ্যপাপ পরিত্যাগ অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে তাহা সিদ্ধ

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্ ॥৩।৩।২৬॥

সূত্রার্থ—[উদাহৃতশ্রুতিষু এব কিং পুণ্যপাপয়োঃ বিধূননং হানম্ অভিপ্রেতম্, উত তয়োঃ ফলতঃ চালনম্ ইতি বিশয়ে, ফলতশ্চালনম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] হানৌ তু—হানৌ এব [অয়ং বিধূননশব্দঃ বর্ত্তিতুম্ অর্হতি। কুতঃ?] উপায়নশব্দশেষত্বাৎ—উপায়নশব্দসন্নিধৌ শ্রূয়মাণস্য বিধূননশব্দস্য উপায়নং প্রতি শেষত্বাৎ—অপেক্ষিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ। [এবং চ উপাদানাত্মকস্য উপায়নস্য হানং বিনা অসম্ভবাৎ বিধূননশব্দেন "ধূঞ্ কম্পনে" ইতি ধাত্বর্থচলনবাচকেনাপি হানম এব লক্ষ্যম্ ইতি ভাবঃ। নন্বু উপায়নসন্নিধৌ শ্রূয়মাণস্য বিধূননশব্দস্য হানলক্ষকত্বেঽপি কেবলবিধূননশব্দস্য ন তল্লক্ষকত্বম্; নিশ্চায়ককারণাভাবাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—] কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ—যথা কুশাদিস্থলে শাখান্তরীয়বিশেষশ্রবণং নির্ণায়কং, তথা ইহাপি কচিৎ বিধূননসন্নিধৌ শ্রূয়মাণম্ উপায়নং সর্ব্বত্র বিধূননস্য হানলক্ষকত্বে নিশ্চায়কম্। তদুক্তম্—পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্।

অনুবাদ—[উদাহৃত শ্রুতিসকলেই (৩৫৩পৃঃ) পুণ্যপাপের বিধূননশব্দে কি 'পরিত্যাগ' অভিপ্রেত, অথবা 'ফল হইতে তাহাদের চালন' (—ফলদানে অসামর্থ্য) অভিপ্রেত, এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'ফল হইতে চালন', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] হানৌ তু—পরিত্যাগেই [এই বিধূননশব্দের বর্ত্তমান থাকা উচিত (—ইহার অর্থ পরিত্যাগই, তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] উপায়নশব্দশেষত্বাৎ—যেহেতু [গ্রহণার্থক] উপায়নশব্দের সন্নিকটে পঠিত বিধূননশব্দের উপায়নের প্রতি শেষতা (—সাপেক্ষতা) আছে। [এইরূপে 'পরিত্যাগ' ব্যতিরেকে গ্রহণার্থক উপায়ন সম্ভব না হওয়ায় 'ধূ'ধাতুর অর্থ কম্পন", এই স্মৃতি অনুসারে [সেই] ধাতুর বাচ্যার্থ যে 'চলন', তদ্বাচক বিধূননশব্দের দ্বারাও 'পরিত্যাগই' লক্ষিত হইয়াছে, ইহাই ভাব। কিন্তু উপায়নশব্দের সন্নিকটে শ্রুত বিধূননশব্দের লাক্ষণিকার্থ 'পরিত্যাগ' হইলেও কেবল (—উপায়নশব্দের নিকটে অপঠিত) বিধূননশব্দ তাহার লক্ষক হইবে না, যেহেতু নিশ্চায়ক কারণ নাই। এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ—কুশা প্রভৃতি স্থলে যেমন শাখান্তরীয় বিশেষ পাঠ নির্ণায়ক হইয়াছে, সেইপ্রকারে

এখানেও বিধূননশব্দের সন্নিকটে কোন কোন স্থলে শ্রুত হইতেছে যে উপায়ন, তাহা সর্ব্বত্র বিধূননশব্দের পরিত্যাগরূপ লাক্ষণিকার্থের প্রতি নিশ্চায়ক হইবে। তদুক্তম্—পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাখ্যেয় (৩৫৪ পৃঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথবা এতাসু এব বিধূননশ্রুতিষু এতেন সূত্রেণ এতৎ চিন্তয়িতব্যম্।১ কিম্ অনেন বিধূননবচনেন সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ হানম্ অভিধীয়তে, কিম্বা অর্থান্তরম্ ইতি।২ তত্র চ এবং প্রাপয়িতব্যম্—ন হানং বিধূননম্ অভিধীয়তে "ধূঞ্ কম্পনে" ইতি স্মরণাৎ।৩ 'দোধূয়ন্তে ধ্বজাগ্রাণি' ইতি চ বায়ুনা চাল্যমানেষু ধ্বজাগ্রেষু প্রয়োগদর্শনাৎ।৪ তস্মাৎ চালনং বিধূননম্ অভিধীয়তে।৫ চালনং তু সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কঞ্চিৎ কালং ফলপ্রতিবন্ধনাৎ ইতি; এবং প্রাপষ্য প্রতিবক্তব্যম্।৬ হানৌ এব এষঃ বিধূননশব্দঃ বর্ত্তিতুম্ অর্হতি, উপায়নশব্দশেষত্বাৎ।৭ নহি পরপরিগ্রহভূতয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ অপ্রহীণয়োঃ পরৈঃ উপায়নং সম্ভবতি।৮ যদ্যপি ইদং

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—বিধূননশব্দের লাক্ষণিকার্থ 'চালন' (—ফলদাতৃত্বভাবের বিচ্যুতি।)]

অথবা এই বিধূননশ্রুতিসকলেই এই সূত্রের দ্বারা ইহা চিন্তা (—বিচার) করিতে হইবে।১ [ছাঃ ৮।১৩।১, কৌঃ ১।৪ ইত্যাদি] এই বিধূননবাক্যের দ্বারা কি সুকৃতদুষ্কৃতের পরিত্যাগ অভিহিত হইতেছে, কিম্বা [চালনরূপ] অন্য অর্থ অভিহিত হইতেছে?২ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে কিন্তু এইপ্রকার প্রাপ্ত করাইতে হইবে—বিধূননশব্দ পরিত্যাগের কথা বলিতেছে না (—পরিত্যাগ তাহার অর্থ নহে), যেহেতু "কম্পনার্থে 'ধূ' ধাতুর প্রয়োগ হয়", এইপ্রকার [পাণিনীয়] স্মৃতি আছে।৩ আর যেহেতু বায়ুর দ্বারা ধ্বজাগ্রসকল চালিত হইলে ধ্বজাগ্রসকল কম্পিত হইতেছে, এইপ্রকার প্রয়োগ [লোকমধ্যে] পরিদৃষ্ট হয়।৪ সেইহেতু (—স্মৃতিসিদ্ধ ও লোকসিদ্ধ হওয়ায়) বিধূননশব্দে 'চালন' (১০) অভিহিত হইতেছে।৫ [কিন্তু মূর্ত্ত বস্তুরই 'চালন' সম্ভব, অমূর্ত্ত পুণ্যপাপের নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে] সুকৃতদুষ্কৃতের ফলকে কিছুকাল প্রতিবদ্ধ করে বলিয়া চালন কিন্তু সঙ্গত (—ফলদাতৃত্বস্বভাব হইতে পুণ্যপাপকে চালিত (—বিচ্যুত) করে বলিয়া বিধূননশব্দের লাক্ষণিকার্থ হইবে 'চালন', কিন্তু 'পরিত্যাগ' নহে) ইত্যাদি; এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত করাইয়া তাহার বিরুদ্ধে বলিতে হইবে—৬

ভাবদীপিকা

(১০) বিধূননশব্দের মুখ্যার্থ 'কম্পন', ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অমূর্ত্ত পুণ্যপাপের পক্ষে তাহা সম্ভব না হওয়ায় এখানে উক্তশব্দের চালনরূপ লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইতেছে। চালন (চল্+ণিচ্+ল্যুট্), অর্থ—চালিত করা, চ্যুত করা। এই স্থলে 'চলনম্ এব চালনম্', এইপ্রকারে স্বার্থে 'ণিচ্' বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরকীয়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরৈঃ উপায়নং ন আঞ্জসং সম্ভাব্যতে, তথাপি তৎসঙ্কীর্ত্তনাৎ তাবৎ তদানুগুণ্যেন হানম্ এব বিধূননং নাম ইতি নির্দ্দেষ্টুং শক্যতে।৯ ক্বচিদপি চ ইদং বিধূননসন্নিধৌ উপায়নং শ্রূয়মাণং "কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবৎ" বিধূননশ্রুত্যা সর্ব্বত্র অপেক্ষ্যমাণং সার্ব্বত্রিকং নির্ণয়কারণং সম্পদ্যতে।১০ ন চ চালনং ধ্বজাগ্রবৎ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ মুখ্যং সম্ভবতি, অদ্রব্যত্বাৎ।১১ অশ্বশ্চ রোমাণি বিধূন্বানঃ ত্যজন্ রজঃ সহৈব তেন রোমাণি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ত্যাগব্যতিরেকে গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সমতার জন্য লক্ষণাবৃত্তিতে বিধূননশব্দের ত্যাগার্থই গ্রহণীয়।]

[সিদ্ধান্ত—] হানিতেই (—পরিত্যাগেই) বিধূননশব্দের থাকা উচিত (—বিধূননশব্দের লক্ষ্যার্থ পরিত্যাগই হইবে, ফলদাতৃত্বস্বভাব হইতে বিচ্যুতি নহে], যেহেতু [বিধূননশব্দের] উপায়নশব্দের প্রতি শেষতা (—অপেক্ষা) আছে।৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু অপরের পরিগ্রহভূত (—অপরকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াই আছে, এতাদৃশ) এবং অপরিত্যক্ত পুণ্যপাপের অন্যকর্তৃক গ্রহণ সম্ভব নহে। [অতএব বিধূননশব্দের কম্পনরূপ শক্যার্থের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় 'পরিত্যাগরূপ' লাক্ষণিকার্থই অঙ্গীকার করিতে হইবে।৮ কিন্তু পুণ্যপাপের মুখ্যভাবে গ্রহণই সম্ভব না হওয়ায় সেই গ্রহণ সিদ্ধির জন্য বিধূননশব্দে ত্যাগরূপ অর্থ অঙ্গীকারের সার্থকতা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও পরকীয় পুণ্যপাপের অন্যকর্তৃক এই গ্রহণ সম্যগ্‌রূপে সঙ্গত নহে, তাহা হইলেও [শ্রূতিতে] তাহার বর্ণনা থাকায় [ত্যাগব্যতিরেকে গ্রহণ উপপন্ন হয় না বলিয়া] তাহার অনুকূলভাবেই 'বিধূনন' নামক বস্তুটী 'হানই' (—তাহার লাক্ষণিকার্থ পরিত্যাগই), ইহা নির্ণয় করিতে পারা যায়।৯ [কিন্তু সকল শ্রূতিতে তো বিধূননশব্দের নিকটে উপায়নশব্দ পঠিত হয় নাই। সুতরাং তাহার বলে কিপ্রকারে অর্থনির্ণয় হইবে ? উত্তর—কৌষীতকী প্রভৃতি] কোন স্থলেও বিধূননশব্দের সন্নিকটে যে এই উপায়ন (—গ্রহণ) শ্রুত হইতেছে, তাহা "কুশা ছন্দ স্তুতি ও উপগানের ন্যায়", বিধূননশ্রূতিকর্তৃক সর্ব্বত্র অপেক্ষিত হইয়া সকল স্থলে [অর্থ] নির্ণয়ের কারণ হইয়া থাকে।১০ [কিন্তু বিধূননশব্দের কম্পনরূপ মুখ্যার্থ কেন গ্রহণ করিতেছ না ? তাহা বলিতেছেন—] আর ধ্বজাগ্রের ন্যায় সুকৃতদুষ্কৃতের চালন (—কম্পন) মুখ্যভাবে সম্ভব হয় না, কারণ [তাহারা] দ্রব্য নহে। [সুতরাং কম্পনক্রিয়ার আশ্রয় না হওয়ায় মুখ্যার্থ গৃহীত হইতে পারে না।১১ কিন্তু "অশ্বঃ ইব রোমাণি বিধূয়" (ছাঃ ৮।১৩।১), এই দৃষ্টান্তে 'ধূ'ধাতুর কম্পনরূপ অর্থ ই প্রতিভাত হওয়ায় দার্ষ্টান্তিক পুণ্যপাপস্থলেও তাহাই গৃহীত হওয়া উচিত, লাক্ষণিকার্থ নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর রোমসকলকে

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি জীর্ণানি শাতয়তি।১২ "অশ্বঃ ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্" (ছাঃ ৮।১৩।১). ইতি চ ব্রাহ্মণম্।১৩ অনেকার্থত্বাভ্যুপগমাৎ চ ধাতূনাং ন স্মরণবিরোধঃ।১৪ তদুক্তম্ ইতি ব্যাখ্যাতম্।১৫।৩।৩।২৬।

ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। ইতি পঞ্চদশং হান্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

কম্পনকারী অশ্ব রজঃ (—ধূলি) ত্যাগকরতঃ তাহার সহিতই জীর্ণ রোমসকলকেও পরিত্যাগ করে (১১)।১২ আর "অশ্ব যেমন রোমসকলকে বিধূনন করিয়া (—কম্পনদ্বারা জীর্ণ রোম ও ধূলিসকলকে ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, আমিও তদ্রূপ] পাপসকলকে বিধূনন (—পরিত্যাগ) করিয়া", ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য 'এই স্থলে প্রমাণ'।১৩ [কিন্তু এইপ্রকারে 'ধূ' ধাতুর ত্যাগরূপ অর্থ স্বীকারে পাণিনীস্মৃতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ধাতুসকলের অনেকপ্রকার অর্থ অঙ্গীকৃত হওয়ায় স্মৃতির বিরোধ হয় না (—"প্রয়োগতঃ অনুসর্ত্তব্যাঃ অনেকার্থাঃ হি ধাতবঃ", এই বৃদ্ধবচনানুসারে প্রস্তাবিতস্থলে প্রয়োগানুযায়ী 'ধূধাতু' ঘটিত বিধূননপদের বাচ্যার্থরূপেও 'পরিত্যাগ' গৃহীত হইলে কোন বিরোধ হয় না।১৪ "তদুক্তম্" এই সূত্রাংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে [১ম বর্ণক, ৩১-৩২ ভাষ্যবাক্য দ্রঃ]।১৫।৩।৩।২৬।

দ্বিতীয় বর্ণক ও হান্যধিকরণ সমাপ্ত।

১৬। সাম্পরায়াধিকরণম্। [২৭-২৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মবিদের (১) মরণের পূর্ব্বে পুণ্যপাপত্যাগ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণের প্রথম বর্ণকে ব্রহ্মবিদ্যা সুকৃতদুষ্কৃত পরিত্যাগের হেতু, ইহা সিদ্ধ পদার্থের ন্যায় অঙ্গীকার করিয়া লইয়া পুণ্যপাপত্যাগস্থলে গ্রহণের

ভাবদীপিকা

(১১) ভাব এই—"রোমসকলকে কম্পনকারী অশ্ব ধূলির সহিত জীর্ণ রোমসকলকেও পরিত্যাগ করে", এইপ্রকারে বিধূননশব্দের পরিত্যাগপর্য্যন্ত অর্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং মাত্র কম্পনরূপ শব্দার্থের গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সমতার জন্য কম্পনরূপ শব্দার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্তরূপে সেই স্থলেই প্রতিভাত যে 'পরিত্যাগ', যাহা গ্রহণার্থক উপায়নশব্দকর্ত্তৃক আকাঙ্ক্ষিত, তাহাই বিধূননশব্দের লক্ষ্যার্থরূপে গ্রহণীয়; গ্রহণার্থক উপায়নের সহিত অসম্বদ্ধ 'ফলদাতৃত্বস্বভাবের বিচ্যুতি' নহে। কারণ তাহা স্বীকার করিলে দৃষ্টান্তে 'কম্পন' এবং পুণ্যপাপরূপ দার্ষ্টান্তিকে 'ফলদাতৃত্বস্বভাবের বিচ্যুতি', এইপ্রকারে অর্থবৈষম্য হইয়া পড়িবে, তাহা অসঙ্গত। কিন্তু অশ্ব জীর্ণরোম পরিত্যাগ করে, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ, ব্রহ্মবিৎ পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করেন, ইহা দেখা যায় না এবং এই বিষয়ে প্রমাণও কিছু নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—"অশ্বঃ ইব"—'আর অশ্ব' ইত্যাদি (১৩ বাক্য)।

(১) যদিও এই অধিকরণে প্রধানতঃ সগুণব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণপঠিত শ্রুতিবাক্যসকলকে

উপসংহার বিচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা কিন্তু কর্ম্মপরিত্যাগের হেতুই নহে, বিরজানদীতরণই সেই হেতু ; এইপ্রকার আক্ষেপের নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হওয়ায় সেই প্রথম বর্ণকের সহিত ইহার **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা পূর্ব্বাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে বিধূননশব্দের পুণ্যপাপপরিত্যাগরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, এক্ষণে সেই প্রসঙ্গে পুণ্যপাপ পরিত্যাগের কাল নির্ণীত হওয়ায় দ্বিতীয় বর্ণকের সহিত ইহার **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কর্ম্মত্যাগো মার্গমধ্যে যদি বা মরণাৎ পুরা।
উত্তীর্য্য বীরজাং ত্যাগস্তথা কৌষীতকীশ্রুতেঃ॥
কর্ম্মপ্রাপ্যফলাভাবান্মধ্যে সাধনবর্জ্জনাৎ।
তাণ্ডিশ্রুতেঃ পুরা ত্যাগো বাধ্যঃ কৌষীতকীক্রমঃ॥

অন্বয়—কর্ম্মত্যাগঃ মার্গমধ্যে, যদি বা মরণাৎ পুরা? বিরজাং উত্তীর্য্য ত্যাগঃ, তথা কৌষীতকীশ্রুতেঃ। কর্ম্মপ্রাপ্যফলাভাবাৎ, মধ্যে সাধনবর্জ্জনাৎ, তাণ্ডিশ্রুতেঃ পুরা ত্যাগঃ, কৌষীতকীক্রমঃ বাধ্যঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["সঃ আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসা এব অত্যেতি, তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে" (কৌঃ ১।৪), ইতি কৌষীতকীশ্রুতৌ ব্রহ্মলোকমার্গমধ্যে কর্ম্মত্যাগঃ শ্রূয়তে। তাণ্ড্যাদিশাখাসু তু "বিধূয় পাপম্" (ছাঃ ৮।১৩।১), "তস্য পুত্রাঃ দায়ম্ উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্", ইত্যাদিবাক্যেষু মরণাৎ প্রাগবস্থায়াম্ এব তৎ শ্রূয়তে। তানি বাক্যানি বিষয়ঃ। শ্রুতিবিপ্রতিপত্ত্যা তত্র সংশয়ঃ ভবতি—পূর্ব্বাধিকরণোক্তঃ সুকৃতদুষ্কৃত-] কর্ম্মত্যাগঃ [ব্রহ্ম-লোকপ্রাপকদেবযানাখ্য—] মার্গমধ্যে [ভবতি], যদি বা মরণাৎ পুরা?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মলোকসমীপবর্ত্তিনীং] বীরজাং [নদীম্] উত্তীর্য্য [ব্রহ্মলোকমার্গমধ্যে সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ] ত্যাগঃ [ভবতি] ; তথা কৌষীতকীশ্রুতেঃ।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্মলোকমার্গমধ্যে সুকৃতদুষ্কৃত-] কর্ম্মপ্রাপ্যফলাভাবাৎ [নদীপর্য্যন্তং কর্ম্মণোঃ নয়নং নিরর্থকম্। কিঞ্চ দেহরাহিত্যে সাধনস্য অনুষ্ঠাতুম্ অশক্যত্বাৎ মার্গস্য] মধ্যে [মরণাৎ প্রাগপরিত্যক্তয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরিত্যাগস্য] সাধনবর্জ্জনাৎ [মরণাৎ প্রাগেব তয়োঃ পরিত্যাগঃ যুক্তঃ। ন চ মরণাৎ পুরা তত্ত্যাগে প্রমাণাভাবঃ, যতঃ "অশ্বঃ ইব রোমাণি" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইতি] তাণ্ডিশ্রুতেঃ পুরা ত্যাগঃ [অবগম্যতে। অতঃ তয়া 'নদীম্ উত্তীর্য্য

ভাবদীপিকা

অবলম্বনকরতঃ বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি এই অধিকরণন্যায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতেও প্রযুক্ত হইবে, অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপও পরিত্যক্ত ও অপরকর্ত্তৃক গৃহীত হয় [অবশ্য অস্মদাদির দৃষ্টিতে ১।২৭১ পৃঃ], ইহা অঙ্গীকার্য্য। পূজ্যপাদ ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার ৩।৩।২৯ সূত্র-ভাষ্যের ব্যাখ্যাতে তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"বিদুষঃ পুণ্যপাপক্ষয়ঃ সাম্পরায়ে এব। সঃ চ সগুণনির্গুণবিদ্যাসাধারণ্যেন উপায়নশিরস্কঃ এব ইতি ব্যবস্থাপিতম্", ইত্যাদি। তবে "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" (মুঃ ৩।১।৩), "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬), "অমৃতো ভবতি, অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (বৃঃ ৪।৪।৭), ইত্যাদি শ্রুতিসকলের বলে মরণের পূর্ব্বে বিদ্যোদয়ের সমকালেই অবিদ্যাদি উপাধি বিনির্ম্মুক্ত নির্গুণব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপ ত্যক্ত হইয়া পড়ে, মৃত্যুকালে নহে, ইহা অবগত হইতে হইবে, (৪ ভাবদীঃ, তাহার টীপ্পনী এবং ৮ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য)।

পরিত্যাগঃ, ইতি অয়ং] কৌষীতকীক্রমঃ বাধ্যঃ। [তস্মাৎ মরণাৎ প্রাগেব উপাস্যে সাক্ষাৎকৃতে তয়োঃ পরিত্যাগঃ সিধ্যতি]।

অনুবাদ

সংশয়—["তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন করেন, তাহাকে মনের দ্বারাই (—সঙ্কল্পমাত্রদ্বারাই) অতিক্রম করেন, তাহার দ্বারা পুণ্যপাপকে পরিত্যাগ করেন", এই কৌষীতকী শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকপ্রাপক মার্গের মধ্যে কর্মত্যাগ শ্রুত হইতেছে। তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাতে কিন্তু "পাপকে পরিত্যাগ করিয়া", "তাঁহার পুত্রগণ ধন গ্রহণ করেন, সুহৃদ্‌গণ পুণ্য গ্রহণ করেন", ইত্যাদি বাক্যসকলে মরণের পূর্ববর্তী অবস্থাতেই তাহা শ্রুত হইতেছে। সেই বাক্যসকল এখানে বিষয়। শ্রুতির বিরুদ্ধ অভিমতবশতঃ সেইস্থলে সংশয় হইতেছে—পূর্বাধিকরণে বর্ণিত পুণ্যপাপরূপ] কর্মের ত্যাগ [ব্রহ্মলোকপ্রাপক দেবযান নামক] মার্গের মধ্যে হয়, অথবা মরণের পূর্বে ?

পূর্বপক্ষ—[ব্রহ্মলোকের সমীপবর্তী] বিরজা নদীকে উত্তীর্ণ হইয়া [ব্রহ্মলোকপ্রাপক মার্গের মধ্যে পুণ্য ও পাপকর্মের] পরিত্যাগ হয়, যেহেতু সেইপ্রকার কৌষীতকী শ্রুতি আছে।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্মলোকপ্রাপক মার্গের মধ্যে পুণ্য ও পাপরূপ] কর্মের দ্বারা প্রাপ্য ফল না থাকায় [কর্মদ্বয়কে নদীপর্যন্ত লইয়া যাওয়া নিরর্থক। আর দেহ না থাকিলে সাধনের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হওয়ায় মার্গের] মধ্যে [মরণের পূর্বে অপরিত্যক্ত পুণ্যপাপের পরিত্যাগের প্রতি] সাধন না থাকায় [মরণের পূর্বেই তাহাদের পরিত্যাগ যুক্তিসঙ্গত। আর মরণের পূর্বে তাহাদের ত্যাগে প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না ; যেহেতু "অশ্ব যেমন রোমসকলকে পরিত্যাগ করে", এই] তাণ্ডিশাখাধ্যায়িগণের শ্রুতি হইতে [মরণের] পূর্বে ত্যাগকে [অবগত হওয়া যাইতেছে। সেইহেতু তাহার (—সেই তাণ্ডিশ্রুতির) দ্বারা 'নদীকে অতিক্রম করিয়া পরিত্যাগ', ইত্যাদি এই] কৌষীতকীশ্রুতিপ্রোক্ত ক্রম বাধিত হওয়া উচিত। [অতএব উপাস্যের সাক্ষাৎকার হইলে মরণের পূর্বেই তাহাদের (—পুণ্যপাপের) পরিত্যাগ সিদ্ধ হয়]।

ফলভেদ—পূর্বপক্ষে, কর্মক্ষয়ের প্রতি হেতু না হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যে অনাদর। সিদ্ধান্তে—জীবদ্দশাতেই কর্মক্ষয়হেতু হওয়ায় তাহার সামর্থ্যে আদর।

সাম্পরায়ে তর্তব্যাভাবাত্তথাহ্যন্যে ॥৩।৩।২৭॥

পদচ্ছেদ—সাম্পরায়ে, তর্তব্যাভাবাৎ, তথা, হি, অন্যে।

সূত্রার্থ—[কৌষীতকীশ্রুতৌ "সঃ আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসা এব অত্যেতি, তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে" (কৌঃ ১।৪), ইতি পর্যঙ্কব্রহ্মণঃ উপাসকস্য মার্গমধ্যে কর্মহানিঃ শ্রূয়তে। তাণ্ড্যাদৌ তু মরণাৎ প্রাগেব তদবগম্যতে। তত্র কিং বিরজানদীতরণানন্তরং কর্মহানিঃ, উত দেহত্যাগাৎ প্রাক্কালে ইতি বিশয়ে, শ্রুতিবলাৎ নদীতরণানন্তরম্ এব ইতি পূর্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] **সাম্পরায়ে**—দেহপরিত্যাগাবসরে [ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেণ কর্মহানিঃ যুক্তা, ন অর্চিমার্গে বিরজাং তীর্ত্বা। কুতঃ ? **তর্তব্যাভাবাৎ**—বিরজানদীতরণানন্তরং পুণ্যপাপকর্মণা 'তর্তব্যস্য'—প্রাপ্তব্যস্য ফলান্তরস্য অভাবাৎ। [অতঃ জীবতঃ এব ব্রহ্মবিদ্যাসামর্থ্যাৎ কর্মহানিঃ]। **হি**—যস্মাৎ, [যথা অস্মাভিঃ ব্যাখ্যাতম্], **তথা**—তেন প্রকারেণ, **অন্যে**—অন্যে শাখিনঃ তাণ্ড্যাদয়ঃ ["অশ্বঃ ইব রোমাণি", ইত্যাদৌ জীবদ্দশায়াম্ এব কর্মহানিম্ অধীয়তে]।

অনুবাদ—[কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণের শ্রুতিতে "তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন

করেন, তাহাকে মনের (—সঙ্কল্পের) দ্বারাই অতিক্রম করেন, তাহার বলে পুণ্যপাপকে পরিত্যাগ করেন", এইপ্রকারে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের যিনি উপাসক, তাঁহার মার্গমধ্যে কর্ম্মত্যাগ শ্রুত হইতেছে। তাণ্ডী প্রভৃতি শাখাতে কিন্তু মরণের পূর্ব্বেই তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। সেই স্থলে কর্ম্মত্যাগ কি বিরজা নদী তরণের অনন্তর হয়, অথবা দেহত্যাগের পূর্ব্বে, এইপ্রকার সংশয় হইলে, শ্রুতিবলে (—পাঠক্রমবলে) 'নদীতরণের অনন্তর', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] সাম্পরায়ে—দেহপরিত্যাগাবসরে (—দেহত্যাগের প্রাক্কালে,ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে কর্ম্মত্যাগ যুক্তিসঙ্গত, বিরজা নদী অতিক্রম করিয়া অর্দ্ধমার্গে নহে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] তর্ত্তব্যাভাবাৎ—যেহেতু বিরজা নদী তরণের অনন্তর পুণ্য ও পাপকর্ম্মের দ্বারা 'তর্ত্তব্যস্য'—'প্রাপ্তব্য অন্য ফলের' অভাব আছে। [এইহেতু জীবদ্দশাতেই ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ কর্ম্মপরিত্যাগ সঙ্গত]। হি—যেহেতু, [আমরা যেপ্রকারে ব্যাখ্যা করিলাম], তথা—সেইপ্রকারে, অন্যে—তাণ্ডী প্রভৃতি|অন্য শাখাধ্যায়িগণ ["অশ্বঃ ইব রোমাণি" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইত্যাদি স্থলে জীবদ্দশাতেই কর্ম্মপরিত্যাগ পাঠ করেন।] ।

শাঙ্করভাষ্যম্

দেবযানেন পথা পর্য্যঙ্কস্থং ব্রহ্মাভিপ্রস্থিতস্য ব্যধ্বনি সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ বিয়োগং কৌষীতকিনঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াম্ আমনন্তি—"সঃ এতং দেবযানং পন্থানম্ আসাদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি" (কৌঃ ১।৩), ইতি উপক্রম্য "সঃ আগচ্ছতি বিরজাং নদীং,তাং মনসা এব অত্যেতি, তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে" (কৌঃ ১।৪) ইতি ।১ তৎ কিং যথাশ্রুতং ব্যধ্বনি এব বিয়োগবচনং প্রতিপত্তব্যম্, আহোস্বিৎ আদৌ এব দেহাৎ অপসর্পণে ইতি বিচারণায়াম্ শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ যথাশ্রুতি প্রতিপত্তিপ্রসক্তৌ পঠতি 'সাম্পরায়ে' ইতি ।২ সাম্প-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শ্রুতিপ্রমাণসহকৃত পাঠক্রমবলে অর্দ্ধপথে কর্ম্মত্যাগ।]

দেবযানমার্গের দ্বারা পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট ব্রহ্মার অভিমুখে গমনকারীর পুণ্যপাপত্যাগ অর্দ্ধপথে হইয়া থাকে, ইহা কৌষীতকিশাখাধ্যায়িগণ পর্য্যঙ্কবিদ্যাতে পাঠ করিতেছেন—"তিনি এই দেবযানপথকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "তিনি বিরজানদীর নিকট আগমন করেন, তাহাকে মনের (—সঙ্কল্পের) দ্বারাই অতিক্রম করেন, তাহার দ্বারা পুণ্যপাপকে পরিত্যাগ করেন", ইত্যাদি।১ সেই স্থলে বিয়োগবচনকে (—পুণ্যপাপত্যাগবোধক বাক্যকে) কি যথাশ্রুত অর্দ্ধমার্গেই বুঝিতে হইবে, অথবা দেহ হইতে নির্গমনসময়ে প্রথমেই (—নির্গমনের পূর্ব্বেই), এইপ্রকার বিচার উপস্থিত হইলে, [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] শ্রুতির প্রামাণ্যবলে (—পাঠক্রমের বলে, (২) শ্রুতিতে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, সেইপ্রকারে বুঝিতে হইবে ; ইহা প্রাপ্ত হইলে—

ভাবদীপিকা

(২) "শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ" এই স্থলে 'পাঠক্রম (২।৫৮২ পৃঃ) বিবক্ষিত। কৌষীতকী শ্রুতিতে

শাঙ্করভাষ্যম্

রায়ে গমনে এব, দেহাৎ অপসর্পণে, ইদং বিদ্যাসামর্থ্যাৎ সুকৃতদুষ্কৃতহানং ভবতি ইতি প্রতিজানীতে।৩ হেতুং ব্যাচষ্টে—'তর্ত্তব্যাভাবাৎ' ইতি।৪ নহি বিদুষঃ সম্পরেতস্য বিদ্যয়া ব্রহ্ম সংপ্রেপ্সতঃ অন্তরালে সুকৃতদুষ্কৃতাভ্যাং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তব্যম্ অস্তি, যদর্থং কতিচিৎক্ষণান্ অক্ষীণে তে কল্পেয়াতাম্।৫ বিদ্যাবিরুদ্ধফলত্বাৎ তু বিদ্যাসামর্থ্যেন তয়োঃ ক্ষয়ঃ, সঃ চ যদা এব বিদ্যা ফলাভিমুখী তদা এব ভবিতুম্ অর্হতি।৬ তস্মাৎ প্রাগেব সন্ অয়ং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তৎশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণসহকৃত অর্থক্রমবলে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবদ্দশাতেই কর্মত্যাগ।]

[সিদ্ধান্তী—] পাঠ করিতেছেন—'সাম্পরায়ে' ইত্যাদি।২ "সাম্পরায়ে" ইহার অর্থ—গমনেই, অর্থাৎ দেহ হইতে অপসর্পণ (—প্রস্থান) সময়ে (—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে) বিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ পুণ্যপাপের এই পরিত্যাগ হইয়া থাকে, ইহা [ভগবান্ সূত্রকার] প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।৩ [প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির] হেতুকে ব্যাখ্যা করিতেছেন—'তর্ত্তব্যাভাবাৎ' (—যেহেতু প্রাপ্তব্যের অভাব আছে) ইত্যাদি।৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু সম্পরেত (—পরলোকের প্রতি প্রস্থিত] যে বিদ্বান্, যিনি বিদ্যাবলে ব্রহ্মকে (—ব্রহ্মলোককে) প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহার অন্তরালে (—শরীরত্যাগ ও হিরণ্যগর্ভলোক প্রাপ্তির মধ্যবর্ত্তিকালে) পুণ্য ও পাপের দ্বারা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, যাহার জন্য কতিপয় ক্ষণব্যাপী অক্ষীণ তাহাদিগকে (—পুণ্য ও পাপকে) কল্পনা করিতে হইবে (৩)।৫ [কিন্তু পুণ্যপাপত্যাগের হেতুভূত বিরজানদী অতিক্রমণের পূর্ব্বে তাহাদের ত্যাগ কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর—] কিন্তু বিদ্যার বিরুদ্ধ ফলযুক্ত হওয়ায় (—বিদ্যার যাহা ফল, পুণ্যপাপের ফল তাহার বিরুদ্ধ হওয়ায়) বিদ্যার সামর্থ্যবলে তাহাদের ক্ষয় (—পরিত্যাগ) হয়, আর তাহা (—সেই ক্ষয়) যখনই বিদ্যা ফলাভিমুখী (—সগুণবিদ্যাতে ব্রহ্মলোকে

ভাবদীপিকা

বিরজানদী তরণের পরে পুণ্যপাপত্যাগ পঠিত হইয়াছে, সেইহেতু পাঠক্রমবলে তাহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর মাত্র পাঠক্রমবলেই অর্থ নির্ণীত হইতেছে না, তাহার সহকারিরূপে 'তৎ' এই সর্ব্বনামপদরূপ শ্রুতিপ্রমাণও এই স্থলে আছে। পূর্ব্বপক্ষীর মতে—"তৎসুকৃতদুষ্কৃতেবিধূনুতে", অত্রস্থ 'তৎ' শব্দটীর অর্থ—'তেন হেতুনা' ; অর্থ—'বিরজানদী অতিক্রমণরূপ হেতুর বলে'। অতএব শ্রুতিপ্রমাণসহকৃত পাঠক্রমবলে "তিনি বিরজানদীকে অতিক্রম করিয়া সেই হেতুবলে [অর্দ্ধপথে] পুণ্যপাপকে ত্যাগ করেন", এইপ্রকার অর্থ সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব।

(৩) মার্গমধ্যে প্রাপ্তব্য ফল কিছুই না থাকায় এবং ব্রহ্মলোকে গতির প্রতিবন্ধক পুণ্যপাপের [ক্রমমুক্তিপ্রাপ্তের যাবতীয় পুণ্যপাপের] ক্ষয় না হইলে দেবযানমার্গে প্রবেশই সম্ভব না হওয়ায় জীবদ্দশাতেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকালে ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ বিদ্বানের পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত হয়, বিরজানদীতরণ পর্য্যন্ত তাহাদের অবস্থিতি কল্পনার প্রতি কোন হেতু নাই, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়ঃ পশ্চাৎ পঠ্যতে ।৭ তথাহি অন্যে অপি শাখিনঃ তাণ্ডিনঃ শাট্যায়নিনশ্চ প্রাগবস্থায়াম্ এব সুকৃতদুষ্কৃতহানম্ আমনন্তি—"অশ্বঃ ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্" (ছাঃ ৮।১৩।১) ইতি, "তস্য পুত্রাঃ দায়ম্ উপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" (শাট্যাঃ) ইতি চ ।৮।৩।৩।২৭॥

ভাষ্যানুবাদ

গতি আরম্ভরূপ এবং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অবিদ্যাধ্বংসরূপ ফলদানে উন্মুখ) হয়, তখনই হওয়া সঙ্গত (৪) ।৬ সেইহেতু (—ফলাভিমুখী ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই পুণ্যপাপ পরিত্যাগরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায়) এই সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয় (—তাহাদের পরিত্যাগ) পূর্ব্বে পঠিত হইলেও পরে পঠিত হইতেছে (৫) ।৭ [আমরা যেপ্রকারে ব্যাখ্যা করিলাম] সেইপ্রকারেই অন্য শাখিগণও, অর্থাৎ তাণ্ডী এবং শাট্যায়নশাখাধ্যায়িগণও প্রাগবস্থাতেই (—শরীরত্যাগের অব্যবহিত প্রাক্‌কালে জীবিতাবস্থাতেই) পুণ্যপাপপরিত্যাগকে পাঠ করিতেছেন, যথা—"অশ্ব যেমন রোমসকলকে বিধূনন (—কম্পনদ্বারা জীর্ণ রোম ও ধূলি ইত্যাদিকে পরিত্যাগ) করিয়া নির্ম্মল হয়, [আমিও এইপ্রকারে] পাপকে পরিত্যাগ করিয়া", ইত্যাদি এবং "তাঁহার পুত্রগণ ধন প্রাপ্ত হন, সুহৃদ্‌গণ সুকৃতকে এবং দ্বেষকারিগণ দুষ্কৃতকে প্রাপ্ত হন", (৬) ইত্যাদি।৮॥৩।৩।২৭॥

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তী এই স্থলে "তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে" (কৌঃ ১।৪) অত্রস্থ 'তৎ' এই শব্দের অর্থ করিলেন—'তেন', অর্থাৎ' ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবলে' ; কারণ 'তৎ' এই সর্ব্বনামপদটীর দ্বারা সন্নিহিত ও প্রকরণের প্রধান প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যাই বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় ; যেহেতু অন্যান্য কর্ম্ম ও উপাসনাজনিত অদৃষ্টের ন্যায় সগুণব্রহ্মবিদ্যাও মরণকালে অন্ত্যপ্রত্যয়সময়ে ব্রহ্মলোকে গতিরূপ ফলদানে উন্মুখ হইয়া থাকে। সুতরাং বিদ্যার প্রতিবন্ধকীভূত পুণ্যপাপের ক্ষয় (—পরিত্যাগ)তৎকালেই হওয়া সঙ্গত *। বস্তুতঃ কিন্তু প্রথমান্ত 'তৎ' এই পদটী ব্রহ্মবিদের উপস্থাপক, কারণ পূর্ব্বে "সঃ আগচ্ছতি বিরজাং নদীম্" এবং পরে "তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ", ইত্যাদি বাক্যে তৎপদের দ্বারা ব্রহ্মবিদেরই উল্লেখ হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাতেও 'ব্রহ্মবিদ্' এই পদে বিশেষণরূপে উপস্থাপিত 'ব্রহ্মবিদ্যাই' পুণ্যপাপক্ষয়ের প্রতি হেতু, ইহা অবগত হওয়া যায়। এইপ্রকারে অপ্রধান ও অপ্রতিপাদ্য 'নদী অতিক্রমণ' বুদ্ধিতে আরূঢ় না হওয়ায় 'তৎ' এই সর্ব্বনামশ্রুতি পূর্ব্বপক্ষীর অনুকূল না হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপস্থাপক হয় বলিয়া সিদ্ধান্তীরই অনুকূল হইয়া পড়িল। কিন্তু কৌষীতকীশ্রুতিপাঠের (—পাঠক্রমের) গতি তাহা হইলে কি ? তাহা বলিতেছেন—তস্মাৎ—'সেইহেতু' ইত্যাদি (৭ বাক্য)।

(৫) সিদ্ধান্তী এই স্থলে অর্থক্রমানুসারে (২।৫৮৩ পৃঃ) সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিলেন। "অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগুং পচতি" (তৈঃ ১।৫।৯।১), ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রয়োজনবশতঃ

[সগুণব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপত্যাগেরকালবিষয়ে মতভেদ।]

* নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তির উদয় হইলেই মূলাবিদ্যার নাশবশতঃ বিদ্বানের সঞ্চিত পুণ্যপাপ বিদ্যোদয়সমকালেই পরিত্যক্ত হয় এবং পরবর্ত্তিকালে

ভাষ্যদীপিকা

অথাৎ (—যবনির্দ্দিষ্ট চরু) পাক শেষে পঠিত হইলেও প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যাখিতস্থলেও তদ্রূপ পাপক্ষয় না হইলে দেবযানমার্গে প্রবেশরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়ায় এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে পুণ্যপাপ উভয়ের পরিত্যাগ শ্রুতিতে পঠিত হওয়ায় পুণ্যপাপত্যাগ পরে পঠিত হইলেও 'অর্থক্রমের' বলে তাহাকে প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ভাব। "সমগ্র কারণ বর্ত্তমান থাকিলে অবশ্যই কার্য্যোৎপত্তি হয়", এই লৌকিক ন্যায়ানুগৃহীত তাণ্ড্যাদি শ্রুতিই বলবতী। সেইহেতু সেই বলে প্রতিপাদিত জীবদ্দশাতেই কর্ম্মত্যাগ অঙ্গীকার্য্য, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—তথাহি—[আমরা] ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(৬) ভাব এই—দৃষ্টান্তে জীবিত অশ্বই স্বেচ্ছায় রোমকম্পনকরতঃ ধূলি ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মবিদও তদ্রূপ জীবদ্দশাতেই পুণ্যপাপত্যাগ করেন, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের একবাক্যতাবলে তাণ্ডীশ্রুতির এইপ্রকার অর্থই সিদ্ধ হয়। শাট্যায়নশ্রুতির তাৎপর্য্যও এইপ্রকারই, কারণ জীবিত পিতাই (ইষ্টাপত্রসম্পাদনকরতঃ) পুত্রগণকে ধনপ্রদান করেন, ইহা দৃষ্টাসিদ্ধ। এই দৃষ্টান্তবলে জীবিত বিদ্বান্‌কর্ত্তৃক এই স্থলেই ত্যক্ত পুণ্যপাপ তাঁহার পুত্রাদিকর্ত্তৃক সম্ভাবিত পুণ্যপাপ সংশ্লিষ্ট হয় না (৪।১।৯ এবং ১০ অধিঃ দ্রঃ), এই বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু সগুণব্রহ্মবিদের পুণ্যপাপ কোন্ সময়ে পরিত্যক্ত হয়, এই বিষয়ে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—"যদা এব বিদ্যা ফলাভিমুখী", (৬ বাক্য) ইত্যাদি। "ফলাভিমুখ" বলিতে কি বুঝায়, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। তাহা এই—ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—"সবিশেষবিদস্তু প্রায়ণকালে এব অশ্লেষঃ" (৪।১।১৪ সূঃ), "সবিশেষফলস্য প্রায়ণকালভাবিত্বাৎ" (৪।১।১৬ সূঃ), "সবিশেষবিদাং তু শরীরপাতাবসরে এব ফলারম্ভঃ" (৪।১।১৫ সূঃ), "সবিশেষবিদস্তু ফলারম্ভঃ শরীরপাতাবসরে ইতি অন্ত্যপ্রত্যয়সময়ে প্রাচীনানাং পাপানাং নাশঃ" (৪।১।১৩ সূঃ), ইত্যাদি। সুতরাং ইঁহার মতে "ব্রহ্মলোকে গতিই ফল", সগুণব্রহ্মবিৎ যখন সেই ফল প্রাপ্ত হইতে যান, অর্থাৎ মৃত্যুকালে উপাস্যধ্যায়ী তাঁহার যখন ব্রহ্মলোকে গতিরূপ অন্ত্যপ্রত্যয় উৎপন্ন হয়, তখন তাঁহার পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। "সাম্পরায়ে গমনে এব, দেহাৎ অপসর্পণে" (৩ বাক্য), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচন হইতে এই পক্ষও সমর্থিত হয়। কিন্তু ভামতীর অনুসরণকারী পরিমলকার বলেন—"সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্" ইত্যত্র সুকৃতশব্দস্য উপাস্যসাক্ষাৎকারাৎ প্রাচীনং কাম্যকর্ম্ম ন বিষয়ঃ, তস্য ততঃ এব বিনাশাৎ" (৪।১।১৯ সূঃ), [ততঃ এব উপাস্যসাক্ষাৎকারাদেব ইত্যর্থঃ]। "যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ সাক্ষাৎকারোদয়ে সতি অশ্লেষবিনাশৌ (ঐ), "যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ সাক্ষাৎকারে সতি অশ্লেষবিনাশৌ (ঐ), ইত্যাদি। ন্যায়মালাকারেরও ইহাই অভিপ্রায়, "উপাস্যে সাক্ষাৎকৃতে" ইত্যাদি বচন দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাকার এবং ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকারও বলিয়াছেন—"বিদ্যোদয়ানন্তরম্ এব কর্ম্মহানম্" (৩।৩।২৯ সূঃ বৃত্তি), ইত্যাদি। সুতরাং ইঁহাদের মতে "উপাস্যসাক্ষাৎকারই ফল", সেইহেতু উপাস্যসাক্ষাৎকারের সমকালেই উপাসকের (—সগুণব্রহ্মবিদের) সঞ্চিত পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত হয়, শরীরপাতকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না, ইহাও অবগত হওয়া যায়। পরন্তু ইঁহাদের মতেও সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্‌কর্ত্তৃক যথাক্রমে উপাস্যসাক্ষাৎকার ও অবিদ্যাধ্বংসী বৃত্তি উদয়ের সমকালেই সঞ্চিত পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত হইলেও সেই উভয়প্রকার ব্রহ্মবিদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু ফলদান করে না; আর ব্রহ্মবিদের মৃত্যুকালে তাহা সুহৃদ্ ও দ্বেষকারীতে সংক্রামিত হয়। ইহা পরিমলকারের "যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ সাক্ষাৎকারে সতি অশ্লেষবিনাশৌ তয়োরেব দেহবিয়োগকালে সুহৃদ্‌দ্বিষৎসংক্রমণম্" (৪।১।১৬,১৭ সূঃ), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। [৪।১।১০ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ; ৪।১।১২ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ]।

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥৩।৩।২৮॥

সূত্রার্থ—[নমু কর্মহানেঃ ব্রহ্মবিদ্যাফলত্বে বিদ্যাবলেন দেহত্যাগাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিবৎ কর্ম্মক্ষয়ঃ অপি দেহত্যাগাৎ উর্দ্ধং স্যাৎ ? অতঃ আহ—] **ছন্দতঃ**—স্বেচ্ছাতঃ [বিদ্যানুষ্ঠানং জীবতঃ এব সম্ভবাৎ তৎফলভূতঃ কর্ম্মক্ষয়ঃ অপি জীবতঃ এব যুক্তঃ, 'সতি পুষ্কলহেতৌ কার্য্যবিলম্বাযোগাৎ'। এবং ব্রহ্মবিদ্যাকর্ম্মক্ষয়য়োঃ নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে সতি] **উভয়াবিরোধাৎ**—যতঃ তাণ্ডিকৌষীতকিশ্রুত্যোঃ উভয়োঃ অবিরোধঃ ভবতি [অতঃ দেহত্যাগং বিনা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ অনুপপত্তেঃ, প্রকৃতে চ অনুপপত্ত্যভাবাৎ জীবতঃ এব কর্ম্মত্যাগঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু কর্ম্মত্যাগ ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইলে দেহত্যাগের পরবর্ত্তিকালে বিদ্যার বলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির ন্যায় কর্ম্মত্যাগও [কৌষীতকীতে বর্ণিত] দেহত্যাগের পরবর্ত্তিকালে হউক্ ? এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়ায়, বলিতেছেন—] **ছন্দতঃ**—নিজের ইচ্ছানুবশতঃ [বিদ্যার অনুষ্ঠান জীবিতের পক্ষেই সম্ভব হওয়ায় তাহার ফলভূত কর্ম্মত্যাগও জীবিতেরই হওয়া সঙ্গত ; যেহেতু 'সমগ্র কারণ থাকিলে কার্য্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নহে'। এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ম্মত্যাগের মধ্যে কার্য্যকারণভাব থাকিলে] **উভয়াবিরোধাৎ**—যেহেতু তাণ্ডী এবং কৌষীতকী উভয় শ্রুতির অবিরোধ হইয়া থাকে, [এইহেতু দেহত্যাগ ব্যতিরেকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি অযুক্তিসঙ্গত হওয়ায় এবং প্রস্তাবিতস্থলে অসঙ্গতি না থাকায় জীবিতেরই কর্ম্মত্যাগ হয়, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি চ দেহাৎ অপসৃপ্তস্য দেবযানেন পথা প্রস্থিতস্য অর্দ্ধপথে সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়ঃ অভ্যুপগম্যেত, ততঃ পতিতে দেহে যমনিয়মবিদ্যাভ্যাসাত্মকস্য সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়হেতোঃ পুরুষপ্রযত্নস্য ইচ্ছাতঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিদ্যাভ্যাস ও তৎফলভূত পুণ্যপাপক্ষয় জীবদ্দশাতেই সম্ভব হওয়ায় কৌষীতকী ও তাণ্ড্যাদি শ্রুতির সঙ্গতি]।

আর যদি দেহ হইতে বিনির্গত ও দেবযান মার্গদ্বারা গমনকারী পুরুষের পুণ্যপাপক্ষয় অর্দ্ধপথে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে দেহ পতিত (—মৃত) হইলে পুণ্যপাপক্ষয়ের হেতুভূত যম নিয়ম (৭) ও বিদ্যাভ্যাসরূপ পুরুষপ্রযত্নের স্বেচ্ছানুসারে

ভাবদীপিকা

গৃহীত হওয়া উচিত ; মধ্যপথে ত্যক্ত পুণ্যপাপ নহে, কারণ তাহা হইলে অত্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে তাহার গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বিরোধ হইয়া পড়িবে। আবার "বিধূয় পাপম্ ... ধূত্বা শরীরম্" (ছাঃ ৮।১৩।১), এই স্থলে 'বিধূয়' এই পদে যে 'ল্যপ্' প্রত্যয় হইয়াছে, সেই শ্রুতিপ্রমাণবলেও জীবদ্দশাতেই পুণ্যপাপত্যাগ সিদ্ধ হয়, কারণ উভয়ক্রিয়ার কর্ত্তা এক হইলেই পূর্ব্বকালিক ক্রিয়াতে ল্যপ্ ও ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয় বলিয়া পূর্ব্বে জীবদ্দশাতে যিনি পুণ্যপাপপরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই পরে শরীরত্যাগ করেন, ইহাই সিদ্ধ হয়। অত্রস্থ পাঠক্রমও উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক।

[যমনিয়মাদির পরিচয়]

(৭) **যম**—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (—অশাস্ত্রতঃ অগ্রহণ), ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ (—দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যতটুকু আবশ্যক তদতিরিক্ত বস্তুর অগ্রহণ)। [অহিংসাবিষয়ে

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুষ্ঠানানুপপত্তেঃ অনুপপত্তিঃ এব তদ্ধেতুকস্য সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়স্য স্যাৎ ।১ তস্মাৎ পূর্ব্বম্ এব সাধকাবস্থায়াং ছন্দতঃ অনুষ্ঠানং তস্য স্যাৎ, তৎপূর্ব্বকং চ সুকৃতদুষ্কৃতহানম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।২ এবং নিমিত্ত নৈমিত্তিকয়োঃ উপপত্তিঃ তাণ্ডিশাট্যায়নিশ্রুত্যোশ্চ সঙ্গতিঃ ইতি ।৩।৩।২৮। ইতি ষোড়শং সাম্পরায়াধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

অনুষ্ঠান যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় তদ্ধেতুক (—যমনিয়মাদি ও বিদ্যাভ্যাস যাহার হেতু, সেই) পুণ্যপাপক্ষয়ের অসঙ্গতি হইয়া পড়িবে (৮) ।১ সেইহেতু (—অর্দ্ধপথে সাধনের অভাববশতঃ পুণ্যপাপত্যাগরূপ সাধ্যসিদ্ধি সম্ভব না হওয়ায়) পূর্ব্বেই সাধকাবস্থাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার (—সাধনের) অনুষ্ঠান হইবে এবং তৎপূর্ব্বক পুণ্যপাপের ক্ষয় হইবে, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে ।২ এইপ্রকারে নিমিত্ত (—যমনিয়মাদি সংকৃত ব্রহ্মবিদ্যা) ও নৈমিত্তিকের (—সেই নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন পুণ্যপাপক্ষয়ের) যুক্তিযুক্ততা এবং [পাঠক্রমবলে অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপত্যাগবোধক কৌষীতকিবাক্যের সহিত লিঙ্গবলে জীবদ্দশাতে তত্ত্যাগবোধক] তাণ্ডী ও শাট্যায়নী শ্রুতির সঙ্গতি (—একবাক্যতা) সিদ্ধ হয় ।৩।৩।২৮। সম্পরায়াধিকরণ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

জ্ঞাতব্য এই—সার্বভৌম মহাব্রতরূপ অহিংসা, অর্থাৎ কোন অবস্থাতে, কোন প্রয়োজনে, কোন কালে কাহাকেও হিংসা না করা, ইহা মোক্ষমার্গী যোগিগণের জন্যই অভিপ্রেত, রাজনৈতিক* ও সামাজিক ব্যাপারে নহে]। **নিয়ম**—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, সংস্থাব, তপস্যা, স্বাধ্যায় (—বেদান্তাদিমোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও প্রণব জপ) এবং ঈশ্বরপ্রণিধান (—পরমেশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ)। যোঃ সূঃ ১।৩০-৩২ ব্যাসভাষ্য দ্রঃ।

(৮) ভাব এই—অর্দ্ধপথে নদীতরণই পুণ্যপাপক্ষয়ের হেতু হইলে মনুষ্য যমনিয়মাদি সাধন-সহকৃত ব্রহ্মবিদ্যাকে তাহাদের ক্ষয়ের হেতুরূপে না জানায় স্বেচ্ছায় তাহার অনুষ্ঠান করিবে না, ফলে ব্রহ্মবিদ্যা ও পাপক্ষয়ের মধ্যে কার্য্যকারণভাব ব্যাহত হইয়া পড়িবে এবং বিদ্যাভ্যাসরূপ সাধনের অভাবে পুণ্যপাপের ক্ষয় ও ব্রহ্মলোকে গতিই সম্ভব হইবে না। পূর্ব্ববাদী যদি বলেন—নদীতরণকেই আমরা পুণ্যপাপত্যাগের হেতু বলিতেছি না, ব্রহ্মবিদ্যাই তাহার হেতু, কিন্তু নদীতরণের পরই ব্রহ্মবিদ্যাবলে তাহারা ত্যক্ত হয় । তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—দেবযানপথে প্রস্থিত ব্যক্তির শরীর না থাকায় তাহার পক্ষে কিছুই ত্যাগ, বা গ্রহণ, বা সাধনানুষ্ঠান সম্ভব নহে । আর ফলদানোন্মুখ যে বিদ্যা এখানে ফলদান করিতে পারিল না, মধ্যপথে তাহা ফলদান করিবে, এই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তাও নাই। কিন্তু দেবযানপথে প্রস্থিতের যদি শরীর না থাকে, তবে কৌঃ ১।৬ শ্রুতিতে বর্ণিত বিধানের সহিত পর্য্যঙ্কস্থ

* সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রযুক্ত সামদানভেদদণ্ডনীতিকে পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসানীতি ও তাহার অবশ্যম্ভাবী সহকারী তোষণনীতির বিষময় ফলে—দেশবিভাজন, নেতৃবর্গের অচিন্তনীয় ক্লীবতা ও দুর্ব্বুদ্ধির বিস্ময়কর অভাব, লক্ষ লক্ষ কপর্দ্দকশূন্য উদ্বাস্তুসমাগম, শতশত কোটিটাকামূল্যের সম্পত্তিনাশ, শতশত মাতৃজাতির উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং সহস্র সহস্র নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণনাশে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

১৭। গতেরর্থবত্ত্বাধিকরণম্।[২৯-৩০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দেবযানমার্গ সগুণব্রহ্মবিদের জন্য, নির্গুণব্রহ্মবিদের জন্য নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মবিদ্যা ফলদানে উন্মুখ হইলে ব্রহ্মবিদের জীবদ্দশাতেই মৃত্যুর পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষয় হয়, ইহা প্রসঙ্গবশতঃ নিরূপণ করিয়া কোন শাখাতে কেবল 'হান' (—কর্ম্ম পরিত্যাগ) শ্রুত হইলে সেই শাখাতে বিদ্যার স্তুতির জন্য 'উপায়নের' (—গ্রহণের) উপসংহারই যেমন প্রকারান্তরে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্রূপ কোন শাখাতে 'হানের' সন্নিকটে যে দেবযানমার্গের বর্ণনা আছে, তাহা সকল শাখাতে পঠিত সকল বিদ্যাতেই উপসংহৃত হইবে, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের [অথবা প্রকটার্থকারের মতে ব্যবহিত ১৫ শ অধিকরণের] সহিত ইহার **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

উপাস্তিবোধয়োর্মার্গঃ সমো যদ্বা ব্যবস্থিতঃ।
সম এবোত্তরো মার্গ এতয়োঃ কর্ম্মহানবৎ॥
দেশান্তরফলপ্রাপ্ত্যৈ যুক্তো মার্গ উপাস্তিষু।
আরোগ্যবদ্বোধফলং তেন মার্গো ব্যবস্থিতঃ॥

অন্বয়—উপাস্তিবোধয়োঃ মার্গঃ সমঃ, যদ্বা ব্যবস্থিতঃ। কর্ম্মহানবৎ উত্তরমার্গঃ এতয়োঃ সমঃ এব। উপাস্তিষু দেশান্তরফলপ্রাপ্ত্যৈ মার্গঃ যুক্তঃ, বোধফলম্ আরোগ্যবৎ, তেন মার্গঃ ব্যবস্থিতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[দেবযানমার্গব্যবস্থা অত্র বিষয়ঃ। পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াং "দেবযানং পন্থানম্ আসাদ্য ...সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে" (কৌঃ ১৷৩), ইতি উপকোসলবিদ্যায়াং চ "পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে··· অর্চ্চিষম্ এব অভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৪৷১৪৷৩,৪৷১৫৷৫), ইতি এবম্প্রকারেণ সগুণব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবযানপন্থাঃ শ্রুতঃ। "পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি" (মুঃ ৩৷১৷৩) ইতি, "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"·····ন লিপ্যতে কর্ম্মণা" (বৃঃ ৪৷৪৷৬,২৩), ইতি চ এবম্প্রকারেণ আম্নাতায়াং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবযানপন্থাঃ ন শ্রুতঃ। অতঃ কচিৎ হানসন্নিধৌ মার্গশ্রবণাৎ, কচিৎ তদশ্রবণাৎ বিশেষাপরিজ্ঞানাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] উপাস্তিবোধয়োঃ মার্গঃ সমঃ, যদ্বা ব্যবস্থিতঃ?

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মার কথোপকথন কিপ্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বিদ্যাপ্রভাবে তাবন্মাত্র কার্য্যোপযোগী দিব্য শরীর তৎকালে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বিরোধ হয় না। অতএব "কারণকূটের সমাবেশ হইলে কার্য্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হয় না" এই ন্যায়বলে মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবদ্দশাতেই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা যখন ফলদানোন্মুখ হয়, তখন তাহার প্রতিবন্ধকীভূত পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয়, ইহাই সিদ্ধ হয়। এই স্থলে **রহস্য** এই—বিদ্যাফলদানোন্মুখী হইলেই পুণ্যপাপ ত্যক্ত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। **নির্গুণ**ব্রহ্মবিদ্যা স্বোদয়কালেই অবিদ্যাধ্বংস ও স্বস্বরূপাভিব্যক্তিরূপ ফল সম্পাদন করে, সুতরাং বিদ্যোদয়সমকালে জীবদ্দশাতেই তাঁহার পুণ্যপাপ ত্যক্ত হইয়া পড়ে (১ ভাবদীঃ)। **সগুণ**ব্রহ্মবিদ্যাতে কিন্তু স্থূলশরীরত্যাগ ব্যতিরেকে দেবযানমার্গে প্রবেশরূপ ফলারম্ভ সম্ভব না হওয়ায় শরীরত্যাগকালেই বিদ্যা ফলদানোন্মুখী হয় বলিয়া তাঁহার পুণ্যপাপ মৃত্যুকালে জীবদ্দশাতেই ত্যক্ত হয়, ইহাই বস্তুস্থিতি।

পূর্ব্বপক্ষ—কর্ম্মহানবৎ [চতুর্থাধ্যায়স্থ তৃতীয়পাদে বক্ষ্যমাণঃ] উত্তরমার্গঃ এতয়োঃ [সগুণনির্গুণব্রহ্মবিদোঃ] সমঃ এব।

সিদ্ধান্ত—উপাস্তিষু [উপাস্তিপ্রাপ্যস্য ব্রহ্মলোকফলস্য দেশান্তরবর্ত্তিত্বাৎ] দেশান্তরফলপ্রাপ্তৌ মার্গঃ যুক্তঃ। বোধফলং [তু ব্যাধেঃ] আরোগ্যবৎ [অবিদ্যানিবৃত্তিমাত্রম্। কিং তত্র মার্গেণ করণীয়ং স্যাৎ?] তেন [উপাসকস্যৈব মার্গঃ, ন তু জ্ঞানিনঃ ইতি] মার্গঃ ব্যবস্থিতঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[দেবযানমার্গের ব্যবস্থা এখানে বিষয়। পর্য্যঙ্কবিদ্যাতে "দেবযান পথকে প্রাপ্ত হইয়া....পুণ্যপাপকে ত্যাগ করেন", উপকোসলবিদ্যাতেও "পাপ কর্ম্ম সম্বদ্ধ হয় না ... অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এইপ্রকারে সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে দেবযানমার্গ শ্রুত হইয়াছে। "পুণ্যপাপকে ত্যাগকরতঃ নিরঞ্জন (—অবিদ্যাদি ক্লেশহীন) হইয়া পরম সমতাকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এবং "তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না, [পূর্ব্বেও স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন....কর্ম্মের সহিত লিপ্ত হন না", ইত্যাদি এইপ্রকারে পঠিত নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবযানমার্গ শ্রুত হয় নাই। এইহেতু কোন স্থলে [পুণ্যপাপের] ত্যাগের নিকটে দেবযানমার্গ শ্রুত হওয়ায়, কোন স্থলে তাহা শ্রুত না হওয়ায় এবং বিশেষ (—এইপ্রকার প্রভেদ) কেন হইতেছে, এই বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় সংশয় হইতেছে—] উপাসনা ও জ্ঞানের মার্গ সমান, অথবা ব্যবস্থিত (—একের পক্ষে নিয়মিত)?

পূর্ব্বপক্ষ—কর্ম্মপরিত্যাগের ন্যায় [চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে যাহা বর্ণিত হইবে, সেই] উত্তরমার্গ (—দেবযান) ইঁহাদের (—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদের) পক্ষে সমানই।

সিদ্ধান্ত—উপাসনাসকলে [উপাসনার দ্বারা প্রাপ্তব্য ব্রহ্মলোকরূপ ফল অন্য দেশে অবস্থিত হওয়ায়, সেই] দেশান্তরবর্ত্তি ফলপ্রাপ্তির জন্য [দেবযান] মার্গ সঙ্গত। জ্ঞানের ফল [কিন্তু ব্যাধি হইতে] আরোগ্যের ন্যায় [অবিদ্যানিবৃত্তিমাত্র। সেই স্থলে মার্গের দ্বারা করণীয় কি থাকিতে পারে? (—কিছুই থাকে না)। সেইহেতু মার্গ উপাসকের জন্যই, কিন্তু জ্ঞানীর জন্য নহে, এইপ্রকারে] মার্গ ব্যবস্থিত (—সগুণবিদ্যাতে নিয়মিত)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নির্গুণব্রহ্মবিদের মুক্তিও মার্গসাপেক্ষ হওয়ায় অশ্রুতমার্গ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে মার্গের উপসংহার। সিদ্ধান্তে—নির্গুণব্রহ্মবিদের মুক্তি তন্নিরপেক্ষ হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে মার্গের অনুপসংহার।

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ ॥৩।৩।২৯॥

পদচ্ছেদ—গতেঃ, অর্থবত্ত্বম্, উভয়থা, অন্যথা, হি, বিরোধঃ।

সূত্রার্থ—[সগুণবিদ্যায়াং কর্ম্মহানসন্নিধৌ দেবযানঃ পন্থাঃ শ্রুতঃ। নির্গুণবিদ্যাস্থলে তু ন শ্রুতঃ। তত্র কিং দেবযানোপসংহারঃ অস্তি, নবা ইতি সন্দেহে; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **গতেঃ**—দেবযানস্য পথঃ, **অর্থবত্ত্বম্**—প্রয়োজনবত্ত্বম্, **উভয়থা**—বিভাগেন [ভবিতুম্ **অর্হতি**—সগুণবিদ্যায়াং দেবযানমার্গঃ অস্তি, নির্গুণবিদ্যায়াং ন ইতি। কুতঃ?] **হি**—যস্মাৎ, **অন্যথা**—সর্ব্বত্র দেবযানমার্গোপসংহারাঙ্গীকারে, **বিরোধঃ**—"ন তস্মাৎ প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবনীয়ন্তে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃঃ ৪।৪।৬ মাধ্যঃ), ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধঃ স্যাৎ। [অতঃ নির্গুণবিদ্যায়াং মার্গোপসংহারঃ ব্যর্থঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[সগুণবিদ্যাতে কর্মত্যাগের সন্নিকটে দেবযান পথ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাস্থলে কিন্তু বর্ণিত হয় নাই। সেই স্থলে (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে) কি দেবযানের উপসংহার হইবে, অথবা হইবে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'হইবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] গতেঃ—দেবযান মার্গের, অর্থবত্ত্বম্—সার্থকতা, উভয়থা—বিভাগশঃ হওয়া উচিত, [অর্থাৎ সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গের উপসংহার হইবে, নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে হইবে না। তাহাতে হেতু কি? তাহা বলিতেছেন—] হি—যেহেতু, অন্যথা—সর্ব্বত্র দেবযানমার্গের উপসংহার অঙ্গীকার করিলে, বিরোধঃ—"তাঁহার প্রাণসকল উৎক্রমণ করে না; এখানেই সম্যগ্‌রূপে বিলীন হয়, [তিনি পূর্ব্বেও স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে [অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে মার্গের উপসংহার ব্যর্থ; ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্বচিৎ পুণ্যপাপহানসন্নিধৌ দেবযানঃ পন্থাঃ শ্রূয়তে, ক্বচিৎ ন।১ তত্র সংশয়ঃ—কিং হানৌ অবিশেষেণৈব দেবযানঃ পন্থাঃ সন্নিপতেৎ, উত বিভাগেন ক্বচিৎ সন্নিপতেৎ ক্বচিৎ ন ইতি?২ যথা তাবৎ হানৌ অবিশেষেণৈব উপায়নানুবৃত্তিঃ উক্তা, এবং দেবযানানুবৃত্তিঃ অপি ভবিতুম্ অর্হতি ইতি।৩ অস্যাং প্রাপ্তৌ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অবিশেষভাবে সকলপ্রকার বিদ্যাতেই দেবযানমার্গের উপসংহার।]

কোন স্থলে পুণ্যপাপত্যাগের সন্নিকটে দেবযান মার্গ শ্রুত হইতেছে, কোন স্থলে শ্রুত হইতেছে না।১ সেই স্থলে সংশয় হয়—[পুণ্যপাপ] ত্যাগস্থলে কি অবিশেষভাবে দেবযান পথ সন্নিপতিত (—উপসংহৃত) হইবে, অথবা বিভাগশঃ কোন স্থলে উপসংহৃত হইবে, কোন স্থলে হইবে না?২ [পূর্ব্বপক্ষ—পুণ্যপাপের] ত্যাগস্থলে যেমন অবিশেষভাবেই উপায়নের অনুবৃত্তি (—গ্রহণের উপসংহার, ৩।৩।১৫ অধিকরণে] বর্ণিত হইয়াছে, এইপ্রকারে দেবযানমার্গের উপসংহারও হওয়া উচিত (—সগুণ ও নির্গুণ, সকল বিদ্যাতেই দেবযানমার্গের উপসংহার হইবে,১) ইত্যাদি।৩

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—পর্য্যঙ্কবিদ্যা (কৌঃ ১), উপকোসলবিদ্যা (ছাঃ ৪।১০), দহরবিদ্যা (ছাঃ ৮।১০), পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (ছাঃ ৫।৩, বৃঃ ৬।২) প্রভৃতি সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪), ষোড়শকলবিদ্যা (ছাঃ ৪।৫) প্রভৃতি সগুণবিদ্যাতে তাহা বর্ণিত হয় নাই। আর নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতেও "শতং চ একা হৃদয়স্য নাড্যঃ...তয়া ঊর্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বম্ এতি" (কঠ ২।৩।১৬), ইত্যাদি প্রকারে দেবযানমার্গে গতিপূর্ব্বক অমৃতত্বলাভ বর্ণিত হইয়াছে। আবার "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি উপাসতে, তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৫।১০।২), এইপ্রকারে অবিশেষভাবে সকলপ্রকার বিদ্যাতেই সাধারণভাবে দেবযানমার্গ শ্রুত হইয়াছে। সেইহেতু সগুণ ও নির্গুণ সকলপ্রকার বিদ্যাতেই দেবযানমার্গের উপসংহার হইবে এবং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিদের অবিদ্যানিবৃত্তিও ব্রহ্মলোকে গমনের পরই হইবে, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

আচক্ষ্মহে—গতেঃ দেবযানস্য পথঃ অর্থবত্ত্বম্ উভয়থা বিভাগেন ভবিতুম্ অর্হতি, ক্বচিৎ অর্থবতী গতিঃ ক্বচিৎ ন ইতি, ন অবিশেষেণ।৪ অন্যথা হি অবিশেষেণৈব এতস্যাং গতৌ অঙ্গীক্রিয়মাণায়াং বিরোধঃ স্যাৎ।৫ "পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি" (মু: ৩।১।৩), ইতি অস্যাং শ্রুতৌ দেশান্তরপ্রাপণী গতিঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ - নির্গুণব্রহ্মবিদের গতি সম্ভব না হওয়ায় সেই বিদ্যাতে মার্গের উপযোগিতা নাই।]

[সিদ্ধান্ত—] ইহার (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের) প্রাপ্তি হইলে আমরা বলিতেছি—গতির, অর্থাৎ দেবযানপথের অর্থবত্তা (—প্রয়োজন, সার্থকতা) উভয়প্রকারে অর্থাৎ বিভাগশঃ হওয়া উচিত : গতি (—গম+করণবাচ্যে ক্তিন্, অর্থ—গমনসাধনভূত মার্গ) কোথাও (—সগুণবিদ্যাতে) সার্থক, কোথাও (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে) সার্থক নহে, কিন্তু অবিশেষভাবে নহে (—সকলপ্রকার বিদ্যাতেই তাহা সার্থক নহে,) ।৪ যেহেতু 'অন্যথা', অর্থাৎ অবিশেষভাবে এই গতি (—গমনসাধন মার্গ, সকলপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যাতে] অঙ্গীকৃত হইলে বিরোধ হইয়া পড়িবে ।৫ [কোথায় বিরোধ হইবে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন— "বন্ধনের হেতুভূত] পুণ্যপাপকে ত্যাগকরতঃ নিরঞ্জন (—বিগতক্লেশ, ২) হইয়া পরম সমতাকে (—ব্রহ্মবস্তুকে) প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই শ্রুতিতে দেশান্তরপ্রাপ্তির উপায়ভূত মার্গ বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে ।৬ যেহেতু যিনি নিরঞ্জন (—কারণের সহিত অবিদ্যাদিক্লেশরহিত, সুতরাং অসঙ্গ) এবং [সর্ব্বব্যাপী হওয়ায়] গতিবিহীন, তিনি (—সেই নির্গুণ-

ভাবদীপিকা [অবিদ্যাদি ক্লেশের পরিচয়]

(২) ক্লেশ—অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচটিকে বলে 'ক্লেশ'। কর্ম্ম ও ফলাত্মক সংসারের প্রবর্ত্তক হইয়া পুরুষকে ক্লেশ (—দুঃখ) প্রদান করে বলিয়া ইহাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীটি পরবর্ত্তীটির প্রতি কারণ। ইহাদের পরিচয় এই—পৃথিব্যাদি অনিত্য বস্তুকে নিত্য মনে করা, শরীরাদি অশুচি বস্তুকে শুচি মনে করা, ইত্যাদি এইপ্রকার যে বিপর্য্যজ্ঞান [বিপরীত জ্ঞান (যোঃ সূঃ ২।৫ ব্যাসভাষ্য), মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রম) তাহা ১। অবিদ্যা *। চেতন পুরুষ ও জড় বুদ্ধি, ইহাদের তাদাত্ম্যজ্ঞানজন্য "আমি আছি, আমি কর্ত্তা, ভোক্তা" ইত্যাকার অভিমানাত্মক যে চিজ্জড়গ্রন্থি তাহাই ২। অস্মিতা। [ইহার অপর নাম 'মোহ', যোঃ সূঃ ১।৮ তত্ত্ববৈঃ]। ভ্রমবশতঃ দর্পণগত মালিন্যের চন্দ্রমাতে প্রতিভাসের ন্যায় বুদ্ধির ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদির পুরুষে প্রতিভাস হয়, এইহেতু ইহা অবিদ্যার (—ভ্রমের) কার্য্য। পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মৃতিবশতঃ তজ্জাতীয় সুখ ও তাহার সাধনের প্রতি যে তৃষ্ণা, তাহাকে বলে ৩। রাগ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাত্মক অস্মিতা

---

* ইহা বেদান্তোক্ত 'অবিদ্যা' নহে। পাতঞ্জলোক্ত এই অবিদ্যা হইতে বেদান্তোক্ত 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়' অবিদ্যার পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য শেষোক্তকে 'মূলাবিদ্যা' বলা হয়। বেদান্তোক্ত মূলাবিদ্যা (—মায়া, অজ্ঞান) পাতঞ্জলোক্ত এই অবিদ্যার (—ভ্রমের) কারণ (৩।৩।৩০ সূঃ, ৫ ভাষ্যবাক্য,) যেহেতু অধিষ্ঠানবিষয়ক অজ্ঞান থাকিলেই এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে ভ্রম সম্ভব। পাতঞ্জলদর্শনের একজন ইদানীন্তনকালীন ব্যাখ্যাতা এই প্রভেদটুকু লক্ষ্য না করিয়া পাতঞ্জলোক্ত অবিদ্যার বশীভূত হইয়া বেদান্তের উপর আক্ষেপাত্মক ব্যর্থ প্রলাপ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিরুধ্যেত ।৬ কথং হি নিরঞ্জনঃ অগন্তা দেশান্তরং গচ্ছেৎ ? ৭ গন্তব্যং চ পরমং সাম্যং ন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তম্ ইতি আনর্থক্যম্ এব অত্র গতেঃ মন্যামহে ।৮।৩।৩।২৯।

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মাত্মবিৎ) কিপ্রকারে দেশান্তরে গমন করিবেন ? ৭ [গন্তার স্বরূপ আলোচনা করিয়া মার্গের অনুপযোগিতার কথা বলিয়া এক্ষণে গন্তব্যস্থানের স্বরূপ আলোচনা-দ্বারা তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্মের সহিত অভেদাত্মক] পরম সমতাই [নির্গুণব্রহ্ম-বিদ্যাতে] গন্তব্য (—প্রাপ্তব্য), তাহা দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন নহে, এইহেতু এখানে (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে) গতির (—মার্গের) আনর্থক্যই আমরা মনে করিতেছি (৩) ।৮॥৩।৩।২৯॥

ভাবদীপিকা

থাকিলেই ইহার উৎপত্তি সম্ভব, সেইহেতু ইহা অস্মিতার কার্য্য। পূর্ব্বানুভূত দুঃখের স্মৃতিবশতঃ তজ্জাতীয় দুঃখ ও তাহার সাধনের প্রতি যে প্রতিকূলভাব, তাহা ৪। **দ্বেষ**। 'রাগ' প্রতিহত হইলেই হয় দ্বেষের উৎপত্তি, সেইহেতু দ্বেষ রাগের কার্য্য। মৃত্যুভয়ের নামই ৫। **অভিনিবেশ**। যাহা দ্বেষ্য, অর্থাৎ যাহার প্রতি প্রতিকূলভাব পোষণ করা হয়, তাহা হইতেই স্বীয় অনিষ্টাশঙ্কাবশতঃ হয় ভয়ের উৎপত্তি ; সেইহেতু ইহা দ্বেষের কার্য্য। ব্রহ্মা হইতে ["সঃ ভাপয়োৎ" বৃঃ ১।২।৪] ক্রিমি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীতেই তাহা স্বাভাবিক। কোন কোন টীকা-গ্রন্থে ভয়সামান্যকে 'অভিনিবেশ' বলা হইয়াছে। [যোঃ সূঃ ২।৩-৯ ব্যাসভাষ্য, যোগসুধাকর, ভট্টকৃত বৃত্তি ইত্যাদি দ্রঃ]।

(৩) পূর্ব্ববাদী বলিয়াছেন—"নির্গুণব্রহ্মবিদের অবিদ্যানিবৃত্তি ব্রহ্মলোকে গমনের পরই হইবে" (১ ভাবদীঃ)। তাহা সম্ভব নহে, কারণ তাহা অঙ্গীকার করিলে "ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।৬), "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (বৃঃ ৪।৪।৭, কঠ ২।৩।১৪), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। আর ব্রহ্মস্বরূপতারূপ যে 'পরম সাম্য', তাহা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের সমকালেই হইয়া থাকে ; "যদা পশ্য পশ্যতে…পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্…নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩), ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই বলেন। ব্রহ্মলোকে গমনানন্তর এই পরম সমতার প্রাপ্তি হইলে এই শ্রুতিরও বিরোধ হইয়া পড়িবে। [সুষুপ্তি হইতে ব্যাবৃত্তির জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—'পরমং সাম্যম্'। সুষুপ্তিতে অবিদ্যা থাকায় পরম সমতা হয় না]। আর এক কথা, উপাধি-বলেই জীবের গত্যাগতি সিদ্ধ হয়, ইহা "তদ্গুণসারত্বাৎ" (২।৩।২৯) ইত্যাদি স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের ফলে উপাধির উপশম হইলে ব্রহ্মলোকে গতি কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? এইপ্রকারে নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদের গতিই সম্ভব না হওয়ায় পূর্ব্ববাদিকর্ত্তৃক উদ্ধৃত "যে চ ইমে অরণ্যে" (ছাঃ ৫।১০।২) এবং "শতং চ একা হৃদয়স্য নাড্যঃ" (কঠ ২।৩।১৬), ইত্যাদি বাক্যকে নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাব্যতিরিক্ত স্থলে প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রুতি স্বয়ংই "শতং চ একা", ইত্যাদি কাঠক বাক্যকে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণ হইতে অপসরণ করিয়া ছান্দোগ্যস্থ সগুণদহরবিদ্যাতে (ছাঃ ৮।৬।৬) প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে মার্গের কোনপ্রকার উপযোগিতা নাই, ইহাই সিদ্ধ হইল।

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥৩।৩।৩০॥

পদচ্ছেদ—উপপন্নঃ, তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ, লোকবৎ।

সূত্রার্থ—[ননু তর্হি সগুণবিদ্যায়াম্ অপি মার্গঃ ব্যর্থঃ স্যাৎ, ব্রহ্মবিদ্যাত্বাৎ ইতি চেৎ? অতঃ আহ—ক্বচিৎ অর্থবতী গতিঃ, ক্বচিৎ ন, ইতি উভয়থাভাবঃ] **উপপন্নঃ**—ন্যায্যোপেতঃ। [কুতঃ?] **তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ**—সা গতিঃ লক্ষণং—কারণং যস্য সগুণবিদ্যাফলস্য পর্য্যঙ্কস্থব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপস্য লোকান্তরবর্ত্তিনঃ অর্থস্য, তস্য শ্রুতিষু উপলব্ধেঃ। [অতঃ সগুণবিদ্যায়াং মার্গঃ অর্থবান্, ন নির্গুণবিদ্যায়াম্]। **লোকবৎ**—যথা লোকে রামসেতুবাসিনাং গঙ্গা-প্রাপ্ত্যর্থম্ মার্গঃ অপেক্ষিতঃ, ন গঙ্গাস্থানাং তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[কিন্তু তাহা হইলে সগুণবিদ্যাতেও দেবযানমার্গ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, যেহেতু তাহাও ব্রহ্মবিদ্যা; এইপ্রকার যদি বলা হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—কোন স্থলে গতি (—গমনসাধন মার্গ) সার্থক, কোন স্থলে নহে—এইপ্রকারে উভয়প্রকার হওয়া] **উপপন্নঃ**—যুক্তিযুক্ত। [তাহাতে হেতু কি? তাহা বলিতেছেন—] **তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ**—যেহেতু তাহা, অর্থাৎ সেই গতি (—মার্গ) যাহার প্রতি, অর্থাৎ সগুণবিদ্যার ফল-ভূত পর্য্যঙ্কস্থব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ লোকান্তরবর্ত্তি যে অর্থের, অর্থাৎ প্রয়োজনের প্রতি, 'লক্ষণ'—কারণ, তাহা (—সেই প্রয়োজন) শ্রুতিসকলে উপলব্ধ হয়। [এইহেতু সগুণবিদ্যাতে মার্গ সার্থক, নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে নহে]। **লোকবৎ**—যেমন লোকমধ্যে রামসেতুবাসিগণের গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য মার্গ অপেক্ষিত, কিন্তু গঙ্গাতীরবাসিগণের জন্য নহে, তাহার ন্যায়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপপন্নশ্চ অয়ম্ উভয়থা ভাবঃ ক্বচিৎ অর্থবতী গতি, ক্বচিৎ ন ইতি, তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ।১ গতিকারণভূতঃ হি অর্থঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যা-দিষু সগুণেষু উপাসনেষু উপলভ্যতে।২ তত্র হি পর্য্যঙ্কারোহণং, পর্য্যঙ্কস্থেন ব্রহ্মণা সংবদনং, বিশিষ্টগন্ধাদিপ্রাপ্তিশ্চ ইতি এব-মাদি বহু দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তং ফলং শ্রূয়তে, তত্র অর্থবতী গতিঃ।৩ ন তু সম্যগ্দর্শনে তল্লক্ষণার্থোপলব্ধিঃ অস্তি।৪ ন হি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গের সার্থকতা ও নির্গুণবিদ্যাতে নিরর্থকতা প্রতিপাদন।]

আর গতি (—গমনসাধন মার্গ) কোথাও সার্থক, কোথাও নহে, এইপ্রকার **উভয়থাভাব** (—উভয়প্রকার হওয়া) যুক্তিসঙ্গত; যেহেতু তাহা (—মার্গ) যাহাতে **লক্ষণ** (—কারণ), সেই [পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হিরণ্যগর্ভপ্রাপ্তিরূপ] **অর্থ** (—প্রয়োজন, ফল) উপলব্ধ হয়।১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু গতি যাহার [প্রাপ্তির প্রতি] কারণ, সেই প্রয়োজন পর্য্যঙ্কবিদ্যা (কৌঃ ১।৬) প্রভৃতি সগুণ উপাসনাসকলে উপলব্ধ হইতেছে।২ যেহেতু সেই স্থলে পর্য্যঙ্কে আরোহণ, পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ব্রহ্মার সহিত কথোপকথন এবং বিশিষ্ট গন্ধ প্রভৃতির প্রাপ্তি ইত্যাদি এইপ্রকার দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন বহু ফল শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, [সেইহেতু] সেই স্থলে (—পর্য্যঙ্কবিদ্যাদি সগুণ উপাসনাতে) মার্গ সার্থক।৩

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মৈকত্বদর্শিনাম্ আপ্তকামানাম্ ইহৈবদগ্ধাশেষক্লেশবীজা-নাম্ আরব্ধভোগকর্ম্মাশয়ক্ষপণব্যতিরেকেণ অপেক্ষিতব্যং কিঞ্চিৎ অস্তি, তত্র অনর্থিকা গতিঃ।৫ 'লোকবৎ' চ এষঃ বিভাগঃ দ্রষ্টব্যঃ।৬ যথা লোকে গ্রামপ্রাপ্তৌ দেশান্তরপ্রাপণঃ পন্থাঃ অপেক্ষ্যতে, ন আরোগ্যপ্রাপ্তৌ, এবম্ ইহাপি।৭ ভূয়শ্চ এনং বিভাগং চতুর্থাধ্যায়ে নিপুণতরম্ উপপাদয়িষ্যামঃ।৮।৩।৩।৩০॥

ইতি সপ্তদশং গতেরর্থবত্ত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতেও তাহা সার্থক হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু সম্যগ্-দর্শনে (—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানে) তল্লক্ষণার্থের (—মার্গ যাহার প্রাপ্তির কারণ, সেই ব্রহ্মলোকরূপ ফলের) উপলব্ধি হয় না।৪ [ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] দেখ, যাঁহারা [নির্গুণব্রহ্মের সহিত] আত্মার একত্ব দর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদের সকল-প্রকার কামনার প্রাপ্তি হইয়াছে এবং যাঁহাদের এখানেই (—জীবদ্দশাতেই) অশেষক্লেশবীজ (—অবিদ্যাদি যাবতীয় ক্লেশের বীজ (—কারণ) যে মূলাবিদ্যা, তাহা) দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের যে কর্ম্মশেষের (—প্রারব্ধ কর্ম্মের) ভোগ আরব্ধ হইয়াছে, তাহার ক্ষয়করণ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই অপেক্ষণীয় নাই, সেই স্থলে মার্গ অনর্থক (—নিগুণব্রহ্মাত্মবিদের পক্ষে মার্গ নিষ্প্রয়োজন।৫ এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [মার্গের অপেক্ষা ও অনপেক্ষারূপ] এই বিভাগকে লোকবৎ (—লোকমধ্যে যেপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়, সেইপ্রকারে) বুঝিতে হইবে।৬ যেমন লোকমধ্যে গ্রামপ্রাপ্তিতে দেশান্তরপ্রাপক পথ অপেক্ষিত, কিন্তু [রোগ হইতে] আরোগ্য প্রাপ্তিতে নহে; এই স্থলেও (—সগুণবিদ্যা ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতেও) এইপ্রকার বুঝিবে হইবে (—প্রথমোক্তস্থলে মার্গের অপেক্ষা থাকে, শেষোক্ত স্থলে নহে)।৭ [মার্গের সার্থকতা ও নিরর্থকতারূপ] এই বিভাগকে আমরা চতুর্থাধ্যায়ে পুনরায় অধিকতর নিপুণভাবে প্রতিপাদন করিব।৮।৩।৩।৩০॥ গতেরর্থবত্ত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

১৮। অনিয়মাধিকরণম্। [৩১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সকলপ্রকার সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গের উপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গের অপেক্ষা এবং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে তাহার অনপেক্ষার ন্যায় সগুণবিদ্যাতেও যে স্থলে মার্গ বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থলেই তাহার অপেক্ষা এবং অন্য স্থলে তাহার অনপেক্ষা হইবে, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

মার্গঃ শ্রুতস্থলেষেব সর্ব্বোপাস্তিষু বা ভবেৎ।
শ্রুতেষেব প্রকরণাৎ দ্বিঃপাঠোঽস্য বৃথাঽন্যথা॥
প্রোক্তো বিদ্যান্তরে মার্গো যে চেম ইতি বাক্যতঃ।
তেন বাধ্যং প্রকরণং দ্বিঃপাঠশ্চিন্তনায় হি॥

অন্বয়—মার্গঃ শ্রুতস্থলেষু এব ভবেৎ, সর্ব্বোপাস্তিষু বা? প্রকরণাৎ শ্রুতেষু এব, অন্যথা অস্য দ্বিঃ পাঠ বৃথা। "যে চ ইমে", ইতি বাক্যতঃ বিদ্যান্তরে মার্গঃ প্রোক্তঃ, তেন প্রকরণং বাধ্যম্। হি দ্বিঃ পাঠঃ চিন্তনায়।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সর্ব্বাসু উপাসনাসু মার্গব্যবস্থা বিষয়ঃ। ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ উপকোসলবিদ্যায়াং চ উত্তরমার্গঃ পঠিতঃ। শাণ্ডিল্যবৈশ্বানরবিদ্যাদিষু ন পঠিতঃ। "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপঃ ইতি উপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।১), ইত্যাদি বাক্যে চ বিদ্যান্তরশীলিনাম্ অপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ভিঃ সমানমার্গতা প্রতিভাতি। অতঃ বিদ্যাবিশেষপ্রকরণাৎ বাক্যাবিশেষাবগমাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—দেবযানঃ] মার্গঃ শ্রুতস্থলেষু এব ভবেৎ, সর্ব্বোপাস্তিষু বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—প্রকরণাৎ শ্রুতেষু এব [বিদ্যাসু মার্গঃ ব্যবস্থিতঃ, ন তু অন্যত্র উপসংহর্ত্তব্যঃ], অন্যথা [সকৃৎপঠিতস্যৈব সর্ব্বত্র উপসংহর্ত্তুং শক্যত্বাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ উপকোসলবিদ্যায়াং চ] অস্য [মার্গস্য] দ্বিঃ পাঠঃ বৃথা [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবাক্যশেষে পঞ্চাগ্ন্যুপাসকানাম্ উত্তরমার্গং ব্রুবত্যা শ্রুত্যা] "যে চ ইমে" (ছাঃ ৫।১০।১), ইতি বাক্যতঃ বিদ্যান্তরে মার্গঃ প্রোক্তঃ। তেন [বিদ্যান্তরশীলিনাম্ অপি মার্গপ্রতিপাদকবাক্যেন] প্রকরণং বাধ্যম্। [নচ দ্বিঃপাঠবৈয়র্থ্যম্], হি দ্বিঃ পাঠঃ [উপাসকস্য] চিন্তনায় [ভবতি। তস্মাৎ সর্ব্বোপাস্তিষু উত্তরমার্গঃ অবগন্তব্যঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[সকলপ্রকার উপাসনাতে মার্গব্যবস্থা এখানে বিষয়। ছান্দোগ্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে ও উপকোসলবিদ্যাতে উত্তরমার্গ (—দেবযানমার্গ) পঠিত হইয়াছে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও বৈশ্বানরবিদ্যা প্রভৃতিতে পঠিত হয় নাই। আর "আবার এই যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করেন", ইত্যাদি বাক্যে অন্য বিদ্যানুশীলনকারিগণেরও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্গণের সহিত সমানমার্গতা (—একই দেবযানমার্গে গতি) প্রতিভাত হইতেছে। এইহেতু বিদ্যাবিশেষের প্রকরণে পঠিত হওয়ারূপ প্রকরণপ্রমাণ থাকায় এবং ["যে চ ইমে" ইত্যাদি] বাক্যপ্রমাণ হইতে অবিশেষভাবে] সকল [বিদ্যাতেই দেবযানের] অবগতি হওয়ায় সংশয় হইতেছে—দেবযান] মার্গ শ্রুতিবর্ণিত স্থলসকলেই বিনিযুক্ত হইবে, অথবা সকল উপাসনাতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—যে বিদ্যাসকলে শ্রুত হইতেছে, প্রকরণপ্রমাণবলে সেই সকলেই [মার্গ ব্যবস্থিত (—নিয়মিত) হইতেছে, কিন্তু অন্যত্র উপসংহৃত হওয়া উচিত নহে], অন্যথা (—সকল বিদ্যাতেই দেবযানমার্গের উপসংহার হইলে, একবারমাত্র যাহা পঠিত হইয়াছে, তাহাকে সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে পারা যায় বলিয়া পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে এবং উপকোসলবিদ্যাতে] ইহার (—মার্গের) দুইবার পাঠ বৃথা হইয়া পড়িবে।

সিদ্ধান্ত—[পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবোধক বাক্যের শেষভাগে পঞ্চাগ্নি উপাসকগণের জন্য উত্তরমার্গ বর্ণনাকারিণী শ্রুতিকর্তৃক] "যে চ ইমে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অন্য বিদ্যাতে মার্গ কথিত

হইয়াছে। তাহার দ্বারা (—অন্য বিদ্যার অনুশীলনকারিগণের জন্য মার্গ প্রতিপাদক সেই বাক্য-প্রমাণের দ্বারা) প্রকরণপ্রমাণ বাধিত হইবে। [আর দুইবার পাঠও ব্যর্থ নহে], যেহেতু দুই-বার পাঠ [উপাসকের] চিন্তনের জন্য। [অতএব সকলপ্রকার উপাসনাতে উত্তরমার্গকে অবগত হইতে হইবে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, তত্তৎ বিদ্যাতে নিয়মিত মার্গের অন্যত্র অনুপসংহার। সিদ্ধান্তে—তজ্জাতীয় যাবতীয় সগুণবিদ্যাতে মার্গের উপসংহার।

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥৩।৩।৩১॥

পদচ্ছেদ—অনিয়মঃ, সর্ব্বাসাম্, অবিরোধঃ, শব্দানুমানাভ্যাম্।

সূত্রার্থ—[পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদিষু সগুণবিদ্যাসু কাসুচিৎ মার্গঃ শ্রূয়তে, কাসুচিৎ তু বৈশ্বানরবিদ্যাদিষু ন শ্রূয়তে। ক্বচিৎ শ্রুতস্য মার্গস্য অন্যত্র উপসংহারঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; যদ্বিদ্যাপ্রকরণে মার্গঃ শ্রুতঃ, সঃ তত্রৈব বিনিযুজ্যতে ইতি প্রকরণবলাৎ নিয়মঃ এব, ন অন্যত্র উপসংহারঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **সর্ব্বাসাম্**—সমস্তানাং সগুণবিদ্যানাং, **অনিয়মঃ**—অবিশেষঃ স্যাৎ, [ক্বচিৎ শ্রুতস্য মার্গস্য সর্ব্বত্রোপসংহারঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। নন্ প্রকরণ-বলাৎ নিয়মঃ যুক্তঃ, অন্যথা প্রকরণবিরোধঃ স্যাৎ ইতি চেৎ ? উচ্যতে—] **অবিরোধঃ**—ন এষঃ অস্তি প্রকরণেন বিরোধঃ। [কুতঃ ? যতঃ] **শব্দানুমানাভ্যাম্**—শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং তৎ বাধ্যম্। [তথাচ "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপঃ ইতি উপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।১) ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ, "শুক্লকৃষ্ণে গতি হ্যেতে" (গীতা ৮।২৬) ইত্যাদ্যা চ স্মৃতিঃ, তাভ্যাং পঞ্চাগ্নিবিদাম্ ইব বিদ্যান্তরশীলিনাম্ অপি অবিশেষেণ উত্তরমার্গপ্রতিপাদকবাক্যাভ্যাং প্রকরণং বাধ্যম্ ইতি]।

অনুবাদ—[পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি সগুণবিদ্যাসকলের মধ্যে কোন কোনটীতে মার্গ শ্রুত হইতেছে, বৈশ্বানরবিদ্যা প্রভৃতি কোন কোনটীতে কিন্তু শ্রুত হইতেছে না। কোন কোন স্থলে শ্রুত মার্গের অন্যত্র উপসংহার হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; যে বিদ্যার প্রকরণে মার্গ শ্রুত হইয়াছে, তাহা সেই স্থলেই বিনিযুক্ত হয়, প্রকরণপ্রমাণের বলে এইপ্রকার নিয়মই হইবে, কিন্তু অন্যত্র উপসংহার হইবে না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **সর্ব্বাসাম্**—সকলপ্রকার সগুণবিদ্যার, **অনিয়মঃ**—অবিশেষ হইবে (—কোনপ্রকার ভেদ হইবে না, অর্থাৎ কোন স্থলে শ্রুত মার্গের সকল স্থলে উপসংহার হইবে, ইহাই ভাব। কিন্তু প্রকরণবলে নিয়ম (—শ্রুত স্থলেই বিনিয়োগ) যুক্তিসঙ্গত, অন্যথা প্রকরণের বিরোধ হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার যদি বলা হয় ? তদুত্তরে কথিত হইতেছে—] **অবিরোধঃ**—প্রকরণের সহিত এই বিরোধ নাই। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? উত্তর—যেহেতু] **শব্দানুমানা-ভ্যাম্**—শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা তাহা (—প্রকরণ) বাধিত হইবে। [যেমন দেখ, "আর এই যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যা ইত্যাদির উপাসনা (—অনুষ্ঠান) করেন", ইত্যাদি শ্রুতি এবং "শুক্ল ও কৃষ্ণ এই মার্গদ্বয়", ইত্যাদি স্মৃতি, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্‌গণের ন্যায় অন্যবিদ্যানুশীলন-কারিগণের জন্যও অবিশেষভাবে উত্তরমার্গ (—দেবযানমার্গ) প্রতিপাদক সেই বাক্যদুইটীর দ্বারা প্রকরণ বাধিত হইবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম

সগুণাসু বিদ্যাসু গতিঃ অর্থবতী, ন নির্গুণায়াং পরমাত্মবিদ্যা-

শাঙ্করভাষ্যম্

য়াম্ ইত্যুক্তম্।১ সগুণাসু অপি বিদ্যাসু কাসুচিৎ গতিঃ শ্রূয়তে, যথা—পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াম্ উপকোসলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং দহরবিদ্যায়াম্ ইতি।২ ন অন্যাসু, যথা—মধুবিদ্যায়াং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং ষোড়শকলবিদ্যায়াং বৈশ্বানরবিদ্যায়াম্ ইতি।৩ তত্র সংশয়ঃ—কিং যাসু এব এষা গতিঃ শ্রূয়তে তাসু এব নিয়ম্যেত, উত অনিয়মেন সর্ব্বাভিঃ এবংজাতীয়কাভিঃ বিদ্যাভিঃ অভিসম্বধ্যেত ইতি।৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৫ নিয়মঃ ইতি।৬ যত্রৈব শ্রূয়তে তত্রৈব ভবিতুম্ অর্হতি, প্রকরণস্য নিয়ামকত্বাৎ।৭ যদি অন্যত্র শ্রূয়মাণা অপি গতিঃ বিদ্যান্তরং গচ্ছেৎ শ্রুত্যাদীনাং প্রামাণ্যং হীয়েত, সর্ব্বস্য সর্ব্বার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ।৮ অপিচ অর্চ্চিরাদিকা একা এব গতিঃ উপকো-

ভাষ্যানুবাদ

[সূত্রা৩. নিঃ ও সংশয়। পূঃ—যে বিদ্যাতে শ্রুত হইয়াছে প্রকরণ ও লিঙ্গবলে মার্গ তাহাতেই নিয়মিত।]

সগুণা বিদ্যাসকলে গতি (—গমনসাধন মার্গ) সার্থক, নির্গুণপরমাত্মবিদ্যাতে নহে, ইহা [পূর্ব্বাধিকরণে] কথিত হইয়াছে।১ সগুণা বিদ্যাসকলের মধ্যেও কোন কোনটীতে গতি শ্রুত হইতেছে, যথা—পর্য্যঙ্কবিদ্যাতে (কৌঃ ১ অঃ), উপকোসলবিদ্যাতে (ছাঃ ৪।১০), পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে (ছাঃ ৫।৩, বৃঃ ৬।২) এবং দহরবিদ্যাতে (ছাঃ ৮।১) ইত্যাদি।২ অন্য বিদ্যাসকলে শ্রুত হইতেছে না, যথা—মধুবিদ্যাতে (ছাঃ ৩।১), শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে (ছাঃ ৩।১৪, বৃঃ ৫।৬।১ ? শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২), ষোড়শকলবিদ্যাতে (ছাঃ ৪।৪) এবং বৈশ্বানরবিদ্যাতে (ছাঃ ৫।১১, শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।১), ইত্যাদি।৩ সেই স্থলে সংশয় হয়—যে বিদ্যাসকলে এই মার্গ শ্রুত হইতেছে, সেই সকলেই কি তাহা নিয়মিত হইবে, অথবা অনিয়মিতভাবে এই জাতীয় সকল বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ হইবে ? ৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? ৫ [পূর্ব্বপক্ষ—] নিয়ম হইবে।৬ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যে স্থলেই [মার্গ] শ্রুত হইতেছে, সেই স্থলেই [তাহার] থাকা (—বিনিযুক্ত হওয়া) উচিত, যেহেতু [এই স্থলে] প্রকরণপ্রমাণের নিয়ামকতা আছে (—যে বিদ্যার প্রকরণে মার্গ পঠিত হইয়াছে, প্রকরণপ্রমাণবলে তাহা সেই বিদ্যারই অঙ্গরূপে বিনিযুক্ত হইবে)।৭ যদি অন্যত্র (—অন্য বিদ্যাতে) শ্রুত হইলেও গতি অন্য বিদ্যাতে গমন করে (—উপসংহৃত হয়), তাহা হইলে শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের প্রামাণ্য ত্যক্ত হইয়া পড়িবে, যেহেতু [এক প্রমাণবলে একত্র বিনিযুক্তের প্রমাণান্তরবলে অন্যত্র বিনিয়োগ হইলে] সকলেরই সকলের প্রয়োজনসম্পাদকতা হইয়া পড়িবে (—যাহা দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ, তাহাই জ্যোতিষ্টোমেরও অঙ্গ হইয়া পড়িবে ; ফলে ধর্ম্মসাঙ্কর্য্য হইয়া পড়িবে)।৮ [তৎ বিদ্যাতেই মার্গনিয়মনবিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, অর্চ্চি যাহার আদিতে পঠিত হইয়াছে, সেই একটী মার্গই উপকোসল-

শাঙ্করভাষ্যম্

সলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং চ তুল্যবৎ পঠ্যতে, তৎ সর্বার্থত্বে অনর্থকং পুনর্বচনং স্যাৎ ।৯ তস্মাৎ নিয়মঃ ইতি ।১০ এবং প্রাপ্তে পঠতি—অনিয়মঃ ইতি ।১১ সর্ব্বাসাম্ এব অভ্যুদয়প্রাপ্তিফলানাং সগুণানাং বিদ্যানাম্ অবিশেষেণ এষা দেবযানাখ্যা গতিঃ ভবিতুম্ অর্হতি ।১২ ননু অনিয়মাভ্যুপগমে প্রকরণবিরোধঃ উক্তঃ ।১৩ নৈষঃ অস্তি বিরোধঃ, শব্দানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্ ইত্যর্থঃ।১৪ তথা হি শ্রুতিঃ—"তৎ যে ইত্থং বিদুঃ" (ছাঃ ৫।১০।১), ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতাং দেবযানং পন্থানম্ অবতারয়ন্তী "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ

ভাষ্যানুবাদ

বিদ্যাতে এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে একইভাবে পঠিত হইতেছে, তাহা সকলের (—সকলপ্রকার সগুণবিদ্যার) জন্য হইলে পুনর্ব্বচন (—উক্ত উভয় বিদ্যার প্রকরণে দুইবার পঠিত হওয়া) অনর্থক হইয়া পড়িবে (১)।৯ সেইহেতু (—প্রকরণ ও লিঙ্গপ্রমাণ থাকায়) নিয়মই হইবে (—যে বিদ্যাতে পঠিত হইয়াছে, দেবযানমার্গ সেই বিদ্যাতেই সম্বদ্ধ হইবে, অন্যত্র উপসংহৃত হইবে না)।১০

[সিঃ—বাক্যপ্রমাণবলে অন্যান্য সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গের উপসংহার।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [ভগবান্ সূত্রকার] পাঠ করিতেছেন—"অনিয়মঃ" ইত্যাদি।১১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] অভ্যুদয় (—ব্রহ্মলোকাদি ঐশ্বর্য্য) প্রাপ্তি যাহাদের ফল, সেই সকলপ্রকার সগুণবিদ্যার পক্ষেই এই দেবযানমার্গ অবিশেষভাবে হওয়া উচিত; [সেই মার্গাবলম্বনে গমনব্যতিরেকে উক্ত ফলপ্রাপ্তি সম্ভব নহে]।১২ [শঙ্কা—] কিন্তু অনিয়ম (—একত্র ব্যবস্থিত না হইয়া যাবতীয় সগুণবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ) স্বীকার করিলে প্রকরণপ্রমাণের বিরোধ কথিত হইয়াছে (৭ বাক্য)।১৩ [সমাধান—] এই বিরোধ নাই, [যেহেতু] শব্দ এবং অনুমানদ্বারা, অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা 'প্রকরণ বাধিত হইয়া পড়ে'।১৪ যেমন দেখ—তাঁহাদের (—উচ্চলোকাভিলাষী গৃহস্থগণের) মধ্যে যাঁহারা এইরূপ জানেন", এইপ্রকারে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্‌গণের জন্য দেবযানপথকে অবতরণকারিণী (—উপদেশকারিণী) শ্রুতি "আর এই যাঁহারা অরণ্যে (—তৃতীয়াশ্রমে) শ্রদ্ধা ও তপস্যা ইত্যাদির উপাসনা (—অনুষ্ঠান) করেন", এইপ্রকারে

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর ভাব এই—যাবতীয় সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গের উপযোগিতা শ্রুতির অভিপ্রেত হইলে যে কোন একটী সগুণবিদ্যাতে তাহার বর্ণনা থাকিত এবং সেই বিদ্যা হইতে ৩।৩।১ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণন্যায়বলে তাহা অন্যত্র উপসংহৃত হইত। দেবযানমার্গ কিন্তু উপকোসলবিদ্যা ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে সমানভাবে পঠিত হইতেছে। এই যে দ্বিরুক্তি, ইহার অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে মার্গ সেই সেই বিদ্যাতেই নিয়মিত হইবে, অন্যত্র উপসংহৃত হইবে না. ইহাই নির্ণীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি উপাসতে" (ঐ) ইতি বিদ্যান্তরশীলিনাম্ অপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ভিঃ সমানমার্গতাং গময়তি।১৫ কথং পুনঃ অব গম্যতে বিদ্যান্তরশীলিনাম্ ইয়ং গতিঃ ইতি?১৬ ননু শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানাম্ এব স্যাৎ, তম্মাত্রশ্রবণাৎ।১৭ নৈষঃ দোষঃ, নহি কেবলাভ্যাং শ্রদ্ধাতপোভ্যাম্ অন্তরেণ বিদ্যাবলম্ এষা গতিঃ লভ্যতে "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ, ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৪।১৬), ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।১৮ তস্মাৎ ইহ শ্রদ্ধাতপোভ্যাং বিদ্যান্তরোপলক্ষণম্।১৯ বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারে অধীয়তে—"যে এবম্ এতদ্ বিদুঃ, যে চ অমী অরণ্যে

ভাষ্যানুবাদ

অন্য বিদ্যানুশীলনকারিগণেরও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্গণের সহিত সমানমার্গতা (—একই মার্গে গতি) বোধ করাইতেছেন (২)।১৫

[সিঃ—শ্রদ্ধা ও তপঃশব্দে (ছাঃ ৫।১০।২) তদযুক্ত সগুণবিদ্যাবিৎ লক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের দেবযানমার্গ সিদ্ধি]।

[শঙ্কা—] কিন্তু এই গতি (—দেবযানমার্গ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাভিন্ন] বিদ্যান্তর অনুশীলনকারিগণের, ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায়?১৬ পরন্তু [তাহা] শ্রদ্ধা ও তপস্যা পরায়ণগণের জন্যই হইবে, যেহেতু মাত্র তাহাই শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১৭ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু বিদ্যাবল (—উপাসনার সামর্থ্য) ব্যতিরেকে কেবলমাত্র শ্রদ্ধা ও তপস্যার দ্বারা এই [দেবযান] মার্গ লব্ধ হয় না; কারণ "যেখানে (—যাহাকে প্রাপ্ত হইলে, ক্ষুদ্র] কামনাসকল পরাগত (—নিবৃত্ত) হয়, বিদ্যার দ্বারা তাহাতে (—সেই ব্রহ্মলোকে) আরোহণ করে, দক্ষিণগণ (—পিতৃযাণাখ্য দক্ষিণমার্গে গমনকারী কেবল কর্মিগণ) সেখানে গমন করে না এবং অবিদ্বান্ (—বিদ্যাবিহীন) তপস্বিগণও (—চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠানকারিগণও) গমন করে না", ইত্যাদি অন্য শ্রুতি আছে।১৮ সেইহেতু (—উক্তপ্রকার শ্রুতি থাকায়) এখানে (—"শ্রদ্ধা তপঃ", এই ছান্দোগ্য বাক্যে) শ্রদ্ধা ও তপস্যাশব্দের দ্বারা অন্য বিদ্যা উপলক্ষিত হইয়াছে (—অজহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে উক্তশব্দদ্বয়ের অর্থ হইবে 'শ্রদ্ধা' ও তপস্যাযুক্ত সগুণবিদ্যা।১৯ অতএব পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্গণের ন্যায় অন্য সগুণবিদ্যাবিদ্গণেরও দেবযানমার্গ সিদ্ধ হয়]।

[সিঃ—বৃহদারণ্যকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবর্জিত সত্যব্রহ্মোপাসক গৃহীত হওয়ায় অন্য সগুণবিদ্যাবিদ্গণের দেবযানমার্গ সিদ্ধি]

[শ্রদ্ধা ও তপঃ শব্দে লক্ষণাব্যতিরেকেও অন্য সগুণবিদ্যাবিদের দেবযানমার্গ

ভাবদীপিকা

(২) পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্গণের ন্যায় বিদ্যান্তরানুশীলনকারিগণেরও দেবযানমার্গপ্রাপ্তিবোধক "যে চ ইমে অরণ্যে" (ছাঃ ৫।১০।১), ইত্যাদি এই বাক্যটী একটী বাক্যপ্রমাণ। বলবান্ এই বাক্যপ্রমাণের দ্বারা দুর্বল প্রকরণপ্রমাণ বাধিত হইয়া পড়ে, বিরোধ করিতে পারে না। অতএব অন্যান্য সগুণবিদ্যাতে দেবযান মার্গের উপসংহার হইবে, ইহাই সিদ্ধান্তীর ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম

শ্রদ্ধাং সত্যম্ উপাসতে" (বৃঃ ৬।২।১৫) ইতি ।২০ তত্র 'শ্রদ্ধালবঃ যে সত্যং ব্রহ্ম উপাসতে' ইতি ব্যাখ্যেয়ম্, সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণি অসকৃৎ প্রযুক্তত্বাৎ ।২১ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদাং চ 'ইত্থংবিত্তয়া' এব উপাত্তত্বাৎ বিদ্যান্তরপরায়ণানাম্ এব এতদ্ উপাদানং ন্যায্যম্ ।২২ "অথ যে এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ তে কীটাঃ পতঙ্গাঃ যদ্ ইদং দন্দশূকম্" (বৃঃ ৬।২।১৬), ইতি চ মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টাম্ অধোগতিং গময়ন্তী শ্রুতিঃ দেবযানপিতৃযাণয়োঃ এব এনান্ অন্তর্ভাবয়তি ।২৩ তত্রাপি বিদ্যাবিশেষাৎ এষাং দেবযানপ্রতিপত্তিঃ ।২৪ স্মৃতিরপি "শুক্লে

ভাষ্যানুবাদ

প্রদর্শন করিতেছেন—] বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ কিন্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অধিকারে (—প্রকরণে) পাঠ করিতেছেন—"যাঁহারা ইহাকে (—যথোক্ত পঞ্চাগ্নিবিদ্যাকে) এইপ্রকারে জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সত্যকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদিমার্গ প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি ।২০ সেই স্থলে 'শ্রদ্ধালু যাঁহারা সত্য-ব্রহ্মকে (—অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে) উপাসনা করেন,' এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যেহেতু ["সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২।১।১), "তৎ সত্যম্" (ছাঃ ৬।৮।৭), "সত্যস্য সত্যম্" (বৃঃ ২।৩।৬), ইত্যাদি স্থলে] সত্যশব্দ ব্রহ্মে বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে ।২১ [কিন্তু 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্গণই সত্যকে উপাসনা করেন', এইপ্রকার অর্থ কেন গ্রহণ করিতেছ না ? উত্তর—"তৎ যে ইত্থং বিদুঃ" (ছাঃ ৫।১০।১) এবং "যে এবম্ এতদ্ বিদুঃ" (বৃঃ ৬।২।১৫), ইত্যাদি স্থলে] ইত্থংবিদ্রূপেই (—যিনি এইপ্রকার জানেন তদ্রূপেই) পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্গণের গ্রহণ হওয়ায় ["যে চ ইমে অরণ্যে" (ছাঃ ৫।১০।১) এবং "যে চ অমী অরণ্যে" বৃঃ ৬।২।১৫), ইত্যাদি স্থলে] বিদ্যান্তরপরায়ণগণেরই এই গ্রহণ সঙ্গত ।২২

[সিঃ—লিঙ্গপ্রমাণবলে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাভিন্ন বিদ্যানুশীলনকারিগণের দেবযানমার্গ নিরূপণ।]

[অন্য সগুণবিদ্যানুশীলনকারিগণের দেবযানপ্রাপ্তি বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "আর যাঁহারা [দেবযান ও পিতৃযাণনামক] এই পথদ্বয়কে জানেন না (—তৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনা ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না), তাঁহারা কীট পতঙ্গ ও দন্দশূক (—দংশ মশক ও সর্প প্রভৃতি) এই যাহা কিছু, 'তজ্জন্ম প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে মার্গদ্বয় হইতে ভ্রষ্টগণের দুঃখপূর্ণ অধোগতি বোধনকারিণী শ্রুতি ইহাদিগকে (—পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ, তদ্ভিন্নবিদ্যাবিৎ এবং কর্ম্মিগণকে) দেবযান ও পিতৃযাণের মধ্যে অন্তর্ভাব করিতেছেন ।২৩ আর সেই স্থলেও (—দেবযান ও পিতৃযাণের মধ্যেও) বিদ্যারূপ বিশেষবশতঃ ইঁহাদের (—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা হইতে ভিন্ন বিদ্যানুশীলনকারিগণের) দেবযানপ্রাপ্তি 'সিদ্ধ হয়' (৩) ।২৪

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—"যে এতৌ পন্থানৌ ন বিদুঃ" (বৃঃ ৬।২।১৬), এই বাক্যে দেবযান ও

শাঙ্করভাষ্যম্

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ"॥ (গীতা ৮।২৬) ইতি।২৫ যৎ পুনঃ দেবযানস্য পথঃ দ্বিঃ আম্নানম্ উপকোসলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং চ, তৎ উভয়ত্রাপি অনুচিন্তনার্থম্।২৬ তস্মাৎ অনিয়মঃ।২৭॥৩।৩।৩১॥

ইতি অষ্টাদশম্ অনিয়মাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্মৃতিবলে যাবতীয় সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গের উপসংহার এবং পূর্ব্বপক্ষীয় লিঙ্গপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি।]

[পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রকরণপ্রমাণের বাধের জন্য "শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্" (১৪ বাক্য), এইরূপে প্রতিজ্ঞাত শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া স্মৃতির ব্যাখ্যা করিতেছেন—] স্মৃতিও তাহাই বলেন, যথা—জগতের (—বিদ্যা ও কর্ম্মে অধিকারিগণের) শুক্ল ও কৃষ্ণ (—শুক্লপক্ষোপলক্ষিত দেবযান এবং কৃষ্ণপক্ষোপলক্ষিত পিতৃযাণমার্গ) এই দুইটী গতি (—মার্গ) অনাদিরূপে অঙ্গীকৃত। একটীর দ্বারা অনাবৃত্তি (—ক্রমমুক্তি) এবং অন্যটীর দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয় (৪)।২৫ [এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীয় লিঙ্গপ্রমাণটীকে (১ ভাবদীঃ) অন্যথাসিদ্ধ করিতেছেন—] আর যে উপকোসলবিদ্যাতে ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে দেবযানপথের দুইবার পাঠের কথা বলা হইয়াছে, তাহা উভয় স্থলে (—উভয় উপাসনার অভ্যাসকালে) অনুচিন্তনের (—ধ্যানের) জন্য (৫) ।২৬ সেইহেতু (—পূর্ব্বপক্ষীয় লিঙ্গপ্রমাণ অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায় এবং বাক্য ও অন্য লিঙ্গপ্রমাণবলে পূর্ব্বপক্ষীয় প্রকরণপ্রমাণ বাধিত হওয়ায়) অনিয়ম হইবে (—শ্রুতস্থলেই নিয়মিত না হইয়া সকলপ্রকার সগুণবিদ্যাতে দেবযানমার্গের উপসংহার হইবে)।২৭॥৩।৩।৩১॥ অনয়মাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

পিতৃযাণমার্গ প্রাপ্তির উপযোগী উপাসনা ও কর্ম্ম যাহাদের নাই, তাঁহাদের দুঃখপ্রদ অধোগতি বর্ণিত হওয়ায় এবং "অথ যে যজ্ঞেন দানেন" (ঐ), এই বাক্যে কর্ম্মিগণের পিতৃযাণমার্গ বর্ণিত হওয়ায়, "যে এবম্ এতদ্ বিদুঃ যে চ অমী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যম্ উপাসতে তে অর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি" (বৃঃ ৬।২।১৫), এই বাক্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ ও তদ্ভিন্নবিদ্যাবিদ্‌গণের জন্য দেবযানমার্গ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য ও পরিশেষন্যায়বলে নির্ণীত হয়। এইরূপে এই বাক্যসকলের অর্থপর্য্যালোচনাদ্বারা তাহাদের অর্থগত সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে "যে চ অমী অরণ্যে (ঐ), ইত্যাদি বাক্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা হইতে ভিন্ন সগুণবিদ্যাবিদ্‌গণের দেবযানমার্গে গতি নির্ণীত হইল। [এই স্থলে বহু বাক্যের অর্থগত সামর্থ্যও লিঙ্গপ্রমাণরূপে অঙ্গীকৃত হইল। ১ ভাবদীপিকাতেও তাহাই হইয়াছে। অত্রস্থ ন্যায়নির্ণয় ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ। লিঙ্গপ্রমাণ ২। ২৫৭—৫৮ পৃঃ দ্রঃ]।

(৪) সগুণবিদ্যানুশীলনকারিগণের দেবযান প্রাপ্তিবিষয়ে এই স্মৃতিবাক্যও সিদ্ধান্তীর স্বপক্ষে বাক্যপ্রমাণ। এই স্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে—দেবযানমার্গে গমন করিলেই ক্রমমুক্তি হয় না। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ অশ্বমেধযাজী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, হিরণ্যগর্ভবিদ্যাবিদ্ ও উপ-

ভাবদীপিকা

কোসলবিদ্যা প্রভৃতি কোন কোন সগুণব্রহ্মবিদ্যাবিৎ দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয়। প্রণবপ্রতীকভিন্ন প্রতীকালম্বনে ব্রহ্মোপাসকগণ বিদ্যুল্লোকের ঊর্ধ্বে গমনই করিতে পারেন না, ইত্যাদি এই সকল বিষয় ৪।৩।৫ অধিকরণে আলোচিত হইবে।

(৫) ভাব এই—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও উপকোসলবিদ্যাতে মার্গবিষয়ক যে উক্তি, তাহা অনুচিন্তনের জন্য হওয়ায়, সেই উক্তির সামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ অন্যথাসিদ্ধ, অর্থাৎ অন্য প্রয়োজনে বিনিযুক্ত হইয়া পড়িল। ফলে পূর্বপক্ষী উক্ত লিঙ্গপ্রমাণবলে দেবযানমার্গকে যে উক্ত বিদ্যাদ্বয়েই নিয়মিত করিয়াছিলেন (১ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িল। আচ্ছা এই অনুচিন্তন কি? তদুত্তরে পরিমলকার বলেন—"সগুণবিদ্যার অভ্যাসকালে দেবযানমার্গেরও ধ্যান করিতে হয়, ইহা "তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাৎ" (৪।২।১৭), ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং অনুচিন্তন অর্থাৎ দেবযানমার্গের ধ্যান সকল সগুণবিদ্যাতে সাধারণ হওয়ায় পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও উপকোসলবিদ্যারূপ সগুণবিদ্যাতে তাহা প্রাপ্তই আছে; সেইহেতু তাহা এখানে বিবক্ষিত নহে। পরন্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে "এই বিদ্যা অব্রহ্মবিদ্যা হইলেও এমনই প্রভাবশালিনী যে, ইহার বলে দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি হয়", এইপ্রকার বিশেষ আছে এবং উপকোসলবিদ্যাতে "এই বিদ্যা এমনই প্রভাবযুক্তা যে, যথাবিধি শবদাহাদিকর্ম না করিলেও ইহার বলে অতিশীঘ্র দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি হয়" (ছাঃ ৪।১৫।৫), এইপ্রকার বিশেষ আছে। এইপ্রকার বিশেষের যে উপাসনাকালে চিন্তন, তাহাই এখানে অনুচিন্তন শব্দের অর্থ।

[মার্গানুচিন্তনবিষয়ে রত্নপ্রভাকারের মত নিরাকরণ।]

রত্নপ্রভাকার বলেন—"সেই সেই বিদ্যাতে মার্গের বর্ণনা উপাসনাকালে মার্গচিন্তনের জন্য। মার্গধ্যানের এইপ্রকার বিদ্যাঙ্গতা প্রকরণপ্রমাণবলে অবগত হওয়া যায়। ভগবান্ সূত্রকার "তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাৎ" (৪।২।১৭), এই সূত্রে তাহা বলিবেন। যে সকল বিদ্যাতে দেবযানমার্গ শ্রুত হয় নাই, সেই সকল বিদ্যার অভ্যাসকারী মার্গধ্যানব্যতিরেকেই মাত্র বিদ্যার সামর্থ্যবলে সেই মার্গ লাভ করেন, ইহা জ্ঞাপনের জন্য [পঞ্চাগ্নি ও উপকোসলবিদ্যাতে] মার্গের পুনরুক্তি হইয়াছে", ইত্যাদি। কিন্তু "যে সকল বিদ্যাতে দেবযানমার্গ শ্রুত হয় নাই, সেই সকল বিদ্যাভ্যাসকারী তাহার ধ্যানব্যতিরেকেই বিদ্যার সামর্থ্যবলে তাহা লাভ করেন", রত্নপ্রভাতে প্রদর্শিত এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার ও পরিমলকার অঙ্গীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন—"তাহাতে "তৎক্রতুন্যায়ের" (৩৫৭ পৃঃ) এবং "তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাৎ", এই সূত্রের বিরোধ হইয়া পড়ে। তাহা না হউক্, সেইহেতু উক্ত যুক্তি ও সূত্রবলে সকলপ্রকার সগুণবিদ্যাতে মার্গ অনুচিন্তনীয়; কারণ ব্রহ্মলোকরূপ পরম ফলপ্রাপ্তির পূর্বে অপরের অপ্রাপ্য দেবযানমার্গলাভও মধ্যবর্তী অবান্তর ফলরূপে গ্রহণীয়", ইত্যাদি। (বিস্তৃত পরিমল প্রভৃতি আকরে দ্রঃ)। **শঙ্কা**—কিন্তু যাবতীয় সগুণবিদ্যাতে মার্গ অনুচিন্তনীয় হইলে যে কোন একটী বিদ্যাতে পঠিত হইলেই অন্যত্র উপসংহৃত হইতে পারিত (১ ভাবদীঃ), দহরাদি অন্যান্য বিদ্যাতে তাহা পঠিত হইয়াছে কেন? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এক স্থলে শ্রুত হইলে অন্যত্র উপসংহৃত হইবে, একাধিক স্থলে হইলে হইবে না, এইপ্রকার কোন বিধান, অথবা যুক্তি নাই। পক্ষান্তরে পুনঃ পুনঃ বর্ণনারূপ (—অভ্যাসরূপ) লিঙ্গবলে সগুণবিদ্যাতে মার্গানুচিন্তনের অত্যাবশ্যকতাই সূচিত হয়। অনিয়মাধিকরণ সমাপ্ত।

১৯। যাবদধিকারাধিকরণম্। [৩২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—পরব্রহ্মবিদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

অধিকরণসঙ্গতি—সদ্যোমুক্তিপ্রদ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে দেবযানমার্গের নিরর্থকতা (৩।৩।১৭ অধিঃ) এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপক সগুণবিদ্যাতে তাহার সার্থকতা (৩।৩।১৮ অধিঃ) প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ ইতিহাস প্রভৃতিতে নির্গুণ ও সগুণ উভয়প্রকার পরব্রহ্মবিদ্যাবিদের পুনর্জন্ম পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার সদ্যোমুক্তি-সাধনতা এবং সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার ক্রমমুক্তিসাধনতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া এবং নির্গুণব্রহ্মবিদ্ বসিষ্ঠাদির আধিকারিকত্বরূপ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য দেবযানমার্গে গতি আবশ্যক হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবযানমার্গের উপসংহার হইবে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া ইহার আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ব্রহ্মতত্ত্ববিদাং মুক্তিঃ পাক্ষিকী নিয়তাঽথবা।
পাক্ষিক্যপান্তরতমঃপ্রভৃতের্জন্মকীর্ত্তনাৎ ॥
নানাদেহোপভোক্তব্যমীশোপাস্তিফলং বুধাঃ।
ভুক্ত্বাঽধিকারিপুরুষা মুচ্যন্তে নিয়তা ততঃ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মতত্ত্ববিদাং মুক্তিঃ পাক্ষিকী, অথবা নিয়তা? অপান্তরতমঃপ্রভৃতেঃ জন্মকীর্ত্তনাৎ পাক্ষিকী। বুধাঃ অধিকারিপুরুষাঃ নানাদেহোপভোক্তব্যম্ ঈশোপাস্তিফলং ভুক্ত্বা মুচ্যন্তে, ততঃ নিয়তা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অপান্তরতমাঃ নাম বেদপ্রবর্ত্তকঃ আচার্য্যঃ বিষ্ণোঃ আজ্ঞয়া দ্বাপরান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপেণ শরীরান্তরং জগ্রাহ ইতি স্মর্য্যতে। তথা সনৎকুমারঃ স্কন্দরূপেণ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরাভ্যাম্ অজায়ত। এবম্ অন্যে অপি বসিষ্ঠাদয়ঃ তত্ত্বজ্ঞানিনঃ এব সন্তঃ তত্র তত্র শাপ-দ্বারা স্বেচ্ছয়া বা শরীরান্তরাণি জগৃহুঃ ইতি স্মর্য্যতে। এতেষাং ব্রহ্মতত্ত্ববিদাং জন্মপ্রতিপাদকানি তানি তানি বাক্যানি বিষয়ঃ। এষু বাক্যেষু ব্রহ্মবিদাম্ অপি কেষাঞ্চিৎ দেহান্তরোৎপত্তি-দর্শনাৎ, নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদাং সদ্যোমুক্তেঃ সগুণব্রহ্মবিদাং ক্রমমুক্তেশ্চ শ্রবণাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] ব্রহ্মতত্ত্ববিদাং মুক্তিঃ পাক্ষিকী, অথবা নিয়তা?

পূর্ব্বপক্ষ—অপান্তরতমঃপ্রভৃতেঃ জন্মকীর্ত্তনাৎ [ব্রহ্মবিদাং মুক্তিঃ] পাক্ষিকী।

সিদ্ধান্ত—[যে এতে ত্বয়া উদাহৃতাঃ পুরুষাঃ, তে সর্ব্বে জগন্নির্বাহকারিণঃ। তে চ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে মহতা তপসা পরমেশ্বরম্ উপাস্য অস্মিন্ কল্পে নানাদেহোপভোগ্যম্ অধিকারি-পদং লেভিরে। অতঃ] বুধাঃ অধিকারিপুরুষাঃ নানাদেহোপভোক্তব্যম্ ঈশোপাস্তিফলং ভুক্ত্বা [অনেকশরীরপ্রাপকপ্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে] মুচ্যন্তে। ততঃ [অনারব্ধকর্ম্মণাং তত্ত্বজ্ঞানেন দাহস্য নিবারয়িতুম্ অশক্যত্বাৎ, দগ্ধাশেষক্লেশবীজানাং তেষাং ভাবিফলপ্রদকর্ম্মারম্ভাসম্ভবাৎ চ ব্রহ্মতত্ত্ববিদাং মুক্তিঃ] নিয়তা [এব]।

অনুবাদ

সংশয়—[অপান্তরতমা নামক বেদপ্রবর্ত্তক আচার্য্য বিষ্ণুর আজ্ঞায় দ্বাপরযুগের শেষে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অন্য শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে। তদ্রূপ

সনৎকুমার পার্ব্বতী ও শিব হইতে স্কন্দরূপে (—কার্ত্তিকেয়রূপে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বসিষ্ঠ প্রভৃতি অন্য সকলে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াও শাপদ্বারাই হউক, অথবা স্বেচ্ছায়ই হউক, অন্য শরীরসকল গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই সেই স্থলে স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে। এই ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্গণের জন্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্যসকল এখানে বিষয়। এই বাক্যসকলে ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যেও কাহারও কাহারও শরীরোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং নিগু্ণপরব্রহ্মাত্মবিদ্গণের সদ্যোমুক্তি ও সগুণব্রহ্মবিদ্গণের ক্রমমুক্তি শ্রুত হওয়ায় সংশয় হইতেছে—] ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্গণের মুক্তি পাক্ষিকী (—কখনও হয়, কখনও হয় না, এইপ্রকার), অথবা নিয়মিত?

পূর্ব্বপক্ষ—অপান্তরতমা প্রভৃতির জন্ম বর্ণিত হওয়ায় [ব্রহ্মবিদ্গণের মুক্তি] পাক্ষিকী।

সিদ্ধান্ত—[ভবৎকর্ত্তৃক উদাহৃত এই যে পুরুষসকল, তাঁহারা সকলে জগতের নির্ব্বাহক (—বেদপ্রবর্ত্তনাদি জগতের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পাদক)। তাঁহারা পূর্ব্বকল্পে মহাতপস্যার দ্বারা পরমেশ্বরকে উপাসনা করিয়া এই কল্পে নানা দেহে উপভোগযোগ্য অধিকারিপদ (—লোকব্যবস্থাতে স্বামিত্ব) লাভ করিয়াছেন। এইহেতু] জ্ঞানী অধিকারিপুরুষগণ নানা দেহে উপভোগযোগ্য ঈশ্বরোপাসনার ফল ভোগ করিয়া [অনেক শরীরপ্রাপক [অধিকারিকর্ম্মরূপ] প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে] মুক্তিলাভ করেন। সেইহেতু [তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অনারব্ধ (—সঞ্চিত) কর্ম্মসকলের দাহকে নিবারণ করিতে পারা যায় না বলিয়া এবং যাঁহাদের ক্লেশের বীজ (—মূলাবিদ্যা) নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের ভাবিফলপ্রদ কর্ম্মের আরম্ভ সম্ভব না হওয়ায় ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্গণের মুক্তি] অবশ্যই নিয়মিত (—অবশ্যম্ভাবী)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নিগু্ণপরব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের হেতু না হওয়ায় তাহাতে দেবযানমার্গের উপসংহার। সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাও ক্রমমুক্তিপ্রদ নহে, সুতরাং উভয় বিদ্যাই ব্যর্থ। সিদ্ধান্তে—নিগু্ণপরব্রহ্মবিদ্যা অবশ্যই সদ্যোমুক্তির হেতু হওয়ায় মার্গের অনুপসংহার। আর সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাতে সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ক্রমমুক্তগণের ঈশ্বরানুগ্রহেই কল্পান্তে নির্ব্বাণমুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে উভয় বিদ্যাই সার্থক।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥৩।৩।৩২॥

পদচ্ছেদ—যাবদধিকারম্, অবস্থিতিঃ, আধিকারিকাণাম্।

সূত্রার্থ—['অপান্তরতমাঃ কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ বিষ্ণুনিয়োগাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্বভূব' (মহাভাঃ ১২।৩৪৯।৫৯), ইত্যাদিনা অপান্তরতমবসিষ্ঠাদীনাং ব্রহ্মবিদাং পুনর্জ্জন্ম স্মর্য্যতে। তত্র কিং বিদুষঃ বর্ত্তমানদেহপাতানন্তরং দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং] **আধিকারিকাণাম্**—বেদপ্রবর্ত্তনাদিষু লোকব্যবস্থাহেতুষু অধিকারেষু পরমেশ্বরেণ নিযুক্তানাং পুরুষাণাং ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেণ প্রক্ষীণকর্ম্মণাং, **যাবদধিকারম্**—যাবৎ লোকব্যবস্থায়াং স্বামিত্বপ্রাপকপ্রারব্ধকর্ম্মণঃ স্থিতিঃ, [তাবৎ গৃহাৎ ইব গৃহান্তরম্ অন্যম্ অন্যং দেহং সঞ্চরতঃ তেষাম্] **অবস্থিতিঃ**—অবস্থানং [ভবতি।। অধিকারসমাপ্তৌ তস্য প্রারব্ধকর্ম্মণঃ ক্ষয়েণ প্রতিবন্ধকান্তরাভাবাৎ অপ্রতিবদ্ধব্রহ্মসাক্ষাৎকারপ্রভাবেণ যথা তেষাং কৈবল্যং ভবতি, এবম্ ইতরেষাম্ অপি ব্রহ্মবিদাং ভোগেন প্রারব্ধকর্ম্মণঃ ক্ষয়ে তৎপ্রভাবেন তৎ ভবতি ইতি ন তেষাং দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ইতি]।

অনুবাদ—["অপান্তরতমা কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে বিষ্ণুর আজ্ঞায় কৃষ্ণদ্বৈপা-

মনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন", ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা অপান্তরতমা ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্গণের পুনর্জ্জন্ম স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে। সেই স্থলে বিদ্বানের (—ব্রহ্মাত্মবিদের) বর্ত্তমান শরীরত্যাগের অনন্তর অন্য শরীরপ্রাপ্তি হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'শরীরপ্রাপ্তি হয়' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—অপান্তরতমা প্রভৃতি] **আধিকারিকাণাম্**—লোকব্যবস্থার হেতুভূত বেদপ্রবর্ত্তনাদি অধিকারসকলে পরমেশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত যে পুরুষসকল, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে যাঁহাদের কর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের, **যাবদধিকারম্**—লোকব্যবস্থাসকলে স্বামিত্বপ্রাপক প্রারব্ধকর্ম্মের যতকাল পর্য্যন্ত স্থিতি, [ততকাল পর্য্যন্ত এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেহে সঞ্চরণকরতঃ তাঁহাদের] **অবস্থিতিঃ**—অবস্থান হইয়া থাকে। [অধিকার সমাপ্ত হইলে সেইপ্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ অন্য প্রতিবন্ধক না থাকায় অপ্রতিবদ্ধ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রভাবে তাঁহাদের যেমন মুক্তি হইয়া থাকে, এইপ্রকারে অন্যান্য ব্রহ্মবিদ্গণের ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে তাহার (—ব্রহ্মবিদ্যার) প্রভাবে তাহা (—মুক্তি) হইয়া থাকে, এইহেতু তাঁহাদের দেহান্তর প্রাপ্তি হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদুষঃ বর্ত্তমানদেহপাতানন্তরং দেহান্তরম্ উৎপদ্যতে, ন বা ইতি চিন্ত্যতে।১মনু বিদ্যায়াঃ সাধনভূতায়াঃ সম্পত্তৌ কৈবল্যনির্ব্বৃত্তিঃ স্যাৎ, নবা ইতি ন ইয়ং চিন্তা উপপদ্যতে।২ নহি পাকসাধনসম্পত্তৌ ওদনঃ ভবেৎ ন বা ইতি চিন্তা সম্ভবতি, নাপি ভুঞ্জানঃ তৃপ্যেৎ ন বা ইতি চিন্ত্যতে।৩ উপপন্না তু ইয়ং চিন্তা, ব্রহ্মবিদাম্ অপি কেষাঞ্চিৎ ইতিহাসপুরাণয়োঃ দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ।৪ তথাহি অপান্তরতমা নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষিঃ বিষ্ণুনিয়োগাৎ কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্ব-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের পাক্ষক হেতু, অথবা হেতুই নহে।]

বিদ্বানের (—ব্রহ্মাত্মবিদের) বর্ত্তমান দেহনাশের অনন্তর অন্য শরীর উৎপন্ন হয়, অথবা হয় না, ইহা বিচারিত হইতেছে।১ [অধিকরণের আরম্ভ বিষয়ে সংশয় করিতেছেন—] কিন্তু সাধনভূতা বিদ্যার সম্পত্তি (—সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্তি) হইলে মোক্ষ সম্পাদিত হয়, অথবা হয় না, এই বিচার যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।২ যেহেতু পাকের সাধনসকলের সমাবেশ হইলে ওদন (—ভোজ্যবস্তু) উৎপন্ন হইবে, অথবা হইবে না, এইপ্রকার চিন্তা সম্ভব নহে; অথবা যিনি ভোজন করিতেছেন, তিনি তৃপ্ত হইবেন, অথবা হইবেন না, এইপ্রকার চিন্তা কেহ করে না; [কারণপ্রতিবন্ধকহীন কারণকূটের সমাবেশ হইলে কার্য্যোৎপত্তিতে বিলম্ব হয় না।৩ উক্ত সংশয়ের সমাধান করিতেছেন—] এই বিচার কিন্তু যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু ইতিহাস ও পুরাণে কোন কোন ব্রহ্মবিদেরও দেহান্তরোৎপত্তি [বর্ণিত হইতে] দেখা যাইতেছে।৪ যেমন দেখ, অপান্তরতমা নামক বেদাচার্য্য প্রাচীন ঋষি বিষ্ণুর আদেশে কলি ও

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূব ইতি স্মরন্তি (মহাভাঃ ১২।৩৪১।৫৯)।৫ বসিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণঃ মানসঃ পুত্রঃ সন্ নিমিশাপাৎ অপগতপূর্ব্বদেহঃ পুনঃ ব্রহ্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্বভূব ইতি।৬ ভৃগ্বাদীনাম্ অপি ব্রহ্মণঃ এব মানসপুত্রাণাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে*।৭ সনৎকুমারঃ অপি ব্রহ্মণঃ এব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাৎ স্কন্দত্বেন প্রাদুর্বভূব।৮ এবম্ এব দক্ষনারদপ্রভৃতীনাং ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিঃ কথ্যতে তেন তেন নিমিত্তেন স্মৃতৌ।৯ শ্রুতৌ অপি মন্ত্রার্থবাদয়োঃ প্রায়েণ উপলভ্যতে।১০ তে চ কেচিৎ পতিতে পূর্ব্বদেহে দেহান্তরম্ আদদতে, কেচিৎ তু স্থিতে এব তস্মিন্ যোগৈশ্বর্য্যবশাৎ অনেকদেহাদানন্যায়েন।১১ সর্ব্বে চ এতে সমধিগতসকলবেদার্থাঃ স্মর্য্যন্তে।১২ তদ্ এতেষাং দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ প্রাপ্তং

* 'শ্রূয়তে' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

দ্বাপরের সন্ধিকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহা স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে।৫ আর ব্রহ্মার মানস পুত্র হইয়াও বসিষ্ঠ নিমির অভিশাপবশতঃ পূর্ব্ব দেহ বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মার আদেশে মিত্রাবরুণ হইতে পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন।৬ ব্রহ্মারই মানসপুত্র ভৃগু প্রভৃতির বরুণের যজ্ঞে পুনরায় উৎপত্তি স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে।৭ [শঙ্কা—কিন্তু ইঁহারা সকলে কর্ম্মবিৎ মাত্র, ব্রহ্মবিৎ নহেন, সুতরাং পুনর্জ্জন্ম অবশ্যই সম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ব্রহ্মারই মানস পুত্র সনৎকুমারও রুদ্রকে স্বয়ং বরপ্রদান করায় স্কন্দরূপে (—কার্ত্তিকেয়রূপে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।৮ এইপ্রকারেই দক্ষ ও নারদ প্রভৃতির সেই সেই নিমিত্তবশতঃ পুনঃ পুনঃ দেহান্তরোৎপত্তি স্মৃতিতে কথিত হইতেছে।৯ [কিন্তু শ্রুতিবাক্যের বিচারের জন্য এই শাস্ত্র আরব্ধ হইয়াছে, স্মৃতিবাক্যবিচারের জন্য নহে। আর উক্ত স্মৃতিবাক্যসকলের মূল না থাকায় উহাদের প্রামাণ্যই বা কি ? উত্তর—] শ্রুতিতেও ["মেধাতিথের্মেষ", এই] মন্ত্রে এবং ["বসিষ্ঠ উর্ববশীর পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন", এই] অর্থবাদে 'ব্রহ্মবিদের পুনর্জ্জন্মকথা' প্রায়ই উপলব্ধ হয়।১০ [কিন্তু সনৎকুমার প্রভৃতি তো পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করেন নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাঁহারা কেহ কেহ পূর্ব্বদেহ বিনষ্ট হইলে অন্য দেহ গ্রহণ করেন, কিন্তু কেহ কেহ সেই দেহ থাকিতেই যোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবে অনেকদেহগ্রহণন্যায়ে (—একই মায়াবী যেমন যুগপৎ অনেক দেহ গ্রহণ করে, সেইপ্রকারে) অন্য দেহ গ্রহণ করেন।১১ [ওহো ! তবে তো তাঁহারা ঐন্দ্রজালিক মাত্র, ব্রহ্মবিৎ নহেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ইঁহারা সকলেই সকলপ্রকার বেদার্থের সম্যগ্ বেত্তৃরূপে [সুতরাং ব্রহ্মবিদ্রূপেও] স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছেন। [অতএব ব্রহ্মাত্মবিদেরও পুনরায় দেহোৎপত্তি শাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ায় সংশয় সম্ভব বলিয়া এই অধিকরণের আরম্ভ সঙ্গত।১২ পূর্ব্বপক্ষী

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বম্ অহেতুত্বং বা ইতি।১৩ অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে—ন, তেষাম্ অপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং বেদ-প্রবর্ত্তনাদিষু লোকস্থিতিহেতুষু অধিকারেষু নিযুক্তানাম্ অধি-কারতন্ত্রত্বাৎ স্থিতেঃ।১৪ যথা অসৌ ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগ-পর্য্যন্তং জগতঃ অধিকারং চরিত্বা তদবসানে উদয়াস্তময়বর্জ্জিতং কৈবল্যম্ অনুভবতি - "অথ ততঃ ঊর্ধ্বঃ উদেত্য নৈব উদেতা ন অস্তমেতা একলঃ এব মধ্যে স্থাতা" (ছাঃ ৩।১১।১) ইতি শ্রুতেঃ। ১৫ যথা চ বর্ত্তমানাঃ ব্রহ্মবিদঃ আরব্ধভোগক্ষয়ে কৈবল্যম্ অনুভব-ন্তি, "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] সেই স্থলে (—শাস্ত্রে) ইঁহাদের দেহান্তরোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের পাক্ষিক হেতু, অথবা অহেতু (—ব্রহ্মবিদ্যাবলে কখনও মোক্ষ হয়, কখনও বা হয় না, অথবা তাহা মোক্ষের হেতুই নহে), ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।১৩ [অতএব ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্যরূপ ফললাভের জন্য সগুণবিদ্যার ন্যায় নিগুর্ণব্রহ্মবিদ্যাতেও দেবযানমার্গ উপসংহৃত হইবে]।

(সিঃ—আধিকারিক পুরুষগণ অধিকারশেষে মুক্তিলাভ করেন বলিয়া পরব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের অব্যভিচারী হেতু।)

[সিদ্ধান্ত—] এইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায়) উত্তর কথিত হইতেছে—না, [তাহা বলা যায় না], যেহেতু বেদপ্রবর্ত্তন (—বেদের প্রচার) প্রভৃতি লোকস্থিতির হেতুভূত অধিকারসকলে নিযুক্ত সেই অপান্তরতমা প্রভৃতির স্থিতি (—ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির পরেও বিভিন্ন দেহাবলম্বনে অবস্থান) অধিকারের অধীন (—পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যতকাল তাঁহাদের লোকব্যবস্থাতে স্বামিত্বপ্রদ প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে, ততকাল জীবন্মুক্ত তাঁহারা বিভিন্ন শরীরাবলম্বনে অবস্থান করেন)।১৪ যেমন ঐ ভগবান্ সূর্য্যদেব এক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত (—ব্রহ্মার এক দিন ব্যাপী) জগতের অধিকার (—তাপদানাদি কার্য্য) নির্বাহ করিয়া তাহার (—অধিকারের) শেষ হইলে উদয় ও অস্তবর্জ্জিত কৈবল্য (—অদ্বয়ব্রহ্মাত্মতা) অনুভব করেন; [ইহা কিপ্রকারে জানিলে? উত্তর—] যেহেতু "অনন্তর (—অধিকারের হেতুভূত কর্ম্ম-ক্ষয়ের অনন্তর) তাহার (—প্রাণিগণকে অনুগ্রহ করার) পর ঊর্ধ্ব (—ত্যক্তাধি-কার) ও উদিত (—ত্যক্তদেহ) হইয়া আর উদিত হইবেন না এবং অস্তমিত হইবেন না, [পরন্তু] একল (—অবয়বরহিত অদ্বিতীয়রূপে) মধ্যে (—স্বীয় ব্রহ্মাত্মভাবে) অবস্থান করিবেন", এইপ্রকার শ্রুতি আছে।১৫ আর যেমন বর্ত্তমানকালীন ব্রহ্মবিদ্-গণ প্রারব্ধভোগ শেষ হইলে কৈবল্য (—অদ্বয়ব্রহ্মাত্মভাব) অনুভব করেন; [কি-প্রকারে জানিলে? উত্তর—] যেহেতু "তাঁহার (—আচার্য্যবান্ অবিদ্যাহীন পুরুষের, সদাত্মভাবপ্রাপ্তিতে] ততকাল বিলম্ব, যতকাল না [প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে দেহ হইতে]

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি শ্রুতেঃ। ১৬ এবম্ অপান্তরতমঃপ্রভৃতয়ঃ অপি ঈশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেষু অধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্‌দর্শনে কৈবল্যহেতৌ অক্ষীণকর্ম্মাণঃ যাবদধিকারম্ অবতিষ্ঠন্তে। ১৭ তদবসানে চ অপবৃজ্যন্তে ইতি অবিরুদ্ধম্। ১৮ সকৃৎ-প্রবৃত্তম্ এব হি তে ফলদানায় কর্ম্মাশয়ম্ অতিবাহয়ন্তঃ স্বাতন্ত্র্যেণৈব গৃহাৎ ইব গৃহান্তরম্ অন্যম্ অন্যং দেহং সঞ্চরন্তঃ স্বাধিকারনির্বর্ত্তনায় অপরিমুষিতস্মৃতয়ঃ এব দেহেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিত্বাৎ নির্ম্মায় দেহানি যুগপৎ ক্রমেণ বা অধিতিষ্ঠন্তি। ১৯ নচ এতে

ভাষ্যানুবাদ

বিমুক্ত হন, অনন্তর সতের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হন", এইপ্রকার শ্রুতি আছে। ১৬ এইপ্রকারে অপান্তরতমা প্রভৃতি ঈশ্বরগণও (—ঐশ্বর্য্যশালীব্যক্তিগণও) পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সেই সেই অধিকারসকলে নিযুক্ত হইয়া কৈবল্যের হেতুভূত সম্যগ্‌দর্শন (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞান) থাকিলেও অক্ষীণকর্ম্মা (—নানাদেহধারণকরতঃ সম্পাদনীয় লোকব্যবস্থাতে স্বামিত্বপ্রদ ঈশ্বরনিয়োগপ্রাপ্ত অধিকারিকর্ম্মের ক্ষয় যাঁহাদের হয় নাই), তাঁহারা যতকাল অধিকার (—লোকব্যবস্থাতে স্বামিত্ব) থাকে, ততকাল অবস্থান করেন। ১৭ তাহার (—সেই অধিকারের) অবসান হইলে অপবর্গ (—মোক্ষ) লাভ করেন, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। ১৮

[সিঃ—আধিকারিকগণের প্রারব্ধ বহুজন্মব্যাপিফলপ্রদ, ইঁহারা জাতিস্মর নহেন।]

[না, বিরোধ অবশ্যই আছে; ব্রহ্মবিদেরও যদি জন্মান্তর হয়, তাঁহার মুক্তি আর কিপ্রকারে হইল? সুতরাং তাঁহারও ঈশ্বরনিয়োগপ্রাপ্ত অধিকারিকর্ম্মাতিরিক্ত কর্ম্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ফলদানের জন্য একবারমাত্র প্রবৃত্ত যে কর্ম্মাশয় (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট, অর্থাৎ অধিকারিকর্ম্ম), তাহাকে অতিবাহন (—ভোগদ্বারা ক্ষয়) করিতে করিতে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহের ন্যায় বিভিন্ন দেহে স্বাধীনভাবেই যাঁহারা সঞ্চরণ (—বিচরণ) করেন, তাঁহারা নিজের অধিকার সম্পাদন করিবার জন্য অবিলুপ্তস্মৃতিযুক্ত হইয়াই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যাহা প্রকৃতি (—উপাদান, অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ও অপঞ্চীকৃত মহাভূত), তাহার বশী (—নিয়ামক) হন বলিয়া দেহসকলকে যুগপৎ অথবা ক্রমশঃ নির্ম্মাণ করিয়া অধিষ্ঠান (—প্রেরকরূপে অবস্থান) করেন (১)। ১৯ আর ইঁহারা 'জাতিস্মর' এইরূপে

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—ব্রহ্মবিদ্ অধিকারী পুরুষগণের যুগপৎ বা ক্রমশঃ দেহান্তরপ্রাপ্তি যদি অধিকারসম্পাদক প্রারব্ধকর্ম্ম হইতে ভিন্ন কর্ম্মের দ্বারা আরব্ধ হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের মুক্তির অভাবের এবং ব্রহ্মবিদ্যার ব্যর্থতার কথা বলা চলিত। ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। ঈশ্বর-নিয়োগপ্রাপ্ত অধিকারসম্পাদনানুকূল বহুজন্মব্যাপিফলপ্রদ একটী প্রারব্ধই তাঁহাদের সকৃৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

জাতিস্মরাঃ ইতি উচ্যন্তে, "তে এব এতে" ইতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ।২০ যথাহি সুলভা নাম ব্রহ্মবাদিনী জনকেন বিবদিতুকামা ব্যুদস্য* স্বং দেহং জানকং দেহম্ আবিশ্য ব্যুহ্য† তেন পশ্চাৎ স্বম্ এব দেহম্ আবিবেশ ইতি স্মর্য্যতে।২১ যদি হি উপযুক্তে সকৃৎপ্র-

* 'অব্যুদস্য' ইতি, পাঠঃ। † 'ব্যুহ্য' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

কথিত হন না, যেহেতু 'ইঁহারা তাঁহারাই', স্মৃতিতে এইপ্রকার প্রসিদ্ধি আছে (২)।২০ যেমন জনকের সহিত বিবাদ করিবার ইচ্ছাযুক্তা সুলভা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী (—বেদজ্ঞা) নিজের দেহকে পরিত্যাগ করিয়া জনকের দেহে আবেশ (—তন্মধ্যে প্রবেশ ও তাহাকে বশীভূত) করতঃ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া পরে নিজেরই দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা স্মৃতিতে (মহাভাঃ ১২।৩২১) বর্ণিত হইতেছে।২১

ভাবদীপিকা

উদ্বুদ্ধ (—একই সময়ে ফলদানোন্মুখ) হইয়া থাকে। সেই প্রারব্ধভোগকালে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে তাঁহারা পুনরায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন না; পরন্তু ঈশ্বরপ্রসাদলব্ধ সেই অধিকার সম্পাদন করিবার জন্য অবিলুপ্তস্মৃতিসম্পন্ন তাঁহারা যুগপৎ বা ক্রমশঃ বহু শরীর স্বেচ্ছায় নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রারব্ধকে ক্ষয় করিতে থাকেন এবং তাহার ক্ষয় হইলে পূর্ব্বার্জিত ব্রহ্মবিদ্যাবলেই বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন (৪।১।১৯ সূঃ ভাষ্যাদি দ্রঃ)। কিন্তু এক প্রারব্ধ একটী মাত্র শরীরের উৎপাদক, বহু শরীরের নহে; শাস্ত্রে তো এইপ্রকার বর্ণনাই পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—একই কর্ম্মের ফলে বহুবিধ শরীরোৎপত্তি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে, যথা—"শ্বসূকরখরোষ্ট্রাণাং গোজাবিমৃগপক্ষিণাম্। চণ্ডালপুক্কসানাঞ্চ ব্রহ্মহাযোনিমৃচ্ছতি"॥ (মনু সং ১২।৫৫)। এই স্থলে বেদ ও বেদার্থবিদ্ এক ব্রাহ্মণকে হত্যার ফলে কুক্কুরাদি বহু জন্ম বর্ণিত হইতেছে। আবার "প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"। (গীতা ৬।৪১), ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাসাত্মক যোগরূপ একই কর্ম্মের ফলে স্বর্গে ও ইহলোকে বিভিন্ন শরীরপ্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে। পাপ ও যোগের ফলেই যখন এইপ্রকার হয়, তখন পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত অধিকারিপুরুষগণের এক প্রারব্ধের ফলে বহু শরীরোৎপত্তিতে আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে। কিন্তু বিভিন্ন শরীরধারণকারী ইঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—অপরিমুষিতস্মৃতয়ঃ—'অবিলুপ্তস্মৃতিযুক্ত', ইত্যাদি (১৯ বাক্য)। কিন্তু অবিলুপ্তস্মৃতিযুক্ত ইঁহাদিগকে জাতিস্মর বলাই উচিত। [যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বলে—জাতিস্মর]। অতএব অন্যান্য জাতিস্মরগণের ন্যায় ইঁহাদেরও ঈশ্বরনিয়োগপ্রাপ্ত অধিকারসম্পাদক প্রারব্ধাতিরিক্ত প্রারব্ধের ফলেই বিভিন্ন শরীরের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—নচ এতে—'আর ইঁহারা' ইত্যাদি (২০ বাক্য)।

[জাতিস্মর হইতে অধিকারী পুরুষের প্রভেদ]

(২) জাতিস্মরগণের পূর্ব্বশরীরে যে নাম ছিল, পরবর্ত্তী শরীরে তাহা থাকে না। তাহারা পূর্ব্বের একটী মাত্র জন্মেরই বৃত্তান্ত কিছুকালের জন্য স্মরণ করিতে পারে, পরে তাহারও বিস্মৃতি হইয়া যায়। তাহারা কর্ম্মবশেই পরাধীনভাবে শরীরত্যাগ ও তাহার গ্রহণ করিয়া থাকে এবং

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃত্তে কর্ম্মণি কর্ম্মান্তরং দেহান্তরারম্ভকারণম্ আবিভ্র্বেৎ, ততঃ অন্যদপি অদগ্ধবীজং কর্ম্মান্তরং তদ্বৎ এব প্রসজ্যেত ইতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বম্ অহেতুত্বং বা শঙ্ক্যেত।২২ নতু ইয়ম্ আশঙ্কা যুক্তা, জ্ঞানাৎ কর্ম্মবীজদাহস্য শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ।২৩ তথাহি শ্রুতিঃ—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসং-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নিগুর্ণব্রহ্মাত্মজ্ঞান অবিশেষভাবে যাবতীয় কর্ম্মের নাশক হওয়ায় মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।]

[আচ্ছা, অধিকারী পুরুষগণ না হয় স্বেচ্ছায় দেহান্তরগ্রহণে সমর্থ, কিন্তু ইহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ইহা কিপ্রকারে সিদ্ধ হয় ? তদুত্তরে ব্যতিরেকমুখে বলিতেছেন—] দেখ, যদি [ব্রহ্মবিদের] সকৃৎপ্রবৃত্ত [প্রারব্ধ] কর্ম্ম উপযুক্ত (—ভোগদ্বারা ক্ষয়) হইলে অন্য দেহের আরম্ভের (—উৎপত্তির) কারণভূত কর্ম্মান্তর আবির্ভূত (—ফলদানে প্রবৃত্ত) হইত, তাহা হইলে তাহার ন্যায় [ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা] অদগ্ধবীজ অন্য কর্ম্মও প্রসক্ত (—ফলদানে প্রবৃত্ত) হইত ; [ফলে ব্রহ্মবিদের জন্মমৃত্যুপ্রবাহের বিরাম কখনও হইত না], এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিক মোক্ষহেতুতা (—কখনও তাহা মোক্ষের হেতু, কখনও নহে, এইপ্রকার পরিস্থিতি), অথবা অহেতুতা (—মোক্ষের হেতুই নহে, এইপ্রকার পরিস্থিতি) আশঙ্কা করা যাইতে পারিত।২২ এইপ্রকার আশঙ্কা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ জ্ঞানরূপ হেতুবশতঃ কর্ম্মবীজদাহের (—কর্ম্মের কারণভূতা অবিদ্যার নাশের) শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধি আছে।২৩ সেই বিষয়ে শ্রুতি এই—"পরাবর (—কারণরূপে শ্রেষ্ঠ ও কার্য্যরূপে নিকৃষ্ট) তিনি দৃষ্ট হইলে ইঁহার (—দর্শনকারী

ভাবদীপিকা

মায়ামুগ্ধ, শরীরাদিতে অভিমানযুক্ত ও ব্রহ্মবিদ্যাহীন। বসিষ্ঠাদি অধিকারী পুরুষগণের কিন্তু পূর্ব্ব শরীরে যে নাম ছিল, পরবর্ত্তী শরীরেও তাহাই হইয়া থাকে। সেইহেতু পুরাণাদিতে "ইঁহারা তাঁহারাই", অর্থাৎ 'ইনিই সেই বসিষ্ঠ', 'ইনিই সেই অপান্তরতমা', এইপ্রকার বর্ণনা আছে। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর বিষয়ে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী (—মনুষ্যরূপী) নারায়ণ" (লীলাপ্রসঙ্গ, দিব্যভাব, ৭১ পৃঃ। নারায়ণ ঋষি, শ্রীমদ্ভাঃ ২ স্কঃ ; ৭ অঃ দ্রঃ)। ইঁহাদের অধিকারসম্পাদক দীর্ঘ প্রারব্ধবশে যতগুলি শরীরোৎপত্তি হয়, তদ্বিষয়ক সকল বৃত্তান্তই ইঁহারা ইচ্ছামাত্র স্মরণ করিতে পারেন। তাদৃশ প্রারব্ধের অধীন হইলেও ইঁহারা স্বেচ্ছায় এক বা যুগপৎ একাধিক শরীরগ্রহণে সমর্থ, মায়াতীত, শরীরাদিতে অভিমানবর্জ্জিত ও ব্রহ্মবিদ্যাযুক্ত। অতএব জাতিস্মরগণ হইতে অধিকারী পুরুষগণের এইপ্রকার মহান্ বৈলক্ষণ্য থাকায় ইহা বলা যায় না যে, অধিকারসম্পাদক প্রারব্ধাতিরিক্ত প্রারব্ধকর্ম্মবলেই ইঁহাদের শরীরান্তরোৎপত্তি হইয়া থাকে। অধিকারিপুরুষগণের কা কথা, সাধারণ যোগসিদ্ধগণও স্বাধীনভাবে দেহান্তরসঞ্চরণে সমর্থ, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—যথাহি—'যেমন জনকের', ইত্যাদি (২১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ॥ (মু: ২।২।৮) ইতি ।২৪ "স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছা: ৭।২৬।২), ইতি চ এবমাদ্যা।২৫ স্মৃতিরপি "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ॥ (গীতা ৪।৩৭); "বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ" ॥ ইতি চ এবমাদ্যা।২৬ ন চ অবিদ্যাদিক্লেশদাহে সতি ক্লেশবীজস্য কর্ম্মাশয়স্য একদেশদাহঃ একদেশপ্ররোহশ্চ ইতি উপপদ্যতে।২৭ নহি অগ্নিদগ্ধস্য শালিবীজস্য একদেশপ্ররোহঃ দৃশ্যতে।২৮ প্রবৃত্তফলস্য তু কর্ম্মাশয়স্য মুক্তেষোঃ ইব বেগক্ষয়াৎ নিবৃত্তিঃ, "তস্য তাবদেব চিরম্" (ছা:

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মবিদের, কামাদি] হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায়, সকলপ্রকার সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি।২৪ আর ["ব্রহ্মাত্মবিষয়া অবিচ্ছিন্না] স্মৃতি লব্ধ হইলে [অবিদ্যাকৃত অনর্থপাশরূপ] গ্রন্থিসকল বিশেষরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি এই সকল।২৫ স্মৃতিও আছে, যথা—"হে অর্জ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্ম করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সকলপ্রকার কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে" এবং "অগ্নিদগ্ধ বীজ যেমন পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশসকলের দ্বারা আত্মা পুনরায় উৎপন্ন হয় না", ইত্যাদি এই সকল।২৬ [কিন্তু অনাদি অসংখ্য জন্মপরম্পরাতে সঞ্চিত কর্ম্মসকল অসংখ্য হওয়ায় এবং তাহাদের ফলদানের কাল নিয়ত না থাকায় নিঃশেষে কর্ম্মক্ষয় কিপ্রকারে সম্ভব? উত্তর—] আর অবিদ্যাদি ক্লেশসকলের নাশ হইলে, ক্লেশ যাহার বীজ (—কারণ) সেই কর্ম্মাশয়ের (—কর্ম্মজনিত অদৃষ্টের) একাংশের দাহ এবং অপরাংশের প্ররোহ (—উদ্গম, অর্থাৎ ফলদান) যুক্তিসঙ্গত নহে।২৭ যেহেতু অগ্নিদগ্ধ ধান্য বীজের একাংশে অঙ্কুরোদ্গম পরিদৃষ্ট হয় না।২৮ [অতএব নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের বলে যাবতীয় কর্ম্মের নাশ হওয়ায় তাদৃশ ব্রহ্মাত্মবিদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী]।

[সিঃ—পরদৃষ্টিতে নির্গুণব্রহ্মবিদের অবিনষ্ট প্রারব্ধকর্ম্ম অঙ্গীকার। ভোগদ্বারা তৎক্ষয়ে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।]

[জ্ঞানীর স্বদৃষ্টিতে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া পরিদৃষ্টিতে (১২৭১ পৃ:) তাহা করিবার জন্য শঙ্কার উত্থান হইতেছে—কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশের নাশ হওয়ায় তাহার কার্য্যভূত সকলপ্রকার কর্ম্মই বিনষ্ট হইলে প্রারব্ধকর্ম্মেরও নাশ অঙ্গীকার করিতে হইবে, সুতরাং বসিষ্ঠাদি আধিকারিকগণের দেহধারণ কিপ্রকারে সম্ভব? উত্তর—] পরন্তু যাহার ফলদান প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই কর্ম্মজনিত অদৃষ্টের (—প্রারব্ধের) নিবৃত্তি [ধনুক হইতে] বিমুক্ত তীরের ন্যায় বেগক্ষয় হইলেই হইয়া থাকে; যেহেতু "তাঁহার [সদাত্মভাবপ্রাপ্তিতে] ততকালই বিলম্ব, যতকাল না বিমুক্ত হন

শাঙ্করভাষ্যম্

৬।১৪।২). ইতি শরীরপাতাবধিক্ষেপকরণাৎ ।২৯ তস্মাৎ উপপন্না যাবদধিকারম্ আধিকারিকাণাম্ অবস্থিতিঃ ।৩০ ন চ জ্ঞানফলস্য অনৈকান্তিকতা।৩১ তথাচ শ্রুতিঃ অবিশেষেণৈব সর্ব্বেষাং জ্ঞানাৎ মোক্ষং দর্শয়তি—'তৎ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত সঃ এব তদভবৎ তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃঃ ১।৪।১০) ইতি ।৩২ জ্ঞানান্ত-

ভাষ্যানুবাদ

(—প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলে দেহপাত হয়"), এইপ্রকারে শরীরপাত হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষেপ (—কালক্ষেপ, বিলম্ব, অঙ্গীকার] করা হইয়াছে (৩) ।২৯ সেইহেতু (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের নাশ না হওয়ায়, বসিষ্ঠাদি] আধিকারিক পুরুষগণের যতকাল অধিকার (—বেদপ্রবর্ত্তনাদিদ্বারা লোকশিক্ষাতে স্বামিত্ব) থাকে, ততকাল অবস্থিতি যুক্তিসঙ্গত ।৩০ [কিন্তু নির্গুণব্রহ্মাত্ম-] জ্ঞানের যাহা ফল (—মোক্ষ), তাহার ব্যভিচার হয় না (—কখনও মোক্ষ হয়, কখনও হয় না ; অথবা মোক্ষই হয় না, এইপ্রকার হয় না ।৩১ এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, শ্রুতি জ্ঞান হইতে সকলের মুক্তি অবিশেষভাবেই প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"সেই স্থলে [আরও জ্ঞাতব্য এই—] দেবগণের মধ্যে যিনি প্রতিবুদ্ধ (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানবান্) হইয়াছিলেন, তিনি তাহাই (—ব্রহ্মই) হইয়াছিলেন, ঋষিগণের মধ্যে তাহা হইয়াছিল, মনুষ্যগণের মধ্যে তাহা হইয়াছিল", ইত্যাদি ।৩২ [এইরূপে নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার সদ্যোমোক্ষহেতুতা প্রতিপাদিত হওয়ায় তাহাতে দেবযানমার্গের অনুপযোগিতা, সুতরাং অনুপসংহার প্রদর্শিত হইল]।

[সিঃ—সগুণপরব্রহ্মবিদ্ আধিকারিক পুরুষের কল্পান্তে বিদেহমুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষহেতুতা প্রতিপাদন ।]

[আধিকারিক পুরুষগণের মধ্যে সকলেই নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানবান্ নহেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দহরাদি সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকারী সগুণপরব্রহ্মবিদ্, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের মুক্তি প্রতিপাদন (৪) করিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

(৩) রহস্য এই—আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্তা মূলাবিদ্যার আবরণশক্তিই নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানোদয়সমকালেই নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বিক্ষেপশক্তির কার্য্যভূত প্রারব্ধকর্ম্ম প্রতিবন্ধকরূপে থাকায় বিক্ষেপাংশের নিবৃত্তি হয় না । [এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার ৪।১।১১ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য] । সেইহেতু নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোদয়ের পরেও ভগবান্ বসিষ্ঠাদির শরীরস্থিতি সম্ভব। তবে ইঁহাদের এই প্রারব্ধকে "স্বার্জ্জিত ফলদানোন্মুখ সঞ্চিতকর্ম্মরূপে" গ্রহণ করা চলিবে না, কারণ তাদৃশ প্রারব্ধ জ্ঞানোৎপত্তির অধিকরণভূত শরীরনাশসমকালেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । ইঁহাদের এই প্রারব্ধ ঈশ্বরনিয়োগলব্ধ অধিকারসম্পাদক প্রারব্ধ। এই সূক্ষ্ম প্রভেদটুকু লক্ষ্যণীয়। এই বিষয়ে আরও বিচার ৪।১।১৪ অধিঃ ৩ ভাবদীঃ টীপ্পনী দ্রঃ।

(৪) আমরা এই স্থলে ভামতীকার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারকে অনুসরণ করিলাম।

শাঙ্করভাষ্যম্

ষেষু চ ঐশ্বর্য্যাদিফলেষু আসক্তাঃ স্যুঃ মহর্ষয়ঃ।৩৩তে পশ্চাৎ ঐশ্বর্য্যক্ষয়দর্শনেন নির্বিণ্ণাঃ পরমাত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠাঃ কৈবল্যং প্রাপুঃ ইতি উপপদ্যতে, "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ॥ (কূর্ম পুঃ, পূর্ব্বকাঃ ১২।২৬৯), **ইতি স্মরণাৎ।৩৪ প্রত্যক্ষফলত্বাৎ চ জ্ঞানস্য ফলবিরহাশঙ্কানুপপত্তিঃ।৩৫ কর্ম্মফলে হি স্বর্গাদৌ অনুভবানারূঢ়ে স্যাৎ আশঙ্কা**

ভাষ্যানুবাদ

ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহাদের ফল, সেই অন্য জ্ঞানসকলে (—দহরাদি সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাসকলে) মহর্ষিগণ আসক্ত ছিলেন, [সেইহেতু নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের সদ্যোমুক্তি হয় নাই]।৩৩ তাঁহারা পরে ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়দর্শনদ্বারা নির্বিণ্ণ (—পরবৈরাগ্যযুক্ত) ও পরমাত্মজ্ঞানে পারিনিষ্ঠিত (—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানে সম্যগ্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত) হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত; যেহেতু "পরের (—হিরণ্যগর্ভের) অন্তে (– অধিকারের অবসানে) প্রতিসঞ্চর (—মহাপ্রলয়) প্রাপ্ত হইলে কৃতাত্মা (—সংস্কৃতান্তঃকরণযুক্ত ও আত্মসাক্ষাৎকারবান্) হইয়া ব্রহ্মার (—হিরণ্যগর্ভের) সহিত পরম পদে (—নির্গুণব্রহ্মস্বরূপে) প্রবেশ করেন", এইপ্রকার স্মৃতি আছে।৩৪ [এইপ্রকারে নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভান্তে সবিশেষব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষহেতুতা প্রতিপাদিত হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা সদ্যোমুক্তিতে দেবযানমার্গের অনুপযোগিতা প্রদর্শিত হইল]।

[সিঃ—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ঐকান্তিকফলতা প্রতিপাদন।]

(৫) আর প্রত্যক্ষফলযুক্ত হওয়ায় জ্ঞানের ফলাভাববিষয়ক আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত নহে।৩৫ যাহা অনুভবে আরূঢ় হয় না (—প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া যায় না),

ভাবদীপিকা

ন্যায়নির্ণয়কারের ব্যাখ্যাও ইহার অনুকূল। প্রকটার্থবিবরণকার এই স্থলে এইপ্রকার অবতরণ প্রদর্শন করিয়াছেন—"কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্ অপান্তরতমা প্রভৃতির ঈশ্বরনিয়োগ (—পরমেশ্বরকর্তৃক আধিকারিক কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া) কিপ্রকারে সংঘটিত হয়, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া [নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে] উপাসকাবস্থাতে তাঁহাদের নিয়োগ হইয়াছিল, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—**জ্ঞানান্তরেষু**—"ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি", ইত্যাদি (৩৩ বাক্য)।"জ্ঞানাৎ প্রাক্‌কৃতোপাসনাৎ" ইত্যাদিপ্রকারে বর্ণিত ঋজুপ্রভাকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। ইঁহাদের ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিলে যাঁহারা সগুণব্রহ্মোপাসনাদ্বারা ঈশ্বরপ্রসাদে আধিকারিকত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই নির্গুণব্রহ্মবিদ্যালাভান্তে অধিকার সম্পাদন করেন, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়ে। তাহা কতটা সমীচীন, চিন্তনীয়।

(৫) স্মরণ রাখিতে হইবে—বিদ্যার ফলারম্ভকালে দেবযানমার্গে প্রবেশের পূর্ব্বেই সগুণপরব্রহ্মবিদেরও যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া (৪।৩।১৩ অধিঃ দ্রঃ) সেই কর্ম্মসকলের বলে তাঁহার পুনরায় অধিকারসম্পাদনযোগ্য শরীরগ্রহণ সম্ভব নহে; নির্গুণব্রহ্মবিদ্-

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবেৎ বা ন বা ইতি।৩৬ অনুভবারূঢ়ং তু জ্ঞানফলং "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৪।১) **ইতি শ্রুতেঃ, "তত্ত্বমসি"** (ছাঃ ৬।৮।৭) **ইতি চ সিদ্ধবদুপদেশাৎ।৩৭ নহি "তত্ত্বমসি" ইতি অস্য বাক্যস্য অর্থঃ 'তত্ত্বং মৃতঃ ভবিষ্যসি' ইতি এবং পরিণেতুং শক্যঃ।৩৮ "তৎ হি এতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুঃ অভবং সূর্য্যশ্চ"** (বৃঃ ১।৪।১০), **ইতি চ সম্যগ্ দর্শনকালম্ এব তৎফলং সর্ব্বাত্মত্বং দর্শয়তি।৩৯ তস্মাৎ ঐকান্তিকী বিদুষঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ** ।৪০॥৩।৩।৩২॥

ইতি একোনবিংশং যাবদধিকারাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

সেই স্বর্গাদিরূপ কর্ম্মফলেই 'হইবে', অথবা 'হইবে না', এইপ্রকার আশঙ্কা হইতে পারে।৩৬ জ্ঞানের ফল কিন্তু অনুভবগম্য, যেহেতু "যিনি সাক্ষাদ্ অপরোক্ষ ব্রহ্ম", এইপ্রকার শ্রুতি আছে এবং যেহেতু "তুমি তৎস্বরূপ" এইপ্রকার সিদ্ধ বস্তুর ন্যায় উপদেশ আছে।৩৭ [কিন্তু জীবের ব্রহ্মভাব উপাসনাসাধ্য, সেইহেতু সিদ্ধবস্তুর ন্যায় উপদেশ অসঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি ইহার অর্থ 'তুমি মৃত হইয়া তাহা হইবে', এইপ্রকারে কদাপি পরিণত করিতে পারা যায় না। [কারণ তাহাতে বর্ত্তমানকালবোধক 'অসি' পদের ভবিষ্যৎকালবোধক অর্থ এবং 'মৃত' এই শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে]।৩৮ আর "সেই ইঁহাকে (—আত্মাকে) সেইরূপে (—ব্রহ্মরূপে) দর্শন করিয়া ঋষি বামদেব অবগত হইয়াছিলেন—'আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম", এইরূপে শ্রুতি সম্যগ্ দর্শনের সমকালেই তাহার ফল সর্ব্বাত্মতাকে (—সর্ব্বস্বরূপ হইয়া যাওয়াকে) প্রদর্শন করিতেছেন। [সুতরাং সম্যগ্ দর্শনের ফল ভবিষ্যতে হইবে, অথবা হইবেই না, এইপ্রকার আশঙ্কার অবকাশ নাই]।৩৯ সেই-হেতু (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা সাক্ষাদ্‌ভাবে এবং সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা কল্পান্তে নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারে সদ্যোমুক্তির হেতু, ইহা শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায়সিদ্ধ হওয়ায়) বিদ্বানের (—পরব্রহ্মবিদের) মোক্ষসিদ্ধি একান্তভাবেই হইয়া থাকে (৬) ।৪০॥৩।৩।৩২॥

যাবদধিকারাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

গণের ন্যায় (৩ ভাবদীঃ) পরমেশ্বরপ্রসাদই তাহার হেতু। যাহাহউক্ এইপ্রকারে সগুণপরব্রহ্মবিদ্‌ও ঈশ্বরানুগ্রহে আধিকারিক পুরুষ হইতে পারেন, কল্পান্তে নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভান্তে তাঁহাদেরও বিদেহমুক্তি হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়া নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানের ফলভূত মোক্ষবিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ নাই, ইহা বলিতেছেন—**প্রত্যক্ষফলত্বাৎ**—'আর প্রত্যক্ষ', ইত্যাদি (৩৫বাক্য)।

[আধিকারিক পুরুষ ও প্রকৃতিলীন পুরুষের বিভিন্নতা।]

(৬) এই বিষয়ে আরও বিচার ৪।১।১৪ অধিকরণে দ্রষ্টব্য। এখানে **লক্ষ্য** করিতে হইবে—বেদান্তসম্মত এই আধিকারিক পুরুষ সাংখ্য-পাতঞ্জলসম্মত প্রকৃতিলীন পুরুষ নহেন। বেদান্তসম্মত আধিকারিক পুরুষ সগুণ অথবা নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্, ইহা উপরে শারীরকভাষ্যে প্রতিপাদিত

ভাবদীপিকা

হইয়াছে। সাংখ্যাদিসম্মত প্রকৃতিলীন পুরুষ [যোগবার্ত্তিককার আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু ইঁহাদিগকে ঈশ্বরকোটি* আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যো: সূ: ১।১৫] কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ নহেন, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞানই তাঁহাদের নাই। প্রধানকে, অথবা তাহার কার্য্যভূত মহৎ প্রকৃতিকে আত্মভাবে উপাসনা করিয়া ইঁহারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের মতে† "তিনিই (—প্রকৃতিলীন পুরুষই) কল্পান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা জন্য ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হন" (সাংখ্য-প্রবচনভাষ্য ৩।৫৫-৫৭)। "যেমন জলমগ্ন পুরুষ পুনরায় উত্থিত হয়, তদ্রূপ বিবেকখ্যাতির (—প্রকৃতিপুরুষবিষয়ক বিবেকজ্ঞানের) অভাবে, মোক্ষলাভ না হওয়ায় ইঁহারা পুনরায় ঈশ্বরভাবে উত্থিত হন, অর্থাৎ প্রকৃতিলীনাবস্থা হইতে বিচ্যুত হন" (সাং সূ: ৩।৫৪)। এইরূপে প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকার 'সোনার পাথরবাটির', অথবা 'অন্ধ সর্ব্বজ্ঞের' ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানহীন অথচ "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" (সাং সূ: ৩।৫৬) আদি পুরুষ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন !! সুপ্রাচীন সাংখ্যকারিকাকার কিন্তু প্রকৃতিলীন পুরুষের ঈশ্বরত্ব বর্ণনা করেন নাই ; তাঁহার মতে প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞানহীন পুরুষগণ কেবলমাত্র বৈরাগ্যদ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হন (সাং কা: ৪৫)। উক্ত কারিকাভাষ্যে ভগবান্ গৌড়পাদাচার্য্য অজ্ঞানযুক্ত বৈরাগ্যকে এই অবস্থা প্রাপ্তির কারণ বলিয়াছেন। উক্ত স্থলেই সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার ও যুক্তিদীপিকাকার প্রকৃতিতে (—প্রধানে) ও তাহার কার্য্য মহদাদিতে আত্মবুদ্ধি ও পরমাত্মাভিমানকে ঐ অবস্থা প্রাপ্তির হেতু বলিয়াছেন। সাংখ্যমতে এই অবস্থা 'প্রাকৃতবন্ধ' নামক বন্ধাবস্থা (সাং তত্ত্ব-কৌ: ৪৪)। পাতঞ্জলগণ প্রকৃতিলীনগণকে ঈশ্বর বলেন নাই। ইঁহাদের মতে "প্রণবের বাচ্য" (যো: সূ: ১।২৭) এবং "ক্লেশ ও কর্ম্মাদির দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর" (ঐ ১।২৪)। পাতঞ্জলদর্শনে "কৈবল্যপদম্ ইব অনুভবন্তি" (যো: সূ: ১।১৯ ব্যাসভাষ্য) এবং "মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে" (ঐ ৩।২৬ ভাষ্য) ইত্যাদি স্থলে প্রকৃতিলীন পুরুষ কৈবল্যের ন্যায় অবস্থা অনুভব করেন, ইহা বর্ণিত হইলেও "প্রকৃতিলীনস্তু উত্তরা বন্ধকোটিঃ" (যো: সূ: ১।২৪ ভাষ্য), ইত্যাদি স্থলে ইঁহাদের পুনর্জ্জন্ম অঙ্গীকৃত হইয়াছে। স্বকৃত 'যোগভাষ্যবিবরণে' (১।১৯ সূ:) পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যও ইঁহাদের পুনর্জ্জন্ম বর্ণনা করিয়াছেন। তত্ত্ববৈশারদীকার যো: সূ: ১।১৯ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে প্রকৃতিলীনাবস্থা সাধকগণের পরিত্যাজ্য, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং বেদান্তোক্ত আধিকারিক পুরুষগণকে কিছুতেই 'প্রকৃতিলীন' আখ্যা প্রদান করা চলে না। আবার ঈশোপনিষদের ১২-১৪ শ্লোকে হিরণ্যগর্ভোপাসনার সহিত সমুচ্চিত অব্যাকৃতের উপাসনার ফলে একপ্রকার প্রকৃতিলীনাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ ভাষ্যকার সেই স্থলেই তাহা সংসারগতির অন্তর্গত, ইহা বলিয়াছেন। উক্ত স্থলেই পূজ্যপাদ আনন্দগিরি বলিয়াছেন—

* বেদান্তমতেও ঈশ্বরকোটি অঙ্গীকৃত হন। যথা—"ব্রহ্মেশকোটিভেদেন জীবন্মুক্তো দ্বিধা মতঃ। প্রারব্ধকর্ম্মণাং তত্র জীবন্মুক্তমহাত্মনাম্। বৈচিত্র্যমেব হেতুঃ স্যাৎ প্রভেদে দ্বিবিধে ধ্রুবম্। ব্রহ্মকোটিং সমাপন্না জীবন্মুক্তা ভবন্তয়ে। আত্মারামাঃ সদা মুক্তাঃ জগৎসম্বন্ধবর্জ্জিতাঃ। ঈশকোটিং শ্রিতা যে চ জীবন্মুক্তাঃ স্ববেদিনঃ। ভীষণপ্রতিমাঃ সন্তো ভগবৎকার্য্যরূপতঃ। সংরক্তা বিশ্বকল্যাণে সন্তিষ্ঠন্তে মহীতলে"। ইত্যাদি। (শম্ভুগীতা)। সন্ন্যাসগীতাতেও এতৎসদৃশ বর্ণনা আছে। ভাব এই—ব্রহ্মবিদ্ জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধকর্ম্মবশে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা জগৎসম্বন্ধবর্জ্জিত হইয়া মুক্তভাবে আত্মলীনাবস্থাতে অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয়—ব্রহ্মকোটি। যাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছাতে লোককল্যাণে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে বলা হয়—ঈশ্বরকোটি।

† বিদ্বান্‌গণ বলেন—প্রাচীন সাংখ্যসূত্র বিলুপ্ত। প্রচলিত সাংখ্যসূত্র ও সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য অর্ব্বাচীন আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুরচিত।

২০। অক্ষরধ্যধিকরণম্। [৩৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অস্থূলাদি অভাবার্থক পদোপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন প্রারব্ধকর্ম্মের দ্বারাই আধিকারিক পুরুষগণের দেহান্তরগ্রহণ সিদ্ধ হওয়ায় তাহার প্রতি সঞ্চিত কর্ম্মের অহেতুতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ স্বশাখাপঠিত অস্থূলাদি (বৃঃ ৩।৮।৮) নিষেধাত্মক পদসকলের দ্বারাই সর্ব্বদ্বৈতপ্রপঞ্চের নিষেধ ও ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ায় শাখান্তরপঠিত সেই পদসকল ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রতি অহেতুই হইবে; এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নিষেধানামসংহারঃ সংহারো বা ন সংহৃতিঃ।
আনন্দাদিবদাত্মত্বং নৈষাং সম্ভাব্যতে যতঃ॥
শ্রুতানামাহৃতানাং চ নিষেধানাং সমা যতঃ।
আত্মলক্ষণতা তস্মাদ্দার্ঢ্যায়াস্তূপসংহৃতিঃ॥

অন্বয়—নিষেধানাম্ অসংহারঃ, সংহারঃ বা? সংহৃতিঃ ন, যতঃ আনন্দাদিবৎ এষাম্ আত্মত্বং ন সম্ভাব্যতে। শ্রুতানাম্ আহৃতানাং চ নিষেধানাং আত্মলক্ষণতা যতঃ সমা, তস্মাৎ দার্ঢ্যায় উপসংহৃতিঃ অস্তু।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্" (বৃঃ ৩।৮।৮), ইত্যাদিনা ব্রহ্মাববোধনায় গার্গী-ব্রাহ্মণে কেচিৎ নিষেধাঃ শ্রুতাঃ। তথা কঠবল্লীষু "অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্" (কঠ ১।৩।১৫) ইতি। এবম অন্যত্রাপি উদাহর্ত্তব্যম্। নিষেধমুখেন ব্রহ্মপ্রতিপাদকাঃ এতে শব্দাঃ অত্র বিষয়ঃ। আনন্দাদ্যধিকরণন্যায়সম্ভবোপকারাসম্ভবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—বিভিন্নশাখাপঠিতানং] নিষেধানাম্ অসংহারঃ [স্যাৎ], সংহারঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিভিন্নশাখাপঠিতানাং নিষেধানাং অন্যোন্যত্র] সংহৃতিঃ ন [ভবতি], যতঃ আনন্দাদিবৎ এষাম্ আত্মত্বং ন সম্ভাব্যতে।

সিদ্ধান্ত—[স্বশাখায়াং শ্রূয়মাণানাং নিষেধানাম আত্মস্বরূপত্বাভাবেঽপি আত্মোপলক্ষকত্বম্ অবশ্যম্ স্বীকার্য্যম্। এবং শাখান্তরে শ্রুতানাম্ অপি। অতঃ স্বশাখায়াং] শ্রুতানাং [শাখান্তরেভ্যঃ] আহৃতানাং চ নিষেধানাং আত্মলক্ষণতা যতঃ সমা, তস্মাৎ [ব্রহ্মজ্ঞানস্য] দার্ঢ্যায় [শাখান্তরস্থানাং নিষেধানাম্] উপসংহৃতিঃ অস্তু। [অন্যথা স্বশাখায়াম্ অপি দ্বিত্রি-প্রতিষেধমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধৌ ইতরাণাম্ নিষেধানাং বৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[ব্রহ্মবোধনের জন্য 'স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন", ইত্যাদিপ্রকারে গার্গীব্রাহ্মণে কতকগুলি নিষেধ শ্রুত হইয়াছে। এইরূপে কঠবল্লীসকলে "শব্দবিহীন স্পর্শবিহীন

ভাবদীপিকা

"সাংসারিক সুখদুঃখের অনুভব না হওয়ায় উহা সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থাবিশেষ"। সুতরাং কোথায় ঈশ্বরপ্রসাদে লোককল্যাণে নিযুক্ত সগুণ বা নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্ আধিকারিক পুরুষ, আর কোথায় প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞানহীন বদ্ধ প্রকৃতিলীন পুরুষ, ইঁহাদের প্রভেদ তো বড় কম নহে! (বিচার আমাদের)। যাবদধিকারাধিকরণ সমাপ্ত।

রূপবিহীন অব্যয়", ইত্যাদি শ্রুত হইয়াছে । এইপ্রকারে অন্যত্র পঠিত নিষেধসকলকেও উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। নিষেধমুখে ব্রহ্মপ্রতিপাদক এই শব্দসকল এখানে বিষয়। আনন্দাদ্যধিকরণে (৩।৩.৬ অধিঃ) প্রতিপাদিত যুক্তিপ্রয়োগের সম্ভাবনা এবং উপকারের অসম্ভাবনা বশতঃ সংশয় হয়—বিভিন্নশাখাপঠিত] নিষেধসকলের উপসংহার হইবে না, অথবা উপসংহার হইবে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিভিন্নশাখাপঠিত] নিষেধসকলের উপসংহার হইবে না, যেহেতু আনন্দাদির (—আনন্দ ও সত্যত্বাদি ধর্ম্মের) ন্যায় ইহাদের আত্মতা (—আত্মস্বরূপতা) সম্ভব নহে।

সিদ্ধান্ত—[স্বশাখাতে শ্রূয়মাণ নিষেধসকলের আত্মস্বরূপতা না থাকিলেও তাহাদের আত্মোপলক্ষকতা (—লক্ষণাবৃত্তিবলে আত্মবোধক হওয়া) অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শাখান্তরে শ্রুত নিষেধসকলেরও এইপ্রকার স্বীকার করিতে হইবে। অতএব স্বশাখাতে] শ্রুত এবং [শাখান্তর হইতে] আহৃত নিষেধসকলের লক্ষণাবৃত্তিবলে আত্মবোধকতা যেহেতু সমান, সেইহেতু [ব্রহ্মজ্ঞানের] দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য [শাখান্তরস্থ নিষেধসকলের] উপসংহার হইবে। [অন্যথা স্বশাখাতেও দুইটী বা তিনটী প্রতিষেধের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ হইলে অন্য নিষেধসকলের ব্যর্থতা হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, স্বশাখাপঠিত নিষেধসকলের দ্বারাই লক্ষণাবৃত্তিবলে সর্ব্বশাখাপঠিত নিষেধের প্রাপ্তি হইলে নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে লাঘব হওয়ায় শাখান্তরস্থ নিষেধের অনুপসংহার। সিদ্ধান্তে—স্বশাখাস্থ নিষেধদ্বারা শাখান্তরস্থ নিষেধ লক্ষিত হইলে লক্ষণাদোষ এবং লক্ষণা স্বীকার না করিলে কতকগুলি প্রপঞ্চ পরিশেষ থাকায় সর্ব্বদ্বৈতপ্রপঞ্চের অনিষেধবশতঃ নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানাভাবরূপ দোষ ; লাঘবাঙ্গীকারে এই দোষদ্বয় হইয়া পড়ে বলিয়া অকিঞ্চিৎকর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বশাখাস্থ নিষেধের উপসংহার।

অক্ষরধিয়াংত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্ ॥৩।৩।৩৩॥

পদচ্ছেদ—অক্ষরধিয়াম্, তু, অবরোধঃ, সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্, ঔপসদবৎ, তৎ, উক্তম্।

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি। এবম্ আথর্ব্বণে অক্ষরম্ উপক্রম্য "যত্তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্" (মুঃ ১।১।৬) ইত্যাদি। তত্র কিং কচিৎ নিষেধশ্রুতৌ অশ্রুতনিষেধানাং শ্রুত্যন্তরাৎ উপসংহারঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; নাস্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তু**শব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। **অক্ষরধিয়াম্**—অক্ষরে নির্গুণে ব্রহ্মণি দ্বৈতনিষেধধিয়ঃ—অক্ষরধিয়ঃ, তাসাম্ [সর্ব্বত্র নিষেধশ্রুতিষু] **অবরোধঃ**—উপসংহারঃ [ন্যায্যঃ। কুতঃ ?] **সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্**—দ্বৈতপ্রপঞ্চনিরাসেন ব্রহ্মপ্রতিপাদনস্য সর্ব্বত্র সামান্যম্—সমানত্বম্, তস্য চ ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যস্য সর্ব্বত্র ভাবঃ—একত্বেন প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বম্ তদ্ভাবত্বম্, তাভ্যাং হেতুভ্যাম্ ইত্যর্থঃ। [অতঃ তচ্ছেষাণাং নিষেধশব্দানাং সর্ব্বত্র উপসংহারঃ ইত্যর্থঃ। [তত্রঃ দৃষ্টান্তঃ—] **ঔপসদবৎ**—যথা জামদগ্ন্যে অহীনে পুরোডাশযুক্তাসু উপসৎসু ইষ্টিষু উপদিষ্টাসু ঔপসদানাম্—পুরোডাশপ্রদানকমন্ত্রাণাং উদ্গাতৃবেদোৎপন্নানাম্ অপি অধ্বর্য্যুণা সম্বন্ধঃ, [তথা অক্ষরপ্রমিতিশেষাণাং নিষেধানাং

যত্র কচিৎ শ্রুতানাম্ অপি অক্ষরেণ সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ]। তদুক্তম্—তৎ কথিতং জৈমিনিনা প্রথমে কাণ্ডে "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বাৎ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।৯) ইতি।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে শ্রুত হইতেছে—"গার্গি, ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইঁহাকেই সেই অক্ষর বলিয়া থাকেন, ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন", ইত্যাদি। এইপ্রকারে অথর্ব্ববেদেও অক্ষরের (—নিগু‍ৰ্ণব্রহ্মের) বর্ণনারম্ভ করিয়া শ্রুত হইতেছে—"সেই যে অদৃশ্য ও অগ্রাহ্য", ইত্যাদি। কোন স্থলে (—শাখাতে) নিষেধ শ্রুত হইলে, সেই স্থলে কি অশ্রুত নিষেধসকলের অন্য শাখা হইতে উপসংহার হইবে, অথবা হইবে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'উপসংহার হইবে না', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু**শব্দ—পূর্ব্বপক্ষনিরাকরণের জন্য। **অক্ষরধিয়াম্**—অক্ষর নিগু‍ৰ্ণব্রহ্মে যে দ্বৈতনিষেধবিষয়িণী বুদ্ধিবৃত্তিসকল, তাহারাই অক্ষরবিষয়িণী বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাদের [নিষেধার্থক শ্রুতিসকলে সর্ব্বত্র] **অবরোধঃ**—উপসংহার [ন্যায্য। অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিষেধাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিসকল যাহাদের দ্বারা উদিত হয়, সেই নিষেধার্থক অস্থূলাদি শব্দসকলের সকল শাখাস্থ তাদৃশ স্থলে উপসংহার সঙ্গত। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্**—দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিরাকরণদ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদনের যে সমানতা, তাহাই সামান্য; আর সেই প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের যে সর্ব্বত্র ভাব—একইরূপে প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়া, তাহাই তদ্ভাব, সেই হেতুদ্বয় যেহেতু আছে। [সেইহেতু তাহাদের (—সেই সামান্য ও তদ্ভাবের) অঙ্গভূত নিষেধার্থক শব্দসকলের সর্ব্বত্র (—সকল শাখাতে) উপসংহার হইবে, ইহাই ভাব। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] **ঔপসদবৎ**—যেমন জামদগ্ন্য অহীন যজ্ঞে পুরোডাশযুক্ত উপসদ্ ইষ্টি (৩৪২ পৃঃ) উপদিষ্ট হইলে ঔপসদ্‌সকলের, অর্থাৎ পুরোডাশাহুতির মন্ত্রসকলের, তাহারা সামবেদে পঠিত হইলেও অধ্বর্য্যুর (—যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিকের) সহিত সম্বন্ধ (—তৎকর্ত্তৃক পঠিত) হয়, [এইরূপে নিগু‍ৰ্ণব্রহ্মবিজ্ঞানের অঙ্গভূত নিষেধসকলের, তাহারা যে কোন শাখাতে পঠিত হইলেও সকল শাখাতেই নিগু‍ৰ্ণব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ হইবে (—নিগু‍ৰ্ণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের জন্য উপসংহৃত হইবে, ইহাই অর্থ]। **তদুক্তম্**—আচার্য্য জৈমিনিকর্ত্তৃক পূর্ব্বমীমাংসাতে "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে" (৩ ৩।৩।৯) ইত্যাদি সূত্রে তাহা কথিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাজসনেয়কে শ্রূয়তে—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্" (বৃঃ ৩।৩।৮) ইত্যাদি।১ তথা আথর্ব্বণে শ্রূয়তে—"অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে। যত্তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্"

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অস্থূলত্বাদি বিশেষণসকলের সকল শাখাতে অনুপসংহার।]

বাজসনেয়কে পঠিত হইতেছে—"গার্গি, ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইঁহাকেই সেই অক্ষর বলিয়া থাকেন, ইনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, [বহ্নির গুণ] লোহিত্যরহিত, [জলের গুণ] স্নেহরহিত", ইত্যাদি।১ এইরূপে অথর্ব্ববেদীয় শাখাতে শ্রুত হইতেছে—"আর তাহাই পরা বিদ্যা যাহার দ্বারা সেই অক্ষরকে (—নিগু‍ৰ্ণপরব্রহ্মকে) অধিগত হওয়া যায়। সেই যে অদৃশ্য (—জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্য), অগ্রাহ্য (—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগোত্র (—কারণবিহীন) এবং বর্ণবিহীন

শাঙ্করভাষ্যম্

(মু: ১।১।৫,৬) ইত্যাদি ।২ তথৈব অন্যত্রাপি বিশেষনিরাকরণদ্বারেণ অক্ষরং পরং ব্রহ্ম শ্রাব্যতে ।৩ তত্র চ ক্বচিৎ কেচিৎ অতিরিক্তাঃ বিশেষাঃ প্রতিষিধ্যন্তে ।৪ তাসাং বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধীনাং কিং সর্ব্বাসাং সর্ব্বত্র প্রাপ্তিঃ, উত ব্যবস্থা ইতি সংশয়ে শ্রুতিবিভাগাৎ ব্যবস্থাপ্রাপ্তৌ উচ্যতে—অক্ষরবিষয়াঃ তু বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্র অবরোদ্ধব্যাঃ "সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্" ।৫ সমানঃ হি সর্ব্বত্র বিশেষনিরাকরণরূপঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রকারঃ, তদেব চ সর্ব্বত্র প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম অভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে ।৬ তত্র কিমিতি অন্যত্র কৃতাঃ বুদ্ধয়ঃ অন্যত্র ন স্যুঃ ? ৭ তথাচ "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (৩।৩।১১) ইত্যত্র ব্যাখ্যাতম্ ।৮ তত্র বিধিরূপাণি বিশেষণানি

ভাষ্যানুবাদ

(—দ্রব্যের ধর্ম্ম স্থূলত্বাদি ও শুক্লতাদিরহিত"), ইত্যাদি ।২ এইরূপেই অন্য স্থলেও [স্থূলত্বাদি] বিশেষের নিরাকরণদ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে শ্রবণ করান হইতেছে ।৩ তন্মধ্যে কোন কোন স্থলে কতকগুলি অতিরিক্ত বিশেষ (—শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি) প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ।৪ [শব্দ স্পর্শ স্থূলত্ব সূক্ষ্মত্ব ইত্যাদি] বিশেষের প্রতিষেধক সেই জ্ঞানসকলের মধ্যে সকলগুলিরই কি সর্ব্বত্র প্রাপ্তি হইবে (—যে অস্থূলাদি শব্দ পঠিত হইলে স্থূলত্বাদির অভাববিষয়িণী বুদ্ধির উদয় হয়, সেই অস্থূলাদিশব্দসকলের কি সকল শাখাতে উপসংহার হইবে), অথবা ব্যবস্থা হইবে (—সেই শাখাতে শ্রুত সেই শব্দসকল সেই শাখাতেই ব্যবহৃত হইবে, অন্যত্র উপসংহৃত হইবে না), এই-প্রকার সংশয় হইলে ; [পূর্ব্বপক্ষীর মতে—] শ্রুতির (—তত্তৎ শাখার) বিভিন্নতা-বশতঃ ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইলে—

[সিঃ—প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও প্রতিপাদনপ্রক্রিয়া অভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মবোধক বিশেষণসকলের সর্ব্বশাখাতে উপসংহার।]

[সিদ্ধান্তিকর্তৃক] কথিত হইতেছে—কিন্তু নির্গুণপরব্রহ্মবিষয়িণী বিশেষপ্রতি-ষেধবুদ্ধিসকল (—তাদৃশ বুদ্ধির উৎপাদক তত্তৎ অস্থূলাদি শব্দসকল) সকলেই সর্ব্বত্র (-সকল শাখাতে) অবরুদ্ধ (—উপসংহৃত) হইবে, যেহেতু "সামান্য ও তদ্ভাব আছে" ।৫ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু [স্থূলত্বাদি] বিশেষের নিরাকরণ-রূপ যে ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রক্রিয়া, তাহা সর্ব্বত্র (—সকল শাখাতে) সমান, [ইহাই সামান্য] এবং [যেহেতু] সেই প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই সর্ব্বত্র অভিন্নরূপে প্রত্যভিজ্ঞাত হন [ইহাই তদ্ভাব] ।৬ তাহাতে (—বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায়) অন্যত্র (—এক শাখাতে) কৃত [স্থূলত্বাদির প্রতিষেধক] বুদ্ধিসকল (—তাদৃশ বুদ্ধির উৎপাদক শব্দসকল) অন্যত্র (—অন্য শাখাতে) কেন [উপসংহৃত] হইবে না? ৭ আর "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" এই স্থলে সেইপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।৮ [এখানে পুন-রুক্তি কেন ? উত্তর—] সেই স্থলে বিধিরূপ [—কোন কিছুর অস্তিত্বজ্ঞাপক) বিশে-

শাঙ্করভাষ্যম

চিন্তিতানি, ইহ প্রতিষেধরূপাণি ইতি বিশেষঃ ।৯ প্রপঞ্চার্থশ্চ অয়ং চিন্তাভেদঃ ।১০ ঔপসদবৎ ইতি নিদর্শনম্ ।১১ যথা জামদগ্ন্যে

ভাষ্যানুবাদ

যণসকল বিচারিত হইয়াছে, এখানে প্রতিষেধরূপ (—কোন কিছুর অভাবজ্ঞাপক) বিশেষণসকল বিচারিত হইতেছে, ইহাই প্রভেদ ।৯ [কিন্তু ব্রহ্ম এক, তদ্বিষয়ক জ্ঞানও এক এবং তৎপ্রতিপাদক যুক্তিও এক হওয়ায় পুনরুক্তি দুর্ব্বারই হইয়া পড়িতেছে । তদুত্তরে বলিতেছেন—] বিস্তৃতির জন্য এই চিন্তাভেদ (— অন্য অধিকরণরচনা) হইয়াছে (১) ।১০

[সিঃ—সর্ব্বশাখা হইতে অস্থূলাদি বিশেষণসকলের উপসংহারে যুক্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ।]

[একই প্রধানের (—অঙ্গীর) সহিত সম্বন্ধ অঙ্গসকল বিভিন্ন শাখা হইতে উপসংহৃত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] "ঔপসদের (—উপসদিষ্টিতে প্রযুক্ত মন্ত্রের) ন্যায়", ইহা [এক শাখা হইতে শাখান্তরে উপসংহারবিষয়ে]

ভাবদীপিকা

[অভাবার্থক অস্থূলাদিপদের দ্বারা শুদ্ধব্রহ্মবোধের প্রক্রিয়া]

(১) তাৎপর্য্য এই—যদিও সত্যাদি পদসকলের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে ২৭৫ পৃঃ, ১ ভাবদীঃ), তথাপি সৃষ্টি প্রভৃতি বোধক শ্রুতিবাক্যসকলের পর্য্যালোচনাদ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্বই মন্দবুদ্ধিগণের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া পড়ে। সেই ভ্রান্তি নিরাকরণের জন্য অস্থূলাদি নিষেধবাক্যসকল অপেক্ষিত। **শঙ্কা**—কিন্তু অস্থূলাদি পদসকল স্থূলত্বাদির অভাবের উপস্থাপক হওয়ায় এবং অভাব সপ্রতিযোগী হওয়ায় তাদৃশ পদসকলের দ্বারাও নির্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক বোধ উদিত হইতে পারে না ; কারণ [অস্থূল—স্থূলত্বাভাব, তাহার প্রতিযোগী স্থূলত্ব, এইরূপে] প্রতিযোগিরূপে স্থূলত্বেরও ব্রহ্মস্বরূপে অনুপ্রবেশ হইয়া পড়ে, ফলে তিনি সদ্বৈত হইয়া পড়েন। সেইহেতু অস্থূলত্বাদিঘটিত তাদৃশ বাক্যবলে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত একরস ব্রহ্মবিষয়ক বোধ কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্", ইত্যাদি পদসকলের দ্বারা তত্তৎ স্থূলত্বাদির অভাবই বুদ্ধিতে আরূঢ় হওয়ায় কোন এক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় না ; অথচ কোন একটী বস্তু বোধনের জন্য শ্রুতি উক্ত পদসকলের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া লক্ষণাবৃত্তির প্রসক্তি হওয়ায় তাহার বলেই উক্ত অভাববোধক পদসকলের দ্বারা সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত এক নির্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুর বোধ হয়। **শঙ্কা**—কিন্তু মনুষ্যের ভ্রান্তির কোন সীমা নাই, সেইহেতু "অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি" (বৃঃ ২।৩।৬), এইপ্রকার সামান্যভাবে নিষেধদ্বারাই ব্রহ্মবিষয়ক যাবতীয় ভ্রান্ত সবিশেষতাবুদ্ধির নিরাকরণ সম্ভব, পুনঃ বিশেষভাবে অস্থূলাদি পদপ্রয়োগদ্বারা তাহা নিরাকৃত হইতেছে কেন ? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—উক্তপ্রকারে সবিশেষতাবুদ্ধির নিরাকরণ সম্ভব হইলেও সেই বুদ্ধির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য পুনরায় অস্থূলাদি পদের প্রয়োগ সঙ্গত। যেমন "অবায়্বনাকাশমরসমগন্ধমতেজস্কম্", ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাতে পৃথিব্যাদির এবং "অতমঃ" ইহার দ্বারা তাঁহাতে অবিদ্যার নিরাকরণবিষয়িণী বুদ্ধি দৃঢ়ীকৃত হয়। অন্যান্য স্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। অতএব এই অধিকরণরচনা সার্থক। [বিস্তৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণে দ্রঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অহীনে পুরোডাশিনীষু উপসৎসু চোদিতাসু পুরোডাশপ্রদান-মন্ত্রাণাম্ "অগ্নে বেঃ হোত্রং বেঃ অধ্বরম্" (তাণ্ড্যঃ ব্রাঃ ২১।১০।১১) ইতি

ভাষ্যানুবাদ

দৃষ্টান্ত ।১১ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেমন জামদগ্ন্য নামক অহীন যজ্ঞে (২) পুরোডাশযুক্ত উপসদ্ ইষ্টিসকল (৩) বিহিত হইলে "অগ্নে বেঃ হোত্রং বেঃ অধ্বরম্", (৪) ইত্যাদি এই পুরোডাশ প্রদানের (—আহুতির) মন্ত্রসকলের, তাহারা সামবেদে

ভাবদীপিকা

(২) **অহীনযজ্ঞ**—সত্র যজ্ঞের পরিচয় ৩৪০ পৃঃ দ্রঃ। অহীন যজ্ঞে বর্ণত্রয়ই অধিকারী, যজমানের সংখ্যা অনিয়ত, অর্থাৎ এক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত। সত্র ভিন্ন অন্যান্য যজ্ঞের ন্যায় যজমান হইতে ঋত্বিক্ ভিন্ন ব্যক্তি। এই যজ্ঞে প্রত্যহই ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণাদান করিতে হয়, যজ্ঞশেষে নহে। দীক্ষণীয়েষ্টি ও উপসদিষ্টি ইত্যাদি অঙ্গকলাপ সহ ৩০ দিন ব্যাপিয়া ইহার অনুষ্ঠান হয়। নানাপ্রকার অহীনে দুই হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সুত্যানুষ্ঠান (—সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন ও আহুতি প্রদত্ত) হয়। যাহাতে দুই দিবস সুত্যানুষ্ঠান হয়, তাহাকে বলে দ্ব্যহ অহীন। এইপ্রকারে একাদশ বা দ্বাদশ দিন সুত্যানুষ্ঠান হইলে তাহাকে বলে একাদশাহ অহীন, বা দ্বাদশাহ অহীন। এই যজ্ঞসকলকে দ্বিরাত্র, ত্রিরাত্র, একাদশরাত্র ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। আপস্তম্ব বলেন—যাঁহারা অদিক্ষীত, অর্থাৎ পূর্ব্বে সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই, তাঁহারাও এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন (আপঃ শ্রৌঃ ২১।২)। অহীন নানাপ্রকার এবং বিভিন্ন কামনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তৃত কাঃ শ্রৌঃ ২৩ অধ্যায় দ্রঃ। সামবেদে বিহিত প্রস্তাবিত **জামদগ্ন্য** নামক অহীন পুষ্টিকামনাবশতঃ অনুষ্ঠিত হয়। ইহা চতুরহ বা চতুরাত্র অহীনের অন্তর্গত, অনুষ্ঠানে ৩৬ দিন লাগে।

এই প্রসঙ্গেই আরও কয়েকটী যজ্ঞের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে, পরে ইহাদের উপযোগ হইবে। **দ্বাদশাহ যজ্ঞ**—এই যজ্ঞ সত্র ও অহীন উভয়াত্মক (কাঃ শ্রৌঃ ১২।১।৪, জৈঃ সূঃ ১০।৬।৫।৯,৬০)। যজমানগণই ঋত্বিক্ ইত্যাদি সত্রযজ্ঞের ধর্ম্মসহযোগ অনুষ্ঠিত হইলে ইহাকে বলা হয় 'সত্র'। আর ঋত্বিগ্‌বরণ, প্রত্যহ দক্ষিণাদান ইত্যাদি অহীনযজ্ঞের ধর্ম্মসহযোগে অনুষ্ঠিত হইলে ইহাকে বলা হয় 'অহীন'। এই দ্বাদশাহ সোমযজ্ঞের বিকৃতিযজ্ঞ হইলেও স্বয়ং সকলপ্রকার অহীন ও সকলপ্রকার সত্রযজ্ঞের প্রকৃতি। দীক্ষণীয় ইষ্টি ও উপসদিষ্টি ইত্যাদি অঙ্গকলাপসহ ইহার অনুষ্ঠানে ৩৬ দিন সময় আবশ্যক। অন্যান্য অহীনের ন্যায় যজতিচোদনার দ্বারা, অর্থাৎ যজ্‌ধাতুর প্রয়োগদ্বারা বিহিত হইলে, যথা—"দ্বাদশাহেন প্রজাকামং যাজয়েৎ", ইহাকে বলা হয় 'অহীন' এবং সত্রের ন্যায় **উপায়ন**চোদনা (**উপায়িচোদনা**), বা **আসন**চোদনার দ্বারা অর্থাৎ উপ+ই ধাতুর, অথবা উপ+আস্ ধাতুর প্রয়োগদ্বারা বিহিত হইলে, যথা—"দ্বাদশাহম্ ঋদ্ধিকামাঃ উপেয়ুঃ", "দ্বাদশাহম্ উপযন্তি", বা "দ্বাদশাহম্ আসীরন্", ইহাকে বলা হয় 'সত্র'। বিস্তৃত কাঃ শ্রৌঃ ১২ অধ্যায় দ্রঃ।

একাহ যজ্ঞ—ইহাও সোমযজ্ঞের বিকৃতি যজ্ঞ। একদিন মাত্র সুত্যানুষ্ঠান হইয়া সেই দিনেই সমাপ্ত হয় (কাঃ শ্রৌঃ ২২ অঃ দ্রঃ)। এই যজ্ঞও বহুপ্রকার, যথা—শ্যেন(সাদ্যস্ক), বিশ্বজিৎ অভিজিৎ সর্ব্বজিৎ বৃহস্পতিসব উদ্ভিদ্ বৈশ্যস্তোম, মৃত্যুকামীর অনুষ্ঠেয় 'সর্ব্বস্বার', ইত্যাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

এবমাদীনাম্ উদ্গাতৃবেদোৎপন্নানাম্ অপি অধ্বর্য্যুভিঃ অভিসম্বন্ধঃ ভবতি, অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকত্বাৎ পুরোডাশপ্রদানস্য, প্রধানতন্ত্রত্বাৎ চ অঙ্গানাম্ ।।১২ এবম্ ইহাপি অক্ষরতন্ত্রত্বাৎ তদ্বিশেষণানাং

ভাষ্যানুবাদ

পঠিত হইলেও [যজুর্ব্বেদী] অধ্বর্য্যুগণের সহিত সম্বদ্ধ হয় (—উচ্চৈঃস্বরে গেয় সামবেদীয় মন্ত্রসকল অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক যজুর্ব্বেদীয় উপাংশুস্বরে পঠিত হয়); যেহেতু পুরোডাশের আহুতি অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, [কিন্তু সামবেদে পঠিত মন্ত্র উদ্গাতাই পাঠ করিবেন, অধ্বর্য্যু তাহা করিবেন কেন ? উত্তর —] এবং যেহেতু অঙ্গসকল প্রধানের অধীন (৫) ।১২ এইপ্রকারে (—প্রধানের অধীন হওয়ায় সাম-

ভাবদীপিকা

অতিরাত্র—এই নামে ১৩টী যজ্ঞ আছে। ইহারাও সোমযজ্ঞের বিকৃতি। কোন কোন কল্পসূত্রকার এই যজ্ঞসকলকে বলেন 'অহীন'; অপরে বলেন 'একাহ' (কাঃ শ্রৌঃ ২৩।১।৪)। যাহাহউক্ যাহাতে এক দিন মাত্র সুত্যানুষ্ঠান হয়, তাহা একাহ। যাহাতে দুই দিন হইতে ১১ দিন পর্য্যন্ত তাহা হয়, তাহা অহীন। যাহাতে ১২ দিবস সুত্যানুষ্ঠান হয়, তাহা সত্র ও অহীন উভয়াত্মক। যাহাতে ১৩ দিবস হইতে ১০০০ দিবস পর্য্যন্ত তাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সত্র।

(৩) উপসদ্ ইষ্টি ৩৬২ পৃঃ দ্রঃ। এই স্থলে বিশেষ এই যে, ইহাতে ঘৃতের পরিবর্ত্তে দ্বাদশ দিবসে ক্রমশঃ এক হইতে দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ আহুতি প্রদত্ত হয়। ইহাতে বিভিন্ন দিবসে দেবতাও বিভিন্ন, যথা—অগ্নি অশ্বিনীকুমার বিষ্ণু সোম সবিতা ধাতা মরুৎ বৃহস্পতি মিত্র বরুণ ইন্দ্র ও বিশ্বদেব, এই দ্বাদশজন। (কাঃ শ্রৌঃ ২৩।২।১৮ দ্রঃ)।

(৪) মন্ত্রটীর অর্থ এই—"যাতি গচ্ছতি সর্ব্বত্র ইতি বিঃ সুরগণঃ"—'যাঁহারা সর্ব্বত্র গমন করেন, তাঁহারা বিঃ—দেবগণ'। 'হে অগ্নি, তুমি দেবগণের হোতা, তুমিই দেবগণের অধ্বর (—যজ্ঞ)। হে অগ্নি, ত্বৎকর্ত্তৃক দেবগণের হোত্রকর্ম্ম ও যজ্ঞ সম্পাদিত হয়', ইহাই ভাব। পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য এইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন—"হে অগ্নি, হোতার কৃত্য তুমি অবগত আছ এবং যজ্ঞও অবগত আছ, অর্থাৎ হোতাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তুমি হোত্রকর্ম্ম সম্পাদন কর এবং দেবগণকে হবিঃ প্রাপ্ত করাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন কর"। ইহা মন্ত্রাংশ মাত্র; সমগ্র মন্ত্র এবং পুরোডাশাহুতির অন্য একাদশটী মন্ত্র অর্থ সহ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ২১।১০।১১ হইতে দ্রঃ।

(৫) ভাব এই—বিনিযুক্ত হইলেই কর্ম্মের সাফল্য সিদ্ধ হওয়ায় বিনিয়োগবিধিই * প্রধান; উৎপত্তিবিধি (১।২৫৮ পৃঃ) অপ্রধান। যজুর্ব্বেদে পঠিত এই পুরোডাশেষ্টিতে বিনিয়োগবিধিবলে অধ্বর্য্যুই পুরোডাশাহুতি প্রদান করেন বলিয়া এবং অঙ্গ পুরোডাশাহুতির মন্ত্রসকল অঙ্গী পুরোডাশাহুতিরূপ প্রধানের অধীনভাবে প্রযুক্ত হয় বলিয়া তদনুরোধে উক্ত মন্ত্রসকল সামবেদে পঠিত হওয়ায় উদ্গাতা কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গেয় হইলেও, অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকই স্ববেদীয় উপাংশুস্বরে (—স্বশ্রবণযোগ্য অনুচ্চস্বরে) প্রযুক্ত হয়।

---

* "অঙ্গপ্রধানসম্বন্ধবোধকঃ বিধিঃ বিনিয়োগবিধিঃ"—অঙ্গ ও প্রধানের (—অঙ্গীর) সম্বন্ধবোধক যে বিধি, তাহাই বিনিয়োগবিধি'। যেমন "দধ্না জুহোতি" এই স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা দধি যে হোমের অঙ্গ, ইহা অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণসকল (১।২৫৬ পৃঃ) এই বিনিয়োগবিধির সহকারী।

শাঙ্করভাষ্যম্

যত্র ক্বচিদপি উৎপন্নানাম্ অক্ষরেণ সর্ব্বত্র অভিসম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ।১৩. তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বাৎ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।৯), ইত্যত্র ।১৪॥৩।৩৩॥ ইতি বিংশম্ অক্ষরধ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বেদে পঠিত মন্ত্রসকলে যজুর্ব্বেদীয় স্বরসংযোগের ন্যায়) এখানেও (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতেও, অস্থূলত্বাদি] সেই বিশেষণসকল অক্ষরের (—নির্গুণ ব্রহ্মের) অধীন হওয়ায় তাহারা যে কোন স্থলে উৎপন্ন (—যে কোন শাখাতে পঠিত) হইলেও সর্ব্বত্র ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ হয় (—সকল শাখাতে নির্বিশেষব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহৃত হয়), ইহাই ভাব।১৩ ["প্রধানতন্ত্রত্বাৎ চ অঙ্গানাম্" এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] প্রথম কাণ্ডে (—পূর্ব্বমীমাংসাতে) "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে" (৬) ইত্যাদি এই স্থলে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।১৪॥৩।৩।৩৩॥ অক্ষরধ্যধিকরণের-ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৬) পূর্ব্বমীমাংসা ৩।৩।১ বেদোপক্রমাধিকরণে "উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উচ্চৈঃ সাম্না, উপাংশু যজুষা" (তৈঃ সং ১।৮।১)—'ঋকের দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কর্ম্মসম্পাদন করিবে, সামের দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কর্ম্মসম্পাদন করিবে, যজুর দ্বারা উপাংশুস্বরে তাহা করিবে",ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বিচারদ্বারা বেদানুসারে স্বরের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। পূঃ মীঃ ৩।২।২ গুণমুখ্যব্যতিক্রমাধিকরণে প্রধান কর্ম্মের উৎপত্তিবিধি (১২৫৮ পৃঃ) এক বেদে এবং তাহার অঙ্গসকলের বিনিয়োগবিধি অপর বেদে পঠিত হইলে সেই অনুষ্ঠানে যে মন্ত্রসকল পঠিত হয়, তাহাতে কোন্ বেদের স্বর যোজিত হইবে, ইহা বিচারিত হইয়াছে। যেমন অগ্ন্যাধানকর্ম্ম* যজুর্ব্বেদে বিহিত হইলেও তাহার অঙ্গ বামদেব্য সাম সামবেদে পঠিত হইয়াছে। সেইস্থলে সংশয় হয়—বামদেব্য সাম কি পূর্ব্বাধিকরণন্যায়ে উদ্গাতা-কর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইবে, অথবা প্রধান অগ্ন্যাধান কর্ম্ম যজুর্ব্বেদে বিহিত হওয়ায় উপাংশুস্বরে পঠিত হইবে? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—সামবেদোৎপন্ন হওয়ায় উচ্চৈঃস্বরে গীত হইবে। সিদ্ধান্তী বলেন—"গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বাৎ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ"॥ জৈঃ সূঃ ৩।৩।৯॥ অর্থ—**গুণমুখ্যব্যতিক্রমে**—গুণ (—অঙ্গ) ও মুখ্যের (—অঙ্গীর, প্রধানের) মধ্যে ব্যতিক্রম—বিরোধ হইলে, **মুখ্যেন**—প্রধান কর্ম্মের অনুযায়িভাবেই, **বেদসংযোগঃ**—বেদের সংযোগ হইবে, অর্থাৎ মুখ্য কর্ম্ম যে বেদে বিহিত, তাহার অঙ্গভূত মন্ত্রে সেই বেদীয় স্বর যোজিত হইবে। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **তদর্থত্বাৎ**—যেহেতু অঙ্গসকল প্রধানের (—অঙ্গীর) প্রয়োজন সম্পাদক। [অতএব অঙ্গী অগ্ন্যাধান কর্ম্ম যজুর্ব্বেদে পঠিত হওয়ায় অঙ্গ বামদেব্য সাম যজুর্ব্বেদীয় উপাংশুস্বরেই পঠিত হইবে]। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাই প্রধান হওয়ায় তদুৎপত্তির অনুকূল অস্থূলত্বাদি বিশেষণরূপ অঙ্গসকল, তাহারা যে শাখাতেই পঠিত হউক্ না কেন, সেই অঙ্গী ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজনসম্পাদকরূপে একত্র উপসংহৃত হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল। অক্ষরধ্যধিকরণ সমাপ্ত

---

* যথকল্পোক্ত ক্রমানুসারে অরণীমন্থনোদ্ভূত বহ্নিকে গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি কুণ্ডে স্থাপনকার্য্যকে বলে—অগ্ন্যাধান, বা আধান। এই সংস্কৃত বহ্নিতেই অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসাদি যাবতীয় শ্রৌতকর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

২১। ইয়দধিকরণম্। [৩৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—"ঋতং পিবন্তৌ" (কঠ ১।৩।১) এবং "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১), এই মন্ত্রদ্বয়প্রতিপাদ্য বিদ্যার একত্ব ও গুণোপসংহার। [ইহা কৃত্বাচিন্তা ১।৮৭৪ পৃঃ]

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অক্ষরব্রহ্মের (—নিগুর্ণব্রহ্মের) একত্ববশতঃ অস্থূলত্বাদি বিশেষণসকলের উপসংহার প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত "ঋতং পিবন্তৌ" (কঠ ১।৩।১) এবং "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যাতে কিন্তু পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না; কারণ প্রথমোক্ত শ্রুতিতে উভয়ের এবং শেষোক্ত শ্রুতিতে অন্যতরের ভোক্তৃত্ব বর্ণিত হওয়ায় বেদ্যের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যাও বিভিন্ন। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

পিবন্তৌ দ্বা সুপর্ণেতি দ্বে বিদ্যে অথবৈকতা।
ভোক্তারৌ ভোক্তৃভোক্তারাবিতি বিদ্যে উভে ইমে॥
পিবন্তৌ ভোক্তৃভোক্তারাবিত্যুক্তং হি সমন্বয়ে।
ইয়ত্তাপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্বিদ্যৈকা মন্ত্রয়োর্দ্বয়োঃ॥

অন্বয়—"ঋতং পিবন্তৌ", "দ্বা সুপর্ণা" ইতি দ্বে বিদ্যে, অথবা একতা? ভোক্তারৌ ভোক্তৃভোক্তারৌ ইতি ইমে বিদ্যে উভে। সমন্বয়ে হি পিবন্তৌ ভোক্তৃভোক্তারৌ ইতি উক্তম্, ইয়ত্তাপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ দ্বয়োঃ মন্ত্রয়োঃ বিদ্যা একা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" (কঠ ১।৩।১) ইতি, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" (মুঃ ৩।১।১), ইতি চ মন্ত্রদ্বয়ম্ অত্র বিষয়ঃ। উদ্ধৃতয়োঃ বাক্যয়োঃ প্রতিপাদনপ্রকারভেদেন বিদ্যাভেদপ্রতিভানাৎ প্রতিপাদ্যাসংসার্য্যাত্মৈক্যপ্রতিভানাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] "ঋতং পিবন্তৌ", "দ্বা সুপর্ণা", ইতি দ্বে বিদ্যে [আম্নাতে], অথবা [বিদ্যায়াঃ] একতা?

পূর্ব্বপক্ষ—["ঋতং পিবন্তৌ", ইতি মন্ত্রে দ্বিবচনেন] ভোক্তারৌ [আম্নাতৌ, তথা "দ্বা সুপর্ণা", ইতি মন্ত্রে "তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি, অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি", ইতি এবংক্রমেণ] ভোক্তৃভোক্তারৌ [আম্নাতৌ], ইতি [হেতোঃ শ্রুত্যোঃ পঠিতে] ইমে বিদ্যে উভে।

সিদ্ধান্ত—সমন্বয়ে হি [গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণে] পিবন্তৌ [জীবব্রহ্মরূপৌ ভোক্তৃভোক্তারৌ ইতি উক্তম্। [উভয়ত্র] ইয়ত্তাপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ [চ অনয়োঃ] দ্বয়োঃ মন্ত্রয়োঃ বিদ্যা একা।

অনুবাদ

সংশয়—["লোকে (—ভোগায়তন শরীরমধ্যে) স্বকৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিফলভোগকারী দুই জন", এবং "সর্ব্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটী পক্ষী", ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় এখানে বিষয়। উদ্ধৃত বাক্যদ্বয়ে প্রতিপাদনের প্রকারভেদবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা প্রতিভাত হওয়ায় এবং [বেদান্তের] প্রতিপাদ্য অসংসারী আত্মার একত্ব প্রতিভাত হওয়ায় সংশয় হয়—] "ঋতং পিবন্তৌ" এবং "দ্বা সুপর্ণা" এইপ্রকারে দুইটী বিদ্যা পঠিত হইতেছে, অথবা [বিদ্যার] একত্ব?

পূর্ব্বপক্ষ—["ঋতং পিবন্তৌ", এই মন্ত্রে দ্বিবচনের দ্বারা] ভোক্তৃদ্বয় [পঠিত হইতেছে, এইরূপে "দ্বা সুপর্ণা", এই মন্ত্রে "তাঁহাদের মধ্যে একটী বিচিত্র কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপরটী ভোগ না করিয়া দর্শন করেন", ইত্যাদি এই ক্রমে] ভোক্তা এবং অভোক্তা পঠিত হইতেছে। এইহেতুবশতঃ [শ্রুতিবাক্যদ্বয়ে পঠিত] এই বিদ্যাদ্বয় ভিন্নই বটে।

সিদ্ধান্ত—সমন্বয়াধ্যায়ে [১।২।৩ গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণে] ফলভোগকারিদ্বয় [জীব ও ব্রহ্মরূপ] ভোক্তা এবং অভোক্তা, ইহা কথিত হইয়াছে। [আর উভয়ত্র] ইয়ত্তার (—পরিচ্ছিন্নতার বোধক দ্বিত্বসংখ্যার) প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া এই দুইটী মন্ত্রে বিদ্যা একটীই।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বিদ্যার বিভিন্নতাবশতঃ "ঋতং পিবন্তৌ" বাক্যে শ্রুত অক্ষরত্ব ব্রহ্মত্ব ও পরত্ব (কঠঃ ১।৩।২) ইত্যাদি এবং "দ্বা সুপর্ণা" বাক্যে শ্রুত অভোক্তৃত্ব প্রভৃতি গুণসকলের অন্যোন্যত্র অনুপসংহার। সিদ্ধান্তে—বিদ্যার অভিন্নতাবশতঃ উপসংহার।

ইয়দামননাৎ ॥৩।৩।৩৪॥

সূত্রার্থ—[আথর্ব্বণে "দ্বা সুপর্ণা" (মুঃ ৩।১।১), ইত্যাদিমন্ত্রঃ শ্রূয়তে ; কাঠকেঽপি "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি। তত্র কিম্ অনয়োঃ মন্ত্রয়োঃ বিদ্যাভেদঃ, উত অভেদঃ ইতি বিশয়ে, বিদ্যাভেদঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—মন্ত্রদ্বয়ে বিদ্যায়াঃ অভেদঃ এব। কুতঃ ?] **ইয়দামননাৎ**—ইয়তঃ—ইয়ত্তাবচ্ছিন্নস্য দ্বিত্বাবচ্ছিন্নস্য ইতি এতৎ, [ঈদৃশঃ বেদ্যস্য উভয়ত্রাপি অভিন্নত্বেন] আমননাৎ—অভিধানাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদে "দ্বা সুপর্ণা", ইত্যাদি মন্ত্র শ্রুত হইতেছে ; [যজুর্ব্বেদীয়] কাঠকোপনিষদে "ঋতং পিবন্তৌ", ইত্যাদি মন্ত্র শ্রুত হইতেছে। সেই স্থলে এই মন্ত্রদ্বয়ে বিদ্যা কি বিভিন্ন, অথবা অভিন্ন, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'বিদ্যা বিভিন্ন', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—মন্ত্রদ্বয়ে বিদ্যার অভিন্নতাই হইবে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **ইয়দামননাৎ**—যেহেতু ইয়তঃ—ইয়ত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ দ্বিত্বাবচ্ছিন্ন [যে ঈদৃশ বেদ্য, তাঁহার উভয় স্থলেই অভিন্নভাবে] আমননাৎ—বর্ণনা আছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি" ॥ (মুঃ ৩।১।১) ইতি অধ্যাত্মাধিকারে মন্ত্রম্ আথর্ব্বণিকাঃ শ্বেতাশ্বতরাশ্চ পঠন্তি ।১ তথা কঠাঃ "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণা-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—বেদ্যের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যা বিভিন্ন হওয়ায় কঠ ১।৩।১ এবং মুঃ ৩।১।১ শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বিদ্যাতে গুণের অনুপসংহার।]

"সর্ব্বদা সম্মিলিত, ['আত্মা' এই] সমান নামধারী দুইটী পক্ষী একই [দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী (—জীবাত্মা) স্বাদু (—বিচিত্র আস্বাদযুক্ত) পিপ্পল ভক্ষণ করে (—সুখদুঃখাত্মক কর্ম্মফল ভোগ করে), অপরটী (—পরমাত্মা) ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে", এইপ্রকারে অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ ও শ্বেতাশ্বতরাধ্যায়িগণ (শ্বেঃ ৪।৬) আত্মবিদ্যাপ্রকরণে পাঠ করেন।১ কঠশাখাধ্যায়িগণ এইপ্রকার পাঠ করেন—"স্বকৃত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিফলভোগকারী দুইজন (—জীবাত্মা ও পরমাত্মা) লোকে (—ভোগায়তন শরীরমধ্যে) পরব্রহ্মের পরম উপলব্ধিস্থানরূপ গুহাতে (—বুদ্ধিতে) প্রবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-

শাঙ্করভাষ্যম্

চিকেতাঃ ॥ (কঠ ১।৩।১) ইতি।২ কিম্ অত্র বিদ্যৈকত্বম্, উত বিদ্যানানাত্বম্ ইতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৪ বিদ্যানানাত্বম্ ইতি।৫ কুতঃ ?৬ বিশেষদর্শনাৎ।৭ "দ্বা সুপর্ণা" ইতি অত্র হি একস্য ভোক্তৃত্বং দৃশ্যতে, একস্য চ অভোক্তৃত্বং দৃশ্যতে।৮ "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি অত্র উভয়োঃ অপি ভোক্তৃত্বম্ এব দৃশ্যতে।৯ তৎ বেদ্যরূপং ভিদ্যমানং বিদ্যাং ভিন্দ্যাৎ ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে

ভাষ্যানুবাদ

বিদ্‌গণ পঞ্চাগ্নিবিদ্‌গণ এবং যাঁহারা তিনবার নাচিকেতাগ্নির চয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ছায়া ও আলোকের ন্যায় [পরস্পর বিলক্ষণ] বলিয়া থাকেন", ইত্যাদি।২ [১।২।৩ গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণে বিচারিত হইলেও গুণোপসংহারপ্রসঙ্গে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে প্রতিপাদনের প্রকারভেদবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা প্রতিভাত হওয়ায় এবং বেদ্য অসংসারী আত্মার একত্ব প্রতিভাত হওয়ায় পুনঃ বিচার উত্থিত হইতেছে—] এই স্থলে কি বিদ্যার একত্ব অভিপ্রেত, অথবা বিদ্যার বিভিন্নতা, ইহাই সংশয়।৩ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? ৪ [পূর্ব্বপক্ষ—] বিদ্যার বিভিন্নতা।৫ তাহাতে হেতু কি ? ৬ [উত্তর—] যেহেতু বিশেষ (—বিভিন্নতা) পরিদৃষ্ট হইতেছে।৭ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি এই স্থলে একের ভোক্তৃত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে, আর অপরটীর অভোক্তৃত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে।৮ "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি এই স্থলে [কিন্তু] উভয়েরই ভোক্তৃত্বই (১) পরিদৃষ্ট হইতেছে।৯ সেইহেতু [উক্ত উভয় বাক্যে] যাহা বিভিন্ন হইতেছে, সেই বেদ্যের স্বরূপ বিদ্যাকে বিভিন্ন করিবে (—বেদ্যের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যা বিভিন্ন হওয়ায় পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না) ইত্যাদি।১০

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই— (ক) ছত্রিন্যায়ে (১।৪৪০-৪১ পৃঃ ভাষ্য দ্রঃ) 'পিবন্তৌ' এই পদের লক্ষণাবৃত্তিবলে জীব ও পরমাত্মা গৃহীত হইয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ পরমাত্মার পক্ষে পান করা (—কর্ম্মফল ভোগ করা) সম্ভব না হওয়ায় এবং মুখ্যবৃত্তিবলে 'পিবন্তৌ' পদে দুই জন পানকারীর (—জীবের) গ্রহণ সম্ভব হইলে লক্ষণাবৃত্তিবলে 'যিনি পান করেন না', তাঁহারও গ্রহণ অন্যায্য হওয়ায় এই স্থলে দুই জন ভোক্তামাত্র প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। (খ) "যঃ সেতুঃ ... ব্রহ্ম যৎ পরম্" (কঠ ১।৩।২), ইত্যাদি ব্রহ্মবোধক বাক্যশেষবলে ছত্রিন্যায় এবং 'পিবন্তৌ' পদের লক্ষণাবৃত্তিতে পরমাত্মাকেও গ্রহণ করা চলে না ; কারণ উপক্রমের অর্থ বিষয়ে সন্দেহ হইলেই উপসংহারানুসারে অর্থ নির্ণীত হয়। প্রস্তাবিতস্থলে তাদৃশ সন্দেহোৎপত্তিই হয় না। (গ) "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪), ইত্যাদিপ্রকারে এই প্রকরণে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হওয়ায় ছত্রিন্যায় ও প্রকরণপ্রমাণবলে 'পিবন্তৌ' পদের লক্ষণাবৃত্তিবলে জীব ও পরমাত্মা গ্রহণীয়, জীবদ্বয় নহে; কারণ তাহা ব্রহ্মবোধক প্রকরণের অনুকূল নহে, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে", ইত্যাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রবীতি—বিদ্যৈকত্বম ইতি ।১১ কুতঃ ?১২ যতঃ উভয়োঃ অপি অনয়োঃ মন্ত্রয়োঃ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং দ্বিত্বোপেতং বেদ্যরূপম্ অভিন্নম্ আমনন্তি ।১৩ ননু দর্শিতঃ রূপভেদঃ ।১৪ ন ইতি উচ্যতে, উভৌ অপি এতৌ মন্ত্রৌ জীবদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরং প্রতিপাদয়তঃ, ন অর্থান্তরম্ ।১৫ "দ্বা সুপর্ণা" ইতি অত্র তাবৎ "অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি", ইতি অশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ঔৎপত্তিক দ্বিত্বসংখ্যাযুক্ততা, ছত্রিন্যায় এবং তাৎপর্য্যবান্ প্রকরণপ্রমাণবলে উক্ত উভয় শ্রুতিতে বেদ্য অভিন্ন হওয়ায় বিদ্যার একত্ব ও পরস্পর গুণোপসংহার।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন – [উভয় শাখাস্থ এই] বিদ্যা অভিন্ন ।১১ তাহাতে হেতু কি ? ১২ [উত্তর—] যেহেতু এই দুইটী মন্ত্রে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ দ্বিত্বসংখ্যাযুক্ত বেদ্য বস্তুর স্বরূপ অভিন্নভাবে পঠিত হইতেছে (২) ।১৩ [শঙ্কা—] কিন্তু ["দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে একজন ভোক্তা এবং "ঋতং পিবন্তৌ" মন্ত্রে দুই জন ভোক্তা, এইপ্রকারে] রূপভেদ (—বেদ্য বস্তুর স্বরূপের বিভিন্নতা) প্রদর্শিত হইয়াছে ।১৪ [সমাধান—] না, ইহা কথিত হইতেছে (—রূপভেদ হয় নাই), এই উভয় মন্ত্রই জীবদ্বিতীয় (—জীব হইতে ভিন্ন) ঈশ্বরকে প্রতিপাদন করিতেছে ; অন্য বস্তুকে নহে ।১৫ [ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] দেখ, "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি এই স্থলে [সর্ব্বানুভবসিদ্ধ জীবকে অনুবাদ করিয়া] "অপরটা ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে", এইপ্রকারে বুভুক্ষা ইত্যাদির (—জীবধর্ম্ম-

ভাবদীপিকা

ইহা 'পিবন্তৌ' এই পদের সহোচ্চারণাত্মক বাক্যপ্রমাণ, তাহা প্রকরণাপেক্ষা বলবান্। সুতরাং বলবান্ বাক্যপ্রমাণ জীবদ্বয়ের সম্পর্ক হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মবোধক লক্ষণাবৃত্তিকে বাধা দান করিবে এবং উক্ত মন্ত্রটীকে ব্রহ্মবোধক প্রকরণ হইতে অন্যত্র অপসরণ করিবে। যাহাহউক্, এইরূপে "দ্বা সুপর্ণা" বাক্যে ভোক্তা ও অভোক্তার এবং "ঋতং পিবন্তৌ" বাক্যে ভোক্তৃদ্বয়ের (—জীবদ্বয়ের) প্রতীতি হওয়ায় উভয়ত্র প্রতিপাদ্য বিদ্যা বিভিন্ন, সুতরাং পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর তাৎপর্য্য। এইপ্রকারে গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণে অনিরাকৃত যুক্তিসকলের নিরাকরণের জন্য পুনঃ সেই বাক্যসকলের বিচার অসঙ্গত নহে, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে।

(২) 'ইয়ত্তা' শব্দের অর্থ—'এতটা পরিমাণযুক্ততা'; সেইহেতু 'ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন' শব্দের অর্থ—পরিচ্ছিন্নপরিমাণযুক্ত। একাধিক বস্তু থাকিলে তাহা অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন হইবে। "ঋতং পিবন্তৌ" স্থলে দ্বিবচনের প্রয়োগ এবং "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে স্পষ্টই দ্বিত্বসংখ্যার উল্লেখ থাকায় দ্বিত্বসংখ্যাযুক্ত বস্তু পরিচ্ছিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয়। সেইহেতু 'ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন', ইহার অর্থ করা হইল—দ্বিত্বসংখ্যাযুক্ত। এই উভয় শ্রুতিস্থ বিদ্যাদ্বয়ের উৎপত্তিকালেই (—প্রথম প্রতীতিকালেই, শ্রুতিতে পঠিত হইবার সময়েই) এই দ্বিত্বসংখ্যারূপ ইয়ত্তাযুক্তরূপে [সেই দ্বিত্বসংখ্যাযুক্ত বস্তুই এই দ্বিত্বসংখ্যাযুক্ত বস্তু, এইপ্রকারে] সমান বেদ্য বস্তুর প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় সেই লিঙ্গপ্রমাণবলে এই উভয় শাখাপঠিতা বিদ্যার অভিন্নতা অবগত হওয়া যায়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিপাদ্যতে।১৬ বাক্যশেষেঽপি চ সঃ এব প্রতিপাদ্যমানঃ দৃশ্যতে —"জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যম্ ঈশম্ অস্য মহিমানম্", (মুঃ ৩।১।২, শ্বেঃ ৪।৭) ইতি ।১৭ "ঋতং পিবন্তৌ" (কঠ ১।৩।১), ইত্যত্র তু জীবে পিবতি অশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মাপি সাহচর্য্যাৎ ছত্রিন্যায়েন পিবতি ইতি উপচর্য্যতে ।১৮ পরমাত্মপ্রকরণং হি এতৎ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ" (কঠ ১।২।১৪) ইতি উপক্রমাৎ ।১৯ তদ্বিষয়ঃ এব চ অত্রাপি বাক্যশেষঃ ভবতি "যঃ সেতুঃ ঈজানানাম্ অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্"

ভাষ্যানুবাদ

সকলের) অতীত পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইতেছেন।১৬ আর "যখন [সেই জীব] জুষ্ট (—যোগমার্গদ্বারা সেবিত) অন্য (—শরীরাদি হইতে ভিন্ন) ঈশ্বরকে এবং ইঁহার মহিমাকে (—জগদ্রূপ বিভূতিকে, স্বাভিন্নরূপে] দর্শন করে", ইত্যাদি বাক্য-শেষেও তিনিই (—পরমেশ্বরই) প্রতিপাদিত হইতেছেন, ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৭ [কিন্তু কাঠকবাক্যের গতি কি ? তাহা বলিতেছেন—] "ঋতং পিবন্তৌ", ইত্যাদি এই স্থলে কিন্তু জীব পান করিলে (—কর্ম্মফল ভোগ করিলে) তাহার সাহচর্য্য-বশতঃ ছত্রিন্যায়ে বুভুক্ষাদির অতীত পরমাত্মাও পান করেন, ইহা গৌণভাবে বলা হইতেছে (৩)।১৮ আর ইহা পরমাত্মবোধক প্রকরণ, যেহেতু "ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন", এইপ্রকারে উপক্রম (—বর্ণনারম্ভ) হইয়াছে।১৯ [কিন্তু প্রবল বাক্যপ্রমাণ জীবদ্বয়ের সমর্পক, ইহা বলা হইয়াছে। তদুত্তরে উপসংহাররূপ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গও প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এখানেও সেই [পরমাত্ম-] বিষয়েই বাক্যশেষ আছে, যথা—"যজ্ঞকারিগণের যিনি [দুঃখাতিক্রমের] সেতু-স্বরূপ [সেই নাচিকেত অগ্নিকে] এবং যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম [তাঁহাকেও আমরা অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি] ইত্যাদি (৪)।২০ [এই মন্ত্রদ্বয় পূর্ব্বেই

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—উক্ত মন্ত্রদ্বয়েই দ্বিত্বসংখ্যা পরিদৃষ্ট হইতেছে ; উভয় স্থলে বেদ্য বস্তুর তুল্যতা ব্যতিরেকে এইপ্রকারে দ্বিত্বসংখ্যার প্রয়োগ হইতে পারে না। সেইহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোন চেতন না থাকায় চেতন পরমাত্মাই চেতন জীবের তুল্য, ইহা অবগত হওয়া যায়। আবার 'পিবন্তৌ' পদে পানকারিদ্বয়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ জীব হইতে ভিন্ন অপর পান-কারী কে, ইহা নির্ণয়ের জন্য উক্ত পদের লাক্ষণিকার্থও অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য হইয়া পড়ে। ফলে ভোক্তা জীবের সাহচর্য্যবশতঃ ছত্রিন্যায়বলে (১।৪৪০ পৃঃ, ভাষ্য দ্রঃ) জীবতুল্য চেতন পরমাত্মা অভোক্তা হইলেও তাঁহাকেই উক্ত পদের লক্ষণাবৃত্তিবলে পানকারিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। আর কেবলমাত্র চেতন জীবের তুল্যতা ও ছত্রিন্যায় বলেই যে 'পিবন্তৌ' পদের লক্ষণাবৃত্তিতে পরমাত্মাকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নহে, তাৎপর্য্যবান্ প্রকরণপ্রমাণবলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা বলিতেছেন—পরমাত্মপ্রকরণম্—'আর ইহা' ইত্যাদি (১৯ বাক্য)।

(৪) এইরূপে উপক্রম ও উপসংহাররূপ তাৎপর্য্যগ্রাহক লিঙ্গপ্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মবোধক মহা-

শাঙ্করভাষ্যম্

(কঠ ১৩৷১) ইতি ।২০ "গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি" (১৷২৷১১) ইত্যত্র চ এতৎ প্রপঞ্চিতম্ ।২১ তস্মাৎ নাস্তি বেদ্যভেদঃ, তস্মাৎ চ বিদ্যৈকত্বম্ ।২২ অপিচ ত্রিষু অপি এতেষু বেদান্তেষু পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনে পরমাত্মবিদ্যা এব অবগম্যতে ।২৩ তাদাত্ম্যবিবক্ষয়া এব জীবোপাদানম্, ন অর্থান্তরবিবক্ষয়া ।২৪ ন চ পরমাত্মবিদ্যায়াং ভেদাভেদবিচারাবতারঃ অস্তি ইতি উক্তম্ ।২৫ তস্মাৎ প্রপঞ্চার্থঃ এব এষঃ যোগঃ ।২৬ তস্মাৎ চ অধিকধর্ম্মোপসংহারঃ ইতি ।২৭॥৩৷৩৷৩৪॥ ইতি একবিংশম্ ইয়দধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

বিচারিত হইয়াছে, ইহা স্মরণ করাইতেছেন—] "গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি", ইত্যাদি এই স্থলে ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।২১ সেইহেতু (—সেই স্থলে প্রদর্শিত ন্যায়সকলের বলে উক্ত মন্ত্রদ্বয় জীব ও পরমাত্মাকেই বিষয় করে বলিয়া) বেদ্য বস্তুর বিভিন্নতা নাই, আর সেইহেতু বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হয় ।২২ আর দেখ, [মুণ্ডক, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর, এই] তিনটী উপনিষদেই পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে পরমাত্মবিদ্যাকেই অবগত হওয়া যায় ।২৩ [তাহা হইলে জীবের গ্রহণ হইয়াছে কেন ? উত্তর—]তাদাত্ম্য (—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা) বলিবার ইচ্ছাবশতঃই [সর্ব্বানুভবসিদ্ধ] জীবের গ্রহণ (— অনুবাদ) হইয়াছে, কিন্তু [জীব ও ব্রহ্মের ভেদ, বা ভেদাভেদ ইত্যাদি] অন্য বিষয় বলিবার ইচ্ছাতে নহে ।২৪ [কিন্তু জীবের অনুবাদ দ্বারা তাহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইলেও বিদ্যার একত্ব কিপ্রকারে সিদ্ধ

ভাবদীপিকা

প্রকরণপ্রমাণ তাৎপর্য্যবান্, সুতরাং বাক্যপ্রমাণাপেক্ষা (১ ভাবদীঃ, গ) বলবান্, ইহা প্রদর্শিত হইল । তাৎপর্য্যবান্ দুর্ব্বল প্রমাণও বলবান্ প্রমাণাপেক্ষা প্রবল, ইহা ১৷১৷৭ অন্তরাধিকরণ, ১৷১৷৮ আকাশাধিকরণ এবং ১৷১৷১১ প্রাতর্দ্দনাধিকরণ প্রভৃতিতে বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে তাৎপর্য্যগ্রাহক অন্য লিঙ্গসকলও আছে, যথা—"অশব্দম্ অস্পর্শম্" (কঠ ১৷৩৷১৫), "ঈশানঃ ভূতভব্যস্য" (ঐ ২৷১৷১২) ইত্যাদিপ্রকার অভ্যাস, "শ্রবণায়াপি বহুভিঃ যঃ ন লভ্যঃ" (ঐ ১৷২৷৭) ইত্যাদি অপূর্ব্বতা, "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" (ঐ ২৷৩৷১৪) ইত্যাদি ফল, "নচিকেতা নাম পুত্রঃ আস" (ঐ ১৷১৷১) ইত্যাদি অর্থবাদ, এবং "যঃ এষঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি" (ঐ ২৷২৷৮) ইত্যাদি উপপত্তি আছে। অতএব তাৎপর্য্যবান্ প্রকরণপ্রমাণবলে বাক্যপ্রমাণ বাধিত হওয়ায় সেই প্রমাণের বলে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ছত্রিন্যায়প্রয়োগদ্বারা 'পিবন্তৌ' এই পদের লক্ষণাবৃত্তিবলে পানকারী জীব ও 'পান না কারী' ব্রহ্ম, এই উভয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল । আর সর্ব্বজনসিদ্ধ জীবপ্রতিপাদনে শ্রুতির তাৎপর্য্য না থাকায় এবং একই শরীরে দুইজন ভোক্তা সম্ভব না হওয়ায় সংশয়ের উদয় ও অর্থনিরূপণে বাক্যশেষের সহায়তাগ্রহণ বলাৎ আপতিত হয় । এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর ১ ভাবদীঃ (ক) ও (খ) প্রদর্শিত যুক্তিদ্বয়ের অকিঞ্চিৎকরত্বও সিদ্ধ হইল ।

ভাষ্যানুবাদ

হইবে ? উত্তর—] আর পরমাত্মবিদ্যাতে [জীবাভিন্ন এক ব্রহ্মই বিষয় হওয়ায় ভেদাভেদবিচারের অবতারণা হয় না, ইহা ["সর্ব্বাভেদাৎ" এই ন্যায়াবলম্বনে ৩।৩।১১ সূত্রে] কথিত হইয়াছে।২৫ [যদি কথিতই হইয়াছে, তবে এই অধিকরণরচনা কেন ? উত্তর—] সেইহেতু (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার বিভিন্নতা সম্ভব না হওয়ায়) এই যোগ (—অধিকরণরচনা) প্রপঞ্চের জন্য (—শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য) ।২৬ [কিন্তু গুণোপসংহার প্রস্তাবে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের বিচার কেন? উত্তর—] আর সেইহেতু (—উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় অভিন্ন হওয়ায়) অধিক ধর্ম্মসকলের (—যে শাখাতে যে ধর্ম্ম পঠিত হয় নাই, অপর শাখা হইতে সেই ধর্ম্মসকলের) উপসংহার হইবে, 'ইহা প্রদর্শনের জন্য' (৫) ।২৭॥৩।৩।৩৪॥

ইয়দধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

২২। অন্তরত্বাধিকরণম্। [৩৫-৩৬ সূত্র]

[অন্তরাভূতগ্রামাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—একই শাখাপঠিত উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে বিদ্যার একত্ব।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "পিবন্তৌ" পদের লাক্ষণিকার্থ গ্রহণকরতঃ বেদ্য বস্তুর অভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে বিচারিত বৃহদারণ্যকস্থ উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে (বৃঃ ৩।৪,৩।৫) কিন্তু বেদ্য বস্তু অভিন্ন হইলেও 'যজতি' অভ্যাসের ন্যায় (—"সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি" (তৈঃ সং ২।৬।১), ইত্যাদি স্থলে পুনঃ পুনঃ শ্রুত কর্ম্মভেদক যজ্‌ধাতুর ন্যায়, জৈঃ সূঃ ২।২।২) আত্মশব্দের অভ্যাসবশতঃ বিদ্যা বিভিন্নই হইবে, এইপ্রকারে **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বিদ্যাভেদোঽথ বিদ্যৈক্যং স্যাদুষস্তকহোলয়োঃ।
সমানস্য দ্বিরাম্নানাদ্বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়তে ॥
সর্ব্বান্তরত্বমুভয়োরস্তি বিদ্যৈকতা ততঃ।
শঙ্কাবিশেষমুক্ত্যৈ দ্বিঃপাঠস্তত্ত্বমসীতিবৎ ॥

ভাবদীপিকা

(৫) ১।২।৩ গুহাপ্রবিষ্টাধিকরণে পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণানুসারে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতির প্রতিপাদ্য জীব ও ব্রহ্ম নহেন, পরন্তু বুদ্ধি ও ব্রহ্মাভিন্ন জীব। "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কিন্তু "ভোক্তা জীব ও অভোক্তা পরমেশ্বর" প্রতিপাদ্য। সেইহেতু বেদ্য বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিদ্যাও বিভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হয়। তথাপি যে উক্ত শ্রুতিদ্বয়প্রতিপাদিত বিদ্যার একত্ব ও গুণোপসংহার প্রদর্শিত হইল, তাহা 'পৈঙ্গীরহস্য ব্রাহ্মণ' নাই, ইহা অভ্যুপগমকরতঃ **ক্ত্বাচিন্তা** মাত্র (১।৪৪৯ পৃঃ)। সমান বিষয়ের বর্ণনা বিদ্যার একত্বনির্ণায়ক এই ন্যায় প্রদর্শনই ইহার প্রয়োজন। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)। ইয়দধিকরণ সমাপ্ত

অন্বয়—উষস্তকহোলয়োঃ বিদ্যাভেদঃ স্যাৎ, অথবা বিদ্যৈক্যম্? সমানস্য দ্বিঃ আম্নানাৎ বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়তে। উভয়োঃ সর্ব্বান্তরত্বম্ অস্তি, ততঃ বিদ্যৈকতা। "তত্ত্বমসি" ইতিবৎ শঙ্কাবিশেষমুক্ত্যৈ দ্বিঃ পাঠঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[একস্যাম্ এব শাখায়াম্ উষস্তব্রাহ্মণে কহোলব্রাহ্মণে চ যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম যঃ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃঃ ৩।৪,৩।৫), ইতি পঠিতম্। 'অপরোক্ষাৎ' ইত্যত্র বিভক্তিব্যত্যয়েন 'অপরোক্ষম্' ইত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণদ্বয়ে দ্বিরাম্নাতম্ ইদং বাক্যম্ অত্র বিষয়ঃ। তত্র সর্ব্বান্তরত্ব-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ অভ্যাসাৎ চ সংশয়ঃ—] উষস্তকহোলয়োঃ বিদ্যাভেদঃ স্যাৎ, অথবা বিদ্যৈক্যম্?

পূর্ব্বপক্ষ—সমানস্য [অন্যূনানতিরিক্ততয়া পঠিতস্য ব্রাহ্মণবাক্যস্য] দ্বিঃ আম্নানাৎ [পৌনরুক্ত্যপরিহারায়] বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়তে।

সিদ্ধান্ত—উভয়োঃ [ব্রাহ্মণয়োঃ প্রতিপাদ্যত্বেন] সর্ব্বান্তরত্বম্ অস্তি। [তচ্চ একস্মিন্ এব বস্তুনি সম্ভবতি, যতঃ দ্বয়োঃ বস্তুনোঃ একতরস্য বহির্ভাবঃ অবশ্যম্ভাবী]। ততঃ [সর্ব্বান্তরস্য বেদ্যস্য একত্বাৎ] বিদ্যৈকতা [সিধ্যতি। নচ পুনরুক্তিঃ অত্র বিদ্যাভেদিকা, যতঃ শাখান্তরে বিশেষশঙ্কাপনুত্ত্যর্থং] "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতিবৎ [অত্র দেহাদৌ আত্মত্বশঙ্কা দেহাদি-ব্যতিরিক্তস্য চ অব্রহ্মত্বশঙ্কা ইতি] শঙ্কাবিশেষমুক্ত্যৈ [ব্রাহ্মণদ্বয়ে] দ্বিঃ পাঠঃ [সমঞ্জসঃ ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[একই শাখাতে উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে "যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা", ইহা পঠিত হইয়াছে। "অপরোক্ষাৎ" এই স্থলে বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিয়া "অপরোক্ষম্", এইপ্রকার হইবে। ব্রাহ্মণদ্বয়ে দুইবার পঠিত এই বাক্য এখানে বিষয়। সেই স্থলে সর্ব্বান্তরতার প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় এবং পুনঃ পঠিত হওয়ায় সংশয় হইতেছে—] উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে, অথবা বিদ্যার একত্ব?

পূর্ব্বপক্ষ—সমানের (—অন্যূন ও অনতিরিক্তভাবে পঠিত ব্রাহ্মণবাক্যের) দুইবার পাঠ থাকায় [পুনরুক্তিদোষ পরিহারের জন্য] বিদ্যার বিভিন্নতা প্রতিভাত হইতেছে।

সিদ্ধান্ত—উভয় ব্রাহ্মণে [প্রতিপাদ্যরূপে] সর্ব্বান্তরতা পঠিত হইতেছে। [আর তাহা একটী বস্তুতেই সম্ভব, যেহেতু দুইটী বস্তুর মধ্যে একটীর বহির্ভাব অবশ্যম্ভাবী]। সেইহেতু [সর্ব্বান্তরভূত বেদ্য বস্তু এক হওয়ায়] বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হয়। [আর পুনরুক্তি এখানে বিদ্যাভেদের হেতু নহে, কারণ অন্য শাখাতে বিশেষ শঙ্কার নিরাকরণের জন্য] "তত্ত্বমসি" ইহার ন্যায়, [এখানে দেহাদিতে আত্মত্বশঙ্কা এবং দেহাদি হইতে যিনি ভিন্ন, তাঁহার অব্রহ্মত্ব-শঙ্কা, এই] শঙ্কাবিশেষের নিরাকরণের জন্য [ব্রাহ্মণদ্বয়ে] দুইবার পাঠ সমঞ্জস।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উভয় ব্রাহ্মণে পঠিত ধর্ম্মসকলের পরস্পর অনুপসংহার। সিদ্ধান্তে—পরস্পর উপসংহার।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥৩।৩।৩৫॥

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, যঃ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃঃ ৩।৪,৩।৫) ইতি দ্বিঃ আম্নায়তে। তত্র কিম্ অনয়োঃ ব্রাহ্মণয়োঃ বিদ্যাভেদঃ, উত বিদ্যৈক্যম্ ইতি বিশয়ে, বিদ্যাভেদঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—পূর্ব্বসূত্রস্থস্য "আমননাৎ" ইতি পদস্য অত্র অনুষঙ্গঃ। ব্রাহ্মণদ্বয়ে অপি] স্বাত্মনঃ স্বস্য অত্মনঃ, অন্তরা "আমননাৎ"—সর্ব্বান্তরত্বামননাৎ [বিদ্যৈক্যং বিজ্ঞেয়ম্, একস্মিন্ দেহে দ্বয়োঃ মুখ্যতঃ সর্ব্বান্তরত্বাযোগাৎ]।

ভূতগ্রামবৎ—যথা ভূতসমূহাত্মকে স্থূলদেহে পৃথিব্যপেক্ষয়া জলম্ আন্তরম্ জলাপেক্ষয়া তেজঃ ইত্যাদিক্রমেণ আপেক্ষিকং ভূতানাম্ আন্তরত্বং, ন মুখ্যম্ তদ্বৎ। অথবা যথা "একঃ দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (শ্বেঃ ৬।১১), ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরে সর্বেষু ভূতগ্রামেষু সর্বান্তরঃ একঃ এব আত্মা আম্নায়তে, তদ্বৎ অনয়োঃ ব্রাহ্মণয়োঃ ইত্যর্থঃ। [এবং চ বেদ্যৈক্যাৎ বিদ্যৈক্যম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে "যিনি সাক্ষাৎ (—দ্রষ্টার স্বরূপভূত) অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তরভূত আত্মা", ইহা দুইবার পঠিত হইতেছে। সেই স্থলে এই ব্রাহ্মণদ্বয়ে কি বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে, অথবা বিদ্যার একত্ব, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'বিদ্যার বিভিন্নতা', ইহা পূর্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই --পূর্বসূত্রস্থ 'আমননাৎ' এই পদের এখানে সম্বন্ধ হইবে। ব্রাহ্মণদ্বয়েই] **স্বাত্মনঃ**—নিজের আত্মার, **অন্তরা** 'আমননাৎ'—সর্বান্তরতা পঠিত হওয়ায় [বিদ্যার একত্ব অবগত হইতে হইবে, যেহেতু একই দেহে দুইটীর মুখ্যভাবে সর্বান্তরতা সম্ভব নহে] **ভূতগ্রামবৎ**—যেমন ভূতসমূহাত্মক স্থূল দেহে 'পৃথিবী অপেক্ষা জল অভ্যন্তরবর্ত্তী', 'জল অপেক্ষা তেজঃ অভ্যন্তরবর্ত্তী', ইত্যাদিক্রমে ভূতসকলের আপেক্ষিক অভ্যন্তরবর্ত্তিতা মুখ্য নহে, তদ্রূপ। অথবা "এক দেব (—জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা) সকল প্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত", ইত্যাদি অন্য শ্রুতিতে যেমন ভূতসকলের মধ্যে সর্বান্তরভূত একই আত্মা পঠিত হইতেছেন, সেইরূপে এই ব্রাহ্মণদ্বয়ে 'প্রতিপাদ্য আত্মা একই', ইহাই ভাব। [এইপ্রকারে বেদ্যবস্তুর একত্ববশতঃ বিদ্যার একত্ব, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যৎ সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম, যঃ আত্মা সর্বান্তরঃ" (বৃঃ ৩।৪।১,৩।৫), **ইতি এবং দ্বিঃ উষস্তকহোলপ্রশ্নয়োঃ নৈরন্তর্যেণ বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি।১ তত্র সংশয়ঃ—বিদ্যৈকত্বং বা স্যাৎ, বিদ্যানানাত্বং বা ইতি।২ বিদ্যানানাত্বম্ ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্, অভ্যাসসামর্থ্যাৎ।৩ অন্যথা হি অন্যূনানতিরিক্তার্থে দ্বিঃ আম্নানম্ অনর্থকম্ এব স্যাৎ।৪**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অভ্যাসবলে উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে বিদ্যার বিভিন্নতা]

"যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা" (১), ইত্যাদি, এইপ্রকারে উষস্ত ও কহোল প্রশ্নে বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণ অব্যবহিতভাবে দুইবার পাঠ করিতেছেন।১ সেই স্থলে সংশয় হয়— [একই সর্বান্তরতার প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায়] বিদ্যার একত্ব হইবে, অথবা [অভ্যাস (—পুনঃশ্রুতি) বশতঃ] বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে ?২ [পূর্বপক্ষী বলেন—] বিদ্যার বিভিন্নতা, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল, কারণ অভ্যাসের (—পুনঃ বর্ণনার) সামর্থ্য আছে।৩ [ব্যতিরেকমুখে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু অন্যথা (—বিদ্যা অভিন্ন হইলে) অন্যূন ও অনতিরিক্ত (—অল্পও নহে, অধিকও নহে, ঠিক সমান) বিষয়ে দুইবার পাঠ অনর্থ-

ভাবদীপিকা ["সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাৎ" শ্রুতির অর্থ]

(১) ঘটাদির অপরোক্ষ (—প্রত্যক্ষ) জ্ঞানকালে তাহা হয় বৃত্তিব্যাপ্য ও ফলব্যাপ্য উভয়ই (১।১৬৮-৬৯ পৃঃ)। ব্রহ্মবস্তু কিন্তু ফলব্যাপ্য নহেন, অর্থাৎ বিষয়প্রকাশক ফলচৈতন্যকর্তৃক

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ যথা অভ্যাসাৎ কর্ম্মভেদঃ, এবম্ অভ্যাসাৎ বিদ্যাভেদঃ ইতি।৫ এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—অন্তরাম্নানাবিশেষাৎ স্বাত্মনঃ বিদ্যৈকত্বম্ ইতি।৬ সর্ব্বান্তরঃ হি স্বাত্মা উভয়ত্রাপি অবিশিষ্টঃ পৃচ্ছ্যতে চ প্রত্যুচ্যতে চ।৭ নহি দ্বৌ আত্মানৌ একস্মিন্ দেহে সর্ব্বান্তরৌ সম্ভবতঃ।৮ তদা হি একস্য আঞ্জসং সর্ব্বান্তরত্বম্ অবকল্পেত, একস্য তু ভূতগ্রামবৎ নৈব সর্বান্তরত্বং স্যাৎ।৯ যথা চ পঞ্চভূতসমূহে দেহে পৃথিব্যাঃ আপঃ অন্তরাঃ, অদ্ভ্যঃ তেজঃ অন্তরম্ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

কই হইয়া পড়িবে।৪ সেইহেতু যেমন অভ্যাসবশতঃ কর্ম্মের বিভিন্নতা হয় (২), এইপ্রকারে অভ্যাস (—একই শাখাতে পুনঃ বর্ণনা) বশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা হইবে, ইত্যাদি।৫

[সিঃ—উভয় আত্মার মুখ্য সর্ব্বান্তরতা সম্ভব না হওয়ায় এবং সর্ব্ব প্রাণীতে অন্তরাত্মা একই হওয়ায় উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে বেদ্যৈক্যবশতঃ বিদ্যার একত্ব।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী] প্রত্যুত্তর দিতেছেন—[উক্ত উভয় শ্রুতিবাক্যেই] নিজের আত্মবিষয়ে অবিশেষভাবে অন্তরাম্নান (—অভ্যন্তরবর্ত্তিরূপে বর্ণনা) থাকায় বিদ্যার একত্ব হইবে।৬ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু [স্থূল ও লিঙ্গশরীর প্রভৃতি] সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী নিজের আত্মা উভয়ত্র (—উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে) অবিশিষ্টভাবে জিজ্ঞাসিত হইতেছেন এবং প্রত্যুত্তররূপেও কথিত হইতেছেন।৭ একই দেহে দুইটী আত্মার সর্ব্বান্তরতা নিশ্চয়ই সম্ভব নহে।৮ [কেন নহে ? মনোময় আত্মা যেমন প্রাণময় আত্মার অভ্যন্তরবর্ত্তী (তৈঃ ২।৩), এই স্থলেও সেইপ্রকার হইবে। উত্তর—] যেহেতু তাহা হইলে [দুইটীর মধ্যে] একটীর ["পুচ্ছ ব্রহ্মের" ন্যায়, তৈঃ ২।৫] সম্যগ্‌রূপে সর্ব্বান্তরতা অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু ভূতসমূহের ন্যায় [অপর] একটীর [মুখ্য] সর্ব্বান্তরতা কিছুতেই হইতে পারে না।৯ ["ভূতসমূহের ন্যায়", ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন [ক্ষিত্যাদি] পঞ্চভূতের সমষ্টিভূত দেহে পৃথিবী হইতে জল

ভাবদীপিকা

প্রকাশিত হন না; সেইহেতু তাঁহাকে 'সাক্ষাৎ অপরোক্ষ' বলা হইতেছে। 'অপরোক্ষাৎ' ইহা শ্রৌত প্রয়োগ, 'অপরোক্ষম্' এইপ্রকারে প্রথমাবিভক্তি বুঝিতে হইবে। এই অপরোক্ষতা জীবাত্মার ধর্ম্ম, কারণ সকলেই 'আমি আছি', এইপ্রকার অনুভব করিয়া থাকে। সেই 'অপরোক্ষতা' "অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ে কথিত হইতেছে। আর 'সর্ব্বান্তরতা' ব্রহ্মধর্ম্ম, তাহা "আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" এইরূপে আত্মবিষয়ে (—জীব বিষয়ে) কথিত হইতেছে। এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এই শ্রুতিবাক্যে দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

(২) ইহা ২।২।২ এবং ২।৪।১৬ জৈঃ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমরা পুনঃ শ্রুতি (২২৫ পৃঃ) এবং পুনরুক্তি (২৩০ পৃঃ) বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাহা বর্ণনা করিয়াছি।

শাঙ্করভাষ্যম্

সত্যপি আপেক্ষিকে অন্তরত্বে নৈব মুখ্যং সর্ব্বান্তরত্বং ভবতি, তথা ইহাপি ইত্যর্থঃ।১০ অথবা "ভূতগ্রামবৎ" ইতি শ্রুত্যন্তরং নিদর্শয়তি।১১ যথা—"এক দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বেঃ ৬।১১), ইতি অস্মিন্ মন্ত্রে সমস্তেষু ভূতগ্রামেষু একঃ এব সর্ব্বান্তরঃ আত্মা আম্নায়তে, এবম্ অনয়োঃ অপি ব্রাহ্মণয়োঃ ইত্যর্থঃ।১২ তস্মাৎ বেদ্যৈক্যাৎ বিদ্যৈকত্বম্ ইতি।১৩॥৩।৩।৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ

অভ্যন্তরবর্ত্তী, জল হইতে তেজঃ অভ্যন্তরবর্ত্তী, এইপ্রকারে আপেক্ষিক অভ্যন্তরবর্ত্তিতা থাকিলেও [সকলগুলির] মুখ্য সর্ববান্তরতা নিশ্চয়ই [সম্ভব] হয় না, সেইপ্রকারে এখানেও বুঝিতে হইবে (—দুইটী আত্মার মুখ্য সর্ববান্তরতা সম্ভব নহে), ইহাই ভাব।১০ অথবা "ভূতগ্রামবৎ" ইহা অন্য শ্রুতিকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতেছে।১১ যেমন "অদ্বিতীয় দেব (—জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা) সকল প্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তিনি সর্ববব্যাপী, সকলপ্রাণীর অন্তরাত্মা", ইত্যাদি এই মন্ত্রে প্রাণীসকলের মধ্যে একই সর্ববান্তর আত্মা পঠিত হইতেছেন, এইপ্রকারে এই ব্রাহ্মণদ্বয়েও 'একই আত্মা সর্ববান্তররূপে পঠিত হইতেছেন', ইহাই তাৎপর্য্য।১২ সেইহেতু (—দুইটী বস্তুর মুখ্য সর্ববান্তরতা সম্ভব না হওয়ায় এবং ভূতসমূহের মধ্যে সর্ববান্তরভূত একই আত্মা বর্ত্তমান থাকায়, সেই আত্মরূপ] বেদ্যবস্তুর একত্ববশতঃ [উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে] বিদ্যার একত্ব সিদ্ধ হইল।১৩॥৩।৩।৩৫॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতিচেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥৩।৩।৩৬॥

পদচ্ছেদ—অন্যথা, ভেদানুপপত্তিঃ, ইতি, চেৎ, ন, উপদেশান্তরবৎ।

সূত্রার্থ—**অন্যথা**—বিদ্যাভেদানঙ্গীকারে, **ভেদানুপপত্তিঃ**—ভেদস্য—আম্নানভেদস্য, অভ্যাসস্য ইতি যাবৎ, **অনুপপত্তিঃ**—অসঙ্গতিঃ [স্যাৎ, প্রয়োজনাভাবাৎ]; **ইতি চেৎ**—যদি এবং ব্রূয়াৎ, [তত্র চষ্টে সিদ্ধান্তী—] **ন**—নৈবং স্যাৎ, **উপদেশান্তরবৎ**—ছান্দোগ্যে নবকৃত্বঃ আত্মোপদেশবৎ [অভ্যাসস্য উপপত্তিঃ]।

অনুবাদ—**অন্যথা**—বিদ্যার বিভিন্নতা অঙ্গীকার না করিলে, **ভেদানুপপত্তিঃ**—ভেদস্য—বিভিন্ন পাঠের, অর্থাৎ অভ্যাসের, **অনুপপত্তিঃ**—অসঙ্গতি হইয়া পড়িবে, [যেহেতু প্রয়োজন নাই]; **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়, [তাহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—এইপ্রকার হইবে না, **উপদেশান্তরবৎ**—ছান্দোগ্যে নয়বার আত্মোপদেশের ন্যায় [অভ্যাসের সঙ্গতি হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম

অথ যদুক্তম্ অনভ্যুপগম্যমানে বিদ্যাভেদে আম্নানভেদানুপপত্তিঃ ইতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্।১ অত্র উচ্যতে—নায়ং দোষঃ,

শাঙ্করভাষ্যম্

উপদেশান্তরবৎ উপপত্তেঃ।২ যথা তাণ্ডিনাম্ উপনিষদি ষষ্ঠে প্রপাঠকে "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইতি নবকৃত্বঃ অপি উপদেশে ন বিদ্যাভেদঃ ভবতি, এবম্ ইহাপি ভবিষ্যতি।৩ কথং চ নবকৃত্বঃ অপি উপদেশে বিদ্যাভেদঃ ন ভবতি?৪ উপক্রমোপসংহারাভ্যাম্ একার্থতাবগমাৎ।৫ "ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইতি চ একস্যৈব অর্থস্য পুনঃ পুনঃ প্রতিপিপাদয়িষিতত্বেন উপক্ষেপাৎ।৬ আশঙ্কান্তরনিরাকরণেন চ অসকৃদুপদেশোপপত্তেঃ।৭ এবম্ ইহাপি প্রশ্নরূপাভেদাৎ "অতঃ অন্যদ্ আর্তম্" (বৃঃ ৩।৪।২,৩।৫) ইতি চ পরিসমাপ্ত্যবিশেষাৎ উপক্রমোপসংহারৌ তাবৎ একার্থবিষয়ৌ দৃশ্যেতে।৮ "যদেব সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৪।২,৩।৫) ইতি দ্বিতীয়ে প্রশ্নে এবকারং প্রযুঞ্জানঃ পূর্বপ্রশ্নগতম্ এব অর্থম্ উভয়ত্র অনুকৃষ্য-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উপক্রম উপসংহার ও এবকারশ্রুতিবলে বিদ্যৈকত্ব প্রতিপাদন এবং পুনরুক্তির নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে—বিদ্যার বিভিন্নতা স্বীকার না করিলে [উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে অন্যূন-অনতিরিক্ত বিষয়ে] পাঠভেদের (—দুইবার পাঠের) অসঙ্গতি হইবে (৪২১ পৃঃ) ইত্যাদি, তাহাকে পরিহার করিতে হইবে।১ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ইহা (—দুইবার পাঠ) দোষাবহ নহে, যেহেতু অন্য উপদেশের ন্যায় সঙ্গত।২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেমন তাণ্ডিশাখাধ্যায়িগণের উপনিষদে (—ছান্দোগ্যে) ষষ্ঠ অধ্যায়ে "হে শ্বেতকেতু, তিনিই (—সেই সদ্বস্তুই) আত্মা তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকারে নয়বার উপদেশ হইলেও বিদ্যার বিভিন্নতা হয় না, এখানেও এইপ্রকার হইবে।৩ কিন্তু নয়বার উপদেশ হইলেও বিদ্যার বিভিন্নতা কেন হয় না?৪ [উত্তর—] যেহেতু উপক্রম ও উপসংহারের বলে একইপ্রকার অর্থযুক্ততা (—সমানবিষয়তা) অবগত হওয়া যায়।৫ [সমানবিষয়তা সিদ্ধিতে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যেহেতু "আপনি আমাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিন", এইপ্রকারে প্রতিপাদনেচ্ছার বিষয়রূপে একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উত্থাপন হইয়াছে।৬ [কিন্তু তাহাতে তো পুনরুক্তি হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা হয় না], যেহেতু [একই বিষয়ে] বিভিন্নপ্রকার আশঙ্কার নিরাকরণের দ্বারা বহুবার উপদেশ সঙ্গত।৭ এইপ্রকারে এখানেও (—এই ব্রাহ্মণদ্বয়েও) প্রশ্নের আকার (—উপক্রম) অভিন্ন হওয়ায় এবং "ইঁহা (—এই আত্মা) হইতে ভিন্ন, সমস্তই বিনাশী", এইপ্রকার পরিসমাপ্তি (—উপসংহার) অভিন্ন হওয়ায় উপক্রম ও উপসংহার একার্থবিষয়করূপে (—একই বস্তুর প্রতিপাদকরূপে) পরিদৃষ্ট হইতেছে।৮ আর "যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম", এই দ্বিতীয় প্রশ্নে এবকার

শাঙ্করভাষ্যম্

মাণং দর্শয়তি।৯ পূর্বস্মিংশ্চ ব্রাহ্মণে কার্য্যকরণব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ সদ্ভাবঃ কথ্যতে।১০ উত্তরস্মিংস্তু তস্যৈব অশনায়াদি-সংসারধর্ম্মাতীতত্বং কথ্যতে ইতি একার্থতোপপত্তিঃ।১১ তস্মাৎ একা বিদ্যা ইতি।১২॥৩।৩।৩৬॥ ইতি দ্বাবিংশম্ অন্তরত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[শ্রুতিপ্রমাণের] প্রয়োগকরতঃ পূর্ব্ব প্রশ্নগত বিষয়ই পরবর্ত্তিস্থলে আকৃষ্ট হই-তেছে, [অতএব উভয় ব্রাহ্মণে বিদ্যা অভিন্ন], ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতে-ছেন।৯ [কিন্তু বিদ্যা এক হইলেও অনর্থক পুনরুক্তি কেন ? উত্তর—] আর পূর্ব্ববর্ত্তী [উষস্ত] ব্রাহ্মণে দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব কথিত হইতেছে।১০ পরবর্ত্তী [কহোল] ব্রাহ্মণে কিন্তু তাঁহারই ভোজনেচ্ছা প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম হইতে ভিন্নতা কথিত হইতেছে, এইপ্রকারে [উভয় ব্রাহ্মণে নির্গুণ-ব্রহ্মাত্মবিদ্যারূপ] একবিষয়তা সঙ্গত, [সুতরাং পুনরুক্তি হয় নাই (৩)]।১১ সেইহেতু (—উভয় ব্রাহ্মণে একই বিদ্যার অঙ্গকলাপ বর্ণিত হওয়ায়) বিদ্যা একটীই, 'ইহা সিদ্ধ হইল'।১২॥৩।৩।৩৬॥ অন্তরত্বাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

২৩। ব্যতিহারাধিকরণম্। [৩৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অহংগ্রহোপাসনাতে ব্যতিহারের (—জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাবের) উপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রাহ্মণদ্বয়ে পৃথগ্‌ভাবে পঠিত হইলেও যেমন বিদ্যার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ "ত্বং বৈ অহম্ অস্মি দেবতে অহং বৈ ত্বমসি", ইত্যাদি এই বিচার্য্য বাক্যে 'জীবের ব্রহ্মত্ব' এবং 'ব্রহ্মের জীবত্ব' পৃথগ্‌ভাবে পঠিত হইলেও ধ্যানের একত্বই সিদ্ধ হইবে; এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ব্যতিহারে স্বাত্মরব্যোরেকধা'ধীরুত দ্বিধা ।
বস্তৈক্যাদেকধৈক্যস্য দার্ঢ্যায় ব্যতিহারগীঃ ॥

ভাবদীপিকা

(৩) পূর্ব্বমীমাংসাতে পুনরুক্তিবশতঃ কর্ম্মের বিভিন্নতার কথা পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন (২ ভাবদী:)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—সেই স্থলে 'যজতি' পদের অভ্যাস (—পুনরুক্তি) নিরর্থক, সুতরাং দোষাবহ হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাদের সার্থকতার জন্য কর্ম্মের বিভিন্নতা অঙ্গী-কৃত হইয়াছে। প্রস্তাবিতস্থলে উভয় ব্রাহ্মণে দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণতা ও সংসারধর্ম্মবিলক্ষণতা-রূপ একই বিদ্যার অঙ্গ বর্ণিত হওয়ায় অভ্যাস সার্থক, সেইহেতু বিদ্যার ভেদক নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইল। অন্তরত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

[ন্যায়মালা, ক্রমশঃ] ঐক্যেঽপি ব্যতিহারোক্ত্যা ধীর্দ্বেধেশস্য জীবতা।
যুক্তোপাস্ত্যৈ বাচনিকী মূর্তিবদ্দার্ঢ্যমাধিকম্ ॥

অন্বয়—ব্যতিহারে স্বাত্মরব্যোঃ ধীঃ একধা, উত দ্বিধা ? বস্ত্বৈক্যাৎ একধা, ঐক্যস্য দার্ঢ্যায় ব্যতিহারগীঃ। ঐক্যে অপি ব্যতিহারোক্ত্যা ধীঃ দ্বেধা, মূর্তিবৎ উপাস্ত্যৈ ঈশস্য বাচনিকী জীবতা যুক্তা, দার্ঢ্যম্ আধিকম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—ঐতরেয়কে পঠ্যতে—"তৎ যঃ অহং সঃ অসৌ, যঃ অসৌ সঃ অহম্" (ঐতঃ আঃ ২।২।৪।৬) ইতি। অস্য অয়ম্ অর্থঃ—যঃ এষঃ দেহেন্দ্রিয়সাক্ষী জীবাত্মা, সঃ এব আদিত্যমণ্ডলবর্তী পরমাত্মা; যঃ মণ্ডলবর্তী, সঃ এব অস্মদ্দেহাদিবর্তী ইতি। ইদং বাক্যম্, এতজ্জাতীয়ানি চ বাক্যানি অত্র বিষয়ঃ। অত্র শ্রুতৌ 'ব্যতিহারস্য' ইতরেতরবিশেষণবিশেষ্যভাবস্য প্রতিভাসাৎ, 'উৎকৃষ্টদৃষ্টিঃ নিকৃষ্টে কৃতা ফলবতী', ইতি ন্যায়াচ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] ব্যতিহারে স্বাত্মরব্যোঃ ধীঃ একধা, উত দ্বিধা ?

পূর্বপক্ষ—[স্বদেহরবিমণ্ডলস্থপুরুষয়োঃ অন্যোন্যব্যতিহারে শ্রূয়মাণে অপি জীবব্রহ্মরূপাৎ] বস্ত্বৈক্যাৎ একধা [বুদ্ধিঃ কর্তব্যা। নচ ব্যতিহারপাঠবৈয়র্থ্যম্, যতঃ জীবব্রহ্মণোঃ] ঐক্যস্য দার্ঢ্যায় ব্যতিহারগীঃ [উপপদ্যতে]।

সিদ্ধান্ত—[ন খলু ইদং তত্ত্বাববোধপ্রকরণং, যেন একত্বপ্রতিপত্তিদার্ঢ্যম্ অপেক্ষতে। কিং তর্হি ? সগুণোপাস্তিপ্রকরণম্ ইদম্। উপাস্তিশ্চ যথাবচনম্ অনুষ্ঠেয়া। অতঃ তত্ত্বতঃ জীবব্রহ্মণোঃ] ঐক্যে অপি ব্যতিহারোক্ত্যা ধীঃ দ্বেধা [কর্তব্যা। নহু এবংসতি জীবস্য ব্রহ্মৈক্যম্ উৎকর্ষায় কল্পতে, ব্রহ্মণস্তু জীবৈক্যম্ অপকর্ষায় স্যাৎ ইতি চেৎ ? নায়ং দোষঃ, যতঃ উপাসকচিত্তস্থৈর্যার্থং দেহাদিরহিতস্যাপি পরমেশ্বরস্য চতুর্ভুজাষ্টভুজাদি—] মূর্তিবৎ উপাস্ত্যৈ ঈশস্য বাচনিকী জীবতা যুক্তা। [অতঃ বচনবলাৎ ঈশস্য জীবত্বোপাসনেন তব কা হানিঃ ? উপাসনায় ব্যতিহারে অনুষ্ঠীয়মানে জীবব্রহ্মণোঃ একত্বপ্রতিপত্তেঃ] দার্ঢ্যম্ আধিকম্ [ভবেৎ, তেন চরিতার্থাঃ সম্পশ্যামহে। তস্মাৎ ব্যতিহারেণ দ্বিধা বুদ্ধিঃ কর্তব্যা]।

অনুবাদ

সংশয়—[ঐতরেয়কে পঠিত হইতেছে—"তাহাতে যাহা আমি, তাহাই উনি; যিনি উনি, তিনিই আমি", ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী এই যে জীবাত্মা, তিনিই আদিত্যমণ্ডলবর্তী পরমাত্মা; যিনি মণ্ডলবর্তী, তিনিই আমাদের দেহাদিবর্তী, ইত্যাদি। এই বাক্য এবং এতজ্জাতীয় বাক্যসকল এখানে বিষয়। এখানে শ্রুতিতে ব্যতিহারের, অর্থাৎ পরস্পর বিশেষণবিশেষ্যভাবের প্রতিভাস (—জ্ঞান) হওয়ায় এবং 'নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি ফলবতী' এই যুক্তি থাকায় সংশয় হয়—] ব্যতিহারে নিজের আত্মা ও রবিমণ্ডলস্থ আত্মা, ইঁহাদের বুদ্ধি (—এতদ্বিষয়ক ধ্যান) একপ্রকার হইবে, অথবা দুইপ্রকার ?

পূর্বপক্ষ—[নিজের দেহস্থ ও রবিমণ্ডলস্থ পুরুষদ্বয়ের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব শ্রুতিতে বর্ণিত হইলেও জীব ও ব্রহ্মরূপ] বস্তুর একত্ববশতঃ একপ্রকার বুদ্ধি (—ধ্যান) কর্তব্য। [আর তাহাতে ব্যতিহারপাঠের ব্যর্থতা হয় না, যেহেতু জীব ও ব্রহ্মের] একতার দৃঢ়তার জন্য ব্যতিহারবচন সঙ্গত।

সিদ্ধান্ত—[ইহা তত্ত্বাববোধের (—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধনের) প্রকরণ নহে, যেহেতু একত্বজ্ঞানের দৃঢ়তাকে অপেক্ষা করিবে (—তত্ত্বাববোধের প্রকরণ না হওয়ায় একত্ব-

জ্ঞানের দৃঢ়তাকে অপেক্ষা করে না)। ইহা তবে কি ? [উত্তর—] ইহা সগুণোপাসনার প্রকরণ। সেইহেতু তত্ত্বতঃ জীব ও ব্রহ্মের] ঐক্য থাকিলেও ব্যতিহার উক্তির দ্বারা জ্ঞান (—ধ্যান, 'তুমিই আমি', 'আমিই তুমি' এইরূপে] দুইপ্রকারে করিতে হইবে। [কিন্তু এইপ্রকার হইলে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য জীবের উৎকৃষ্টতার জন্য কল্পিত হইবে, জীবের সহিত ঐক্য ব্রহ্মের নিকৃষ্টতার জন্য হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার যদি বলা হয় ? উত্তর—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু উপাসকের চিত্তের স্থিরতার জন্য দেহাদিরহিত হইলেও পরমেশ্বরের চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজাদি] মূর্ত্তির ন্যায় উপাসনার জন্য ঈশ্বরের বাচনিক (—শ্রুতিবলে লব্ধ) জীবতা যুক্তিসঙ্গত। [অতএব শ্রুতিবচনবলে জীবধর্ম্মযুক্তরূপে ঈশ্বরের উপাসনাদ্বারা তোমার ক্ষতি কি ? উপাসনার জন্য ব্যতিহার অনুষ্ঠিত হইলে জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানের] দৃঢ়তা অর্থতঃই সিদ্ধ হইবে, [তাহার দ্বারা আমরা চরিতার্থ হইয়া যাইব। সেইহেতু ব্যতিহারদ্বারা দুইপ্রকার ধ্যান কর্ত্তব্য]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, একপ্রকার ধ্যানে লাঘব। সিদ্ধান্তে—উভয়প্রকার ধ্যানে ব্যতিহারশ্রুতির সার্থকতা এবং জীব ও ঈশ্বরের একত্ববুদ্ধির দৃঢ়তা

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥৩।৩।৩৭॥

পদচ্ছেদ—ব্যতিহারঃ, বিশিংষন্তি, হি, ইতরবৎ।

সূত্রার্থ—[ঐতরেয়কে শ্রূয়তে—"যঃ অহং সঃ অসৌ, যঃ অসৌ সঃ অহম্" ইতি। তত্র কিং মতিঃ একরূপা বিধীয়তে; উত দ্বিরূপা ইতি বিশয়ে; একরূপা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **ব্যতিহারঃ**—জীবেশয়োঃ মিথো বিশেষ্য-বিশেষণভাবঃ [অত্র উপাসনার্থম্ উপদিশ্যতে]। **ইতরবৎ**—যথা ইতরে সর্ব্বাত্মত্বাদয়ঃ গুণাঃ উপাসনার্থম্ উপদিশ্যতে, তদ্বৎ। **হি**—যতঃ [সমাম্নাতারঃ "ত্বম্ অহম্ অস্মি, অহং চ ত্বমসি", ইতি উভয়োচ্চারণেন ব্যতিহারং] **বিশিংষন্তি**—বিশেষেণ প্রতিপাদয়ন্তি। [অতঃ অত্র মতিঃ দ্বিরূপা এব ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[ঐতরেয়কে পঠিত হইতেছে—"আমি যাহা উনি (—আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ) তাহা, উনি যাহা আমিও তাহা", ইত্যাদি। সেই স্থলে কি মতি (—ধ্যান) একপ্রকারে বিহিত হইতেছে, অথবা দুইপ্রকারে, এইরূপ সন্দেহ হইলে; 'একপ্রকার' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **ব্যতিহারঃ**—জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর বিশেষ্যবিশেষণভাব [এখানে উপাসনার জন্য উপদিষ্ট হইতেছে]। **ইতরবৎ**—যেমন সর্ব্বাত্মত্ব প্রভৃতি অন্যান্য গুণসকল উপাসনার জন্য উপদিষ্ট হয়, তদ্রূপ। **হি**—যেহেতু [বেদাধ্যায়িগণ "তুমিই আমি এবং আমিই তুমি", এইপ্রকারে উভয়ের উচ্চারণদ্বারা ব্যতিহারকে] **বিশিংষন্তি**—বিশেষভাবে প্রতিপাদন করেন; [অতএব এই স্থলে ধ্যান উভয়প্রকারই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা "তৎ যঃ অহং সঃ অসৌ, যঃ অসৌ সঃ অহম্" (ঐঃ আঃ ২।২।৪।৬) ইতি আদিত্যপুরুষং প্রকৃত্য ঐতরেয়িণঃ সমামনন্তি, তথা জাবালাঃ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ— জীবের ঈশ্বরাত্মতা ধ্যেয়, ঈশ্বরের জীবাত্মতা নহে।]

"তৎ (—তাহাতে, অর্থাৎ প্রাণদেবতাস্বরূপে) আমি (—উপাসক) যাহা, উনি (—আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ) তাহা; উনি যাহা আমিও তাহা" (সায়ণাচার্য্য),

শাঙ্করভাষ্যম্

"ত্বং বৈ অহম্ অস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি", ইতি।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইহ ব্যতিহারেণ উভয়রূপা মতিঃ কর্ত্তব্যা, উত একরূপা এব ইতি?২ একরূপা এব ইতি তাবৎ আহ।৩ নহি অত্র আত্মনঃ ঈশ্বরেণ একত্বং মুক্ত্বা অন্যৎ কিঞ্চিৎ চিন্তয়িতব্যম্ অস্তি।৪ যদি চ এবং চিন্তয়িতব্যঃ বিশেষঃ পরিকল্প্যেত—সংসারিণশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে আদিত্যস্থ পুরুষকে প্রস্তাব করিয়া ঐতরেয়শাখাধ্যায়িগণ যেমন পাঠ করেন; সেইপ্রকারে জাবালশাখাধ্যায়িগণও "হে ভগবতি দেবতে, তুমিই আমি এবং আমিই তুমি", এইপ্রকার পাঠ করেন।১ সেই স্থলে সংশয় হইতেছে—এখানে কি ব্যতিহারদ্বারা (—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব দ্বারা (১) 'জীবই ঈশ্বর' এবং 'ঈশ্বরই জীব', এইরূপ] উভয়প্রকার মতি (—ধ্যান) করিতে হইবে, অথবা [উৎকৃষ্টে নিকৃষ্ট দৃষ্টি সঙ্গত না হওয়ায় 'ঈশ্বরই জীব', এইপ্রকার ধ্যান সঙ্গত নহে বলিয়া "নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টদৃষ্টিঃ ফলবতী", এই ন্যায়বলে 'জীবই ঈশ্বর', এই] একপ্রকারই ধ্যান করিতে হইবে?২ [পূর্ব্বপক্ষী] বলেন—[আমিই (—জীবই) ঈশ্বর, এইরূপে] একপ্রকারই হইবে।৩ কারণ এখানে ঈশ্বরের সহিত [জীব-] আত্মার একত্ব ব্যতিরেকে অন্য কিছু চিন্তনযোগ্য নাই।৪ [কেন নাই? জীব ও

ভাবদীপিকা [অহংগ্রহোপাসনা ও নিদিধ্যাসনের প্রভেদ]

(১) স্বাভিন্নভাবে উপাস্যের চিন্তনকে বলে **অহংগ্রহোপাসনা** (৩।৩।৩৪ অধিঃ ১ ভাবদীঃ দ্রঃ)। জীবকে (—নিজেকে) যখন ঈশ্বররূপে চিন্তা করা হয়, তখন জীব প্রধান (—বিশেষ্য) এবং ঈশ্বর অপ্রধান (—বিশেষণ)। আর ঈশ্বরকে যখন আমিরূপে (—জীব-রূপে) চিন্তা করা হয়, তখন ঈশ্বর প্রধান এবং উপাসক জীব অপ্রধান। এইপ্রকারে উপাস্যের সহিত উপাসকের বিশেষ্য-বিশেষণভাবাবগাহী যে ধ্যান, ইহাকে বলে **ব্যতিহারধ্যান**। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার এই স্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—"এইপ্রকার উপাসনাতে জীবশব্দে দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত সংসারিত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন চেতন গ্রহণীয় নহে, পরন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ **সাক্ষিচৈতন্য অংশ গ্রহণীয়**। ইনিই জীবসাক্ষী। ঈশ্বরশব্দে অহপতপাপ্মত্বাদি (ছাঃ ৮।১।৫) গুণযুক্ত চৈতন্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে জীবসাক্ষী ও উক্ত গুণসকলযুক্ত পরমেশ্বরের অভিন্নতাচিন্তনই **অহংগ্রহোপাসনা**। ইহাতে ঈশ্বরনিষ্ঠ অপহতপাপ্মত্বাদি গুণই শুদ্ধ জীবে (—জীবসাক্ষীতে) ধ্যেয় হওয়ায় তাহার বলে জীবের উৎকৃষ্টতা সম্পাদিত হয়, কিন্তু জীবগত সংসারিত্বাদি ধর্ম্মসকল ঈশ্বরে ধ্যেয় না হওয়ায় তাঁহার নিকৃষ্টতা সম্পাদিত হয় না"। **লক্ষ্য** করিতে হইবে—ঈশ্বরচৈতন্য হইতে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসকলকে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ঈশ্বরসাক্ষীর সহিত শুদ্ধ জীবসাক্ষীর, অর্থাৎ শোধিত 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের যে অভেদচিন্তন, তাহা অহংগ্রহোপাসনা নহে, পরন্তু তাহা নির্গুণব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানের সাধনভূত **নিদিধ্যাসন**। এই প্রভেদটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে। **পঞ্চদশীকার** এই নিদিধ্যাসনকেই নির্গুণব্রহ্মোপাসনা (পঞ্চদশী ৯।১২২, ৯।৭৩) বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঈশ্বরাত্মত্বম্, ঈশ্বরস্য সংসার্যাত্মত্বম্ ইতি, তত্র সংসারিণঃ তাবৎ ঈশ্বরাত্মত্বে উৎকর্ষঃ ভবেৎ, ঈশ্বরস্য তু সংসার্যাত্মত্বে নিকর্ষঃ কৃতঃ স্যাৎ।৫ তস্মাৎ ঐকরূপ্যম্ এব মতেঃ।৬ ব্যতিহারাম্নায়স্তু একত্বদৃঢ়ীকারার্থঃ ইতি।৭ এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—ব্যতিহারঃ অয়ম্ আধ্যানায় আম্নায়তে।৮ ইতরবৎ, যথা ইতরে গুণাঃ সর্বাত্মত্বপ্রভৃতয়ঃ আধ্যানায় আম্নায়ন্তে, তদ্বৎ।৯ তথাহি বিশিংষন্তি সমাম্নাতারঃ উভয়োচ্চারণেন 'ত্বম্ অহম্ অস্মি', 'অহং চ ত্বম্ অসি' ইতি।১০ তচ্চ উভয়রূপায়াং মতৌ কর্ত্তব্যায়াম অর্থবৎ ভবতি।১১ অন্যথা হি ইদং বিশেষেণ উভয়াম্নানম্ অনর্থকং স্যাৎ, একেনৈব কৃতত্বাৎ।১২ ননু উভয়াম্নানস্য অর্থবিশেষে পরিকল্প্যমানে দেবতায়াঃ সংসার্যাত্মত্বাপত্তেঃ নিকর্ষঃ প্রসজ্যেত ইতি উক্তম্।১৩ নৈষঃ দোষঃ, ঐকাত্ম্যস্যৈব অনেন প্রকারেণ অনু-

ভাষ্যানুবাদ

ঈশ্বরের যে পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব, ইহাও তো চিন্তনীয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি চিন্তনযোগ্য বিশেষকে এইপ্রকার কল্পনা করা হয়—সংসারীর (—জীবের) ঈশ্বরাত্মতা (—ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা) এবং ঈশ্বরের জীবাত্মতা, সেই স্থলে ঈশ্বরাত্মতাতে জীবের উৎকৃষ্টতা হইবে, কিন্তু জীবাত্মতাতে ঈশ্বরের নিকৃষ্টতা করা হইবে, 'তাহা সঙ্গত নহে'।৫ সেইহেতু ধ্যান একপ্রকারই হইবে (—জীব· সাক্ষী যাহাতে বিশেষ্য এবং ঈশ্বর যাহাতে বিশেষণ, অর্থাৎ 'আমিই ঈশ্বর', এই একপ্রকার ধ্যানই করিতে হইবে)।৬ [আচ্ছা, তাহা হইলে ব্যতিহারপাঠ কেন? উত্তর—] ব্যতিহারপাঠ কিন্তু [জীব ও ঈশ্বরের] একত্ব দৃঢ়ীকরণের জন্য, ইত্যাদি।৭

[সিঃ—শ্রুতিবচনবলে উপাস্যপ্রাপ্তিফলক যাবতীয় অহংগ্রহোপাসনাতে ব্যতিহারধ্যানের উপসংহার।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী] প্রত্যুত্তর দিতেছেন—] এই ব্যতিহার (—জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণভাব) ধ্যানের জন্য পঠিত হইতেছে।৮ 'ইতরের ন্যায়', অর্থাৎ যেমন সর্ব্বাত্মত্ব (ছাঃ ৭।২৫।২) প্রভৃতি অন্যান্য গুণসকল ধ্যানের জন্য পঠিত হইতেছে, তাহার ন্যায়।৯ বেদাধ্যায়িগণ 'তুমিই আমি' এবং 'আমিই তুমি', এইপ্রকারে উভয়ের উচ্চারণদ্বারা সেইপ্রকারেই বিশেষিত করিতেছেন।১০ আর তাহা (—উভয়প্রকার পাঠ) ধ্যান উভয়রূপে করণীয় হইলেই হয় সার্থক।১১ যেহেতু অন্যথা এই বিশেষভাবে উভয়প্রকার পাঠ অনর্থক হইয়া পড়িবে, কারণ ['অহং চ ত্বম্ অসি', এই] একটী পাঠের দ্বারাই তাহা করা হইয়া যায়।১২ [শঙ্কা—] কিন্তু উভয়প্রকার পাঠের [ঈশ্বরের জীবাত্মতারূপ] বিশেষ অর্থ পরিকল্পিত হইলে দেবতার (—ঈশ্বরের) সংসারিস্বরূপতা (—জীবত্ব) প্রাপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া নিকৃষ্টতা হইয়া পড়িবে, ইহা বলা হইয়াছে (৫ বাক্য)।১৩ [সমা-

শাঙ্করভাষ্যম্

চিন্ত্যমানত্বাৎ ।১৪ ননু এবংসতি সঃ এব একত্বদৃঢ়ীকারঃ আপ-দ্যেত ।১৫ ন বয়ম্ একত্বদৃঢ়ীকারং বারয়ামঃ; কিং তর্হি? ব্যতি-হারেণ ইহ দ্বিরূপা মতিঃ কর্তব্যা বচনপ্রামাণ্যাৎ, ন একরূপা ইতি এতাবৎ উপপাদয়ামঃ ।১৬ ফলতস্তু একত্বম্ অপি দৃঢ়ীভবতি ।১৭ যথা আধ্যানার্থে অপি সত্যকামাদিগুণোপদেশে তদ্গুণঃ ঈশ্বরঃ প্রসিধ্যতি, তদ্বৎ ।১৮ তস্মাৎ অয়ম্ আধ্যাতব্যঃ ব্যতিহারঃ] সমানে চ বিষয়ে উপসংহর্তব্যঃ ভবতি ইতি ।১৯।৩।৩।৩৭।

ইতি ত্রয়োবিংশং ব্যতিহারাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

ধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু এইপ্রকারে [জীব ও ঈশ্বরের] একাত্মতারই অনু-চিন্তন (—ধ্যান) হইতেছে (২) ।১৪ [শঙ্কা—] কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—উভয়প্রকারেই একাত্মতা ধ্যেয় হইলে, ব্যতিহারপাঠদ্বারা মদুক্ত জীব ও ঈশ্বরের] সেই একত্বের দৃঢ়ীকরণই (৭ বাক্য) প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে ।১৫ [সমা-ধান—] আমরা একত্বের দৃঢ়ীকরণকে বারণ করিতেছি না ; তবে কি করিতেছি? এই স্থলে শ্রুতিবচনের প্রামাণ্যবলে ব্যতিহারদ্বারা দুইপ্রকার ধ্যান করিতে হইবে [কিন্তু 'জীবে ঈশ্বরদৃষ্টিরূপ'] একইপ্রকার নহে, এইটুকুমাত্র উপপাদন করি-তেছি ।১৬ তাহার ফলে কিন্তু [জীব ও ঈশ্বরের] একত্বও [অর্থতঃ] দৃঢ় হই-তেছে ।১৭ [কিন্তু উপাসনার ফলে একত্বের দৃঢ়ীকরণ কিপ্রকারে হইবে? উত্তর—] যেমন ধ্যানের জন্য হইলেও সত্যকামত্বাদি (ছাঃ ৮।১৫) গুণের উপদেশ হইলে [সাধকের নিকট] ঈশ্বর তদ্গুণবিশিষ্টরূপে প্রকৃষ্টভাবে সিদ্ধ হন (—সাধক তাঁহাকে তত্তৎগুণযুক্তরূপেই অনুভব করেন), তদ্রূপ ।১৮ অতএব (—শ্রুতির অনুকূলতা হয় বলিয়া) ধ্যানযোগ্য এই ব্যতিহার (—উপাস্য ও উপাসকের পর-স্পর বিশেষ্যবিশেষণভাব) সমান বিষয়ে (—দেবতাত্মতাপ্রাপ্তিফলক যাবতীয় অহং-গ্রহোপাসনাতে) উপসংহরণীয় হইতেছে ।১৯।৩।৩।৩৭। ব্যতিহারাধিকরণ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২) ভাব এই—ঈশ্বর ও শুদ্ধ জীবচৈতন্যের অভিন্নতাই এখানে ধ্যানের বিষয়, কিন্তু সংসারিত্ব ও নিকৃষ্টত্বাদি জীবধর্মসকল ঈশ্বরে ধ্যেয় নহে ; সেইহেতু তাঁহার নিকৃষ্টতা হয় না। আর এক কথা, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, উপাসনার জন্য তাঁহাতে মনোময়ত্বাদি (ছাঃ ৩।১৪।২) গুণসকলের বিধান হইলেও তিনি যেমন সত্যই সগুণ হইয়া পড়েন না, তদ্রূপ বিশেষ ফললাভের জন্য শুদ্ধ জীবচৈতন্যের সহিত ঈশ্বরের অভিন্নতাধ্যান বিহিত হইলেও তিনি সত্যই নিকৃষ্ট হইয়া পড়েন না। "নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টদৃষ্টিঃ ফলবতী", এই লৌকিক ন্যায়ও প্রস্তাবিত স্থলে অকিঞ্চিৎকর, কারণ সন্দিগ্ধ বিষয়েই ন্যায় সার্থক। এখানে শ্রুতিবলে ঈশ্বর ও শুদ্ধ জীব-চৈতন্যের তাদাত্ম্যধ্যান বিহিত হওয়ায় উক্ত ন্যায় তাহাতে বাধক হইতে পারে না।

২৪। সত্যাদ্যধিকরণম্। [৩৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বৃঃ ৫।৪ এবং ৫।৫ ব্রাহ্মণে পঠিত সত্যবিদ্যার একত্ব।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন শ্রুতিবচনের ব্যতিহারাত্মক দ্বৈবিধ্যের বলে ধ্যানের দ্বৈবিধ্য নির্ণীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে বিচারিত সত্যবিদ্যাতে তদ্রূপ "জয়তি ইমান্ লোকান্" (বৃঃ ৫।৪) এবং "হন্তি পাপ্মানম্" (বৃঃ ৫।৫।৩), এইপ্রকারে ফলশ্রুতির দ্বৈবিধ্যবশতঃ বিদ্যার দ্বৈবিধ্য (—বিভিন্নতা) হইবে ; এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

দ্বে সত্যবিদ্যে একা বা যক্ষরব্যাদিবাক্যয়োঃ।
ফলভেদাদুভে লোকজয়াৎ পাপহতেঃ পৃথক্॥
প্রকৃতাকর্ষণাদেকা পাপঘাতোঽঙ্গধীফলম্।
অর্থবাদোঽথবামুখ্যো যুক্তোঽধিকৃতিকল্পকঃ॥

অন্বয়—দ্বে সত্যবিদ্যে, একা বা ? যক্ষরব্যাদিবাক্যয়োঃ লোকজয়াৎ পাপহতেঃ ফলভেদাৎ উভে পৃথক্। প্রকৃতাকর্ষণাৎ একা, পাপঘাতঃ অঙ্গধীফলম্ অর্থবাদঃ, অথবা অধিকৃতিকল্পকঃ মুখ্যঃ যুক্তঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"যঃ হ এতং মহৎ যক্ষম্ প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম ইতি জয়তি ইমান্ লোকান্" (বৃঃ ৫।৪) ইতি। যক্ষং পূজ্যম্, প্রথমজং হিরণ্যগর্ভরূপেণ প্রথমম্ উৎপন্নম্ ইত্যর্থঃ। অনেন বাক্যেন সত্যবিদ্যাং প্রতিপাদ্য পশ্চাৎ ইদং প্রতিপাদ্যতে—"তৎ যৎ তৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ", "হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ যঃ এবং বেদ" (বৃঃ ৫।৫।২৩), ইতি। ইদং ব্রাহ্মণদ্বয়ম্ অত্র বিষয়ঃ। পূর্ব্বোত্তরব্রাহ্মণয়োঃ ফলভেদাৎ, "যৎ তৎ সত্যম্" ইতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—অত্র ব্রাহ্মণদ্বয়ে] দ্বে সত্যবিদ্যে [পঠিতে], একা বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—যক্ষরব্যাদিবাক্যয়োঃ লোকজয়াৎ পাপহতেঃ ফলভেদাৎ উভে [বিদ্যে] পৃথক্ [ভবতঃ]।

সিদ্ধান্ত—["মহৎ যক্ষম্ প্রথমজম্" ইতি সত্যবিদ্যাং প্রকৃত্য "তৎ যৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ", ইতি] প্রকৃতাকর্ষণাৎ [ইয়ং সত্যবিদ্যা] একা। [নচ অত্র ফলভেদঃ অস্তি, যতঃ "অঙ্গেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ", ইতি ন্যায়েন ফলত্বেন শ্রুতঃ] পাপঘাতঃ অঙ্গধীফলম্, [অতঃ] অর্থবাদঃ। অথবা [অত্র উপাসনায়াম্ অধিকার্য্যশ্রবণাৎ শ্রূয়মাণফলস্যৈব কামোপবন্ধম্ অধ্যাহৃত্য অধিকারিণি কল্পয়িতব্যে "পাপঘাতলোকজয়কামঃ উপাসীত", ইতি এবংরূপেণ] অধিকৃতিকল্পকঃ [সঃ লোকজয়বিশিষ্টঃ পাপঘাতঃ] মুখ্যঃ যুক্তঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[বৃহদারণ্যকে শ্রুত হইতেছে—"যিনি এই মহান্ (—ব্যাপক) যক্ষ প্রথমজকে সত্যব্রহ্ম এইরূপে জানেন, তিনি এই লোকসকলকে জয় করেন", ইত্যাদি। 'যক্ষ' অর্থ—'পূজ্য', 'প্রথমজ' অর্থ—হিরণ্যগর্ভরূপে প্রথমে উৎপন্ন। এই বাক্যের দ্বারা সত্যবিদ্যাকে প্রতিপাদন করিয়া পরে ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে—"সেই যে সেই সত্য, তিনি ঐ আদিত্য", "যিনি এইপ্রকার জানেন (—উপাসনা করেন) তিনি পাপকে বিনাশ করেন ও ত্যাগ করেন", ইত্যাদি। এই ব্রাহ্মণদ্বয় এখানে বিষয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে ফলের বিভিন্নতা থাকায়

এবং "সেই যে সত্য", এইপ্রকারে প্রস্তাবিতের আকর্ষণ হওয়ায় সংশয় হইতেছে—এই ব্রাহ্মণদ্বয়ে] দুইটী সত্যবিদ্যা পঠিত হইতেছে, অথবা একটী ?

পূর্ব্বপক্ষ—যক্ষবাক্যে এবং রবি প্রভৃতি বাক্যে (—যে বাক্যে আদিত্যমণ্ডল পঠিত হইয়াছে, তাহাতে) লোকজয় ও পাপনাশরূপ ফলভেদ থাকায় উভয় বিদ্যা পৃথক্।

সিদ্ধান্ত—["মহৎ যক্ষং প্রথমজম্", এইপ্রকারে সত্যবিদ্যার প্রস্তাব করিয়া "সেই যে সত্য, তিনি ঐ আদিত্য", এইপ্রকারে] প্রস্তাবিতের আকর্ষণ হওয়ায় [এই সত্যবিদ্যা] একই। [আর এখানে ফলভেদ নাই, কারণ "অঙ্গসকলে যে ফলশ্রবণ, তাহা অর্থবাদ", এই যুক্তিবলে ফলরূপে শ্রুত] পাপনাশ অঙ্গোপাসনার ফল, [সেইহেতু] অর্থবাদ। অথবা [এই উপাসনাতে অধিকারীর বর্ণনা না থাকায় শ্রুতিতে বর্ণিত ফলেরই [পুরুষনিষ্ঠ] কামনার সহিত উপবন্ধকে (—সম্বন্ধকে) অধ্যাহার করিয়া অধিকারীর কল্পনা সঙ্গত হইলে "পাপনাশ ও লোকজয়কামী উপাসনা করিবেন", এইপ্রকারে] অধিকারবিধির (১।২২৯ পৃঃ) কল্পক (—কল্পনার হেতু, সেই লোকজয়বিশিষ্ট পাপনাশরূপ ফল] মুখ্যই হইবে, ইহা সঙ্গত।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বিদ্যা বিভিন্ন হওয়ায় একই প্রয়োগে সকল গুণের অনুপসংহার। সিদ্ধান্তে—বিদ্যা অভিন্ন হওয়ায় একই প্রয়োগে সকল গুণের উপসংহার।

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩।৩।৩৮॥

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে "যঃ হ এতৎ মহৎ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৫।৪), ইতি সত্যবিদ্যাং বিধায় তদনন্তরং "তৎ যৎ তৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ" (বৃঃ ৫।৫।২), ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সত্যবিদ্যাতঃ তদনন্তরবিদ্যা ভিন্না, ন বা ইতি সন্দেহে, ভিন্না ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ইয়ম্ অনন্তরবিদ্যা] **সা এব**—সত্যবিদ্যা এব, [ন ততঃ ভিদ্যতে। কুতঃ ?] **হি** শব্দঃ—হেতৌ. "তৎ যৎ সত্যম্" ইতি প্রকৃতস্যৈব উপাস্যস্য হিরণ্যগর্ভস্য আকর্ষণাৎ হেতোঃ ইত্যর্থঃ। [নহি উপাস্যাভেদে বিদ্যাভেদঃ যুক্তঃ। অতঃ বিদ্যৈক্যাৎ পূর্ব্বাপরবাক্যস্থাঃ] **সত্যাদয়ঃ**—সত্যত্বপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে গুণাঃ [একস্মিন্ এব প্রয়োগে উপসংহর্ত্তব্যাঃ]।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে "মহান্ ও পূজ্য এই প্রথমজাতকে (—হিরণ্যগর্ভকে) সত্যব্রহ্মরূপে যিনি জানেন", এইপ্রকারে সত্যবিদ্যাকে বিধান করিয়া তাহার অব্যবহিত পরে "সেই যে সেই সত্য তিনিই ঐ আদিত্য", ইত্যাদি শ্রুত হইতেছে। সেই স্থলে সত্যবিদ্যা হইতে তৎপরবর্ত্তী বিদ্যা ভিন্ন, অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'ভিন্ন' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এই পরবর্ত্তী বিদ্যা] **সা এব**—সত্যবিদ্যাই, [তাহা হইতে ভিন্ন নহে। কেন নহে ? উত্তর—] **হি**শব্দ—হেতুতে (—হেত্বর্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে, "সেই যে সত্য", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত উপাস্য হিরণ্যগর্ভেরই যেহেতু আকর্ষণ হইয়াছে, ইহাই অর্থ। [উপাস্য অভিন্ন হইলে বিদ্যার বিভিন্নতা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব বিদ্যা এক হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বাক্যস্থ] **সত্যাদয়ঃ**—সত্যত্ব প্রভৃতি গুণসকলকে [একই প্রয়োগে উপসংহার করিতে হইবে, 'ইহা সিদ্ধ হইল']।

শাঙ্করভাষ্যম্

"সঃ যঃ হ এতং মহৎ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৫।৪), ইত্যাদিনা বাজসনেয়কে সত্যবিদ্যাং সনামাক্ষরোপাসনাং

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধায় অনন্তরম্ আম্নায়তে—"তৎ যৎ তৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চ অয়ং দক্ষিণে অক্ষন্ পুরুষঃ" (বৃঃ ৫।৫।২) ইত্যাদি ।১ তত্র সংশয়ঃ—কিং দ্বে এতে সত্যবিদ্যে, কিংবা একা এব ইতি ।২ দ্বে ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্ ।৩ ভেদেন হি ফলসংযোগঃ ভবতি, "জয়তি ইমান্ লোকান্" (বৃঃ ৫।৪) ইতি পুরস্তাৎ, "হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ" (বৃঃ ৫।৫।৩-৪) ইতি উপরিষ্টাৎ ।৪ প্রকৃতাকর্ষণং তু উপাস্যৈকত্বাৎ ইতি।৫ এবং প্রাপ্তে

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—ফলভেদবশতঃ সত্যবিদ্যার বিভিন্নতা।]

বাজসনেয়কে "যিনি এই ব্যাপক ও আরাধ্য প্রথমজকে (—নবকল্পারম্ভে প্রথমে-উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে) সত্যব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন", ইত্যাদিরূপে নামের অক্ষরগুলির উপাসনার (১) সহিত সত্যবিদ্যাকে বিধান করিয়া অব্যবহিত পরে পঠিত হইতেছে—"সেই যে সেই সত্য তিনিই ঐ আদিত্য, এই যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ এবং এই দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ", ইত্যাদি ।১ সেই স্থলে [বিভিন্ন ফলশ্রুতি এবং "তৎ যৎ সত্যম্" এইরূপে পূর্ববর্ণিতের আকর্ষণ থাকায়] সংশয় হয়—এই সত্যবিদ্যা কি দুইটী, অথবা একটীই ? ২ [পূর্ব্বপক্ষ—] 'দুইটী' ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল ।৩ যেহেতু ফলের সহিত সম্বন্ধ বিভিন্নভাবে হইতেছে, যথা—"এই লোকসকলকে জয় করেন", এইরূপে পূর্ব্বে (৫।৪ ব্রাহ্মণে) এবং "পাপকে বিনাশ করেন ও ত্যাগ করেন" এইরূপে পরবর্ত্তিস্থলে (৫।৫।৩-৪ কণ্ডিকাতে) ।৪ [কিন্তু "তৎ যৎ সত্যম্" (বৃঃ ৫।৫।২), এইরূপে পূর্ববর্ণিত উপাস্যেরই আকর্ষণ হওয়ায় বিদ্যার বিভিন্নতা কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর—] প্রস্তাবিতের (—প্রস্তাবিত উপাস্যের) আকর্ষণ কিন্তু উপাস্যের একত্ববশতঃ হইতেছে (২), ইত্যাদি ।৫

ভাবদীপিকা

(১) নামাক্ষরের উপাসনা এইপ্রকার—'সত্য' এই পদটীতে তিনটী অক্ষর আছে, যথা—'স' 'তি' (—'ৎ' সুখোচ্চারণের জন্য 'ই'কার যুক্ত করিয়া উচ্চারিত হয়) এবং 'য়'। প্রথম ও শেষ অক্ষর সত্য, মধ্যস্থটী মিথ্যা। এই মিথ্যা উভয়তঃ সত্যদ্বারা ব্যাপ্ত। যিনি এইপ্রকার চিন্তনসহ সত্যব্রহ্মের উপাসনা করেন, প্রমাদবশতঃ মিথ্যা কখন তাঁহার ক্ষতি করে না। বৃঃ ৫।৫ ভাষ্য দ্রঃ।

(২) **পূর্ব্বপক্ষীর** অভিপ্রায় এই—উপাস্য উদ্গীথাবয়বভূত একই ওঁকার (ছাঃ ১।১।১) যেমন "এতস্যৈব অক্ষরস্য উপব্যাখ্যানং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), এইরূপে বিভিন্ন উদ্গীথোপাসনাতে আকর্ষিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ সত্যব্রহ্মরূপ একই উপাস্য বিভিন্ন সত্যবিদ্যাতে আকর্ষিত হইতেছেন। **কিন্তু** উপাস্য সত্যব্রহ্ম অভিন্ন হইলে বিদ্যা বিভিন্ন হইবে কিপ্রকারে ? বলিতেছি—অগ্নি ইন্দ্র অগ্নীষোম ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা সকল যজ্ঞে একই হইলেও ফলের বিভিন্নতাবশতঃ যেমন "স্বর্গকামঃ দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত", এই বিধিবোধিত

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রমঃ—একা এব ইয়ং সত্যবিদ্যা ইতি ।৬ কুতঃ ?।৭ "তৎ যৎ তৎ সত্যম্" (বৃঃ ৫।৫।২) ইতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ ।৮ ননু বিদ্যাভেদেঽপি প্রকৃতাকর্ষণম্, উপাস্যৈকত্বাৎ উপপদ্যতে ইতি উক্তম্ ।৯ ন এতৎ এবম্, যত্র তু বিস্পষ্টাৎ কারণান্তরাৎ বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়তে, তত্র এতৎ এবং স্যাৎ ।১০ অত্র তু উভয়থা সম্ভবে "তৎ যৎ তৎ সত্যম্"

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাক্যপ্রমাণবলে উপাস্যের একত্বপ্রতিপাদনদ্বারা সত্যবিদ্যার একত্ব প্রতিপাদন।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—এই সত্যবিদ্যা অবশ্যই এক ।৬ তাহাতে হেতু কি ? ৭ [উত্তর —] যেহেতু "সেই যে সেই সত্য", এইপ্রকারে প্রস্তাবিতের (—পূর্ব্ববর্ণিত উপাস্যের) আকর্ষণ হইয়াছে ।৮ [শঙ্কা—] কিন্তু বিদ্যা বিভিন্ন হইলেও উপাস্যের একত্ববশতঃ প্রস্তাবিতের আকর্ষণ সঙ্গত, ইহা কথিত হইয়াছে (৫ বাক্য) ।৯ [সমাধান—] ইহা এইপ্রকার নহে, কিন্তু [উদ্গীথবিদ্যা প্রভৃতি] যে স্থলে [ফলভেদ ও প্রকরণভেদ প্রভৃতি] অতি স্পষ্ট অন্য কারণবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা প্রতিভাত হয়, সেই স্থলে ইহা এইপ্রকার হইতে পারে (—বিদ্যা বিভিন্ন হইলেও উপাস্যের একত্ববশতঃ পূর্বপ্রস্তাবিত তাঁহার আকর্ষণ হইতে পারে) ।১০ এখানে (—সত্যবিদ্যাতে) কিন্তু [বিদ্যার বিভিন্নতার সাধক ফলভেদ এবং তাহার অভিন্নতার সাধক বাক্যপ্রমাণ থাকায় বিদ্যার বিভিন্নতা ও

ভাবদীপিকা

কাম্যদর্শপূর্ণমাস এবং "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এই বিধিবোধিত নিত্যদর্শপূর্ণমাস বিভিন্নরূপে অঙ্গীকৃত হয়। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ উপাস্য হিরণ্যগর্ভরূপ সত্যব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও লোকজয় ও পাপনাশরূপ ফলের বিভিন্নতাবশতঃ সত্যবিদ্যাকে বিভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইহা অঙ্গীকার না করিয়া উপাস্যের একত্ব এবং প্রস্তাবিতের আকর্ষণকে বিদ্যৈকের হেতুরূপে অঙ্গীকার করিলে বৃঃ ৫।৩ ব্রাহ্মণে প্রতিপাদিত হৃদয়বিদ্যা ও বৃঃ ৫।৪ এবং ৫।৫ ব্রাহ্মণদ্বয়ে প্রতিপাদিত সত্যবিদ্যাকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ উক্ত স্থলত্রয়েই উপাস্য এক এবং "তৎ বৈ তৎ এতদেব" (বৃঃ ৫।৪) এইপ্রকারে বৃঃ ৫।৩ ব্রাহ্মণে প্রস্তাবিত হৃদয়বিদ্যারই আকর্ষণ হইয়াছে। উপাস্য অভিন্ন হইলেও প্রকরণভেদ ও ফলভেদবশতঃ হৃদয়বিদ্যা ও সত্যবিদ্যার একত্ব কিন্তু সঙ্গত নহে। অতএব উপাস্য ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও যেমন প্রকরণের ও ফলের বিভিন্নতাবশতঃ দহরবিদ্যা (ছাঃ ৮।১) ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪) প্রভৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে ; অথবা উপাস্য উদ্গীথাবয়ব ওঁকার অভিন্ন হইলেও প্রকরণ ও ফলভেদবশতঃ যেমন উদ্গীথবিদ্যাসকল (ছাঃ ১।১—১।৫) বিভিন্ন হইয়া থাকে; তদ্রূপ প্রস্তাবিত সত্যবিদ্যাতেও উপাস্য অভিন্ন হইলেও প্রকরণ ও ফলভেদবশতঃ বিদ্যা বিভিন্নই হইবে। লক্ষ্যকরিতে হইবে—পূর্ব্বপক্ষী এই স্থলে "একং বা সংযোগরূপচোদনাখ্যাবিশেষাৎ" (২২৮ পৃঃ) এই স্থলে প্রতিপাদিত 'রূপ' এই হেতুটীর ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ; কারণ 'রূপ' অর্থাৎ উপাস্য দেবতা অভিন্ন হইলেও তাঁহার মতে বিদ্যা অভিন্ন নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

(বৃঃ ৫।৫।২) ইতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ পূর্ব্ববিদ্যাসম্বদ্ধম্ এব সত্যম্ উত্তরত্র আকৃষ্যতে ইতি একবিদ্যাত্বনিশ্চয়ঃ ।১১ যৎ পুনঃ উক্তং ফলান্তরশ্রবণাৎ বিদ্যান্তরম্ ইতি ।১২ অত্র উচ্যতে—'তস্য উপনিষদ্ অহঃ অহম্' (বৃঃ ৫।৫।৩-৪ দ্রঃ) ইতি চ অঙ্গান্তরোপদেশস্য স্তাবকম্ ইদং ফলান্তরশ্রবণম্ ইতি অদোষঃ ।১৩ অপিচ অর্থবাদাৎ এব ফলে

ভাষ্যানুবাদ

অভিন্নতা, এই] উভয়প্রকার হওয়া সম্ভব হইলে "তৎ যৎ তৎ সত্যম্", এইপ্রকারে পূর্ব্বপ্রস্তাবিতের (—বৃঃ ৫।৪ ব্রাহ্মণে বর্ণিত উপাস্যের) আকর্ষণবশতঃ পূর্ব্ববর্ণিত বিদ্যার সহিত নিশ্চিতরূপে সম্বন্ধ যে সত্য (—উপাস্য সত্যব্রহ্ম), তিনিই পরবর্ত্তিস্থলে (—বৃঃ ৫।৫ ব্রাহ্মণে পঠিত বিদ্যাতে) আকৃষ্ট হইতেছেন, এইহেতু বিদ্যার একত্ব নিশ্চিত হইতেছে (৩) ।১১

[সিঃ—রাত্রিসত্রাদিন্যায়বলে ফলের বিভিন্নতা নিরাকরণ করিয়া বিদ্যার একত্ব প্রতিপাদন ।]

আর যে বলা হইতেছে—[লোকজয় ও পাপনাশাদি] বিভিন্ন ফল শ্রুত হওয়ায় বিদ্যা বিভিন্ন হইবে, ইত্যাদি ।১২ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—এই যে ফলান্তরের শ্রবণ, ইহা "তাঁহার রহস্য নাম অহঃ ও অহম্", এইপ্রকারে যে অন্য অঙ্গের উপদেশ হইয়াছে, তাহার স্তাবক, এইহেতু দোষ হয় না (৪ ।১৩ আর দেখ, [রাত্রিসত্রন্যায়ে, ৫] অর্থবাদ হইতেই ফল কল্পনা করিতে হইলে এবং বিদ্যা অভিন্ন হইলে,

ভাবদীপিকা

(৩) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—প্রকরণভেদ ও ফলভেদবশতঃ বিদ্যা বিভিন্ন হইয়া পড়ে, ইহা সত্য। প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্ বাক্যপ্রমাণবলে উপাস্যের ও বিদ্যার একত্ব নিশ্চিত হইতেছে। কিপ্রকারে ? বলিতেছি—"তৎ যৎ তৎ সত্যম্ অসৌ সঃ আদিত্যঃ" (বৃঃ ৫।৫।২), এই বাক্যটী এখানে বাক্যপ্রমাণ। ইহার প্রথমাংশে সর্ব্বনামপদসকলের দ্বারা বৃঃ ৫।৪ এবং ৫।৫।১ কণ্ডিকাতে বর্ণিত যক্ষত্ব প্রথমজত্ব, বিরাটের স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি তত্তৎগুণবিশিষ্ট সত্যাখ্য ব্রহ্ম আকৃষ্ট (—প্রত্যভিজ্ঞাত) হইতেছেন। ইহার "অসৌ সঃ" ইত্যাদি দ্বিতীয়াংশে প্রত্যভিজ্ঞাত তত্তৎগুণবিশিষ্ট তাঁহাকেই আকর্ষণ (—অনুবাদ) করিয়া তাঁহাতেই আক্ষ্যাদিত্যস্থানতারূপ গুণের (বৃঃ ৫।৫।২-৪) বিধান করা হইতেছে। এইপ্রকারে বাক্যপ্রমাণবলে বৃঃ ৫।৪ এবং ৫।৫ ব্রাহ্মণদ্বয়ে পঠিত সত্যবিদ্যার একত্ব নির্ণীত হয়। এইরূপে উপাস্যের (—রূপের) একত্ববশতঃ বিদ্যার একত্ব নিশ্চিত হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষী যে ২।৪।৯ জৈমিনীয়ন্যায়ে (২২৮ পৃঃ) ব্যভিচার প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন (২ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইল। পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—ফলভেদবশতঃ বিদ্যা বিভিন্ন হইবে (৪ বাক্য)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যৎ পুনঃ—'আর যে' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

[অঙ্গসকলে ফলশ্রুতি অর্থবাদমাত্র]

(৪) তাৎপর্য্য এই—যে স্থলে 'এই ফল কামনা করিয়া এই যজ্ঞ করিবে' এইপ্রকারে প্রধান বিধিতেই ফল শ্রুত হয়, সেই স্থলে প্রধান কর্ম্মের ফলদ্বারাই অঙ্গসকলের ফলাকাঙ্ক্ষা

শাঙ্করভাষ্যম্

কল্পয়িতব্যে সতি, বিদ্যৈকত্বে চ অবয়বেষু শ্রূয়মাণানি বহূনি অপি ফলানি অবয়বিন্যাম্ এব বিদ্যায়াম্ উপসংহর্ত্তব্যানি ভবন্তি ।১৪ তস্মাৎ সা এব ইয়ম্ একা সত্যবিদ্যা তেন তেন বিশেষেণোপেতা আম্নাতা ইতি অতঃ সর্ব্বে এব সত্যাদয়ঃ গুণাঃ

ভাষ্যানুবাদ

[৪৩৮ পৃঃ]

অবয়বসকলে (—অঙ্গোপাসনাসকলে) শ্রূয়মাণ যে বহুপ্রকার ফল, তাহারাও অবয়বী বিদ্যাতেই (—প্রধানোপাসনাতেই, জাতেষ্টিফলন্যায়ে, ৬] উপসংহরণীয় হইবে (৭) ।১৪ সেইহেতু সেই এই একই সত্যবিদ্যা [নামাক্ষরত্রয় (বৃঃ ৫।৫।১), অহঃ ও অহম্ (বৃঃ ৫।৫।৩,৪) ইত্যাদি] সেই সেই বিশেষণযুক্তরূপে পঠিত

ভাবদীপিকা [অঙ্গসকলে ফলশ্রুতি অর্থবাদ]

চরিতার্থ হইয়া যায়, যেহেতু সাঙ্গ সম্পাদিত কর্ম্মই ফলের জনক এবং যেহেতু অঙ্গের পৃথক্ ফল অঙ্গীকার করিলে তাহার পরার্থতারূপ অঙ্গত্বই ব্যাহত হইয়া পড়ে (জৈঃ সূঃ ৪।৩।১৯ ভাষ্য)। সুতরাং অঙ্গসকলে যে ফলশ্রুতি, তাহা গুণবাদরূপ অর্থবাদমাত্র *। প্রস্তাবিত সত্যবিদ্যাতে প্রধানোপাসনার লোকজয় ও শত্রুজয়রূপ (বৃঃ ৫।৫) ফলের দ্বারাই অঙ্গোপাসনার ফলাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়া যায় বলিয়া 'অহঃ' ও 'অহম্' (বৃঃ ৫।৫।৩,৪) এই রহস্যনামদ্বয়যোগে অঙ্গোপাসনার যে পাপনাশাদিরূপ ফল, তাহা গুণবাদরূপ অর্থবাদমাত্র। এইপ্রকার আর্থবাদিক ফলের দ্বারা বিদ্যার বিভিন্নতা সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব। [**শঙ্কা**—] কিন্তু প্রস্তাবিত সত্যবিদ্যার উৎপত্তিবাক্যে 'লোকজয়াদি ফলকামী এই বিদ্যার অনুশীলন করিবেন', এইপ্রকার কিছু শ্রুত হইতেছে না। সেইহেতু কোনটী প্রধানোপাসনা এবং কোন্‌টী অঙ্গোপাসনা, ইহা নির্ণীত না হওয়ায় ঐস্থলে শ্রুত পাপনাশাদি ফলসকলকে গুণবাদ বলা যায় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ, ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

*"অঙ্গেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ" এই ন্যায়টী পূঃ মীঃ ৪।৩।১ অধিকরণ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রুতি বলেন—"যাঁহার জুহূ —পুরোডাশ ও ঘৃতাদি আহুতিদানের পাত্র) পর্ণময়ী (—পলাশকাষ্ঠ নির্ম্মিত), তিনি পাপশ্লোক (—অপযশ) শ্রবণ করেন না (তৈঃ সং ৩।৫।৭।২), ["দীক্ষাকালে যজমান] চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করে, তাহার দ্বারা শত্রুর চক্ষুকে বিনষ্ট করে", (তৈঃ সং ৬।১।১।৬), "এই যে প্রযাজ ও অনুযাজ অনুষ্ঠিত হয়, ইহারা যজ্ঞের বর্ম্ম, শত্রু পরাজয়ের জন্য ইহারা যজমানের বর্ম্ম", (তৈঃ সং ২।৬।১।৫) ইত্যাদি। এই স্থলে সংশয় হয়— এই পর্ণময়ীরূপ দ্রব্য, অঞ্জনপ্রয়োগরূপ সংস্কার এবং প্রযাজাদি কর্ম্ম, ইহারা কি ক্রত্বর্থ (—যজ্ঞের সাঙ্গতা সম্পাদক অঙ্গ), অথবা পুরুষার্থ (—পুরুষের বিশেষ কামনার পরিপূরক)। **পূর্ব্ববাদী** বলেন—ইহারা পুরুষার্থ, কারণ উক্ত ফলসকল পুরুষমাত্রেরই কাম্য। **সিদ্ধান্তী** বলেন—না, উহারা ক্রত্বর্থ, পুরুষার্থ নহে ; যেহেতু উক্ত ফলসকলে যে ফলশ্রুতি, তাহা বিধিলিঙাদি প্রয়োগদ্বারা বিহিত হয় নাই, পরন্তু 'ন শৃণোতি' ইত্যাদি প্রকারে লট্‌ বিভক্তি মাত্র শ্রুত হইতেছে। অতএব ক্রতুনিষ্পাদনব্যতিরেকে উক্ত পর্ণময়ীরূপ দ্রব্য প্রভৃতির কোন প্রয়োজন না থাকায় "**দ্রব্য**সংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ স্যাৎ" (জৈঃ সূঃ ৪।৩।১)। অর্থ—বাক্য ও প্রকরণাদি বিভিন্ন প্রমাণবলে **পরের** (—প্রধান যজ্ঞের) সাঙ্গতার জন্য অনুষ্ঠিত হওয়ায় পর্ণময়ীরূপ **দ্রব্য**, অঞ্জন প্রয়োগরূপ **সংস্কার** এবং প্রযাজাদি **কর্ম্ম**, এই সকলে যে ফলশ্রুতি, তাহা অর্থবাদমাত্র। (৩।৩।৪২ সূঃ ভাষ্যশেষাংশ ও তত্রত্য ভাবদীপিকাসকল দ্রঃ)।

ভাবদীপিকা

(৫) **রাত্রিসত্রন্যায়**—সত্র দ্রষ্টব্য (৩৪০ পৃঃ)। শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—"প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রীরুপযন্তি", "ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনো অন্নাদা ভবন্তি" (তাণ্ড্য ব্রাঃ ২৩।২।৪, ২৩।৫।৪) ইত্যাদি। এই স্থলে প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মতেজঃ প্রভৃতি উক্ত রাত্রিসত্রের ফল, ইহা অবগত হওয়া যাইলেও, "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় ফলের সহিত অধিকারীর সম্বন্ধ প্রতিভাত হইতেছে না এবং বিধিলিঙ্ প্রত্যয় না থাকায় ফলবোধক বিধিরও প্রতীতি হইতেছে না। তাহাতে **সংশয়** হয়—উক্ত রাত্রিসত্রের ফল কি? স্ববাক্যস্থ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি? অথবা বিশ্বজিৎ-ন্যায়বলে (১৪১২ পৃঃ) স্বর্গ? **পূর্ব্ববাদী** বলেন—"যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি" (তৈঃ সং ৩।৫।৭।২) ইত্যাদি স্থলের ন্যায় এখানে বিধিলিঙাদি শ্রুত না হইয়া লট্ বিভক্তিমাত্র শ্রুত হওয়ায় ইহা অর্থবাদমাত্র; বিশ্বজিন্ন্যায়বলে উহার স্বর্গরূপ ফল কল্পনা করিতে হইবে। **সিদ্ধান্তী** বলেন—বিধিবিভক্তিহীন, সুতরাং অর্থবাদ হইলেও উক্ত বাক্যসকল হইতে স্বর্গরূপ ফল কল্পনা করিলে স্বর্গপদার্থ, তদ্বাচক পদ, তাহার উপস্থিতি, শ্রুত কর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ এবং তাহাকে ফলরূপে স্বীকার, এতগুলি ব্যবহিত পদার্থ অঙ্গীকার করিতে হয়। তদপেক্ষা লাঘবানুরোধে স্ববাক্যে শ্রুত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিকে সনস্ত এবং লট্‌কে বিধিলিঙে পরিণত করিয়া "যে প্রতিতিষ্ঠাসন্তি তে এতাঃ রাত্রীরুপেয়ুঃ", এইপ্রকার বাক্যবলে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিকেই ফলরূপে অঙ্গীকার করা শ্রেয়ঃ। "প্রতিতিষ্ঠাসন্তি"—'প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ইচ্ছা করেন'। জৈঃ সূঃ ৪।৩।১৭-১৯ ভাষ্য দ্রঃ। যাহাহউক্ এইরূপে নির্ণীত হইল—যে যুক্তিবলে স্বপ্রকরণে পঠিত অর্থবাদবাক্য হইতে ফল কল্পিত হয়, তাহাকে বলে **রাত্রিসত্রন্যায়**।

(৬) **জাতেষ্টিফলন্যায়**—শ্রুতিতে কাম্যেষ্টিকাণ্ডে বৈশ্বানরেষ্টি পঠিত হইতেছে—"বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে" (তৈঃ সং ২।২।৫)—'পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ তৈয়ারীর জন্য বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাপ * করিবে", ইত্যাদি। এইপ্রকারে ইষ্টির বিধান করিয়া তদনন্তর "যদষ্টাকপালো ভবতি", ইত্যাদি প্রকারে আরম্ভ করিয়া "যদ্দ্বাদশকপালঃ" পর্য্যন্ত ব্রহ্মবর্চ্চস তেজঃ খাদ্যবস্তু ইন্দ্রিয়পটুত্ব ও পশুরূপ বিভিন্ন ফলসাধকরূপে পাঁচটী নির্ব্বাপ বিহিত হইয়াছে। এই বৈশ্বানরেষ্টিতে "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালম্" ইত্যাদি বাক্যে দ্রব্য ও দেবতাবিশিষ্ট বৈশ্বানরেষ্টি বিহিত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাকপাল হইতে দ্বাদশ কপাল পর্য্যন্ত যে সকল নির্ব্বাপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কি প্রধান বৈশ্বানরেষ্টিরই অঙ্গ হওয়ায় তাহারই অপর নাম, অথবা উক্ত যজ্ঞে গুণবিধি, অথবা গুণফলবিধি (—বিশেষ বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ বিশেষ অঙ্গের বিধান), অথবা অর্থবাদ, এইপ্রকার **সংশয়** হয়। **পূর্ব্বপক্ষী** ক্রমশঃ সকল পক্ষগুলিকে সমর্থন করিলে, **সিদ্ধান্তী** বলেন— অষ্টাকপালাদিশব্দসকল তত্তৎসংখ্যক কপালসংস্কৃত পুরোডাশকেই সমর্পণ করে বলিয়া এবং অষ্ট কপাল প্রভৃতি দ্বাদশ কপালেরই অন্তর্গত হয় বলিয়া তাহারা প্রধান কর্ম্মের অপর নাম নহে। গুণবিধি বা গুণফলবিধি অঙ্গীকারে বাক্যভেদ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। সুতরাং উক্ত বাক্যগুলিকে প্রধান কর্ম্মের স্তুতিরূপে (—অর্থবাদরূপে) গ্রহণ করিতে হইবে। স্তুতির স্বরূপ

* নির্ব্বাপ—হবনীয় পুরোডাশাদি নির্ম্মাণের জন্য, "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্ অগ্নয়ে "জুষ্টং গৃহ্ণামি" (শুক্ল যজুঃ সং ১।১০, "জুষ্টং নির্ব্বপামি" তৈঃ সং ১।১।৪) ইত্যাদি মন্ত্রপাঠকরতঃ হোমীয় দেবতার উদ্দেশ্যে অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক মুষ্টি মুষ্টি চাউল প্রভৃতি অগ্নিহোত্রহবনীনামক পাত্রে গৃহীত ও শূর্পে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে বলে নির্ব্বাপ। এতদ্দ্বারা নির্ব্বাপসংস্কৃত পুরোডাশাদিসাধ্য যজ্ঞই বিহিত হইতেছে (জৈঃ সূঃ ৯।১।৩৩-৩৭)।

[৪৩৬ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

একস্মিন্ এব প্রয়োগে উপসংহর্ত্তব্যাঃ।১৫ কেচিৎ পুনঃ অস্মিন্ সূত্রে ইদং চ বাজসনেয়কম্ অক্ষ্যাদিত্যপুরুষবিষয়ং বাক্যং, ছান্দোগ্যে চ "অথ যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৬।৬), "অথ যঃ এষঃ অন্তরক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৭।৫), ইতি উদাহৃত্য সা এব ইয়ং অক্ষ্যাদিত্যপুরুষবিষয়া বিদ্যা উভয়ত্র একা এব ইতি কৃত্বা সত্যাদীন্ গুণান্ বাজসনেয়িভ্যঃ ছন্দোগানাম্ উপসংহার্য্যান্ মন্যন্তে।১৬ তৎ ন সাধু লক্ষ্যতে।১৭ ছান্দোগ্যেহি জ্যোতিষ্টোমকর্ম্মসম্বন্ধিনী ইয়ম্ উদ্গীথব্যপাশ্রয়া বিদ্যা

ভাষ্যানুবাদ

হইয়াছে, এইহেতু সত্যত্ব প্রভৃতি সকল গুণকেই (—অঙ্গকেই) একই প্রয়োগে উপসংহার করিতে হইবে।১৫

[দিঃ—পরকীয় ব্যাখ্যাতে দোষ প্রদর্শন। উদ্গীথবিদ্যা ও সত্যবিদ্যার বিভিন্নতা।]

কেহ কেহ কিন্তু এই সূত্রে বাজসনেয়কে পঠিত অক্ষি ও আদিত্যপুরুষবিষয়ক এই বাক্যকে এবং ছান্দোগ্যে পঠিত "আর আদিত্যমণ্ডলের মধ্যে এই যে হিরণ্ময় পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", "আর চক্ষুর মধ্যে এই যে পুরুষ পরিদৃষ্ট হইতেছেন", ইত্যাদিকে (—এই বাক্যদ্বয়কে) উদাহরণরূপে গ্রহণকরতঃ অক্ষি ও আদিত্যমধ্যস্থ পুরুষবিষয়ক সেই এই বিদ্যা [বৃঃ ও ছাঃ] উভয়ত্র একই, ইহা মনে করিয়া বাজসনেয়কগণের নিকট হইতে ছন্দোগগণের সত্যাদি গুণসকলকে উপসংহার করা উচিত, ইহা মনে করেন।১৬ তাহা সঙ্গতরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে না।১৭ যেহেতু

ভাবদীপিকা

এই—'এই দ্বাদশকপাল যজ্ঞটীর অনুষ্ঠানে অষ্টাকপাল প্রভৃতির অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া যায়। অঙ্গী দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশসাধ্য যজ্ঞের অঙ্গভূত অষ্টাকপালাদি যখন ব্রহ্মবর্চ্চস প্রভৃতি এক একটী বিশেষ ফলের সাধন, তখন সর্ব্বাবয়বযুক্ত উক্ত প্রধান যজ্ঞ যুগপৎ সকল ফলের সাধন, ইহাতে সন্দেহই নাই', ইত্যাদি। বিস্তৃত জৈঃ সূঃ ১।৪।১৭-২২ সূত্রের ভাষ্য ও ভাট্টদীপিকাতে দ্রঃ। এইরূপে নির্ণীত হইল— যে যুক্তিবলে স্বপ্রকরণে পঠিত যাবতীয় অঙ্গকর্ম্মের ফলই সমুচ্চিত (—মিলিত) হইয়া প্রধান কর্ম্মের ফলরূপে অঙ্গীকৃত হয়, তাহাকে বলে জাতেষ্টিফলন্যায়।

(৭) এইরূপে পূর্ব্বমীমাংসাসম্মত ন্যায়দ্বয়বলে প্রস্তাবিতস্থলে সিদ্ধান্ত হইল এই—যদি সত্যবিদ্যার প্রকরণে পঠিত পাপনাশাদি ফলসকলকে অঙ্গোপাসনার ফল, সুতরাং গুণবাদরূপে স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে রাত্রিসত্রন্যায়বলে স্বপ্রকরণে পঠিত বাক্যসকল হইতেই ফলকল্পনা করিয়া জাতেষ্টিফলন্যায়ে সেই সকলপ্রকার ফলযুক্ত "পাপঘাতঃ লোকজয়াদিকামঃ উপাসীত", এইপ্রকার একটী বিধি সিদ্ধ হয় বলিয়া এই সকলপ্রকার ফলযুক্ত একটী সত্যবিদ্যাই বিহিত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে লোকজয় ও পাপনাশাদি সকল ফল মিলিত হইয়া একটী প্রধান ফলরূপে গৃহীত হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—'ফলভেদবশতঃ বিদ্যা বিভিন্ন' (৪ বাক্য), তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজ্ঞায়তে।১৮ তত্র হি আদিমধ্যাবসানেষু কর্ম্মসম্বন্ধিচিহ্নানি ভবন্তি—"ইয়ম্ এব ঋক্ অগ্নিঃ সাম" (ছাঃ ১।৬।১) ইতি উপক্রমে, "তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাৎ উদ্গীথঃ" (ছাঃ ১।৬।৮) ইতি মধ্যে, "যঃ এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি" (ছাঃ ১।৭।৯) ইতি উপসংহারে।১৯ নৈবং বাজসনেয়কে কিঞ্চিৎ কর্ম্মসম্বন্ধি চিহ্নম্ অস্তি।২০ তত্র প্রক্রমভেদাৎ বিদ্যাভেদে সতি গুণব্যবস্থা এব যুক্তা ইতি।২১॥৩।৩।৩৮॥ ইতি চতুর্বিংশং সত্যাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

ছান্দোগ্যে জ্যোতিষ্টোমকর্ম্মের (—সোমযজ্ঞের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে উদ্‌গীথ, এই বিদ্যা তাহাতে আশ্রিত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।১৮ কারণ সেই স্থলে (—ছান্দোগ্যস্থ উদ্‌গীথবিদ্যাতে) আদি মধ্য ও অবসানে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ চিহ্নসকল (—লিঙ্গপ্রমাণসকল) বর্ত্তমান আছে, যথা—"ইহাই (—পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নিই সাম", ইহা আদিতে; "ঋক্ ও সাম তাঁহার দুইটী পর্ব্ব, সেইহেতু তিনি উদ্‌গীথ", ইহা মধ্যে এবং "যিনি এইপ্রকার জানিয়া সামগান করেন", ইহা উপসংহারে।১৯ বাজসনেয়কে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এইপ্রকার চিহ্ন (—লিঙ্গপ্রমাণ) নাই।২০ সেই স্থলে (—ছাঃ ও বৃঃ পঠিত সেই সেই বিদ্যাতে, যথাক্রমে উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকার ও হিরণ্যগর্ভ উপাস্য হওয়ায়] উপক্রমের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা [সিদ্ধ] হইলে গুণসকলের ব্যবস্থাই (—শ্রুতগুণযোগে উপাসনাই, সুতরাং গুণসকলের অন্যোন্যত্র অনুপসংহারই] যুক্তিসঙ্গত।২১॥৩।৩।৩৮॥

সত্যাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

২৫। কামাদ্যধিকরণম্। [৩৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—একত্র উপাসনার ও অন্যত্র স্তুতির জন্য সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে পরস্পর গুণোপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে উপাস্য অভিন্ন হওয়ায় উপাসনার একত্ববশতঃ গুণোপসংহার প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে পঠিত আকাশসংজ্ঞক ব্রহ্ম (ছাঃ ৮।১।১ বৃঃ ৪।৪।২২), ব্রহ্মরূপে অভিন্ন হইলেও উপাস্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্বরূপ ভেদ থাকায় দহরবিদ্যা ও শারীরকবিদ্যাতে পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অসংহৃতিঃ সংহৃতির্বা ব্যোম্নোর্দহরহার্দ্দয়োঃ।
উপাস্যজ্ঞেয়ভেদেন তদ্‌গুণানামসংহৃতিঃ॥
উপাস্তৌ ক্বচিদন্যত্র স্তুতয়ে চাস্ত সংহৃতিঃ।
দহরাকাশ আত্মৈব হৃদাকাশোঽপি নেতরঃ॥

অন্বয়—দহরহার্দ্দয়োঃ ব্যোম্নোঃ অসংহৃতিঃ সংহৃতিঃ বা? উপাস্যজ্ঞেয়ভেদেন তদ্গুণানাম্ অসংহৃতিঃ। দহরাকাশঃ আত্মা এব, হৃদাকাশঃ অপি ন ইতরঃ। কচিৎ উপাস্ত্যৈ, অন্যত্র চ স্তুতয়ে সংহৃতিঃ অস্তু।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১), ইতি হৃদয়ান্তর্গতত্বেন শ্রুতস্য দহরাকাশস্য সত্যকামত্বাদয়ঃ গুণাঃ উক্তাঃ। বৃহদারণ্যকে তু "যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি শ্রুতস্য হার্দ্দাকাশস্য বশিত্বাদয়ঃ গুণাঃ উক্তাঃ। তে গুণাঃ অত্র বিষয়ঃ। বৃহদারণ্যকপঠিতায়াং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যকামত্বাদীনাং প্রয়োজনানিরূপণাৎ বশিত্বাদীনাং তু ছান্দোগ্যপঠিতায়াং সগুণব্রহ্মবিদ্যায়াং প্রয়োজনসম্ভবাৎ উভয়ত্র উভয়েষাং উপযোগসম্ভাবাভাবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] দহরহার্দ্দয়োঃ ব্যোম্নোঃ [যে সত্যকামত্বাদয়ঃ বশিত্বাদয়শ্চ গুণাঃ আম্নাতাঃ, তেষাম্ অন্যোন্যত্র] অসংহৃতিঃ, সংহৃতিঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[ছান্দোগ্যে উপাস্যব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে, বৃহদারণ্যকে তু জ্ঞেয়ব্রহ্ম। অতঃ] উপাস্যজ্ঞেয়ভেদেন [ব্রহ্মণঃ ভেদাৎ] তদ্গুণানাম্ [অন্যোন্যত্র] অসংহৃতিঃ।

সিদ্ধান্ত—[দহরাকাশস্য আত্মত্বং দহরাধিকরণে (১।৩।৫ অধিঃ) বর্ণিতম্। হার্দ্দাকাশস্যাপি "মহান্ অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি উপক্রমাৎ আত্মত্বম্ অবগন্তব্যম্। অতঃ] দহরাকাশঃ আত্মা এব, হৃদাকাশঃ অপি [ততঃ] ন ইতরঃ। [তস্মাৎ সগুণনির্গুণভেদেন বিদ্যয়োঃ ভিন্নত্বেঽপি উভয়ত্র আকাশশব্দবাচ্যস্য আত্মনঃ একত্বাৎ] কচিৎ [বশিত্বাদীনাম্] উপাস্ত্যৈ, অন্যত্র [সত্যকামত্বাদীনাং] স্তুতয়ে সংহৃতিঃ অস্তু।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে "ইহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ", এইপ্রকারে হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তিরূপে শ্রুত দহরাকাশের সত্যকামত্বাদি গুণসকল বর্ণিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে কিন্তু "এই যে হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ", এইপ্রকারে শ্রুত হার্দ্দাকাশের বশিত্বাদি গুণসকল বর্ণিত হইয়াছে। সেই গুণসকল এখানে বিষয়। বৃহদারণ্যকে পঠিত নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে সত্যকামত্বাদির প্রয়োজন নিরূপিত না হওয়ায়, বশিত্বাদির কিন্তু ছান্দোগ্যে পঠিত সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে প্রয়োজন সম্ভব হওয়ায় উভয়ত্র উভয়ের উপযোগের সম্ভাব ও অভাববশতঃ সংশয় হয়—] দহরাকাশ এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ, এই আকাশদ্বয়ের [যে সত্যকামত্বাদি এবং বশিত্বাদি গুণসকল পঠিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের স্থলে] উপসংহার হইবে না, অথবা হইবে?

পূর্ব্বপক্ষ—[ছান্দোগ্যে উপাস্য ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতেছেন, বৃহদারণ্যকে কিন্তু জ্ঞেয় ব্রহ্ম। এইহেতু] উপাস্য ও জ্ঞেয় ভেদে [ব্রহ্মের ভেদ হওয়ায়] তাঁহাদের গুণসকলের [পরস্পরস্থলে] উপসংহার হইবে না।

সিদ্ধান্ত—[দহরাকাশের আত্মতা দহরাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে। "মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা", এইপ্রকারে আরব্ধ হওয়ায় হার্দ্দাকাশেরও আত্মত্ব অবগত হইতে হইবে। এইহেতু] দহরাকাশ আত্মাই, হৃদয়াকাশও তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। [সেইহেতু সগুণ ও নির্গুণভেদে বিদ্যাদ্বয়ের বিভিন্নতা হইলেও উভয়ত্র আকাশশব্দবাচ্য আত্মা এক হওয়ায় কোন স্থলে (—ছান্দোগ্যবর্ণিত দহরাকাশে) উপাসনার জন্য [বশিত্বাদির] এবং অন্যত্র (—বৃহদারণ্যকবর্ণিত হৃদয়াকাশে) স্তুতির জন্য [সত্যকামত্বাদির] উপসংহার হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ছান্দোগ্যে আকাশের ধ্যেয়তা এবং বৃহদারণ্যকে সেই আকাশাশ্রিতের

জ্যেষ্ঠতা বর্ণিত হওয়ায় বিদ্যার বিভিন্নতাবশতঃ পরস্পরের গুণোপসংহার হইবে না। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মই আকাশশব্দবাচ্য হওয়ায় উক্ত বিভিন্নতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া পরস্পর গুণোপসংহার।

কামাদীতরত্র তত্রচায়তনাদিভ্যঃ ॥৩।৩।৩৯॥

পদচ্ছেদ—কামাদি, ইতরত্র, তত্র, চ, আয়তনাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ-[ছান্দোগ্যে "দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১), ইতি শ্রুতস্য দহরাকাশস্য সত্যকামত্বাদয়ঃ গুণাঃ আম্নাতাঃ। বৃহদারণ্যকে তু "যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি শ্রুতস্য হার্দ্দাকাশস্য সর্ব্ববশিত্বাদয়ঃ গুণাঃ। তে পরস্পরম্ উপসংহর্ত্তব্যাঃ ন বা ইতি সন্দেহে; ন উপসংহর্ত্তব্যাঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **কামাদি**—সত্যকামত্বাদিগুণজাতম্, **ইতরত্র**—বৃহদারণ্যকে [উপসংহর্ত্তব্যম্]। **চ**—যচ্চ, [সর্ব্ববশিত্বাদিকং, তদপি] **তত্র**—ছান্দোগ্যে [উপসংহর্ত্তব্যম্। কুতঃ?] **আয়তনাদিভ্যঃ**—হৃদয়স্য আয়তনস্য, ব্রহ্মণশ্চ উপাস্যস্য, ব্রহ্মণঃ সেতুত্বব্যপদেশস্য চ উভয়ত্র অবিশেষাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যে "ইহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ", এইপ্রকারে শ্রুত দহরাকাশের সত্যকামত্বাদি গুণসকল পঠিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে কিন্তু "এই যে হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ", এইপ্রকারে শ্রুত হৃদয়াকাশের সর্ব্ববশিত্ব প্রভৃতি গুণসকল পঠিত হইয়াছে। তাহারা পরস্পর উপসংহৃত হইবে, অথবা হইবে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'উপসংহৃত হইবে না', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **কামাদি**—সত্যকামত্বাদি গুণসকল, **ইতরত্র**—বৃহদারণ্যকে [উপসংহৃত হওয়া উচিত]। **চ**—আর যে [সর্ব্ববশিত্বাদি, তাহাও] **তত্র**—ছান্দোগ্যে [উপসংহৃত হওয়া উচিত। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **আয়তনাদিভ্যঃ**—যেহেতু হৃদয়রূপ আশ্রয়ের, ব্রহ্মরূপ উপাস্যের এবং সেতুরূপে ব্রহ্মের উল্লেখের উভয় স্থলে অভিন্নতা আছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরঃ অস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" (ছাঃ ৮।১।১), ইতি প্রস্তুত্য ছন্দোগাঃ অধীয়তে "এষঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫) ইত্যাদি।১ তথা বাজসনেয়িনঃ "সঃ বৈ এষ মহান্ অজ আত্মা যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—বিদ্যার বিভিন্নতা ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে ফলাভাববশতঃ গুণের অনুপসংহার।]

"আর এই ব্রহ্মপুরে (—ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান শরীরে) এই যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ গৃহ, ইহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ (—ব্রহ্ম) আছেন", এইপ্রকারে প্রস্তাব করিয়া ছন্দোগগণ (—সামবেদাধ্যায়িগণ) পাঠ করিতেছেন—"ইনি আত্মা পাপহীন জরাহীন মৃত্যুহীন শোকহীন ভোজনেচ্ছাহীন পিপাসাহীন অব্যর্থকামনাবান্ অব্যর্থসঙ্কল্পযুক্ত", ইত্যাদি।১ বাজসনেয়গণ (—শুক্লযজুর্ব্বেদাধ্যায়িগণ) এইপ্রকার পাঠ করেন—"তিনিই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা, এই যিনি ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে অবস্থিত [সুতরাং ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন] ও বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত),

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণেষু যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে, সর্ব্বস্য বশী" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি ।২ তত্র বিদ্যৈকত্বং পরস্পরগুণযোগশ্চ, কিংবা ন ইতি সংশয়ঃ * ।৩ তত্র ইদম্ উচ্যতে—কামাদি ইতি সত্যকামাদি ইত্যর্থঃ, যথা দেবদত্তঃ দত্তঃ, সত্যভামা ভামা ইতি ।৪ যদেতৎ ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্য সত্যকামত্বাদিগুণজাতম্ উপলভ্যতে, তৎ ইতরত্র বাজসনেয়কে "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যত্র সম্বধ্যেত ।৫ যচ্চ বাজসনেয়কে বশিত্বাদি উপলভ্যতে তদপি ইতরত্র ছান্দোগ্যে "এষঃ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।১।৫), ইত্যত্র সম্বধ্যেত ।৬ কুতঃ ।৭ আয়তনাদিসামান্যাৎ ।৮ সমানং হি উভয়ত্রাপি হৃদয়ম্ আয়তনং, সমানশ্চ বেদ্যঃ ঈশ্বরঃ, সমানং চ তস্য সেতুত্বং লোকাসম্ভেদপ্রয়োজনম্ ইতি এবমাদি বহু সামান্যং দৃশ্যতে ।৯ ননু বিশেষোঽপি দৃশ্যতে—ছান্দোগ্যে হৃদ-

ভাষ্যানুবাদ

এই যে হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ (—পরমাত্মা), তাহাতে [সুষুপ্তিকালে] শয়ন করেন (—একীভূত হন), তিনি সকলের নিয়ামক", ইত্যাদি ।২ [উভয়ত্র হৃদয়রূপ আশ্রয় ও আকাশাখ্য ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায়] সেই স্থলে বিদ্যাদ্বয়ের একত্ব এবং পরস্পরের গুণোপসংহার হইবে, অথবা [সগুণ ও নির্গুণভেদে বিদ্যাদ্বয়ের ভেদ এবং সগুণবিদ্যাতে গুণের উপযোগ ও নির্গুণবিদ্যাতে ফলাভাববশতঃ তাহার অনুপযোগ হওয়ায় পরস্পরের গুণোপসংহার] হইবে না, ইহাই সংশয় ।৩ [শেষোক্ত হেতুসকলবশতঃ গুণোপসংহার হইবে না, ইহা ভাষ্যবহিঃস্থ পূর্ব্বপক্ষ]।

[সিঃ—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে বিভিন্ন প্রয়োজনে পরস্পর গুণোপসংহার।]

[সিদ্ধান্ত—] সেই বিষয়ে ইহা কথিত হইতেছে—[সূত্রস্থ] 'কামাদি', ইহার অর্থ—সত্যকামাদি (ছাঃ ৮।১।৫), যেমন দেবদত্ত 'দত্ত' এইরূপে এবং সত্যভামা 'ভামা' এইরূপে কথিত হয় ।৪ ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশের (—ব্রহ্মের) এই যে সত্যকামত্বাদি গুণসকল উপলব্ধ হইতেছে, তাহা 'অন্য স্থলে', অর্থাৎ বাজসনেয়কে "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা", এই স্থলে সম্বদ্ধ হইবে ।৫ আর বাজসনেয়কে যে বশিত্ব প্রভৃতি [গুণ] উপলব্ধ হইতেছে, তাহাও 'অন্য স্থলে' অর্থাৎ ছান্দোগ্যে "এষঃ আত্মা অপহতপাপ্মা", এই স্থলে সম্বদ্ধ হইবে ।৬ তাহাতে হেতু কি ? ৭ [উত্তর—] যেহেতু আয়তন প্রভৃতির সমতা আছে ।৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু উভয়ত্রই হৃদয়রূপ আয়তন (—আশ্রয়) সমান, বেদ্য ঈশ্বর সমান এবং [ভূরাদি] লোকসকলের সাঙ্কর্য্য নিবারণ যাহার প্রয়োজন, সেই সেতুতাও সমান, ইত্যাদি এইপ্রকার বহু সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে ।৯ [পূর্ব্ববাদী আশঙ্কা করিতেছেন—] কিন্তু বিশেষও

---

* "সংশয়ে বিদ্যৈকত্বম্ ইতি", ইত্যত্র প্রামাদিকঃ পাঠঃ দৃশ্যতে।

শাঙ্করভাষ্যম্

য়াকাশস্য গুণযোগঃ, বাজসনেয়কে তু আকাশশয়স্য * ব্রহ্মণঃ ইতি।১০ ন "দহর উত্তরেভ্যঃ" (১।৩।১৪) ইত্যত্র ছান্দোগ্যেঽপি আকাশশব্দং ব্রহ্ম এব ইতি প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ।১১ অয়ং তু অত্র বিদ্যতে বিশেষঃ—সগুণা হি ব্রহ্মবিদ্যা ছান্দোগ্যে উপদিশ্যতে, "অথ যঃ ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" (ছাঃ ৮।১।৬), ইতি আত্মবৎ কামানাম্ অপি বেদ্যত্বশ্রবণাৎ।১২ বাজসনেয়কে তু নির্গুণম্ এব পরং ব্রহ্ম উপদিশ্যমানং দৃশ্যতে, "অতঃ

* 'আকাশাশ্রয়স্য' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

(—অসাদৃশ্যও) পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—ছান্দোগ্যে গুণের সহিত হৃদয়াকাশের (—হৃদয়ের মধ্যবর্তী ভূতাকাশের) সম্বন্ধ, পরন্তু বাজসনেয়কে [গুণের সহিত সেই] আকাশশায়ী ব্রহ্মের সম্বন্ধ (১) ইত্যাদি।১০ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না [ছান্দোগ্যে উক্ত স্থলে ভূতাকাশ বর্ণিত হয় নাই], যেহেতু "দহরঃ উত্তরেভ্যঃ" এই স্থলে ছান্দোগ্যেও আকাশশব্দবোধ্য ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। [সুতরাং পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত অসাদৃশ্য এই স্থলে নাই।১১ তাহা হইলে এই উভয় স্থলে বিদ্যা কি অভিন্ন ? উত্তর—] এই স্থলে এই প্রভেদ বিদ্যমান আছে—ছান্দোগ্যে সগুণা ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হইতেছে, যেহেতু "আর যিনি ইহলোকে আত্মাকে এবং এই সত্যকামনাসকলকে (—সত্যকামত্বাদি গুণযুক্ত আত্মাকে) জানিয়া [লোকান্তরে] গমন করেন", এইপ্রকারে আত্মার ন্যায় কামসকলেরও (—সত্যকামত্বাদি গুণসকলেরও) বেদ্যতা (—উপাস্যতা) শ্রুত হইতেছে।১২ বাজসনেয়কে কিন্তু নির্গুণ পরব্রহ্মকেই উপদিষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে, যেহেতু [তাহা অঙ্গীকার করিলেই]

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে একদেশীর আশঙ্কা এই—"যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে (বৃঃ ৪।৪।২২), এই স্থলে সুষুপ্তিবোধক লিঙ্গপ্রমাণ থাকায় আকাশশব্দবাচ্য নির্গুণব্রহ্মে জীব সুষুপ্ত হয়। সুতরাং সর্ব্ববশিত্বাদি গুণের সহিত আকাশশায়ী জীবেরই সম্বন্ধ হওয়া উচিত, নির্গুণব্রহ্মের নহে। ব্রহ্ম আকাশশায়ী নহেন, তাঁহার সহিত উক্ত গুণসকলের সম্বন্ধও সঙ্গত নহে। পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান এই—সুষুপ্তিকালে উপাধিবিলয়বশতঃ জীব আকাশশব্দবাচ্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া পড়ে, ইহা ৩।২।২ অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম কিন্তু ভূতাকাশশায়ী, ইহা "মহান্ অজঃ আত্মা....অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ তস্মিন্ শেতে" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু সর্ব্ববশিত্বাদি গুণসকলকে আকাশশায়ী ব্রহ্মের বলা হইতেছে, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই। যাহাহউক্ এইরূপে ছান্দোগ্যে গুণসকল ভূতাকাশাশ্রিত হওয়ায় এবং বৃহদারণ্যকে তাহারা ভূতাকাশশায়ী ব্রহ্মাশ্রিত হওয়ায় উভয়ত্র বিদ্যার বিভিন্নতাই সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং পরস্পরগুণোপসংহার হইবে না, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। বিস্মরণশীল পূর্ব্বপক্ষীর বিদ্যাভেদাশঙ্কা সিদ্ধান্তী নিরাকরণ করিতেছেন—ন দহরঃ—'না ছান্দোগ্যে', ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায় ব্রূহি" (বৃঃ ৪।৩।১৪), "অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইত্যাদি প্রশ্নপ্রতিবচনসমন্বয়াৎ। ১৩ বশিত্বাদি তু তৎস্তুত্যর্থম্ এব গুণজাতং বাজসনেয়কে সঙ্কীর্ত্যতে। ১৪ তথা চ উপরিষ্টাৎ "সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা নির্গুণম্ এব ব্রহ্ম উপসংহরতি। ১৫ গুণবতস্তু ব্রহ্মণঃ একত্বাৎ বিভূতিপ্রদর্শনায় অয়ং গুণোপসংহারঃ সূত্রিতঃ, ন উপাসনায় ইতি দ্রষ্টব্যম্। ১৬৷৩৷৩৷৩৯৷ ইতি পঞ্চবিংশং কামাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

"অতঃপর মোক্ষের জন্য বলুন", "এই পুরুষ অসঙ্গ", ইত্যাদি প্রশ্ন ও প্রতিবচনের সমন্বয় (—তাৎপর্য্যনির্ণয়) সিদ্ধ হয়। ১৩ [কিন্তু বশিত্বাদি গুণ বর্ণিত হওয়ায় বাজসনেয়কেও সগুণব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গীকার্য্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বশিত্বাদি গুণসকল কিন্তু বাজসনেয়কে তাঁহার (—নির্গুণ ব্রহ্মের) স্তুতির জন্যই বর্ণিত হইতেছে। ১৪ [এই বিষয়ে নির্ণায়করূপে বাক্যশেষ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, পরবর্ত্তী স্থলে "তিনিই এই আত্মা যিনি নেতি নেতি, এইরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] নির্গুণ ব্রহ্মকেই উপসংহার (– উপসংহারে বর্ণনা) করিতেছেন। [অতএব বাজসনেয়কে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে ইহাই সিদ্ধ হয়। ১৫ কিন্তু তাহা হইলে এই বিদ্যাদ্বয়ের পরস্পর গুণোপসংহার কেন অঙ্গীকৃত হইতেছে ? উত্তর—] পরন্তু [বশিত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি] গুণযুক্ত ব্রহ্ম এক হওয়ায় বিভূতি প্রদর্শনের (—স্তুতির) জন্য এই গুণোপসংহার সূত্রিত হইয়াছে, কিন্তু উপাসনার জন্য নহে, ইহা অবগত হইতে হইবে (২)। ১৬৷৩৷৩৷৩৯৷ কামাদ্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে পরস্পর গুণোপসংহারের প্রয়োজনবিষয়ে মতভেদ।]

(২) এই ব্যক্যটীর ব্যাখ্যানে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ন্যায়মালাকারের মতে—"সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে পঠিত গুণসকল নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য তাহাতে উপসংহৃত হইবে, আর নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে পঠিত গুণসকল উপাসনার জন্য সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহৃত হইবে"। প্রকটার্থবিবরণকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। বস্তুতঃ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে গুণসকল ধ্যেয় না হওয়ায় স্তুতির জন্য তাহাতে গুণোপসংহারবিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা হইতে সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে গুণোপসংহার কিপ্রকারে হইবে এবং কিবিধ ধ্যানের জন্য, এই বিষয়ে মতভেদ আছে। এই বিষয়ে ভামতীকার ন্যায়নির্ণয়কার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের অভিপ্রায় এইপ্রকার—সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে গুণসকল ধ্যেয় হইলেও তাহারা অপূর্ব্ববিধিবলে (১।১৮১ পৃঃ) প্রাপ্ত হওয়ায় যে উপাসনাতে যতগুলি গুণযোগে উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, ততগুলি গুণযোগেই সেই উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার ন্যূনাধিক্য সঙ্গত নহে। সেইহেতু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা হইতে সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে ধ্যানের জন্য গুণোপসংহার হইবে না। আর এক কথা, উক্ত বশিত্বাদিগুণসকল নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে

২৬। আদরাধিকরণম্। [৪০-৪১ সূত্র]

[অলোপাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বৈশ্বানরোপাসকের ভোজনলোপে প্রাণাহুতির লোপ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহৃত গুণসকলের উপাস্যতার বিলোপ হইলেও যেমন বিদ্যার আদরের (—স্তুতির) জন্য গুণোপসংহার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার লোপ হয় নাই। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ বৈশ্বানরবিদ্যার অঙ্গভূত যে প্রাণাগ্নিহোত্র, তাহার আদরের জন্য ব্রতাদিনিমিত্তক উপবাসদিবসে উপাসকের ভোজনলোপ হইলেও প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হইবে না, [পূর্ব্ববাদীর মতে জলাদি অন্য দ্রব্যের দ্বারা তাহা সম্পাদন করিতে হইবে]। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ন লুপ্যতে লুপ্যতে বা প্রাণাহুতিরভোজনে।
ন লুপ্যতেঽতিথেঃ পূর্ব্বং ভুঞ্জীতেত্যাদরোক্তিতঃ ॥
ভুজ্যর্থান্নোপজীবিত্বাত্তল্লোপে লোপ ইষ্যতে।
ভুক্তিপক্ষে পূর্ব্বভুক্তাবাদরোঽপ্যুপপদ্যতে ॥

অন্বয়—অভোজনে প্রাণাহুতিঃ লুপ্যতে, ন বা লুপ্যতে? 'অতিথেঃ পূর্ব্বং ভুঞ্জীত', ইতি আদরোক্তিতঃ ন লুপ্যতে। ভুজ্যর্থান্নোপজীবিত্বাৎ তল্লোপে লোপঃ ইষ্যতে; ভুক্তিপক্ষে পূর্ব্বভুক্তৌ আদরঃ অপি উপপদ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাবাক্যশেষে "তৎ যৎ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ং,

ভাবদীপিকা

ধ্যেয়রূপে বিহিত হয় নাই, সেইহেতু সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহৃত হইলেও তাহারা ধ্যেয় হইবে না। তবে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা হইতে সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে গুণোপসংহার প্রতিপাদনের তাৎপর্য্য কি? তাহা এই—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে পঠিত সর্ব্ববশিত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব (বৃঃ৪।৪।২২) প্রভৃতি গুণসকলকে সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে ধ্যানের জন্য পঠিত সত্যকামত্বাদি (ছাঃ ৮।১।৫) গুণসকলের অন্তর্গতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ যিনি সত্যকাম, তিনি অবশ্যই সর্ব্ববশী (—সকলের নিয়ামক), সকলের ঈশ্বর, ইত্যাদি এইপ্রকার অর্থতঃ অবগত হইয়া ধ্যান করিতে হইবে; শব্দতঃ উক্ত বশিত্বাদি গুণসকলকে সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহার করিতে হইবে না। এইপ্রকার **অন্তর্ভাব**মাত্র এই স্থলে গুণোপসংহার প্রতিপাদনের তাৎপর্য্য। বিভিন্ন স্থলে পঠিত বিদ্যার একত্বস্থলেই ধ্যানের জন্য শব্দতঃ গুণোপসংহার অভিপ্রেত, অন্যত্র নহে"। **কিন্তু** নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে গুণসকল ধ্যেয়রূপে বিহিত না হওয়ায় তাহারা যদি ধ্যানের জন্য সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে উপসংহারযোগ্য না হয়, তাহা হইলে সমানযুক্তিবলে সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে ধ্যানের জন্য বিহিত গুণসকল স্তুতির জন্য বিহিত না হওয়ায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে স্তুতির জন্য তাহাদের উপসংহার হইবে কিপ্রকারে? **তদুত্তরে** ইঁহারা বলেন—"স্তুতিপ্রকর্ষসিদ্ধির জন্য যে কোন স্থলে পঠিত গুণসকলের দ্বারা স্তুতি করিতে পারা যায় বলিয়া সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে ধ্যানের জন্য শ্রুত গুণসকলের নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে স্তুতির জন্য উপসংহৃত হইবার যোগ্যতা আছে। সেইহেতু এই বিষয়ে কোনপ্রকার অনুপপত্তি নাই", ইত্যাদি। অতিসংক্ষেপে বর্ণিত হইলেও সূত্রপ্রভাকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকারই প্রতিভাত হইতেছে। কামাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

সঃ যাং প্রথমাহুতিং জুহুয়াৎ তাং প্রাণায় স্বাহা" (ছাঃ ৫।১৯।১) ইতি প্রাণাহুতয়ঃ পঠ্যন্তে। অনেন বাক্যেন পঠিতং বৈশ্বানরবিদ্যাগতং প্রাণাগ্নিহোত্রম্ অত্র বিষয়ঃ। ভোজনার্থপ্রথমভক্তাগমনসংযোগিযচ্ছব্দাৎ নিত্যতাজ্ঞাপকাগ্নিহোত্রশব্দাৎ চ ভবতি অত্র সংশয়ঃ—উপবাসাদিনা কেনচিৎ নিমিত্তেন] অভোজনে [সতি] প্রাণাহুতিঃ লুপ্যতে, ন বা লুপ্যতে?

পূর্ব্বপক্ষ—'অতিথেঃ পূর্ব্বং ভুঞ্জীতঃ' ইতি আদরোক্তেঃ [উপাসকস্য ভোজনলোপে অপি প্রাণাহুতিঃ] ন লুপ্যতে,। [দ্রব্যান্তরেণ অন্নপ্রতিনিধিভূতেন জলাদিনা সা করণীয়া]।

সিদ্ধান্ত—["যদ্ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ম্" (ছাঃ ৫।১৯।১), ইতি ভোজনার্থান্নস্য হোমদ্রব্যত্বশ্রবণাৎ, প্রাণাহুতেশ্চ] ভুজ্যর্থান্নোপজীবিত্বাৎ তল্লোপে [সতি দ্রব্যাভাবাৎ তস্যাঃ আহুতেঃ] লোপঃ ইষ্যতে। [আদরস্য ভোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানায়। অতঃ অন্নলাভে সতি উপাসকস্য] ভুক্তিপক্ষে [অতিথিভ্যঃ] পূর্ব্বভুক্তৌ আদরঃ অপি উপপদ্যতে। [তস্মাৎ ভোজনলোপে প্রাণাহুতিঃ লুপ্যতে,উপবসথ্যে অহনি সা করণীয়া এব ইতি ন নিয়মঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যার বাক্যশেষে "এইপ্রকার হইলে যে ভক্ত (—ভক্ষ্য) প্রথমে আগমন করিবে (—সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে), তাহাকে হোম করা উচিত, তিনি (—উপাসক) যে প্রথম আহুতিকে হবন করিবেন (—প্রথম গ্রাস গ্রহণ করিবেন), তাহাকে "প্রাণায় স্বাহা" এই মন্ত্রে হবন করিবেন", এইপ্রকারে প্রাণাহুতিসকল পঠিত হইতেছে। এই বাক্যের দ্বারা পঠিত বৈশ্বানরবিদ্যাগত প্রাণাগ্নিহোত্র এখানে বিষয়। ভোজনের জন্য ভক্ষ্যের প্রথম আগমনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'যৎ'-শব্দের প্রয়োগ এবং নিত্যানুষ্ঠেয়তাজ্ঞাপক অগ্নিহোত্র-শব্দের (ছাঃ ৫।২৪।২) প্রয়োগবশতঃ এই স্থলে সংশয় হয়—উপবাসাদি কোন নিমিত্তবশতঃ] ভোজন না করিলে প্রাণাহুতি বিলুপ্ত হয়, অথবা বিলুপ্ত হয় না?

পূর্ব্বপক্ষ—"অতিথির পূর্ব্বে ভোজন করিবে", এইপ্রকার আদরোক্তি (—স্তুতি) থাকায় [উপাসকের ভোজনলোপ হইলেও প্রাণাহুতি] বিলুপ্ত হয় না। [অন্নের প্রতিনিধি-স্থানীয় জলাদি অন্য দ্রব্যের দ্বারা তাহা সম্পাদনীয়, 'ইহাই ভাব']।

সিদ্ধান্ত—["যে ভোজ্যবস্তু প্রথমে আগমন করিবে, তাহাকে হোম করিবে", এই-প্রকারে ভোজ্য অন্নের হোমদ্রব্যতা শ্রুত হওয়ায় এবং প্রাণাহুতি] ভক্ষণীয় অন্নের অধীন হওয়ায় তাহার লোপ হইলে [দ্রব্যের অভাববশতঃ সেই আহুতির] লোপ অভিপ্রেত। [স্তুতি কিন্তু ভোজনপক্ষে (—ভোজন করিলে, তাহার) প্রাথম্য বিধানের জন্য। সেইহেতু অন্ন লব্ধ হইলে উপাসকের] ভোজনপক্ষে [অতিথিসকল হইতে] পূর্ব্বে ভোজন করিলে আদরও উপপন্ন হয়। [সেইহেতু ভোজনের লোপ হইলে প্রাণাহুতি বিলুপ্ত হয়, উপবাসদিবসে তাহা অবশ্য করণীয়, এইপ্রকার নিয়ম নাই, ইহাই ভাব]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, প্রতিনিধিদ্রব্যের দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র অবশ্য কর্তব্য। সিদ্ধান্তে—প্রতিনিধিদ্রব্যের প্রাপ্তিই না হওয়ায় তাহা অনাবশ্যক।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] আদরাদলোপঃ ॥৩।৩।৪০

পদচ্ছেদ—আদরাৎ, অলোপঃ।

সূত্রার্থ—[ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যায়াং প্রাণাগ্নিহোত্রং শ্রূয়তে—"সঃ যাং প্রথমাহুতিং

জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা" (ছাঃ ৫।১৯।১) ইত্যাদি। তত্র কিং ভোজনলোপে প্রাণাগ্নিহোত্রস্য লোপঃ, উত অলোপঃ ইতি সন্দেহে, পূর্ব্বপক্ষী আহ— ভোজনলোপে অগ্নিহোত্রস্য] **অলোপঃ**—লোপাভাবঃ। [কুতঃ ? উচ্যতে—"পূর্ব্বোঽতিথিভ্যঃ অশ্নীয়াৎ" ইতি জাবালশ্রুত্যা ভোজনস্য প্রাথম্যরূপধর্ম্মলোপম্ অসহমানয়া প্রাণাগ্নিহোত্রে] **আদরাৎ**—আদরকরণাৎ। [নহি ভোজনপ্রাথম্যরূপধর্ম্মলোপম্ অসহমানা শ্রুতিঃ ধর্ম্মিণঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য লোপং সহতে ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাতে প্রাণাগ্নিহোত্র শ্রুত হইতেছে—"তিনি যে প্রথম আহুতিকে হবন করিবেন, তাহাকে 'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে হবন করিবেন", ইত্যাদি। সেই স্থলে কি ভোজনের লোপ হইলে প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হইবে, অথবা লোপ হইবে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ভোজনের লোপ হইলে অগ্নিহোত্রের] **অলোপঃ**—লোপ হইবে না। [কেন ? বলা হইতেছে—"অতিথিগণের পূর্ব্বে ভোজন করিবে", এইপ্রকারে ভোজনের প্রাথম্যরূপ ধর্ম্মের লোপ অসহনকারিণী জাবালশ্রুতিকর্ত্তৃক প্রাণাগ্নিহোত্রে] **আদরাৎ**—যেহেতু আদর করা হইয়াছে। [ভোজনের প্রাথম্যরূপ ধর্ম্মের লোপ অসহনকারিণী শ্রুতি ধর্ম্মী প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ অবশ্যই সহন করেন না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"তৎ যৎ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ং, সঃ যাং প্রথমাহুতিং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা" (ছাঃ ৫।১৯।১) ইত্যাদি। ১ তত্র পঞ্চ প্রাণাহুতয়ঃ বিহিতাঃ। ২ তাসু চ পরস্তাৎ অগ্নিহোত্রশব্দঃ প্রযুক্তঃ "যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি, "যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে" (ছাঃ ৫।২৪।২,৫) ইতি চ। ৩ তত্র ইদং বিচার্য্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। সিঃ—পূর্ব্বপক্ষাভাবে অধিকরণের অপ্রবৃত্তি।]

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যার প্রস্তাব করিয়া শ্রুত হইতেছে—"এইপ্রকার হইলে (—উক্তপ্রকারে অগ্নিহোত্র সম্পাদিত হইলে) যে ভক্ত (—অন্ন, ভোজনকালে] প্রথমে আগমন করিবে, তাহাকে হোম করা উচিত, তিনি (—উপাসক ভোক্তা) যে প্রথম আহুতিকে হবন করিবেন (—মুখে নিক্ষেপ করিবেন), তাহাকে 'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে হবন করিবেন", ইত্যাদি।১ সেই স্থলে পাঁচটী প্রাণসম্বন্ধিনী আহুতি বিহিত হইয়াছে।২ আর পরে সেই [আহুতি-] সকলে অগ্নিহোত্রশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—"যিনি ইহাকে এইপ্রকার জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন", ইত্যাদি এবং "এখানে ক্ষুধিত বালকগণ যেমন মাতাকে পর্য্যুপাসনা করে (—তাঁহার চারিদিকে সমবেত হয়), এইপ্রকারে সকল প্রাণী অগ্নিহোত্রকে উপাসনা করে (—বৈশ্বানরবিদের ভোজনের জন্য প্রতীক্ষা করে"), ইত্যাদি।৩ সেই স্থলে ইহা বিচারিত হইতেছে—[রোগ বা ব্রতাদিনিমিত্তবশতঃ উপবাস দিবসে] ভোজনের

শাঙ্করভাষ্যম্

কিং ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য, উত অলোপঃ ইতি ।৪ "তৎ যৎ ভক্তম্" ইতি ভক্তাগমনসংযোগশ্রবণাৎ ভক্তাগমনস্য চ ভোজনার্থত্বাৎ ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য ইতি ।৫ এবং প্রাপ্তে ন লুপ্যেত ইতি তাবৎ আহ ।৬ কস্মাৎ ? ৭ আদরাৎ ।৮ তথাহি বৈশ্বানরবিদ্যায়াম্ এব জাবালানাং শ্রুতিঃ—"পূর্ব্বোঽতিথিভ্যঃ অশ্নীয়াৎ, যথা হ বৈ স্বয়ম্ অহুত্বা অগ্নিহোত্রং পরস্য জুহুয়াৎ এবং তৎ", ইতি অতিথিভোজনস্য প্রাথম্যং নিন্দিত্বা স্বামিভোজনং প্রথমং প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রে আদরং করোতি ।৯ যা হি ন প্রাথম্যলোপং সহতে, নতরাং সা প্রাথম্যবতঃ অগ্নিহোত্রস্য লোপং সহেত ইতি মন্যতে ।১০ ননু ভোজনার্থভক্তাগমনসংযোগাৎ ভোজনলোপে লোপঃ প্রাপিতঃ ।১১ ন, তস্য দ্রব্যবিশেষবিধানার্থত্বাৎ ।১২ প্রাকৃতে হি অগ্নিহোত্রে পয়ঃ-

ভাষ্যানুবাদ

লোপ হইলে কি প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হয়, অথবা লোপ হয় না ? ৪ [সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] "তৎ যৎ ভক্তম্", এইপ্রকারে অন্নের আগমনের সহিত [প্রাণাগ্নিহোত্রের] সম্বন্ধ শ্রুত হওয়ায় এবং অন্নের আগমন (—প্রাপ্তি) ভোজনের জন্য হওয়ায় ভোজনের লোপ হইলে প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হইবে। [সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ না থাকায় এই অধিকরণের আরম্ভ হইতে পারে না] ।৫

[পূঃ—শ্রুতির আদরবশতঃ প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হইবে না, তৎসদৃশ দ্রব্যান্তর দ্বারা তাহা সম্পাদনীয়।]

এইপ্রকার প্রাপ্ত হইলে [পূর্ব্বপক্ষী] বলিতেছেন—লোপ হইবে না ।৬ তাহাতে হেতু কি ? ৭ [উত্তর—] যেহেতু আদর প্রদর্শিত হইয়াছে ।৮ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, বৈশ্বানরবিদ্যাতেই জাবালশাখাধ্যায়িগণের এইপ্রকার শ্রুতি আছে—["বৈশ্বানরবিদ্] অতিথিগণের পূর্ব্বে ভোজন করিবেন, যেমন স্বয়ং হবন (—অগ্নিহোত্র সম্পাদন) না করিয়া [যিনি প্রতিনিধিরূপে] অপরের অগ্নিহোত্র হোম করেন, ইহা (—স্বয়ং ভোজনদ্বারা অগ্নিহোত্র সম্পাদন না করিয়া অতিথিভোজন) সেইপ্রকার", এইপ্রকারে অতিথিভোজনের প্রাথম্যকে নিন্দা করিয়া [বৈশ্বানরোপাসক] গৃহস্বামীর ভোজনকে প্রথমে প্রাপণকারিণী [শ্রুতি] প্রাণাগ্নিহোত্রে আদর করিতেছেন ।৯ যিনি (—যে শ্রুতি, ভোজনের] প্রাথম্যলোপ (—প্রাথম্যরূপ ধর্ম্মের লোপ) সহন করেন না, তিনি প্রাথম্যবিশিষ্ট প্রাণাগ্নিহোত্রের (—ধর্ম্মীর) লোপ অধিকতরভাবে সহন করিবেন না, ইহা [পূর্ব্ববাদী] মনে করিতেছেন ।১০ [শঙ্কা—] কিন্তু ভোজনের জন্য অন্নাগমনের [সহিত প্রাণাগ্নিহোত্রের] সম্বন্ধ থাকায় [উপবাসদিবসে] ভোজনের লোপ হইলে [প্রাণাগ্নিহোত্রের] লোপ প্রাপ্ত করান (—বলা) হইয়াছে (৫ বাক্য) ।১১ [সমাধান-]

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রভৃতীনাং দ্রব্যাণাং নিয়তত্বাৎ ইহাপি অগ্নিহোত্রশব্দাৎ কৌণ্ড-পায়িনাময়নবৎ তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তৌ সত্যাং ভক্তদ্রব্যৈকতাগুণবিশেষ-বিধানার্থম্ ইদং বাক্যং "তদ্ যৎ ভক্তম্" ইতি।১৩ অতঃ "গুণ-লোপে ন মুখ্যস্য" (জৈঃ সূঃ ১০।২।৬৩) ইতি এবং প্রাপ্তম্।১৪ ভোজন-লোপেঽপি অদ্ভিঃ বা অন্যেন বা দ্রব্যেণ অবিরুদ্ধেন প্রতিনিধান-ন্যায়েন প্রাণাগ্নিহোত্রস্য অনুষ্ঠানম্ ইতি।১৫॥৩।৩।৪০॥

ভাষ্যানুবাদ

না, তাহা (—ভোজ্য অন্নের সহিত প্রাণাগ্নিহোত্রের সম্বন্ধ) দ্রব্যবিশেষ বিধানের জন্য।১২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, প্রাকৃত (—মুখ্য, প্রকৃতিভূত) অগ্নিহোত্রে দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যসকল নিয়ত (—অবশ্যপ্রাপ্ত) হওয়ায় এখানেও (—প্রাণাগ্নিহোত্রেও) অগ্নিহোত্রশব্দ থাকায় কৌণ্ডপায়িনাময়নের ন্যায় (১) তাহার ধর্ম্মসকলের (—অগ্নিহোত্রের দুগ্ধাদি হবনীয় দ্রব্যরূপ অঙ্গসকলের) প্রাপ্তি হইলে ভক্ষ্যদ্রব্যরূপ একটী বিশেষ গুণ (—অঙ্গ) বিধানের জন্য "তদ্ যৎ ভক্তম্", এই বাক্যটী পঠিত হইয়াছে।১৩ সেইহেতু "গুণের লোপ হইলে মুখ্যের লোপ হয় না" ইত্যাদি এইপ্রকার প্রাপ্ত হইয়া পড়িল (২)।১৪ [তাহাতে প্রস্তাবিত স্থলে কি হইল ? উত্তর—কোন কারণবশতঃ] ভোজনের লোপ হইলেও প্রতিনিধানন্যায়ে (৩) জলের দ্বারা, অথবা অন্য অবিরুদ্ধ দ্রব্যের দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হইবে, [তাহার লোপ হইবে না], ইত্যাদি।১৫॥৩।৩।৪০॥

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বমীমাংসাতে ৭।৩।১ "অগ্নিহোত্রাদিনাম্না ধর্ম্মাতিদেশাধিকরণে" এইপ্রকার বিচার আছে—শ্রুতিতে কৌণ্ডপায়িনাময়ন নামক সত্রযজ্ঞের প্রকরণে "মাসম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" (কাঃ শ্রৌঃ ২৪।৪।২৪) এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। এই মাসাগ্নিহোত্র নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন যজ্ঞ, ইহা পূঃ মীঃ ২।৩।১১ প্রকরণান্তরাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। [উত্তরমীমাংসক তাহা অঙ্গীকার করেন না, ৩৪৬ পৃঃ দ্রঃ]। এই স্থলে সংশয় হয়—এই মাসাগ্নিহোত্রে নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে অঙ্গসকলের অতিদেশ হইবে, অথবা হইবে না ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ইহা স্বতন্ত্র প্রধান কর্ম্ম হওয়ায় অতিদেশ হইবে না। সিদ্ধান্তী বলেন—সাদৃশ্যই ধর্ম্মাতিদেশের হেতু হওয়ায় এবং নিত্যাগ্নিহোত্রের সহিত মাসাগ্নিহোত্রের নামের সাদৃশ্য থাকায় অঙ্গসকলের অতিদেশ হইবে। পূর্ব্বমীমাংসার উক্ত দৃষ্টান্তবলে এই স্থলে বলা হইতেছে—নামের সাদৃশ্য-বলে যেমন নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে মাসাগ্নিহোত্রে দুগ্ধ ইত্যাদি হোমীয় দ্রব্যের (—অঙ্গের) প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ প্রাণাগ্নিহোত্রেও নামের সাদৃশ্য থাকায় সেই দুগ্ধ ইত্যাদি অঙ্গের প্রাপ্তি হইবে। শ্রুতি কিন্তু "তদ্ যদ্ ভক্তম্", এইপ্রকারে প্রাণাগ্নিহোত্রে সেই দুগ্ধাদি অঙ্গসকলের প্রাপ্তি নিবারণ করিয়া ভক্তকেই (—ভোজ্য অন্নকেই) ইহাতে একমাত্র হবনীয় দ্রব্যরূপে (—বিশেষ গুণরূপে) বিধান করিতেছেন। ইহাই ১৩ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যের তাৎপর্য্য। তাহাতে শঙ্কাকর্ত্তা বলেন—ভক্ষ্য অন্নই প্রাণাগ্নিহোত্রে একমাত্র হবনীয় হওয়ায় উপবাসাদি

শাঙ্করভাষ্যম্—অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—এইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায়, সিদ্ধান্তী] উত্তর দিতেছেন—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥৩।৩।৪১॥

পদচ্ছেদ—উপস্থিতে, অতঃ, তদ্বচনাৎ।

সূত্রার্থ—**উপস্থিতে**—ভোজনে উপস্থিতে, **অতঃ**—অস্মাৎ এব ভোজনদ্রব্যাৎ, [প্রাণাগ্নিহোত্রং কর্ত্তব্যম্। অনুপস্থিতে তু প্রাণাগ্নিহোত্রস্য লোপঃ এব। কুতঃ ?] **তদ্বচনাৎ**—"যদ্ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ম্" (ছাঃ ৫।১৯।১) ইতি তদ্বোধকবচনাৎ। আদরবচনং তু ভোজনপ্রসক্তিবিষয়াং দ্রষ্টব্যম্]।

অনুবাদ—**উপস্থিতে**—ভোজন উপস্থিত হইলে, **অতঃ**—এই ভোজ্যদ্রব্য হইতেই (—তাহার দ্বারাই) [প্রাণাগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য। ভোজ্য অনুপস্থিত হইলে প্রাণাগ্নিহোত্রের

ভাবদীপিকা

হেতুবশতঃ ভোজনের লোপ হইলে প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপই সঙ্গত। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—অতঃ—'সেইহেতু' ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

(২) "গুণলোপে ন মুখ্যস্য" (জৈঃ সূঃ ১০।২।৬৩), অত্রস্থ 'নকার' স্থানে 'চ' এবং 'তু' এই উভয়প্রকার পাঠই পরিদৃষ্ট হয়। যাহাহউক, এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে পঠিত হইতেছে—"অগ্নিহোত্রহবন্যাং হবীংষি নির্ব্বপতি"—'অগ্নিহোত্রহবনী নামক পাত্রে হবিঃসকল নির্ব্বাপ (৪৩৭পৃঃ) করিবে'। [বিকঙ্কতিকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত এই পাত্রের দ্বারা অগ্নিহোত্রহোম করা হয়]। প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে পঠিত হওয়ায় অগ্নিহোত্রহবনীতে নির্ব্বাপ বিকৃতিভূত যাবতীয় ইষ্টিযজ্ঞে (২৫৪ পৃঃ) প্রাপ্ত হয়। ফলে অগ্ন্যাধান ক্রিয়ার (৪১২ পৃঃ) অঙ্গভূত পবমানেষ্টিতেও ইহার প্রাপ্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রহোমে অধিকার না থাকায় পবমানেষ্টিতে অগ্নিহোত্রের অঙ্গভূত অগ্নিহোত্রহবনীর প্রাপ্তি হইতে পারে না। সেইহেতু সংশয় হয়—অগ্নিহোত্রহবনী ব্যতিরেকে নির্ব্বাপ সম্ভব না হওয়ায় এবং অগ্নিহোত্রের পূর্ব্বভাবী অগ্ন্যাধানক্রিয়াতে তাহার প্রাপ্তি না হওয়ায় পবমানেষ্টিতে নির্ব্বাপ কর্ত্তব্য, অথবা নহে ? পূর্ব্বপক্ষী বলেন—অগ্নিহোত্রহবনী ব্যতিরেকে নির্ব্বাপ অঙ্গবৈগুণ্যের হেতু হওয়ায় পবমানেষ্টিতে নির্ব্বাপ হইবে না, তাহার লোপ হইবে। সিদ্ধান্তী বলেন—হবনীয় দ্রব্যের সংস্কারের জন্য প্রাপ্ত নির্ব্বাপ মুখ্য, অগ্নিহোত্রহবনী তাহার গুণ (—অঙ্গ), সুতরাং অপ্রধান। অতএব "গুণলোপে চ মুখ্যস্য"—'অঙ্গের লোপ হইলেও মুখ্যের (—নির্ব্বাপের) অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য'। ['ন' কার পাঠে অর্থ—"অঙ্গের লোপে মুখ্য নির্ব্বাপের লোপ হইবে না"। 'তু' পাঠে অর্থ—'অঙ্গলোপে কিন্তু মুখ্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য']। অতএব পবমানেষ্টিতে অন্য পাত্রে নির্ব্বাপ করিতে হইবে, তাহার লোপ হইবে না।

(৩) **প্রতিনিধানন্যায়**—মুখ্য সাধনের অভাব হইলে অধিকার নির্ব্বাহের জন্য তৎসদৃশ অন্য সাধন গৃহীত হয়, যে ন্যায়বলে ইহা হয়, তাহাকে বলে প্রতিনিধানন্যায় বা প্রতিনিধিন্যায়। যেমন—সোমলতার অভাবে পূতিকা, ধান্যের অভাবে নীবার প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হয়। জৈঃ সূঃ ৬।৩।১৩-১৭, ২৭ এবং ৩১ সূত্রে ইহা নির্ণীত হইয়াছে।

লোপই অভিপ্রেত। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] তদ্বচনাৎ—যেহেতু "যে অন্ন প্রথমে আগমন করিবে, তাহাকে হোম করা উচিত", এইপ্রকার তদ্বোধক শ্রুতিবাক্য আছে। [আদরবোধক বচনকে কিন্তু ভোজনের প্রাপ্তি হইলে বুঝিতে হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপস্থিতে ভোজনে 'অতঃ' তস্মাৎ এব ভোজনদ্রব্যাৎ প্রথমোপনিপতিতাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্বর্ত্তয়িতব্যম্।১ কস্মাৎ?২ তদ্বচনাৎ।৩ তথাহি—"তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমম্ আগচ্ছেৎ তৎ হোমীয়ম্" (ছাঃ ৫।১৯।১), ইতি সিদ্ধবৎ ভক্তোপনিপাতপরামর্শেন পরার্থদ্রব্যসাধ্যতাং প্রাণাহুতীনাং বিদধাতি।৪ তাঃ অপ্রযোজকলক্ষণাপন্নাঃ সত্যঃ কথং ভোজনলোপে দ্রব্যান্তরং প্রতিনিধাপয়েয়ুঃ?৫ নচ অত্র প্রাকৃতাগ্নিহোত্রধর্ম্মপ্রাপ্তিঃ অস্তি।৬ কুণ্ডপা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাক্যপ্রমাণবলে ভোজ্যান্নই হোমীয় হওয়ায় প্রতিনিধিদ্রব্যের প্রাপ্তি সম্ভব নহে বলিয়া ভোজনলোপে প্রাণাহুতির লোপ।]

ভোজন উপস্থিত হইলে প্রথমে উপনিপতিত (—প্রাপ্ত) 'ইহা হইতে', অর্থাৎ সেই ভোজ্যদ্রব্য হইতেই (—তাহার দ্বারাই) অগ্নিহোত্র সম্পাদনীয়।১ তাহাতে হেতু কি?২ [উত্তর—] যেহেতু তদ্বোধক বচন (—বাক্যপ্রমাণ) আছে।৩ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "এইপ্রকার হইলে যে ভোজ্য প্রথমে আগমন করিবে; তাহাকে হোম করা উচিত" এইপ্রকারে [শ্রুতি অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ণিত, সুতরাং সন্নিহিত বস্তুর উপস্থাপক "তৎ হোমীয়ম্"; অত্রস্থ 'তৎ' এই সর্ব্বনাম পদের দ্বারা] সিদ্ধ পদার্থের (—নিয়ত প্রাপ্ত, সুতরাং পূর্ব্ববিজ্ঞাত পদার্থের) ন্যায় অন্নাগমনের পরামর্শদ্বারা প্রাণাহুতিসকলের পরার্থদ্রব্যসাধ্যতা (—ভোজনের জন্য আগত অন্নরূপ দ্রব্যসাধ্যতা) বিধান করিতেছেন।৪ তাহারা (—সেই প্রাণাহুতি-সকল) অপ্রযোজকলক্ষণাপন্ন হইয়া (—অর্থাপত্তিবলে কোন কিছু পদার্থকে প্রাপ্ত হইবার প্রতি হেতু না-হইয়া) ভোজনের লোপ হইলে কিপ্রকারে অন্য দ্রব্যকে প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপিত করিবে (8)?৫

ভাবদীপিকা

(8) তাৎপর্য্য এই—দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞের প্রকরণে পঠিত হইতেছে—"শেষাৎ স্বিষ্টকৃতে সমবদ্যতি"—'শেষাংশ হইতে স্বিষ্টকৃৎ যজ্ঞের জন্য অবদান (১।৭২ পৃঃ) করিবে। [যে যজ্ঞ বৈগুণ্যসমাধানদ্বারা প্রধান যজ্ঞের পুষ্টিসাধন করে, তাহাকে বলে **স্বিষ্টকৃৎ যজ্ঞ**]। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা হয়—'কাহার শেষাংশ হইতে অবদান করিতে হইবে? তাহাতে সেই স্থলে পঠিত আগ্নেয় পুরোডাশকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত সেই পুরোডাশ হইতে অগ্নিকে আহুতি প্রদত্ত হইলে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা হইতে স্বিষ্টকৃৎ যজ্ঞের জন্য অবদান করিতে হইবে। কিন্তু আগ্নেয়যাগ সম্পাদনের অনন্তর কোন কারণবশতঃ যদি পুরোডাশটী নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে দ্রব্যাভাবে স্বিষ্টকৃৎ যজ্ঞও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, কারণ তাহা পরার্থ-

শাঙ্করভাষ্যম্

য়িনাময়নে হি "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি", ইতি বিধ্যুদ্দেশগতঃ অগ্নিহোত্রশব্দঃ তদ্বদ্ভাবং বিধাপয়েৎ ইতি যুক্তা তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তিঃ।৭ ইহ পুনঃ অর্থবাদগতঃ অগ্নিহোত্রশব্দঃ ন তদ্বদ্ভাবং বিধাপয়িতুম্ অর্হতি।৮ তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তৌ চ অভ্যুপগম্যমানায়াম্ অগ্ন্যুদ্ধরণাদয়ঃ অপি প্রাপ্যেরন্।৯ ন চ অস্তি সম্ভবঃ।১০ অগ্ন্যুদ্ধরণং তাবৎ হোমাধিকরণভাবায়।১১ ন চ অয়ম্ অগ্নৌ হোমঃ, ভোজনার্থতা-

ভাষ্যানুবাদ

[নিঃ—প্রাণাগ্নিহোত্রে মাসাগ্নিহোত্রের ন্যায় অগ্নিহোত্রের ধর্ম্মাতিদেশ নিরাকরণ। উপাসকের ভোজ্যান্নদ্বারা সাম্পাদিক অগ্নিহোত্রই এখানে বিবক্ষিত।]

আর এখানে প্রকৃতিভূত অগ্নিহোত্রের ধর্ম্মসকলের (—অঙ্গসকলের) প্রাপ্তি হইতে পারে না।৬ যেহেতু কুণ্ডপায়িনাময়নে "মাসাগ্নিহোত্র হোম করিবে", এই বিধিবাক্যগত অগ্নিহোত্রশব্দ তদ্বদ্ভাব (—তাহার ন্যায় ধর্ম্ম, মুখ্য অগ্নিহোত্রের সদৃশ অঙ্গ) বিধান করিবে, এইহেতু [মাসাগ্নিহোত্রে] তাহার (—মুখ্যাগ্নিহোত্রের) ধর্ম্মপ্রাপ্তি যুক্তিসঙ্গত।৭ এখানে (—প্রাণাগ্নিহোত্রে) কিন্তু অর্থবাদগত অগ্নিহোত্র-শব্দ তদ্বদ্ভাবকে (—মুখ্য অগ্নিহোত্রের সদৃশ ধর্ম্মসকলকে) বিধান করিতে সমর্থ নহে; [কারণ স্তুতিতেই তাহার পর্য্যবসান হয়।৮ এই স্থলে অগ্নিহোত্রের অঙ্গসকলের প্রাপ্তিতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর তাহার (—অগ্নিহোত্রের) অঙ্গসক-লের প্রাপ্তি স্বীকৃত হইলে অগ্ন্যুদ্ধরণ (৫) প্রভৃতিরও) প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে।৯ তাহা কিন্তু সম্ভব নহে।১০ [কেন নহে ? উত্তর—] হোমের অধিকরণভাব প্রাপ্তির (—অধিকরণ হইবার) জন্য অগ্ন্যুদ্ধরণ হইয়া থাকে, [প্রাণাগ্নিহোত্রে তাহার আবশ্যকতাই নাই।১১ কিন্তু এখানেও তো ভৌতিকাগ্নিতেই হোম অভিপ্রেত

ভাবদীপিকা

দ্রব্যসাধ্য (—অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত পুরোডাশের অবশিষ্টাংশসাধ্য) হওয়ায় অপ্রযোজক হইয়া পড়ে, অর্থাৎ নিজের জন্য অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে নূতন কোন পুরোডাশকে, বা তাহার প্রতিনিধিভূত কোন দ্রব্যকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ ব্রতাদি কোন হেতুবশতঃ উপাসকের ভোজন লোপ হইলে তাঁহার প্রাণাহুতিও বিলুপ্ত হইবে; কারণ তাহা উপাসকের ভোজ্যান্নমাত্রসাধ্য হওয়ায় সেই ভোজ্যান্নের লোপ হইলে জলাদি অন্য কোন দ্রব্যকে তাহা অর্থাপত্তিবলে প্রাপ্ত হইতে পারে না (ব্রহ্মাবিদ্যাভরণ)। সেইহেতু "গুণলোপে ন মুখ্যস্য" (জৈঃ সূঃ ১০।২।৬৩) ইত্যাদি ন্যায়ের প্রাপ্তিও এই স্থলে হয় না। আর যে বলা হইয়াছে—অগ্নিহোত্রশব্দের প্রয়োগ থাকায় মাসাগ্নিহোত্রের ন্যায় এখানেও অগ্নিহোত্রধর্ম্ম-সকলের প্রাপ্তি হইবে (১৩ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—নচ অত্র—'আর এখানে' ইত্যাদি (৬ বাক্য)।

(৫) অগ্ন্যুদ্ধরণ—হোমের জন্য আহবনীয় কুণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য আধানসংস্কৃত বহ্নিকে (৪১২ পৃঃ) মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গার্হপত্য কুণ্ড হইতে উত্তোলন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যাঘাতপ্রসঙ্গাৎ।১২ ভোজনোপনীতদ্রব্যসম্বন্ধাৎ চ আস্যে এব এষঃ হোমঃ।১৩ তথাচ জাবালশ্রুতিঃ "পূর্ব্বোঽতিথিভ্যঃ অশ্নীয়াৎ", ইতি আস্যাধারাম্ এব ইমাং হোমনিবৃত্তিং দর্শয়তি।১৪ অতএব চ ইহাপি সাম্পাদিকানি এব অগ্নিহোত্রাঙ্গানি দর্শয়তি—"উর এব বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ, মনঃ অন্বাহার্য্য-পচনঃ, আস্যম্ আহবনীয়ঃ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইতি।১৫ বেদিশ্রুতিশ্চ অত্র স্থণ্ডিলমাত্রোপলক্ষণার্থা দ্রষ্টব্যা, মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদ্যভাবাৎ;

ভাষ্যানুবাদ

তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই হোম [ভৌতিক] অগ্নিতে নহে, যেহেতু [তাহা হইলে] ভোজনরূপ প্রয়োজনের ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে।১২ [তবে এই হোম কোথায় হইবে? উত্তর—] আর ভোজনের জন্য উপনীত দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই হোম মুখেই হইবে।১৩ যেমন দেখ, জাবালশ্রুতি "অতিথিগণের পূর্ব্বে ভোজন করিবে", এইপ্রকারে মুখবিবররূপ আধারে এই হোমসম্পাদন প্রদর্শন করিতেছেন। [সুতরাং ভৌতিকাগ্নির সহিত সম্বন্ধ না থাকায় অগ্ন্যুদ্ধরণাদি অঙ্গের প্রাপ্তিসম্ভাবনাই এখানে নাই]।১৪ আর সেইহেতু (—মুখ্যাগ্নিহোত্রের অঙ্গসকলের প্রাপ্তি না হওয়ায়) এখানেও (—বৈশ্বানরবিদ্যাতেও) সাম্পাদিক (—কল্পনাদ্বারা সম্পাদিত ১।৫৩৬ পৃঃ) অগ্নিহোত্রের অঙ্গসকলকেই [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন—["উপাসকের] বক্ষঃস্থলই বেদি (৬), [বক্ষঃস্থ] লোমসকল কুশ, হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মন দক্ষিণাগ্নি, মুখবিবর আহবনীয় অগ্নি", ইত্যাদি। [এখানে মুখ্যাগ্নিহোত্র বিবক্ষিত হইলে এইপ্রকার সম্পাদন ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব।১৫ আচ্ছা মুখ্যাগ্নিহোত্রের অঙ্গসকল প্রাণাগ্নিহোত্রে সম্পাদনীয় হইলে যাহা মুখ্যাগ্নিহোত্রের অঙ্গ নহে, সেই বেদি এখানে সম্পাদিত হইতেছে কেন? উত্তর—] আর এখানে (—প্রাণাগ্নিহোত্রে) বেদিবোধক শ্রুতি স্থণ্ডিলমাত্রের (৭) উপলক্ষণের জন্য বুঝিতে হইবে, যেহেতু মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদির অভাব আছে; [আচ্ছা, প্রাণাগ্নিহোত্রে সম্পাদনের জন্য বেদির বর্ণনা কেন স্বীকার করিতেছ না? উত্তর—] আর

ভাবদীপিকা

(৬) **বেদি**—গার্হপত্য ও আহবনীয় কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী, উত্তর ও দক্ষিণে প্রস্থতাযুক্ত, পশ্চিম ও পূর্ব্বে দৈর্ঘ্যযুক্ত, চতুরঙ্গুলি পরিমিত গভীরভাবে খনিত এবং মনুষ্যের বক্ষঃস্থলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সংস্কৃত ভূমিবিশেষকে বলে 'বেদি'। ইহার বহির্ভাগে উপর্য্যুপরি দুইটী মৃত্তিকানির্ম্মিত মেখলা (—বেষ্টনী) থাকে। যজ্ঞকালে কুশাচ্ছাদিত এই বেদিতে ঘৃত চরু ইত্যাদি হবনীয় দ্রব্যসকল ও জুহূ ইত্যাদি যজ্ঞপাত্রসকল রক্ষিত হয়। (শ্রৌতপদার্থনির্ব্বচন)।

(৭) **স্থণ্ডিল**—সমচতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অন্যূন ১৮ অঙ্গুলি [হোমবিশেষে তাহার অধিক], চতুরঙ্গুলি উচ্চ এবং মধ্যদেশে কিঞ্চিৎ উন্নত মৃত্তিকানির্ম্মিত স্থানবিশেষকে বলে 'স্থণ্ডিল'। (ঐ)। প্রস্তাবিত স্থলে স্থণ্ডিলশব্দে হোমাধিকরণই বিবক্ষিত, মুখ্য স্থণ্ডিল নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তদঙ্গানাং চ ইহ সম্পিপাদয়িষিতত্বাৎ।১৬ ভোজনেন এব চ কৃত-কালেন সংযোগাৎ ন অগ্নিহোত্রকালাবরোধসম্ভবঃ। ১৭ এবং অন্যে অপি উপস্থানাদয়ঃ ধর্মাঃ কেচিৎ কথঞ্চিৎ বিরুধ্যন্তে। ১৮ তস্মাৎ ভোজনপক্ষে এব এতে মন্ত্রদ্রব্যদেবতাসংযোগাৎ পঞ্চ হোমাঃ নির্বর্তয়িতব্যাঃ।১৯ যত্তু আদরদর্শনবচনং তৎ ভোজন-পক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্। ২০ নহি অস্তি বচনস্য অতিভারঃ।২১ ন তু অনেন অস্য নিত্যতা শক্যতে দর্শয়িতুম্।২২ তস্মাৎ ভোজন-লোপে লোপঃ এব প্রাণাগ্নিহোত্রস্য ইতি।২৩।৩।৩।৪১।

ইতি ষড়বিংশম্ আদরাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু এখানে তাহার (—মুখ্যাগ্নিহোত্রের) অঙ্গসকলের সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে। [সুতরাং যাহা মুখ্যাগ্নিহোত্রের অঙ্গ নহে, সেই বেদির এখানে সম্পাদন হ্যায্য নহে।১৬ আচ্ছা, মুখ্যাগ্নিহোত্রের প্রাতঃ ও সায়ংকাল কেন সম্পাদিত হইতেছে না? উত্তর—] আর কৃতকালে (—মধ্যাহ্নাদি নির্দিষ্ট সময়ে) ভোজনের সহিতই সম্বন্ধ থাকায় অগ্নিহোত্রের কালের সহিত অবরোধ (—সম্বন্ধ) সম্ভব নহে।১৭ এইপ্রকারে উপস্থান (৮) প্রভৃতি [মুখ্যাগ্নিহোত্রসম্বন্ধী] ধর্মসকল কোন কোনটী কোনপ্রকারে [প্রাণাগ্নিহোত্রে] বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। [সেইহেতু তাহাদেরও সম্পাদন সম্ভব নহে]।১৮ সেইহেতু (—মুখ্যাগ্নিহোত্রের যাবতীয় ধর্মের প্রাণাগ্নিহোত্রে সম্পাদন সম্ভব না হওয়ায়, "প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি] মন্ত্র [ভোজ্য অন্নরূপ] দ্রব্য এবং প্রাণাপানাদিরূপ] দেবতার সম্বন্ধবশতঃ ভোজনপক্ষেই এই পাঁচটী হোমকে নির্বাহ করিতে হইবে।১৯ [ফলে ভোজনের লোপে প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ অবশ্যম্ভাবী]।

[সিঃ—আদরবচনের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শনদ্বারা ভোজনলোপে প্রাণাহুতির লোপ।]

আর যে ["পূর্বোঽতিথিভ্যঃ অশ্নীয়াৎ", এই] আদরবোধক বাক্য, তাহা ভোজনপক্ষে প্রাথম্য বিধানের জন্য।২০ [কিন্তু অতিথিভোজনের পরেই গৃহস্বামীর ভোজন শ্রুতি ও স্মৃতিসিদ্ধ, উক্ত বচনবলে তাহার প্রাথম্য কিপ্রকারে বিহিত হইবে? উত্তর—] দেখ, বচনের (—শ্রুতির) পক্ষে অতি ভার কিছুই নাই (৯)।২১

ভাবদীপিকা

(৮) উপস্থান—আবাহনপূর্বক প্রার্থনা, স্তুতি। 'প্রভৃতি' শব্দে পরিসমূহন ইত্যাদি গ্রহণীয়। পরিসমূহন—সজল হস্তদ্বারা বেদি বা স্থণ্ডিলের ঈশান কোণ হইতে পুনঃ ঈশান কোণ পর্যন্ত দক্ষিণাবর্তে সম্মার্জন। পর্যুক্ষণ—বেদিকে স্পর্শ না করিয়া উত্তান হস্তদ্বারা জলবিন্দু সিঞ্চন। পরিস্তরণ—বেদির প্রথম মেখলাতে ক্রমশঃ পূর্বে, দক্ষিণে পশ্চিমে ও উত্তরে চারিটী করিয়া কুশ স্থাপন। (শ্রৌতপদার্থনির্বচন)

(৯) এখানে এই বাক্যটীর তাৎপর্য্য এই—'সামান্য বিধিকে বাধিত করিতে বিশেষ বিধির পক্ষে কঠিনতা কিছুই নাই'। অতিথিভোজনের অনন্তর গৃহস্বামীর ভোজনবিধায়ক বিধি

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু ইহার (—প্রাণাগ্নিহোত্রীর ভোজনগত প্রাথম্যবিধানের) দ্বারা ["যা হি ন প্রাথম্যলোপং সহতে" (৪০ সূঃ ১০ বাক্য), ইত্যাদি স্থলে প্রদর্শিত প্রকারে] ইহার (—প্রাণাগ্নিহোত্রের) নিত্যতা (—আলোপ) প্রদর্শন করিতে পারা যায় না; [কারণ ভোজন প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রাথম্য অব্যাহতই থাকে, ১০]।২২ অতএব (—আদরোক্তি অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায়, উপবাসাদি হেতুবশতঃ] ভোজনের লোপ হইলে প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ অবশ্যই হইয়া থাকে।২৩।৩।৩।৪১॥

আদরাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

২৭। তন্নির্দ্ধারণাধিকরণম্। [৪২ সূত্র]

[তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা অনিত্য (—অবশ্য অনুষ্ঠেয় নহে)।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত অনিত্য (—উপবাসদিবসে অপ্রাপ্ত, সুতরাং কাদাচিৎক) ভোজনে আশ্রিত প্রাণাগ্নিহোত্র যেমন অনিত্য; তদ্রূপ সোমযজ্ঞাদি কর্ম্মসকলে যাহা নিত্যই আশ্রিত (—অঙ্গভূত), প্রস্তাবিত অধিকরণে বিচারিত সেই উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলে আশ্রিত উপাসনাসকলও নিত্যই (—অবশ্যই অনুষ্ঠেয়) হইবে, এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত [প্রত্যুদাহরণ] **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নিত্যা অঙ্গাববদ্ধাঃ স্যুঃ কর্ম্মস্বনিয়তা উত।
পর্ণবৎ ক্রতুসম্বন্ধো বাক্যান্নিত্যাস্ততো মতাঃ॥
পৃথক্‌ফলশ্রুতেনৈ'তা নিত্যা গোদোহনাদিবৎ।
উভৌ কুরুত ইত্যুক্তং কর্ম্মোপাস্ত্যনুপাসিনোঃ॥

অন্বয়—অঙ্গাববদ্ধাঃ কর্ম্মসু অনিয়তাঃ স্যুঃ, উত নিত্যাঃ? পর্ণবৎ বাক্যাৎ ক্রতুসম্বন্ধঃ, ততঃ নিত্যাঃ মতাঃ। গোদোহনাদিবৎ পৃথক্‌ফলশ্রুতেঃ এতাঃ ন নিত্যাঃ, "উভৌ কুরুতঃ" ইতি উপাস্ত্যনুপাসিনোঃ কর্ম্ম উক্তম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), ইতি উদ্গীথাদিষু কর্ম্মাঙ্গেষু প্রতিমাদিবৎ প্রতীকভূতেষু বিধীয়মানাঃ কর্ম্মাঙ্গাববদ্ধাঃ দেবতোপাস্তয়ঃ সন্তি। তাঃ

ভাবদীপিকা

'সামান্যবিধি'। "পূর্ব্বোঽতিথিভ্যঃ অশ্নীয়াৎ" এই বিশেষবিধিবলে বৈশ্বানরবিদের প্রাণাগ্নিহোত্র-স্থলে সেই সামান্যবিধি বাধিত হইতেছে। তদ্ব্যতিরিক্তস্থলে সামান্যবিধি সার্থক, ইহাই ভাব।

(১০) এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রাণাহুতির অলোপপ্রতিপাদনে প্রযুক্ত "পূর্ব্বোঽতিথিভ্যঃ অশ্নীয়াৎ", এই আদরবোধক বচনটী (৪০ সূঃ ৯ বাক্য) 'বৈশ্বানরোপাসক ভোজন করিলে' তাহার প্রাথম্যমাত্রবোধনে সমর্থ হওয়ায় তাহার অলোপ প্রতিপাদন করিতে পারিল না। ফলে অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল। আদরাধিকরণ সমাপ্ত

অত্র বিষয়ঃ। তত্র অনারভ্যাধীতস্যাপি পর্ণময়ীত্বস্য জুহূদ্বারা ক্রত্বঙ্গতয়া কর্ম্মসু নিত্যত্বেন প্রবেশদর্শনাৎ, ক্রত্বঙ্গাপ্‌প্রণয়নাশ্রয়স্য গোদোহনস্য পশুফলার্থত্বাৎ কর্ম্মসু অনিত্যত্বেন প্রবেশ-দর্শনাৎ চ দৃষ্টান্তস্য উভয়বিধতাদর্শনেন ভবতি সংশয়ঃ—] অঙ্গাববদ্ধাঃ [উপাস্তয়ঃ জ্যোতিষ্টোমা-দিষু] কর্ম্মসু অনিয়তাঃ স্যুঃ, উত নিত্যাঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—["যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি" (তৈঃ সং ৩।৫।৭।২) ইত্যাদি বাক্যাৎ ক্রতু-সম্বদ্ধ-] পর্ণবৎ, ["এবং বিদ্বান্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাস্তে" (ছাঃ ১।১।৭), "এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি" (ছাঃ ১।৭।৭) ইত্যাদি] বাক্যাৎ [অঙ্গাববদ্ধানাম্ উপাস্তীনাং ভবতি] ক্রতুসম্বন্ধঃ। ততঃ [কর্ম্মসু অঙ্গাববদ্ধাঃ উপাস্তয়ঃ] নিত্যাঃ মতাঃ।

সিদ্ধান্ত—["চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ, গোদোহনেন পশুকামস্য" ইতি] গোদোহনাদিবৎ ["বর্ষতি হ অস্মৈ" (ছাঃ ২।৩।২), "অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি" (ছাঃ ১।৩।৭), ইত্যাদিরূপেণ] পৃথক্‌ফলশ্রুতেঃ এতাঃ ন নিত্যাঃ। [কিঞ্চ] "উভৌ কুরুতঃ (ছাঃ ১।১।১০) ইতি [অস্মিন্ অঙ্গাববদ্ধোপাস্তিবাক্যশেষে] উপাস্ত্যনুপাসিনোঃ কর্ম্ম উক্তম্। তস্মাৎ কর্ম্মসু অনিয়তাঃ উপাস্তয়]।

অনুবাদ

সংশয়—["উদ্গীথাবয়বভূত ওম্ এই অক্ষরটীকে উপাসনা করিবে", এইপ্রকারে প্রতিমা প্রভৃতির ন্যায় প্রতীকভূত উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলে বিহিত কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ দেবতোপা-সনাসকল আছে। তাহারা এখানে বিষয়। সেই স্থলে অনারভ্যাধীত (৩২২ পৃঃ) হইলেও জুহূকে দ্বার করিয়া যজ্ঞের অঙ্গরূপে কর্ম্মসকলে পলাশকাষ্ঠের নিয়মিতভাবে প্রবেশ পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং যজ্ঞের অঙ্গভূত অপ্‌প্রণয়নের (১২০৯ পৃঃ) আশ্রয়ভূত গোদোহনপাত্রের পশুরূপ ফললাভের জন্য কর্ম্মসকলে অনিয়মিতভাবে প্রবেশ পরিদৃষ্ট হওয়ায় দৃষ্টান্তের উভয়বিধতাদর্শন-বশতঃ সংশয় হয়—] কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ [উপাসনাসকল জ্যোতিষ্টোমাদি] কর্ম্মসকলে অনিয়ত, অথবা নিয়ত (— নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, অথবা হয় না) ?

পূর্ব্বপক্ষ—["যাঁহার জুহূ পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত", ইত্যাদি বাক্যবলে যজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধ] পলাশকাষ্ঠের ন্যায়, ["যিনি এইপ্রকার জানিয়া উদ্‌গীথাবয়ব ওম্ অক্ষরটীকে উপাসনা করেন", "এইপ্রকার জানিয়া সাম গান করেন", ইত্যাদি] বাক্যবলে [কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনাসকলের] যজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। সেইহেতু [কর্ম্মসকলে কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনাসকল] নিয়মিতভাবে স্বীকৃত।

সিদ্ধান্ত—["চমসের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিবে, পশুকামী গোদোহনপাত্রের দ্বারা তাহা করিবে" (১২০৯ পৃঃ), এইপ্রকারে] গোদোহনপাত্রাদির ন্যায় ["ইঁহার জন্য নিশ্চয়ই বর্ষণ করেন", "অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন", ইত্যাদিপ্রকারে] পৃথক্ ফল শ্রুত হওয়ায় ইহারা (—কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনাসকল) নিয়মিতভবে অনুষ্ঠেয় নহে। আর "উভয়েই করিবেন", ইত্যাদি [এই কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনার বাক্যশেষে] উপাসক ও অনুপাসক উভয়ের জন্য কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। [সেইহেতু কর্ম্মসকলে উপাসনাসকল নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয় নহে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনা অবশ্যানুষ্ঠেয় হওয়ায় তদনুপাসকের কর্ম্মে অনধিকার। সিদ্ধান্তে—বিশেষ ফলকামীর জন্যই তাদৃশ উপাসনা বিহিত হওয়ায় তদনুপাসকেরও কর্ম্মে অধিকার।

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৩।৩।৪২॥

পদচ্ছেদ—তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ, তদ্দৃষ্টেঃ, পৃথক্, হি, অপ্রতিবন্ধঃ, ফলম্।

সূত্রার্থ—[সন্তি কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথব্যপাশ্রয়াণি প্রাণাদ্যুপাসনানি। কিং তেষাং নিত্যবৎ অনুষ্ঠানম্, উত ন ইতি সন্দেহে; নিত্যবদনুষ্ঠানম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ**—তেষাং—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতানাং, নির্দ্ধারণানাম্—উপাসনানাম্, অনিয়মঃ—নিত্যবদনুষ্ঠানাভাবঃ। [কুতঃ ?] **তদ্দৃষ্টেঃ**—তস্য—অনিয়মস্য, "তেন উভৌ কুরুতঃ যশ্চ এতদ্ এবং বেদ, যশ্চ ন বেদ" (ছাঃ ১।১।১০) ইতি শ্রুতৌ দর্শনাৎ। [উপাসনানাং পৃথক্ ফলশ্রবণাদপি ন নিত্যবদনুষ্ঠানম্ ইতি আহ—] **হি**—যস্মাৎ, **অপ্রতিবন্ধঃ**—"যদেব বিদ্যয়া করোতি…তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি বীর্য্যবত্তরকর্ম্মফলসিদ্ধ্যপ্রতিবন্ধরূপং **পৃথক্**—প্রধানকর্ম্মফলতঃ পৃথগেব, **ফলম্** উপলভ্যতে। [অতঃ ন অব্যভিচারি কর্ম্মাঙ্গত্বম্ উপাসনানাম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথে আশ্রিত প্রাণাদি উপাসনাসকল আছে। তাহাদের কি নিত্যের (অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গের) ন্যায় অনুষ্ঠান হইবে, অথবা হইবে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, নিত্যের ন্যায় অনুষ্ঠান হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ**—তেষাং—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত সেই, নির্দ্ধারণানাম্—উপাসনাসকলের, অনিয়মঃ—নিত্যের (—অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গের) ন্যায় অনুষ্ঠান হইবে না। [কেন হইবে না ? উত্তর—] **তদ্দৃষ্টেঃ**—যেহেতু "আর যিনি ইহাকে এইপ্রকারে জানেন এবং যিনি জানেন না, তাঁহারা উভয়েই তাহার (—উদ্গীথাবয়ব ওঁকারের) দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন", এই শ্রুতিতে সেই অনিয়ম পরিদৃষ্ট হইতেছে। [উপাসনাসকলের পৃথক্ ফল শ্রুত হইলেও নিত্যের ন্যায় তাহাদের অনুষ্ঠান হয় না, ইহা বলিতেছেন—] **হি**—যেহেতু, **অপ্রতিবন্ধঃ**—"যাহাকেই বিদ্যার (—উপাসনার) দ্বারা করা হয়…তাহাই অধিকতর ফলপ্রদ", এইপ্রকারে বীর্য্যবত্তর কর্ম্মফলসিদ্ধিতে অপ্রতিবন্ধরূপ, **পৃথক্**—প্রধান কর্ম্মের ফল হইতে অবশ্যই পৃথক্, **ফলম্**—ফল, উপলব্ধ হইতেছে। [অতএব উপাসনাসকল অব্যভিচারি কর্ম্মাঙ্গ নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সন্তি কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়াণি বিজ্ঞানানি—"ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১) ইতি এবমাদীনি।১ কিং তানি নিত্যানি এব স্যুঃ কর্ম্মসু পর্ণময়ীত্বাদিবৎ, উত অনিত্যানি গো-

ভাষ্যানুবাদ

বিষয় ও সংশয়। পূঃ—অনারভ্যাধীত 'জুহূর পর্ণময়ীত্বের' নিত্য যজ্ঞাঙ্গতার ন্যায় প্রয়োগবিধিপরিগৃহীত অনারভ্যাধীত কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার নিত্য যজ্ঞাঙ্গতা।]

[জ্যোতিষ্টোমাদি] কর্ম্মের [উদ্গীথাদি] অঙ্গে আশ্রিত বিজ্ঞান- (—উপাসনা-) সকল আছে, যথা—"উদ্গীথের অবয়বভূত ওম্ এই অক্ষরটীকে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি এই সকল।১ তাহারা কি কর্ম্ম-(—যজ্ঞ-) সকলে [জুহূর] পর্ণময়ীত্বাদির (—পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিতত্ব প্রভৃতির) ন্যায় নিত্যই (—অবশ্যানুষ্ঠেয়ই)

শাঙ্করভাষ্যম্

দোহনাদিবৎ ইতি বিচারয়ামঃ ।২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৩ নিত্যানি ইতি ।৪ কুত ?৫ প্রয়োগবচনপরিগ্রহাৎ ।৬ অনারভ্যাধীতানি অপি হি এতানি উদ্গীথাদিদ্বারেণ ক্রতুসম্বন্ধাৎ ক্রতুপ্রয়োগবচনেন এব অঙ্গান্তরবৎ সংস্পৃশ্যন্তে ।৭ যত্তু এষাং স্ববাক্যেষু ফলশ্রবণম্ "আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি" (ছাঃ ১।১।৭) ইত্যাদি, তৎ বর্ত্তমানাপদেশরূপত্বাৎ অর্থবাদমাত্রম্ এব, অপাপশ্লোকশ্রবণাদিবৎ, ন ফলপ্রধানম্ ।৮ তস্মাৎ যথা "যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি, ন

ভাষ্যানুবাদ

হইবে, অথবা গোদোহনপাত্রাদির (১২০৯ পৃঃ) ন্যায় অনিত্য হইবে (—বিশেষ ফলকামনা থাকিলে অনুষ্ঠিত হইবে, অন্যথা নহে), ইহা আমরা বিচার করিতেছি ।২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] তাহারা নিত্য (—কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই অনুষ্ঠিত) হইবে ।৪ তাহাতে হেতু কি ?৫ [উত্তর—] যেহেতু প্রয়োগবচনের (—প্রয়োগবিধির (১) দ্বারা পরিগৃহীত হয় ।৬ ইহারা (—উদ্গীথাদি এই উপাসনাসকল) অনারভ্যাধীত হইলেও ["যঃ এবং বিদ্বান্ উদ্গীথম্ উপাস্তে" (ছাঃ ১।১।৭) ইত্যাদি বাক্যপ্রমাণবলে কর্ম্মাঙ্গ] উদ্গীথাদির দ্বারা যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যজ্ঞের প্রয়োগবিধিবচনের দ্বারাই অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় [প্রধান কর্ম্মের সহিত] সংশ্লিষ্ট হয় (—তাহার অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গভাব প্রাপ্ত হয় ।৭ কিন্তু এই উপাসনাসকলের পৃথক্ ফল শ্রুত হওয়ায় কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ না হইয়া ইহারা স্বতন্ত্র উপাসনা হইবে, ইহা স্বীকার করা উচিত । উত্তর—] কিন্তু ইহাদের নিজবাক্যসকলে যে ফলশ্রবণ, যথা—['যজমানের] কাম্যফলসকলের প্রাপয়িতা হন" ইত্যাদি, তাহা বর্ত্তমানকালের উপদেশাত্মক হওয়ায় (—সেই স্থলে বিধিলিঙের প্রয়োগ না হইয়া লটের প্রয়োগ হওয়ায়) 'পাপশ্লোকের (—অপযশের) অশ্রবণ' প্রভৃতির ন্যায় অর্থবাদমাত্রই (৪৩৬ পৃঃ), পরন্তু ফলপ্রধান নহে ;[অতএব ইহারা স্বতন্ত্র বিদ্যা নহে] । ৮ সেইহেতু (—স্বতন্ত্র বিদ্যা না হওয়ায়) অপ্রকরণে

ভাবদীপিকা [প্রয়োগবিধির পরিচয়]

(১) **প্রয়োগবিধি**—"অঙ্গবিধিভিঃ একবাক্যতয়ামহাবাক্যতাপন্নঃ প্রধানবিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ (মীমাংসান্যায়প্রকাশ টীকা)—'অঙ্গবোধক বিধিবাক্যসকলের সহিত একবাক্যতাদ্বারা মহাবাক্যভাবপ্রাপ্ত যে প্রধানবিধি (—ফলস্বামিত্ববোধক অধিকারবিধি), তাহাই 'প্রয়োগবিধি'। উৎপত্তিবিধি (১২৫৮ পৃঃ) প্রভৃতি যেমন শ্রুতিতে পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে পঠিত হয়, ইহা তদ্রূপ হয় না। পরন্তু উৎপত্তিবিধির দ্বারা প্রধান কর্ম্মের বোধ, **গুণবিধির** (—অঙ্গবিধায়ক বিধির) দ্বারা হবনীয় দ্রব্যাদি অঙ্গসকলের বোধ, **বিনিয়োগবিধির** (৪১১পৃঃ) দ্বারা অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধ এবং **অধিকারবিধির** (১২৫৯ পৃঃ) দ্বারা কর্ম্মের ফল ও তাহার ভোক্তা অধিকারীর বোধ হইলে, তদনন্তর উক্ত বিষয়সকলের বোধক বাক্যসকলের একবাক্যতা করিয়া যে একটী মহাবাক্য কল্পিত হয়, তাহাকে বলে **প্রয়োগবিধি**। যথা—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ পাপং শ্লোকং শৃণোতি" (তৈঃ সং ৩।৫।৭।২), ইতি এবমাদীনাম্ অপ্রকরণপঠিতানাম্ অপি জুহ্বাদিদ্বারেণ ক্রতুপ্রবেশাৎ প্রকরণ-

ভাষ্যানুবাদ

পঠিত (—অনারভ্যাধীত) হইলেও "যাঁহার জুহূ পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত, তিনি অপযশ শ্রবণ করেন না", ইত্যাদি এই সকলের যেমন জুহূ প্রভৃতিকে দ্বার করিয়া (—তদবলম্বনে, প্রধান কর্ম্মের] প্রকরণে পঠিত [অন্যান্য] অঙ্গের ন্যায় যজ্ঞে প্রবেশ হওয়ায় নিত্যতা হইয়া থাকে (- সকল যজ্ঞেই উক্ত বাক্যপ্রতিপাদ্য জুহূ নিয়মিতভাবে পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিতই হইয়া থাকে), উদ্গীথাদি [কর্ম্মাঙ্গাবলম্বনে অনুষ্ঠেয়]

ভাবদীপিকা [প্রয়োগবিধির পরিচয়]

স্বর্গকামঃ", এইপ্রকারে উৎপত্তিবিধি ও অধিকারবিধি শ্রুত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতাজ্ঞানের, অর্থাৎ কোন্ কোন্ অঙ্গসহযোগে কিপ্রকারে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। অনন্তর "অগ্নিং প্রণয়তি"—'গার্হপত্যকুণ্ড হইতে সংস্কৃত অগ্নিকে আহবনীয় কুণ্ডে লইয়া যাইবে', "অগ্নিষু সমিধঃ আদধাতি"—'বহ্নিসকলে যজ্ঞকাষ্ঠসকল নিক্ষেপ করিবে' ইত্যাদিপ্রকারে অগ্নিহোত্রের অঙ্গকলাপের জ্ঞান হয়। তদনন্তর "তত্তদঙ্গবিধিবিহিতপ্রণয়নসমিধাদানায়তনশোধনাদিকাঙ্গকলাপজনিতোপকারসহিতেন অগ্নিহোত্রহোমেন স্বর্গং ভাবয়েৎ"—'তত্তৎ বিধিবিহিত প্রণয়ন, যজ্ঞকাষ্ঠপ্রক্ষেপ, স্থণ্ডিলের সংস্কার ইত্যাদি অঙ্গসকলের অনুষ্ঠানজনিত উপকারসংকৃত অগ্নিহোত্রহোমের দ্বারা স্বর্গরূপ ফল উৎপাদন করিবে', এইপ্রকার মহাবাক্যের কল্পনা করা হয়। এইপ্রকারে যে কল্পিত মহাবাক্যের দ্বারা সাঙ্গপ্রধান অগ্নিহোত্রের অর্থাৎ প্রধান অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও তাহার অঙ্গকলাপের সংগ্রহ ও তাহাদের প্রয়োগ (—অনুষ্ঠান ক্রম) বিজ্ঞাত ও নিয়মিত হয়, তাহাই **প্রয়োগবিধি**। বিলম্বে অঙ্গসকলের অনুষ্ঠান হইলে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাবই ব্যাহত হইয়া পড়ে বলিয়া এই বিধির দ্বারা কর্ম্মাঙ্গসকলের অবিলম্বে অনুষ্ঠানও বিজ্ঞাপিত হয়, সেইহেতু "প্রয়োগপ্রাশুভাববোধকঃ বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ", এইপ্রকার লক্ষণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাশুভাব—শীঘ্রতা। কোন্ ক্রমে অঙ্গসকলের অনুষ্ঠান হইবে, তাহাও এই বিধি হইতে অবগত হওয়া যায় বলিয়া "অঙ্গানাং ক্রমবোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ" এইপ্রকার লক্ষণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ক্রমপদার্থের জ্ঞাপক, 'শ্রুতিক্রমাদি' ছয়প্রকার প্রমাণ আছে, (২।৪৮২ পৃঃ দ্রঃ)। যাহাহউক্ এইপ্রকারে অগ্নিহোত্র ও তাহার অঙ্গসকলের ন্যায় প্রস্তাবিত স্থলেও সোমযজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গবোধক বিধিবাক্যসকলের সহিত উদ্গীথাদি উপাসনাবোধক "ওম্ ইতি এতদক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত", ইত্যাদি বাক্যসকলও একটী মহাবাক্যরূপে প্রয়োগবিধিভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রধান কর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় উদ্গীথাদি উপাসনাসকলও প্রধানকর্ম্মানুষ্ঠানকালে অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, অন্যথা প্রধানকর্ম্ম অঙ্গহীন, সুতরাং ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। কিন্তু এই উপাসনাসকল অনারভ্যাধীত (৩২২ পৃঃ), কোন যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত হয় নাই। সুতরাং তাহারা কিপ্রকারে প্রয়োগবিধির দ্বারা গৃহীত হইয়া সোমযজ্ঞের অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ হইবে? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**আনরভ্যাধীতানি**—'ইহারা', ইত্যাদি (৭ বাক্য)

শাঙ্করভাষ্যম্

পঠিতবৎ নিত্যতা, এবম্ উদ্‌গীথাদ্যুপাসনানাম্ অপি ইতি।৯ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ" ইতি।১০ যানি এতানি উদ্‌গীথাদিকর্ম্মগুণযাথাত্ম্যনির্দ্ধারণানি—রসতমঃ আপ্তিঃ সমৃদ্ধিঃ মুখ্যপ্রাণঃ আদিত্যঃ ইতি এবমাদীনি, ন এতানি নিত্যবৎ কর্ম্মসু নিয়মেরন্।১১ কুতঃ?১২ তদ্দৃষ্টেঃ।১৩ তথাহি অনিয়তত্বম্ এবংজাতীয়কানাং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—"তেন উভৌ কুরুতঃ যশ্চ এতদ্ এবং বেদ যশ্চ ন বেদ" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি অবিদুষঃ অপি ক্রিয়াভ্যনুজ্ঞানাৎ।১৪ প্রস্তাবাদিদেবতাবিজ্ঞানবিহীনানাম্ অপি প্রস্তোত্রাদীনাং যাজনাধ্যবসানদর্শনাৎ "প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা তাং চেৎ অবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি" (ছাঃ ১।১০।৯), "তাং চেৎ

ভাষ্যানুবাদ

উপাসনাসকলেরও এইপ্রকারই [নিত্যতা, অবশ্যানুষ্ঠেয়তা] হইবে।৯ [সুতরাং কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার অনুষ্ঠান যাঁহারা না করেন, তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার নাই]।

[সিঃ—অবিদ্বদনুষ্ঠেয়তারূপ লিঙ্গবলে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার অবশ্যানুষ্ঠানাভাব।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত] সেই নির্দ্ধারণ-(—উপাসনা-) সকলের অনিয়ম হইবে (—অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গকলাপের ন্যায় অনুষ্ঠান হইবে, এইপ্রকার নিয়ম হইবে না)।১০ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] এই যে উদ্‌গীথাদি কর্ম্মগুণ- (—কর্ম্মাঙ্গ-) সকলের যাথাত্ম্য নির্দ্ধারণসকল (—যথাস্বরূপ উপাসনাসকল), যথা—রসতম (—রসতমগুণযুক্ত উদ্‌গীথোপাসনা, ছাঃ ১।১।৩), আপ্তি (—তদ্‌গুণবিশিষ্ট উদ্‌গীথোপাসনা, ছাঃ ১।১।৭) সমৃদ্ধি (—তদ্‌গুণবিশিষ্ট উদ্‌গীথোপাসনা, ছাঃ ১।১।৮), মুখ্যপ্রাণ (—তদ্দৃষ্টিতে উদ্‌গীথোপাসনা, ছাঃ ১।২।৭) এবং আদিত্য (—আদিত্যদৃষ্টিতে উদ্‌গীথোপাসনা, ছাঃ ১।৫।১) ইত্যাদি এই সকল, ইহারা নিত্যের (—অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গের) ন্যায় কর্ম্মসকলে নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত হইবে না।১১ কেন হইবে না? ১২ যেহেতু তাহা (—অনিয়ম) পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৩ যেমন দেখ, শ্রুতি এই জাতীয় [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের] অনিয়তত্ব (—অবশ্যানুষ্ঠানাভাব) প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু যিনি ইহাকে (—উদ্‌গীথাবয়বভূত ওঁকারকে) এইপ্রকারে জানেন (—উপাসনা করেন) এবং যিনি জানেন না, তাঁহারা উভয়েই তাহার (—সেই ওঁকারের) দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন", এইপ্রকারে অবিদ্বানেরও (—অনুপাসকেরও) কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে অনুজ্ঞা আছে।১৪ [এইপ্রকারে অনুপাসকেরও কর্ম্মে অধিকার প্রদর্শনদ্বারা কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার অবশ্য অনুষ্ঠানাভাববিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া সেই বিষয়ে পুনঃ অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "হে প্রস্তাবপাঠক, যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব গান কর" (২৪৪ পৃঃ), "তাঁহাকে

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিদ্বান্ উদ্‌গাস্যসি” “তাং চেৎ অবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি” (ছাঃ ১।১০।১০,১১)ইতি চ।১৫ অপিচ এবংজাতীয়কস্য কর্ম্মব্যপাশ্রয়স্য বিজ্ঞানস্য পৃথগেব কর্ম্মণঃ ফলম্ উপলভ্যতে—কর্ম্মফলসিদ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ তৎসমৃদ্ধিঃ অতিশয়বিশেষঃ কশ্চিৎ।১৬ “তেন উভৌ কুরুতঃ যশ্চ এতদ্ এবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ, যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি” (ছাঃ ১।১।১০) ইতি।১৭ তত্র “নানা তু” ইতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগয়োঃ পৃথক্করণাৎ, “বীর্যবত্তরম্” ইতি চ তরপ্‌প্রত্যয়প্রয়োগাৎ

ভাষ্যানুবাদ

না জানিয়া যদি উদ্‌গীথ গান কর” এবং “তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার গান কর”, ইত্যাদি এইপ্রকারে প্রস্তাবাদিতে অনুগত দেবতাবিষয়ে বিজ্ঞান (—উপাস্য-বিষয়কজ্ঞান) যাঁহাদের নাই, সেই প্রস্তোতা প্রভৃতিরও যাজনক্রিয়াতে অধ্যবসান (—অধ্যবসায়) পরিদৃষ্ট হওয়ায় ‘অনুপাসকগণেরও কর্ম্মানুষ্ঠাতৃত্বরূপ ঋত্বিক্‌কর্ম্মে অধিকার সিদ্ধ হয়’।১৫ [সেইহেতু কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে]।

[সিঃ—পৃথক্ ফল থাকায় এবং বিদ্যাহীন কর্ম্মও ফলপ্রদ হওয়ায় বিদ্যা অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গ নহে।]

[এক্ষণে “পৃথক হি অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্”, এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আবার দেখ, এই জাতীয় কর্ম্মাশ্রিত (—কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ) উপাসনার ফল কর্ম্ম হইতে (—অঙ্গী প্রধান কর্ম্মের ফল হইতে) পৃথগ্‌ভাবেই উপলব্ধ হইতেছে, যথা—কর্ম্ম-ফলসিদ্ধিতে প্রতিবন্ধরাহিত্য (ছাঃ ২।১।৪), তাহার (—কর্ম্মফলের) সমৃদ্ধি (ছাঃ ১।১।৮, ১।৩।১২), [সমৃদ্ধির ব্যাখ্যা—] কোনপ্রকার অতিশয়বিশেষ। [অতএব কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার পৃথক ফল শ্রুত হওয়ায় তাহা প্রধান কর্ম্মের অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ নহে।১৬ কর্ম্ম ও তদাশ্রিত উপাসনার ফলভেদবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] “যিনি ইহাকে (—উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকারকে) এইপ্রকারে (—রসতমাদি গুণযুক্তরূপে) জানেন (—উপাসনা করেন) এবং যিনি জানেন না, তাঁহারা উভয়েই তাহার (—সেই ওঁকারের) দ্বারা [কর্ম্মসম্পাদন] করিবেন; বিদ্যা (—উপাসনা) এবং অবিদ্যা (—কর্ম্ম) কিন্তু পরস্পর বিভিন্ন, যাহাই বিদ্যার (—উদ্‌গীথাদি উপাসনার) দ্বারা, শ্রদ্ধার দ্বারা এবং উপনিষদের (—রহস্য নাম ও দেবতাধ্যানের) দ্বারা করা হয়, তাহাই বীর্য্যবত্তর (—উপাসনাহীন কর্ম্ম হইতে অধিকতর ফলপ্রদ) হইয়া থাকে”, ইত্যাদি।১৭ [এই শ্রুতির তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—] সেই স্থলে “নানা তু” এইপ্রকারে বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের প্রয়োগদ্বয়কে (—উপাসক ও অনুপাসকের উভয়প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানকে) পৃথক্ করা হইয়াছে বলিয়া এবং “বীর্য্যবত্তর” এইপ্রকারে [উভয়ের মধ্যে একের উৎকৃষ্টতাবাচক] তরপ্‌প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া বিদ্যাবিহীন হইলেও কর্ম্ম হয় ‘বীর্য্যবৎ’ (—ফলপ্রদ), ইহা অবগত হওয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদ্যাবিহীনমপি কর্ম্ম বীর্য্যবৎ ইতি গম্যতে।১৮ তচ্চ অনিত্যত্বে বিদ্যায়াঃ উপপদ্যতে।১৯ নিত্যত্বে তু কথং তদ্বিহীনং কর্ম্ম বীর্য্যবৎ ইতি অনুজ্ঞায়েত ?২০ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে হি বীর্য্যবৎ কর্ম্ম ইতি স্থিতিঃ।২১ তথা লোকসামাদিষু প্রতিনিয়তানি প্রত্যুপাসনং ফলানি শিষ্যন্তে—"কল্পন্তে হ অস্মৈ লোকাঃ ঊর্দ্ধাশ্চ আবৃত্তাশ্চ" (ছাঃ ২।২।৩), ইতি এবমাদীনি।২২ নচ ইদং ফলশ্রবণম্ অর্থবাদমাত্রং যুক্তং প্রতিপত্তুম্।২৩ তথাহি গুণবাদঃ আপদ্যেত, ফলোপদেশে তু মুখ্যবাদোপপত্তিঃ।২৪ প্রযাজাদিষু তু ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষস্য ক্রতোঃ প্রকৃতত্বাৎ তাদর্থ্যে সতি যুক্তং ফলশ্রুতেঃ অর্থবাদত্বম্।২৫

ভাষ্যানুবাদ

যাইতেছে।১৮ আর তাহা (—বিদ্যাহীন কর্ম্মের বীর্য্যবত্তা, ফলদাতৃত্ব) বিদ্যা অনিত্য (—অবশ্য অননুষ্ঠেয়) হইলে হয় যুক্তিসঙ্গত।১৯ কিন্তু [বিদ্যা] নিত্য (—অবশ্য অনুষ্ঠেয়) হইলে তদ্বিহীন কর্ম্ম বীর্য্যবৎ, ইহা [শ্রুতি] কিপ্রকারে অনুমোদন করিবেন ?২০ যেহেতু সকল অঙ্গের উপসংহার হইলেই কর্ম্ম বীর্য্যবৎ (—ফলপ্রদ) হইয়া থাকে, ইহাই বস্তুস্থিতি।২১ [এই যে বিদ্যাহীন কর্ম্মের ফলবত্তা, ইহা বিদ্যা কর্ম্মের অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ নহে, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ। এক্ষণে কর্ম্মসমৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যতিরেকে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যার লোকাদি লাভরূপ ফলান্তর শ্রুত হওয়ায় তাহা কর্ম্মের অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ নহে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে লোক ও সাম প্রভৃতিতে (—লোকদৃষ্টিতে সামের (ছাঃ ২।২।১) এবং বৃষ্টিদৃষ্টিতে সামের (ছাঃ ২।৩।১) উপাসনাসকলে) প্রত্যেক উপাসনাতে প্রতিনিয়তভাবে ফলসকল উপদিষ্ট হইতেছে, যথা—"ইঁহার জন্য ঊর্দ্ধস্থ ও অধোস্থ লোকসকল ভোগ্যরূপে অবস্থান করে", ইত্যাদি এই সকল।২২

[সিঃ—পর্ণময়ীবাক্যাদি হইতে বৈষম্য প্রদর্শন। গোদোহনপাত্রাদির ন্যায় কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনার অবশ্যানুষ্ঠানাভাব]।

[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার ফলশ্রুতিকে পূঃ অর্থবাদ বলিয়াছেন (৮ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর এই ফলশ্রবণকে অর্থবাদমাত্ররূপে অবগত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।২৩ যেহেতু তাহা হইলে গুণবাদ (১।১২৭ পৃঃ) হইয়া পড়িবে, [তাহা সঙ্গত নহে, কারণ মুখ্যবৃত্তিতে ফলের বোধ সম্ভব হইলে লক্ষণাবৃত্তিতে স্তুতিরূপ অর্থগ্রহণ অসঙ্গত]; কিন্তু ফলের উপদেশ [স্বীকৃত] হইলে মুখ্যবাদ (—শক্তিবৃত্তিবলে অর্থগ্রহণ) উপপন্ন হয়। ["মুখ্যবৃত্তির গ্রহণ সম্ভব হইলে লক্ষণাবৃত্তির গ্রহণ অন্যায্য", ইহাই ভাব।২৪ কিন্তু তাহা হইলে প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতিতে যে ফলশ্রুতি, তাহাও অর্থবাদ (৪৩৬ পৃঃ) হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রযাজাদিতে কিন্তু ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষী ক্রতু (—যে অঙ্গসকলের সহযোগে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, সেই সকলের আকাঙ্ক্ষাকারী দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ) প্রস্তাবিত হওয়ায় [তাহার প্রকরণে

শাঙ্করভাষ্যম্

তথা অনারভ্যাধীতেষু অপি পর্ণময়ীত্বাদিষু।২৬ নহি পর্ণময়ীত্বাদীনাম্ অক্রিয়াত্মকানাম্ আশ্রয়ম্ অন্তরেণ ফলসম্বন্ধঃ অবকল্প্যতে।২৭ গোদোহনাদীনাং হি প্রকৃতাপ্‌প্রণয়নাদ্যাশ্রয়লাভাৎ

ভাষ্যানুবাদ

পঠিত প্রযাজাদি অঙ্গসমূহ প্রকরণপ্রমাণবলে] তাহার জন্য (—দর্শপূর্ণমাসের সাঙ্গতাসম্পাদনের জন্য) হইলে [পূঃ মীঃ ৪।৩।১ অধিঃ ন্যায়ানুসারে] ফলশ্রুতির অর্থবাদ হওয়াই সঙ্গত।২৫ [কিন্তু অপ্রকরণে পঠিত "যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি", ইত্যাদি হই। কোন যজ্ঞের ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে না ; সেইহেতু তাহার ফলশ্রুতিকে অর্থবাদ বলা যাইবে না। উত্তর—] অপ্রকরণে পঠিত হইলেও পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতিতেও এইপ্রকারই বুঝিতে হইবে (—তাহাও অর্থবাদ মাত্র)।২৬ যেহেতু অক্রিয়াত্মক পর্ণময়ীত্ব (—পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিতত্ব) প্রভৃতির [জুহূরূপ দ্রব্যদ্বারা ক্রিয়ার] আশ্রয় ব্যতিরেকে ফলের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব নহে (২) ২৭ প্রস্তাবিত অপ্‌প্রণয়নাদি [ক্রিয়া-] রূপ আশ্রয়ের লাভ হওয়ায় গোদোহনপাত্রাদির ফলবিধি উপপন্ন হয়,

ভাবদীপিকা [পর্ণময়ীবাক্যে ফলশ্রুতির অর্থবাদতা]

(২) তাৎপর্য্য এই- খিলকাণ্ডে "যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি, ন সঃ পাপং শ্লোকং শৃণোতি" (তৈঃ সং ৩।৫।৭।২), ইহা পঠিত হইতেছে। কোন যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত না হওয়ায় এই পর্ণময়ীত্ব প্রকরণপ্রমাণবলে কোন ক্রিয়ার অঙ্গ হইতে পারিতেছে না। ক্রিয়াই কিন্তু ফলসাধক। সেইহেতু ফলশ্রুতির সার্থকতার জন্য অক্রিয়াত্মক তাহা কোন ক্রিয়াকে আকাঙ্ক্ষা করে। আবার দর্শপূর্ণমাসরূপ যে প্রকৃতি যজ্ঞ, তাহা স্বনিষ্পত্তির জন্য নিজের অব্যভিচারী অঙ্গ যে জুহূ, তাহার উপাদানভূত দ্রব্যকে আকাঙ্ক্ষা করে। [লক্ষ্য করিতে হইবে—দর্শপূর্ণমাস পর্ণময়ীত্বকে আকাঙ্ক্ষা করিতে পারিতেছে না ; কারণ তাহা তাহার প্রকরণে পঠিত নহে, পরন্তু তাহা 'স্বাঙ্গভূত জুহূর উপাদান কি' এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা করে। পর্ণময়ীত্বকে আকাঙ্ক্ষা করা সম্ভব হইলে এই স্থলে উভয়াকাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণপ্রমাণবলে পর্ণময়ীত্ব জুহূর অঙ্গ না হইয়া দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ হইয়া পড়িত]। উভয়ের এই উভয়প্রকার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শ্রুতি বলিলেন—"যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ" ইত্যাদি। এই বাক্যপ্রমাণের বলে পর্ণময়ীত্ব হইল জুহূর অঙ্গ। তাহাতে পলাশকাষ্ঠ জুহূর উপাদান, ইহা প্রাপ্ত হওয়ায় দর্শপূর্ণমাসের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল, কারণ জুহূর যে পর্ণময়ীত্ব "প্রকৃতৌ বা অদ্বিরুক্তত্বাৎ" * (জৈঃ সূঃ ৩।৬।২), ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে তাহা জুহূদ্বারে দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রকৃতি যজ্ঞেরই অঙ্গ হইয়া থাকে। আর অক্রিয়াত্মক পর্ণময়ীত্ব যজ্ঞাঙ্গভূত জুহূকে দ্বার করিয়া তৎসন্নিহিত দর্শপূর্ণমাসরূপ ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ হওয়ায় তাহারও ক্রিয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা শান্ত হইল। এইপ্রকারে পর্ণময়ীত্ব জুহূর দ্বারা দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞরূপ ক্রিয়ার সঙ্গতাসম্পাদক অঙ্গ হওয়ায়

* সূত্রার্থ—বা—পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ। প্রকৃতৌ—জুহূর পর্ণময়ীত্ব (—পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিতত্ব) দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রকৃতিযজ্ঞে প্রবিষ্ট হইবে। [বিকৃতি যজ্ঞে নহে]। অদ্বিরুক্তত্বাৎ—যেহেতু তাহা হইলেই দ্বিরুক্তি হয় না। [অন্যথা দ্বিরুক্তি হইয়া পড়িবে। অতিদেশদ্বারাও কর্ম্মাঙ্গসকল প্রকৃতিযজ্ঞ হইতে বিকৃতিযজ্ঞে গমন করে, সাক্ষাদ্ভাবেও গমন করিলে দ্বিরুক্তি হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপপন্নঃ ফলবিধিঃ।২৮ তথা বৈল্বাদীনাম্ অপি প্রকৃতযূপাদ্যাশ্রয়লাভাৎ উপপন্নঃ ফলবিধিঃ।২৯ ন তু পর্ণময়ীত্বাদিষু এবংবিধঃ

ভাষ্যানুবাদ

[তাহা অর্থবাদ হইয়া পড়ে না, ৩]।২৮ এইরূপে বৈল্ব (—বিল্বকাষ্ঠনির্ম্মিতত্ব) প্রভৃতিরও প্রস্তাবিত যূপাদি [দ্রব্যরূপ] আশ্রয়লাভ হওয়ায় ফলবিধি (—অন্নরূপ বিশেষ ফললাভ) উপপন্ন হয় (৪)।২৯ পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতিতে কিন্তু এইপ্রকার (—স্বপ্র-

ভাবদীপিকা [গোদোহনপাত্রের পুরুষার্থতা]

তাহার "পাপশ্লোক শ্রবণ না করারূপ" যে ফলশ্রুতি, তাহা "অন্যেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ", এই ন্যায়ানুসারে অর্থবাদ হইয়া পড়িল (৪৩৬ পৃঃ) কিন্তু তাহা হইলে অক্রিয়াত্মক পর্ণময়ীত্বের ন্যায় 'গোদোহনপাত্রও' অক্রিয়াত্মক হওয়ায় তাহাতে যে ফলশ্রুতি, তাহাও অর্থবাদই হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—গোদোহনাদীনাম্—'প্রস্তাবিত' ইত্যাদি (২৮ বাক্য)।

(৩) তাৎপর্য্য এই—শ্রুতিতে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পঠিত হইতেছে—"চমসেন অপঃ প্রণয়েৎ, গোদোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েৎ, কাংস্যেন ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য, মার্ত্তিকেন প্রতিষ্ঠাকামস্য ইতি"। গোদোহনেন—গোদোহনপাত্রদ্বারা, কাংস্যেন—কাংসনির্ম্মিত পাত্রদ্বারা, মার্ত্তিকেন—মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রের দ্বারা। এই স্থলে সংশয় এই—এই গোদোহনপাত্রাদির বিধান কি পুরুষার্থ (—পুরুষের বিশেষ কামনার পরিপূরক), অথবা ক্রত্বর্থ (—যজ্ঞের সাঙ্গতা সম্পাদক)। **পূর্ব্ব-পক্ষী** বলেন—উভয়ার্থ, তাহারা যজ্ঞের সাঙ্গতাও সম্পাদন করে এবং পশু ইত্যাদি ফলপ্রদানদ্বারা পুরুষার্থও সিদ্ধ করে। **সিদ্ধান্তী** বলেন—চমসের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিলেও (১।২০৯ পৃঃ) যজ্ঞের সাঙ্গতা সম্পাদিত হয় বলিয়া গোদোহনপাত্রাদির প্রতি তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেইহেতু তাহারা ক্রত্বর্থ নহে। আর সেইহেতু সেই সকলে যে ফলশ্রুতি, তাহা "অন্যেষু ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ", এই ন্যায়ানুসারে অর্থবাদ নহে। পরন্তু অপ্‌প্রণয়নরূপ ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া উহারা স্ববাক্যে শ্রুত বিশেষ ফলেরই সাধক হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহাদের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিলে পশ্বাদিরূপ বিশেষ ফল লব্ধ হয় বলিয়া উহারা পুরুষার্থসাধক। [পূঃ মীঃ ৪।১।২ অধিঃ তৃতীয় বর্ণক এবং ৪।৩।২ অধিঃ দ্রঃ] **আচ্ছা**, পর্ণময়ীত্বের ন্যায় ক্রিয়াকে আশ্রয় করিলেই যদি ফলসাধক হয়, তাহা হইলে "বৈল্বম্ অন্নাদ্যকামস্য যূপং কুর্য্যাৎ", ইত্যাদি স্থলে 'বৈল্ব' যূপরূপ দ্রব্যকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় কোন ক্রিয়াকে তদ্রূপে প্রাপ্ত হয় না। সেইহেতু তাহা ফলসাধক হইবে না, আর সেইহেতু তাহার ফলশ্রুতি অর্থবাদ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—তথা বৈল্বাদীনাম্—'এইরূপে বৈল্ব' ইত্যাদি (২৯ বাক্য)।

(৪) অভিপ্রায় এই—চমসের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিলেই যজ্ঞের সাঙ্গতা সম্পাদিত হওয়ায় সেই যজ্ঞ গোদোহনপাত্রকে নিজের অঙ্গরূপে আকাঙ্ক্ষা করে না বলিয়া গোদোহনপাত্র যেমন ক্রত্বর্থ না হইয়া পুরুষার্থ হইয়া থাকে (৩ ভাবদীঃ)। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ "খাদিরে বধ্নাতি" —'খদিরকাষ্ঠ নির্ম্মিত যূপে পশুকে বন্ধন করিবে'*, এই বাক্যলব্ধ খাদিরত্বের দ্বারা পশুযজ্ঞ

* লক্ষ্য করিতে হইবে—"খাদিরে বধ্নাতি" এবং "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্ব্বীত", এই উভয় স্থলে বিভিন্ন বাক্যে খাদিরত্ব বিহিত হওয়ায় সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়বলে (৩৮৯ পৃঃ) একই খাদিরত্ব ক্রত্বর্থ ও পুরুষার্থ, উভয়ই হইয়া থাকে। সেইহেতু "খাদিরং বীর্য্যকামস্য" ইত্যাদি ফলশ্রুতি অর্থবাদ হইয়া পড়ে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

কশ্চিৎ আশ্রয়ঃ প্রকৃতঃ অস্তি ।৩০ বাক্যেন এব তু জুহ্বাদ্যাশ্রয়তাং বিবক্ষিত্বা ফলে অপি বিধিং বিবক্ষতঃ বাক্যভেদঃ স্যাৎ ।৩১ উপা-

ভাষ্যানুবাদ

করণে পঠিত যূপ ও বৈল্বাদির ন্যায়, স্বীয় ফলবিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ) কোন আশ্রয় [শ্রুতিতে] প্রস্তাবিত হয় নাই ।৩০ [কেন হয় নাই ? জুহুই তো তাহার আশ্রয়। উত্তর—] কিন্তু বাক্যপ্রমাণের দ্বারাই [পর্ণময়ীত্ব] জুহূ প্রভৃতিকে আশ্রয় করে, ইহাকে বলিবার ইচ্ছা করিয়া [সেই বাক্যপ্রমাণের দ্বারাই] ফলেও যিনি বিধি বলিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার [পক্ষে] বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে (৫) ।৩১ উপাসনা-

ভাবদীপিকা

স্বাঙ্গবিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে বলিয়া "বৈল্বম্ অন্নাদ্যকামস্য যূপং কুর্য্যাৎ"—'ভোজনীয় অন্নকামীর জন্য বিল্বকাষ্ঠদ্বারা যূপ নির্ম্মাণ করিবে', এই বাক্যলব্ধ বৈল্বকে তাহা আকাঙ্ক্ষা করে না। সেইহেতু বিল্ব ক্রত্বর্থ (—যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধক অঙ্গ) না হইয়া অনুরূপ বিশেষ পুরুষার্থের সাধক হওয়ায় গোদোহনপাত্রের ন্যায় স্ববাক্যে শ্রুত ফলেরই সাধক হইয়া থাকে। এইরূপে যূপাদি দ্রব্যরূপ আশ্রয়দ্বারা পশুবন্ধন ও পশুযজ্ঞরূপ ক্রিয়াকে আশ্রয়করতঃ বৈল্ব স্ববাক্যে শ্রুত ফলের জনক হয় বলিয়া তাহার ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে। **আচ্ছা,** দ্রব্যকে আশ্রয় দ্বারা ক্রিয়াকে আশ্রয় করিলেই যদি তাহাতে শ্রুত ফল অর্থবাদ না হয়, তাহা হইলে "যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ", ইত্যাদি বাক্যপঠিত পর্ণময়ীত্বও জুহূরূপ দ্রব্যকে আশ্রয়দ্বারা দর্শপূর্ণমাসরূপ ক্রিয়াকে আশ্রয় করে বলিয়া তাহাতে যে 'অপাপশ্লোক শ্রবণরূপ' ফলশ্রুতি, তাহাও অর্থবাদ হইবে না। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—**নতু পর্ণ**—'পর্ণময়ীত্ব' ইত্যাদি (৩০ বাক্য)।

(৫) ভাব এই—ক্রিয়ার প্রকরণে পঠিত হইয়াও ক্রত্বর্থ না হওয়ায় এবং 'কুর্য্যাৎ' 'কুর্ব্বীত' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বিধিপ্রত্যয়যুক্ত হওয়ায় বৈল্ব প্রভৃতি স্ববাক্যে পঠিত নিজফলবিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে। সেইহেতু যূপরূপ দ্রব্যকে আশ্রয়দ্বারা বৈল্ব প্রভৃতি ক্রিয়াকে আশ্রয়-রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার ফলশ্রুতি অর্থবাদ না হইয়া হয় **ফল**বিধি। পক্ষান্তরে পর্ণময়ীত্ব ক্রিয়ার প্রকরণে পঠিত না হইয়াও (—অনারভ্যাধীত হইয়াও) ২ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিতপ্রকারে দর্শপূর্ণমাসের সাঙ্গতাসম্পাদক (—ক্রত্বর্থ) হওয়ায় এবং 'কুর্য্যাৎ' 'কুর্ব্বীত' ইত্যাদি-প্রকার বিধিপ্রত্যয়যুক্ত না হওয়ায় স্ববাক্যে পঠিত নিজফলবিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে পারে না। সেইহেতু জুহূরূপ দ্রব্যকে আশ্রয়দ্বারা পর্ণময়ীত্ব দর্শপূর্ণমাসরূপ ক্রিয়াকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইলেও তাহার ফলশ্রুতি ফলবিধি না হইয়া হয় অর্থবাদ। যদিও পর্ণময়ীত্ব জুহূরূপ দ্রব্যকে আশ্রয়দ্বারা দর্শপূর্ণমাসরূপ ক্রিয়াকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও এই স্থলে পর্ণময়ীত্বের জুহূর অঙ্গতা বোধনের জন্য প্রকরণাদি অন্য কোন প্রমাণ না থাকায় "পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি", এই একটি বাক্যপ্রমাণের বলেই পর্ণময়ীত্বের জুহূর অঙ্গ হওয়া এবং সেই জুহূরূপ দ্রব্যদ্বারা ফলের সাধন হওয়া,এই উভয়প্রকার তাৎপর্য্য কল্পনা করিলে বাক্যভেদ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। এই-প্রকারে প্রযাজ ও পর্ণময়ীত্বাদির যে ফলশ্রুতি, তাহা অর্থবাদমাত্র, ইহা প্রতিপাদন করিয়া উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলে সেই সকল হইতে বৈষম্য প্রদর্শন করিতেছেন—**উপাসনা**নাম্—'উপাসনাসকল' ইত্যাদি (৩২ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

সনানাং তু ক্রিয়াত্মকত্বাৎ বিশিষ্টবিধানোপপত্তেঃ উদ্‌গীথাদ্যাশ্রয়াণাং ফলে বিধানং ন বিরুধ্যতে ।৩২ তস্মাৎ যথা 'ক্রত্বাশ্রয়াণি অপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাৎ অনিত্যানি, এবম্ উদ্‌গীথাদ্যুপাসনানি অপি ইতি দ্রষ্টব্যম্ । ৩৩ অতএব চ কল্পসূত্রকারাঃ ন এবংজাতীয়কানি উপাসনানি ক্রতুষু কল্পয়াঞ্চক্রুঃ।৩৪।৩.৩.৪২।

ইতি সপ্তবিংশং তন্নির্দ্ধারণাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

সকল কিন্তু ক্রিয়াত্মক হওয়ায় [অক্রিয়াত্মক পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতি হইতে বৈলক্ষণ্যবশতঃ "যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি স্থলে ফলবিশিষ্ট যজ্ঞবিধানের ন্যায়] বিশিষ্টবিধি (–১।৪০৩ পৃঃ, ফলবিশিষ্ট উপাসনাবিধি) উপপন্ন হয় বলিয়া উদ্‌গীথ প্রভৃতিকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহাদের (—সেই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের) ফলে বিধান (—তত্তৎ ফললাভের জন্য বিহিত হওয়া) বিরুদ্ধ নহে; [সেইহেতু পর্ণময়ীবাক্যের ফলশ্রুতির অর্থবাদতার ন্যায় ইহাদের ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে] ।৩২ সেইহেতু (—এই উপাসনাসকল ক্রত্বর্থ, ইহার জ্ঞাপক কোন প্রমাণ না থাকায়) গোদোহনপাত্র প্রভৃতি যজ্ঞকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইলেও যেমন [বিশেষ] ফলের সহিত সম্বন্ধবশতঃ অনিত্য হইয়া থাকে (—যজ্ঞের অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ হইতে পারে না), উদ্‌গীথাদি উপাসনাসকলকেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে (–তাহারাও যজ্ঞের অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ নহে) ।৩৩ আর এইহেতুবশতঃই (–এই উপাসনাসকল কর্ম্মের অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ না হওয়ায়) শ্রৌতসূত্রকারগণ এই জাতীয় উপাসনাসকলকে যজ্ঞসকলে কল্পনা করেন নাই (—অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই ।৩৪ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে, এই বিষয়ে ইহা আর একটী লিঙ্গপ্রমাণ। অতএব উপাসক ও অনুপাসক উভয়েরই কর্ম্মে অধিকার সিদ্ধ হইল।] ।৩।৩।৪২।

তন্নির্দ্ধারণাধিকরণ সমাপ্ত।

২৮। প্রদানাধিকরণম্। [৪৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা ও সম্বর্গবিদ্যাতে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে প্রয়োগভেদ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রধানকর্ম্মের সহিত অভিন্নফলযুক্ত কর্ম্মাঙ্গসকলের ও তদাশ্রিত উপাসনাসকলের ফলের বিভিন্নতাবশতঃ তাহাদের নিত্যতা ও অনিত্যতারূপ (—অবশ্যানুষ্ঠেয়তা ও অননুষ্ঠেয়তারূপ) প্রয়োগভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে বিচারিত প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা * (বৃঃ ১।৫।২১-২৩) এবং সম্বর্গবিদ্যাতে (ছাঃ ৪।৩।১-৮)

* ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা ও ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী প্রভৃতি দৃষ্টে মনে হয়, বৃঃ ১।৫।২১-২৩ এবং ছাঃ ৪।৩।১-৮ ইত্যাদি কাণ্ডিকাসকলে এক সম্বর্গবিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার কিন্তু তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। আমরা শেষোক্তের পদাঙ্কানুসরণ করিতেছি। শ্রেষ্ঠতা ও সম্বর্গতারূপ গুণভেদ এবং তত্তৎ ফলভেদবশতঃ বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে বর্ণিত এই বিদ্যা বিভিন্ন হওয়াই সঙ্গত।

কিন্তু সেইপ্রকার হইবে না। যেহেতু উক্ত বিদ্যাদ্বয় অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে বিভিন্ন হইলেও উক্ত প্রত্যেক বিদ্যাতেই উপাস্ত বায়ু ও প্রাণ স্বরূপতঃ অভিন্ন হওয়ায় (বৃঃ ১।৫।২৩, ছাঃ ৪।৩।৬ বৃঃ ৩।১।৫), প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যাতে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে শ্রুত যাবতীয় ফল (বৃঃ ১।৫।২১, ১।৫।২৩) রাত্রিসত্রন্যায়ে (৪৩৭ পৃঃ) সেই মূল বিদ্যারই অভিন্ন ফল হওয়ায় এবং অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে বিভিন্ন সম্বর্গবিদ্যার ফলও (ছাঃ ৪.৩.৮) অভিন্নই হওয়ায়, উক্ত উভয় বিদ্যাতে ধ্যানাত্মক প্রয়োগও হইবে অভিন্ন। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

একীকৃত্য পৃথগ্‌বাস্যাদ্বায়ুপ্রাণানুচিন্তনম্ ।
তত্ত্বাভেদাত্তয়োরেকীকরণেনানুচিন্তনম্ ॥
অবস্থাভেদতোঽধ্যাত্মমধিদৈবং পৃথক্‌শ্রুতেঃ ।
প্রয়োগভেদো রাজাদিগুণকেন্দ্রপ্রদানবৎ ॥

অন্বয়—বায়ুপ্রাণানুচিন্তনম্ একীকৃত্য স্যাৎ, পৃথক্ বা? তত্ত্বাভেদাৎ একীকরণেন তয়োঃ অনুচিন্তনম্। অবস্থাভেদতঃ অধ্যাত্মম্ অধিদৈবং পৃথক্‌শ্রুতেঃ রাজাদিগুণকেন্দ্রপ্রদানবৎ প্রয়োগভেদঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়— [বাজসনেয়কে প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যায়াং "যঃ অয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ (বৃঃ ১।৫।২১), ইত্যাদিনা অধ্যাত্মং প্রাণদর্শনম্, তথা "এবম্ এতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ" (বৃঃ ১।৫।২২) ইত্যাদিনা অধিদৈবতং প্রাণদর্শনম আম্নাতম্। ছান্দোগ্যেঽপি সম্বর্গবিদ্যায়াং "বায়ুঃ বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।১), "প্রাণঃ বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।৩), ইত্যাদিনা অধ্যাত্মাধিদৈবভেদেন প্রাণদর্শনম্ আম্নাতম্। "যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ" (বৃঃ ৩।১।৫), ইত্যাদিরূপেণ বায়ুপ্রাণয়োঃ একত্বং চ শ্রুতম্। ইমৌ বায়ুপ্রাণৌ বিষয়ঃ। তয়োঃ ভেদাভেদবাদিবাক্যাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] বায়ুপ্রাণানুচিন্তনম্ একীকৃত্য স্যাৎ, পৃথক্ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ – [প্রাণস্য বায়ুকার্য্যত্বেন তত্ত্বাভেদাৎ একীকরণেন তয়োঃ অনুচিন্তনম্।

সিদ্ধান্ত – [তত্ত্বাভেদেঽপি কার্য্যত্বেন কারণত্বেন চ] অবস্থাভেদতঃ, "অধ্যাত্মম্" (ছাঃ ৪।৩।৩, বৃঃ ১।৫।২১), "অধিদৈব[ত]ম্" (ছাঃ ৪।৩।২, বৃঃ ১.৫।২২, ইতি] পৃথক্‌শ্রুতেঃ, ["ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশম্ একাদশকপালম্, ইন্দ্রায় অধিরাজায়, ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" (তৈঃ সং ২।৩।৬।১-২) ইত্যাদিশ্রুতৌ ইন্দ্রস্য একত্বেঽপি রাজাদিগুণকেন্দ্রপ্রদানবৎ প্রয়োগভেদঃ [স্যাৎ]।

অনুবাদ

সংশয় – [বাজসনেয়কে প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যাতে "এই যে মধ্যম্ (—শরীরমধ্যস্থ) প্রাণ", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শরীরসম্বন্ধী প্রাণোপাসনা এবং "এই দেবতাগণের মধ্যে বায়ু এইপ্রকার", ইত্যাদির দ্বারা দেবতাসম্বন্ধী প্রাণোপাসনা পঠিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যেও সম্বর্গবিদ্যাতে "বায়ুই সম্যগ্‌রূপে গ্রাসকারী", "প্রাণই সম্যগ্‌রূপে গ্রাসকারী", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে প্রাণোপাসনা পঠিত হইয়াছে। আর "যিনি প্রাণ, তিনিই বায়ু", ইত্যাদিপ্রকারে বায়ু ও প্রাণের একত্ব শ্রুত হইয়াছে। এই বায়ু ও প্রাণ এখানে বিষয়। তাহাদের [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে] ভিন্নতা এবং অভিন্নতা প্রতিপাদক বাক্য থাকায় সংশয় হয়—] বায়ু ও প্রাণের অনুচিন্তন (—ধ্যান) এক করিয়া (—একই প্রয়োগে) হইবে, অথবা পৃথগ্‌ভাবে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[প্রাণ বায়ুর কার্য্য হওয়ায়, ২।৪।৫ অধিঃ] তত্ত্বের অভিন্নতাবশতঃ তাহাদের (—বায়ু ও প্রাণের) ধ্যান [অধ্যাত্ম ও অধিদৈব বিভাগকে] এক করিয়া হইবে।

সিদ্ধান্ত—[তত্ত্ব অভিন্ন হইলেও কার্য্যরূপে ও কারণরূপে] অবস্থা বিভিন্ন হওয়ায় এবং "অধ্যাত্ম" ও "অধিদৈব" এই প্রকারে পৃথগ্‌ভাবে শ্রুতিতে পঠিত হওয়ায় ["রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞ করিবে, অধিরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে, স্বরাট্ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে", ইত্যাদি শ্রুতিতে ইন্দ্র এক হইলেও] রাজাদিগুণবিশিষ্ট তত্তৎ ইন্দ্রকে পৃথক পৃথগ্‌ভাবে পুরোডাশ প্রদানের ন্যায় [প্রস্তাবিতস্থলে] প্রয়োগভেদ হইবে (—অধ্যাত্ম ও অধিদৈব বিভাগাবলম্বনে বায়ু ও প্রাণের ধ্যান পৃথগ্‌ভাবে করিতে হইবে)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বিদ্যার একত্ববশতঃ প্রয়োগভেদ সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—অধ্যাত্মত্ব ও অধিদৈবত্বরূপ গুণের বিভিন্নতাবশতঃ তাহা সিদ্ধ হয়।

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥৩।৩।৪৩॥

পদচ্ছেদ—প্রদানবৎ, এব, তদুক্তম্।

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যায়াং ছান্দোগ্যে চ সম্বর্গবিদ্যায়াং 'বাগাদিভ্যঃ প্রাণঃ শ্রেষ্ঠঃ' (বৃঃ ১।৫।২১, ছাঃ ৪।৩।৩), 'অগ্ন্যাদিভ্যঃ বায়ুঃ শ্রেষ্ঠঃ' (বৃঃ ১।৫।২২, ছাঃ ৪।৩।১), ইতি অবধারিতম্। কিম্ অনয়োঃ বিদ্যয়োঃ বায়ুপ্রাণয়োঃ প্রয়োগৈক্যম্, উত প্রয়োগভেদঃ ইতি সন্দেহে ; প্রয়োগৈক্যম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **প্রদানবৎ এব**—যথা 'ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশম্ একাদশকপালম্, ইন্দ্রায় অধিরাজায়, ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" (তৈঃ সং ২।৩।৬।১), ইত্যত্র ইন্দ্রদেবতায়াঃ একত্বেঽপি রাজাধিরাজাদিগুণভেদেন তদ্বিশিষ্টদেবতাভেদাৎ পুরোডাশানাং প্রদানস্য—প্রক্ষেপস্য ভেদঃ, তদ্বদেব [তত্ত্বৈকত্বামপি বিদ্যায়াং বায়ুপ্রাণয়োঃ স্বরূপাভেদেঽপি আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকস্বরূপাবস্থাভেদেন গুণভেদাৎ প্রয়োগভেদঃ [স্যাৎ]। প্রয়োগাভেদব্যবচ্ছেদঃ এবকারার্থঃ। **তদুক্তম্**—তৎ কথিতং দেবতাকাণ্ডে "নানা বা দেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাৎ" ইতি।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যাতে এবং ছান্দোগ্যে সম্বর্গবিদ্যাতে 'বাগাদি হইতে প্রাণ (—মুখ্য প্রাণ) শ্রেষ্ঠ', 'অগ্নি প্রভৃতি হইতে বায়ু শ্রেষ্ঠ' ইহা অবধারিত হইয়াছে। এই বিদ্যাদ্বয়ে কি বায়ু ও প্রাণের প্রয়োগৈক্য (—উভয়ের একযোগে ধ্যান) হইবে, অথবা প্রয়োগের বিভিন্নতা (—পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ধ্যান) হইবে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; প্রয়োগৈক্য হইবে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **প্রদানবৎ এব**—যেমন "রাজা ইন্দ্রের জন্য একাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ, অধিরাজ ইন্দ্রের জন্য, স্বরাট্ ইন্দ্রের জন্য", ইত্যাদি এই স্থলে ইন্দ্রদেবতা এক হইলেও রাজা ও অধিরাজ ইত্যাদি গুণভেদে তদ্বিশিষ্ট দেবতার বিভিন্নতা হওয়ায় পুরোডাশসকলের প্রদানের—[আহুতিরূপে অগ্নিতে] প্রক্ষেপের বিভিন্নতা হয়। সেইপ্রকারেই [সেই সেই এক বিদ্যাতেও বায়ু ও প্রাণের স্বরূপ অভিন্ন হইলেও আধ্যাত্মিকত্ব ও আধিদৈবিকত্বরূপ অবস্থার বিভিন্নতাবশতঃ গুণের (—উপাসনাঙ্গের) বিভিন্নতা হওয়ায় প্রয়োগের বিভিন্নতা হইবে। প্রয়োগের অভিন্নতার নিরাকরণই এবকারটীর অর্থ। **তদুক্তম্**—দেবতাকাণ্ডে "নানা বা দেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাৎ", এইপ্রকারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাজসনেয়কে -"বদিষ্যামি এব অহম্ ইতি বাক্ দধ্রে" (বৃঃ ১।৫।২১)

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যত্র অধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ শ্রেষ্ঠঃ অবধারিতঃ, অধিদৈবতম্ অগ্ন্যাদীনাং বায়ুঃ।১ তথা ছান্দোগ্যে—"বায়ুঃ বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।১), **ইতি অত্র অধিদৈবতম্ অগ্ন্যাদীনাং বায়ুঃ সম্বর্গঃ অবধারিতঃ, "প্রাণঃ বাব সম্বর্গঃ"** (ছাঃ ৪।৩।৩), **ইতি অত্র অধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ।২ তত্র সংশয়ঃ—কিং পৃথক্ এব ইমৌ বায়ু-প্রাণৌ উপগন্তব্যৌ স্যাতাম্, অপৃথক্ বা ইতি ?৩ অপৃথক্ এব ইতি তাবৎ প্রাপ্তং, তত্ত্বাভেদাৎ।৪ নহি অভিন্নে তত্ত্বে পৃথগনুচিন্তনং ন্যায্যম্।৫ দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ অধ্যাত্মম্ অধিদৈবতং চ তত্ত্বাভেদম্-"অগ্নিঃ বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ"** (ঐতঃ ১।২।৪) **ইত্যারভ্য।৬ তথা "তে এতে সর্ব্বে এব সমাঃ সর্ব্বে অনন্তাঃ"** (বৃঃ ১।৫।১৩), **ইতি**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়। প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যাতে ও সম্বর্গবিদ্যাতে ধ্যানের প্রয়োগবিষয়ে সংশয়।]

[প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা উদ্ধৃত করিতেছেন—] বাজসনেয়কে "বাগিন্দ্রিয় আমি বলিতেই থাকিব, এইপ্রকার ব্রতধারণ করিলেন", ইত্যাদি এই স্থলে অধ্যাত্ম (—শরীরমধ্যবর্ত্তী) বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠরূপে অবধারিত হইয়াছেন, আর অধিদৈবত (—দেবতান্তঃপাতী) অগ্নি প্রভৃতির মধ্যে বায়ু শ্রেষ্ঠ-রূপে অবধারিত হইয়াছেন (বৃঃ ১।৫।২২)।১ [সম্বর্গবিদ্যার উল্লেখ করিতেছেন—) এইপ্রকারে ছান্দোগ্যে "বায়ুই সম্বর্গ (—সম্যগ্‌রূপে গ্রাসকারী, সম্যক্ লয়স্থান"], ইত্যাদি এই স্থলে বায়ু অধিদৈবত অগ্নি প্রভৃতির সম্বর্গরূপে অবধারিত হইয়াছেন, আর "প্রাণই সম্বর্গ", এই স্থলে মুখ্যপ্রাণ অধ্যাত্ম বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের সম্বর্গরূপে অবধারিত হইয়াছেন।২ [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবরূপে প্রাণ ও বায়ুর বিভিন্নতা এবং "যাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু" (বৃঃ ৩।১।৫), এইরূপে অভিন্নতা প্রতীত হওয়ায়] সেই স্থলে (—প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যাতে ও সম্বর্গবিদ্যাতে) সংশয় হয়—এই বায়ু ও প্রাণকে কি [আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাধিভেদে] পৃথগ্‌ভাবেই বুঝিতে (—ধ্যান করিতে) হইবে, অথবা [বায়ু ও প্রাণশব্দের প্রতিপাদ্য তদভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ এক দেবতাই ধ্যেয়, এইপ্রকারে] অপৃথগ্‌ভাবে ধ্যান করিতে হইবে?৩

[পূঃ—বায়ু ও প্রাণ উপাস্য হিরণ্যগর্ভরূপে অভিন্ন তত্ত্ব হওয়ায় উভয় উপাসনাতেই প্রয়োগের একত্ব।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] অপৃথগ্‌ভাবেই 'ধ্যান করিতে হইবে', ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল, যেহেতু তত্ত্বের অভিন্নতা আছে (– বায়ু ও প্রাণ স্বরূপতঃ অভিন্ন)।৪ তত্ত্ব অভিন্ন হইলে পৃথগ্‌ভাবে ধ্যান নিশ্চয়ই ন্যায্য নহে।৫ [তত্ত্বের অভিন্নতাবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শ্রুতি "অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন", ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত তত্ত্বের অভিন্নতা প্রদর্শন করিতেছেন।৬ এইপ্রকারে "সেই ইঁহারা (—বাক্ মন ও প্রাণ) সকলেই

শাঙ্করভাষ্যম্

আধ্যাত্মিকানাং প্রাণানাম্ আধিদৈবিকীং বিভূতিম্ আত্মভূতাং দর্শয়তি।৭ তথা অন্যত্রাপি তত্র তত্র অধ্যাত্মম্ অধিদৈবতং চ বহুধা তত্ত্বাভেদদর্শনং ভবতি।৮ ক্বচিৎ চ "যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ" (বৃঃ ৩।১।৫), ইতি স্পষ্টম্ এব বায়ুং প্রাণং চ একং করোতি।৯ তথা উদাহৃতে অপি বাজসনেয়িব্রাহ্মণে "যতশ্চ উদেতি সূর্য্যঃ" (বৃঃ ১।৫।২৩), ইতি অস্মিন্ উপসংহারশ্লোকে "প্রাণাৎ বৈ এষঃ উদেতি প্রাণে অস্তম্ এতি" (ঐ), ইতি প্রাণেনৈব উপসংহরন্ একত্বং দর্শয়তি।১০ তস্মাৎ "একম্ এব ব্রতং চরেৎ, প্রাণ্যাৎ চ এব অপান্যাৎ চ" (ঐ), ইতি চ প্রাণব্রতেন একেন উপসংহরন্ এত-

ভাষ্যানুবাদ

সমান, সকলেই অনন্ত", এইরূপে [শ্রুতি] আধ্যাত্মিক প্রাণসকলের স্বরূপভূত আধিদৈবিক বিভূতি প্রদর্শন করিতেছেন (—আধ্যাত্মিকস্বরূপে ইহারা মধ্যমপরিমাণ (ব্রঃ সূঃ ২।৪।৭) হইলেও আধিদৈবিকস্বরূপে সর্ব্বব্যাপী, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। এইরূপে আধ্যাত্মিক প্রাণ, আধিদৈবিক বায়ু (সূত্রাত্মা) হইতে অভিন্ন, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল]।৭ এইরূপে অন্যত্রও সেই সেই স্থলে (ঐতঃ ১।১।৪, বৃঃ ১।৫।১১-১৩) আধ্যাত্ম ও অধিদৈবত তত্ত্বের বহুপ্রকার অভেদদর্শন আছে।৮ [বায়ু ও প্রাণের অভিন্নতাবিষয়ে বাক্যপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার কোথাও "যিনি প্রাণ, তিনিই বায়ু", এইপ্রকারে [শ্রুতি] স্পষ্টভাবেই বায়ু ও প্রাণকে এক করিতেছেন।৯ এইপ্রকারে উদাহৃত বাজসনেয়িব্রাহ্মণের "যাঁহা (—যে ক্রিয়াশক্তিমান্ সূত্রাত্মা বায়ু) হইতে সূর্য্য উদিত হন", ইত্যাদি এই উপসংহার শ্লোকে "প্রাণ হইতেই ইনি (সূর্য্য) উদিত হন, প্রাণেই অস্তগমন করেন", এই-প্রকারে প্রাণের দ্বারাই উপসংহারকরতঃ (— বায়ুর স্থানে প্রাণের বর্ণনাকরতঃ, শ্রুতি বায়ু ও প্রাণের একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। [এইরূপে বায়ু ও প্রাণের একত্ববিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল]।১০ আর সেইহেতু (— বায়ু ও প্রাণ অভিন্ন হওয়ায়) "একটীমাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করিবে [অন্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে ত্যাগ করিয়া] প্রাণব্যাপার করিবে এবং অপানব্যাপার করিবে" (১) এইপ্রকারে একমাত্র প্রাণব্রতের দ্বারা উপসংহারকরতঃ ইহাকেই (— বায়ু ও প্রাণসম্বন্ধী ব্রতৈক্যকেই,

ভাবদীপিকা

(১) এই শ্রুতিবাক্যটীর অর্থবিষয়ে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। কল্পতরুকার বলেন—"প্রাণনে প্রাপ্তে প্রাণ্যাৎ, অপাননে প্রাপ্তে অপান্যাৎ, প্রাণাপানাদি নিরোধনং ন কুর্য্যাৎ"। প্রাণন—প্রাণব্যাপার, শ্বাস ত্যাগ করা, উর্দ্ধদিকে বায়ুচালনা করা। অপানন—অপানব্যাপার, শ্বাস গ্রহণ করা, নিম্নদিকে বায়ুচালনা করা। অপর অর্থ স্পষ্ট। প্রকটার্থকার "প্রাণাপানয়োঃ নিরোধং ন কুর্য্যাৎ", এইপ্রকার অর্থই করিয়াছেন। বৃঃ ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়ান্তরের ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণের ও অপানের ব্যাপারমাত্র করা"।

শাঙ্করভাষ্যম্

দেব দ্রঢ়য়তি।১১ তথা ছান্দোগ্যেঽপি পরস্তাৎ "মহাত্মনঃ চতুরঃ দেবঃ একঃ কঃ সঃ জগার ভুবনস্য গোপাঃ" (ছাঃ ৪।৩।৬), ইতি একম্ এব সম্বর্গং গময়তি ; ন ব্রবীতি একঃ একেষাং চতুর্ণাং সম্বর্গঃ, অপরঃ অপরেষাম্ ইতি।১২ তস্মাৎ অপৃথক্ত্বম্ উপগমনস্য ইতি।১৩ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পৃথগেব বায়ুপ্রাণৌ উপগন্তব্যৌ ইতি।১৪ কস্মাৎ ?১৫ পৃথগুপদেশাৎ।১৬ আধ্যানার্থঃ হি অয়ম্ অধ্যাত্মা-

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতি] দৃঢ় করিতেছেন। [যদি বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ ধ্যান বিবক্ষিত হইত, তাহা হইলে এইপ্রকারে তাহাদের একত্ব ও ব্রতের একত্বের কথা বলা হইত না, ইহাই ভাব]।১১ এইপ্রকারে ছান্দোগ্যেও [প্রথমে সম্বর্গরূপী বায়ু ও প্রাণকে পৃথগ্-ভাবে উপন্যস্ত করিয়া] পরে (—সম্বর্গবিদ্যার বাক্যশেষে) "অদ্বিতীয় দেবতা ক. (—প্রজাপতি) চারিজন মহাত্মাকে (—বায়ুরূপে অগ্নি সূর্য্য চন্দ্রমা ও জল, এই চারিটীকে এবং মুখ্যপ্রাণরূপে বাক্ চক্ষু শ্রোত্র ও মন, এই চারিটীকে) গ্রাস করিয়াছেন, তিনি বিশ্বের রক্ষাকর্ত্তা", এইপ্রকারে [শ্রুতি] একই সম্বর্গকে (—সম্যগ্-রূপে গ্রাসকারীকে) বোধ করাইতেছেন ; কিন্তু ইহা বলিলেন না যে, এক চারিটীর সম্বর্গ একটী এবং অপর চারিটীর সম্বর্গ অপর একটী।১২ সেইহেতু (—এইপ্রকারে প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা ও সম্বর্গবিদ্যা, উভয়ত্রই উপাস্য বায়ু ও প্রাণের একত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, উপাস্যের অধীন] উপগমনের (—উপাসনার) অভিন্নতা হইবে (—উভয় বিদ্যাতেই প্রয়োগৈক্য হইবে, বায়ু ও প্রাণকে অভিন্ন হিরণ্যগর্ভরূপে যুগপৎ ধ্যান করিতে হইবে), ইত্যাদি।১৩

[সিঃ—বাক্যপ্রমাণ এবং উৎপত্তিশিষ্টগুণের ও অধ্যাত্মাদিভেদে উপদেশের বিভিন্নতাবশতঃ উপাসনার বিভিন্নতা।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—[যদিও অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ভেদে বর্ণিত প্রাণদেবতা একই, তাহা হইলেও] বায়ু এবং প্রাণকে

ভাবদীপিকা

সেই স্থলে পূজ্যপাদ **আনন্দ**গিরি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের নিবৃত্তিপূর্ব্বক আমরণ সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান"। এই উত্তরমীমাংসাতে **ঋজু**প্রকাকার ও **ন্যায়**নির্ণয়কার এই বাক্যটীর অর্থ করিয়াছেন—"প্রাণ ও অপানের নিরোধ"। তাহাতে প্রাণায়ামক্রিয়ার দ্বারা কুম্ভকই ইঁহাদের বিবক্ষিত অর্থরূপে প্রতিভাত হইতেছে। **পরিমল**কারের অভিপ্রায় এই—"যাবজ্জীবন বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার নিবৃত্তি বিহিত হইতে পারে না ; কারণ তাহা সাধ্যাতীত। অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের ব্যাপার (—ক্রিয়া) সকলে প্রাণব্যাপারতাদৃষ্টিই গ্রহণীয়, ইহাই তাৎপর্য্য"। **ব্রহ্ম**বিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—"বাগাদিব্যাপারেষু প্রাণনাপানন-রূপতা উপাস্যা ইতি। চকারঃ অগ্ন্যাদিব্যাপারেষু বায়ুব্যাপারতাদৃষ্টিবিধানার্থঃ"। ফলে ইঁহার ও পরিমলকারের মতে বাগাদিব্যাপারে প্রাণাপানব্যাপারতাদৃষ্টি এবং অগ্নি প্রভৃতির ব্যাপারে বায়ুব্যাপারতাদৃষ্টির দ্বারা সম্পদুপাসনাই এই স্থলে বিবক্ষিতরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ধিদৈববিভাগোপদেশঃ, সঃ অসতি আধ্যানপৃথক্‌ত্বে অনর্থক এব স্যাৎ।১৭ নম্নু উক্তং ন পৃথগনুচিন্তনং তত্ত্বাভেদাৎ ইতি।১৮ নৈষঃ দোষঃ, তত্ত্বাভেদেঽপি অবস্থাভেদাৎ উপদেশভেদবশেন অনুচিন্তনভেদোপপত্তেঃ।১৯ শ্লোকোপন্যাসস্য চ তত্ত্বা-

ভাষ্যানুবাদ

পৃথগ্‌ভাবেই উপাসনা করিতে হইবে।১৪ তাহাতে হেতু কি? ১৫ [উত্তর—] যেহেতু [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে] পৃথগ্‌ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।১৬ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু অধ্যাত্ম ও অধিদৈব বিভাগের এই উপদেশ ধ্যানের জন্য, ধ্যান পৃথক্ না হইলে তাহা (—সেই উপদেশ) অনর্থকই হইয়া পড়িবে (২)।১৭ [শঙ্কা—] কিন্তু তত্ত্বের (—প্রাণ ও বায়ুস্বরূপের) অভিন্নতাবশতঃ পৃথগ্‌ভাবে ধ্যান হইবে না, ইহা বলা হইয়াছে।১৮ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু তত্ত্ব অভিন্ন হইলেও [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবরূপ] অবস্থার বিভিন্নতাবশতঃ ["ইতি অধিদৈবতম্" ছাঃ ৪।৩।২, বৃঃ ১।৫ ২২; "অথ অধ্যাত্মম্" ছাঃ ৪।৩।৩, বৃঃ ১।৫।২১, এইপ্রকার] উপদেশের বিভিন্নতার বলে ধ্যানের বিভিন্নতা সঙ্গত (৩)।১৯

ভাবদীপিকা

(২) "অগ্নিহোত্রং জুহোতি", এইভাবে বিহিত অগ্নিহোত্র অভিন্ন হইলেও প্রাতঃকালে সূর্য্য ও প্রজাপতি এবং সায়ংকালে অগ্নি ও প্রজাপতিরূপ দেবতার বিভিন্নতা, প্রাতঃ ও সায়ংকালে অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা, দধি ও তণ্ডুলাদি হবনীয় দ্রব্যের বিভিন্নতা এবং সায়ংকাল ও প্রাতঃকালরূপ কালের বিভিন্নতাবশতঃ তাহার যেমন প্রয়োগভেদ অঙ্গীকৃত হয়; "যেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তি ইমান্ লোকান্" (বৃঃ ৫।৪), এইরূপে বিহিত সত্যবিদ্যা অভিন্ন হইলেও, "অহঃ" ও "অহম্" এই নামদ্বয়ের বিভিন্নতা এবং আদিত্য ও চক্ষুরূপ অধিকরণের বিভিন্নতাবশতঃ তাহার যেমন প্রয়োগভেদ অঙ্গীকৃত হয় (৩।৩।১১ অধিঃ)। এইপ্রকারে "অন্নাদঃ ভবতি যঃ এবং বেদ" (ছাঃ ৪।৩.২), এইরূপে বিহিত সম্বর্গবিদ্যা এবং "যস্মিন্ কুলে ভবতি যঃ এবং বেদ" (বৃঃ ১।৫।২১), ইত্যাদিরূপে বিহিত প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা অভিন্ন হইলেও উৎপন্নশিষ্ট (২৩৪ পৃঃ) বায়ু ও প্রাণরূপ গুণের (—উপাসনাঙ্গের) বিভিন্নতা এবং অধ্যাত্ম ও অধিদৈবরূপে উপদেশের বিভিন্নতাবশতঃ তহাদের **প্রয়োগভেদ** হইবে। তাহা **এইপ্রকার**—বাগাদির দ্বারা নিরূপিত যে শ্রেষ্ঠতা (বৃঃ ১।৫।২১) ও সম্বর্গতা (ছাঃ ৪।৩।৩), তাহা হইবে প্রাণোপাধিকস্বরূপে ধ্যেয় এবং অগ্ন্যাদির দ্বারা নিরূপিত যে শ্রেষ্ঠতা (বৃঃ ১।৫।২২) ও সম্বর্গতা (ছাঃ ৪।৩.১), তাহা হইবে বায়ু-উপাধিকস্বরূপে ধ্যেয়। এইপ্রকারে একই দেবতার উপাসনাতে উপাধিভেদে প্রয়োগভেদ হইবে, অর্থাৎ ধ্যান দুইপ্রকারে করিতে হইবে। "তৌ বৈ এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ" (ছাঃ ৪।৩।৪), এই বাক্যপ্রমাণবলে সম্বর্গবিদ্যার প্রয়োগভেদ স্পষ্টতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যাতেও সমান ন্যায় বুঝিতে হইবে, ইহাই এই স্থলে তাৎপর্য্য।

(৩) অনুষ্ঠিত হইলেই বিদ্যা হয় সার্থক, সেইহেতু উপাসনানুষ্ঠান যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠতা ও সম্বর্গতারূপ গুণবিশিষ্ট উপাসনাবোধক বাক্যসকল প্রধান। অপর পক্ষে "যঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদাভিপ্রায়েণাপি উপপদ্যমানস্য পূর্ব্বোদিতধ্যেয়ভেদনিরাকরণসামর্থ্যাভাবাৎ।২০ "সঃ যথা এষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণঃ, এবম্ এতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ" (বৃঃ ১।৫।২২), ইতি চ উপমানোপমেয়করণাৎ।২১ এতেন ব্রতোপদেশঃ ব্যাখ্যাতঃ।২২ "একম্ এব ব্রতম্"(বৃঃ ১।৫।২৩), ইতি চ এবকারঃ বাগাদিব্রতনিবর্ত্তনেন প্রাণব্রতপ্রতিপত্ত্যর্থঃ, ভগ্নব্রতানি হি বাগাদীনি উক্তানি, "তানি মৃত্যুঃ শ্রমঃ ভূত্বা উপযেমে" (বৃঃ ১।৫।২১) ইতি শ্রুতেঃ।২৩ ন বায়ুব্রত-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অভিন্নতাবাক্যের উপাসনৈক্য প্রতিপাদনে অসামর্থ্য ও উপমান-উপমেয়ভাববশতঃ উপাসনার বিভিন্নতা।]

আর শ্লোকের যে উল্লেখ (১০ বাক্য), যাহা [বায়ু ও প্রাণ] তত্ত্বের অভিন্নতা প্রতিপাদনের অভিপ্রায়েও উপপন্ন হয়, [অনুষ্ঠান প্রতিপাদক না হওয়ায় অপ্রধান হয় বলিয়া] পূর্ব্বে (—উপক্রমে) বর্ণিত ধ্যেয়ের বিভিন্নতা নিরাকরণে তাহার সামর্থ্য না থাকায় 'ধ্যানের বিভিন্নতা সঙ্গত'।২০ আবার "এই ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে মধ্যম (—দেহমধ্যস্থ, মুখ্য-] প্রাণ যেপ্রকার, এই [অগ্নি প্রভৃতি] দেবতাগণের মধ্যে বায়ু (—সূত্রাত্মা) সেই প্রকার" এইপ্রকারে উপমান-উপমেয়ভাব করা হইয়াছে বলিয়াও [সেই লিঙ্গপ্রমাণবলে] 'ধ্যানের বিভিন্নতা সঙ্গত'। [কারণ উপমান ও উপমেয় বিভিন্ন পদার্থ]।২১ ইহার দ্বারাই (— এইপ্রকার উপমান-উপমেয়ভাব প্রদর্শন এবং বায়ু ও প্রাণতত্ত্বের অভিন্নতা প্রতিপাদনদ্বারাই, "একম্ এব ব্রতং চরেৎ", এই] ব্রতোপদেশও ব্যাখ্যাত হইল (—বিভিন্নরূপে প্রতিভাত বায়ু ও প্রাণতত্ত্বের অভিন্নতাপ্রতিপাদক হওয়ায় তাহাও উপাসনার প্রয়োগৈক্য প্রতিপাদন করিতে পারিল না)।২২

[সিঃ—"একম্ এব ব্রতং চরেৎ" (বৃঃ ১।৫।২৩), এই শ্রুতির বায়ুব্রতরূপ তাৎপর্য্যবর্ণন।]

[কিন্তু "একম্ এব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাৎ", অত্রস্থ এবকারশ্রুতিবলে বায়ুব্রত নিবৃত্ত হওয়ায় একমাত্র প্রাণব্রতই অনুষ্ঠেয়, সুতরাং প্রয়োগৈক্যই প্রতিভাত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "একটী মাত্র ব্রত" [অত্রস্থ] এই 'এব'কারটী বাগাদিব্রতের নিরাকরণদ্বারা প্রাণব্রতকে বুঝিবার জন্য 'প্রযুক্ত হইয়াছে', যেহেতু "মৃত্যু

ভাবদীপিকা

প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ" (বৃঃ ৩।১।৫), ইত্যাদি বাক্যসকল কোনপ্রকার অনুষ্ঠান প্রতিপাদন না করিয়া বায়ু ও প্রাণতত্ত্বের অভিন্নতামাত্র সমর্পণ করে, সেইহেতু তাহারা অপ্রধান। সেই অপ্রধান বাক্যসকল প্রধানবাক্যসকলকে বাধিত করিয়া প্রয়োগৈক্য প্রতিপাদন করিতে পারে না। আর যদি কথঞ্চিৎ তাহা অঙ্গীকারও করা হয়, তাহা হইলে বায়ু ও প্রাণতত্ত্বের অভিন্নতা ও উপাসনাপ্রয়োগের একত্ব, এই উভয় প্রতিপাদিত হওয়ায় বাক্যভেদ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব। কিন্তু "যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ" (বৃঃ ১।৫।২৩), "মহাত্মনঃ চতুরো দেবঃ" (ছাঃ ৪।৩।৬), ইত্যাদি উপসংহার শ্লোকে বায়ু ও প্রাণের ঐক্য সমর্পিত হওয়ায় উপক্রমে বর্ণিত উপাসনার ঐক্য হওয়াই উচিত। উত্তরে বলিতেছেন—শ্লোক—'আর শ্লোকের' ইত্যাদি (২০ বাক্য) /

শাঙ্করভাষ্যম্

নিবৃত্ত্যর্থঃ, "অথাতো ব্রতমীমাংসা" (বৃ. ১।৫।২১) ইতি উপক্রম্য তুল্যবদ্বাযু-প্রাণয়োঃ অভগ্নব্রতত্বস্য নির্দ্ধারিতত্বাৎ।২৪ "একম্ এব ব্রতং চরেৎ" (বৃ. ১।৫।২৩), ইতি চ উক্ত্বা "তেন উ এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি" (বৃ. ১।৫।২৩) ইতি বায়ুপ্রাপ্তিং ফলং ব্রুবন্ বায়ুব্রতম্ অনিবর্ত্তিতং দর্শয়তি।২৫ 'দেবতা' ইত্যত্র বায়ুঃ স্যাৎ, অপরিচ্ছিন্নাত্মকত্বস্য প্রেপ্সিতত্বাৎ।২৬ পুরস্তাৎ প্রয়োগাচ্চ "সা এষা অনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" (বৃ. ১।৫।২২) ইতি।২৭ তথা

ভাষ্যানুবাদ

শ্রমরূপ হইয়া তাহাদিগকে আয়ত্ত করিলেন (—স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিচ্যুত করিলেন"), এই শ্রুতি থাকায় বাক্ প্রভৃতি ভগ্নব্রত, ইহা কথিত হইয়াছে।২৩ [উক্ত 'এব'কারটা] বায়ুব্রতনিবৃত্তির জন্য নহে, কারণ "অতঃপর ব্রতের মীমাংসা (—বিচার) করা হইতেছে", এইপ্রকারে উপক্রম করিয়া বায়ু ও প্রাণ সমানভাবেই অভগ্নব্রত (বৃঃ ১।৫।২২), ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [অতএব 'এব'কার বায়ুব্রত নিবৃত্তির জন্য নহে।২৪ এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার "একটীমাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে", ইহা বলিয়া "তাহার (—সেই ব্রতের) দ্বারা এই দেবতার সাযুজ্য (—একত্ব, সমানভোগ, সমানদেহতা, সমানগুণযুক্ততা; ও উপাসনার তারতম্যবশতঃ] সমানলোকতাও জয় করেন', এইপ্রকারে বায়ুপ্রাপ্তিরূপ ফলের কথা বর্ণনাকারী [বেদ] অনিবর্ত্তিত বায়ুব্রতকে প্রদর্শন করিতেছেন।২৫ [কিন্তু উক্ত বাক্যে দেবতার সাযুজ্যাদি প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে, বায়ুর নহে। উত্তর—] 'দেবতা' এই স্থলে বায়ুই (—সূত্রাত্মাই) হইবেন, যেহেতু অপরিচ্ছিন্নস্বরূপতার প্রাপ্তি ইচ্ছা করা হইয়াছে (৪)।২৬ আর পূর্ব্বে (—উপক্রমে) "সেই এই অনস্তমিত দেবতা, যিনি বায়ু", এইপ্রকার প্রয়োগ থাকায় উপসংহারেও দেবতাশব্দে বায়ু গ্রহণীয়'।২৭ [অতএব "একম্ এব ব্রতম্" এই স্থলে 'বায়ুব্রতকেই' গ্রহণ করিতে হইবে]।

ভাবদীপিকা

(৪) ভাব এই—"এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাম্" (বৃঃ ১।৫।২৩), এই স্থলে দেবতা শব্দে মুখ্যপ্রাণ গ্রহণীয় নহে; কারণ তাহার সহিত সমানলোকতা (—একই লোকে অবস্থিতি) প্রাণিমাত্রেরই সিদ্ধ আছে, যেহেতু দেহরূপ লোকে মুখ্যপ্রাণ ও প্রাণী উভয়েই অবস্থিত। আর প্রাণসাযুজ্যশব্দের অর্থ—প্রাণের সহিত একাত্মতা, অর্থাৎ তাহাতে 'অহম্' অভিমান। তাহাও প্রাণিমাত্রের নিত্যসিদ্ধ, কারণ মুখ্যপ্রাণ লিঙ্গশরীরান্তর্গত, আর জীব সেই লিঙ্গশরীরে অহম্-অভিমানযুক্ত। সুতরাং যাহা জীবের নিত্যপ্রাপ্তই আছে, তদ্বোধনে অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে পারে না। আর এক কথা, মুখ্যপ্রাণ পরিচ্ছিন্ন; অগ্নি প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন দেবগণের গ্রাসকারী বায়ু (—সূত্রাত্মা) কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্নতাপ্রাপ্তি কাহারও অভীষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন সূত্রাত্মরূপ যে বায়ু, তৎপ্রাপ্তিই এখানে বিবক্ষিত। এই সূত্রাত্মা বায়ু, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ মুখ্যপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আধিদৈবিক স্বরূপ; সেইহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

"তৌ বৈ এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুঃ এব দেবেষু, প্রাণঃ প্রাণেষু (ছাঃ ৪।৩।৪), ইতি ভেদেন ব্যপদিশতি। "তে বৈ এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তঃ তৎ কৃতম্" (ছাঃ ৪।৩।৮), ইতি চ ভেদেন এব উপসংহরতি ।২৯ তস্মাৎ পৃথগেব উপগমনম্ ।৩০ প্রদানবৎ ।৩১ যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশম্ একাদশকপালম্, ইন্দ্রায় অধিরাজায়, ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" (তৈঃ সং ২।৩।৬), ইতি অস্যাং ত্রিপুরোডাশিন্যাম্ ইষ্টৌ "সর্ব্বেষাম্ অভিগময়ন্ অবদ্যতি অচ্ছংবট্-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"পৃথগুপদেশাৎ" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যাদ্বারা উপাসনার প্রয়োগভেদ প্রতিপাদন।]

[পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"বায়ু ও প্রাণের পৃথগ্‌ভাগে উপদেশ হওয়ায় পৃথগ্‌ভাবে উপাসনা করিতে হইবে" (১৪-১৬ বাক্য), সেই পৃথক্ উপদেশকে বিবৃত করিতেছেন] এইপ্রকারে "সেই এই দুইটীই সম্বর্গ, দেবগণের মধ্যে বায়ু ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মুখ্য প্রাণ", এইপ্রকারে [শ্রুতি উপক্রমে] বিভিন্নভাবে [বায়ু ও প্রাণের] উল্লেখ করিতেছেন। [এই বাক্যপ্রমাণবলে ধ্যানের প্রয়োগভেদই অঙ্গীকার করিতে হইবে]।২৮ আবার "সেই এই [প্রাণাদি হইতে] ভিন্ন [বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য চন্দ্র ও জল (ছাঃ ৪।৩।১-২) এই] পাঁচটী এবং [বায়ু প্রভৃতি হইতে] ভিন্ন [প্রাণ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র ও মন, (ছাঃ ৪।৩।৩) এই] পাঁচটী [মিলিত হইয়া] দশ হইয়া কৃতত্ব (১।৩৬৭ পৃঃ) প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকারে [শ্রুতি বায়ু ও প্রাণকে] ভিন্নভাবেই উপসংহার করিতেছেন।২৯ সেইহেতু (—উপক্রম ও উপসংহারে বায়ু ও প্রাণ পৃথগ্‌ভাবেই উপদিষ্ট হওয়ায়, তাহাদের] উপাসনা পৃথগ্‌ভাবেই হইবে।৩০

[সিঃ—দেবতা এক হইলেও গুণভেদে দেবতাভেদবশতঃ যাগভেদের ন্যায় তত্ত্বং বিদ্যা এক হইলেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে প্রয়োগভেদ।]

[সৌত্র দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "আহুতি প্রক্ষেপের ন্যায়"।৩১ যেমন "রাজা (—ভূর্লোকের অধিপতি) ইন্দ্রের জন্য একাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ, অধিরাজ (—অন্তরিক্ষাধিপতি) ইন্দ্রের জন্য এবং স্বরাট্ (—স্বর্গলোকাধিপতি) ইন্দ্রের জন্য", ইত্যাদি এই তিনটী পুরোডাশযুক্ত ইষ্টিতে "সকলকে (—তত্তৎ গুণযুক্ত সকল ইন্দ্রদেবতাকে) অভিগমন করাইয়া (— যাহাতে সকলে প্রাপ্ত হন, এইভাবে) 'অচ্ছংবট্‌কারকে' (—বষট্‌কার নামক শুদ্ধ দেবভাগকে (৫)) অবদান

ভাবদীপিকা

এখানে তত্ত্বের অভিন্নতা দৃষ্টিতে বায়ুব্রতরূপ একটী ব্রতের কথা বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। আর মাত্র প্রকরণপর্য্যালোচনা করিয়াই যে দেবতাশব্দে বায়ুকে গ্রহণ করা হইতেছে, তাহা নহে। সাক্ষাৎ শ্রুতিও তাহাই বলেন, ইহা বলিতেছেন—**পুরস্তাৎ**—'আর পূর্ব্বে ইত্যাদি (২৭ বাক্য)।

(৫) অচ্ছং শব্দের অর্থ—'শুদ্ধ', বট্‌কারশব্দের অর্থ—'ভাগ' (প্রকটার্থ)। ইহার ফলিতার্থ—

শাঙ্করভাষ্যম্

কারম্" (ঐ), ইতি অতঃ বচনাৎ ইন্দ্রাভেদাৎ চ সহপ্রদানাশঙ্কায়াম্ যাজ্যাদিগুণভেদাৎ যাজ্যানুবাক্যাব্যত্যাসবিধানাৎ চ যথান্যাসম্ এব দেবতাপৃথক্ত্বাৎ প্রদানপৃথক্ত্বং ভবতি ।৩২ এবং তত্ত্বাভে-

ভাষ্যানুবাদ

[৪৭৮ পৃঃ]

(১৭২ পৃঃ) করিবে", ইত্যাদি এই বচনবশতঃ এবং ইন্দ্রদেবতা অভিন্ন হওয়ায় সহপ্রদানের (—পুরোডাশাংশত্রয়ের যুগপৎ আহুতিপ্রদানের) আশঙ্কা হইলে, [সিদ্ধান্তী বলেন—] যাজ্যাদি গুণসকলের বিভিন্নতা থাকায়, যাজ্যা ও অনুবাক্যার (৬) ব্যত্যাসের (—পরিবর্তনের) বিধান থাকায় (৭) এবং যথান্যাসভাবেই (-শ্রুতিতে পঠিত ক্রমেই, তত্তৎ গুণবিশিষ্ট] দেবতা পৃথক্ হওয়ায় আহুতি প্রদানের পৃথক্ত্ব হইবে ।৩২ এইপ্রকারে (—ইন্দ্রদেবতা অভিন্ন হইলেও তত্তৎ

ভাবদীপিকা

'বষট্কার নামক শুদ্ধ দেবভাগ' (রত্নপ্রভা)। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য বলেন—'ছম্বট্কার' শব্দের অর্থ—ব্যর্থতা। একটীও পুরোডাশ যাহাতে ব্যর্থ না হয়, ইহাই 'অচ্ছংবট্কার'। এই যজ্ঞে পুরোডাশত্রয় একই একাদশকপালে পর পর নিষ্পাদিত হয়। কিন্তু কোন্ পুরোডাশটী কোন্ ইন্দ্রদেবতার জন্য, তাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তিনটী পুরোডাশ হইতেই পৃথক্ পৃথগ্ভাবে তিন দেবতার জন্য তিনবার অবদান করিতে হইবে। সিদ্ধান্তী বলেন—এইভাবে তিনটী পুরোডাশ হইতেই অবদান হইলে অবশিষ্ট পুরোডাশাংশ ভুক্তাবশিষ্ট, সুতরাং অপবিত্র ও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে। সুতরাং "সর্ব্বেষাম্ অভিগময়ন্ অবদ্যতি (তৈঃ সং ২।৩।৬) এই শ্রুতিবচন এবং "বচনাৎ সর্ব্বেষাং সহাবদীয়তে" (সঙ্কর্ষকাণ্ড *) এই সূত্র থাকায় পুরোডাশত্রয়কে উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া তাহাদের দক্ষিণপার্শ্ব, বামপার্শ্ব ও মধ্যভাগ হইতে তিনবার অবদান যুগপৎ করিতে হইবে। এক্ষণে সংশয় হয়—আহুতি যুগপৎ প্রদত্ত হইবে, অথবা ক্রমশঃ? পূর্ব্ববাদী বলেন—"তেষাম্ অপৃথক্ প্রদানম্ অবদানৈকত্বাৎ" (সঙ্কর্ষকাণ্ড)—'অবদান যুগপৎ হওয়ায় আহুতিও যুগপৎ হইবে, অর্থাৎ সমস্ত পুরোডাশখণ্ডগুলি সেই সেই ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে অগ্নিতে আহুত হইবে। সিদ্ধান্তী বলেন -"নানা বা দেবতা পৃথক্ত্ববিজ্ঞানাৎ" (ঐ)—

* সঙ্কর্ষকাণ্ড—ইহার অপর নাম দেবতাকাণ্ড। ইহা মহর্ষি জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের পরিশিষ্ট। আচার্য্য বেদান্তমহাদেশিক বলেন—ইহা আচার্য্য কাশকৃৎস্ন রচিত। আনন্দগিরি বলেন—কর্ম্মকাণ্ডস্থ অবশিষ্ট কর্ম্ম ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ৩.৩।৪৩ সূত্রের 'পরিমল' দৃষ্টে প্রতিভাত হয়—ইহাতে বহুলভাবে দেবতাবিষয়ক বিচারও আছে। ভবস্বামী নামক কোন আচার্য্যের ভাষ্য ইহাতে আছে, ইহা আচার্য্য সায়ণকৃত তৈঃ সং ২।৩।৬ ভাষ্য ও অত্রস্থ পরিমলগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্যকার পূজ্যপাদ শবরস্বামীও ইহার উপর ভাষ্যপ্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা প্রচলিত সঙ্কর্ষকাণ্ডের ১৬।৩।১, ১৪।৪।৩ ইত্যাদি সূত্রের ভাস্করভট্টপ্রণীত ভাট্টচন্দ্রিকা টীকাতে এবং জৈঃ সূঃ ১০।৪।৩২, ১২।২।১১ ইত্যাদি সূত্রের শাবরভাষ্য হইতে অবগত হওয়া যায়। [ভাষ্যকার শবর স্বামী ও ভবস্বামী অভিন্ন ব্যক্তি কি না, চিন্তনীয়]। সঙ্কর্ষকাণ্ডের কোন ভাষ্যই কিন্তু এখনও উপলব্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থ ৪টী অধ্যায় ও ১৬টী পাদে সম্পূর্ণ।

ভাবদীপিকা

তত্তৎ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেবতা বিভিন্নরূপে বিজ্ঞাত হওয়ায় এবং ক্রমশঃ আহুতি প্রদত্ত হইলে শ্রুতিতে যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যার ব্যত্যাসবিধানও (তৈঃ সং ২।৩।৬) সার্থক হওয়ায় তত্তৎ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবেই আহুতিত্রয় প্রদত্ত হইবে। [বিস্তৃত পরিমল ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণে দ্রঃ]। ইহাই সমগ্র ৩২ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যের তাৎপর্য্য।

(৬) **যাজ্যা ও অনুবাক্যা**—যে ঋগ্‌মন্ত্রসকলের [ইহা কদাচিৎ যজুঃ-মন্ত্রও হইয়া থাকে] আদিতে "আগূঃ" ও অন্তে "বষট্‌কার" থাকে এবং অধ্বর্য্যু-কর্তৃক 'যজ' এইপ্রকারে 'প্রৈষ' উচ্চারিত হইলে যাহারা হোতা-কর্তৃক পঠিত হয়, তাহাদিগকে বলে—**যাজ্যা**। যাজ্যামন্ত্রের পূর্ব্বে "যে যজামহে" এই যে মন্ত্রাংশ পঠিত হয়, তাহাকে বলে—**আগূঃ**। উহার শেষে যে "বৌষট্" এই পদ উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলে—**বষট্‌কার**। **অনুবাক্যা**—ইহার অপর নাম 'পুরোনুবাক্যা'। অধ্বর্য্যু-কর্তৃক 'অনুব্রূহি' এইপ্রকার 'প্রৈষ' উচ্চারিত হইলে যে ঋগ্‌মন্ত্র দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য হোতা-কর্তৃক পঠিত হয়, তাহাকে বলে—অনুবাক্যা।

[যাজ্যা ও অনুবাক্যার প্রয়োগ এবং যাগ ও হোমের প্রভেদ।]

যজ্ঞকালে কিপ্রকারে যাজ্যাদির প্রয়োগ হয়, তাহা প্রসঙ্গতঃ বর্ণিত হইতেছে, যেহেতু ব্যাপারটী প্রায় অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। অধ্বর্য্যু আহুতিপ্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নীৎ (আগ্নীধ্র) নামক ঋত্বিক্‌কে বলেন—"ওম্ আশ্রাবয়"—'দেবগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাও'। 'স্ফ্য' নামক কাষ্ঠনির্ম্মিত তরবারিহস্তে দণ্ডায়মান 'অগ্নীৎ বলেন—"অস্তু শ্রৌষট্"—'হাঁ দেবগণ শুনিতেছেন'। অতঃপর অধ্বর্য্যু হোতাকে **প্রৈষ** (—আদেশ) করেন—"ওম্ অমুক-দেবায় অনুব্রূহি"—'অমুক দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য আহ্বান কর'। ইহা শ্রবণ করিয়া হোতা অনুবাক্যা মন্ত্র পাঠ করেন। অতঃপর অধ্বর্য্যু আদেশ করেন—"ওঁ যজ"। তাহা শ্রবণ করিয়া হোতা যে দেবতাকে আহুতি প্রদত্ত হইবে, তাঁহার নামোল্লেখ সহ 'আগূঃ' যোগ করিয়া যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন, যথা—'যে যজামহে ইন্দ্রং দেবম্'; তদনন্তর সেই স্থলে বিহিত যাজ্যামন্ত্রটী পাঠ করেন। তাহার পর পুনঃ সেই দেবতার নামোল্লেখ করিয়া 'বৌষট্' এই পদটী পাঠ করেন, যথা—"ইন্দ্রায় দেবায় অগ্নে বীহি বৌষট্"—'হে অগ্নি, ইহা ইন্দ্রদেবের জন্য বহন করুন'। হোতা-কর্তৃক 'বৌষট্' উচ্চারিত হইবার সমকালেই অধ্বর্য্যু হবনীয় পুরো-ডাশাদি দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন; ইহাকে বলে—**হোম**। ঠিক্ এই সময়েই যজমান বলিয়া উঠেন—"ইদম্ ইন্দ্রায় [অথবা অমুকদেবায়] ন মম"। ইহাই ত্যাগমন্ত্র, ইহাকেই বলে—**যাগ** (পূঃ মীঃ ৪।২।১২-১৩ অধিঃ দ্রঃ)। ইহাই হোম ও যাগশব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ। বর্ত্তমানকালে ভাষাগ্রন্থসকলে যাগ ও যজ্ঞশব্দ প্রায় পর্য্যায়শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইতেছে, যথা—'দর্শপূর্ণমাসযাগ' 'দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞ', ইত্যাদি। আশ্রাবণাদি বষট্‌কারান্ত ব্যতিরেকে অধ্বর্য্যু স্বয়ং উপাংশুস্বরে (—নিজেরমাত্র শ্রবণযোগ্যস্বরে) স্বাহান্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যে আহুতিপ্রদান করেন, [যেমন আজকাল দেবার্চ্চনাতে পরিদৃষ্ট হয়], তাহাকে বলে—**দার্বিহোম**। (শাস্ত্র-দীপিকা ৮।৪।১ অধিঃ সোমনাথী, তৈঃ সং ৩।৪।১০ সায়ণভাষ্য, পূঃ মীঃ ৮।৪।১১ সূঃ ভাষ্য দ্রঃ)।

(৭) প্রস্তাবিত ত্রিপুরোডাশিনী ইষ্টিতে যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা মন্ত্রের ব্যত্যাসের (—পরি-বর্ত্তনের) হেতু—এই ইষ্টিতে তত্তৎ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেবতাত্রয়ের জন্য তিনটী হোম বিহিত। তাহাতে যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যারূপে পাঠের জন্য ছয়টী মন্ত্র আবশ্যক। শ্রুতিতে কিন্তু "প্রাচ্যাং

[৪৭৬ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

দেহপি আধ্যেয়াংশপৃথক্ত্বাৎ আধ্যানপৃথক্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। ৩৩ তদুক্তং সঙ্কর্ষে—"নানা বা দেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাৎ" * (সঙ্কর্ষকাণ্ড ১৪।২।১৪-১৫) ইতি। ৩৪ তত্র তু দ্রব্যদেবতাভেদাৎ যাগভেদঃ বিদ্যতে। ৩৫ নৈবম্ ইহ বিদ্যাভেদঃ অস্তি, উপক্রমোপসংহারাভ্যাম্ অধ্যাত্মাধিদৈবোপদেশেষু একবিদ্যাবিধানপ্রতীতেঃ। ৩৬

ভাষ্যানুবাদ

গুণবিশিষ্টরূপে তাঁহাদের পৃথক্ ধ্যানের ন্যায়, প্রাণ ও বায়ু] তত্ত্ব অভিন্ন হইলেও [অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে] ধ্যানযোগ্য অংশ পৃথক্ হওয়ায় ধ্যানের পৃথক্ত্ব হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৩ সঙ্কর্ষকাণ্ডে "দেবতা বিভিন্ন, যেহেতু [রাজা ও অগ্নি প্রভৃতি গুণযুক্তরূপে] পৃথগ্‌ভাবেই জ্ঞান হইয়া থাকে", এইপ্রকারে তাহা কথিত হইয়াছে। ৩৪ [কিন্তু তাহা হইলে দৃষ্টান্তে দেবতার বিভিন্নতাবশতঃ কর্ম্মের বিভিন্নতার ন্যায় প্রস্তাবিত স্থলেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা ও সম্বর্গবিদ্যা বিভিন্ন হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই স্থলে কিন্তু দ্রব্য ও দেবতার বিভিন্নতাবশতঃ যাগের বিভিন্নতা হইতেছে। ৩৫ বিদ্যার এইপ্রকার বিভিন্নতা এখানে নাই, যেহেতু [উক্ত উভয় বিদ্যাতেই] উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারা অধ্যাত্ম ও অধিদৈব উপদেশসকলে [সেই সেই] একটী বিদ্যার বিধান (৮) প্রতীত হইতেছে। ৩৬

ভাবদীপিকা

দিশি ত্বম্ ইন্দ্রোঽসি রাজা", ইত্যাদিপ্রকারে তিনটী মাত্র মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। সেইহেতু শ্রুতিই বলিয়াছেন—"ব্যত্যাসমন্বাহ অনির্দ্দাহায়" (তৈঃ সং ২।৩।৬)—'হবনীয় দ্রব্য যাহাতে নষ্ট হইয়া না যায়, সেইহেতু ব্যত্যাসদ্বারা যাজ্যানুবাক্যা পাঠ করিবে'। সেই ব্যত্যাস এইপ্রকার—প্রথম হোমে প্রথমে পঠিত মন্ত্রটী হইবে 'অনুবাক্যা', মধ্যস্থলবর্ত্তী হইবে 'যাজ্যা'। দ্বিতীয় হোমে—মধ্যস্থ মন্ত্রটী হইবে 'অনুবাক্যা' এবং তৃতীয় মন্ত্রটী হইবে 'যাজ্যা'। তৃতীয় হোমে—তৃতীয় মন্ত্রটী হইবে 'অনুবাক্যা' এবং প্রথমে পঠিত মন্ত্রটী হইবে 'যাজ্যা'। এইপ্রকারে সকল মন্ত্রগুলিই যাজ্যা ও অনুবাক্যা হইয়া থাকে। [ইহা সঙ্কর্ষকাণ্ডের "অন্যার্থপ্রদর্শনাচ্চ" এই সূত্রের ভবস্বামিভাষ্যানুসারে পূজ্যপাদ পরিমলকারের এবং তৈঃ সং ২।৩।৬ এর ভাষ্যে পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা]।

(৮) ভাব এই—যে স্থলে উৎপত্তিবাক্যেই দেবতা ও দ্রব্য বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়, সেই স্থলে কর্ম্ম বিভিন্ন হইয়া থাকে, যেমন ত্রিপুরোডাশিনী ইষ্টিতে এবং "বৈশ্বদেবী আমিক্ষা" (১২২১ পৃঃ) ইত্যাদি স্থলে হইয়াছে। কিন্তু যে স্থলে উৎপত্তিবাক্যেই কর্ম্মের একত্ব প্রতীত হয়, সেই স্থলে দেবতাদির বিভিন্নতা থাকিলেও কর্ম্মভেদ হয় না, যেমন অগ্নিহোত্র যজ্ঞে হইয়াছে (২ ভাবদীঃ)। প্রস্তাবিত প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যাতে উপক্রমে "অথাতো ব্রতমীমাংসা" (বৃঃ ১।৫।২১) এইপ্রকারে, আর উপসংহারে "একম্ এব ব্রতং চরেৎ" (বৃঃ ১।৫।২৩), এইপ্রকারে একবচনের প্রয়োগদ্বারা ব্রতৈক্য প্রতীত হওয়ায় এবং "যঃ এবং বেদ" (বৃঃ ১।৫।২১), এই উৎপত্তিবাক্যে 'এবং' শব্দের দ্বারা সমর্পিত বাগাদির প্রাণাত্মতারূপ বিদ্যার একত্ব প্রতীত

* 'পৃথক্ত্ববিজ্ঞানাৎ' ইতি পাঠঃ ব্রহ্মবিদ্যাভরণে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদ্যৈক্যেঽপি তু অধ্যাত্মাধিদৈবভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদঃ ভবতি অগ্নিহোত্রে ইব সায়ংপ্রাতঃকালভেদাৎ ইতি এতাবৎ অভিপ্রেত্য 'প্রদানবৎ' ইতি উক্তম্ ।৩৭॥৩।৩।৪৩॥ ইতি অষ্টাবিংশং প্রদানাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

বিদ্যা এক হইলেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবরূপে বিভিন্ন হওয়ায় প্রবৃত্তির (—ধ্যানপ্রয়োগের) বিভিন্নতা হইতেছে, যেমন সায়ংকাল ও প্রাতঃকালভেদে অগ্নিহোত্রে 'প্রবৃত্তির বিভিন্নতা হইয়া থাকে' (২ ভাবদীঃ); ইত্যাদি এইপ্রকার অভিপ্রায় করিয়া "প্রদানবৎ", ইহা বলা হইয়াছে (—ইন্দ্রদেবতা এক হইলেও গুণভেদে তাঁহার ও তৎসম্বন্ধী হোমের বিভিন্নতার ন্যায় এখানেও বিদ্যা এক হইলেও অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে প্রয়োগের বিভিন্নতা হইবে, এই অংশে দৃষ্টান্তের সমতা বুঝিতে হইবে) ।৩৭॥৩।৩।৪৩॥ প্রদানাধিকরণ সমাপ্ত

২৯। লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্। [৪৪-৫২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—মনশ্চিদাদি অগ্নিবিদ্যার (অগ্নিচয়নবিদ্যার) কর্ম্মনিরপেক্ষতা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যাতে ও সম্বর্গবিদ্যাতে প্রয়োগভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে; প্রস্তাবিত অধিকরণে বিচারিত মনশ্চিদাদি অগ্নিবিদ্যাতে কিন্তু প্রকরণপ্রমাণবলে কর্ম্মাঙ্গরূপে একই প্রয়োগে তাহার বিনিয়োগ সম্ভব হওয়ায় সেইপ্রকার প্রয়োগভেদ হইবে না। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কর্ম্মশেষাঃ স্বতন্ত্রা বা মনশ্চিৎপ্রমুখাগ্নয়ঃ।
কর্ম্মশেষাঃ প্রকরণাল্লিঙ্গং ত্বন্যার্থদর্শনম্॥
উন্নেয়বিধিগাল্লিঙ্গাদেব শ্রুত্যা চ বাক্যতঃ।
বাধ্যং প্রকরণং তস্মাৎ স্বতন্ত্রং বহ্নিচিন্তনম্॥

ভাবদীপিকা

হওয়ায় মধ্যে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবরূপে প্রয়োগভেদ হইলেও বিদ্যার একত্বই নির্ণীত হয়। **সম্বর্গ**বিদ্যাতে—উপক্রমে "যঃ তৎ বেদ যৎ সঃ বেদ" (ছাঃ ৪।১।৪) এইপ্রকারে, আর উপসংহারে "দশ সন্তঃ তৎ কৃতম্" (ছাঃ ৪।৩।৮), এইপ্রকারে বিদ্যার সমর্পক 'তৎ' ও 'যৎ' এই সর্ব্বনামপদে একবচনের প্রয়োগবলে বিদ্যার একত্ব প্রতীত হওয়ায় এবং "অন্নাদো ভবতি যঃ এবং বেদ" (ছাঃ ৪।৩।৮), এই উৎপত্তিবাক্যে সম্বর্গগুণবিশিষ্ট বায়ু ও প্রাণের আত্মরূপতারূপ বিদ্যার একত্ব প্রতিভাত হওয়ায় মধ্যে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবরূপে প্রয়োগভেদ হইলেও বিদ্যার একত্বই নির্ণীত হয়। আচ্ছা, তাহা হইলে 'প্রদানবৎ' এই দৃষ্টান্তের সমতা কিপ্রকারে হইল ? তাহা বলিতেছেন—**বিদ্যৈক্যে**—'বিদ্যা এক হইলেও', ইত্যাদি (৩৭ বাক্য)।

অন্বয়—মনশ্চিৎপ্রমুখাগ্নয়ঃ কর্মশেষাঃ স্বতন্ত্রাঃ বা? প্রকরণাৎ কর্মশেষাঃ, লিঙ্গং তু অন্যার্থদর্শনম্। উন্নেয়-বিধিত্বাৎ লিঙ্গাৎ, শ্রুত্যা বাক্যতঃ চ প্রকরণং বাধ্যম্ এব; তস্মাৎ বহিশ্চিন্তনং স্বতন্ত্রম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বাজসনেয়িনাম্ অগ্নিরহস্যে মনসাগ্ন্যুপাসনব্রাহ্মণে শ্রূয়তে—"তৎ ষট্‌ত্রিংশতং সহস্রাণি অপশ্যৎ আত্মনঃ অগ্নীন্ অর্কান্ মনোময়ান্ মনশ্চিতঃ" (শত: ব্রা: ১০।৫।৩।৩) ইতি। তথৈব "বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতঃ চক্ষুশ্চিতঃ" (ঐ ১০।৫।৩।৪-৬), ইত্যাদি পৃথক্‌সাম্পাদিকাগ্নয়ঃ অপি শ্রূয়ন্তে। তে সাম্পাদিকাগ্নয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। অগ্নিচয়নপ্রকরণে পঠিতত্বাৎ এতে ক্রত্বর্থতয়া প্রতিভান্তি, প্রাধান্যজ্ঞাপকলিঙ্গাদিপ্রমাণভূয়স্ত্বাৎ পুরুষার্থতয়া চ। এবং ক্রত্বর্থত্বপুরুষার্থত্ব-বিনিয়োজকপ্রমাণদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] মনশ্চিৎপ্রমুখাগ্নয়ঃ কর্মশেষাঃ, স্বতন্ত্রাঃ বা?

পূর্বপক্ষ—[অগ্নিচয়নপ্রকরণপঠিতত্বাৎ] প্রকরণাৎ [তে মনশ্চিদাদয়ঃ অগ্নয়ঃ] কর্ম-শেষাঃ [ভবন্তি। ননু "তান্ হ এতান্ এবংবিদে সর্বদা সর্বাণি ভূতানি চিন্বন্তি অপি স্বপতে" (শত: ব্রা: ১০।৫।৩।১২), ইতি বাক্যশেষে স্বপতঃ অপি উপাসকস্য অগ্নয়ঃ ন ছিন্নাঃ দৃশ্যন্তে; স্বকীয়মনোবাগাদিবৃত্ত্যুপরমেঽপি প্রবুদ্ধপুরুষমনোবাগাদিবৃত্তীনাং সর্বদা প্রবর্তমানত্বাৎ, অবি-শেষেণ পুরুষমনআদিবৃত্তীনাম্ অগ্নিত্বেন বর্ণনাৎ। অতঃ যাবজ্জীবম্ অগ্নীনাম্ অবিচ্ছেদেন নৈরন্তর্যাৎ প্রতীতেঃ বিদ্যান্তরত্বে তৎ লিঙ্গং ভবতি। কর্মশেষত্বে হি কর্মণঃ যাবজ্জীবং নৈর-ন্তর্যাভাবাৎ কর্মশেষাণাং মনশ্চিদাদীনাং কথং নৈরন্তর্যং স্যাৎ? তচ্চ লিঙ্গং প্রকরণাৎ বলীয়ঃ। তস্মাৎ তে স্বতন্ত্রবিদ্যাত্মকাঃ ইতি চেৎ? নায়ং দোষঃ, যতঃ অর্থবাদবাক্যগতং] লিঙ্গং তু অন্যার্থদর্শনং [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[ন তাবদত্র শাস্ত্রঃ বিধিঃ উপলভ্যতে, লিঙ্গাদেঃ অশ্রবণাৎ। কিং তর্হি? অর্থবাদসামর্থ্যাৎ বিধিঃ উন্নেয়ঃ। তথাচ— ফলপ্রতিপাদকস্তাবকবাক্যানাং রাত্রিসত্রন্যায়েন অধিকারসমর্পণপর্যবসানাৎ অশেষম্ অপি এতৎ ব্রাহ্মণং বিধিরূপং ভবিষ্যতি। অতঃ] উন্নেয়-বিধিত্বাৎ লিঙ্গাৎ, ["বিদ্যাচিতঃ এব" (শত: ব্রা: ১০।৫।৩।১২) ইতি] শ্রুত্যা, ["বিদ্যয়া হ এব এতে এবংবিদঃ চিতাঃ ভবন্তি" (ঐ), ইতি] বাক্যতঃ চ প্রকরণং বাধ্যম্ এব। তস্মাৎ [শ্রুতি-লিঙ্গবাক্যৈঃ প্রকরণং বাধিত্বা] বহিশ্চিন্তনং স্বতন্ত্রং বিদ্যাত্মকং ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণের অগ্নিরহস্যে মানসাগ্নি-উপাসনব্রাহ্মণে শ্রুত হই-তেছে—"তাহা (—সেই মনোরূপ কর্তা) অর্ক (—অর্চনীয়) মনোময় (—মনোরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন) ও মনশ্চিত (—মনোবৃত্তিসকলের দ্বারা সম্পাদিত) নিজের (—মনোসম্বন্ধী) ছত্রিশ হাজার (১) অগ্নিসকলকে দর্শন করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। সেইপ্রকারেই "বাগিন্দ্রিয়দ্বারা সম্পা-দিত, ঘ্রাণের দ্বারা সম্পাদিত, চক্ষুর দ্বারা সম্পাদিত", ইত্যাদি পৃথক্ সাম্পাদিক অগ্নিসকলও শ্রুত হইতেছে। সেই সম্পাদিত অগ্নিসকল এখানে বিষয়। অগ্নিচয়নের (২) প্রকরণে পঠিত হওয়ায় ইহারা ক্রত্বর্থরূপে (—যজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদকরূপে) প্রতিভাত হইতেছে এবং প্রাধান্যজ্ঞাপক (—স্বতন্ত্র বিদ্যার বোধক) লিঙ্গাদি প্রমাণসকলের আধিক্যবশতঃ পুরুষার্থরূপেও (—পুরুষের অভীষ্ট স্বতন্ত্র ফলসাধকরূপেও) প্রতিভাত হইতেছে। এইপ্রকারে ক্রত্বর্থতা ও পুরুষার্থতাতে বিনি-যোজক প্রমাণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয় হয়—] মনশ্চিত প্রমুখ অগ্নিসকল কর্মাঙ্গ, অথবা স্বতন্ত্র?

পূর্বপক্ষ—[অগ্নিচয়নপ্রকরণে পঠিত হওয়ায়] প্রকরণপ্রমাণবলে [সেই মনশ্চিত

প্রভৃতি অগ্নিসকল] হইতেছে কর্ম্মাঙ্গ (—ক্রত্বর্থ)। কিন্তু "এবংবিৎ পুরুষ (—উপাসক) নিদ্রিত হইলেও, তাঁহার জন্য সকল প্রাণী সর্ব্বদা চয়ন সম্পাদন করে", এই বাক্যশেষে সুষুপ্ত উপাসকের অগ্নিসকল ছিন্ন হয় না, দেখা যাইতেছে; যেহেতু [তাঁহার] নিজের মন ও বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির বৃত্তির উপরম হইলেও জাগ্রত পুরুষের মন ও বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতির বৃত্তিসকল সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হইতে থাকে; আর যেহেতু অবিশেষভাবে পুরুষমাত্রেরই মন ও বাগাদির বৃত্তিসকল অগ্নিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইহেতু যাবজ্জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিসকলের নৈরন্তর্য্য

ভাবদীপিকা [মনশ্চিত অগ্নির স্বরূপ]

(১) মনুষ্যের আয়ু একশত বৎসর ধরা হয়। প্রত্যেক বৎসরে অহোরাত্র সংখ্যা ৩৬০। এইরূপে মনুষ্যের আয়ু (৩৬০ × ১০০) ছত্রিশ হাজার অহোরাত্র। মনের বৃত্তিসকল প্রত্যেক অহোরাত্রে অসংখ্য, এক একটী অহোরাত্রে যতগুলি মনোবৃত্তির উদয় হয়, তাহাদের সমষ্টিকে বহু ইষ্টকদ্বারা সম্পাদিত একটী অগ্নিরূপে (—চয়নরূপে, ২ ভাবদীঃ) ধ্যানের কথা এখানে বলা হইতেছে। ["ইষ্টকাচিতাগ্নিদৃষ্টিঃ বিবক্ষিতা", ব্রহ্মবিদ্যাভরণ]। এইরূপে ছত্রিশ হাজার অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিসকল এই শ্রুতিতে ইষ্টকাচিত ছত্রিশ হাজার অগ্নিরূপে সম্পাদিত হইতেছে। এই অগ্নিসকল প্রত্যগাত্মরূপে ধ্যেয়, ইহা **বৈয়াসিক** ন্যায়মালাকারের ব্যাখ্যা। তাহাতে ইঁহার মতে—মনোবৃত্তিসকলে ইষ্টকাদৃষ্টি, সেই ইষ্টকাসকলের সমষ্টিতে অগ্নিদৃষ্টি এবং সেই অগ্নিসকলে প্রত্যগাত্মদৃষ্টি, এইরূপে তিনটী প্রতীকোপাসনা বিহিত হইতেছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাতে 'অগ্নিসকলে প্রত্যগাত্মদৃষ্টি', এই অংশের সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না [এই বিদ্যার স্বরূপবিষয়ে ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা শতপথব্রাহ্মণের সায়ণভাষ্য এবং শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীকৃত বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীকে অনুসরণ করিতেছি।]

(২) **অগ্নিচয়ন**—ইষ্টকা (—ইট) সকলের দ্বারা নির্ম্মিত আহবনীয় অগ্নির আধারভূত স্থণ্ডিলবিশেষকে বলে—**চয়ন**। আহবনীয় অগ্নির আধার হওয়ায় এই চয়নকে বলা হয় 'অগ্নিচয়ন'। ইহারই অপর নাম—**অগ্নি** ও **চিতিঃ**। ["ইষ্টকাভিঃ অগ্নিং চিনোতি", "অগ্নিং প্রোক্ষতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।১।১।১, সায়ণভাষ্য) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে চয়নের অপর নাম **অগ্নি**, ইহা অবগত হওয়া যায়]। সোমযজ্ঞের উত্তর বেদীকে বৃদ্ধি করিয়া ইষ্টকাসকলের দ্বারা এই 'চয়ন' নির্ম্মিত হয়। [ইষ্টকাসকলের বিশেষ পরিচয় ৩।৪।৩ অধিকরণে বিবৃত হইবে]। যজমানের ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়াদি সোমযজ্ঞে ইহা অনুষ্ঠিত হয়, নিয়মিতভাবে নহে। কিন্তু মহাব্রতসংজ্ঞক* ক্রৌত্রক্রতু সোমযজ্ঞে ইহা অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গ। সোমযজ্ঞের অঙ্গ হইলেও এই অগ্নিচয়ন নানাপ্রকার পশুযাগ ও ইষ্টিযাগরূপ অঙ্গযুক্ত একটী অঙ্গী কর্ম্ম। সম্বৎসর ব্যাপিয়া ইহার অঙ্গকলাপের অনুষ্ঠান হয়। সাধারণতঃ এই চয়নের আকার হয় বিস্তৃতপক্ষ বাজপক্ষীর আকারের ন্যায়। অঙ্গ ও অনুষ্ঠানের প্রকারভেদে ইহা নানাপ্রকার, যথা—'নাচিকেতাগ্নি (কঠ ১।১।১৬) 'সাবিত্রাগ্নি' বৈশ্বসৃজাগ্নি' চাতুর্হোত্রাগ্নি' 'আরুণকেতুকাগ্নি', ইত্যাদি। [বিস্তৃত কাঃ শ্রৌঃ ১৬-১৮ অধ্যায় এবং পূঃ মীঃ ২।৩।১০ অধিঃ দ্রঃ]।

*ঋগ্বেদভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বলেন—সম্বৎসরসাধ্য 'গবাময়ন' নামক সত্রযজ্ঞের যে উপান্ত্যদিবস (—শেষ দিবসের পূর্ব্ব দিবসে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম), তাহাকে বলে 'মহাব্রত'। ইহাতে 'অগ্নিচয়ন' 'মহাব্রতসাম' ও 'বৃহদুক্থ' নামক শস্ত্রের নিয়মিতভাবে প্রাপ্তি হয়। (শতঃ ব্রাঃ ১০।১।১।১, সায়ণভাষ্য দ্রঃ)

প্রতীত হওয়ায় বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যের (—কর্ম্মাঙ্গ না হওয়ার) প্রতি তাহা (—নৈরন্তর্য্য) লিঙ্গপ্রমাণ। তাহা কর্ম্মাঙ্গ হইলে, কর্ম্মসকলের যাবজ্জীবন নৈরন্তর্য্য না থাকায় কর্ম্মাঙ্গভূত মনশ্চিদাদি অগ্নিসকলের নৈরন্তর্য্য কিপ্রকারে হইবে? আর সেই লিঙ্গপ্রমাণ প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্। সেইহেতু তাহারা (—মনশ্চিদাদি অগ্নিসকল) স্বতন্ত্র বিদ্যাত্মক, এইপ্রকার যদি বলা হয়? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ইহা দোষ নহে; যেহেতু অর্থবাদবাক্যগত] লিঙ্গপ্রমাণ কিন্তু অন্যার্থদর্শন (৩)।

সিদ্ধান্ত—[বিধিলিঙ্ প্রভৃতি শ্রুত না হওয়ায় এখানে শাব্দ বিধি উপলব্ধ হইতেছে না। তবে কি উপলব্ধ হইতেছে? অর্থবাদের সামর্থ্যবলে বিধিকল্পনা করিতে হইবে। তাহা এইপ্রকার—রাত্রিসত্রন্যায়ে (৬৩৭ পৃ:) ফলপ্রতিপাদক স্তাবক বাক্যসকল অধিকার (—ফল) সমর্পণে পর্য্যবসিত হওয়ায় (—অর্থবাদবাক্য হইতেই এই বিদ্যার ফল কল্পনা করিতে হওয়ায়) এই সমগ্র ব্রাহ্মণই হইবে বিধিস্বরূপ। এইহেতু] উন্নেয় (—কল্পিত) বিধিবাক্যগত লিঙ্গপ্রমাণবলে, ["বিদ্যাচিতঃ এব", এই 'এব'কার] শ্রুতিপ্রমাণবলে এবং ["এই উপাসকগণের বিদ্যার দ্বারাই ইহারা (—অগ্নিসকল) চিত হইয়া থাকে", এই] বাক্যপ্রমাণবলে প্রকরণপ্রমাণ অবশ্যই বাধিত হইবে। সেইহেতু [শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্যের দ্বারা প্রকরণকে বাধিত করিয়া] বহ্নিচিত্ত্বন হইবে স্বতন্ত্র (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) বিদ্যাত্মক।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ভাবনাময় এই অগ্নিসকল সমুচ্চিতভাবে, অথবা বিকল্পে কর্ম্মাঙ্গ। সিদ্ধান্তে—ইহারা স্বতন্ত্র বিদ্যাত্মক ও পুরুষার্থসাধক।

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৩।৩।৪৪॥**

পদচ্ছেদ—লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ, তৎ, হি, বলীয়ঃ, তদ্, অপি।

সূত্রার্থ—[বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে "তৎ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রাণি অপশ্যৎ আত্মনঃ অগ্নীন্ অর্কান্ মনোময়ান্ মনশ্চিতঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩) ইতি; তথৈব চ 'বাক্‌চিতঃ' 'প্রাণচিতঃ' ইতি মনশ্চিদাদয়ঃ অগ্নয়ঃ শ্রূয়ন্তে। তত্র কিম্ এতে কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ, উত স্বতন্ত্রবিদ্যাত্মকাঃ ইতি সন্দেহে, 'কর্ম্মাঙ্গভূতাঃ' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—এতে স্বতন্ত্রবিদ্যাত্মকাঃ এব। কুতঃ?] **লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ**—"যৎ কিঞ্চ ইমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি, তেষাম্ এব সা কৃতিঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩), "তান্ চ এতান্ এবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্তি অপি স্বপতে" (ঐ ১০।৫।৩।১১), ইত্যাদি বহুতরজ্ঞাপকলিঙ্গানাং ভূয়সাং দর্শনাৎ। **তদ্ হি**—লিঙ্গপ্রমাণং হি, **বলীয়ঃ**—প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষয়া বলবৎ। **তদপি**—বলীয়স্ত্বম্ অপি [পূর্ব্বকাণ্ডে শ্রুতিলিঙ্গাদিসূত্রে (জৈঃ সূঃ ৩।৩।১৪) উক্তম্]।

অনুবাদ—[বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্যে "তাহা (—সেই মন) অর্চ্চনীয়, মনোময় (—মনের বিকারভূত) বৃত্তিসকলের দ্বারা সম্পাদিত ছত্রিশ হাজার অগ্নি (—চয়ন) সকলকে

ভাবদীপিকা

(৩) **অন্যার্থদর্শন**—১।২৫৭ পৃ: দ্রঃ। পূর্ব্বপক্ষীর মতে প্রস্তাবিত স্থলে "চিন্বন্তি অপি স্বপতে" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।১২), ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যগত লিঙ্গপ্রমাণ অন্যার্থদর্শনাত্মক, সুতরাং দুর্ব্বল হওয়ায় প্রকরণপ্রমাণকে বাধিত করিতে পারে না। ফলে প্রকরণপ্রমাণবলে মনশ্চিদাদি অগ্নিসকল অবশ্যই কর্ম্মের অঙ্গ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

দর্শন করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে এবং সেইপ্রকারেই "বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত", "ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত", এইপ্রকারে মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিসকল পঠিত হইতেছে। সেই স্থলে ইহারা (—এই অগ্নিসকল) কি কর্ম্মাঙ্গভূত, অথবা স্বতন্ত্র বিদ্যাত্মক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'কর্ম্মাঙ্গভূত', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—ইহারা অবশ্যই স্বতন্ত্র বিদ্যাত্মক। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ**—যেহেতু "এই প্রাণিগণ মনের দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করে, তাহাদের (—সেই অগ্নিসকলের) তাহাই কৃতি (—করণ, উপাদান"), "উপাসক নিদ্রিত হইলেও তাঁহার জন্য সকল প্রাণী সেই এই [চয়ন] সকলকে সর্ব্বদাই সম্পাদন করে", ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক লিঙ্গসকলের আধিক্য বিদ্যমান আছে। **তৎ হি**—সেই লিঙ্গপ্রমাণই, **বলীয়ঃ**—প্রকরণপ্রমাণ হইতে বলবৎ। **তদপি**—সেই বলবত্তাও [পূর্ব্বমীমাংসাতে শ্রুতিলিঙ্গাদি সূত্রে কথিত হইয়াছে, ১।২৫৬ পৃঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাজসনেয়িনঃ অগ্নিরহস্যে "নৈব * বৈ ইদম্ অগ্রে সৎ আসীৎ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।১), **ইতি এতস্মিন্ ব্রাহ্মণে মনোঽধিকৃত্য অধীয়তে—"তৎ ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রাণি অপশ্যৎ আত্মনঃ অগ্নীন্ অর্কান্ মনোময়ান্ মনশ্চিতঃ"** (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩) **ইত্যাদি ।১ তথৈব 'বাক্‌চিতঃ' 'প্রাণচিতঃ' 'চক্ষুশ্চিতঃ' 'শ্রোত্রচিতঃ' 'কর্ম্মচিতঃ' 'অগ্নিচিতঃ'** (ঐ ১০।৫।৪-১১) **ইতি পৃথগ্ অগ্নীন্ আমনন্তি সাম্পাদিকান্ ।২ তেষু সংশয়ঃ—কিম্ এতে মনশ্চিদাদয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশিনঃ তচ্ছেষভূতাঃ, উত স্বতন্ত্রাঃ কেবলবিদ্যাত্মকাঃ ইতি?৩ তত্র প্রকরণাৎ**

* 'নেব' ইতি পাঠঃ শতপথে।

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়বাক্য ও সংশয়। পূঃ—প্রকরণপ্রমাণবলে মনশ্চিদাদি অগ্নি কর্ম্মাঙ্গ।]

বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণের অগ্নিরহস্যে "অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) ইহা (—জগৎ) অবশ্যই সদ্রূপে (—নামরূপাবলম্বনে ব্যক্তরূপে) ছিল না", ইত্যাদি এই ব্রাহ্মণে মনকে অবলম্বন করিয়া পঠিত হইতেছে—"তাহা (—সেই মন) অর্ক (—অর্চ্চনীয়) মনোময় (—মনোরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন) মনশ্চিত (—মনের দ্বারা সম্পাদিত) নিজের ছত্রিশ হাজার অগ্নিসকলকে (—চয়নসকলকে) দর্শন করিয়াছিলেন", ইত্যাদি।১ সেইপ্রকারেই "বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত", ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত", "চক্ষুর দ্বারা সম্পাদিত", "শ্রোত্রের দ্বারা সম্পাদিত", [বাগিন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত] "কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা সম্পাদিত" এবং "অগ্নির (—জাঠরাগ্নির, অথবা ত্বগিন্দ্রিয়ের) দ্বারা সম্পাদিত", এইপ্রকারে পৃথগ্‌ভাবে [শ্রুতি] সম্পাদিত অগ্নিসকলকে পাঠ করিতেছেন।২ সেই সকলে সংশয় হয়—এই মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিসকল কি ক্রিয়ানুপ্রবেশী (—অগ্নিচয়নক্রিয়াকে দ্বার করিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত) তাহার অঙ্গভূত, অথবা স্বতন্ত্র কেবল বিদ্যাত্মক ?৩ [পূর্ব্বপক্ষীর মতে—অগ্নিচয়ন ক্রিয়ার প্রকরণে পঠিত হওয়ায়] প্রকরণপ্রমাণবলে ক্রিয়ানুপ্রবেশ (—ক্রিয়ার অঙ্গ হওয়া) প্রাপ্ত হইলে—

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রিয়ানুপ্রবেশে প্রাপ্তে স্বাতন্ত্র্যং তাবৎ প্রতিজ্ঞানীতে লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ ইতি।৪ ভূয়াংসি হি লিঙ্গানি অস্মিন্ ব্রাহ্মণে কেবলবিদ্যাত্মকত্বম্ এষাম্ উপোদ্বলয়ন্তি দৃশ্যন্তে, "তৎ যৎ কিঞ্চ ইমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষাম্ এব সা কৃতিঃ" (ঐ ১০।৫।৩।৩) ইতি, "তান্ হ এতান্ এবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্তি অপি স্বপতে" (ঐ ১০।৫।৩।১২) ইতি চ এবংজাতীয়কানি।৫ তৎ হি লিঙ্গং প্রকরণাৎ বলীয়ঃ।৬ তদপি উক্তং পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যম্ অর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।১৪) ইতি ।৭।। ৩।৪৪।।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—লিঙ্গপ্রমাণবলে মনশ্চিদাদি অগ্নি স্বতন্ত্র বিদ্যাত্মক।]

[সিদ্ধান্তী বলেন—] স্বাতন্ত্র্যই প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে (—ইহারা স্বতন্ত্র বিদ্যা, কর্ম্মাঙ্গ নহে), যেহেতু লিঙ্গপ্রমাণের প্রাচুর্য্য আছে।৪ যেহেতু এই ব্রাহ্মণে "এই প্রাণিগণ মনের দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করে, তাহা (—সেই সঙ্কল্প) তাহাদের (—অগ্নিচয়নসকলের) কৃতি (—করণ, উপাদান"), ইত্যাদি এবং "এবংবিদ্ (—উপাসক) নিদ্রিত হইলেও তাঁহার জন্য সকল প্রাণী সর্ব্বদা সেই এই [চয়ন] সকলকে সম্পাদন করে", ইত্যাদি এই জাতীয় লিঙ্গপ্রমাণসকল (৪) ইহাদের (—এই অগ্নিচয়নসকলের) কেবল বিদ্যাত্মকতাকে পরিপুষ্ট করিতেছে, ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে।৫ আর সেই লিঙ্গপ্রমাণ প্রকরণপ্রমাণ হইতে বলবান্।৬ তাহাও পূর্ব্বমীমাংসাতে "শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান ও সমাখ্যা, ইহাদের একত্র সমাবেশ হইলে পরেরটার দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে, যেহেতু অর্থের বিপ্রকর্ষ (—বিলম্বে উপস্থিতি) হইয়া থাকে (১২৫৬ পৃঃ) ইত্যাদি।৭।।৩।৪৪।।

ভাবদীপিকা

(৪) "তৎ যৎ কিঞ্চ ইমানি ভূতানি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩), ইত্যাদি বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা ভাবনাত্মক (—ধ্যানাত্মক) উপদেশ, কর্ম্মাঙ্গবোধক বিধি নহে; কারণ যাহা কিছু কর্ম্মাঙ্গ, তাহা বিধিবলে প্রাপ্ত এবং নিয়মিত দেশ কাল ও কর্তৃসাপেক্ষ। সেইহেতু যে কোন সময়ে যাহা কিছু সঙ্কল্প করিলে, তাহা অপরের কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না অতএব এই যে অপরকর্তৃক সঙ্কল্প, ইহা অগ্নিসকলের স্বতন্ত্র (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) বিদ্যাত্মকতার প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ। আর কর্ম্ম নিয়মিত দেশকালাদিসাপেক্ষ হওয়ায় অন্য কেহ নিরবচ্ছিন্নভাবে নিদ্রিত বা জাগ্রত অপরের কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সেইহেতু "চিন্বন্তি অপি স্বপতে" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।১২), ইত্যাদি এই যে অপরকর্তৃক অপরের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্নিচয়ন সম্পাদন, ইহাও চয়নসকলের স্বতন্ত্র বিদ্যাত্মকতার প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ, ইহাই ভাব।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥৩।৩।৪৫॥**

সূত্রার্থ—[ইত্থং সিদ্ধান্তম্ উপক্রম্য পূর্ব্বপক্ষয়তি—সঙ্কল্পাত্মকাঃ মনশ্চিদাদয়ঃ অগ্নয়ঃ ন স্বতন্ত্রাঃ, কিন্তু] **প্রকরণাৎ**—প্রকরণপ্রমাণবলাৎ, **পূর্ব্ববিকল্পঃ**—"ইষ্টকাভিঃ অগ্নিং চিনোতি" (শত: ব্রা:), ইতি প্রকৃতস্য পূর্ব্বস্য ক্রিয়াময়স্য অগ্নেঃ অয়ং সঙ্কল্পাত্মকঃ অগ্নিঃ বিকল্পঃ। [অতঃ এতে] **ক্রিয়া স্যাৎ**—ক্রিয়ানুপ্রবেশিনঃ স্যাৎ। [তত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—] **মানসবৎ**—যথা দ্বাদশাহে "মনোগ্রহং গৃহ্ণামি", ইতি শ্রুতং মানসগ্রহং দ্বাদশাহমধ্যপাতিনঃ দশমস্য অহ্নঃ অঙ্গম্, তথা ইমে অগ্নয়ঃ প্রকৃতকর্ম্মশেষাঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে সিদ্ধান্তবর্ণনা আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিতেছেন—সঙ্কল্পাত্মক মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিচয়নসকল স্বতন্ত্র নহে (—কর্ম্মাঙ্গ নহে, এইরূপ নহে), কিন্তু], **প্রকরণাৎ**—প্রকরণপ্রমাণবলে, **পূর্ব্ববিকল্পঃ**—"ইষ্টকাসকলের দ্বারা অগ্নিকে চয়ন (—অগ্নিচয়ন নির্ম্মাণ) করিবে", এইরূপে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ক্রিয়াময় (—কর্ম্মাঙ্গভূত) অগ্নিচয়নের এই সঙ্কল্পাত্মক অগ্নিচয়ন বিকল্প (—যজমান হয় ইষ্টকাসকলের দ্বারা অগ্নিচয়ন নির্ম্মাণ করিবে, অথবা সঙ্কল্পের দ্বারাই তাহা সম্পাদন করিবে)। [সেইহেতু ইহারা (—এই মানস অগ্নিচয়নসকল] **ক্রিয়া স্যাৎ**—ক্রিয়ানুপ্রবেশী (—কর্ম্মাঙ্গ) হইবে। [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] **মানসবৎ**—দ্বাদশাহযজ্ঞে (৪১০ পৃ:) "মানসগ্রহকে গ্রহণ করিতেছি", এইপ্রকারে শ্রুত মানসগ্রহ যেমন দ্বাদশাহের মধ্যপতিত দশম দিবসের অনুষ্ঠেয় অঙ্গ, সেইপ্রকারে এই অগ্নিচয়নসকল প্রস্তাবিত [জ্যোতিষ্টোমাদি] কর্ম্মের অঙ্গ, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন এতৎ যুক্তং স্বতন্ত্রাঃ এতে অগ্নয়ঃ অনন্যশেষভূতাঃ ইতি।১ পূর্ব্বস্য ক্রিয়াময়স্য অগ্নেঃ প্রকরণাৎ তদ্বিষয়ঃ এব অয়ং বিকল্পবিশেষোপদেশঃ স্যাৎ, ন স্বতন্ত্রঃ।২ ননু প্রকরণাৎ লিঙ্গং বলীয়ঃ।৩ সত্যম্ এবম্ এতৎ, লিঙ্গম্ অপি তু এবংজাতীয়কং ন প্রকরণাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[পৃঃ—লিঙ্গপ্রমাণ অন্যার্থদর্শনাত্মক হওয়ায় প্রকরণপ্রমাণবলে মানসচয়নসকল মানসগ্রহের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গ।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] এই অগ্নিসকল (—সাঙ্কল্পিক অগ্নিচয়নসকল) স্বতন্ত্র [বিদ্যাত্মক], কাহারও (—সোমাদি যজ্ঞের) অঙ্গ নহে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।১ পূর্ব্ববর্ত্তী (—পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণে পঠিত) ক্রিয়াময় (—কর্ম্মাঙ্গভূত) অগ্নিচয়নের প্রকরণ হওয়ায় সেই বিষয়েই ইহা বিকল্পবিশেষের (—প্রকারভেদের) উপদেশ হইবে (—যজমান স্বেচ্ছানুসারে ইষ্টকাসকলের দ্বারা অগ্নিচয়ন নির্ম্মাণ করিবে, অথবা সঙ্কল্পের দ্বারাই তাহা সম্পাদন করিবে, যে কোনপ্রকারেই করা হউক, ইহা কর্ম্মাঙ্গই হইবে, কিন্তু] স্বতন্ত্র (—কর্ম্মাঙ্গ নহে, এইরূপ) নহে।২ [শঙ্কা—] কিন্তু প্রকরণপ্রমাণ হইতে লিঙ্গপ্রমাণ বলবান্, 'ইহা বলা হইয়াছে'।৩ [পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] সত্য, ইহা এইপ্রকারই; এই জাতীয় লিঙ্গপ্রমাণ কিন্তু প্রকরণপ্রমাণ হইতে বলবান্

শাঙ্করভাষ্যম্

বলীয়ঃ ভবতি, অন্যার্থদর্শনং হি এতৎ সাম্পাদিকাগ্নিপ্রশংসারূপত্বাৎ ।৪ অন্যার্থদর্শনং চ অসত্যাম্ অন্যস্যাং প্রাপ্তৌ গুণবাদেনাপি উপপদ্যমানং ন প্রকরণং বাধিতুম্ উৎসহতে।৫ তস্মাৎ সাম্পাদিকাঃ অপি এতে অগ্নয়ঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশিনঃ এব স্যুঃ ।৬ মানসবৎ ।৭ যথা দশরাত্রস্য দশমে অহনি অবিবাক্যে পৃথিব্যা পাত্রেণ সমুদ্রস্য সোমস্য প্রজাপতয়ে দেবতায়ৈ গৃহ্যমাণস্য গ্রহণাসাদন-

ভাষ্যানুবাদ

নহে, যেহেতু সম্পাদিত অগ্নিচয়নের প্রশংসাত্মক হওয়ায় ইহা অন্যার্থদর্শন (৩ ভাবদীঃ)।৪ আর অন্যের প্রাপ্তি না হইলে (—অপরকর্ত্তৃক সুপ্ত পুরুষের অগ্নিচয়ন নিষ্পাদন অসম্ভব হইলে, প্রশংসাত্মক] গুণবাদরূপেও উপপন্ন হয় যে অন্যার্থদর্শন, তাহা প্রকরণপ্রমাণকে বাধিত করিতে উৎসাহিত (—সমর্থ) হয় না।৫ সেইহেতু (—অর্থবাদবাক্যগত লিঙ্গপ্রমাণ প্রস্তাবিত প্রকরণপ্রমাণকে বাধিত করিতে পারে না বলিয়া) এই অগ্নিচয়নসকল সাম্পাদিক (—একবস্তুতে আরোপিত অন্য দৃষ্টির দ্বারা সম্পাদিত) হইলেও প্রকরণপ্রমাণবলে অবশ্যই ক্রিয়ানুপ্রবেশী (—কর্ম্মাঙ্গ) হইবে।৬ [কিন্তু যাহা সঙ্কল্পাত্মক মানস ক্রিয়া মাত্র, তাহা বাহ্য ক্রিয়ার অঙ্গ কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর—] মানসের ন্যায় ।৭ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেমন দশরাত্রের (৫) অবিবাক্য নামক দশম দিবসে 'পৃথিবীরূপ

ভাবদীপিকা

(৫) দ্বাদশাহ যজ্ঞের (৪১০ পৃঃ) প্রথম ও শেষ দিবসকে পরিত্যাগ করিয়া মধ্যবর্ত্তী যে দশটী দিন, সেই দিনসকলের কৃত্যসমূহকে এখানে **দশরাত্র** বলা হইতেছে (পূঃ মীঃ ১০।৫।৪ অধিঃ)। দ্বাদশাহ যজ্ঞের এই দশ দিনের কৃত্যসকলই দ্বিরাত্রাদি অহীন যজ্ঞসকলের (৪১০ পৃঃ) প্রকৃতি ; সেইহেতু উক্ত দশটী দিনের 'দশরাত্র' এইপ্রকার পৃথক্ সংজ্ঞা যাজ্ঞিকসমাজে প্রচলিত আছে। কোন কোন টীকাকার অত্রস্থ 'দশরাত্র' শব্দে তন্নামক অহীনযজ্ঞকে গ্রহণ করিয়াছেন, পরিমলকার প্রভৃতি তাহা করেন নাই। যাহাহউক্, উক্ত দশটী দিবসের দশম দিবসটীকে বলা হয় **অবিবাক্য** দিবস ; কারণ ঐ দিবসে ঋত্বিগ্‌গণের যথেচ্ছ বিস্পষ্ট বাক্যোচ্চারণ নিষিদ্ধ। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১২।৩।২২) দ্বাদশাহযজ্ঞের একাদশ দিবসে (—উক্ত দশম দিবসে) অনুষ্ঠেয় 'অত্যগ্নিষ্টোমসংস্থাক সোমযজ্ঞকে' 'অবিবাক্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অর্থ গৃহীত হইলে, 'অবিবাক্য দিবস', ইহার অর্থ হইবে—'তন্নামক যজ্ঞোপলক্ষিত দশম দিবস'। যাহাহউক্, এই অবিবাক্য দিবসে "অনয়া ত্বা পাত্রেণ সমুদ্রং রসয়া প্রাজাপত্যং মনোগ্রহং গৃহ্লাতি", ইত্যাদি এইপ্রকারে মানসগ্রহের (—মনঃকল্পিত সোমরসাধার পাত্রের) গ্রহণাদি বিহিত হইয়াছে (জৈঃ সূঃ ১০।৬।৩৪-৪৪)। **পূর্ব্বপক্ষী** বলিতেছেন—'পৃথিবীতে সোমরসাধারত্ব দৃষ্টি', 'সমুদ্রে সোমরস দৃষ্টি', ইত্যাদি এই সকল সঙ্কল্পাত্মক মানসক্রিয়া হইলেও যেমন প্রকরণপ্রমাণবলে বাহ্য ক্রিয়ার অঙ্গ হইয়া থাকে, প্রস্তাবিত মনশ্চিদাদি ভাবনাময় অগ্নিসকলও তদ্রূপই হইবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

হবনাহরণোপহ্বানভক্ষণানি মানসানি এব আম্নায়ন্তে।৮ স চ মানসোঽপি গ্রহকল্পঃ ক্রিয়াপ্রকরণাৎ ক্রিয়াশেষঃ এব ভবতি, এবম্ অয়মপি অগ্নিকল্পঃ ইত্যর্থঃ।৩।৩।৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ

পাত্রের দ্বারা প্রজাপতি দেবতার জন্য গৃহ্যমাণ সমুদ্ররূপ সোমরসের গ্রহণ, আসাদন (—ঐ পাত্রকে স্বস্থানে স্থাপন), হবন, আহরণ (—হুতাবশেষ সোমরসের সংগ্রহ), উপহ্বান (— হুতাবশিষ্ট সোমপানের জন্য ঋত্বিগ্‌গণের পরস্পর অনুজ্ঞা গ্রহণ) এবং ভক্ষণ (—সোমপান'), ইত্যাদি এই সকল মানসরূপেই শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে।৮ আর সেই গ্রহকল্প (—সোমরসের পাত্র ও গ্রহণাদির কল্পনা) মানস হইলেও ক্রিয়ার প্রকরণবলে (—ক্রিয়ার প্রকরণে পঠিত হওয়ায়) ক্রিয়ার অঙ্গই হইয়া থাকে, এই অগ্নিকল্পও (—অগ্নিচয়নের কল্পনাও) এইপ্রকার [ক্রিয়াঙ্গই] হইবে, ইহাই [পূর্ব্বপক্ষীয়] ভাব।৩।৩।৪৫॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] অতিদেশাচ্চ ॥৩।৩।৪৬॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, [মানসিকাগ্নীনাং মধ্যে "একৈকঃ এব তাবান্ যাবান্ অসৌ পূর্ব্বঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩) ইতি পূর্ব্বেণ ইষ্টকাচিতাগ্নিনা সাম্পাদিকাগ্নীনাম্] **অতিদেশাৎ**—সাদৃশ্যোপদেশাৎ [মনশ্চিদাদীনাম্ অগ্নীনাং কর্ম্মাঙ্গত্বম্ সিধ্যতি]।

অনুবাদ—চ—আর, [মানসিক অগ্নিচয়নসকলের মধ্যে "এক একটী ততটাই (—ততটা পরিমাণ ও সেইপ্রকার মাহাত্ম্যযুক্তই) পূর্ব্ববর্ত্তী উহা (—ইষ্টকাচিত চয়নসকল) যতটা", এইপ্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী ইষ্টকাচিত চয়নের সহিত সম্পাদিত চয়নসকলের]. **অতিদেশাৎ**—সাদৃশ্যের উপদেশ থাকায় [মনশ্চিদাদি চয়নসকলের কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতিদেশশ্চ এষাম্ অগ্নীনাং ক্রিয়ানুপ্রবেশম্ উপোদ্বলয়তি—"ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণি অগ্নয়ঃ অর্কাঃ তেষাম্ একৈকঃ এব তাবান্ যাবান্ অসৌ পূর্ব্বঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩) ইতি।১ সতি হি সামান্যে অতিদেশঃ প্রবর্ত্ততে।২ ততশ্চ পূর্ব্বেণ ইষ্টকাচিতেন ক্রিয়ানুপ্রবে-

ভাষ্যানুবাদ

[পুঃ—অতিদেশরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে মানস চয়নের কর্ম্মাঙ্গতা।

আর "ছত্রিশ সহস্র অর্চ্চনীয় যে অগ্নিচয়নসকল, তাহাদের মধ্যে এক একটী ততটাই (—ততটা পরিমাণযুক্ত ও সেইপ্রকার মাহাত্ম্যযুক্তই), পূর্ব্ববর্ত্তী উহা (—শতঃ ব্রাঃ ৬ষ্ঠ কাণ্ড হইতে বর্ণিত ইষ্টকাচিত অগ্নিচয়নসকল) যতটা (—যতটা পরিমাণযুক্ত ও যেপ্রকার মাহাত্ম্যযুক্ত"), এইপ্রকার অতিদেশ এই [মনঃসঙ্কল্পিত] অগ্নিচয়নসকলের ক্রিয়ানুপ্রবেশকে (—কর্ম্মাঙ্গ হওয়াকে) পুষ্ট করিতেছে।১ যেহেতু সামান্য (—সমানধর্ম্মযুক্ততা, সাদৃশ্য) থাকিলেই অতিদেশ প্রবৃত্ত হয়।২ আর সেইহেতু ইষ্টকাদ্বারা নির্ম্মিত ও ক্রিয়ার মধ্যে প্রবিষ্ট (—কর্ম্মাঙ্গ) অগ্নিচয়নের

শাঙ্করভাষ্যম্

লিঙ্গা অগ্নিম্না সাম্পাদিকান্ অগ্নীন্ অতিদিশন্ ক্রিয়ানুপ্রবেশম্ এব এষাং দ্যোতয়তি ।৩।৩।৪৬॥

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা সম্পাদিত অগ্নিচয়নসকলকে অতিদেশকরতঃ (—সেই অতিদেশরূপ লিঙ্গবলে, শ্রুতি] ইহাদের ক্রিয়ানুপ্রবেশকে সূচিত করিতেছেন ।৩।৩।৩।৪৬॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] বিদ্যৈব তু নির্ধারণাৎ ॥৩।৩।৪৭॥

সূত্রার্থ—[ইথং পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তয়তি—] তুশব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। [এতে মনশ্চিদাদয়ঃ অগ্নয়ঃ] বিদ্যা এব—বিদ্যাত্মকাঃ এব। [অতঃ স্বতন্ত্রাঃ, ন কর্ম্মানুপ্রবেশিনঃ। কুতঃ ?] নির্ধারণাৎ—তে হ এতে বিদ্যাচিতঃ এব" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।১২) ইতি অবধারণাৎ। ['এব'কারশ্রুতিঃ প্রকরণং বাধিত্বা এষাং কর্ম্মাঙ্গত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ হইলে সিদ্ধান্ত করিতেছেন—] তুশব্দ—পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। [এই মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিচয়নসকল] বিদ্যা এব—অবশ্যই বিদ্যাত্মক। [সেইহেতু স্বতন্ত্র, কর্ম্মাঙ্গ নহে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] নির্ধারণাৎ—যেহেতু "সেই ইহারা অবশ্যই বিদ্যাচিত (—ধ্যানদ্বারা সম্পাদিত"), এইপ্রকার অবধারণ আছে। ['এব'কারশ্রুতিপ্রমাণ প্রকরণকে বাধিত করিয়া ইহাদের কর্ম্মাঙ্গতাকে নিরাকরণ করিতেছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি ।১ বিদ্যাত্মকাঃ এব এতে স্বতন্ত্রাঃ মনশ্চিদাদয়ঃ অগ্নয়ঃ স্যুঃ, ন ক্রিয়াশেষভূতাঃ ।২ তথাহি নির্ধারয়তি—"তে হ এতে বিদ্যাচিতঃ এব" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।১২) ইতি ।৩ "বিদ্যয়া হ এব এতে এবংবিদঃ চিতাঃ ভবন্তি" (ঐ) ইতি চ ।৪॥৩।৩।৪৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি ও বাক্যপ্রমাণবলে কর্ম্মাঙ্গত্বাবোধক প্রকরণের বাধদ্বারা চয়নসকলের কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যাত্মকতা প্রদর্শন।]

[সিদ্ধান্ত—] তুশব্দ পূর্ব্বপক্ষকে নিরাকরণ করিতেছে ।১ মনশ্চিত প্রভৃতি এই চয়নসকল অবশ্যই বিদ্যাত্মক (—ধ্যানাত্মক) এবং স্বতন্ত্র (—স্বাধীন), কিন্তু কর্ম্মাঙ্গভূত নহে ।২ [যেমন দেখ, শ্রুতি] সেই প্রকারেই নির্ধারণ করিতেছেন, যথা—"সেই ইহারা অবশ্যই বিদ্যাচিত (—ধ্যানদ্বারাই সম্পাদিত, ৬) ।৩ ['এব'কারশ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এই বিষয়ে বাক্যপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "এবংবিদগণের (—এইপ্রকারে উপাসনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের) বিদ্যার দ্বারাই ইহারা সম্পাদিত হইয়া থাকে", ইত্যাদি ।৪॥৩।৩।৪৭॥

ভাবদীপিকা

(৬) সিদ্ধান্তী "বিদ্যাচিত এব", অত্রস্থ 'এব'কারটীকে অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিলেন। পরে এই বিষয়ে বাক্যপ্রমাণও প্রদর্শিত হইতেছে। শঙ্কা—আচ্ছা,

দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৪৮॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ [ন কেবলয়া 'এব'কারশ্রুত্যা প্রকরণং বাধ্যম্, অপিতু লিঙ্গাদপি ইত্যাহ—] **দর্শনাৎ**—মনশ্চিদাদীনাম অগ্নীনাং স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপকলিঙ্গস্য প্রাগুক্তস্য দর্শনাং প্রকরণং বাধ্যম্ ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, [কেবল যে 'এব'কার শ্রুতির বলে প্রকরণের বাধিত হওয়া উচিত, তাহা নহে; পরন্তু লিঙ্গপ্রমাণবলেও তাহা উচিত, ইহা বলিতেছেন—] **দর্শনাৎ**—মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিচয়নসকলের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক (—কর্ম্মাঙ্গতানিরাকরণের জ্ঞাপক) পূর্ব্বোক্ত (৪৪ সূঃ) লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় প্রকরণপ্রমাণ বাধিত হইবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃশ্যতে চ এষাং স্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গম্ ।১ তৎ পুরস্তাৎ দর্শিতং "লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ" (৩।৩।৪৪) **ইত্যত্র** ।২॥৩।৩।৪৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বপক্ষে মনশ্চিদাদি চয়নের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গপ্রমাণের উক্তি।]

আর ইহাদের (—মনশ্চিদাদি এই চয়নসকলের) স্বতন্ত্রতার (—কর্ম্মাঙ্গ না হওয়ার) প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।১ তাহা পূর্ব্বে "লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ" ইত্যাদি এই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে (৭)।২॥৩।৩।৪৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্—ননু লিঙ্গম্ অপি অসত্যাম্ অন্যস্যাং প্রাপ্তৌ

ভাবদীপিকা

'এব'কার শ্রুতির তাৎপর্য্য কি? এই অগ্নিচয়ন বিদ্যাচিত, অর্থাৎ ভাবনাময় (—ধ্যানাত্মক), সুতরাং ইষ্টকাদি বাহ্যসাধননিরপেক্ষ, ইহাই 'এব'কার শ্রুতির অর্থ; কারণ বিদ্যা স্বভাবতঃই বাহ্য সাধনকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু বাহ্যসাধননিরপেক্ষ হইলেও প্রকরণাদির বলে মানসগ্রহের ন্যায় তাহা কর্ম্মাঙ্গ, স্বতন্ত্র বিদ্যা নহে, ইহাই আমরা বলিতেছি। উত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—যাহা বিদ্যাত্মক, ভাবনাময় হওয়ায় তাহা স্বভাবতঃই বাহ্যসাধনকে অপেক্ষা করে না, ইহা জ্ঞাত বিষয়; সেইহেতু তাহা অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে পারে না। সুতরাং 'এব'কারশ্রুতির বাহ্যসাধননিরপেক্ষতারূপ জ্ঞাত অর্থ অঙ্গীকারকরতঃ শ্রুতিকে পীড়ন করা উচিত নহে। অতএব এই চয়নসকলের মানসগ্রহের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গতা নিরাকরণই 'এব'কার শ্রুতির অর্থ, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইরূপে এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'এব'কাররূপ শ্রুতিপ্রমাণ, লিঙ্গপ্রমাণ (৪ ভাবদীঃ) এবং বাক্যপ্রমাণের বলে পূর্ব্বপক্ষীর প্রকরণ (৪৫ সূঃ) এবং লিঙ্গপ্রমাণ (৪৬ সূঃ) বাধিত হইল। (ভামতী দ্রঃ)

(৭) পূর্ব্বে বর্ণিত হইলেও পুনরায় এই সূত্ররচনাতে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"ইমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩), "চিন্বন্তি অপি স্বপতে" (ঐ ১০।৫।৩।১২), ইত্যাদি অর্থবাদবাক্যগত লিঙ্গপ্রমাণসকল (৪ ভাবদীঃ) অন্যার্থদর্শনরূপ (৩ ভাবদীঃ) হওয়ায় যদিও স্বতঃ কোনপ্রকার অর্থের সাধক হইতে পারে না; তথাপি পূর্ব্বপ্রদর্শিত 'এব'-কারশ্রুতি ও বাক্যপ্রমাণের দ্বারা পুষ্ট হইয়া তাহারা মনশ্চিদাদি চয়নসকলের কর্ম্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্রবিদ্যাত্মকতা সাধন করিতে সমর্থ, ইহা প্রদর্শন। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)।

[শাঙ্করভাষ্যম্-] অসাধকং কস্যচিৎ অর্থস্য ইতি অপাস্য তৎ প্রকরণসামর্থ্যাৎ ক্রিয়াশেষত্বম্ অধ্যবসিতম্ ইতি ।১ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—[অন্যার্থদর্শনাত্মক লিঙ্গপ্রমাণ বিষয়ে প্রকারান্তরে বিচার করিবার জন্য আশঙ্কা করিতেছেন—] কিন্তু অন্যের (—বিধির) প্রাপ্তি না হইলে (—বিধিবাক্যগত না হইলে, অর্থবাদবাক্যগত অন্যার্থদর্শনাত্মক] লিঙ্গপ্রমাণও কোন অর্থের সাধক হইতে পারে না, এইহেতু তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রকরণপ্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ [মনশ্চিদাদি চয়নসকলের] কর্ম্মাঙ্গতা [৩।৩।৪৫ সূত্রে] নিশ্চিত হইয়াছে ।১ এইহেতু (-এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়ায়, সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩।৩।৪৯॥

পদচ্ছেদ—শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ, চ, ন, বাধঃ।

সূত্রার্থ—চ—অপিচ, শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ—[শ্রুতিঃ—পূর্ব্বোক্তা এবকারশ্রুতিঃ, আদিশব্দেন—লিঙ্গবাক্যয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োঃ গ্রহণম্। তথাচ এতেষাং] শ্রুতিলিঙ্গবাক্যানাম্ অধিকতরবলশালিত্বাৎ [দুর্ব্বলেন কর্ম্মপ্রকরণেন মনশ্চিদাদীনাং স্বাতন্ত্র্যস্য] ন বাধঃ।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ—[শ্রুতিঃ—পূর্ব্বোক্তা এবকারশ্রুতি, আদিশব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও বাক্যের গ্রহণ হইবে। এইরূপে এই] শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্যের অধিকতর বলশালিতাবশতঃ [কর্ম্মাঙ্গতাবোধক দুর্ব্বল প্রকরণপ্রমাণের দ্বারা মনশ্চিদাদির স্বাতন্ত্র্যের (—কর্ম্মনিরপেক্ষতার] ন বাধঃ—বাধ হয় না (—তাহারা কর্ম্মাঙ্গ নহে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

নৈবং প্রকরণসামর্থ্যাৎ ক্রিয়াশেষত্বম্ অধ্যবসায় স্বাতন্ত্র্যপক্ষঃ বাধিতব্যঃ শ্রুত্যাদেঃ বলীয়স্ত্বাৎ ।১ বলীয়াংসি হি প্রকরণাৎ শ্রুতিলিঙ্গবাক্যানি ইতি স্থিতং শ্রুতিলিঙ্গসূত্রে ।২ তানি চ ইহ স্বাতন্ত্র্যপক্ষং সাধয়ন্তি দৃশ্যন্তে ।৩ কথম্ ?৪ শ্রুতিঃ তাবৎ "তে হ এতে বিদ্যাচিতঃ এব" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।১২) ইতি ।৫ তথা লিঙ্গম্—

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্যবলে চয়নসকলের কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যাত্মকতা।]

এইপ্রকারে প্রকরণপ্রমাণের সামর্থ্যবশতঃ [মনশ্চিদাদি চয়নসকলের] ক্রিয়াঙ্গতা নিশ্চয় করিয়া স্বাতন্ত্র্যপক্ষকে (—ইহারা কর্ম্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বিদ্যা, এই পক্ষকে) বাধিত করা উচিত নহে ; যেহেতু শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণসকল বলবান্ ।১ প্রকরণপ্রমাণ হইতে শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্যপ্রমাণ অবশ্যই বলবান্, ইহা শ্রুতিলিঙ্গসূত্রে (জৈঃ সূঃ ৩।৩।১৪, ১২৫৬ পৃঃ) নির্ণীত হইয়াছে ।২ আর তাহারা (—সেই শ্রুতি ও লিঙ্গাদি প্রমাণসকল) এখানে স্বাতন্ত্র্যপক্ষকে সাধন করিতেছে, ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে ।৩ কিপ্রকারে ?৪ [উত্তর—] "সেই ইহারা অবশ্যই বিদ্যাচিত (—ধ্যানদ্বারা সম্পাদিত"), ইহা (—অত্রস্থ 'এব'কারটী) শ্রুতিপ্রমাণ ।৫ সেইপ্রকার লিঙ্গপ্রমাণও

শাঙ্করভাষ্যম্

"সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্তি অপি স্বপতে" (ঐ) ইতি ।৬ তথা বাক্যম্ অপি—"বিত্তয়া হ এব এতে এবংবিদঃ চিতাঃ ভবন্তি" (ঐ) ।৭ "বিত্তাচিতঃ এব" (ঐ) ইতি হি সাবধারণা ইয়ং শ্রুতিঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশে অমীষাম্ অভ্যুপগম্যমানে পীড়িতা স্যাৎ ।৮ ননু অবাহ্যসাধনত্বাভিপ্রায়ম্ ইদম্ অবধারণং ভবিষ্যতি ।৯ ন ইতি উচ্যতে, তদভিপ্রায়তায়াং হি "বিত্তাচিতঃ" ইতি ইয়তা স্বরূপসঙ্কীর্ত্তনেন এব কৃতত্বাৎ অনর্থকম্ অবধারণং ভবেৎ ; স্বরূপম্ এব হি এষাম্ অবাহ্যসাধনম্ ইতি ।১০ অবাহ্যসাধনত্বে অপি তু মানসগ্রহবৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশশঙ্কায়াং তন্নিবৃত্তিফলম্ অবধারণম্ অর্থবৎ ভবিষ্যতি ।১১ তথা 'স্বপতে জাগ্রতে চ এবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি

ভাষ্যানুবাদ

আছে, যথা—["উপাসক] নিদ্রিত হইলেও তাহার জন্য সকল প্রাণী সর্ব্বদা চয়ন সম্পাদন করে", ইত্যাদি (৪ ভাবদীঃ) ।৬ তদ্রূপ বাক্যপ্রমাণও আছে, যথা—"এবংবিদ্‌গণের (—এইপ্রকার উপাসনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের) বিত্তার দ্বারাই ইহারা (—চয়নসকল) সম্পাদিত হইয়া থাকে ।৭ [উক্ত শ্রুতিপ্রমাণটীকে বিবৃত করিতেছেন—] উহাদের (—উক্ত ভাবনাময় চয়নসকলের) ক্রিয়ানুপ্রবেশ (—কর্ম্মাঙ্গতা) স্বীকার করিলে "বিত্তাচিতঃ এব", ইত্যাদি এই সাবধারণা (—নিশ্চয়ার্থিকা, 'এব'কার] শ্রুতি অবশ্যই পীড়িতা হইয়া পড়িবেন (৬ ভাবদীঃ) ।৮

[সিঃ—'এব'কার শ্রুতির অন্যথাসিদ্ধি নিরাকরণ।]

[শঙ্কা—] কিন্তু এই অবধারণ (—নিশ্চয়ার্থিকা 'এব'কার শ্রুতির প্রয়োগ) বাহ্য [ইষ্টকাদি] সাধনের অভাবের অভিপ্রায়ে হইবে। [সুতরাং বিত্তার স্বাতন্ত্র্যের (—কর্ম্মনিরপেক্ষতার) প্রতি ইহা শ্রুতিপ্রমাণই নহে ।৯ সিঃ সমাধান—] 'না', ইহা কথিত হইতেছে, যেহেতু সেইপ্রকার অভিপ্রায় হইলে "বিত্তাচিত", মাত্র এইটুকু স্বরূপ বর্ণনার দ্বারাই তাহা (—বাহ্যসাধনের অভাব প্রতিপাদন) করা হইয়াছে বলিয়া অবধারণ (—'এব'কারের প্রয়োগ) অনর্থক হইয়া পড়িবে ; কারণ অবাহ্যসাধনই (—বাহ্যসাধনের অভাবই) ইহাদের (—মানসচয়নসকলের) স্বরূপ ।১০ [কিন্তু তোমার মতেই বা এই 'এব'কার শ্রুতির সার্থকতা কিপ্রকারে হইবে ? সিদ্ধান্তীর উত্তর—ইষ্টকাদি] বাহ্যসাধননিরপেক্ষ হইলেও কিন্তু মানসগ্রহের ন্যায় [ইহাদের] ক্রিয়ানুপ্রবেশের আশঙ্কা হইলে, তাহার নিবৃত্তি যাহার ফল, সেই অবধারণ (—'এব'কার) হইবে সার্থক (৬ ভাবদীঃ) ।১১ [অতএব এই 'এব'-কারটী মানসচয়নসকলের কর্ম্মনিরপেক্ষতাবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণরূপেই গ্রহণীয়]।

[সিঃ—মানসচয়নের কর্ম্মনিরপেক্ষতাবিষয়ে সাতত্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণের সমর্থন।]

[সাতত্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এইরূপে "এবংবিদ্ (—উপা-

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূতানি এতান্ অগ্নীন্ চিন্বন্তি', ইতি সাতত্যদর্শনম্ এষাং সাকল্যে অবকল্পতে।১২ যথা সাম্পাদিকে বাক্প্রাণময়ে অগ্নিহোত্রে "প্রাণং তদা বাচি জুহোতি", "বাচং তদা প্রাণে জুহোতি" (কৌঃ ২।৫), ইতি চ উক্ত্বা উচ্যতে—"এতে অনন্তে অমৃতে আহুতী * জাগ্রৎ চ স্বপংশ্চ সততং জুহোতি" † (ঐ), ইতি তদ্বৎ।১৩ ক্রিয়ানুপ্রবেশে তু ক্রিয়াপ্রয়োগস্য অল্পকালত্বেন ন সাতত্যেন এষাং প্রয়োগঃ কল্প্যেত।১৪ ন চ ইদম্ অর্থবাদমাত্রম্ ইতি ন্যায্যম্।১৫ যত্র

ভাষ্যানুবাদ

সক সুপ্ত অথবা জাগ্রত হইলে সকল প্রাণী সর্বদা [তাঁহার জন্য] সেই চয়নসকল সম্পাদন করে', এই যে [অগ্নিচয়নের] সাতত্যদর্শন (—অবিচ্ছেদের বর্ণনা), তাহা ইহাদের (—মানসচয়নসকলের) স্বাতন্ত্র্য হইলে (—ইহারা কর্ম্মাঙ্গ না হইলে) হয় সঙ্গত।১২ যেমন সাম্পাদিক বাক্প্রাণময় অগ্নিহোত্রে (৮) "তখন (—বাগ্ব্যবহারকালে) প্রাণকে বাগিন্দ্রিয়ে আহুতি প্রদান করে", "তখন (—প্রাণব্যাপারকালে) বাগিন্দ্রিয়কে প্রাণে আহুতি প্রদান করে", ইহা বর্ণনা করিয়া [শ্রুতিকর্তৃক] কথিত হইতেছে—"এই [বাক্ ও প্রাণরূপ] অনন্ত (—অক্ষীণ) অমৃতস্বরূপ আহুতিদ্বয়কে জাগ্রৎকালে সুষুপ্তিকালে এবং [চকারের অর্থ—জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সংযোগাবস্থারূপ] স্বপ্নকালে নিরন্তর হোম করেন", ইত্যাদি 'ইহা কর্ম্মাঙ্গ নহে', তদ্রূপ।১৩ [আচ্ছা, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্ত হইলেও এই মানসচয়নসকল কর্ম্মাঙ্গ নহে কেন? উত্তর—] কিন্তু [মনশ্চিদাদি চয়নসকলের] ক্রিয়ানুপ্রবেশ হইলে, ক্রিয়ার প্রয়োগ অল্পকালব্যাপী হওয়ায় অবিচ্ছিন্নভাবে ইহাদের প্রয়োগ কল্পনা করা যায় না।১৪

[সিঃ—লিঙ্গপ্রমাণের অন্যার্থদর্শনবাধকতা নিরাকরণ।

[কিন্তু অর্থবাদবাক্যগত অন্যার্থদর্শনাত্মক লিঙ্গপ্রমাণ প্রকরণপ্রমাণকে বাধিত করিতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে (৪৫সূঃ ৪ভাষ্যবাক্য)। তদুত্তরে বলি-.

ভাবদীপিকা [আন্তর অগ্নিহোত্রবিদ্যা]

(৮) বাক্প্রাণময় অগ্নিহোত্র—ইহার অপর নাম—'আন্তর অগ্নিহোত্র'। যাঁহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানে অসমর্থ, অথচ তাহার ফলপ্রাপ্তিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের জন্য শ্রুতিতে এই বিদ্যা বিহিত হইয়াছে। পুরুষ যখন বাগ্ব্যবহার (—বাক্যোচ্চারণ) করে, তখন শ্বাসাদিক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়; এই যে অবস্থা, ইহা অগ্নিস্থানীয় বাগিন্দ্রিয়ে প্রাণের আহুতিরূপে ধ্যেয়। আর পুরুষ যখন শ্বাসাদিক্রিয়া করে, তখন তাহার বাগ্ব্যবহার রুদ্ধ হইয়া যায়; এই যে অবস্থা, ইহা অগ্নিস্থানীয় প্রাণে বাগিন্দ্রিয়ের আহুতিরূপে ধ্যেয়। এই যে আহুতিদ্বয়, ইহারা অনন্ত (—পুরুষের জীবনে অসংখ্য ও অপরিক্ষীণ)। আপেক্ষিক অমৃতত্বরূপ ফলের হেতু হওয়ায় ইহাদিগকে 'অমৃতস্বরূপ' বলা হইতেছে। [বিবৃত কৌঃ ২।৫ দ্রঃ]। ইহা কর্ম্মাঙ্গভূত বিদ্যা নহে, কারণ তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্নভাবে আহুতি প্রদান সম্ভব হয় না।

---

* "অমৃতাহুতীঃ", ইতি পাঠঃ। † "সততম্ অব্যবচ্ছিন্নং জুহোতি" ইতি পাঠঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

হি বিস্পষ্টঃ বিধায়কঃ লিঙাদিঃ উপলভ্যতে, যুক্তং তত্র সঙ্কীর্ত্তনমাত্রস্য অর্থবাদত্বম্ ।১৬ ইহ তু বিস্পষ্টবিধ্যন্তরানুপলব্ধেঃ সঙ্কীর্ত্তনাৎ এব এষাং বিজ্ঞানবিধানং কল্পনীয়ম্ ।১৭ তচ্চ যথাসঙ্কীর্ত্তনম্ এব কল্পয়িতুং শক্যতে ইতি সাতত্যদর্শনাৎ তথাভূতম্ এব কল্প্যতে ।১৮ ততশ্চ সামর্থ্যাৎ এষাং স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধিঃ ।১৯ এতেন "তৎ যৎ কিঞ্চ ইমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষাম্ এব সা কৃতিঃ"

ভাষ্যানুবাদ

তেছেন—] আর ইহা (—"চিন্বন্তি অপি স্বপতে" ইত্যাদি শতপথবাক্য) অর্থবাদমাত্র, ইহা ন্যায্য নহে ।১৫ যেহেতু যে স্থলে বিধায়ক বিধিলিঙাদি স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়, কেবল (—বিধিপ্রত্যয়হীন) বর্ণনা সেই স্থলে অর্থবাদমাত্র, ইহা যুক্তিসঙ্গত ।১৬ এখানে কিন্তু স্পষ্টভাবে অন্য বিধির (—লিঙ্, লোট্ ও তব্যাদির) উপলব্ধি না হওয়ায় বর্ণনা হইতেই ইহাদের (—মানসচয়নসকলের) উপাসনাবিধান কল্পনা করিতে হইবে ।১৭ আর তাহা [শ্রুতিতে] যেপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, সেইপ্রকারেই কল্পনা করিতে পারা যায়, এইহেতু সাতত্য (—চয়নসকলের নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠান, শ্রুতিতে পঠিত হইতে] দেখা যাইতেছে বলিয়া সেইপ্রকারেই [বিধি] কল্পনা করা হইতেছে (৯) ।১৮ আর সেইহেতু (—উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ বিধিবাক্যগত হওয়ায়, তাহার] সামর্থ্যবশতঃ ইহাদের (—মানসচয়নসকলের) স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মনিরপেক্ষতা) সিদ্ধ হইতেছে ।১৯ ইহার দ্বারা (—উক্ত লিঙ্গপ্রমাণের বিধিবাক্যস্থতাদ্বারা) "এই প্রাণিগণ মনের দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করে, তাহা তাহাদের (—মানসচয়নসকলের) কৃতি (—করণ, উপাদান"), ইত্যাদি ইহা (—সর্ব্বভূতসম্প্রাপ্ততারূপ লিঙ্গপ্রমাণ) ব্যাখ্যাত হইল (—বিধিবাক্যগত হওয়ায় অন্যার্থদর্শন হইল না) ।২০

ভাবদীপিকা

(৯) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—যে স্থলে বিধায়ক লিঙাদিপ্রত্যয় স্পষ্টভাবে শ্রুত হয়, সেই স্থলে প্রশংসাপর অন্যান্য বাক্যসকল অর্থবাদমাত্র। কিন্তু যে স্থলে বিধায়ক লিঙাদি স্পষ্ট উপলব্ধ হয় না, অথচ অপূর্ব্ব কোন কিছু পঠিত হয়, সেই স্থলে "বচনানি তু অপূর্ব্বত্বাৎ তস্মাৎ যথোপদেশং স্যুঃ" (জৈঃ সূঃ ৩।৫।২১), ইত্যাদি ন্যায়বলে বিধিকল্পনা করিতে হয়। তদনুযায়ী প্রস্তাবিতস্থলেও "সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি মদর্থম্ অগ্নিং চিন্বন্তি ইতি ধ্যায়েৎ", এইপ্রকার বিধি কল্পনা করিতে হইবে। ফলে "চিন্বন্তি অপি স্বপতে" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।১২), এই বাক্যস্থ 'সাতত্যদর্শনাত্মক' লিঙ্গপ্রমাণ (৪ ভাবদীঃ) বিধিবাক্যগত হওয়ায় অন্যার্থদর্শন হইল না। সুতরাং তদপেক্ষা দুর্ব্বল প্রকরণপ্রমাণকে বাধিত করিতে তাহা সমর্থ। উক্ত সূত্রটীর অর্থ এই—তু—কিন্তু, বচনানি—লিঙাদিপ্রত্যয়হীন এই বাক্যগুলি বিধিবাক্য, অপূর্ব্বত্বাৎ—যেহেতু উহারা পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত। তস্মাৎ—সেইহেতু, যথোপদেশং স্যুঃ—যেপ্রকার উপদেশ আছে, সেইপ্রকারই হইবে। ["বচনানি তু অপূর্ব্বত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ১০।৪।২২), এই স্থলেও অপূর্ব্ব বিষয়ের প্রতিপাদক বাক্যকে বিধিরূপে অঙ্গীকার করা হইয়াছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

শত: ব্রা: ১০।৫।৩।৩), ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্।২০ তথা বাক্যম্ অপি "এবং-বিদঃ" (ঐ ১০।৫।৩।১১) ইতি পুরুষবিশেষসম্বন্ধম্ এব এষাম্ আচক্ষাণং ন ক্রতুসম্বন্ধং মৃষ্যতে।২১ তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যপক্ষঃ এব জ্যায়ান্ ইতি ।২২।৩।৩।৪৯।

ভাষ্যানুবাদ

[সি:— শাস্ত্রপ্রমাণবলেও মানসচয়নসকলের স্বতন্ত্র বিদ্যাঙ্গকতা সিদ্ধি।]

এইপ্রকারে পুরুষবিশেষের সহিতই ইহাদের (—মানসচয়নসকলের) সম্বন্ধ-বর্ণনাকারি "এবংবিদঃ" (৪৭ সূ: ৪ বাক্য) ইত্যাদি বাক্যপ্রমাণও যজ্ঞের সহিত [ইহাদের] সম্বন্ধকে সহ্য করে না (—পুরুষসম্বন্ধ ইহা কর্ম্মাঙ্গ নহে)।২১ সেইহেতু (—শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্যপ্রমাণদ্বারা প্রকরণপ্রমাণ বাধিত হওয়ায়) স্বাতন্ত্র্যপক্ষই (—মানসচয়নসকল স্বতন্ত্র বিদ্যাঙ্গক, এই পক্ষই) শ্রেষ্ঠ।২২।৩।৩।৪৯।

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্॥৩।৩।৫০॥

পদচ্ছেদ—অনুবন্ধাদিভ্যঃ, প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ, দৃষ্টঃ, চ, তৎ, উক্তম্।

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ মনশ্চিদাদীনাং স্বাতন্ত্র্যম্ ইত্যাহ—] **অনুবন্ধাদিভ্যঃ**—"তে মনসা এব আধীয়ন্ত, মনসা অচীয়ন্ত মনসা এব গ্রহাঃ অগৃহ্যন্ত" (শত: ব্রা: ১০।৫।৩।৩), ইত্যাদিনা মনআদিষু বৃত্তিষু কর্ম্মাঙ্গানাম্ অনুবন্ধাৎ—সম্পাদনরূপসম্বন্ধাৎ [অগ্নীনাং স্বাতন্ত্র্যম্; কর্ম্মাঙ্গত্বে হি তেষাম্ অঙ্গানাং প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বেন সম্পাদনবৈয়র্থ্যম্ ইতি ভাবঃ]। আদিশব্দেন অতিদেশঃ গৃহ্যতে। [ইষ্টকাচিতাগ্নিসাদৃশ্যেন ভাবনাময়চয়নত্বার্থম্ অতিদেশস্য সিদ্ধান্তেঽপি উপপত্তেঃ ন অয়ং পূর্ব্বপক্ষানুকূলঃ]। সূত্রে বহুবচনসিদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বোক্তশ্রুতিলিঙ্গাদিকং বোধ্যম্। এবং চ অনুবন্ধাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ—অনুবন্ধাতিদেশশ্রুতিলিঙ্গবাক্যেভ্যঃ হেতুভ্যঃ মনশ্চিদাদীনাং স্বাতন্ত্র্যং সিধ্যতি। [তত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—] **প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ**—যথা প্রজ্ঞান্তরাণাং শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যানাং স্বাতন্ত্র্যং, তদ্বৎ। [নন্থ মনশ্চিদাদীনাং স্বাতন্ত্র্যে কর্মপ্রকরণাৎ তেষাম্ উৎকর্ষঃ স্যাৎ, সঃ চ কঃ দৃষ্টঃ? অত: আহ—] **দৃষ্টশ্চ**—রাজসূয়ং প্রস্তুত্য শ্রুতায়াঃ অবেষ্টেঃ ব্রাহ্মণাদিকর্ত্তৃকায়াঃ রাজমাত্রকর্ত্তৃকরাজসূয়প্রকরণাৎ উৎকর্ষঃ দৃষ্টঃ, তদ্বৎ ইহাপি অগ্নীনাং কর্ম্ম-প্রকরণাৎ উৎকর্ষঃ ইতি। **তদুক্তম্**—প্রথমে কাণ্ডে "ক্রত্বর্থায়াম্ ইতি চেৎ, ন, বর্ণত্রয়-সংযোগাৎ" (জৈ: সূ: ১১।৪।১০) ইত্যাদিনা তদুক্তম্।

অনুবাদ—[আর এইহেতুবশতঃ মনশ্চিত প্রভৃতি চয়নসকলের স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মনিরপেক্ষতা) সিদ্ধ হয়, ইহা বলিতেছেন—] **অনুবন্ধাদিভ্যঃ**—"তাহারা (—মানসচয়নসকল) মনের দ্বারাই আহিত (—আধানক্রিয়ার বিষয়) হয়, মনের দ্বারাই [ইষ্টকাসকল] চিত (—সম্পাদিত) হয়, মনের দ্বারাই গ্রহ (—সোমরসাধার) সকল গৃহীত হয়", ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা মন প্রভৃতির বৃত্তিসকলে কর্ম্মাঙ্গসকলের অনুবন্ধাৎ—সম্পাদনরূপ সম্বন্ধবশতঃ [অগ্নিচয়নসকলের কর্ম্মনিরপেক্ষতা সিদ্ধ হয়; যেহেতু কর্ম্মাঙ্গ হইলে, সেই অঙ্গসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় সম্পাদন ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]। আদিশব্দের দ্বারা—অতিদেশ (৩।৩।৪৬ সূ:) গৃহীত হইতেছে। [ইষ্টকানির্ম্মিত চয়নের সাদৃশ্যবশতঃ ভাবনাময়

চয়নের স্তুতির জন্য সিদ্ধান্তেও অতিদেশের উপপত্তি হওয়ায় তাহা পূর্ব্বপক্ষের অনুকূল নহে]। সূত্রে বহুবচন সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিলিঙ্গ প্রভৃতিকে অবগত হইতে হইবে। এইপ্রকারে অনুবন্ধ প্রভৃতি হেতুসকলের বলে, অর্থাৎ সম্পাদনরূপ সম্বন্ধ, অতিদেশ, শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্য, এই সকল হেতুর বলে মনশ্চিত প্রভৃতি চয়নসকলের স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মনিরপেক্ষতা) সিদ্ধ হয়। [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] **প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ**—শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যা-রূপ অন্য বিদ্যাসকল যেমন কর্ম্মনিরপেক্ষ, তদ্রূপ। [কিন্তু মনশ্চিত প্রভৃতি কর্ম্মনিরপেক্ষ হইলে কর্ম্মের প্রকরণ হইতে তাহাদের উৎকর্ষ (—অপসরণ) হইবে। তাহা (—তাদৃশ অপসরণ) কোথায় পরিদৃষ্ট হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **দৃষ্টশ্চ**—রাজসূয়যজ্ঞের প্রস্তাব করিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকর্তৃক অনুষ্ঠেয় যে অবেষ্টিযজ্ঞ শ্রুত হয়, ক্ষত্রিয়মাত্রকর্তৃক অনুষ্ঠেয় রাজসূয়যজ্ঞের প্রকরণ হইতে তাহার অপসরণ পরিদৃষ্ট হয়; তাহার ন্যায় এখানেও কর্ম্মের প্রকরণ হইতে অগ্নিচয়নসকলের অপসরণ হইবে। **তদুক্তম্**—পূর্ব্বমীমাংসাতে "ক্রত্বর্থায়াম্ ইতি চেৎ, ন বর্ণত্রয়সংযোগাৎ", ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ প্রকরণম্ উপমৃদ্য স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাং প্রতিপত্তব্যম্, যৎ ক্রিয়াম্বয়বান্ মনআদিব্যাপারেষু অনুবধ্নাতি—"তে মনসা এব আধীয়ন্ত, মনসা অচীয়ন্ত, মনসা এব গ্রহাঃ অগৃহ্যন্ত, মনসা অস্তুবন্, মনসা অশংসন্, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞিয়ং কর্ম্ম, মনসা এব তেষু

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মনোবৃত্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ মানসচয়নসকলের কর্ম্মাঙ্গতা ও শ্রুতির বিভিন্নতাবশতঃ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিততা নিরাকরণদ্বারা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন]

আর এই হেতুবশতঃও প্রকরণপ্রমাণকে নিরাকরণ করিয়া মনশ্চিত প্রভৃতির স্বতন্ত্রতা (—কর্ম্মনিরপেক্ষতা) অবগত হইতে হইবে, যেহেতু "তাহারা (—সেই মানসচয়নসকল) মনের দ্বারাই আহিত হয় (—আধানক্রিয়ার বিষয় হয় (১০), আধানক্রিয়াতে মনোবৃত্তিসকলই করণ), মনের দ্বারাই [ইষ্টকাসকল] চিত (—সম্পাদিত) হয়, মনের দ্বারাই গ্রহ (—সোমরসাধার পাত্র) সকল গৃহীত হয়, মনের দ্বারা [উদ্গাতৃগণ] স্তব করেন, মনের দ্বারা [হোতৃগণ] শস্ত্র পাঠ করেন, যজ্ঞে যাহা কিছু [আরাদুপকারক, ১১] কর্ম্ম করা হয়, যাহা কিছু যজ্ঞিয় (—যজ্ঞের

ভাবদীপিকা

(১০) **আধান** ৪১২ দ্রঃ। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই স্থলসকলে অতীতকালবোধক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইলেও, তাহাকে বর্ত্তমানকালবোধকরূপে অনুবাদ করা হইল; কারণ ন্যায়নির্ণয়কার ও প্রকটার্থবিবরণকার এইপ্রকারই করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—"ছন্দসি কালানিয়মাৎ"—'বেদে কালের নিয়ম নাই'।

[অপূর্ব্বের অবান্তর ভেদ]

(১১) **আরাদুপকারক**—কর্ম্মাঙ্গভূত ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যকে উদ্দেশ্য না করিয়া যে সকল কর্ম্ম বিহিত হয়, তাহাদিগকে বলে—আরাদুপকারক। যেমন প্রযাজাদি। ইহারা অনুষ্ঠিত

শাঙ্করভাষ্যম্

তৎ মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়ম্ এব ক্রিয়তে" (শতঃ-ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩) ইত্যাদিনা।১ সম্পৎফলঃ হি অয়ম্ অনুবন্ধঃ।২ ন চ প্রত্যক্ষাঃ ক্রিয়াবয়বাঃ সন্তঃ সম্পদা লিপ্সিতব্যাঃ।৩ ন চ অত্র

ভাষ্যানুবাদ

হিতকারি, সন্নিপত্যোপকারক ১২) কর্ম্ম করা হয়, তাহা মনের দ্বারাই মনোময় মনশ্চিত সেই [অগ্নিচয়ন] সকলে মনোময়রূপেই (—ভাবনাময়রূপেই) করা হয়", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [শ্রুতি] ক্রিয়ার অবয়বসকলকে মনঃপ্রভৃতির ব্যাপার (—বৃত্তি) সকলে অনুবন্ধন (—সম্বন্ধ) করিতেছেন।১ [কেন করিতেছেন? উত্তর—] এই সম্বন্ধ সম্পৎফলক (—মনোবৃত্তিসকলে তত্তৎ কর্ম্মাঙ্গ দৃষ্টিরূপসম্পদুপাসনার জন্যই এইপ্রকার সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে)।২ [আচ্ছা, তাদৃশ সম্পদুপাসনার জন্য হইলেও মানসচয়নসকল কর্ম্মাঙ্গ হইবে না কেন? উত্তর—] ক্রিয়ার [অগ্নিচয়ন প্রভৃতি] অবয়বসকল প্রত্যক্ষ থাকিলে সম্পাদনের দ্বারা তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করা উচিত নহে।৩ [আচ্ছা, এই মানসচয়নসকল কর্ম্মাঙ্গ না হইলেও উদ্‌গীথাদি উপাসনার ন্যায় কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত হউক। উত্তর—] আর এখানে উদ্‌গীথাদি

ভাবদীপিকা

হইলে স্বীয় অবান্তরাপূর্ব্বকে উৎপাদনকরতঃ প্রধান যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে 'আরাৎ'—দূরবর্ত্তী সময়ে সেই প্রধান কর্ম্মের অপূর্ব্বের সহিত মিলিত হইয়া ভাবিফলপ্রদ মহাপূর্ব্বকে উৎপাদন করে বলিয়া ইহাদিগকে 'আরাদুপকারক' বলা হয়। কর্ম্মজনিত ভাবিফলপ্রদ অদৃষ্টকে বলে—অপূর্ব্ব (২০৮ পৃঃ), ইহা প্রধানতঃ তিনপ্রকার, যথা—প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম্মজনিত অদৃষ্টকে বলে—অবান্তরাপূর্ব্ব, বা অঙ্গাপূর্ব্ব। দর্শ ও পূর্ণমাসাদিতে অগ্নি ও ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যে প্রধান যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই প্রধান কর্ম্মজনিত অদৃষ্টকে বলে—প্রধানাপূর্ব্ব, বা উৎপত্ত্যপূর্ব্ব। অঙ্গকলাপসহ সমগ্র কর্ম্মানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে অবান্তরাপূর্ব্ব ও প্রধানাপূর্ব্বসকল মিলিত হইয়া যে ভাবিফলপ্রদ অপূর্ব্বরূপে অবস্থান করে, তাহাকে বলে পরমাপূর্ব্ব মহাপূর্ব্ব বা ফলাপূর্ব্ব। [ইহা পূর্ব্বমীমাংসার সিদ্ধান্ত। বেদান্তসিদ্ধান্ত ৩।২।৮ অধিঃ দ্রঃ]।

(১২) সন্নিপত্যোপকারক—কর্ম্মাঙ্গভূত ব্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যসকলকে উদ্দেশ্য করিয়া যে কর্ম্ম বিহিত হয়, তাহাকে বলে সন্নিপত্যোপকারক; যেমন অবঘাত প্রোক্ষণ ও আহুতি-প্রদান ইত্যাদি। ইহা তিনপ্রকার—দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ ও দৃষ্টাদৃষ্টার্থ। "ব্রীহীন্ অবহন্তি", ইত্যাদি বিধিবলে যে অবঘাত বিহিত হয়, তাহা দৃষ্টার্থ, কারণ অবঘাতের দ্বারা ধান্য হইতে তুষনিষ্কাশন পরিদৃষ্টই হইয়া থাকে। "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি", ইত্যাদি বিধিবলে ব্রীহিতে যে প্রোক্ষণ করা (—জলের ছিটা দেওয়া) হয়, তাহা অদৃষ্টার্থ, কারণ তাহার দ্বারা ব্রীহিতে যে সংস্কার ও শুদ্ধতা আহিত হয়, তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। "পুরোডাশান্ যজতি", ইত্যাদি বিধিবলে পুরোডাশের যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা দৃষ্টাদৃষ্টার্থ; কারণ আহুতি প্রদত্ত হইলে যে অদৃষ্টের উৎপত্তি হয়, তাহা পরিদৃষ্ট না হওয়ায় 'অদৃষ্ট' এবং আহুতিপ্রদানকালে "ইদং অমুকদেবায় ন মম", এইপ্রকারে যে দেবতার স্মরণ হয়, তাহা দৃষ্ট, অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ।

শাঙ্করভাষ্যম্

উদ্গীথাদ্যুপাসনবৎ ক্রিয়াঙ্গসম্বন্ধাৎ তদনুপ্রবেশিত্বম্ আশঙ্কিতব্যং শ্রুতিবৈরূপ্যাৎ।৪ ন হি অত্র ক্রিয়াঙ্গং কিঞ্চিৎ আদায় তস্মিন্ অদঃ নাম অধ্যবসিতব্যম্ ইতি বদতি।৫ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণি তু মনোবৃত্তিভেদান্ আদায় তেষু অগ্নিত্বং গ্রহাদীংশ্চ কল্পয়তি পুরুষযজ্ঞাদিবৎ।৬ সংখ্যা চ ইয়ং পুরুষায়ুষস্য অহঃসু দৃষ্টা সতি তৎসম্বন্ধিনীষু মনোবৃত্তিষু আরোপ্যতে ইতি দ্রষ্টব্যম্।৭ এবম্ অনুবন্ধাৎ স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাম্।৮ আদিশব্দাৎ অতিদেশাদি অপি যথাসম্ভবং যোজয়িতব্যম্।৯ তথাহি—"তেষাম্ একৈক এব তাবান্ যাবান্ অসৌ পূর্ব্বঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩), ইতি ক্রিয়াময়স্য অগ্নেঃ মাহাত্ম্যং জ্ঞানময়ানাম্ একৈকস্য অতিদিশন্

ভাষ্যানুবাদ

উপাসনার ন্যায় ক্রিয়াঙ্গের সহিত সম্বন্ধবশতঃ [মানসচয়নসকলের] তদনুপ্রবেশিত্বের (—ক্রিয়ানুপ্রবেশিত্বের, কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হওয়ার) আশঙ্কা করা উচিত নহে, যেহেতু শ্রুতির বিভিন্নরূপতা (—ভিন্নতা) আছে।৪ [এই বিভিন্নতা পরিস্ফুট করিতেছেন—] যেহেতু এই স্থলে ক্রিয়ার কোন অঙ্গকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে 'অমুক' পদার্থের নিশ্চয় (—সেই পদার্থদৃষ্টি) করিতে হইবে, [শ্রুতি] এইপ্রকার বলিতেছেন না।৫ [তবে কি বলিতেছেন ? উত্তর—] ছত্রিশ হাজার [অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন] মনোবৃত্তিসকলকে গ্রহণ করিয়া পুরুষযজ্ঞাদির (৩৩৬ পৃঃ) ন্যায় সেই সকলে অগ্নিচয়ন ও গ্রহ (—সোমরসপাত্র) প্রভৃতিকে কল্পনা করিতেছেন।৬ [কিন্তু প্রত্যেক অহোরাত্রে মনোবৃত্তি অসংখ্য, তাহাদের পরিমিত সংখ্যা কেন গৃহীত হইতেছে ? উত্তর—] আর এই সংখ্যা পুরুষের আয়ুর দিবসসকলে দৃষ্ট (—সম্পাদিত) হইয়া সেই দিবসসম্বন্ধী মনোবৃত্তিসকলে আরোপিত হইতেছে, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। (১ ভাবদীঃ)।৭ এইপ্রকারে [মনোবৃত্তিসকলের সহিত ইষ্টকাদি কর্ম্মাঙ্গসকলের সম্বন্ধবশতঃ মনশ্চিত (—মানসচয়ন) প্রভৃতির কর্ম্মনিরপেক্ষতা সিদ্ধ হয়।৮

[সিঃ—শ্রুতির জন্য হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষীর অতিদেশরূপ লিঙ্গপ্রমাণের (৪৬ সূঃ) নিরাকরণ। সাধ্যের বিভিন্নতাবশতঃ বাহ্য ও মানসচয়নের বিকল্পও সম্ভব নহে।]

[সূত্রস্থ] 'আদি' শব্দ হইতে 'অতিদেশ' (৩।৩।৪৬ সূঃ) প্রভৃতিকে যথাসম্ভব যোজনা করিতে হইবে।৯ [অতিদেশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন দেখ, "তাহাদের (—সেই মানসচয়নসকলের) মধ্যে এক একটী ততটাই (—ততটা পরিমাণযুক্ত ও সেইপ্রকার মাহাত্ম্যযুক্ত) পূর্ব্ববর্ণিত উহা (—ইষ্টকাচিত চয়নসকল) যতটা (—যতটা পরিমাণযুক্ত ও যেপ্রকার মাহাত্ম্যযুক্ত"), এইপ্রকারে ক্রিয়াময় অগ্নির (—সোমযজ্ঞের অঙ্গভূত অগ্নিচয়নের) মাহাত্ম্যকে ভাবনাময় চয়নসকলের মধ্যে এক একটীতে (—প্রত্যেকটীতে) অতিদেশকরতঃ [শ্রুতি] ক্রিয়াতে অনাদর প্রদর্শন

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রিয়ায়াম্ অনাদরং দর্শয়তি ।১০ ন চ সত্যেব ক্রিয়াসম্বন্ধে বিকল্পঃ পূর্ব্বেণ উত্তরেষাম্ ইতি শক্যং বক্তুম্ ।১১ নহি যেন ব্যাপারেণ আহবনীয়ধারণাদিনা পূর্ব্বঃ ক্রিয়ায়াম্ উপকরোতি, তেন উত্তরে উপকর্ত্তুং শক্নুবন্তি ।১২ যত্তু পূর্ব্বপক্ষে অপি অতিদেশঃ উপোদ্বলকঃ ইতি উক্তং "সতি হি সামান্যে অতিদেশঃ প্রবর্ত্ততে" ইতি ।১৩ তৎ অস্মৎপক্ষে অগ্নিত্বসামান্যেন অতিদেশসম্ভবাৎ প্রত্যুক্তম্, অস্তি হি সাম্পাদিকানাম্ অপি অগ্নীনাম্ অগ্নিত্বম্

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন (১৩) ।১০ আর ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকিলেই পূর্ব্ববর্ণিতের (—ইষ্টকাচিত চয়নের) সহিত পরে বর্ণিতসকলের (—মানসচয়নসকলের) বিকল্প হয়, ইহা বলিতে পারা যায় না ।১১ যেহেতু আহবনীয় অগ্নির ধারণ ইত্যাদি যে ব্যাপারের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তীটী (—বাহ্যচয়ন) ক্রিয়াতে (—সোমযজ্ঞে) উপকার করে, পরবর্ত্তিসকল (—মানসচয়নসকল) সেইপ্রকারে [আহবনীয় অগ্নির আধার হইয়া] উপকার করিতে সমর্থ নহে (১৪) ।১২ আর যে বলা হইয়াছে—"সামান্য (—সমানধর্ম্মযুক্ততা) থাকিলেই অতিদেশ প্রবৃত্ত হয়" (৪৬ সূঃ ২ বাক্য), এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষেও অতিদেশ [মানসচয়নসকলের ক্রিয়ানুপ্রবেশের প্রতি] উপোদ্বলক (—সহায়ক) ।১৩ [তদুত্তরে বলিব—] আমাদের পক্ষে [ভাবনাময় মানসচয়নের স্তুতির জন্য] অগ্নিত্বের (—অগ্নিচয়নসামান্যের) সাদৃশ্যের দ্বারা অতিদেশ সম্ভব হওয়ায় তাহা প্রত্যুক্ত (-নিরাকৃত) হইল; কারণ সাম্পাদিক হইলেও অগ্নিচয়ন-

ভাবদীপিকা

(১৩) বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য ইষ্টকাচিত বাহ্য চয়ন যেপ্রকার মাহাত্ম্যযুক্ত, অর্থাৎ পশুরূপ যেপ্রকার ফল প্রদান করে, অল্প আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বিহীন ভাবনাময় মানসচয়ন সেই ফলই প্রদান করে, ইহা বর্ণিত হওয়ায় বস্তুতঃ ক্রিয়াময় বাহ্য চয়নে অনাদরই প্রদর্শিত হইল। এতদ্দ্বারা এই অতিদেশকে যে পূর্ব্বপক্ষী মানসচয়নসকলের কর্ম্মাঙ্গতার প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ মনে করিতেছিলেন (৪৮৭ পৃঃ), তাহা নিরাকৃত হইল; যেহেতু যাহা অনাদরের বিষয়, তাহাকে কেহ কর্ম্মাঙ্গরূপে গ্রহণ করে না। যদি বলা হয়—বাহ্য ক্রিয়াময় চয়নের সহিত ভাবনাময় আন্তর চয়নের বিকল্পের জন্য (৪৫ সূঃ ২বাক্য) অতিদেশ হইয়াছে, বাহ্য চয়নের অনাদরের জন্য নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন **নচ সত্যেব**—'আর ক্রিয়ার', ইত্যাদি। (১১ বাক্য)।

(১৪) ভাব এই—ব্রীহির দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হয়, যবের দ্বারাও তাহাই হয়; সেইহেতু সেই স্থলে বিকল্প সঙ্গত। প্রস্তাবিতস্থলে মানসচয়ন ইষ্টকাচিত চয়নের ন্যায় আহবনীয় অগ্নির ধারণরূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না; সেইহেতু সাধ্যের বিভিন্নতাবশতঃ এই স্থলে বিকল্প হইতে পারে না। আর উক্ত হেতুবশতঃ সমুচ্চয়ও হইতে পারে না। অতএব "নহি নিন্দা নিন্দ্যাং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে, অপিতু বিধেয়ং স্তোতুম্" (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।২।৭ সূঃ), এই ন্যায়বলে এই অতিদেশ ক্রিয়াময় বাহ্য চয়নে অনাদর প্রদর্শনদ্বারা ভাবনাময় মানসচয়নের স্তুতির জন্য, ইহাই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।১৪ শ্রুত্যাদীনি চ কারণানি দর্শিতানি ।১৫ এবম্ অনুবন্ধাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাং প্রজ্ঞান্তরপৃথক্‌ত্ববৎ ।১৬ যথা প্রজ্ঞান্তরাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতীনি স্বেন স্বেন অনুবন্ধেন অনুবধ্যমানানি পৃথগেব কর্ম্মভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরেভ্যশ্চ স্বতন্ত্রাণি ভবন্তি, এবম্ ইতি ।১৭ দৃষ্টশ্চ অবেষ্টেঃ রাজসূয়প্রকরণপঠিতায়াঃ প্রকরণাৎ উৎকর্ষঃ বর্ণত্রয়ানুবন্ধাৎ রাজযজ্ঞত্বাৎ চ রাজসূয়স্য ।১৮ তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে—"ক্রত্বর্থায়াম্ ইতি চেৎ ন বর্ণত্রয়সংযোগাৎ"* (জৈঃ সূঃ ১১।৪।১০) ।১৯।৩।৩।৪৫।।

* "বর্ণসংযোগাৎ" ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

সকলের অগ্নিচয়নত্ব [-রূপ সাদৃশ্য] আছে ।১৪ [অতএব স্তুতির জন্যও অতিদেশ সম্ভব হওয়ায় সেই অতিদেশ পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত মানসচয়নসকলের ক্রিয়ানুপ্রবেশিত্বের প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ হইতে পারিল না]।

[সিঃ—অনুবন্ধাদিভ্যঃ" এই সূত্রাংশের এবং সূত্রশেষাংশের তাৎপর্য্য বর্ণন—শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যার ন্যায় মানসচয়ন প্রভৃতি বিদ্যার কর্ম্মনিরপেক্ষতা।]

[সূত্রস্থ "অনুবন্ধাদিভ্যঃ", অত্রস্থ বহুবচনের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—] শ্রুতি প্রভৃতি কারণসকল (—মানসচয়নের কর্ম্মনিরপেক্ষতা জ্ঞাপক শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্য, এই প্রমাণসকল, ৪৯ সূত্রে] প্রদর্শিত হইয়াছে (—অত্রস্থ বহুবচনের দ্বারা সেই সকলকেও গ্রহণ করিতে হইবে)।১৫ এইপ্রকারে অনুবন্ধ প্রভৃতি (—মনোবৃত্তিসকলের চয়নাত্মক কর্ম্মাঙ্গরূপে সম্পাদনরূপ সম্বন্ধ, অতিদেশ, শ্রুতি লিঙ্গ ও বাক্য প্রভৃতি) কারণসকলবশতঃ মনশ্চিত প্রভৃতির (—মনশ্চিত বাক্‌চিত, শ্রোত্রচিত ইত্যাদি চয়নসকলের) স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মনিরপেক্ষতা) সিদ্ধ হইল, যেমন অন্য বিদ্যা পৃথক্ (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) হইয়া থাকে, তদ্রূপ ।১৬ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেমন স্ব স্ব অনুবন্ধের (১৫) সহিত পৃথগ্‌ভাবেই সম্বন্ধযুক্ত যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি তাহারা কর্ম্মসকল হইতে এবং অন্যপ্রকার বিদ্যাসকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, এইপ্রকার 'এখানেও বুঝিতে হইবে' ।১৭ রাজসূয়যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত 'অবেষ্টির' (—তন্নামক ইষ্টিযজ্ঞের, রাজসূয়যজ্ঞের] প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ (—অপসরণ) কিন্তু পরিদৃষ্ট

ভাবদীপিকা

(১৫) এই স্থলে "অনুবধ্যতে অস্মিন্ ইতি অনুবন্ধঃ", এইপ্রকারে অনু+বন্ধ্+অধিকরণবাচ্যে 'অন্' প্রত্যয় করিয়া 'অনুবন্ধঃ' এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—'তৎসম্বন্ধী', অর্থাৎ সেই সেই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেবতা ইত্যাদি'। শঙ্কা—কিন্তু মানসচয়ন প্রভৃতি কর্ম্মনিরপেক্ষ হইলে ক্রিয়ার প্রকরণে তাহাদের পাঠ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক্, সেইহেতু ক্রিয়ার প্রকরণ হইতে তাহাদের উৎকর্ষ (—অপসরণ) অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইপ্রকার অপসরণ কিন্তু কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—দৃষ্টশ্চ—'রাজসূয়যজ্ঞের' ইত্যাদি (১৮ বাক্য)।

ভাষ্যানুবাদ

হইয়াছে, যেহেতু [সেই অবেষ্টিযজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি] বর্ণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ এবং যেহেতু রাজসূয় রাজযজ্ঞ (—মাত্র ক্ষত্রিয়েরই তাহাতে অধিকার)।১৮ প্রথমকাণ্ডে (—পূর্ব্ব-মীমাংসাতে) "ক্রত্বর্থায়াম্ ইতি চেৎ ন বর্ণত্রয়সংযোগাৎ", এইপ্রকারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে (১৬) ।১৯।৩।৩।৫০।

ভাবদীপিকা

(১৬) এই সূত্রটীর অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বমীমাংসার নিম্নোক্ত অধিকরণত্রয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সূত্রটীর অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বমীমাংসা ২।৩।২ "অবেষ্টেঃ ক্রত্বর্থাধিকরণে" এইপ্রকার বিচার আছে—শ্রুতিতে "রাজা স্বারাজ্যকামঃ রাজসূয়েন যজেত", এইপ্রকারে রাজসূয়যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। উক্ত যজ্ঞের প্রকরণে তাহার অন্তর্ভূত অবেষ্টি নামক যজ্ঞ এইপ্রকারে বিহিত হইয়াছে, যথা—১। "আগ্নেয়ম্ অষ্টাকপালং নির্বপতি হিরণ্যং দক্ষিণা। ২। ঐন্দ্রম্ একাদশকপালম্ ঋষভো দক্ষিণা। ৩। বৈশ্বদেবং চরুং পিশঙ্গী পষ্ঠৌহী দক্ষিণা। ৪। মৈত্রাবরুণীম্ আমিক্ষাং বশা দক্ষিণা। ৫। বার্হস্পত্যং চরুং শিতিপৃষ্ঠো দক্ষিণা" (তৈঃ সং ১।৮।১৯)। অর্থ—১। অগ্নিদেবতার জন্য অষ্টকপালসংস্কৃত পুরোডাশ নির্বাপ করিবে (—তাহার দ্বারা অগ্নিদেবতাকে আহুতিপ্রদান করিবে), সুবর্ণ এই যজ্ঞের দক্ষিণা। অন্য বাক্যগুলির অর্থ এইপ্রকারেই বুঝিতে হইবে। ঋষভ—রেতঃসেচন সমর্থ বৃষ। পিশঙ্গী—পিঙ্গলবর্ণা। পষ্ঠৌহী—বালগর্ভিনী, প্রথমগর্ভা গাভী। আমিক্ষা—ছানা। বশা—বন্ধ্যা, বা অগৃহীতগর্ভা গাভী। শিতিপৃষ্ঠ—শ্বেতবর্ণ পৃষ্ঠদেশযুক্তা গাভী। এই অবেষ্টিযজ্ঞবিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—"অন্নকামী অন্নকামী এই যজ্ঞ করিবে। যদি ইচ্ছা হয় ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞ করিবেন। যদি ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞ করেন, বৃহস্পতি দেবতার হবনীয় দ্রব্যকে মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া অভিঘারণ (– ঘৃতের দ্বারা সিঞ্চন) করিবেন। যদি ক্ষত্রিয় ইহা করেন, ইন্দ্রদেবতার হবনীয়কে মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া অভিঘারণ করিবেন। যদি বৈশ্য করেন, বৈশ্বদেব দেবতার হবনীয়কে মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া অভিঘারণ করিবেন", ইত্যাদি। এই বাক্যসকল অবলম্বনে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—রাজসূয়যজ্ঞে রাজ্যের অধিপতিরই অধিকার; তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতে পারেন। সুতরাং রাজসূয় যজ্ঞের অন্তর্ভূত অবেষ্টি যজ্ঞে বর্ণত্রয়েরই অধিকার। সিদ্ধান্তী বলেন—ব্যাকরণস্মৃতি অনুসারে রাজশব্দের অর্থ—ক্ষত্রিয় জাতি, রাজ্যের অধিপতিমাত্র নহে। সেইহেতু রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার। আর অবেষ্টিযজ্ঞও দুইপ্রকার ১। অন্তরবেষ্টি, ইহা ক্রত্বর্থ, রাজসূয় যজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদক অঙ্গ। এবং ২। বহিরবেষ্টি, ইহা পুরুষার্থ (—পুরুষের বিশেষ কামনার সাধক), ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ই ইহাতে অধিকারী। এই বহিরবেষ্টি স্বতন্ত্র ফলপ্রদ কর্ম্মান্তর, অর্থাৎ অন্নকামীর অন্নরূপ ফলপ্রদ স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ইহা পূঃ মীঃ ২।৩।১৩ "অবেষ্টেরন্নাদ্যফলকত্বাধিকরণে" প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তর পূঃ মীঃ ১১।৪।৩ "অবেষ্টৌ যজানাং ভেদাধিকরণে" এইপ্রকার বিচার করা হইয়াছে—ঐ যে আগ্নেয়াদি পাঁচটী যাগ, ইহাদের প্রয়োগে তন্ত্রতা (—যুগপৎ অনুষ্ঠান, একই সঙ্গে পাঁচটী হবনীয় দ্রব্যের আহুতি) হইবে, অথবা উহারা পৃথক্ পৃথগ্ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সংশয়। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ব্রাহ্মণাদি যজমানের পক্ষে এক এক দেবতার হবনীয়কে মধ্যস্থলে স্থাপনের ও যুগপৎ অভিঘারণের বিধান থাকায়, সেই 'মধ্যে স্থাপনরূপ'

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ ॥৩।৩।৫১॥

পদচ্ছেদ—ন, সামান্যাৎ, অপি, উপলব্ধেঃ, মৃত্যুবৎ, নহি, লোকাপত্তিঃ।

সূত্রার্থ—[যদবাদি পূর্ব্ববাদিনা মানসগ্রহবৎ মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়াশেষত্বম্ ইতি। তৎ বিঘটয়তি—মনশ্চিদাদীনাং] **সামান্যাৎ অপি**—মানসত্বসামান্যাৎ অপি, **ন**—ন ক্রিয়াশেষত্বং কল্প্যম্। [কুতঃ ?] **উপলব্ধেঃ**—পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ স্বাতন্ত্র্যোপলব্ধেঃ। [তত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—] **মৃত্যুবৎ**—যথা "সঃ বৈ এষঃ এব মৃত্যুঃ যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।৩) ইতি, "অগ্নিঃ বৈ মৃত্যুঃ" (বৃঃ ৩।২।১০) ইতি চ অগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োঃ সমানে অপি মৃত্যুশব্দপ্রয়োগে ন অত্যন্তসাম্যাপত্তিঃ। [যথা বা] **নহি লোকাপত্তিঃ**—"অসৌ বাব লোকঃ গৌতম অগ্নিঃ, তস্য আদিত্যঃ এব সমিৎ" (ছাঃ ৫।৪।১), ইত্যাদৌ সমিদাদিসাম্যাৎ নহি 'লোকস্য'—দ্যুলোকস্য 'আপত্তিঃ'—অগ্নিত্বাপত্তিঃ, [অপিতু পরস্পরবৈষম্যং, তদ্বৎ মানসগ্রহ-মানসিকাগ্ন্যোঃ মানসত্বসাম্যে অপি পরস্পরবৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—মানসগ্রহের (৪৫ সূঃ) ন্যায় মনশ্চিদাদিও কর্ম্মাঙ্গ। তাহা বিঘটন করিতেছেন—মনশ্চিদাদি চয়নসকলের] **সামান্যাৎ অপি**—মানসত্বরূপ সাদৃশ্য থাকিলেও, **ন**—ক্রিয়াঙ্গতা কল্পনা করা উচিত নহে। [কেন নহে ? উত্তর—] **উপলব্ধেঃ**—যেহেতু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণসকলবশতঃ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মনিরপেক্ষতা) উপলব্ধ হয়। [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] **মৃত্যু-**

ভাবদীপিকা

লিঙ্গপ্রমাণবলে উক্ত যজ্ঞে প্রয়োগের তন্ত্রতা হইবে। তাহাতে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অন্তরবেষ্টি যজ্ঞে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার, ব্রাহ্মণাদির তাহাতে অধিকার নাই ; সেইহেতু 'মধ্যে স্থাপনরূপ' লিঙ্গের সেই স্থলে প্রবৃত্তি না হওয়ায় তাহাতে প্রয়োগের 'তন্ত্রতা' হইবে না। তাহাতে **পূর্ব্বপক্ষী** বলেন—ক্রত্বর্থ অন্তরবেষ্টিতেও উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ প্রযোজ্য। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—**ক্রত্বর্থায়াম্** ইতি চেৎ, ন বর্ণত্রয়সংযোগাৎ (জৈঃ সূঃ ১১।৪।১০)। অর্থ—**ক্রত্বর্থায়াম্**—ঐ যে 'মধ্যে স্থাপনরূপ' লিঙ্গপ্রমাণ, তাহা ক্রত্বর্থ (—রাজসূয়যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধক) অন্তরবেষ্টিতেও প্রযুক্ত হইবে, অর্থাৎ উক্ত অন্তরবেষ্টি যজ্ঞেও হবনীয় দ্রব্যসকলকে শ্রুতিবর্ণিত প্রকারে মধ্যস্থলে স্থাপনকরতঃ অভিঘারণ করিতে হইবে। **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়, [তদুত্তরে বলিব—] **ন**—না, তাহা হইবে না। **বর্ণত্রয়সংযোগাৎ**—যেহেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সহিতই উক্ত লিঙ্গপ্রমাণের সম্বন্ধ আছে। [অতএব ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যাহাতে অধিকারী, সেই 'বহিরবেষ্টিতেই' উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় তাহাতেই প্রয়োগের 'তন্ত্রতা' হইবে, রাজসূয়যজ্ঞের অঙ্গভূত ক্রত্বর্থ 'অন্তরবেষ্টিতে' তাহা হইবে না]। যাহাহউক, **পূর্ব্ব**মীমাংসার উক্ত দৃষ্টান্তবলে উত্তরমীমাংসাতে ইহাই বলা হইল যে, রাজসূয়যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত হইলেও বর্ণত্রয়সম্পাদ্য অবেষ্টিযজ্ঞের যেমন বহিরবেষ্টিরূপে রাজসূয়যজ্ঞের প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ (—অপসরণ) হয় ; তদ্রূপ অগ্নিচয়নক্রিয়ার প্রকরণে পঠিত হইলেও মনশ্চিদাদি মানসচয়নসকলের সেই স্থল হইতে উৎকর্ষ হইবে। কর্ম্মেরও যখন কর্ম্মপ্রকরণ হইতে উৎকর্ষ হয়, তখন কর্ম্মপ্রকরণ হইতে বিদ্যার উৎকর্ষ হইবে, ইহাতে আর বলিবার কি আছে, ইহাই ভাব।

বৎ—"তিনিই এই মৃত্যু যিনি এই সূর্য্যমণ্ডলে পুরুষ" এবং "অগ্নিই মৃত্যু", ইত্যাদি স্থলে মৃত্যুশব্দের প্রয়োগ সমান হইলেও অগ্নি ও আদিত্যে অবস্থিত পুরুষদ্বয়ের যেমন অত্যন্ত সমতা-প্রাপ্তি হয় না। [অথবা] **নহি লোকাপত্তিঃ**—"হে গৌতম, ঐ দ্যুলোকই অগ্নি, আদিত্যই তাহার কাষ্ঠ", ইত্যাদি স্থলে কাষ্ঠাদির সমতা থাকিলেও 'লোকস্য'—দ্যুলোকের [যেমন] 'আপত্তিঃ'—অগ্নির প্রাপ্তি হয় না; [পরন্তু পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যই থাকে, তদ্রূপ মানসগ্রহ ও মানসচয়ন, এই উভয়ের মধ্যে মানসত্বরূপ সমতা থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যই হইবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদুক্তং মানসবৎ ইতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে ।১ ন মানসগ্রহসামান্যাৎ অপি মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়াশেষত্বং কল্প্যং, পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ শ্রুত্যাদিহেতুভ্যঃ কেবলপুরুষার্থত্বোপলব্ধেঃ।২ নহি কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ কেনচিৎ সামান্যং ন সম্ভবতি ।৩ নচ তাবতা যথাস্বং বৈষম্যং নিবর্ত্ততে, মৃত্যুবৎ ।৪ যথা "সঃ বৈ এষঃ এব মৃত্যুঃ যঃ এষঃ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" (শত: ব্রা: ১০।৫।২।৩) ইতি, "অগ্নিঃ বৈ মৃত্যুঃ" (বৃ: ৩।২।১০) ইতি চ অগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োঃ সমানে অপি মৃত্যু-শব্দপ্রয়োগে ন অত্যন্তসাম্যাপত্তিঃ ।৫ যথা চ "অসৌ বাব লোকঃ গৌতম অগ্নিঃ, তস্য আদিত্যঃ এব সমিৎ" (ছা: ৫।৪।১), ইতি অত্র ন সমিদাদিসামান্যাৎ লোকস্য অগ্নিভাবাপত্তিঃ তদ্বৎ ।৬।৩।৩।৫১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সি:—কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও স্বগত বৈষম্য থাকায় "মানসগ্রহবৎ" (৪৫ সূ:) এই দৃষ্টান্তের নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে—মানসবৎ (—মানসগ্রহের ন্যায় মানসচয়নও কর্ম্মাঙ্গ ৪৫ সূ:) ইত্যাদি; তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে।১ মানসগ্রহের সাদৃশ্যবশতঃও মনশ্চিত প্রভৃতির কর্ম্মাঙ্গতা কল্পনা করা উচিত নহে, যেহেতু পূর্ব্বে (—৪৪ এবং ৪৭ ইত্যাদি সূত্রে) বর্ণিত শ্রুতি প্রভৃতি হেতুসকলবশতঃ [ইহাদের] কেবল পুরুষার্থতা (—কর্ম্মাঙ্গ না হইয়া পুরুষের অভীষ্ট পশুরূপ ফলসাধনতা) উপলব্ধ হইতেছে।২ [কিন্তু ভাবনাময়রূপে মানসগ্রহ ও মানসচয়ন উভয়ই তুল্য হওয়ায় শ্রুত্যাদির বলে মানসচয়ন কর্ম্মনিরপেক্ষ কিপ্রকারে হইবে? উত্তর—] কাহারও অপর কাহারও সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য সম্ভব নহে, ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় না।৩ [কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য অবশ্যই থাকে], কিন্তু তাহার দ্বারা নিজের বৈষম্য নিবৃত্ত হয় না, 'মৃত্যুর ন্যায়' ।৪ ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন "তিনিই এই মৃত্যু,এই যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ", ইত্যাদি এবং "অগ্নিই মৃত্যু" ইত্যাদি এইরূপে বর্ণিত অগ্নি ও আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষদ্বয়ে মৃত্যুশব্দের প্রয়োগ সমানভাবে হইলেও [সর্ব্ব-সংহারক যম অগ্নি ও আদিত্যাভিমানী পুরুষের] অত্যন্ত সমতা প্রাপ্তি হয় না।৫ আর যেমন "হে গৌতম, ঐ দ্যুলোকই অগ্নি, আদিত্যই তাহার সমিৎ", ইত্যাদি স্থলে সমিৎ (—কাষ্ঠ) প্রভৃতির সাদৃশ্যবশতঃ লোকের (—দ্যুলোকের)

ভাষ্যানুবাদ

অগ্নিভাব প্রাপ্তি হয় না, তদ্রূপ [ভাবনাময়ত্বরূপ সাদৃশ্য থাকিলেও ক্রত্বর্থ (—যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধক) মানসগ্রহের সহিত পুরুষার্থ (—পুরুষের বিশেষ অভীষ্টসাধক) মনশ্চিদাদি চয়নসকলের অত্যন্ত সমতা সিদ্ধ হয় না; পরন্তু মানসগ্রহের কর্ম্ম-সাপেক্ষতা এবং মনশ্চিদাদির কর্ম্মনিরপেক্ষতারূপ বৈষম্যই সিদ্ধ হয়] ।৩।৩।৫১॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥৩।৩।৫২॥

পদচ্ছেদ – পরেণ, চ, শব্দস্য, তাদ্বিধ্যম্, ভূয়স্ত্বাৎ, তু, অনুবন্ধঃ।

সূত্রার্থ—[পূর্ব্বোত্তরব্রাহ্মণয়োঃ স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধানাৎ সন্দংশন্যায়েন মধ্যস্থস্যাপি ব্রাহ্মণস্য অস্য স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধিপরত্বম্ আহ—] **পরেণ**—মানসিকাগ্নিব্রাহ্মণাৎ উত্তরবর্ত্তিনা 'চিত্যাগ্নৌ লোকদৃষ্ট্যুপাসনেন' ব্রাহ্মণেন, **শব্দস্য**—"অয়ং বাব লোকঃ এষঃ অগ্নিঃ চিতঃ (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৪।১) ইতি শ্রুতিবাক্যস্য, **তাদ্বিধ্যম্**—ভূম্যাদিলোকে অগ্নিদৃষ্টিরূপঃ স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধিত্বম্ [এব প্রতীয়তে]। **চকারাৎ**—পূর্ব্বেণাপি 'মণ্ডলপুরুষোপাসনেন ব্রাহ্মণেন' মণ্ডলপুরুষো-পাস্তিরূপস্বতন্ত্রবিদ্যাবিধিত্বম্ এব দৃশ্যতে। [তৎসান্নিধ্যাৎ মধ্যস্থেনাপি মানসাগ্ন্যুপাসনেন ব্রাহ্ম-ণেন মানসাগ্নীনাং স্বতন্ত্রবিদ্যাত্বং বোধ্যম্। নমু তর্হি কস্মাৎ ক্রিয়াগ্নিনা সহ পাঠঃ? তদুচ্যতে—] **ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ**—**তু**শব্দঃ—শঙ্কানিরাসার্থঃ। [মানসাগ্নিবিদ্যায়াং সম্পাদ্যানাং কর্ম্মাঙ্গানাং] **ভূয়স্ত্বাৎ**—বহুত্বাৎ [ক্রিয়াগ্নিনা সহ বিদ্যায়াঃ] **অনুবন্ধঃ**—সহপাঠাত্মকঃ সম্বন্ধঃ। [তস্মাৎ এষাং মনশ্চিদাদীনাম্ অগ্নীনাং কেবলবিদ্যাত্মকত্বং সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে স্বতন্ত্র (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) বিদ্যা বিহিত হওয়ায় সন্দংশন্যায়ে মধ্যবর্ত্তী এই ব্রাহ্মণের কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যাবিধিপরতার কথা বলিতেছেন—] **পরেণ**—মানসাগ্নিব্রাহ্মণ হইতে পরবর্ত্তী "চিত্যাগ্নৌ লোকদৃষ্ট্যুপাসন" নামক ব্রাহ্মণের দ্বারা, **শব্দস্য**—"এই ভূর্লোকই এই অগ্নিচয়নরূপে সম্পাদিত হইতেছে", এই শ্রুতিবাক্যের, **তাদ্বিধ্যম্**—ভূম্যাদি লোকে অগ্নিচয়নদৃষ্টিরূপ কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যার বিধিই প্রতিভাত হইতেছে। **চকার** হইতে—পূর্ব্ববর্ত্তী "মণ্ডলপুরুষোপাসন" নামক ব্রাহ্মণের দ্বারা মণ্ডলপুরুষো-পাসনারূপ কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যার বিধিই পরিদৃষ্ট হইতেছে। [তাহাদের সান্নিধ্যবশতঃ মধ্যবর্ত্তী "মানসাগ্নি-উপাসন" নামক ব্রাহ্মণের দ্বারা মানস অগ্নিচয়নসকলের কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যাত্বই অবগত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কর্ম্মাঙ্গভূত অগ্নিচয়নের সহিত কেন পঠিত হই-য়াছে? তাহা বলিতেছেন—] **ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ**—**তু**শব্দ—শঙ্কা নিরাকরণের জন্য। [মানস অগ্নিচয়নবিদ্যাতে সম্পাদ্য কর্ম্মাঙ্গসকলের] **ভূয়স্ত্বাৎ**—প্রাচুর্য্য থাকায় [কর্ম্মাঙ্গভূত অগ্নিচয়নের সহিত বিদ্যার] **অনুবন্ধঃ**—সহপাঠাত্মক সম্বন্ধ হইয়াছে। [অতএব এই মনশ্চিদাদি অগ্নিচয়নসকলের কেবল (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) বিদ্যাস্বরূপতা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরস্তাদপি "অয়ং বাব লোকঃ এষঃ অগ্নিঃ চিতঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৪।১) **ইতি অস্মিন্ অনন্তরে ব্রাহ্মণে তাদ্বিধ্যং কেবলবিদ্যাবিধি-ত্বং শব্দস্য প্রয়োজনং লক্ষ্যতে, ন শুদ্ধকর্ম্মাঙ্গবিধিত্বম্।১ তত্র হি "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি**

শাঙ্করভাষ্যম্

নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ" ॥ (শত: ব্রা: ১০।৫।৪।১৬), ইতি অনেন শ্লোকেন কেবলং কর্ম্ম নিন্দন্ বিদ্যাং চ প্রশংসন ইদং গময়তি।২ তথা পুর-স্তাদপি "যদেতৎ মণ্ডলং তপতি" (শত: ব্রা: ১০।৫।২।১) ইতি অস্মিন্ ব্রাহ্মণে বিদ্যাপ্রধানত্বম্ এব লক্ষ্যতে।৩ "সঃ অমৃতঃ ভবতি. মৃত্যুঃ হি অস্য আত্মা ভবতি" (ঐ ১০।৫।২।২৩ ইতি বিদ্যাফলেন এব উপসং-হারাৎ ন কর্ম্মপ্রধানতা।৪ তৎসামান্যাৎ ইহাপি তথাত্বম্।৫ ভূয়াংসঃ তু অগ্ন্যবয়বাঃ সম্পাদয়িতব্যাঃ বিদ্যায়াম্ ইতি এতস্মাৎ কারণাৎ অগ্নিনা অনুবধ্যতে বিদ্যা, ন কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ।৬ তস্মাৎ মন-শ্চিদাদীনাং কেবলবিদ্যাত্মকত্বসিদ্ধিঃ।৭॥৩।৩।৫২॥

ইতি একোনত্রিংশং লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মনঃশ্চিত্তাগ্নরনে মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণে পঠিত অগ্নিচয়নবিদ্যার কর্ম্মনিরপেক্ষতা।]

[পূর্ব্বপঠিত ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যার প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হওয়ায়, মধ্যপঠিত এই ব্রাহ্মণেও কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যা বিহিত হইয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] পরবর্ত্তিস্থলেও, অর্থাৎ "এই ভূর্লোকই এই অগ্নিচয়নরূপে সম্পা-দিত হইতেছে", ইত্যাদি এই অব্যবহিত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে শব্দের (—শ্রুতির) তাৎপর্য্য, অর্থাৎ কেবল (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) বিদ্যার বিধানকরারূপ প্রয়োজন পরি-লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু [মানসগ্রহের ন্যায়] শুদ্ধ কর্ম্মাঙ্গের বিধান নহে।১ [কিপ্রকারে ইহা জানিলে ? উত্তর—] যেহেতু সেই স্থলে "যাহাতে (—যে স্বস্বরূপে) কামনাসকল পরাগত (—নিবৃত্ত) হইয়া গিয়াছে, বিদ্যার দ্বারা তাহাতে আরোহণ করে (—সেই আত্মস্বরূপকে অবগত হয়) । দক্ষিণগণ (—দক্ষিণাদানযুক্তগণ, অর্থাৎ কেবল কর্ম্মিগণ) এবং অবিদ্বান্ (—আত্মজ্ঞানবিহীন, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠানকারী] তপস্বিগণ সেই স্থলে গমন করে না (—আত্মস্বরূপকে জানিতে পারে না"), ইত্যাদি এই শ্লোকের দ্বারা কেবল (—বিদ্যাহীন) কর্ম্মের নিন্দা এবং বিদ্যার প্রশংসা করতঃ ইহাকে (—ইহা কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যা, এই বিষয়টীকে, শ্রুতি] বোধ করাইতেছেন।২ [সূত্রস্থ চকারটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এই-প্রকারে পূর্ব্বেও, অর্থাৎ "এই যে [সর্ব্ব প্রাণীর চক্ষুর বিষয়ভূত] মণ্ডল (—আকাশের ভূষণস্বরূপ বর্ত্তুলাকার পিণ্ড) তাপ দান করিতেছে", ইত্যাদি এই ব্রাহ্মণে বিদ্যার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হইতেছে।৩ [এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "তিনি অমৃতস্বরূপ হইয়া যান, যেহেতু [সূর্য্যমণ্ডলস্থ ও দক্ষিণচক্ষুস্থ] মৃত্যুসংজ্ঞক পুরুষ হন ইঁহার আত্মা", এইপ্রকারে বিদ্যার ফলবর্ণনার দ্বারাই উপসংহার (—ব্রাহ্মণের পরিসমাপ্তি) হওয়ায় কর্ম্মের প্রধানতা সিদ্ধ হয় না।৪ তাহার (—পূর্ব্ববর্ত্তী ও উত্তরবর্ত্তী ব্রাহ্মণের, কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যাপ্রতিপাদকতা-

ভাষ্যানুবাদ

রূপ] সাদৃশ্যবশতঃ [সন্দংশন্যায়ে] এখানেও (—মধ্যবর্ত্তী এই মানসাগ্ন্যুপাসন-ব্রাহ্মণেও) সেইপ্রকার হইবে (—বিদ্যার কর্ম্মনিরপেক্ষতা সিদ্ধ হইবে)।৫ [কিন্তু তাহা হইলে অগ্নিচয়নরূপ কর্ম্মের প্রকরণে ইহা পঠিত হইয়াছে কেন ? উত্তর— এই] বিদ্যাতে অগ্নিচয়নের বহু অবয়বের সম্পাদন করিতে হইবে, ইত্যাদি এই হেতুবশতঃ [এই] বিদ্যা অগ্নিচয়নের সহিত সম্বন্ধ (—তাহার প্রকরণে পঠিত) হইতেছে ; কিন্তু কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া নহে।৬ অতএব (—শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণসকল এবং অন্যান্য যুক্তিসকল স্বপক্ষে থাকায়) মনশ্চিদাদির (—মনশ্চিৎ, বাক্‌চিৎ শ্রোত্রচিত প্রভৃতি অগ্নিচয়নসকলের) কেবল (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) বিদ্যাস্বরূপতা সিদ্ধ হয়।৭॥৩।৩।৫২॥ লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

৩০। ঐকাত্ম্যাধিকরণম্। [৫৩-৫৪ সূত্র]

[শরীরেভাবাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য— চার্ব্বাকমত নিরাকরণদ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মনশ্চিদাদি বিদ্যার পুরুষার্থসাধকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ দেহাতিরিক্ত পুরুষই না থাকায় বিদ্যা কাহার প্রয়োজন সাধন করিবে ? এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

আত্মা দেহস্তদন্যো বা চৈতন্যং মদশক্তিবৎ
ভূতমেলনজং দেহে নান্যত্রাত্মা বপুস্ততঃ॥
ভূতোপলব্ধির্ভূতেভ্যো বিভিন্না বিষয়িত্বতঃ।
সৈবাত্মা ভৌতিকাদ্দেহাদন্যোঽসৌ পরলোকভাক্॥

অন্বয়—আত্মা দেহঃ, তদন্যঃ বা ? মদশক্তিবৎ ভূতমেলনজং চৈতন্যং দেহে, ন অন্যত্র ; ততঃ বপুঃ আত্মা। বিষয়িত্বতঃ ভূতোপলব্ধিঃ ভূতেভ্যঃ বিভিন্না, সা এব আত্মা ; ভৌতিকাৎ দেহাৎ অন্যঃ অসৌ পরলোকভাক্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[মনশ্চিদাদীনাং ক্রত্বর্থতা নাস্তি, কিন্তু পুরুষার্থত্বম্ ইতি উক্তে 'কঃ অসৌ পুরুষঃ' ইতি প্রসঙ্গাৎ দেহাদ্যতিরিক্তঃ আত্মা পূর্ব্বোত্তরসর্ব্ববিচারোপযোগিত্বেন ইহ প্রতিপাদ্যতে। তদেতৎ অধিকরণং পূর্ব্বোত্তরয়োঃ উভয়োঃ মীমাংসয়োঃ শেষভূতম্, স্বর্গমোক্ষভাগিনঃ আত্মনঃ প্রতিপাদ্যত্বাৎ। *সর্ব্বানুভবসিদ্ধঃ সঃ আত্মা অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং দেহঃ তদতিরিক্তঃ বা ইতি তস্য স্বরূপবিষয়ে নানাবিপ্রতিপত্তয়ঃ।* অতঃ ভবতি সংশয়ঃ—] আত্মা দেহঃ, তদন্যঃ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—*[বৌদ্ধাঃ লৌকায়তিকাঃ দেহঃ এব আত্মা ইতি মন্যন্তে.* অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং *চৈতন্যস্য দেহে এব উপলম্ভাৎ, সতি হি দেহে চৈতন্যম্ উপলভ্যতে, নতু অসতি।* নচ *চৈতন্যস্য জাত্যন্তরতয়া দেহব্যতিরিক্তাত্মত্বং শঙ্কনীয়ম্ ; ক্রমুকনাগবল্লীচূর্ণানাং সংযোগাৎ]* মদশক্তিবৎ

ভূতমেলনজং চৈতন্যং দেহে [উপলভ্যতে], ন অন্যত্র। [অতঃ ভূতেভ্যঃ জায়মানং চৈতন্যং কথং নাম জাত্যন্তরং স্যাৎ]? ততঃ বপুঃ আত্মা।

সিদ্ধান্ত—[যৎ যৎ বিষয়ি, তত্তৎ বিষয়াৎ ব্যতিরিক্তং, যথা রূপাৎ চক্ষুঃ। অতঃ] বিষয়িত্বতঃ [পৃথিব্যাদি-] ভূতোপলব্ধিঃ ভূতেভ্যঃ বিভিন্না [ভবিতুম্ অর্হতি]। সা [উপলব্ধিঃ] এব আত্মা। [তথাচ সতি 'সত্যেব দেহে চৈতন্যম্ উপলভ্যতে, ন অসতি' ইতি যৌ অন্বয়ব্যতিরেকৌ উক্তৌ, তত্র ব্যতিরেকঃ অসিদ্ধঃ; অসতি অপি দেহে পরলোকগামিনঃ চিদাত্মনঃ শাস্ত্রেণ উপলম্ভাৎ। শাস্ত্রস্য চ প্রামাণ্যং সমর্থনীয়ম্, অনাদিত্বে সতি অতীন্দ্রিয়তত্ত্বাববোধকত্বাৎ, অতীন্দ্রিয়দর্শিভিশ্চ ঋষিভিঃ লোকহিতচিকীর্ষুভিঃ ভূয়শঃ পরীক্ষিতত্বাৎ। সতি অপিচ মৃতে দেহে চৈতন্যানুপলব্ধেঃ অন্বয়শ্চ অসিদ্ধঃ। অতঃ] ভৌতিকাৎ দেহাৎ অন্যঃ অসৌ [আত্মা] পরলোকভাক্ [অস্তি]।

অনুবাদ

সংশয়—[মনশ্চিদাদির ক্রত্বর্থতা নাই, কিন্তু পুরুষের প্রয়োজনসম্পাদকতা আছে, ইহা কথিত হইলে; 'সেই পুরুষ কে' এইপ্রকার প্রসঙ্গবশে দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মা পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বিচারের উপযোগিরূপে এখানে প্রতিপাদিত হইতেছেন। সেইহেতু এই অধিকরণ পূর্ব্ব এবং উত্তর, এই উভয় মীমাংসার অঙ্গভূত, কারণ স্বর্গ এবং মোক্ষভাগী আত্মা প্রতিপাদিত হইতেছেন। সর্ব্বানুভবসিদ্ধ সেই আত্মা এখানে বিষয়। তিনি কি দেহ, অথবা তাহা হইতে ভিন্ন, এইপ্রকারে তাঁহার স্বরূপবিষয়ে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ মতবাদ আছে। সেইহেতু সংশয় হয়—] আত্মা দেহ, অথবা তাহা হইতে ভিন্ন?

পূর্ব্বপক্ষ—[বৌদ্ধ এবং লোকায়তিকগণ (—চার্ব্বাকগণ) 'দেহই আত্মা', ইহা মনে করেন, যেহেতু অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা দেহেই চৈতন্যের উপলব্ধি হয়, যথা—'দেহ থাকিলেই চৈতন্য উপলব্ধ হয়, কিন্তু না থাকিলে হয় না'। আর [দেহ হইতে] ভিন্ন জাতীয় হওয়ায় চৈতন্যের দেহব্যতিরিক্ত আত্মতা (—দেহ হইতে ভিন্ন চৈতন্যই আত্মা, ইহা) আশঙ্কা করা উচিত নহে, যেহেতু সুপারি পান ও চূনের, সংযোগ হইতে উৎপন্ন] মাদকতাশক্তির ন্যায় ভূতসকলের মিলনজনিত চৈতন্য দেহে উপলব্ধ হইতেছে, অন্যত্র নহে। [এইহেতু ভূতসকল হইতে যে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহা কিপ্রকারে ভিন্নজাতীয় হইবে?] সেইহেতু দেহই আত্মা।

সিদ্ধান্ত—[যাহা যাহা বিষয়ী (—বিষয়ের উপলব্ধা), তাহাই বিষয় হইতে ভিন্ন, যেমন রূপ হইতে চক্ষু ভিন্ন। এইহেতু] বিষয়ী হওয়ায় [ক্ষিত্যাদি] ভূতের উপলব্ধি ভূতসকল হইতে ভিন্ন হওয়া সঙ্গত। সেই উপলব্ধিই আত্মা। [আর তাহা হইলে 'দেহ থাকিলেই চৈতন্য উপলব্ধ হয়, না থাকিলে হয় না', এইপ্রকারে যে অন্বয়ব্যতিরেক উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ব্যতিরেক অসিদ্ধ; যেহেতু দেহ না থাকিলেও শাস্ত্রের বলে পরলোকগামী চৈতন্যস্বরূপ আত্মার উপলব্ধি হয়। আর শাস্ত্রের (—বেদের) প্রামাণ্য সমর্থনীয়, যেহেতু তাহা অনাদি হইয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের জ্ঞাপক এবং যেহেতু লোকহিতাকাঙ্ক্ষী অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইয়াছে। আবার মৃত দেহ থাকিলেও চৈতন্যের উপলব্ধি না হওয়ায় অন্বয়ও অসিদ্ধ। অতএব] ভৌতিক দেহ হইতে ভিন্ন পরলোকভাগী (—পরলোকে ফলভোগকারী) ঐ আত্মা আছেন।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মা না থাকায় স্বর্গ মোক্ষ ও ইহলোকে শুভা-

ত্তত্প্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যর্থ। সিদ্ধান্তে—তাদৃশ আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় শাস্ত্রের সার্থকতা।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৩।৩।৫৩॥**

সূত্রার্থ—[আত্মা অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং দেহঃ এব, উত তদতিরিক্তঃ ইতি সংশয়ে] **একে**—লোকায়তিকাঃ [শরীরাতিরিক্তস্য] **আত্মনঃ**—[অসত্ত্বং মন্যমানাঃ শরীরম্ এব আত্মা ইতি আচক্ষতে। কুতঃ?] **শরীরে**—শরীরে সতি [চৈতন্যসুখাদীনাং] **ভাবাৎ**—সত্ত্বাৎ। [তদভাবে চ তেষাম্ অভাবঃ, ইতি অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চৈতন্যসুখাদিকং শরীরধর্ম্মঃ এব ইতি ন দেহব্যতিরিক্তঃ আত্মা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ]।

অনুবাদ—[আত্মা এখানে বিষয়। তাহা কি দেহই, অথবা তাহা হইতে ভিন্ন, এই-প্রকার সংশয় হইলে] **একে**—চার্ব্বাকগণ [শরীর হইতে ভিন্ন] **আত্মনঃ**—আত্মার [সত্তা নাই, ইহা মনে করিয়া শরীরই আত্মা, ইহা বলিয়া থাকেন। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **শরীরে**—যেহেতু শরীর থাকিলে [চৈতন্য ও সুখাদির] **ভাবাৎ**—অস্তিত্ব থাকে। [আর তাহার (—শরীরের) অভাবে তাহাদের (—চৈতন্য প্রভৃতির) অভাব হয়, এইপ্রকার অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা চৈতন্য ও সুখ প্রভৃতি শরীরেরই ধর্ম্ম; এইহেতু আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইহ দেহব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ সদ্ভাবঃ সমর্থ্যতে বন্ধমোক্ষাধিকারসিদ্ধয়ে।১ নহি অসতি দেহব্যতিরিক্তাত্মনি পরলোকফলাঃ চোদনাঃ উপপদ্যেরন্, কস্য বা ব্রহ্মাত্মত্বম্ উপদিশ্যেত?২ ননু শাস্ত্রপ্রমুখে এব প্রথমে পাদে শাস্ত্রফলোপভোগযোগ্যস্য দেহব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ অস্তিত্বম্ উক্তম্।৩ সত্যম্ উক্তং ভাষ্যকৃতা, নতু তত্র আত্মাস্তিত্বে সূত্রম্ অস্তি।৪ ইহ তু স্বয়ম্ এব সূত্রকৃতা তদস্তিত্বম্ আক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্।৫ ইতঃ এব চ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। আত্মার অস্তিত্ববিষয়ক এই বিচার পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাদি সর্ব্বশাস্ত্রের অঙ্গ।]

এই স্থলে (—এই অধিকরণে) বন্ধ ও মোক্ষরূপ অধিকার (—ফল) সিদ্ধির জন্য দেহ হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সমর্থিত হইতেছে। ১ যেহেতু দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকিলে [ভোক্তার অভাবে] পরলোকে ফলপ্রদ বিধিবাক্যসকল (—তৎপ্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল) উপপন্ন হয় না, [আর দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকিলে] কাহারই বা ব্রহ্মাত্মভাব উপদিষ্ট হইবে? ২ [শঙ্কা-] *কিন্তু শাস্ত্রের (—পূর্ব্বমীমাংসার) প্রারম্ভেই প্রথম পাদে শাস্ত্রে বর্ণিত ফলসকলের উপভোগে যোগ্য (—সমর্থ) দেহ হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। [এখানে পুনরায় তাহা কেন প্রতিপাদিত হইতেছে? ৩ সমাধান—] সত্য, ভাষ্যকার [ভগবান্ শবরস্বামী] কর্ত্তৃক তাহা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সেই স্থলে আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে [ভগবান্ জৈমিনিকৃত] সূত্র নাই। ৪ পরন্তু এই স্থলে (—উত্তরমীমাংসাতে) স্বয়ং সূত্রকার (—আচার্য্যপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ) কর্ত্তৃকই তাহার (—আত্মার) অস্তিত্ব আক্ষেপপূর্ব্বক*

শাঙ্করভাষ্যম্

আকৃষ্য আচার্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্।৬ অতএব চ ভগবতা উপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ "শারীরকে বক্ষ্যামঃ" ইতি উদ্ধারঃ কৃতঃ।৭ ইহ চ ইদং চোদনা-লক্ষণেষু উপাসনেষু বিচার্যমাণেষু আত্মাস্তিত্বং বিচার্যতে, কৃৎস্নশাস্ত্রশেষত্বপ্রদর্শনায়।৮ অপি চ পূর্বস্মিন্ অধিকরণে প্রকরণোৎকর্ষাভ্যুপগমেন মনশ্চিদাদীনাং পুরুষার্থত্বং বর্ণিতম্।৯ কঃ অসৌ পুরুষঃ যদর্থাঃ এতে মনশ্চিদাদয়ঃ, ইতি অস্যাং,

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।৫ [কিন্তু মূলভূত সূত্রব্যতিরেকে ভাষ্যরচনা অসঙ্গত হওয়ায় পূর্বমীমাংসাভাষ্যকার কিপ্রকারে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করি-লেন ? উত্তর—] এখান হইতে (—উত্তরমীমাংসার এই অধিকরণ হইতে) আকর্ষণ করিয়া আচার্য্য শবরস্বামী কর্তৃক প্রমাণলক্ষণে (—পূর্বমীমাংসার প্রথমাধ্যায়ে, ১।১।৫ ঔৎপত্তিক সূত্রের ভাষ্যে তাহা] বর্ণিত হইয়াছে।৬ [এখান হইতেই পূর্বমী-মাংসাতে আত্মবিষয়ক বিচার আকৃষ্ট হইয়াছে, এই বিষয়ে বৃত্তিকারের বচন প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত করিতেছেন—] আর এইহেতুবশতঃই (—এতদ্বিষয়ক জৈমিনীয় সূত্র না থাকায়) প্রথম তন্ত্রে (—পূর্বমীমাংসাতে) আত্মার অস্তিত্ব বর্ণনার প্রসঙ্গ হইলে ভগবান্ উপবর্ষকর্তৃক "শারীরকে বলিব", এইপ্রকারে [এই শাস্ত্রের] উদ্ধার (—উদ্ধৃতি, উল্লেখ) করা হইয়াছে (১)।৭ বিধিবাক্যসকল যাহাতে লক্ষণ (—প্রমাণ), সেই উপাসনাসকল যখন বিচারিত হইতেছে, তখন [প্রসঙ্গবশতঃ] সমগ্র শাস্ত্রের শেষতা (—এই অধিকরণ পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা ইত্যাদি সকল শাস্ত্রের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ, এইপ্রকার শাস্ত্রসঙ্গতি) প্রদর্শনের জন্য এখানে আত্মার এই অস্তিত্ব বিচারিত হইতেছে (—প্রথম সূত্রে লোকসিদ্ধ আত্মাকে গ্রহণ করিয়া অধিকারী প্রদর্শিত হইয়াছে, এখানে তাহা বিশেষভাবে বিচারিত হইতেছে)।৮ [অধিকরণসঙ্গতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর পূর্ববর্ত্তী অধিকরণে প্রকরণ হইতে উৎকর্ষ (৫০ সূঃ) অঙ্গীকারদ্বারা মনশ্চিত প্রভৃতির পুরুষার্থতা বর্ণিত হইয়াছে।৯

ভাবদীপিকা

(১) পূর্বমীমাংসার বার্ত্তিককার ভট্টপাদ আচার্য্য কুমারিল৬ "ইত্যাহ নাস্তিক্যনিরা-করিষ্ণুরাত্মাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা। দৃঢ়ত্বমেতদ্বিষয়শ্চ বোধঃ প্রযাতি বেদান্তনিষেবণেন" (শ্লোঃ বাঃ আত্মবাদ ৫।১৪৮) ইত্যাদিপ্রকারে এই কথাই বলিয়াছেন। অর্থ—'নাস্তিকগণের মতবাদ নিরাকরণেচ্ছু ভাষ্যকার যুক্তিবলে এখানে আত্মার অস্তিত্বের কথা বলিলেন। বেদান্ত-সেবার দ্বারা এতদ্বিষয়ক বোধ দৃঢ় হইবে'। শঙ্কা—কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম সূত্রে অধিকারী নিরূপণপ্রসঙ্গে আত্মার অস্তিত্ব বিচারিত হইয়াছে। এখানে পুনঃ তাহা কেন নিরূপিত হইতেছে ? উত্তর—ইহ চ—'বিধিবাক্য' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

শাঙ্কর ভাষ্যম্

প্রসক্তৌ ইদং দেহব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ অস্তিত্বম্ উচ্যতে।১০ তদস্তিত্বাক্ষেপার্থং চ ইদম্ আদিমং সূত্রম্।১১ আক্ষেপপূর্ব্বিকা হি পরিহারোক্তিঃ বিবক্ষিতে অর্থে স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়াং বুদ্ধিম্ উৎপাদয়তি।১২ অত্র একে দেহমাত্রাত্মদর্শিনঃ লোকায়তিকাঃ দেহব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ অভাবং মন্যমানাঃ সমস্তব্যস্তেষু বাহ্যেষু পৃথিব্যাদিষু অদৃষ্টম্ অপি চৈতন্যং শরীরাকারপরিণতেষু ভূতেষু স্যাৎ ইতি সম্ভাবয়ন্তঃ তেভ্যঃ চৈতন্যং, মদশক্তিবৎ বিজ্ঞানং, চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ ইতি চ আহুঃ।১৩ ন

ভাষ্যানুবাদ

কে সেই পুরুষ, যাহার জন্য এই মনশ্চিত প্রভৃতি বিহিত হইতেছে, ইত্যাদি ইহার (—এইপ্রকার আক্ষেপের) প্রসক্তি হইলে দেহব্যতিরিক্ত আত্মার এই অস্তিত্ব কথিত হইতেছে।১০ [এই অধিকরণের] এই প্রথম সূত্রটী তাহার (—আত্মার) অস্তিত্ববিষয়ে আক্ষেপের জন্য।১১ যেহেতু আক্ষেপপূর্ব্বক যে পরিহার কথন, তাহা স্থূণানিখননন্যায়ে (২।১৯৪ পৃঃ) বিবক্ষিত বিষয়ে দৃঢ়া বুদ্ধি উৎপাদন করে।১২

[পূঃ—চার্ব্বাকমতোপন্যাস। অন্বয়-ব্যতিরেক ও প্রত্যক্ষপ্রমাণবলে 'দেহই আত্মা'।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] এই বিষয়ে কেহ কেহ, অর্থাৎ দেহমাত্রকে আত্মরূপে দর্শনকারী চার্ব্বাকগণ, যাঁহারা দেহ হইতে ভিন্ন আত্মার অভাব মনে করেন, তাঁহারা সমস্ত (২) ও ব্যস্ত বাহ্য পৃথিবী প্রভৃতিতে চৈতন্য পরিদৃষ্ট না হইলেও শরীররূপে পরিণত ভূতসকলে [তাহা] থাকে, এইপ্রকার প্রতিপাদনকরতঃ সেই [ভূত] সকল হইতে চৈতন্য, অর্থাৎ মাদকতাশক্তির ন্যায় (৩) বিজ্ঞান (—চৈতন্য) 'উৎপন্ন হয়' এবং [সেই] চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই পুরুষ, ইহা বলিয়া থাকেন।১৩ [কিন্তু ঘটাদির

ভাবদীপিকা

(২) 'সমস্ত'—সমষ্টিভূত। 'সমষ্টিভূত বাহ্য পৃথিবী প্রভৃতি' বলিতে 'তপ্তজলপূর্ণ ঘটকে' গ্রহণ করিতে হইবে; তাহাতে ক্ষিতি জল তেজঃ বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটী মহাভূতই একত্রিত থাকে। ঘটাদির ন্যায় আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় চার্ব্বাকগণ 'আকাশ' অঙ্গীকার করেন না। সেইহেতু তাঁহাদের মতে 'সমস্ত ভূত' বলিতে আকাশভিন্ন ভূতচতুষ্টয়কে গ্রহণ করিতে হইবে। 'ব্যস্ত'—ব্যষ্টিভূত প্রত্যেক মহাভূত।

(৩) ইহার তাৎপর্য্য এই—যেমন ধান্য ও যবাদিতে মাদকতা না থাকিলেও অন্যান্য বস্তুর সহিত মিলিত হইলে অবস্থাবিশেষে সেই ধান্যাদির সমষ্টি হইতে উৎপন্ন সুরাতে মাদকতার উৎপত্তি হয়। অথবা যেমন তাম্বুলপত্র (—পান), চূণ, সুপারী ও খদির, ইহাদের প্রত্যেকে মাদকতা ও রঞ্জনসামর্থ্য না থাকিলেও, ইহাদের সকলের সংমিশ্রণরূপ অবস্থাবিশেষ হইতে মাদকতা ও রঞ্জনসামর্থ্য উৎপন্ন হয়। এইপ্রকারে ক্ষিত্যাদি প্রত্যেক ভূতে ও তাহাদের সমষ্টিতে চৈতন্য উৎপন্ন না হইলেও দেহাকারে পরিণত অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত সেই ভূতসকলের সমষ্টিতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বর্গগমনায় অপবর্গগমনায় বা সমর্থঃ দেহব্যতিরিক্তঃ আত্মা অস্তি, যৎকৃতং চৈতন্যং দেহে স্যাৎ।১৪ দেহঃ এব তু চেতনশ্চ আত্মা চ ইতি প্রতিজানতে।১৫ হেতুং চ আচক্ষতে—"শরীরে ভাবাৎ" ইতি।১৬ যদ্ধি যস্মিন্ সতি ভবতি, অসতি চ ন ভবতি, তৎ তদ্ধর্মত্বেন অধ্যবসীয়তে; যথা অগ্নিধর্মৌ ঔষ্ণ্যপ্রকাশৌ।১৭ প্রাণচেষ্টাচৈতন্যস্মৃত্যাদয়শ্চ আত্মধর্মত্বেন অভিমতাঃ আত্মবাদিনাং, তেঽপি অন্তরেব দেহে উপলভ্যমানাঃ বহিশ্চ অনুপলভ্যমানাঃ, অসিদ্ধে দেহব্যতিরিক্তে ধর্মিণি দেহধর্মাঃ এব ভবিতুম্ অর্হন্তি।১৮ তস্মাৎ অব্যতিরেকঃ দেহাৎ আত্মনঃ ইতি।১৯॥৩।৩।৫৩॥

ভাষ্যানুবাদ

ন্যায় ভৌতিক শরীর স্বয়ং চেতন নহে, তদ্ব্যতিরিক্ত স্বর্গাদিভোগকারী চেতন কেহ আছেন, যাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ দেহকে চেতনরূপে ভ্রম হয়। এইপ্রকার সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন—] স্বর্গগমনে অথবা মোক্ষপ্রাপ্তিতে সমর্থ দেহব্যতিরিক্ত আত্মা নাই, যৎকৃত (—যাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ) দেহে চৈতন্য [উৎপন্ন] হইবে।১৪ দেহই কিন্তু চেতন এবং আত্মাও, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা [চার্বাকগণ] করেন।১৫ আর [সেই প্রতিজ্ঞাতে] হেতুর কথা [তাঁহারা] বলিতেছেন—"শরীরে ভাবাৎ", ইত্যাদি।১৬ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু যাহা (—শরীর) থাকিলে যাহা (—চৈতন্য প্রভৃতি) থাকে এবং না থাকিলে [যাহা] থাকে না, তাহাকে (—সেই চৈতন্য প্রভৃতিকে) তাহার (—শরীরের) ধর্মরূপে নিশ্চয় করা হয়; যেমন অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা ও প্রকাশ।১৭ প্রাণচেষ্টা (—শ্বাসাদি ক্রিয়া), চৈতন্য এবং স্মৃতি প্রভৃতি আত্মবাদিগণের মতে আত্মার ধর্মরূপে স্বীকৃত হইয়াছে; দেহের অভ্যন্তরেই উপলব্ধ এবং বাহিরে অনুপলব্ধ তাহারাও, দেহব্যতিরিক্ত [অপর কোন] ধর্মী অসিদ্ধ হইলে, দেহেরই ধর্ম হইবে, ইহা সঙ্গত।১৮ সেইহেতু (—প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ হওয়ায় এবং প্রাণচেষ্টাদির ধর্মিরূপে দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক কোন কিছু প্রত্যক্ষপ্রমাণবলে সিদ্ধ না হওয়ায়) দেহ হইতে আত্মা অভিন্ন (—দেহই আত্মা), ইহা 'সিদ্ধ হয়'।১৯॥৩।৩।৫৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

ভাষ্যানুবাদ—এইপ্রকার [পূর্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥৩।৩।৫৪॥**

পদচ্ছেদ—ব্যতিরেকঃ, তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ, ন, তু, উপলব্ধিবৎ।

সূত্রার্থ—ন—আত্মনঃ দেহাৎ অব্যতিরেকঃ ন ভবতি। তু—কিন্তু, ব্যতিরেকঃ—

ভিন্নত্বম্ [এব তস্য দেহাৎ ভবতি। কুতঃ ?] **তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ**—তস্য শরীরস্য মরণাবস্থায়াং ভাবে অপি উপলব্ধিরূপাত্মধর্মস্য অভাবিত্বাৎ—অসত্ত্বাৎ। **উপলব্ধিবৎ**—যথা ভূতোপলব্ধিঃ ন ভূতধর্মঃ, অপিতু ততঃ ব্যতিরিচ্যতে ; তথা ভৌতিকদেহস্য উপলব্ধিঃ ন তদ্ধর্মঃ, অপিতু ততঃ ব্যতিরিচ্যতে এব। [সা এব উপলব্ধিঃ অস্মাকম্ আত্মা ইতি দেহব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ সত্ত্বং সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—ন—আত্মা দেহ হইতে অভিন্ন নহে। **তু**—কিন্তু [দেহ হইতে তাহার] **ব্যতিরেকঃ**—ভিন্নতাই হইয়া থাকে। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ**—যেহেতু মরণাবস্থাতে সেই শরীর থাকিলেও উপলব্ধিরূপ আত্মধর্ম অভাবী হয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকে না। **উপলব্ধিবৎ**—যেমন [ক্ষিত্যাদি] ভূতসকলের উপলব্ধি (—তদ্বিষয়ক জ্ঞান) ভূতসকলের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ ভৌতিক দেহের উপলব্ধি তাহার (—দেহের) ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা হইতে অবশ্যই ভিন্ন। [সেই উপলব্ধিই (—জ্ঞানই) আমাদের আত্মা, এইরূপে দেহব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন তু এতদ্ অস্তি যদুক্তম্ অব্যতিরেকঃ দেহাৎ আত্মনঃ ইতি।১ ব্যতিরেকঃ এব অস্য দেহাৎ ভবিতুম্ অর্হতি, তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ।২ যদি দেহভাবে ভাবাৎ দেহধর্ম্মত্বম্ আত্মধর্ম্মাণাং মন্যেত, ততঃ দেহভাবে অপি অভাবাৎ অতদ্ধর্ম্মত্বম্ এব এষাং কিং ন মন্যেত ?৩ দেহধর্ম্মবৈলক্ষণ্যাৎ।৪ যে হি দেহধর্ম্মাঃ রূপাদয়ঃ তে যাবদ্দেহং ভবন্তি।৫ প্রাণচেষ্টাদয়স্তু সত্যপি দেহে মৃতাবস্থায়াং ন ভবন্তি।৬ দেহধর্ম্মাশ্চ রূপাদয়ঃ পরৈঃ অপি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—চার্ব্বাকমত নিরাকরণ। শরীর ও আত্মার বিভিন্নধর্ম্মবত্তা, ব্যতিরেকের বিঘটন, চৈতন্যাদির দেহধর্ম্মতা নিরাকরণ, ইত্যাদি হেতুসকলের বলে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন।]

[সিদ্ধান্ত—] যাহা বলা হইয়াছে—দেহ হইতে আত্মা অভিন্ন, ইহা কিন্তু হয় না।১ দেহ হইতে ইহার ব্যতিরেকই (—ভিন্নতাই) হওয়া সঙ্গত, যেহেতু তাহা (—দেহ) থাকিলেও [চৈতন্যাদি আত্মধর্ম্মসকল অভাবী হয় (—থাকে না)।২ যদি দেহ থাকিলে থাকায় [চৈতন্যাদি] আত্মধর্ম্মসকলকে দেহধর্ম্ম মনে করা হয়, তাহা হইলে [মৃত্যুর পর] দেহ থাকিলেও [চৈতন্যাদি আত্মধর্ম্মসকল] না থাকায় ইহাদিগকে অতদ্ধর্ম্ম (—আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহা) মনে করা হয় না কেন ?৩ [আত্মধর্ম্মসকলের] দেহধর্ম্মসকল হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় 'দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়'।৪ [ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] দেখ, রূপ প্রভৃতি যাহারা দেহের ধর্ম্ম (—বিশেষ গুণ), তাহারা দেহ যতকাল থাকে, ততকালই থাকে।৫ কিন্তু প্রাণচেষ্টা (—শ্বাসাদির অনুকূল প্রযত্ন) প্রভৃতি [আত্মার বিশেষ ধর্ম্ম (—গুণ) সকল] কিন্তু মৃতাবস্থাতে দেহ থাকিলেও থাকে না, [সেইহেতু তাহারা দেহের ধর্ম্মই নহে। অতএব প্রাণচেষ্টা চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি যাঁহার অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম, দেহ হইতে ভিন্ন, অথচ

শাঙ্করভাষ্যম্‌

উপলভ্যন্তে, ন তু আত্মধর্ম্মাঃ চৈতন্যস্মৃত্যাদয়ঃ।৭ অপিচ সতি হি তাবৎ দেহে জীবদবস্থায়াম্‌ এষাং ভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং, ন তু অসতি অভাবঃ; পতিতে অপি কদাচিৎ অস্মিন্‌ দেহে দেহান্তরসঞ্চারেণ আত্মধর্ম্মাঃ অনুবর্ত্তেরন্‌।৮ সংশয়মাত্রেণাপি পরপক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে।৯ কিমাত্মকং চ পুনঃ ইদং চৈতন্যং মন্যতে,

ভাষ্যানুবাদ

তাহার অধিষ্ঠাতা সেই আত্মা আছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ইহাই ভাব।৬ চৈতন্য প্রভৃতি দেহধর্ম্ম নহে, এই বিষয়ে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেহের ধর্ম্ম রূপ প্রভৃতি অপরকর্ত্তৃক উপলব্ধ হয়, কিন্তু চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম-সকল তাহা হয় না (৪)।৭ আর দেখ, দেহ থাকিলেই জীবদ্দশাতে ইহাদের (—আত্ম-ধর্ম্মসকলের) সত্তা নিশ্চয় করিতে পারা যায়, কিন্তু [দেহ] না থাকিলে [ইহাদের] অভাব নিশ্চয় করিতে পারা যায় না ; [কারণ] এই দেহ পতিত (—মৃত) হইলেও কখন কখনও অন্য দেহে সঞ্চারের দ্বারা [স্মৃতি প্রভৃতি] আত্মধর্ম্মসকল অনুবর্ত্তিত হইতে (—পরবর্ত্তী শরীরে আগমন করিতে) পারে (৫)।৮ সংশয়মাত্রের দ্বারাও পরপক্ষ প্রতিসিদ্ধ হইয়া থাকে (৬)।৯

ভাবদীপিকা

(৪) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"চৈতন্যাদয়ঃ ন দেহধর্ম্মাঃ পরৈঃ অনুপলভ্যমানত্বাৎ ; যে যে দেহধর্ম্মাঃ, তে পরৈঃ উপলভ্যন্তে, যথা রূপাদয়ঃ"। শঙ্কা—কিন্তু চার্ব্বাকগণ প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনুমানপ্রমাণ প্রদর্শন অসঙ্গত। সমাধান—লোকব্যবহারের অসিদ্ধিভয়ে চার্ব্বাকগণকে ইচ্ছা না থাকিলেও অনুমানপ্রমাণ অঙ্গীকার করিতে হইবে ; অন্যথা ভোজনদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অন্ন পাক করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কারণ পাকের পূর্ব্বে অনাগত অন্নকে প্রত্যক্ষভাবে ভোজন করিয়া চার্ব্বাকগণ জানিতে পারেন না যে, ক্ষুন্নিবৃত্তির হেতু হওয়ায় অন্নপাক আবশ্যক। সেই-হেতু প্রথমতঃ "অন্নভোজনং ক্ষুন্নিবৃত্তিকারণং, ভোজনত্বাৎ পূর্ব্বভোজনবৎ", এইপ্রকার অনুমান-বলে ভোজন ক্ষুধানিবৃত্তির কারণ, ইহা জ্ঞাত হইয়া তদনন্তর "পাকঃ ভোজনসম্পাদকঃ পাকত্বাৎ পূর্ব্বপাকবৎ", এইপ্রকার অনুমান করিয়াই তাঁহারা পাকে প্রবৃত্ত হন, ইহা তাঁহাদিগকে অগত্যা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। যাহাহউক্‌ এইপ্রকারে চৈতন্য প্রভৃতি দেহধর্ম্ম নহে, পরন্তু আত্ম-ধর্ম্ম, ইহা নির্ণীত হইল। পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—"শরীরে ভাবাৎ" (৫৩ সূঃ)—'শরীর থাকিলে চৈতন্য ও সুখাদির উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না ; সেইহেতু তাহারা শরীরের ধর্ম্ম', ইত্যাদি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অপিচ—'আর দেখ' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(৫) মৃত্যুর পর আত্মা শরীরান্তরে সঞ্চরণ করে, ইহা নবজাত শিশুর স্তন্যপান, স্তনন্ধয়ের মৃত্যুভয় ও জাতিস্মর ব্যক্তির পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি ইত্যাদি হইতে সিদ্ধ হয়। অতএব এতদ্দেহ-নিষ্ঠ স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্মসকল দেহান্তরে পরিদৃষ্ট হওয়ায় 'এই শরীর না থাকিলে থাকে না' পূর্ব্ববাদীর এই ব্যতিরেক প্রদর্শন বিঘটিত হইয়া পড়িল। ফলে চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি দেহধর্ম্ম

শাঙ্করভাষ্যম্

যস্য ভূতেভ্যঃ উৎপত্তিম্ ইচ্ছতি ইতি পরঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ ।১০ নহি ভূতচতুষ্টয়ব্যতিরেকেণ লোকায়তিকঃ কিঞ্চিৎ তত্ত্বং প্রত্যেতি ।১১ যদনুভবনং ভূতভৌতিকানাং তৎ চৈতন্যম্ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কর্ম্মকর্তৃবিরোধ ও জড়ত্বাপত্তিরূপ দোষবশতঃ চৈতন্যের ভৌতিকত্ব নিরাকরণ ও আত্মত্ব প্রতিপাদন।]

["উপলব্ধিবৎ" এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছেন—] ভূতসকল হইতে যাহার উৎপত্তি ইচ্ছা করা হইতেছে, এই চৈতন্যকে [চার্ব্বাক] কিংস্বরূপ মনে করেন (—ইহা কি ভূতচতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব, অথবা রূপাদির ন্যায় ভূতধর্ম্ম), এইপ্রকারে অপরের (—চার্ব্বাকপক্ষের) উপর আক্ষেপ হওয়া উচিত ।১০ [ইহাকে অতিরিক্ত তত্ত্ব বলা যায় না]; যেহেতু চার্ব্বাক ভূতচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন কোন তত্ত্ব অঙ্গীকার করেন না।১১ [চার্ব্বাক] যদি বলেন—ভূত ও ভৌতিক পদার্থের যে অনুভব (—জ্ঞানাত্মক পরিণাম) তাহাই চৈতন্য (৭) ।১২ [তদুত্তরে

ভাবদীপিকা

নহে, ইহা সিদ্ধ হইল; কারণ দেহধর্ম্ম হইলে পূর্ব্ব দেহনাশে ইহারাও বিনষ্ট হইয়া যাইত ; তাহা কিন্তু হয় না। অতএব অন্যত্র পরিদৃষ্ট স্মৃতি প্রভৃতি যাহার ধর্ম্ম, শরীরান্তর-সঞ্চারী সেই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, ইহাও সুতরাং সিদ্ধ হইল। **শঙ্কা**—কিন্তু পূর্ব্বশরীরে সঞ্জাত স্মৃতি প্রভৃতির অন্য দেহে উদয় হয়, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ; তাহা তৎসদৃশ অন্য স্মৃতিও হইতে পারে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**সংশয়** ইত্যাদি (৯ বাক্য)।

(৬) ভাব এই—কোন বিষয়ে সংশয় হইলে ভাব বা অভাব কোন পক্ষই নিশ্চিত না হওয়ায় উক্ত স্মৃতিজ্ঞান পূর্ব্ব শরীরের ধর্ম্মসদৃশ ধর্ম্ম, কিন্তু সেই পূর্ব্বশরীরবর্ত্তী আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহা নিশ্চিত হয় না। ফলে তোমার পক্ষ প্রতিষিদ্ধ হইয়া পড়িল। **শঙ্কা**—কিন্তু সংশয়বশতঃ সিদ্ধান্তী তোমার পক্ষও প্রতিষিদ্ধ হইয়া পড়িল। **সিদ্ধান্তীর** সমাধান—না, তাহা হইল না ; কারণ আমার পক্ষের সাধক অনুমান উপরে (৪ ভাবদীঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এক কথা—প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী তুমি অনুপলব্ধি প্রমাণ অঙ্গীকার কর না ; ফলে 'দেহ না থাকিলে চৈতন্যাদি আত্মধর্ম্মসকল থাকে না', এইপ্রকার অভাবনিশ্চয় তুমি করিতে পার না। ফলে ত্বৎপ্রদর্শিত ব্যতিরেক বিঘটিত হওয়ায় চৈতন্যাদি দেহেরই ধর্ম্ম, তোমার এই মতবাদ (৫৩ সূঃ ১৮ বাক্য) নিরাকৃত হইয়া পড়িল। আমাদের পক্ষে কিন্তু সেই দেহ না থাকিলেও দেহান্তরসঞ্চারী দেহাতিরিক্ত আত্মাতে সেই আত্মধর্ম্মসকলের উপলব্ধি হইতে বাধা নাই। আবার দেখ, শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতই যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে সেই সংঘাত হইতে হস্তাদি কোন অবয়ব, বা চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় বিযুক্ত হইলে সেই সংঘাত বিনষ্ট হওয়ায় সেই শরীরে চৈতন্যাদির উপলব্ধি হইবে না। তাহা কিন্তু হয় না, খঞ্জ ও অন্ধ ইত্যাদির জীবন্ত (—চৈতন্যযুক্ত) শরীরই পরিদৃষ্ট হয়। অতএব দেহাদিসংঘাতের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আমার পক্ষ প্রতিষিদ্ধ হয় না।

(৭) **চার্ব্বাকের** অভিপ্রায় এই—রূপাদি যেমন ভূতসকলের পরিণাম, অর্থাৎ ভূতরূপ

শাঙ্করভাষ্যম্

চেৎ ? ১২ তর্হি বিষয়ত্বাৎ তেষাং ন তদ্ধর্ম্মত্বম্ অশ্নুবীত, স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ ।১৩ নহি অগ্নিঃ উষ্ণঃ সন্ স্বাত্মানং দহতি ।১৪ নহি নটঃ শিক্ষিতঃ সন্ স্বস্কন্ধম্ অধিরোক্ষ্যতি ।১৫ নহি ভূতভৌতিক-

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্তী বলেন—] তাহা হইলে তাহারা (—ভূতচতুষ্টয়) বিষয় হওয়ায় [চৈতন্য] তাহাদের ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয় না (—চৈতন্য শরীরাকারে পরিণত ভূত হইতে উৎপন্ন হইলে ভূতভিন্ন না হওয়ায় তদাশ্রিতরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না), যেহেতু নিজেতে ক্রিয়া হওয়া রূপ বিরোধ হইয়া পড়িবে ।১৩ অগ্নি উষ্ণ হওয়ায় কদাপি নিজেকে দহন করে না ।১৪ শিক্ষিত হইয়াও নট নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিবে না (৮) ।১৫ [আর চার্ব্বাকপক্ষে অন্য এই দোষ হয় যে,] ভূত ও ভৌতিকের

ভাবদীপিকা

কারণ হইতে উৎপন্ন এবং ভূতেরই ধর্ম্ম হওয়ায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ভূতেই অবস্থিত, সেইহেতু তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব নহে। এইপ্রকারে চৈতন্যও শরীরাকারে পরিণত ভূতচতুষ্টয়ের অন্য-প্রকার পরিণাম মাত্র; সেই ভূতসকল হইতে মাদকতাশক্তির ন্যায় ইহার উৎপত্তি। ইহা ভূতেরই ধর্ম হওয়ায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে তাহাতেই অবস্থিত, তাহা হইতে তত্ত্বান্তর নহে। সুতরাং ভূত হইতে অতিরিক্ত আত্মরূপ তত্ত্বাঙ্গীকারের প্রশ্নই উঠে না, ইত্যাদি।

(৮) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—'শরীরাকারে পরিণাম প্রাপ্ত ভূতচতুষ্টয় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হওয়ায় চৈতন্য ভূতস্বরূপই, তাহা হইতে তত্ত্বান্তর নহে'; চার্ব্বাকের এই মত অসঙ্গত, যেহেতু 'আমার শরীর', এই সর্ব্বজনসিদ্ধ অনুভবে দেহাত্মক ভূতসকল চৈতন্যের বিষয়, সুতরাং চৈতন্য হইতে ভিন্ন। চার্ব্বাকের মতবাদ অঙ্গীকৃত হইলে এই অনুভবের অপলাপ হইয়া পড়িবে। আর রূপের দৃষ্টান্তও অসঙ্গত, কারণ তাহা কাহাকেও বিষয় করে না। ভূতসকল কিন্তু চৈতন্যের বিষয়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। সেই একই ভূত ঘটাদি ও দেহাদিরূপে চৈতন্যের বিষয় এবং সেই বিষয়সকলের অনুভবকর্ত্তা চৈতন্যরূপ বিষয়ী, এই উভয়ই হইয়া পড়ায় কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ হইয়া পড়িবে; কারণ কর্ত্তা (—বিষয়ী) কখনও কর্ম্ম (—বিষয়) হয় না এবং কর্ম্মও কদাপি কর্ত্তা হয় না। এই বিষয়ে অগ্নি ও নটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব বিষয় ভূতসকল হইতে বিষয়ী চৈতন্যের উৎপত্তি এবং রূপের ন্যায় তদাশ্রিতরূপে তাহার স্থিতি হইতে পারে না। চার্ব্বাক বলেন—তোমাদের আত্মা নিজেকে বিষয় করে, অথবা করে না? প্রথম পক্ষে তোমাদের মতেও কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ হইবে। দ্বিতীয় পক্ষে—জ্ঞাতা বলিয়া কিছু না থাকায় জগতের অন্ধত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে, কারণ যে বস্তু নিজেকেই জানেনা, তাহা অপরকে কিপ্রকারে জানিবে? যদি অপর কোন আত্মা সেই আত্মাকে জানে, তাহা হইলে অনবস্থা হইয়া পড়িবে। অতএব চোদ্য-পরিহার (—আশঙ্কা ও সমাধান) সমান হওয়ায় তুমি আমাদের মতে দোষ দিতে পার না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—এইপ্রকার সংশয়ের উত্তর আমরা ২।২।১ অভাবাধিকরণে দিয়াছি (২।৪৩৪ পৃঃ দ্রঃ)। আমাদের আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হওয়ায় নিজের দ্বারা নিজে ঘটবৎ বিষয়ীকৃত হয় না বলিয়া কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ হয় না। 'আমি বর্ত্তমান আছি', এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান সকলের

শাঙ্করভাষ্যম্

ধর্ম্মেণ সতা চৈতন্যেন ভূতভৌতিকানি বিষয়ীক্রিয়েরন্ ।১৬ নহি রূপাদিভিঃ স্বরূপং পররূপং বা বিষয়ীক্রিয়তে ।১৭ বিষয়ীক্রিয়ন্তে তু বাহ্যাধ্যাত্মিকানি ভূতভৌতিকানি চৈতন্যেন ।১৮ অতশ্চ যথা এব অস্যাঃ ভূতভৌতিকবিষয়ায়াঃ উপলব্ধেঃ ভাবঃ অভ্যুপগম্যতে, এবং ব্যতিরেকঃ অপি অস্যাঃ তেভ্যঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ ।১৯ উপলব্ধিস্বরূপঃ এব চ নঃ আত্মা ইতি আত্মনঃ দেহব্যতিরিক্তত্বম্ ।২০ নিত্যত্বং চ উপলব্ধেঃ ঐকরূপ্যাৎ ।২১ 'অহম্ ইদম্ অদ্রা-

ভাষ্যানুবাদ

ধর্ম্মরূপে বিদ্যমান (—ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয় ও তাহাদের পরিণামভূত শরীরে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থিত) যে চৈতন্য, তৎকর্তৃক ভূত ও ভৌতিক পদার্থসকল কদাপি বিষয়ীকৃত (—প্রকাশিত) হইবে না ; [কারণ ভূতোৎপন্ন হওয়ায় তাহাও ভূতেরই ন্যায় জড় পদার্থ ।১৬ যদি বলা হয়—জড় হইলেও তাহা প্রকাশ করিবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলা যায় না] ; যেহেতু [জড়] রূপ প্রভৃতি কর্তৃক নিজের রূপ, বা অপরের রূপ বিষয়ীকৃত হয় না ।১৭ [তাহা হইলে চৈতন্য কাহাকেও প্রকাশিত করে না, ইহাই আমরা স্বীকার করিব। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] চৈতন্য কর্তৃক কিন্তু [ঘটাদি] বাহ্য এবং [হস্তপদাদি] আধ্যাত্মিক ভূতভৌতিক পদার্থসকল বিষয়ীকৃত হয় ।১৮ সেইহেতু যেমন এই ভূতভৌতিকবিষয়ক উপলব্ধির (—চৈতন্যের, জ্ঞানের) অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে, এইপ্রকারেই ইহার সেই [ভূতভৌতিক পদার্থ] সকল হইতে ভিন্নতাও স্বীকার করিতে হইবে ।১৯ [আচ্ছা, উপলব্ধি না হয় ভূতভৌতিক পদার্থ হইতে ভিন্নই হইল ; কিন্তু তাহাতে আত্মার অস্তিত্ব কিপ্রকারে সিদ্ধ হয় ? উত্তর—] আমাদের আত্মা উপলব্ধিস্বরূপই (—এই চৈতন্যই, অর্থাৎ জ্ঞানই আমাদের মতে আত্মা) ;. এইহেতু দেহ হইতে আত্মার ভিন্নতাই সিদ্ধ হইল ।২০

[সিঃ—বৃত্তির প্রকাশকত্ব, একত্বপ্রত্যভিজ্ঞা ও স্মৃতি প্রভৃতির বলে দেহাতিরিক্ত আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন।]

[কিন্তু উপলব্ধি, অর্থাৎ জ্ঞান তো তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহা তোমাদের আত্মা হইলে বিনশ্বর, সুতরাং অনিত্য হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর উপলব্ধির নিত্যতাই সিদ্ধ হয়, যেহেতু [তাহা] একরূপ (৯) ।২১

ভাবদীপিকা [উপলব্ধিস্বরূপ আত্মার একত্ব ও নিত্যত্ব]

সদাই থাকায় অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতা আত্মার আছে, সুতরাং জগতের অন্ধত্বাপত্তি হয় না। অন্য জ্ঞাতা স্বীকৃত না হওয়ায় অনবস্থা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

(৯) ভাব এই—অন্তঃকরণের যে জড়া বৃত্তি, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার বিষয়গ্রহণের প্রতি করণ হওয়ায় তাহাকে গৌণভাবে 'জ্ঞান' বলা হয় ("অন্তঃকরণবৃত্তৌ জ্ঞানত্বোপচারাৎ", বেঃ পরিভাষা)। সেই বৃত্তিরই প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে নাশ

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষম্' ইতি চ অবস্থান্তরযোগেঽপি উপলব্ধৃত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।২২ স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ।২৩ যত্তু উক্তং "শরীরে ভাবাৎ" শরীরধর্ম্মঃ উপলব্ধিঃ ইতি, তৎ বর্ণিতেন প্রকারেণ প্রত্যুক্তম্।২৪

ভাষ্যানুবাদ

[এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—জাগ্রদবস্থারূপ] অবস্থান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইলেও ['স্বপ্নকালে] আমি ইহা দেখিয়াছিলাম', এইপ্রকারে উপলব্ধৃরূপে [আত্মার] প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া তাঁহার স্থায়িত্ব একত্ব ও দেহাতিরিক্তত্ব সিদ্ধ হয়।২২ [যদি বলা হয়—স্বপ্নকালেও অন্য স্থূল দেহই ছিল উপলব্ধা, সেইহেতু জাগ্রতে উক্তপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] স্মৃতি প্রভৃতির উপপত্তি হয় বলিয়াও দেহাতিরিক্ত স্থায়ী এক আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় (১০)।২৩

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর অনুভব অনেক অনুপপন্ন। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব।]

আর যে কথিত হইয়াছে—"শরীর থাকিলে থাকে বলিয়া উপলব্ধি (—জ্ঞান) শরীরের ধর্ম্ম (৫৩ সূঃ ১৭ বাক্য), ইত্যাদি; তাহা ["তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ" এই

ভাবদীপিকা

আপাততঃ অঙ্গীকৃত হয়। বস্তুতঃ কিন্তু বিরোধী বৃত্ত্যন্তরের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বৃত্তি অবস্থান করে। আমাদের যিনি আত্মা, তিনি ঐ অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশক এক ও নিত্য। যেমন 'ঘটঃ স্ফুরতি', 'পটঃ স্ফুরতি', ইত্যাদি স্থলে ঐ যে স্ফুরণ, যাহা ঘটাকার ও পটাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রকাশ করে, তাহা সর্ব্বত্র অভিন্ন ও অবিনাশী। তিনিই আমাদের আত্মা। বিষয়াকারা বৃত্তির প্রকাশকরূপে তাহার সহিত সম্বন্ধবশতঃ সেই বৃত্তির উদয় ও নাশে তৎপ্রকাশক সেই স্ফুরণস্বরূপ আত্মারও যেন উদয় ও নাশ অবিবেকিগণের নিকট প্রতিভাত হয়। যেমন প্রদীপের সম্মুখে আনীত ঘটাদির প্রকাশকালে আলোকরশ্মি যেন ঘটাদির আকারবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, উক্ত বস্তুসকল প্রদীপের সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলে রশ্মির যেন নাশই হইয়া যায়। অবিবেকীর নিকট এইপ্রকার প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ কিন্তু রশ্মির কোনপ্রকার ব্যত্যয় হয় না, তাহা একইরূপে অবস্থান করে। প্রত্যাবিষয়েও তদ্রূপ জড় বিষয়াকারা অন্তঃকরণবৃত্তির নাশ হইলেও, সেই জড়া বৃত্তির প্রকাশক আমাদের আত্মা একইরূপে অবস্থান করেন। সেইহেতু তাঁহার বিনশ্বরতা ও অনিত্যতার প্রশ্নই উঠে না।

(১০) তাৎপর্য্য এই—জাগ্রৎ ও স্বপ্নে দেহাতিরিক্ত এক চেতনই উপলব্ধা না হইয়া স্বপ্নকালে অন্য স্থূলশরীর যদি উপলব্ধা হইত, তাহা হইলে জাগ্রতে সেই উপলব্ধ বস্তুর স্মৃতি হইতে পারিত না, কারণ একের উপলব্ধ বিষয় অপরে স্মরণ করিতে পারে না। "স্মৃতি প্রভৃতি" বলিতে ইচ্ছা ও প্রত্যভিজ্ঞাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। শরীরই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে 'বাল্যে যে আমি ধনলাভের ইচ্ছা করিয়াছিলাম, যৌবনে সেই আমি ধনী হইয়াছি, এইপ্রকারে ইচ্ছাকারীর ও নিজের একত্বপ্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হইত না, কারণ বাল্যের ও যৌবনের শরীর এক নহে। অতএব একের অনুভূত বিষয়ে অপরের স্মৃতি ইচ্ছা ও প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব না হওয়ায় দেহাতিরিক্ত স্থায়ী এক আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি চ সৎসু প্রদীপাদিষু উপকরণেষু উপলব্ধিঃ ভবতি, অসৎসু চ ন ভবতি; ন চ এতাবতা প্রদীপাদিধর্ম্মঃ এব উপলব্ধিঃ ভবতি।২৫ এবং সতি দেহে উপলব্ধিঃ ভবতি, অসতি চ ন ভবতি ইতি ন দেহধর্ম্মঃ ভবিতুম্ অর্হতি; উপকরণত্বমাত্রেণাপি প্রদীপাদিবৎ দেহোপযোগোপপত্তেঃ।২৬ ন চ অত্যন্তং দেহস্য উপলব্ধৌ উপযোগঃ অপি দৃশ্যতে, নিশ্চেষ্টে অপি অস্মিন্ দেহে স্বপ্নে নানাবিধোপলব্ধিদর্শনাৎ।২৭ তস্মাৎ অনবদ্যং দেহব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ অস্তিত্বম্।২৮॥৩।৩।৫৪॥ ইতি ত্রিংশম্ ঐকাত্ম্যাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

সূত্রাংশের ব্যাখ্যাকালে ২বাক্যে এবং উপরে] বর্ণিতপ্রকারে নিরাকৃত হইয়াছে।২৪ [এই বিষয়ে আরও কথিত হইতেছে—] দেখ, প্রদীপাদি উপকরণ (—সহকারী) থাকিলে [অন্ধকার গৃহমধ্যস্থ বস্তুর] উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না; কিন্তু মাত্র ইহার (—এইপ্রকার অন্বয়-ব্যতিরেকের) দ্বারা উপলব্ধি প্রদীপেরই ধর্ম্ম হইয়া যায় না, [ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ]।২৫ এইপ্রকারে 'দেহ থাকিলে উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না', এইহেতুবশতঃ [উপলব্ধিঃ] দেহের ধর্ম্ম হইবে, ইহা সঙ্গত নহে; যেহেতু প্রদীপাদির ন্যায় উপকরণতামাত্রের (—সহকারিকারণতা মাত্রের) দ্বারা দেহের উপযোগ যুক্তিসঙ্গত।২৬ আর দেখ, উপলব্ধিতে (—জ্ঞানোৎপত্তিতে, স্থূল] দেহের অত্যন্ত উপযোগও পরিদৃষ্ট হয় না, কারণ স্বপ্নকালে এই [স্থূল] দেহ নিশ্চেষ্ট হইলেও নানাবিধ উপলব্ধি পরিদৃষ্ট হয়।২৭ সেইহেতু (—তৎপ্রদর্শিত অন্বয়ব্যতিরেক অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া (১১)) দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।২৮॥৩।৩।৫৪॥ ঐকাত্ম্যাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১১) প্রত্যক্ষমাত্রপ্রমাণবাদী চার্ব্বাক 'আমি দেহ', 'আমি মনুষ্য', ইত্যাদি অভেদানুভবসকলের বলে স্থূলশরীর ব্যতিরেকে লিঙ্গশরীর অঙ্গীকার করেন না। চার্ব্বাকগণের মতে শরীর বর্ণবৈচিত্র্য ও বহ্নির উষ্ণতা ইত্যাদির ন্যায় নিদ্রা ও স্বপ্ন প্রভৃতি এই স্থূল শরীররূপ আত্মারই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেইহেতু লিঙ্গশরীর অঙ্গীকার করিয়াও তাঁহারা উক্তপ্রকার অন্বয়-ব্যতিরেক সিদ্ধ করিতে পারেন না। চার্ব্বাক যদি বলেন—স্বাপ্নজ্ঞান প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহার উপপত্তির জন্য অগত্যা আমরা অনুমানপ্রমাণবলে লিঙ্গশরীর অঙ্গীকার করিব; ফলে 'শরীর থাকিলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, না থাকিলে হয় না', এই অন্বয়ব্যতিরেক অব্যাহত থাকায় জ্ঞান শরীরেরই ধর্ম্ম, ইহা সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তদঙ্গীকারে স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীররূপ দুইটী আত্মা তোমার মতে অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে, ফলে একের অনুভূত বিষয় অপরে স্মরণ করিতে পারে না বলিয়া তোমার পক্ষে স্বাপ্নজ্ঞানের স্মৃতি সম্ভব হইবে না। অতএব "আমার শরীর" এই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ভেদানুভবের বলে উক্ত দেহব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। 'আমি দেহ' ইত্যাদি অভেদানুভব ভ্রম মাত্র। ঐকাত্ম্যাধিকরণ সমাপ্ত।

৩১। অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্। [৫৫-৫৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের সর্ব্বশাখাতে উপসংহার।

অধিকরণসঙ্গতি—শরীর ও আত্মা বিভিন্ন পদার্থ হওয়ায় আত্মার ধর্ম্মসকল যেমন শরীরের হইতে পারে না। তদ্রূপ স্বরের বিভিন্নতাবশতঃ এক বেদে পঠিত উদ্গীথ প্রভৃতি অন্য বেদে পঠিত তাহা হইতে ভিন্ন হওয়ায় এক বেদগত উদ্গীথাদিকে আশ্রয়কারী উপাসনাসকল অন্য বেদে পঠিত উদ্গীথাদিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না; এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

উক্থাদিধীঃ স্বশাখাঙ্গেষেবান্যত্রাপি বা ভবেৎ।
সান্নিধ্যাৎ স্বস্বশাখাঙ্গেষেবাসৌ ব্যবতিষ্ঠতে॥
উক্থোদ্গীথাদিসামান্যং তত্তচ্ছব্দৈঃ প্রতীয়তে।
শ্রুত্যাচ সন্নিধের্বাধস্ততোঽন্যত্রাপি যাত্যসৌ।

অন্বয়—উক্থাদিধীঃ স্বশাখাঙ্গেষু এব ভবেৎ, অন্যত্রাপি বা? সান্নিধ্যাৎ স্বস্বশাখাঙ্গেষু এব অসৌ ব্যবতিষ্ঠতে। তত্তচ্ছব্দৈঃ উক্থোদ্গীথাদিসামান্যং প্রতীয়তে, শ্রুত্যা চ সন্নিধেঃ বাধঃ, ততঃ অসৌ অন্যত্রাপি যাতি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[উক্থশস্ত্রাখ্যে কর্ম্মাঙ্গে পৃথিব্যাদিদৃষ্টিঃ ঐতরেয়োপনিষদি শ্রূয়তে। কৌষীতক্যাদিশাখান্তরেষু অপি উক্থং বিহিতম্। তানি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনানি অত্র বিষয়ঃ। তেষু উক্থোদ্গীথাদিসাধারণশ্রুত্যা সন্নিধিনা চ ভবতি সংশয়ঃ—] উক্থাদিধীঃ স্বশাখাঙ্গেষু এব ভবেৎ, অন্যত্রাপি বা? [পৃথিব্যাদিদৃষ্টিঃ ঐতরেয়কগতে উক্থে এব ব্যবতিষ্ঠতে, উত কৌষীতক্যাদিষু অপি অনুবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ]।

পূর্ব্বপক্ষ—সান্নিধ্যাৎ স্বস্বশাখাঙ্গেষু এব অসৌ ব্যবতিষ্ঠতে।

সিদ্ধান্ত—[উক্থোদ্গীথাদি-] তত্তচ্ছব্দৈঃ [মুখ্যয়া বৃত্ত্যা সর্ব্বশাখাগতম্] উক্থোদ্গীথাদিসামান্যং প্রতীয়তে। [ততঃ উক্থোদ্গীথাদিশ্রুতিবশাৎ সর্ব্বশাখাগতোক্থাদীনাম্ অনুবৃত্তিঃ প্রাপ্তা। বলীয়স্ত্বাৎ] শ্রুত্যা চ সন্নিধেঃ বাধঃ। ততঃ [ক্বচিৎ বিহিতা] অসৌ [পৃথিব্যাদিধীঃ] অন্যত্রাপি [শাখান্তরে] যাতি।

অনুবাদ

সংশয়—[উক্থশস্ত্র (১) নামক কর্ম্মাঙ্গে পৃথিবী প্রভৃতি দৃষ্টি ঐতরেয় আরণ্যকে পঠিত হইতেছে। কৌষীতকী প্রভৃতি শাখান্তরসকলেও উক্থ বিহিত হইয়াছে। সেই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকল এখানে বিষয়। সেই সকল স্থলে উক্থ ও উদ্গীথ ইত্যাদি সাধারণশব্দ

ভাবদীপিকা

(১) **উক্থ**—ইহা একপ্রকার শস্ত্রের নাম। "উত্তিষ্ঠতি অনেন দেবতাপ্রসাদঃ" (ঐতঃ আঃ ২।১।২, সায়ণভাষ্য)—'ইহার দ্বারা দেবতার প্রসাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। **শস্ত্র** ১৩২৩ পৃঃ দ্রঃ। এই শস্ত্রের পাঠকে বলে **শংসন** (১৩৬৫ পৃঃ)। ইহা হোতার কর্ম্ম। যজ্ঞবিশেষে "ব্রাহ্মণাচ্ছংসী" (২৪৫ পৃঃ) শংসন করেন (যজ্ঞকথা)। শস্ত্রপাঠকালে হোতাকে উৎসাহদানের জন্য অধ্বর্য্যু যে 'ছাঁ' 'ছাঁ' শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহাকে বলে **প্রতিগর** (কাঃ শ্রৌঃ ২০।৩।১)।

(—শক্তিবৃত্তিবলে তদ্বাচক শ্রুতিপ্রমাণ) এবং [সেই শাখাতে পঠিত হওয়ারূপ] সন্নিধিপ্রমাণ-বলে সংশয় হয়—] উক্থাদি অবলম্বনে উপাসনা স্বশাখাতে পঠিত অঙ্গসকলেই হইবে, অথবা অন্যত্রও (—অন্য শাখাতেও, উপসংহৃত] হইবে ? [পৃথিব্যাদিদৃষ্টি কি ঐতরেয়কগত উক্থেই ব্যবস্থিত হইবে, অথবা কৌষীতকী প্রভৃতিতে পঠিত উক্থেও উপসংহৃত হইবে, ইহাই ভাব]।

পূর্ব্বপক্ষ—সন্নিধিবশতঃ স্বস্বশাখাগত [উক্থ ও উদ্গীথ প্রভৃতি] কর্ম্মাঙ্গসকলেই উহা (—তত্তৎ দৃষ্টিরূপ উপাসনা) ব্যবস্থিত থাকিবে (—অন্যত্র উপসংহৃত হইবে না)।

সিদ্ধান্ত—[উক্থ ও উদ্গীথ প্রভৃতি] সেই সেই শব্দসকলের দ্বারা [শক্তিবৃত্তিতে সর্ব্বশাখাগত] উক্থ ও উদ্গীথাদিসামান্যই প্রতিভাত হইতেছে। [সেইহেতু উক্থ ও উদ্-গীথাদিশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে সর্ব্বশাখাগত উক্থ প্রভৃতির অনুবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে (—তাহা-দের বোধ হইতেছে)। আর বলবান্ হওয়ায়] শ্রুতিপ্রমাণকর্তৃক সন্নিধিপ্রমাণের বাধ হয়। সেইহেতু [কোন শাখাতে বিহিত] উহা (—উক্থাদিতে পৃথিব্যাদিদৃষ্টিরূপ উপাসনা) অন্যত্রও (—শাখান্তরেও) গমন করে (—উপসংহৃত হয়)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের ব্যবস্থা (—অন্য শাখাতে অনুপ-সংহার)। সিদ্ধান্তে—তাহাদের অব্যবস্থা (—উপসংহার)।

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥৩।৩।৫৫॥

পদচ্ছেদ—অঙ্গাববদ্ধাঃ, তু, ন, শাখাসু, হি, প্রতিবেদম্।

সূত্রার্থ—[সন্তি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতাঃ উপাসনাঃ—উদ্গীথাবয়বে ওঁকারে প্রাণদৃষ্টিঃ, উক্থে পৃথিবীদৃষ্টিঃ, ইত্যেবমাদ্যাঃ। তাঃ কিং যত্র শাখায়াং বিহিতাঃ তচ্ছাখাগতোদ্গীথাদ্যালম্বনাঃ, উত সর্ব্ববেদগতসর্ব্বশাখাপঠিতোদ্গীথাদ্যালম্বনাঃ ইতি বিশয়ে তচ্ছাখাগতোদ্গীথাদ্যালম্বনাঃ ইতি পূর্ব্ব-পক্ষঃ। অত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] **তু**শব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। **অঙ্গাববদ্ধাঃ**—উদ্গীথাদি-কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতাঃ [এতাঃ প্রাণাদিদৃষ্টিরূপাঃ উপাসনাঃ] **প্রতিবেদম্, শাখাসু**—স্বস্বশাখাসু [পঠিতোদ্গীথাদ্যালম্বনাঃ এব] **ন**—ন ভবন্তি, [কিন্তু বেদান্তরগতত‌ত্তচ্ছাখাপঠিতোদ্গীথাদ্যা-লম্বনাঃ অপি। কস্মাৎ ?] **হি**—যস্মাৎ ["উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১) ইত্যাদৌ উদ্গীথাদিশব্দঃ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা সর্ব্ববেদগতসর্ব্বশাখাপঠিতম্ উদ্গীথাদিসামান্যম্ আচষ্টে]।

অনুবাদ—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকল আছে, যথা—উদ্গীথাবয়ব ওঁকারে প্রাণদৃষ্টি, উক্থে পৃথিবীদৃষ্টি, ইত্যাদি এই সকল। যে শাখাতে বিহিত হইয়াছে, তাহারা কি সেই শাখাগত উদ্গীথ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিবে, অথবা সর্ব্ববেদগত সকল শাখাতে পঠিত উদ্গীথাদিকে অবলম্বন করিবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে ; 'সেই শাখাগত উদ্গীথ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। এই স্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **তু**শব্দ—পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। **অঙ্গাববদ্ধাঃ**—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত [প্রাণাদিদৃষ্টিরূপ এই উপাসনাসকল] **প্রতি-বেদম্**—প্রত্যেক বেদে, **শাখাসু**—স্বস্বশাখাসকলে [পঠিত উদ্গীথাদিকেই আশ্রয়] **ন**—করিবে না। [কিন্তু বেদান্তরগত সেই সেই শাখাতে পঠিত উদ্গীথ প্রভৃতিকেও আশ্রয় করিবে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **হি**—যেহেতু ["উদ্গীথকে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি স্থলে উদ্গীথশব্দ শক্তিবৃত্তিবলে সর্ব্ববেদগত সকল শাখাতে পঠিত উদ্গীথাদি সামান্যকে বর্ণনা (—সমর্পণ) করে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকী কথা।১ সম্প্রতি তু প্রকৃতাম্ এব অনুবর্ত্তামহে।২ "ওমিতি এতদক্ষরম্ উদ্‌গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" (ছাঃ ২।২।১), "উক্‌থম্ উক্‌থম্ ইতি বৈ প্রজাঃ বদন্তি, তৎ ইদম্ এব উক্‌থম্ ইয়ম্ এব পৃথিবী" (ঐতঃ আঃ ২।১।২), "অয়ং বাব লোকঃ এষঃ অগ্নিশ্চিতঃ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।১।৪।১), ইতি এবমাদ্যাঃ যে উদ্‌গীথাদিকর্ম্মাঙ্গাববদ্ধাঃ প্রত্যয়াঃ প্রতিবেদং শাখাভেদেষু বিহিতাঃ, তে তত্তচ্ছাখাগতেষু এব উদ্‌গীথাদিষু ভবেয়ুঃ, অথবা সর্ব্বশাখাগতেষু ইতি বিশয়ঃ।৩ প্রতিশাখং চ স্বরাদিভেদাৎ উদ্‌গীথাদিভেদাম্ উপাদায় অয়ম্ উপন্যাসঃ।৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৫ স্বশাখাগতেষু এব উদ্‌গীথাদিষু বিধীয়েরন্ ইতি।৬ কুতঃ?৭ সন্নিধানাৎ।৮ "উদ্‌গীথম্ উপাসীত"

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—স্বসমাখ্যবলে স্বশাখাগত উদ্‌গীথাদিতে স্বশাখাগত বিশেষদৃষ্টিই ব্যবহৃত, অন্য শাখাগত উদ্‌গীথাদিতে তাহার অনুপসংহার।]

প্রাসঙ্গিক কথা (—প্রসঙ্গবশতঃ আগত দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক বিচার) সমাপ্ত হইল।১ এক্ষণে কিন্তু প্রস্তাবিতকেই (—বিদ্যাবিষয়ক ভেদাভেদচিন্তাকেই) অনুসরণ করিতেছি।২ "উদ্‌গীথের অবয়বভূত ওম্ এই অক্ষরটীকে উপাসনা করিবে", "লোকসকলে (—পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে) পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে", "প্রজাগণ [ধ্যানের রহস্য না জানিয়া] উক্‌থ উক্‌থ, এইপ্রকার বলিয়া থাকে, [সেই রহস্য বলা হইতেছে—] সেই ইহাই উক্‌থ এই পৃথিবীই উক্‌থ (—উক্‌থে পৃথিবীদৃষ্টি করিতে হইবে"), "এই লোকই এই অগ্নিচয়নরূপে সম্পাদিত হইতেছে (—কর্ম্মাঙ্গভূত অগ্নিচয়নে পৃথিবীদৃষ্টি করিতে হইবে"), ইত্যাদি এই সকল যে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত প্রত্যয়সকল (—উপাসনাসকল) প্রত্যেক বেদে বিভিন্ন শাখাতে বিহিত হইয়াছে, তাহারা তত্তৎ শাখাগত উদ্‌গীথ প্রভৃতিতেই [অনুষ্ঠিত] হইবে, অথবা সর্ব্বশাখাগত উদ্‌গীথ প্রভৃতিতে [অনুষ্ঠিত] হইবে, ইহা সংশয়।৩ [কিন্তু উদ্‌গীথ প্রভৃতি সকল শাখাতে একই হওয়ায় তদাশ্রিত তত্তৎ দৃষ্টিরূপ উপাসনাও হইবে সর্ব্বশাখাতে একই। সুতরাং সংশয়ের উদয় না হওয়ায় এই অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রত্যেক শাখাতে স্বরাদির বিভিন্নতাবশতঃ উদ্‌গীথাদির বিভিন্নতাকে গ্রহণ করিয়া এই [বিচারের] উপন্যাস (—উল্লেখ, আরম্ভ) হইয়াছে। [সুতরাং সংশয়বশতঃ অধিকরণরচনা সঙ্গত] ৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৫ [পূর্ব্বপক্ষ—] স্বশাখাগত উদ্‌গীথ প্রভৃতিতেই [প্রাণদৃষ্টি (ছাঃ ১।২।৭) প্রভৃতিরূপ উপাসনাসকল] বিহিত হইবে।৬ তাহাতে হেতু কি?৭ যেহেতু সন্নিধি (২) আছে।৮ [ইহা বিবৃত করি

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ১।১।১), ইতি হি সামান্যবিহিতানাং বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং সন্নিকৃষ্টেন এব স্বশাখাগতেন বিশেষেণ আকাংক্ষাদিনিবৃত্তেঃ তদতিলঙ্ঘনেন শাখান্তরবিহিতবিশেষোপাদানে কারণং নাস্তি।৯ তস্মাৎ প্রতিশাখং ব্যবস্থা ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—"অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইতি।১১ তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি।১২ ন এতে প্রতিবেদং স্বশাখাসু এব ব্যবতিষ্ঠেরন্।১৩ অপি তু সর্ব্বশাখাসু অনুবর্ত্তেরন্।১৪ কুতঃ?।১৫ উদ্গীথাদিশ্রুত্যবিশেষাৎ।১৬ স্বশাখাব্যব-

ভাষ্যানুবাদ

তেছেন—] যেহেতু "উদ্গীথম্ উপাসীত", এইপ্রকারে সামান্যভাবে বিহিত উপাসনাসকলের বিশেষের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হইলে (—উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকারকে 'রসতম' (ছাঃ ১।১।৩), 'আপ্তি' (ছাঃ ১।১।৮), 'প্রাণ' (ছাঃ ১।২।৭), ইত্যাদি কোন্ বিশেষ দৃষ্টি অবলম্বনে উপাসনা করিতে হইবে, ইহা জানিবার ইচ্ছা হইলে) সন্নিহিত স্বশাখাগত [রসতমত্বাদি] বিশেষের দ্বারাই আকাঙ্ক্ষাদির নিবৃত্তি হওয়ায় তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য শাখাতে বিহিত বিশেষের গ্রহণের প্রতি [কোন] কারণ নাই।৯ সেইহেতু (—উক্ত স্থানপ্রমাণ স্বপক্ষে থাকায়) প্রত্যেক শাখাতে ব্যবস্থা হইবে (—স্বশাখাপঠিত উদ্গীথাদিতে স্বশাখাপঠিত রসতমত্বাদি বিশেষ দৃষ্টি অবলম্বনেই উপাসনার অনুষ্ঠান হইবে, অন্য শাখাপঠিত উদ্গীথাদিতে সেই বিশেষ দৃষ্টির উপসংহার হইবে না)।১০

[সিঃ—শ্রুতিপ্রমাণবলে উদ্গীথ প্রভৃতি শব্দে সর্ব্ববেদস্থ সর্ব্বশাখাগত উদ্গীথ প্রভৃতির জ্ঞান হওয়ায় তত্তৎ দৃষ্টি অবলম্বনে উপাসনার সর্ব্বশাখাগত উদ্গীথাদিতে উপসংহার।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—"অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইত্যাদি।১১ তুশব্দ পূর্ব্বপক্ষকে নিবারণ করিতেছে।১২ ইহারা (—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গাবলম্বনে অনুষ্ঠেয় রসতমত্বাদি বিশেষদৃষ্টিরূপ উপাসনাসকল) প্রত্যেক বেদে স্বশাখাসকলেই ব্যবস্থিত (—নিয়মিত) হইবে না।১৩ পরন্তু [সর্ব্ববেদগত] সকল শাখাতে অনুবৃত্ত (—উপসংহৃত) হইবে।১৪ তাহাতে হেতু কি? ১৫ [উত্তর—] যেহেতু উদ্গীথাদি শ্রুতির (—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের বাচক উদ্গীথাদিশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের) অবিশেষ আছে (—ভেদ নাই)।১৬ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু স্বশাখাতে নিয়মিত হইলে (—স্বশাখাপঠিত উদ্-

ভাবদীপিকা

(২) ভামতীকার ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার ও রত্নপ্রভাকার এই স্থলে সন্নিধিশব্দে সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণকে এবং ন্যায়নির্ণয়কার ও প্রকটার্থকার প্রকরণপ্রমাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। সামান্য ও বিশেষের পরস্পরের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা স্বীকার করিলে প্রকরণ এবং অন্যতরের প্রতি তাহা স্বীকার করিলে স্থানপ্রমাণ হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থায়াং হি "উদ্‌গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১) ইতি সামান্যশ্রুতিঃ অবিশেষপ্রবৃত্তা সতী সন্নিধানবশেন বিশেষে ব্যবস্থাপ্যমানা পীড়িতা স্যাৎ।১৭ নচ এতৎ ন্যায্যম্।১৮ সন্নিধানাৎ তু শ্রুতির্বলীয়সী।১৯ ন চ সামান্যাশ্রয়ঃ প্রত্যয়ঃ ন উপপদ্যতে।২০ তস্মাৎ স্বরাদিভেদে সত্যপি উদ্‌গীথত্বাদ্যবিশেষাৎ সর্ব্বশাখাগতেষু এব উদ্‌গীথাদিষু এবংজাতীয়কাঃ প্রত্যয়াঃ স্যুঃ।২১।৩।৩।৫৫।।

ভাষ্যানুবাদ

গীথাদি স্বশাখাপঠিত রসতমত্বাদি বিশেষ দৃষ্টিরূপ উপাসনাতেই নিয়মিতভাবে গৃহীত হইলে) "উদ্‌গীথম্ উপাসীত", অবিশেষভাবে প্রবৃত্ত এই সামান্য শ্রুতি (—অবিশেষভাবে সর্ব্বশাখাপঠিত উদ্‌গীথের বাচক এই উদ্‌গীথশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণ) সন্নিধানের (—সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণের) বলে [স্বরাদিভেদে বিভিন্ন তত্তৎ বেদের তত্তৎ শাখাপঠিত উদ্‌গীথরূপ] বিশেষে ব্যবস্থাপিত (—নিয়মিত) হইলে পীড়িত (—কদর্থিত) হইয়া পড়িবে।১৭ ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে (৩)।১৮ [যেহেতু] সন্নিধিপাঠ হইতে কিন্তু শ্রুতিপ্রমাণ বলবান্।১৯ [কিন্তু শ্রুতিপ্রমাণকর্ত্তৃক সমর্পিত সর্ব্বশাখাগত উদ্‌গীথসামান্যের (—যাবতীয় উদ্‌গীথের) উপাস্যতা সম্ভব না হওয়ায়, উপাস্যরূপে তত্তৎ শাখাগত বিশেষ উদ্‌গীথের সমর্পক সন্নিধিপাঠের শ্রুতিপ্রমাণবলে বাধ সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সামান্যকে অবলম্বনকারী প্রত্যয় (—উপাসনা) উপপন্ন হয় না, তাহা নহে, [যেহেতু "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত" (ছাঃ ৭।১।৫), ইত্যাদি স্থলে সামান্যভাবে নামাদির উপাস্যতা পরিদৃষ্ট হয়।২০ কিন্তু প্রত্যেক বেদে স্বরাদির ভেদ থাকায় তত্তৎ বেদগত সকল শাখাতেই উদ্‌গীথাদি বিভিন্ন হইয়া পড়ে ; ফলে উদ্‌গীথাদির সামান্যই সম্ভব না হওয়ায় তদাশ্রিত উপাসনার তত্তৎ শাখাতেই নিয়মন হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইহেতু (—শ্রুতিপ্রমাণের প্রাবল্যবশতঃ) স্বর প্রভৃতির বিভিন্নতা থাকিলেও [সর্ব্ববেদগত সকল শাখাতেই] উদ্‌গীথত্ব ইত্যাদি [অনুগত] ধর্ম্ম অবিশেষ (—সমান) হওয়ায় [সর্ব্ববেদস্থ] সর্ব্বশাখাগত উদ্‌গীথ প্রভৃতিতেই এই জাতীয় প্রত্যয়সকল অনুষ্ঠিত হইবে (—এক শাখাতে বিহিত রসতমত্বাদি তত্তৎ দৃষ্টি অবলম্বনকারী উপাসনা শাখান্তরীয় উদ্‌গীথাদিতে উপসংহৃত হইবে)।২১।৩।৩।৫৫।।

ভাবদীপিকা

(৩) **পূর্ব্ববাদী** এই স্থলে বলিতে পারেন—কেন সঙ্গত নহে? বিশেষ একটী ঘট আনয়ন করিলে যদি "ঘটম্ আনয়" এই বাক্য কদর্থিত না হয়, তাহা হইলে উদ্‌গীথশব্দে তত্তৎ শাখাগত বিশেষ উদ্‌গীথ গৃহীত হইলে শ্রুতি কদর্থিতা হইবেন কেন? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ঘটশব্দে ঘটসামান্যের (—ঘটমাত্রের), অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় ঘটের জ্ঞান হইলেও যাবতীয় ঘটকে আনয়ন করা অসম্ভব হওয়ায় অগত্যা ঘটশব্দের অর্থসঙ্কোচ করিয়া সন্নিহিত

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥৩।৩।৫৬॥

পদচ্ছেদ—মন্ত্রাদিবৎ, বা, অবিরোধঃ।

সূত্রার্থ—[উদ্গীথত্বাদ্যবিশেষাৎ অপি কথং শাখান্তরগতপ্রত্যয়াঃ শাখান্তরে স্যুঃ ইতি ইমম্ অর্থং দৃষ্টান্তমুখেন স্পষ্টয়তি—একশাখাবিহিততত্তদ্দৃষ্টিরূপোপাসনানাং শাখান্তরগতোদ্গীথাদিষু প্রাপ্তেঃ] **অবিরোধঃ**—ন কশ্চিৎ বিরোধঃ ভবতি। [তত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—] **মন্ত্রাদিবৎ**—যথা তণ্ডুলপেষণার্থম্ অশ্মাদানমন্ত্রঃ "কুটরুরসি" (মৈঃ সং ১।১।৬) ইতি একত্র আম্নাতঃ শাখান্তরেঽপি গচ্ছতি, তদ্বৎ। 'আদি'শব্দেন - প্রযাজাদিকর্ম্মণাং কর্ম্মাঙ্গাণাং চ গ্রহণম্। **বাশব্দঃ**—দৃষ্টান্তান্তরপ্রদর্শনরূপহেত্বন্তরসূচনার্থঃ।

অনুবাদ—[উদ্গীথত্ব প্রভৃতির অবিশেষ (—সমানতা) হইলেও এক শাখাগত উপাসনাসকল কিপ্রকারে শাখান্তরে অনুষ্ঠিত হইবে, এই বিষয়টীকে দৃষ্টান্তমুখে স্পষ্ট করিতেছেন—এক শাখাতে বিহিত তত্তৎদৃষ্টিরূপ উপাসনাসকলের শাখান্তরপঠিত উদ্গীথ প্রভৃতিতে প্রাপ্তির] **অবিরোধঃ**—কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—] **মন্ত্রাদিবৎ**—যেমন একত্র (—এক শাখাতে) পঠিত তণ্ডুলপেষণের জন্য প্রস্তরগ্রহণের মন্ত্র "কুটরুরসি" ইত্যাদি শাখান্তরে গমন করে (—উপসংহৃত হয়), তাহার ন্যায়। 'আদি' শব্দের দ্বারা প্রযাজাদি কর্ম্মের ও কর্ম্মাঙ্গসকলের গ্রহণ হইয়াছে। **বাশব্দ**—অন্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শনরূপ অন্য হেতুর সূচনার জন্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথবা নৈবাত্র বিরোধঃ শঙ্কিতব্যঃ কথম্ অন্যশাখাগতেষু উদ্গীথাদিষু অন্যশাখাবিহিতাঃ প্রত্যয়াঃ ভবেয়ুঃ ইতি ; মন্ত্রাদিবৎ অবিরোধোপপত্তেঃ।১ তথাহি মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং গুণানাং চ শাখান্তরোৎপন্নানাম্ অপি শাখান্তরে উপসংগ্রহঃ দৃশ্যতে।২ যেষামপি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—একশাখাপঠিত মন্ত্রাদির ন্যায় একশাখাপঠিত কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার শাখান্তরপঠিত কর্ম্মাঙ্গে উপসংহার।]

অথবা এক শাখাগত উদ্গীথ প্রভৃতিতে অন্য শাখাতে বিহিত প্রত্যয়সকল (—রসতমত্বাদি তত্তৎ দৃষ্টি অবলম্বনে উপাসনাসকল) কিপ্রকারে হইবে, এইপ্রকার বিরোধ এখানে আশঙ্কা করা উচিত নহে ; যেহেতু মন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় [ইহাদের] অবিরোধ যুক্তিসঙ্গত।১ যেমন দেখ, মন্ত্রসকল, কর্ম্মসকল এবং গুণ(—কর্ম্মাঙ্গ-) সকল এক শাখাতে উৎপন্ন (—বিহিত) হইলেও অন্য শাখাতে তাহাদের উপসংগ্রহ (—উপসংহার, প্রয়োগ) পরিদৃষ্ট হইতেছে, [প্রস্তাবিতস্থলেও সেইপ্রকার হইবে।২ মন্ত্রবিষয়ক উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যে শাখাধ্যায়ি-

ভাবদীপিকা

কোন বিশেষ ঘটরূপ অর্থ পরিগৃহীত হয়। প্রস্তাবিতস্থলে কিন্তু উদ্গীথাদিশব্দের শক্তিবৃত্তিতে (—শ্রুতিপ্রমাণবলে) সর্ব্ববেদগত সর্ব্বশাখাস্থ উদ্গীথের গ্রহণের প্রতি কোন বাধক না থাকায় সন্নিধিপাঠের বলে উদ্গীথশব্দের 'স্বশাখাস্থ উদ্গীথরূপ' অর্থগ্রহণ সঙ্গত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

হি শাখিনাং "কুটরুরসি" (মৈঃ সং১।১।৬), ইতি অশ্মাদানমন্ত্রঃ ন আম্নাতঃ,তেষামপি অসৌ বিনিয়োগঃ দৃশ্যতে- "কুক্কুটঃ অসি ইতি অশ্মানম্ আদত্তে, কুটরুরসি ইতি বা", ইতি ।৩ যেষাম্ অপি [চ] সমিদাদয়ঃ প্রযাজাঃ ন আম্নাতাঃ, তেষাম্ অপি তেষু গুণবিধিঃ আম্নায়তে "ঋতবঃ বৈ প্রযাজাঃ সমানত্র হোতব্যাঃ" (তৈঃ সং ১।৬।১১।৫) ইতি ।৪ তথা যেষাম্ অপি "অজঃ অগ্নীষোমীয়ঃ" ইতি জাতিবিশেষোপদেশঃ নাস্তি, তেষাম্ অপি তদ্বিষয়ঃ মন্ত্রবর্ণঃ উপলভ্যতে- "ছাগস্য বপায়াঃ মেদসঃ অনুব্রূহি" (শতঃ ব্রাঃ ৩।৬।৩।২৬) ইতি ।৫ তথা

ভাষ্যানুবাদ

গণের [পুরোডাশার্থে তণ্ডুল পেষণের জন্য] "তুমি কুটরু", ইত্যাদি এই প্রস্তরগ্রহণের মন্ত্র পঠিত হয় নাই, তাহাদেরও [কল্পসূত্রে] "তুমি কুক্কুট', ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রস্তরকে গ্রহণ করে, অথবা 'তুমি কুটরু', ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক তাহা করে", ইত্যাদি এইরূপে [কুটরুরসি" ইত্যাদি মন্ত্রের] উক্ত বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হইতেছে ।৩ [কর্মবিষয়ক উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যাঁহাদের (—যে মৈত্রায়ণী শাখাধ্যায়িগণের) 'সমিৎ' ইত্যাদি প্রযাজসকল (৪) পঠিত হয় নাই, তাঁহাদেরও সেই [প্রযাজ-] সকলে [সংখ্যাদি] গুণের বিধান পঠিত হইতেছে, যথা—ঋতুসকলই প্রযাজ (—প্রযাজসকল ঋতুসংখ্যক (৫), তাহাদিগকে সমানদেশে হোম করিতে হইবে", ইত্যাদি ।৪ [গুণ (—কর্মাঙ্গ) বিষয়ক উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে যাঁহাদের (—শুক্লযজুর্বেদিগণের) "ছাগ অগ্নীষোমীয় পশু", এইপ্রকারে [ছাগত্বজাতিবিশিষ্ট] পশুবিশেষের উপদেশ নাই, [কিন্তু "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত", এইরূপে পশুমাত্র বিহিত হইয়াছে]; তাঁহাদেরও তদ্বিষয়ক (—ছাগ-

ভাবদীপিকা

(৪) **প্রযাজ**—ইহা বহু স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের পরিচয় এই—দর্শপূর্ণমাসাদি ইষ্টিযজ্ঞের ইহারা অঙ্গ। অগ্নি ও অগ্নীষোম ইত্যাদি প্রধান দেবতাসম্বন্ধী যাগসকলের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম 'প্রযাজ'। ইহারা সংখ্যায় পাঁচটী, যথা—**সমিৎ, তনূনপাত** [শাখাভেদে 'নরাশংস'], **ইড়ঃ, বর্হিঃ** এবং **স্বাহাকার**। ইহারা দেবতার নাম। 'সমিৎ' নামক দেবতার উদ্দেশ্যে যে প্রযাজ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 'সমিৎ' প্রযাজ। এইপ্রকার সর্বত্র। "সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি, ইডো যজতি, বর্হিঃ যজতি, স্বাহাকারং যজতি" (তৈঃ সং ২।৬।১।১), এইগুলি ইহার বিধায়ক বাক্য। সংস্কৃত ঘৃত ইহার হবনীয়।

(৫) "দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্তবঃ (শতঃ ব্রাঃ ৬।২।২।৩), "ঋতবঃ বৈ প্রযাজাঃ" (তৈঃ সং ১।৬।১১।৫), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে হেমন্ত ও শিশির ঋতুদ্বয়কে এক ধরিয়া ঋতুর সংখ্যা ধরা হয় পাঁচটী। ভাষ্যোদ্ধৃত বাক্যটীতে ঋতুসংখ্যক, অর্থাৎ পঞ্চত্বরূপ গুণের বিধান হওয়ায় শাখান্তরবিহিত যে প্রযাজরূপ গুণী, তাহাও মৈত্রায়ণীশাখাধ্যায়িগণের জন্য বিহিত হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদান্তরোৎপন্নানাম্ অপি "অগ্নেঃ বেঃ হোত্রং বেঃ অধ্বরম্" (তৈত্তি ব্রাঃ ২।১।১০।১১) ইতি এবমাদিমন্ত্রাণাং বেদান্তরে পরিগ্রহঃ দৃষ্টঃ।৬ তথা বহ্বৃচপঠিতস্য সূক্তস্য "যো জাতঃ এব প্রথমো মনস্বান্" (ঋক্ সং ২।৬।৭) ইতি অস্য "অধ্বর্য্যবে সজনীয়ং শস্যম্", ইত্যত্র পরিগ্রহঃ দৃষ্টঃ।৭ তস্মাৎ যথা আশ্রয়াণাং কর্ম্মাঙ্গানাং সর্ব্বত্র অনুবৃত্তিঃ, এবম্ আশ্রিতানামপি প্রত্যয়ানাম্ ইতি অবিরোধঃ।৮।৩।৩।৫৬॥

ইতি একত্রিংশম্ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বিষয়ক) মন্ত্রবর্ণ উপলব্ধ হইতেছে, যথা—"ছাগের মেদযুক্ত বপার (—অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর) হোমের জন্য অনুবাক্যা (৪৭৭ পৃঃ) পাঠ কর" ইত্যাদি [এই 'প্রৈষ'রূপ লিঙ্গবলে ছাগই অগ্নীষোমীয় পশু, ইহা অবগত হওয়া যায়।৫ মন্ত্রবিষয়ক অন্য উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপেই "হে অগ্নি, তুমি 'বি'গণের (—দেবগণের) হোতা, তুমিই দেবগণের অধ্বর (—যজ্ঞ, অর্থাৎ যজ্ঞসম্পাদক", ৪১১ পৃঃ), ইত্যাদি মন্ত্রসকলের, তাহারা অন্য বেদে (—সামবেদে) পঠিত হইলেও, অপর বেদে (—যজুর্ব্বেদে, পুরোডাশযুক্ত উপসদ্ ইষ্টিতে, ৪১১ পৃঃ, ৩ ভাবদীঃ পরিগ্রহ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।৬ [উক্ত বিষয়েই অন্য উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারেই "যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই [দেবগণের মধ্যে] প্রথম (—প্রধান) এবং মনস্বিগণের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন", ইত্যাদি এই ঋগ্বেদপঠিত সূক্তের, "অধ্বর্য্যুর জন্য (—যজুর্ব্বেদী তৎকর্তৃক প্রয়োগের জন্য) সজনীয়কে (৬) শংসন (১।৩৬৫ পৃঃ) করিতে হইবে", ইত্যাদি এই স্থলে (—এই কল্পসূত্রবাক্যে) পরিগ্রহ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।৭ সেইহেতু (—এক শাখাতে পঠিতের শাখান্তরে উপসংহারের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া) আশ্রয়ভূত [উদ্‌গীথাদি] কর্ম্মাঙ্গসকলের যেমন সর্ব্বত্র অনুবৃত্তি (—সকল শাখাতে উপসংহার) হইয়া থাকে, এইপ্রকারে [সেই উদ্‌গীথাদিতে] আশ্রিত উপাসনাসকলেরও সর্ব্বত্র উপসংহার হইবে, এইহেতু কোন বিরোধ নাই।৮।৩।৩।৫৬॥ অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৬) "স জনাসঃ", এই বাক্যের দ্বারা উপলক্ষিত যে সূক্ত (—ঋগ্বেদীয় মন্ত্র), তাহাকে বলে 'সজনীয় সূক্ত'। প্রস্তাবিতস্থলে "যো জাতঃ এব প্রথমো মনস্বান্" ইত্যাদিরূপে যে সূক্তটী আরব্ধ হইয়াছে, তাহার শেষে এবং তদনন্তর পঠিত আরও ত্রয়োদশটী সূক্তের শেষে "সঃ জনাসঃ ইন্দ্রঃ", এইপ্রকার পাঠ থাকায় সেই চতুর্দ্দশটী সূক্তকেই "সজনীয় সূক্ত" বলা হয়। "জনাসঃ"—জনগণ। 'হে জনগণ, "সঃ" সেই ইন্দ্র এইপ্রকার, যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই [দেবগণের মধ্যে] প্রথম ও মনস্বিগণের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন', ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ।

৩২। ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্। [৫৭ সূত্র]

[ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বৈশ্বানরবিদ্যাতে সমষ্টি উপাসনা পক্ষই গ্রহণীয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে উদ্গীথাদিশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে সন্নিধিকে বাধিত করিয়া উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের সকল শাখাতে উপসংহার প্রতিপাদিত হইয়াছে। বৈশ্বনরবিদ্যাতেও তদ্রূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টি, উভয়প্রকার উপাসনাতেই পৃথক্ পৃথক্ বিধি ও ফলশ্রুতি থাকায় সন্নিধিপ্রাপ্ত কেবল সমষ্টি উপাসনাকে বাধিত করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়প্রকার উপাসনাই বিধেয় হইবে; এইপ্রকারে দৃষ্টান্তসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ধ্যেয়ো বৈশ্বানরাংশোঽপি ধ্যাতব্যঃ কৃৎস্ন এব বা।
অংশেষূপাধিফলয়োরুক্তেরস্ত্যংশধীরপি ॥
উপক্রমাবসানাভ্যাং সমস্তস্যৈব চিন্তনম্।
অংশোপাস্তিফলে স্তত্যৈ প্রত্যেকোপাস্তিনিন্দনাৎ ॥

অন্বয়—বৈশ্বানরাংশঃ অপি ধ্যেয়ঃ, কৃৎস্নঃ এব বা ধ্যাতব্যঃ? অংশেষু উপাস্তিফলয়োঃ উক্তেঃ অংশধীঃ অপি অস্তি। উপক্রমাবসানাভ্যাং সমস্তস্য এব চিন্তনম্; প্রত্যেকোপাস্তিনিন্দনাৎ অংশোপাস্তিফলে স্তুত্যৈ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বৈশ্বানরোপাসনম্ অত্র বিষয়ঃ। বৈশ্বানরবিদ্যায়াং বিরাড্রূপবৈশ্বানরস্য দ্যুলোকসূর্য্যবাযাকাশোদকপৃথিব্যঃ যথাক্রমং মূর্দ্ধচক্ষুঃপ্রাণমধ্যশরীরমূত্রস্থানপাদরূপেণ ধ্যাতব্যাংশাঃ নিরূপিতাঃ। তত্র "ঔপমন্যব কং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে ইতি, দিবমেব ভগবো রাজন্ ইতি" (ছাঃ ৫।১২।১), ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরাভ্যাং তেষাম্ অংশানাম্ অপি প্রত্যেকং স্বাতন্ত্র্যেণ উপাসনং প্রতীয়তে, উপাস্তিশব্দস্য "সুতং প্রসুতম্ আসুতং কুলে দৃশ্যতে" (ঐ) ইত্যাদিরূপেণ ফলকথনস্য চ প্রত্যেকম্ উপলভ্যমানত্বাৎ। সর্ব্বাবয়বসমষ্ট্যুপাসনং চ "তস্য হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য" (ছাঃ ৫।১৮।২), ইতি বাক্যশেষে বিস্পষ্টং প্রতীয়তে, পাপ্মানং প্রদূয়ন্তে" (ছাঃ ৫।২৪।৩) ইত্যাদিরূপেণ তস্য ফলম্ অপি। অতঃ উভয়ত্র বিধিফলয়োঃ শ্রবণাৎ একবাক্যত্বোপপত্তেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] বৈশ্বানরাংশঃ অপি ধ্যেয়ঃ, কৃৎস্নঃ এব বা ধ্যাতব্যঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বৈশ্বানরস্য মূর্ধাদি-] অংশেষু উপাস্তিফলয়োঃ উক্তেঃ অংশধীঃ অপি অস্তি। [অতঃ ব্যস্তোপাসনং সমস্তোপাসনং চ উভয়ং বিবক্ষিতম্ ইত্যর্থঃ]।

সিদ্ধান্ত—উপক্রমাবসানাভ্যাম্ [একবাক্যত্বাবগমাৎ] সমস্তস্য এব চিন্তনম্ [বিবক্ষিতম্; নতু ব্যস্তোপাসনম্ অপি। উপক্রমে তাবৎ "কঃ নঃ আত্মা কিং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৫।১১।১) ইতি কৃৎস্নম্ এব ব্রহ্ম উপাস্যত্বেন বিচারয়িতুং প্রক্রান্তম্। উপসংহারেঽপি "তস্য হ বৈ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদিনা সমস্তোপাসনং বিস্পষ্টম্ অভিধীয়তে। তথা চ সতি অংশোপাস্তিষু পৃথগভ্যুপগম্যমানাসু বাক্যভেদঃ প্রসজ্যেত। অথ বহূপাস্তিলাভায় বাক্যভেদঃ অপি অভ্যুপগম্যতে, তদা "মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" (ছাঃ ৫।১২।২), ইত্যাদিকানি প্রত্যেকোপাস্তিনিন্দাবচনানি কথং সমর্থেয়াঃ? অতঃ] প্রত্যেকোপাস্তিনিন্দনাৎ অংশোপাস্তিফলে [বিবক্ষিতস্য সমস্তোপাসনস্য] স্তুত্যৈ [ভবতঃ ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[বৈশ্বানরোপাসনা এখানে বিষয়। বৈশ্বানরবিদ্যাতে দ্যুলোক সূর্য্য বায়ু আকাশ জল এবং পৃথিবী যথাক্রমে বিরাট্স্বরূপ বৈশ্বানরের মস্তক চক্ষু প্রাণ মধ্যশরীর বস্তি এবং পাদরূপ ধ্যাতব্য অংশসকলরূপে নিরূপিত হইয়াছে। সেই স্থলে "ঔপমন্যব, তুমি কোন্ আত্মাকে উপাসনা কর? হে ভগবন্ রাজন্, দ্যুলোককেই তাহা করি", ইত্যাদি প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বারা সেই অংশসকলের মধ্যে প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা প্রতীত হইতেছে; যেহেতু উপাসনা-বোধক শব্দের এবং "তোমার বংশে সোমরস সুত প্রসুত ও আসুত হইতে দেখা যায়", ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক উপাসনাতে ফলকথনের উপলব্ধি হয়। আবার "সেই এই বৈশ্বানর আত্মার", ইত্যাদি বাক্যশেষে সর্ব্বাবয়বযুক্ত সমষ্টি উপাসনা অতিশয় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতেছে এবং "পাপসকল দগ্ধ হয়", ইত্যাদিরূপে তাহার ফলও উপলব্ধ হইতেছে। অতএব [ব্যষ্টি ও সমষ্টি উপাসনা] উভয় স্থলেই উপাসনাবোধক বিধি ও ফল শ্রুত হওয়ায় এবং একবাক্যতাও সম্ভব হওয়ায় সংশয় হয়—] বৈশ্বানরের অংশও (—অংশ ও সমষ্টি উভয়ই) ধ্যেয়, অথবা সমগ্রই (—সমষ্টিই) ধ্যেয়?

পূর্ব্বপক্ষ—[বৈশ্বানরের মস্তকাদি] অংশসকলে উপাসনা ও ফল বর্ণিত হওয়ায় অংশোপাসনাও আছে। [অতএব ব্যষ্টি উপাসনা ও সমষ্টি উপাসনা উভয়ই বিবক্ষিত, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারা [একবাক্যতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া] সমষ্টির চিন্তনই [বিবক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যষ্টির উপাসনাও নহে। উপক্রমে "আমাদের আত্মা কে, ব্রহ্ম কি", এইপ্রকারে সমষ্টিভূত (—সর্ব্বাবয়বযুক্ত) ব্রহ্মই উপাস্যরূপে বিচারের জন্য উপস্থাপিত হইয়াছেন। উপসংহারেও "সেই এই বৈশ্বানরের", ইত্যাদিরূপে সমষ্টি উপাসনা বিশেষ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইতেছে। আর তাহা হইলে (—বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায়) পৃথগ্ভাবে অংশোপাসনাসকল স্বীকার করিলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে। আর যদি বহু উপাসনালাভের জন্য বাক্যভেদও স্বীকার কর, তাহা হইলে "তোমার মস্তক পতিত হইত", ইত্যাদি প্রত্যেক [ব্যষ্টি] উপাসনার নিন্দাবচনসকলকে কিপ্রকারে সমর্থন করিবে? অতএব প্রত্যেক [ব্যষ্টি] উপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া অংশের উপাসনা ও তাহার ফল [বিবক্ষিত সমষ্টি উপাসনার] স্তুতির জন্য হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বাক্যভেদ। সিদ্ধান্তে—একবাক্যতা সিদ্ধি।

ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি ॥৩।৩।৫৭॥

সূত্রার্থ—[বৈশ্বানরাখ্যায়িকায়াং দ্যুলোকসূর্য্যবায়্বাদিষু ব্যস্তেষু, তথা মূর্ধচক্ষুঃপ্রাণাদি-বিশিষ্টেষু সমস্তেষু অপি বৈশ্বানরোপাস্তিঃ শ্রুতা। সা কিম্ উভয়থাপি উপাস্তিঃ বিবক্ষিতা, উত সমস্তোপাস্তিরেব ইতি বিশয়ে, উভয়োপাস্তিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **ভূম্নঃ**—সমস্তোপাসনস্য [এব অস্মিন্ বাক্যে] **জ্যায়স্ত্বম্**—প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যত্বং [বিবক্ষিতম্, ন ব্যস্তোপাসনম্ অপি]। **ক্রতুবৎ**—যথা দর্শপূর্ণমাসাদেঃ ক্রতোঃ সাঙ্গপ্রধানস্য একস্য এব প্রয়োগঃ, তদ্বৎ। [ননু ভূম্নঃ এব জ্যায়স্ত্বং কথম্? অতঃ আহ—] **হি**—যস্মাৎ, [যথা উক্তম্ অস্মাভিঃ] **তথা**—তেন প্রকারেণ [শ্রুতিঃ ব্যস্তোপাসনানি নিন্দিত্বা একবাক্যতয়া সমস্তোপাসনং] **দর্শয়তি**।

অনুবাদ—[বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ক আখ্যায়িকাতে দ্যুলোক সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি ব্যষ্টি-সকলে এবং মস্তক চক্ষু ও প্রাণাদিবিশিষ্ট সমষ্টিতেও বৈশ্বানরোপাসনা শ্রুত হইয়াছে। তাহা কি [ব্যষ্টি ও সমষ্টি] উভয়প্রকারেই বিবক্ষিত হইয়াছে, অথবা সমষ্টি উপাসনাই বিবক্ষিত হইয়াছে, এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'উভয়প্রকার উপাসনা', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] ভূম্নঃ—সমষ্টি উপাসনারই [এই বাক্যে] জ্যায়স্ত্বম্—প্রধানভাবে প্রতিপাদ্যতা [বিবক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু ব্যষ্টি উপাসনাও নহে]। ক্রতুবৎ—যেমন অঙ্গ ও প্রধানসহ এক দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞেরই প্রয়োগ হয়, তাহার ন্যায়। [কিন্তু সমষ্টি উপাসনারই প্রাধান্যের হেতু কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] হি—যেহেতু, [আমরা যেপ্রকার বলিয়াছি] তথা—সেইপ্রকারে [শ্রুতি ব্যষ্টি উপাসনাসকলকে নিন্দা করিয়া একবাক্যতার বলে সমষ্টি উপাসনাকে] দর্শয়তি—প্রদর্শন করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

"প্রাচীনশালঃ ঔপমন্যবঃ" (ছাঃ ৫।১১।১) ইতি অস্যাম্ আখ্যায়িকায়াং ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ বৈশ্বানরস্য উপাসনং শ্রূয়তে।১ ব্যস্তোপাসনং তাবৎ "ঔপমন্যব কং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে ইতি, দিবম্ এব ভগবো রাজন্ ইতি হ উবাচ, এষঃ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ যং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে" (ছাঃ ৫।১২।১) ইত্যাদি।২ তথা সমস্তোপাসনম্ অপি "তস্য হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধা এব সুতেজাঃ, চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা, সন্দেহঃ বহুলঃ, বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিবী এব পাদৌ" (ছাঃ ৫।১৮।২) ইত্যাদি।৩ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ ইহ উভয়থাপি উপাসনং স্যাৎ ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ, উত সমস্তস্য এব ইতি।৪ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৫ প্রত্যবয়বং

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—বিধি ও ফল শ্রুত হওয়ায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ভাবেই বৈশ্বানরবিদ্যার প্রয়োগ।]

"উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল", ইত্যাদিরূপে আরব্ধ এই আখ্যায়িকাতে ব্যস্ত এবং সমস্ত বৈশ্বানরের উপাসনা (—দ্যুলোকাদি প্রত্যেক অবয়বকে বৈশ্বানর আত্মরূপে উপাসনা এবং যাবতীয় অবয়ববিশিষ্ট অবয়বী বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১ ব্যস্ত (—ব্যষ্টিভাবে) উপাসনা এই—"হে ঔপমন্যব, তুমি কোন্ [বৈশ্বানর] আত্মাকে উপাসনা কর? হে ভগবন্ রাজন্, দ্যুলোককেই [বৈশ্বানর আত্মরূপে] উপাসনা করি। [রাজা বলিলেন—] তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, তিনি সুতেজা নামক বৈশ্বানর আত্মা (—বৈশ্বানর আত্মার একদেশ মাত্র"), ইত্যাদি।২ এইপ্রকারে সমষ্টিভাবে উপাসনাও শ্রুত হইতেছে—"সুতেজা (—দ্যুলোক) সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, বিশ্বরূপ (—সূর্য্য) তাঁহার চক্ষু, পৃথগ্বর্ত্মাত্মা (—বায়ু) তাঁহার প্রাণ, বহুল (—ব্যাপক আকাশ) তাঁহার সন্দেহ (—দেহমধ্যভাগ), রয়ি (—জল) তাঁহার বস্তি (—মূত্রাশয়), পৃথিবীই তাঁহার পদদ্বয়", ইত্যাদি।৩ সেই স্থলে সংশয় হয়—এখানে কি ব্যষ্টির (—প্রত্যেক অবয়বের)

শাঙ্করভাষ্যম্

সুতেজঃপ্রভৃতিষু "উপাস্সে" (ছাঃ ৫।১২।১) ইতি ক্রিয়াপদশ্রবণাৎ, "তস্মাৎ তব সুতং প্রসুতং আসুতং কুলে দৃশ্যতে" (ঐ) ইত্যাদি-ফলভেদশ্রবণাৎ চ ব্যস্তানি অপি উপাসনানি স্যুঃ ইতি প্রাপ্তম্।৬ ততঃ অভিধীয়তে—ভূম্নঃ পদার্থোপচয়াত্মকস্য সমস্তস্য বৈশ্বানরোপাসনস্য জ্যায়স্ত্বং প্রাধান্যম্ অস্মিন্ বাক্যে বিবক্ষিতং ভবিতুম্ অর্হতি, ন প্রত্যেকম্ অবয়বোপাসনানাম্ অপি।৭ ক্রতু-

ভাষ্যানুবাদ

এবং সমষ্টির (—অবয়বীর), উভয়প্রকার উপাসনাই হইবে, অথবা সমষ্টিরই ? ৪ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? ৫ [পূর্ব্বপক্ষ—] সুতেজা প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়বে "উপাসনা কর", এইপ্রকার ক্রিয়াপদ (—বিধি) শ্রুত হওয়ায় এবং "সেইহেতু তোমার কুলে সুত (—প্রকৃতিভূত জ্যোতিষ্টোমে ও বিকৃতিভূত একাহ যজ্ঞে সোমরস নিষ্কাশন), প্রসুত (—অহীন যজ্ঞে তাহা নিষ্কাশন) এবং আসুত (—সত্র যজ্ঞে তাহা নিষ্কাশন) পরিদৃষ্ট হইতেছে (—উক্তপ্রকার ব্যয়বহুল যজ্ঞসম্পাদনোপযোগী বিত্ত তোমার কুলে পরিদৃষ্ট হইতেছে"), ইত্যাদি বিভিন্ন ফল শ্রুত হওয়ায় উপাসনাসকল ব্যস্তও হইবে (—সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়ভাবেই উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ১), ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।৬

[সিঃ—ব্যষ্টি উপাসনাতে বিধি না থাকায়, শ্রুতফলসকল সমষ্টি উপাসনারই হওয়ায়, প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাসের ন্যায় একই প্রয়োগ সিদ্ধ হওয়ায় একবাক্যতাবলে সমষ্টি উপাসনাই গ্রহণীয়।]

[সিদ্ধান্ত—] সেইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায়) বলা হইতেছে—ভূমার, অর্থাৎ [ব্যষ্টি উপাসনারূপ] পদার্থের বহুত্বাত্মক যে সমষ্টি বৈশ্বানরোপাসনা, তাহার 'জ্যায়স্ত্ব', অর্থাৎ প্রাধান্য এই বাক্যে বিবক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু [সমপ্রধানভাবে] অবয়ব (—ব্যষ্টি) উপাসনাসকলের মধ্যে প্রত্যেকটীও [বিবক্ষিত হওয়া উচিত] নহে।৭ [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যজ্ঞের ন্যায়।৮

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—একই দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের প্রকরণে পৃথগ্‌ভাবে পঠিত প্রযাজাদি যেমন প্রকরণপ্রমাণবলে দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ হইয়া থাকে ; প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ "সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরঃ" (ছাঃ ৫।১২।১), ইত্যাদিরূপে পঠিত ব্যষ্টি উপাসনাসকল প্রকরণপ্রমাণবলে হইবে সমষ্টি বৈশ্বানরোপাসনার অঙ্গ। আবার "আত্মানং বৈশ্বানরম্ উপাস্তে" এবং "আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধা এব সুতেজাঃ" (৫।১৮।১,২), ইত্যাদি ইহারা সমষ্টি উপাসনা-বোধক বাক্যপ্রমাণ। এই প্রমাণদ্বয়ের বলে ব্যষ্টি উপাসনাসকল যদিও প্রযাজের ন্যায় সমষ্টি উপাসনার অঙ্গরূপে তাহার অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ব্যষ্টি উপাসনার প্রত্যেকটীতে "উপাস্সে" এইপ্রকার বিধি এবং "সুতং প্রসুতম্ আসুতং কুলে দৃশ্যতে" (ছাঃ ৫।১২।১), ইত্যাদি প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ ফলশ্রুতি থাকায় নামাদির (ছাঃ ৭।১।৫) উপাসনার ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেও তাহার বিধান কল্পনা করিতে হইবে। অতএব সমপ্রধানভাবে এই উভয়প্রকার উপাসনাই অনুষ্ঠেয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

বং।৮ যথা ক্রতুষু দর্শপূর্ণমাসপ্রভৃতিষু সামস্ত্যেন সাঙ্গপ্রধান-প্রয়োগঃ এব একঃ বিবক্ষ্যতে, ন ব্যস্তানাম্ অপি প্রয়োগঃ প্রযাজা-দীনাম্।৯ নাপি একদেশাঙ্গযুক্তস্য প্রধানস্য, তদ্বৎ।১০ কুতঃ এতৎ ভূমা এব জ্যায়ান্ ইতি ?১১ তথাহি শ্রুতিঃ ভূম্নঃ জ্যায়স্ত্বং দর্শয়তি

ভাষ্যানুবাদ

[ইহার ব্যাখ্যা —] যেমন দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞসকলে [মহাপূর্ব (৪৯৫ পৃঃ) উৎপাদনের জন্য প্রযাজাদি] অঙ্গের সহিত [আগ্নেয়াদি যাগরূপ] প্রধানের সমগ্রভাবে একটী প্রয়োগই বিবক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রযাজাদি ব্যষ্টি [কর্ম্মাঙ্গ-] সকলেরও [মহাপূর্ব্বোৎপাদকরূপে সমপ্রধানভাবে] প্রয়োগ বিবক্ষিত নহে।৯ [কিন্তু প্রযাজাদি কর্ম্মাঙ্গের সমপ্রধানভাবে প্রয়োগ না হইলেও কিঞ্চিৎ অঙ্গযুক্ত নিত্যকর্ম্মের ন্যায় (২) যৎকিঞ্চিৎ ব্যষ্টি উপাসনাযুক্ত প্রধান বিদ্যার প্রয়োগ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—কাম্যকর্ম্মসকলে] একদেশরূপ অঙ্গযুক্ত (—যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গযুক্ত) প্রধানেরও প্রয়োগ হয় না, তাহার ন্যায় 'এই স্থলেও বুঝিতে হইবে' (৩)।১০ আচ্ছা, ভূমাই (—সাঙ্গ সমষ্টিবৈশ্বানরোপাসনাই) অধিকতর শ্রেষ্ঠ, ইহাতে হেতু কি ?১১ [উত্তর—] যেহেতু সেইপ্রকারে শ্রুতি ভূমার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন, কারণ একবাক্যতা (—একার্থপ্রতিপাদকতা) অবগত হওয়া

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ৬।৩।১ "নিত্যে যথাশক্ত্যনুষ্ঠানাধিকরণে" অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে "তদেব যাদৃক্ তাদৃগ্ হোতব্যম্"—'যেমন তেমন করিয়াও সেই হোম সম্পাদন করা উচিত", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যবলে যথাশক্তি অঙ্গসংযোগে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই-প্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে।

(৩) সিদ্ধান্তী এই স্থলে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের ৬।৩।২ "অঙ্গবৈকল্যে কাম্যস্য নিষ্ফলত্বাধি-করণের" সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া সমাধান করিলেন। উক্ত অধিকরণে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—"ক্ষুধাতে ভোজন ও পিপাসাতে জলপানের ন্যায় জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন-রূপ নিমিত্তবশতঃ নিত্যকর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয় হওয়ায় এবং তাহার অকরণে যে প্রত্যবায় হয়, তন্নিরাকরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হওয়ায় অঙ্গহীন হইলেও যথাশক্তি অঙ্গযোগে নিত্য কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। কাম্য কর্ম্ম তদ্রূপ নহে। অর্থিত্ব (—কামনা) থাকিলেও সকলে তাহার অনুষ্ঠান করে না, সকলের তৎসম্পাদনের সামর্থ্যও নাই, তাহার অকরণে প্রত্যবায়ও হয় না। সেইহেতু সমগ্রাঙ্গযোগে তদনুষ্ঠানে অসমর্থ পুরুষ তাহাকে পরিত্যাগও করিতে পারেন। অতএব অবশ্যানুষ্ঠেয় না হইলেও যিনি কাম্য*কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সমগ্র অঙ্গযোগেই

[একই কর্ম্মের কাম্যতা ও নিত্যতা]

* স্মরণ রাখিতে হইবে—শ্রুতিতে কাম্য কর্ম্ম ও নিত্য কর্ম্মরূপে কোন বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম বিহিত হয় নাই। একই কর্ম্ম বর্ষাদি বিশেষ কামনাবশে অনুষ্ঠিত হইলে হয় কাম্য কর্ম্ম এবং "জীবনাদি নিমিত্তবশতঃ" "আমার অনিষ্ট না হউক্", "ইষ্ট হউক্", "শ্রীভগবান্ প্রীত হউন্", 'প্রাত্যহিককর্ম্মপ্রচোদনাত পাপ বিনষ্ট হউক্' (শাবরীঃ ২।৪।১ অধিঃ), ইত্যাদি এইপ্রকার অবিশেষকামনা, অথবা "যষ্টব্যমেবেতি" (গীতা ১৭।১১) ইত্যাদি বচনানুসারী অকামনাবশে যথাকালে অনুষ্ঠিত হইলে হয় নিত্য কর্ম্ম। "যচ অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসচাতুর্মাস্যপশুবন্ধসোমানাং যজ্ঞঃ কাম্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

একবাক্যতাবগমাৎ ।১২ একং হি ইদং বাক্যং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ং পৌর্বাপর্যালোচনাৎ প্রতীয়তে ।১৩ তথাহি—প্রাচীনশালপ্রভৃতয়ঃ উদ্দালকাবসানাঃ ষড্‌ঋষয়ঃ বৈশ্বানরবিদ্যায়াং পরিনিষ্ঠাম্ অপ্রতিপদ্যমানাঃ অশ্বপতিং কৈকেয়ং রাজানম্ অভ্যাজগ্মুঃ ইতি উপক্রম্য একৈকস্য ঋষেঃ উপাস্যং দ্যুপ্রভৃতীনাম্ একৈকং শ্রাবয়িত্বা "মূর্ধা তু এষঃ আত্মনঃ ইতি হ উবাচ" (ছাঃ ৫।১২।২), ইত্যাদিনা মূর্ধাদিভাবং তেষাং বিদধাতি ।১৪ "মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ যৎ মাং ন আগমিষ্যঃ" (ছাঃ ৫।১২।২), ইত্যাদিনা চ ব্যস্তোপাসনম্ অপবদতি ।১৫ পুনশ্চ ব্যস্তোপাসনং ব্যাবর্ত্ত্য সমস্তোপাসনম্ এব অনুবর্ত্ত্য "সঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নম্

ভাষ্যানুবাদ

যায় ।১২ [বাক্য ও প্রকরণবলে একবাক্যতাসাধন করিতেছেন—] বৈশ্বানরবিদ্যা-বিষয়ক এই বাক্য একটী (—ইহার সমগ্র প্রকরণে পঠিত সকল বাক্য মিলিত হইয়া একই অর্থ প্রতিপাদন করে, অর্থাৎ একটী বিষয়কেই সমর্পণ করে), ইহা পূর্ব্বাপর আলোচনা হইতে প্রতীত হয় ।১৩ যেমন দেখ, প্রাচীনশাল প্রভৃতি হইতে উদ্দালক পর্য্যন্ত (ছাঃ ৫।১১।১-২) ছয় জন ঋষি বৈশ্বানরবিদ্যাতে পরিনিষ্ঠা প্রাপ্ত না হইয়া (—তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারিয়া) কেকয়ের অপত্য অশ্বপতি নামক রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন; এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া এক এক জন ঋষির উপাস্য যে দ্যুলোক প্রভৃতির মধ্যে এক একটী, তাহাকে শ্রবণ করাইয়া (ছাঃ ৫।১২-৫।১৭), "ইহা কিন্তু [বৈশ্বানর] আত্মার মস্তক, ইহা বলিয়াছিলেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহাদের (—দ্যুলোক প্রভৃতির) মূর্ধাদিভাব (—তাহারা বৈশ্বানর আত্মার মস্তক প্রভৃতি, ইহা শ্রুতি] বিধান করিতেছেন ।১৪ আর [অংশকে পূর্ণ-রূপে উপাসনার অপরাধে] "তোমার মস্তক পতিত হইত, যদি আমার নিকট আগমন না করিতে", ইত্যাদিরূপে [শ্রুতি] ব্যষ্টি উপাসনার নিন্দা করিতেছেন। [ফলে সমষ্টি উপাসনার শ্রেষ্ঠতা খ্যাপিত হইতেছে] ।১৫ আবার পুনরায় ["পৃথগ্ ইব ইমম্ আত্মানম্" (ছাঃ ৫।১৮।১) ইত্যাদিরূপে] ব্যষ্টি উপাসনাকে নিরাকরণ করিয়া ["যস্তু এতম্ এবং প্রাদেশমাত্রম্" (ঐ) ইত্যাদিপ্রকার বাক্যপ্রমাণবলে] সমষ্টি

ভাবদীপিকা

তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে ; মাত্র তাহা হইলেই তাহা হইবে ফলপ্রদ। প্রস্তাবিত বৈশ্বানরবিদ্যাও কাম্য বিদ্যা, বিরাডাত্মরূপে অত্তৃত্বভাবপ্রাপ্তি (ছাঃ ৫।১৮।১) এবং পাপনাশ (ছাঃ ৫।২৪।৩) ইত্যাদি কামনায় তাহা অনুষ্ঠিত হয় ; সেইহেতু সমগ্র অঙ্গযোগেই (ছাঃ ৫।১৮।২) তাহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে, যৎকিঞ্চিৎ অঙ্গযুক্তরূপে নহে।

নিত্যত্ববিবেকোঽস্তি,কর্ত্তৃগতেন হি স্বর্গাদিকামযোগেন কামার্থতা" ইত্যাদি বৃঃ ১।৩।১ ভাষ্য ও তত্রস্থ আনন্দগিরিটীকা দ্রঃ। ইহাদের বিশেষ বিবরণ ৩।৪।৮ অধিঃ ১ ভবদীপিকাতে দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্তি" (ছাঃ ৫।১৮।১) ইতি ভূমাশ্রয়মেব ফলং দর্শয়তি।১৬ যত্তু প্রত্যেকং সুতেজঃপ্রভৃতিষু ফলভেদশ্রবণং, তৎ এবং সতি অঙ্গফলানি প্রধানে এব অভ্যুপগতানি ইতি দ্রষ্টব্যম্।১৭ তথা "উপাস্সে" (ছাঃ ৫।১২।১) ইত্যপি প্রত্যবয়বম্ আখ্যাতশ্রবণং পরাভিপ্রায়ানুবাদার্থম্, ন ব্যস্তোপাসনবিধানার্থম্।১৮ তস্মাৎ সমস্তো-

ভাষ্যানুবাদ

উপাসনাকেই গ্রহণকরতঃ "তিনি সকল লোকে সকল প্রাণীর মধ্যে সকল আত্মাতে (—সকলপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে) অন্ন ভক্ষণ করেন", এইপ্রকারে ভূমাশ্রিত (—সমষ্টি বিদ্যাশ্রিত) ফলকেই [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন। [অতএব প্রকরণপ্রমাণবলে প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাসবাক্যের একবাক্যতার ন্যায় উক্ত প্রমাণবলেই এই সমস্ত বাক্যের একবাক্যতাদ্বারা সমষ্টি উপাসনাই শ্রুতির অভিপ্রেত, ইহা অবগত হওয়া যায়।১৬ কিন্তু ব্যষ্টি উপাসনাতেও তো ফলশ্রুতি আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু সুতেজা প্রভৃতি প্রত্যেকে (—প্রত্যেক ব্যষ্টি উপাসনাতে) যে বিভিন্ন ফলশ্রবণ, তাহা এইপ্রকার হইলে (—প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাসের ন্যায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি উপাসনার একটীই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে) অঙ্গফলসকল (—ব্যষ্টি উপাসনার ফলসকল) প্রধানেই (—সমষ্টি উপাসনাতেই) স্বীকৃত হয়, ইহা অবগত হইতে হইবে (৪)।১৭ এইরূপে "উপাস্সে", এইপ্রকারে প্রত্যেক অবয়বে (—ব্যষ্টি উপাসনাতে) যে আখ্যাতের (—তিঙ্ প্রত্যয়ের) শ্রবণ, তাহা অপরের (—ঔপমন্যব প্রভৃতির) অভিপ্রায়কে অনুবাদের জন্য, কিন্তু [নামাদি উপাসনার (ছাঃ ৭।১।৫) ন্যায়] ব্যষ্টি উপাসনা বিধানের জন্য নহে। [পরন্তু সমষ্টি উপাসনার বিধিৎসাই সেই স্থলে সূচিত হইয়াছে]।১৮ সেইহেতু (—ব্যষ্টি উপাসনাতে বিধি না থাকায়, প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাসের ন্যায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি উপাসনার একটীই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হওয়ায়,

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—বাক্য ও প্রকরণপ্রমাণবলে ব্যষ্টি উপাসনাসকল সমষ্টি উপাসনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া "প্রযাজরূপ অঙ্গে ফলশ্রুতির অর্থবাদতার ন্যায় (৪৩৬ পৃঃ) ব্যষ্টি উপাসনাতে শ্রুত ফলসকল সমষ্টি উপাসনার স্তাবকরূপ অর্থবাদমাত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে ব্যষ্টি উপাসনার ফলসকলের মধ্যে "অন্নের অত্তৃত্ব", ইত্যাদি অন্ন ফলসকল (ছাঃ ৫।১২।২-৫।১৭।২) পুনরায় সমষ্টি উপাসনার ফলরূপে বর্ণিত হওয়ায় (ছাঃ ৫।১৮।১) ব্যষ্টি উপাসনার ফলসকলও সমষ্টি উপাসনার ফলরূপে গ্রহণীয়, শ্রুতির এইপ্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। সেইহেতু "আত্রেয়িকলন্যায়ে" (৪৩৭ পৃঃ) ব্যষ্টি উপাসনার সেই সকলপ্রকার ফলকে সমুচ্চিত করিয়া প্রধান সমষ্টি উপাসনার ফলরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি। শঙ্কা—কিন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টি উপাসনাতে "উপাস্সে" এইপ্রকার বিধিশ্রুতি থাকায় ব্যষ্টি উপাসনাই প্রতিপাদ্য হইতেছে, ইহা বলা হইয়াছে (৮ বাক্য)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তথা—'এইরূপে' ইত্যাদি (১৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

পাসনপক্ষঃ এব শ্রেয়ান্ ইতি ।১৯ কেচিৎ তু অত্র সমস্তোপাসনপক্ষং জ্যায়াংসং প্রতিষ্ঠাপ্য জ্যায়স্ত্ববচনাৎ এব কিল ব্যস্তোপাসনপক্ষম্ অপি সূত্রকারঃ অনুমন্যতে ইতি কথয়ন্তি ।২০ তদযুক্তম্, একবাক্যতাবগতৌ সত্যাং বাক্যভেদকল্পনস্য অন্যাষ্যত্বাৎ ।২১ "মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" (ছাঃ ৫।১২।২), ইতি চ এবমাদিনিন্দাবচনবিরোধাৎ ।২২ স্পষ্টে চ উপসংহারস্থে সমস্তোপাসনাবগমে তদভাবস্য পূর্ব্বপক্ষে বক্তু,ম্ অশক্যত্বাৎ ।২৩ সৌত্রস্য চ জ্যায়স্ত্ববচনস্য প্রমাণবত্ত্বাভিপ্রায়েণ অপি উপপদ্যমানত্বাৎ ।২৪॥৩।৩।৫৭॥

ইতি দ্বাত্রিংশং ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুত যাবতীয় ফলই প্রধান সমষ্টী উপাসনারই ফল হওয়ায় এবং সমষ্টি উপাসনা বোধনেই এই সমগ্র প্রকরণের একবাক্যতা সিদ্ধ হওয়ায়) সমষ্টি উপাসনাপক্ষই অধিকতর শ্রেয়স্কর, ইহা নিশ্চিত হইল ।১৯

[সিঃ—একদেশিসম্মত ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়প্রকার উপাসনাপক্ষ নিরাকরণ]

[একদশীর ব্যাখ্যাতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] কেহ কেহ কিন্তু এখানে সমষ্টি উপাসনাপক্ষকে অধিকতর শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া [সূত্রস্থ] 'জ্যায়স্ত্ববচন' (—'জ্যায়স্ত্ব' এই পদপ্রয়োগ) হইতেই সূত্রকার ['কিল' অর্থ—] অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যষ্টি উপাসনাপক্ষকেও (—ব্যষ্টি উপাসনা হইতে সমষ্টি উপাসনা শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্যষ্টি উপাসনাও অনুষ্ঠেয়, এইপ্রকারে উভয়প্রকার উপাসনাকেই) অনুমোদন করিতেছেন, এইপ্রকার বলিয়া থাকেন ।২০ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু একবাক্যতা (—একার্থপ্রতিপাদকতা) অবগত হওয়া যাইলে বাক্যভেদ কল্পনা অন্যায্য ।২১ [শঙ্কা- বহুপ্রকার উপাসনা পঠিত হওয়ায় আমরা বাক্যভেদই অঙ্গীকার করিব। সমাধান—তাহাও সঙ্গত হইবে না]; যেহেতু "তোমার মস্তক পতিত হইত", ইত্যাদি এইপ্রকার নিন্দাবোধক বাক্যের বিরোধ হইয়া পড়িবে ।২২ [যদি উভয়প্রকার উপাসনাই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে হয় ব্যষ্টি উপাসনাকে, অথবা সমষ্টি উপাসনাকে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে]; যেহেতু উপসংহারে (ছাঃ ৫।১৮।১-২) সমষ্টি উপাসনা স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যাইলে পূর্ব্বপক্ষে তাহার অভাবকে বলিতে (—গ্রহণ করিতে) পারা যায় না। [দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে, যেহেতু উপক্রমে বর্ণিত ব্যষ্টি উপাসনার বিরোধ হইয়া পড়িবে ।২৩ আচ্ছা, তাহা হইলে সূত্রে উভয়ের মধ্যে একের উৎকৃষ্টতাবোধক ঈয়সুন্ প্রত্যয়ান্ত 'জ্যায়স্' শব্দের প্রয়োগ কেন হইয়াছে ? উত্তর—] আর [উভয়ের মধ্যে সমষ্টি উপাসনার] প্রমাণবত্তার (—প্রামাণিকতার) অভিপ্রায়েও সূত্রে ব্যবহৃত জ্যায়স্ত্ববচনের উপপত্তি হওয়ায় 'উক্ত শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত' ।২৪ [অতএব ব্যষ্টি উপাসনা-

ভাষ্যানুবাদ

সকল অপ্রামাণিক হওয়ায় একবাক্যতাবশে সমষ্টি উপাসনাপক্ষই গ্রহণীয়] ॥৩।৩।৫৭॥

ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

৩৩। শব্দাদিভেদাধিকরণম্। [৫৮ সূত্র]

[নানাশব্দাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপাস্য অভিন্ন হইলেও শাণ্ডিল্য ও দহরাদিবিদ্যার বিভিন্নতা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন ফলবোধক বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য থাকিলেও ব্যষ্টি উপাসনা হইতে সমষ্টি উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্রূপ এক সগুণপরব্রহ্মই যাহাতে উপাস্য, সেই শাণ্ডিল্য ও দহরাদিবিদ্যার এবং এক অপরব্রহ্মই (—হিরণ্যগর্ভই) যাহাতে উপাস্য সেই পর্য্যঙ্ক ও সত্যাদি বিদ্যার বোধক বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য থাকিলেও ইহাদের সমষ্টি উপাসনাই হইবে শ্রেষ্ঠ (—একোপাস্যক বিদ্যাসকল মিলিত হইয়া একটী সমষ্টি উপাসনারূপে অনুষ্ঠিত হইবে), এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ন ভিন্না উত ভিদ্যন্তে শাণ্ডিল্যদহরাদয়ঃ।
সমস্তোপাসনশ্রৈষ্ঠ্যাদ্ব্রহ্মৈক্যাদপ্যভিন্নতা ॥
কৃৎস্নোপাস্তেরশক্যত্বাদ্গুণৈর্ব্রহ্ম পৃথগ্ যতঃ।
দহরাদীনি ভিদ্যন্তে পৃথক্পৃথগুপক্রমাৎ ॥

অন্বয়—শাণ্ডিল্যদহরাদয়ঃ ভিদ্যন্তে, উত ন ভিন্নাঃ? সমস্তোপাসনশ্রৈষ্ঠ্যাৎ ব্রহ্মৈক্যাৎ অপি অভিন্নতা। কৃৎস্নোপাস্তেঃ অশক্যত্বাৎ দহরাদীনি ভিদ্যন্তে। যতঃ ব্রহ্ম গুণৈঃ পৃথক্; পৃথক্ পৃথগুপক্রমাৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ছান্দোগ্যে দহরবিদ্যাশাণ্ডিল্যবিদ্যামধুবিদ্যাদয়ঃ পঠিতাঃ। তথা শাখান্তরেষু অপি। তাঃ বিদ্যাঃ অত্র বিষয়ঃ। তাঃ প্রতিশাখং ভিদ্যন্তে, ন বা ইতি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে (৩।৩।১) বিচারিতম্। অত্র তু তাঃ মিথো ভিন্নাঃ, ন বা ইতি বিচার্য্যতে। বেদ্যস্য ব্রহ্মণঃ অভিন্নত্বাৎ, 'বেদ' 'উপাসীত' ইত্যাদিবিধায়কশব্দানাং চ ভিন্নত্বাৎ অত্র সংশয়ঃ ভবতি—] শাণ্ডিল্যদহরাদয়ঃ [ব্রহ্মোপাস্তয়ঃ পরস্পরম্] ভিদ্যন্তে, উত ন ভিন্নাঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[পূর্ব্বাধিকরণন্যায়েন] সমস্তোপাসনশ্রৈষ্ঠ্যাৎ [বেদ্য-] ব্রহ্মৈক্যাৎ অপি [সর্ব্বাসাম্ একোপাস্যকোপাস্তীনাম্ দহরশাণ্ডিল্যাদীনাম্] অভিন্নতা [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[অনন্তাসু বিদ্যাসু একীকরণেন অনুষ্ঠানং তাবৎ অশক্যম্। অতঃ] কৃৎস্নোপাস্তেঃ অশক্যত্বাৎ দহরাদীনি ভিদ্যন্তে [ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্। ন চ বেদ্যস্য ব্রহ্মণঃ একত্বং শঙ্কনীয়ম্], যতঃ ব্রহ্ম গুণৈঃ পৃথক্ [ভবতি। ন চ একৈকস্যাঃ বিদ্যায়াঃ ইয়ত্তা নিশ্চেতুম্ অশক্যা], পৃথক্ পৃথগুপক্রমাৎ [প্রত্যেকম্ উপক্রমোপসংহারয়োঃ তন্নিশ্চায়কত্বম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[ছান্দোগ্যে দহরবিদ্যা শাণ্ডিল্যবিদ্যা মধুবিদ্যা প্রভৃতি পঠিত হইয়াছে। এইপ্রকারে অন্য শাখাতেও পঠিত হইয়াছে। সেই বিদ্যাসকল এখানে বিষয়। তাহারা প্রত্যেক শাখাতে বিভিন্ন, অথবা নহে, ইহা সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে বিচারিত হইয়াছে। এখানে

কিন্তু তাহারা পরস্পর ভিন্ন, অথবা নহে, ইহা বিচারিত হইতেছে। উপাস্য ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায় এবং 'বেদ' 'উপাসীত' ইত্যাদি বিধায়ক শব্দসকল বিভিন্ন হওয়ায় এই স্থলে সংশয় হইতেছে—] শাণ্ডিল্য ও দহরাদি [ব্রহ্মোপাসনাসকল পরস্পর] বিভিন্ন, অথবা ভিন্ন নহে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[পূর্ব্বাধিকরণন্যায়ে] সমষ্টি উপাসনাই শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এবং [উপাস্য] ব্রহ্মও অভিন্ন হওয়ায় [শাণ্ডিল্য ও দহরাদি একোপাস্যক সকল উপাসনার] অভিন্নতা হইবে।

সিদ্ধান্ত—[অনন্ত বিদ্যাসকলে একীকরণের দ্বারা অনুষ্ঠান সম্ভব নহে (—যাবতীয় বিদ্যাকে এক করিয়া অনুষ্ঠান করা যায় না), এইহেতু] কৃৎস্ন উপাসনা (—যাবতীয় একোপাস্যক উপাসনার একই প্রয়োগে অনুষ্ঠান) সামর্থ্যের অতীত হওয়ায় দহর প্রভৃতি বিদ্যা বিভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। [আর উপাস্য ব্রহ্মের একত্ব আশঙ্কা করা উচিত নহে], কারণ গুণসকলের দ্বারা (—বিভিন্ন গুণরূপ উপাধিযোগে) ব্রহ্ম পৃথক্ হইয়া থাকেন। [আবার এক একটী বিদ্যার সীমা নির্ণয় সামর্থ্যাতীত, ইহাও বলা যায় না], কারণ পৃথক্ পৃথগ্ভাবে উপক্রম হওয়ায় [উপক্রম ও উপসংহারের প্রত্যেকটী (—প্রত্যেক বিদ্যার উপক্রম ও উপসংহার) তাহার নিশ্চায়ক হইয়া থাকে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, একোপাস্যক সগুণ বিদ্যাসকলের অভিন্নতা। সিদ্ধান্তে—বিভিন্নতা।

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥৩।৩।৫৮॥

সূত্রার্থ—[সন্তি সগুণব্রহ্মৈকবেদ্যাঃ শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাঃ। তথৈব মুখ্যপ্রাণবিদ্যা অপি। একোপাস্যকবিদ্যানাং ভেদঃ অস্তি, ন বা ইতি সংশয়ে, ভেদঃ নাস্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **নানা**—একোপাস্যকাঃ অপি বিদ্যাঃ ভিন্নাঃ এব। [কুতঃ ?] **শব্দাদিভেদাৎ**—'বেদ', 'উপাসীত', 'ক্রতুং কুর্ব্বীত', ইত্যাদিশব্দভেদাৎ। **আদি**শব্দেন—'উপাস্যগুণভেদাৎ চ', ইতি সমুচ্চীয়তে।

অনুবাদ—[সগুণব্রহ্ম যাহাতে একমাত্র উপাস্য, সেই শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যাসকল আছে। এইপ্রকারেই মুখ্যপ্রাণবিদ্যাও আছে। উপাস্য যাহাতে এক, সেই বিদ্যাসকলের মধ্যে বিভিন্নতা আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সংশয় হইলে, বিভিন্নতা নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **নানা**—উপাস্য এক হইলেও বিদ্যাসকল বিভিন্নই। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **শব্দাদিভেদাৎ**—যেহেতু 'বেদ', 'উপাসীত', 'ক্রতুং কুর্ব্বীত', ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ আছে। **আদি**শব্দের দ্বারা—উপাস্যের গুণের বিভিন্নতাবশতঃ [বিদ্যাসকল বিভিন্ন হইবে], ইহা সমুচ্চিত (—সংগৃহীত) হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বস্মিন্ অধিকরণে সত্যাম্ অপি সুতেজঃপ্রভৃতীনাং ফলভেদশ্রুতৌ সমস্তোপাসনং জ্যায়ঃ ইতি উক্তম্ ।১ অতঃ প্রাপ্তা

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি ও বিষয়। পূঃ—একোপাস্যক যাবতীয় বিদ্যা অভিন্ন হওয়ায় সর্ব্ব শাখা হইতে গুণোপসংহার।]

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে সুতেজা প্রভৃতির (—দ্যুলোককে বৈশ্বানর আত্মার মস্তকরূপে ধ্যান করা, ইত্যাদি ব্যষ্টি উপাসনাসকলের) ফলের বিভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্য থাকিলেও সমষ্টি উপাসনা শ্রেষ্ঠতর, ইহা কথিত হইয়াছে।১ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেইহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

বুদ্ধিঃ অন্যানি অপি ভিন্নশ্রুতীনি উপাসনানি সমস্য উপাসিতব্যানি ইতি।২ অপিচ নৈব বেদ্যাভেদে বিদ্যাভেদঃ বিজ্ঞাতুং শক্যতে।৩ বেদ্যং হি রূপং বিদ্যায়াঃ, দ্রব্যদেবতম্ ইব যাগস্য।৪ বেদ্যশ্চ একঃ এব ঈশ্বরঃ শ্রুতিনানাত্বেঽপি অবগম্যতে, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২), "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৫), "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫) ইত্যেবমাদিষু।৫ তথা "একঃ এব প্রাণঃ", "প্রাণো বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।৩), "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছাঃ ৫।১।১), "প্রাণঃ হি পিতা প্রাণঃ মাতা" (ছাঃ ৭।১৫।১), ইতি এবমাদিষু বেদ্যৈকত্বাৎ চ বিদ্যৈকত্বম্।৬ শ্রুতিনানাত্বম্ অপি অস্মিন্ পক্ষে গুণান্তরপরত্বাৎ ন অনর্থকম্।৭ তস্মাৎ স্বপর-

ভাষ্যানুবাদ

[এইপ্রকার] বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল (—বুদ্ধির উদয় হইল) যে, বিভিন্ন শ্রুতিতে বর্ণিত অন্যান্য উপাসনাসকলকে মিলিত করিয়া উপাসনা করিতে হইবে (—একোপাস্যক উপাসনাসকলের প্রয়োগৈক্য হইবে)।২ আর দেখ, বেদ্য (—উপাস্য) অভিন্ন হইলে বিদ্যার বিভিন্নতাকে অবগত হইতে পারা যায় না।৩ যেহেতু উপাস্যই বিদ্যার (—উপাসনার) রূপ, যেমন দ্রব্য ও দেবতা যজ্ঞের রূপ।৪ [ব্রহ্মবিদ্যাতে বেদ্যের একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "তিনি মনোময় প্রাণশরীর (—মনোরূপ এবং জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত লিঙ্গশরীররূপ উপাধিযুক্ত"), "সুখই ব্রহ্ম, আকাশই ব্রহ্ম", "অব্যর্থকামনাবান্ অব্যর্থসঙ্কল্পযুক্ত", ইত্যাদি এই সকল স্থলে শ্রুতির বিভিন্নতা থাকিলেও উপাস্য পরমেশ্বর একই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৫ [কিন্তু অব্রহ্ম তো বহু, সেই স্থলে বেদ্যের একত্ব কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর—] এইরূপেই "প্রাণ একই", "প্রাণই সম্বর্গ (—সম্যগ্ লয়স্থান"), "প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ", "প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা", ইত্যাদি এই সকল স্থলে [শ্রুতির বিভিন্নতা থাকিলেও] বেদ্যের (—উপাস্যের) একত্ববশতঃ [প্রাণবিদ্যারূপ অব্রহ্ম] বিদ্যার (১) একত্ব হইবে।৬ [কিন্তু উপাস্য অভিন্ন হওয়ায় একোপাস্যক উপাসনাসকল যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন শাখাতে তাহাদের পাঠ ব্যর্থ। উত্তর—] এই পক্ষে শ্রুতির বিভিন্নতাও

ভাবদীপিকা

(১) এই বাক্যে প্রাণবিদ্যার ন্যায় সম্বর্গবিদ্যাকেও ন্যায়নির্ণয়কার অব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—৩।৩।২৮ প্রদানাধিকরণে সম্বর্গবিদ্যাতে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবভেদে প্রয়োগভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অধ্যাত্মভাবে প্রযুক্ত সম্বর্গবিদ্যাকে অব্রহ্মবিদ্যা বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে। ফলে অধিদৈবপ্রয়োগে উক্ত বিদ্যাকে অপরব্রহ্মবিদ্যা (—হিরণ্যগর্ভবিদ্যা) বলিতে হইবে, ইহাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। এইপ্রকার মিশ্রিত বিদ্যা আরও আছে, যথা—উপকোসলবিদ্যা। ইহাকে "কার্য্যব্রহ্মোপাসনসমুচ্চিত কারণব্রহ্মোপাসনা" বলা হইয়াছে (ছাঃ ৪।১০, আনন্দগিরি টীকা দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শাখাবিহিতম্ একবেদ্যব্যপাশ্রয়ং গুণজাতং উপসংহর্ত্তব্যং বিদ্যা-কাৎর্স্ন্যায় ইতি।৮ এবং প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে "নানা" ইতি।৯ বেদ্যাভেদেঽপি এবংজাতীয়কা বিদ্যা ভিন্না ভবিতুম্ অর্হতি ।১০ কুতঃ ?১১ শব্দাদিভেদাৎ।১২ ভবতি হি শব্দভেদঃ 'বেদ', 'উপাসীত', 'সঃ ক্রতুং কুর্ব্বীত' (ছাঃ ৩।১৪।১), ইতি এবমাদিঃ।১৩ শব্দ-ভেদশ্চ কর্ম্মভেদহেতুঃ সমধিগতঃ পুরস্তাৎ "শব্দান্তরে কর্ম্ম-

ভাষ্যানুবাদ

অন্য গুণের (—উপাসনাঙ্গের) সম্পর্ক হওয়ায় অনর্থক নহে ।৭ সেইহেতু (—একো-পাস্যক উপাসনাসকল অভিন্ন হওয়ায়) স্বশাখা ও পরশাখাতে বিহিত একই উপা-স্যাশ্রিত গুণসকলকে বিদ্যার কৃৎস্নতা (—পূর্ণতা) সম্পাদনের জন্য উপসংহার করিতে হইবে, ইত্যাদি ।৮

[সিঃ—বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন ফল ও বিভিন্ন গুণাদিবিশিষ্ট ভত্তৎ বিদ্যার বিভিন্নতাবশতঃ তাহাদের পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে প্রতিপাদিত হইতেছে—"নানা" ইত্যাদি ।৯ [ইহার ব্যাখ্যা—] বেদ্য (—উপাস্য) অভিন্ন হইলেও এই জাতীয় বিদ্যা বিভিন্ন হওয়াই সঙ্গত ।১০ তাহাতে হেতু কি ? ১১ [উত্তর—] যেহেতু শব্দ প্রভৃতির ভেদ আছে ।১২ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু 'বেদ' 'উপাসীত' 'তিনি অধ্যবসায় অবলম্বন করিবেন', ইত্যাদি এই সকল বিভিন্ন শব্দ আছে ।১৩ আর শব্দভেদ (—বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ) কর্ম্মভেদের হেতু, ইহা পূর্ব্বে (— পূর্ব্ব-মীমাংসাতে) "শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাৎ" (২), এইপ্রকারে সম্যগ্রূপে

ভাবদীপিকা

(২) শ্রুতিতে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত হইতেছে—"সোমেন যজেত", "হিরণ্য-মাত্রেয়ায় দদাতি", "দাক্ষিণানি জুহোতি", ইত্যাদি। এই 'যজেত' 'দদাতি' ইত্যাদি স্থলে 'যজ্' ও 'দা' প্রভৃতি অপর্য্যায় ধাতুর উত্তর যে আখ্যাত (—তিঙ্ প্রত্যয়) আছে, আখ্যাত-মাত্রই ভাবনার (১৭৮ পৃঃ) বাচক হওয়ায় তাহারা বিভিন্ন ভাবনার (—ফলতঃ বিভিন্ন কর্ম্মের) বাচক কি না, ইহাই সংশয়। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—অনেক ভাবনা অঙ্গীকারে গৌরব হইয়া পড়ে বলিয়া যাগাদি অনেক ধাত্বর্থাবচ্ছিন্না ভাবনা একটীই। ধাতু ভাবনার বাচক না হওয়ায় ধাতুভেদে ভাবনাভেদ হইবে না। সিদ্ধান্তী বলেন—"শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ কৃতানু-বন্ধত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ২।২।১)। অর্থ—শব্দান্তরে—ধাতু বিভিন্ন হইলে, কর্ম্মভেদঃ—কর্ম্মের (—ভাবনার) বিভিন্নতা সঙ্গত। কৃতানুবন্ধত্বাৎ—যেহেতু [ধাত্বর্থের দ্বারা ভাব-নার] অনুবন্ধ—অবচ্ছেদ (—ইয়ত্তানির্দ্দেশ) হইয়াছে। ভাব এই—বিভিন্ন ধাত্বর্থের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বিভিন্ন আখ্যাতের দ্বারা বিভিন্ন ভাবনার প্রতীতি হয় বলিয়া যাগ দান ও হোম বিভিন্ন কর্ম্ম। পূর্ব্বমীমাংসার এই সিদ্ধান্তাবলম্বনে উত্তরমীমাংসক বলিতেছেন—'বেদ' 'উপাসীত' ইত্যাদি স্থলে ধাতু বিভিন্ন হওয়ায় বিধায়ক শব্দের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যাবিভিন্নই হইবে (২২৭ পৃঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাৎ” (জৈঃ সূঃ ২।২।১) ইতি।১৪ আদি(শব্দ)গ্রহণাৎ গুণাদয়ঃ অপি যথাসম্ভবং ভেদহেতবঃ যোজয়িতব্যাঃ।১৫ নন্বু ‘বেদ’ ইত্যাদিষু শব্দভেদঃ এব অবগম্যতে, ন ‘যজতি’ ইত্যাদিবৎ অর্থভেদঃ, সর্ব্বেষাম্ এব এষাং মনোবৃত্ত্যর্থত্বাভেদাৎ, অর্থান্তরাসম্ভবাচ্চ।১৬ তৎ কথং শব্দভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ ইতি?১৭

ভাষ্যানুবাদ

অধিগত হওয়া গিয়াছে।১৪ [“শব্দাদিভেদাৎ”, এতদ্ব ‘আদি’ শব্দটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আদিশব্দের গ্রহণ হওয়ায় গুণ (—উপাসনাঙ্গ) প্রভৃতি ভেদের হেতুসকলকে (৩) যথাসম্ভব যোজনা করিতে হইবে।১৫ [অতএব উক্ত হেতুসকলবশতঃ তত্তৎ শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যা বিভিন্ন হওয়ায় তাহাদের পরস্পর গুণোপসংহার হইবে না]।

[সিঃ—উৎপত্তিবিশিষ্টরূপ অবচ্ছেদকের বিভিন্নতাবশতঃ উপাস্যের বিভিন্নতা হওয়ায় বিদ্যা বিভিন্ন।]

[শঙ্কা—] কিন্তু ‘বেদ’ ইত্যাদি স্থলে শব্দের ভিন্নতাই অবগত হওয়া যাইতেছে, ‘যজতি’ ইত্যাদির ন্যায় (—যজ্ ও দা ধাতু ইত্যাদির প্রয়োগস্থলে যেমন যাগ ও দান প্রভৃতিরূপ অর্থভেদ প্রতীত হয়, তাহার ন্যায়, ‘বেদ’ ‘উপাসীত’ ইত্যাদি শব্দের] অর্থভেদ অবগত হওয়া যাইতেছে না; যেহেতু ইহাদের সকলগুলিরই মনোবৃত্তিরূপ অভিন্ন অর্থই প্রতিভাত হইতেছে; [যদি বলা হয়—অভিন্ন অর্থ প্রতিভাত হইতেছে না, পরন্তু জ্ঞান ও ধ্যানাদি বিভিন্ন অর্থই প্রতিভাত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এবং যেহেতু [জ্ঞান বিধেয় না হওয়ায় বিধির বিষয় উপাসনা ব্যতিরেকে ইহাদের] অন্যপ্রকার অর্থ সম্ভব নহে।১৬ সেইহেতু (—বেদ, উপাসীত

ভাবদীপিকা

(৩) ভেদের হেতুসকল বলিতে ৩।৩।১ অধিকরণে উল্লিখিত “নাম রূপ ধর্মবিশেষ পুনরুক্তি” (২২৪ পৃঃ) প্রভৃতি এবং সংযোগ রূপ ও সমাখ্যা (ন্যায়নির্ণয়) প্রভৃতিকে (২২৮ পৃঃ) যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই স্থলে কর্ম ও উপাসনার ভেদক হেতুসকলের ন্যায় সংযোগ, আখ্যা (—নাম) ইত্যাদি তাহাদের অভিন্নতাসাধক হেতুসকলও (২২৮ পৃঃ) গৃহীত হইতেছে। তাহার তাৎপর্য্য এই—সংযোগ ও আখ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন শাখাপঠিত তত্তৎ কর্ম ও উপাসনার একত্ব প্রতিপাদক হইলেও তাহারা সেই সেই বিশেষ বিদ্যার বিভিন্নতাপ্রতিপাদকও বটে। যেমন—‘শাণ্ডিল্যবিদ্যা’ এই নামের একত্ববশতঃ বিভিন্নশাখাপঠিত উক্ত বিদ্যা এক হইলেও, শাণ্ডিল্য ও দহর প্রভৃতি নামের বিভিন্নতাবশতঃ তাহারা পরস্পর বিভিন্নও বটে। এইপ্রকার তাৎপর্য্যবশতঃই ভাষ্যে ‘যথাসম্ভব’ এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাহউক্, এই স্থলে ইহাই বলা হইল—বিভিন্ন বিদ্যানুষ্ঠানের ফল বিভিন্ন হওয়ায়, উপাস্য ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও তত্তৎ বিদ্যার প্রকরণে পঠিত তত্তৎগুণবিশিষ্টরূপে তাঁহার স্বরূপ বিভিন্ন হওয়ায়, বিদ্যার শাণ্ডিল্য ও দহর ইত্যাদি নাম বিভিন্ন হওয়ায়, যাবতীয় ব্রহ্মোপাসনার যাবতীয় গুণের একত্র উপসংহার এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান মনুষ্যের সাধ্যাতীত হওয়ায় শাণ্ডিল্য ও দহরাদি তত্তৎ বিদ্যাসকল পরস্পর বিভিন্ন।

শাঙ্করভাষ্যম্

নৈষঃ দোষঃ, মনোবৃত্ত্যর্থত্বাভেদেঽপি অনুবন্ধভেদাৎ বেদ্যভেদে সতি বিদ্যাভেদোপপত্তেঃ।১৮ একস্যাপি ঈশ্বরস্য উপাস্যস্য প্রতিপ্রকরণং ব্যাবৃত্তাঃ গুণাঃ শিষ্যন্তে।১৯ তথা একস্যাপি প্রাণস্য তত্র তত্র উপাস্যস্য অভেদেঽপি অন্যাদৃগ্‌গুণঃ অন্যত্র উপাসিতব্যঃ,অন্যাদৃগ্‌গুণশ্চ অন্যত্র, ইতি এবম্ অনুবন্ধভেদাৎ বেদ্যভেদে সতি বিদ্যাভেদঃ বিজ্ঞায়তে।২০ ন চ অত্র একঃ বিদ্যাবিধিঃ ইতরে গুণবিধয়ঃ ইতি শক্যং বক্তুম্, বিনিগমনায়াং হেত্বভাবাৎ।২১ অনেকত্বাৎ চ প্রতিপ্রকরণং গুণানাং প্রাপ্তবিদ্যানুবাদেন বিধানা-

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি শব্দের মনোবৃত্তিরূপ একটীই অর্থ হওয়ায়) শব্দের বিভিন্নতাবশতঃ বিদ্যার বিভিন্নতা কিপ্রকারে হইবে ?১৭ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, কারণ মনোবৃত্তিরূপ অর্থের অভিন্নতা থাকিলেও অনুবন্ধের (—স্বপ্রকরণে বিহিত উৎপত্তিশিষ্ট গুণরূপ তত্তৎ অবচ্ছেদকের) বিভিন্নতাবশতঃ [তত্তৎগুণবিশিষ্ট] বেদ্যের (—উপাস্যের) বিভিন্নতা হইলে বিদ্যার বিভিন্নতা সঙ্গত।১৮ [কিন্তু তাহা হইলে তত্তৎ গুণযুক্তরূপে বহু ঈশ্বরবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়িবে, তাহা অসঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] উপাস্য ঈশ্বর এক হইলেও [বিশেষ বিশেষ ফললাভের জন্য] প্রত্যেক [বিদ্যার] প্রকরণে বিভিন্ন গুণসকল উপদিষ্ট হইতেছে। [তাহাতে ঈশ্বর বিভিন্ন হইয়া পড়েন না, যেমন ছত্রচামরাদি গুণযোগে (– রাজোপাসনার অঙ্গযোগে) রাজা বিভিন্ন হইয়া পড়েন না]।১৯ এইরূপে একই মুখ্যপ্রাণ সেই সেই স্থলে (—তত্তৎ প্রাণবিদ্যাতে) উপাস্যরূপে অভিন্ন হইলেও এক স্থলে একপ্রকার গুণযুক্তরূপে উপাসনীয়, অন্যস্থলে অন্যপ্রকার গুণযুক্তরূপে, ইত্যাদি এইপ্রকারে অনুবন্ধের (—উৎপত্তিশিষ্টগুণরূপ (২৩৪ পৃঃ) অবচ্ছেদকের) বিভিন্নতাবশতঃ উপাস্যের বিভিন্নতা হইলে বিদ্যার বিভিন্নতা অবগত হওয়া যাইতেছে।২০

[সিঃ—বিধির অনির্ণয়, বাক্যভেদ, অদাস্তর ফলভেদ এবং অনুষ্ঠানের অসামর্থ্য ইত্যাদি হেতুবশতঃ একোপাস্যক হইলেও শাণ্ডিল্য ও দহরাদি বিদ্যার বিভিন্নতা।]

[পূর্ববাদী বলিয়াছেন— শ্রুতির বিভিন্নতা (—বিভিন্ন শাখাতে একই বিদ্যার পাঠ) অন্য গুণ বিধানের জন্য (৭ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই স্থলে একটী বিদ্যাবিধি (– উপাসনাবোধক উৎপত্তিবিধি) এবং অপরগুলি গুণবিধি (—উপাসনাঙ্গবোধক বিধি), ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু বিনিগমনাতে হেতু নাই (—কোন্‌টী বিদ্যাবিধি এবং কোন্‌টী গুণবিধি, তাহার নির্ণায়ক একপক্ষপাতিনী যুক্তি নাই ।২১ এই পক্ষে অন্য দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার প্রত্যেক [বিদ্যার] প্রকরণে গুণসকল অনেক হওয়ায় প্রাপ্ত (—অন্য বাক্যে বিহিত) বিদ্যার অনুবাদদ্বারা [তাহাদিগকে] বিধান করা যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় 'তোমার

শাঙ্করভাষ্যম্

নুপপত্তেঃ।২২ ন চ অস্মিন্ পক্ষে সমানাঃ সত্যঃ সত্যকামাদয়ঃ গুণাঃ অসকৃৎ শ্রাবয়িতব্যাঃ।২৩ প্রতিপ্রকরণং চ 'ইদং কামেন ইদম্ উপাসিতব্যম্', 'ইদংকামেন চ ইদম্', ইতি নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাবগমাৎ ন একবাক্যতাপত্তিঃ।২৪ ন চ অত্র বৈশ্বানরবিদ্যায়াম্ ইব সমস্ত-

ভাষ্যানুবাদ

কথন সঙ্গত নহে' (৪)।২২ আর এই পক্ষে (—একোপাস্যক বিদ্যাসকল অভিন্ন, এই পক্ষে) সত্যকামত্বাদি সমান গুণসকল [দহরবিদ্যা (ছাঃ ৮।১।৫) ও প্রজাপতি-বিদ্যা (ছাঃ ৮।৭।১) ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার প্রকরণে] পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করার (—পঠিত হওয়া) উচিত নহে। [কিন্তু একোপাস্যক বিদ্যাসকল পরস্পর বিভিন্ন হইলে সেই বিদ্যাতে সেই গুণসকলের বিধানের জন্য পুনঃ পুনঃ পঠিত হওয়া সঙ্গত]।২৩ আবার প্রত্যেক [বিদ্যার] প্রকরণে 'এইপ্রকার কামনাকারিকর্তৃক ইহা উপাসিত হওয়া উচিত', 'এইপ্রকার কামনাকারিকর্তৃক ইহা' (৫), এইপ্রকারে [বিভিন্ন অবান্তর ফল, অধিকারী ও সাধনবিষয়ে] নিরাকাঙ্ক্ষতা অবগত হওয়া যায় বলিয়া [আকাঙ্ক্ষার অভাবে বিভিন্ন বিদ্যাবোধক বাক্যসকলের] একবাক্যতা প্রাপ্তি হয় না (—একোপাস্যক বিদ্যাসকল এক, এইপ্রকার একই অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না)।২৪ [পূর্ব্বাধিকরণন্যায়ে সমষ্টি উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (১ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর বৈশ্বানরবিদ্যাতে যেপ্রকার [সমষ্টি উপাসনাবোধক বিধিবাক্য, ছাঃ ৫।১৮।২] আছে, তাহার ন্যায় এখানে

ভাবদীপিকা

(৪) "যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায়" হেতু, তাহাতে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বমীমাংসাতে ২।১।৩ পৌর্ণমাস্যাধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে—কর্ম্মের উৎপত্তিবাক্যে (—যে বিধিবাক্যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাতে) যুগপৎ অনেক গুণের (—কর্ম্মাঙ্গের) বিধান হইতে পারে। কিন্তু অন্য বাক্যে কর্ম্ম বিহিত হইলে, অর্থাৎ কর্ম্মের উৎপত্তিবিধি অন্য বাক্য হইলে, সেই কর্ম্মের জন্য একই বাক্যে অনেক গুণের বিধান হইবে না; কারণ তাহাতে এক একটী গুণের বিধানের জন্য এক একটী বাক্য কল্পনা করিতে হওয়ায় বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে ভট্টপাদ কুমারিল বলিয়াছেন—"প্রাপ্তে কর্ম্মণি নানেকো বিধাতুং শক্যতে গুণঃ। অপ্রাপ্তে তু বিধীয়ন্তে বহবোঽপ্যেকযত্নতঃ"॥ (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।৩)। উত্তরমীমাংসার প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদিরূপে উৎপত্তিশিষ্ট (২৩৪ পৃঃ) গুণবিশিষ্ট শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে, দহরবিদ্যাতে বিহিত অপহতপাপ্মত্ব বিজরত্ব (ছাঃ ৮।১।৫) ইত্যাদি গুণসকল বিহিত হইলে বহু বাক্য কল্পনা করিতে হওয়ায় বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব।

(৫) দহরবিদ্যাতে 'সর্ব্বলোকে কামচারিত্ব' (ছাঃ ৮।১।৬), বৈশ্বানরবিদ্যাতে "সকল প্রাণীতে অন্নভক্ষণ" (ছাঃ ৫।১৮।১), সত্যবিদ্যাতে "লোকসকলের জয়" (বৃঃ ৫।৪।১), ইত্যাদি এইপ্রকারে বিভিন্ন বিদ্যাতে অবান্তর ফলসকল বর্ণিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

চোদনা অপরা অস্তি, যদ্বলেন প্রতিপ্রকরণবর্ত্তীনি অবয়বোপাসমানি ভূত্বা একবাক্যতাম্ ইয়ুঃ ।২৫ বেদ্যৈকত্বনিমিত্তে চ বিদ্যৈকত্বে সর্ব্বত্র নিরঙ্কুশে প্রতিজ্ঞায়মানে সমস্তগুণোপসংহারঃ অশক্যঃ প্রতিজ্ঞায়েত ।২৬ তস্মাৎ সুষ্ঠু উচ্যতে "নানা শব্দাদিভেদাৎ" ইতি ।২৭ স্থিতে চ অস্মিন্ অধিকরণে "সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্" (৩।৩।১) ইত্যাদি দ্রষ্টব্যম্ ।২৮॥৩।৩।৫৮॥ ইতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ শব্দাদিভেদাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

(—শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাতে) সমষ্টি [উপাসনাবোধক] বিধি নাই, যাহার বলে প্রত্যেক [বিদ্যার] প্রকরণে যাহারা আছে (—যে উপাসনাঙ্গসকল পঠিত হইতেছে), তাহারা [একটী সমষ্টি বিদ্যার] অবয়বোপাসনা হইয়া একবাক্যতাকে প্রাপ্ত হইবে (—একটী সমষ্টি উপাসনার অঙ্গরূপে একই অর্থকে প্রতিপাদন করিবে) ।২৫ [বলা হইয়াছে—বেদ্য অভিন্ন হইলে বিদ্যাও হইবে অভিন্ন (৩ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] বেদ্যের একত্ববশতঃ বিদ্যার একত্ব সর্ব্বত্র নিরঙ্কুশভাবে প্রতিজ্ঞাত হইলে [সকল বেদের সকল শাখাতে একোপাস্যক বিদ্যাতে পঠিত] সমস্ত গুণের (—উপাসনাঙ্গের) উপসংহাররূপ অশক্য বিষয় প্রতিজ্ঞা করা হইবে ; [কারণ কোন মনুষ্যেরই তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে] ।২৬ সেইহেতু (—উপরোক্ত অসঙ্গতিসকল হইয়া পড়ে বলিয়া) "নানা শব্দাদিভেদাৎ", ইহা ঠিকই বলা হইয়াছে ।২৭ [কিন্তু দহর ও শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যাসকল পরস্পর বিভিন্ন, ইহা প্রথমতঃ সিদ্ধ হইলে পরে প্রত্যেক শাখাতে তাহারা এক অথবা বিভিন্ন, ইহা নিরূপণের জন্য সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ (৩।৩।১) আরব্ধ হওয়া উচিত ছিল, তাহা এই পাদের আদিতেই কেন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ? উত্তর—] এই অধিকরণ স্থিত (—বিজ্ঞাত) হইলে [পরে] "সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্" ইত্যাদিকে বুঝিতে হইবে (—এই অধিকরণ এই পাদের আদিতেই সঙ্গত, প্রসঙ্গবশতঃ এই স্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে) ।২৮ [অতএব একোপাস্যক হইলেও তত্তৎ শাণ্ডিল্য ও দহরাদি বিদ্যাসকল বিভিন্ন হওয়ায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে গুণোপসংহার হইবে না, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥৩।৩।৫৮॥ শব্দাদিভেদাধিকরণ সমাপ্ত ।

৩৪ । বিকল্পাধিকরণম্ । [৫৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অহংগ্রহবিদ্যাসকলের মধ্যে একটীই নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয় ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে শাণ্ডিল্য ও দহরাদি একোপাস্যক বিদ্যাসকলের (—উপাসনাসকলের) পরস্পর বিভিন্নতারূপ স্বরূপ সিদ্ধ হইলে এক্ষণে সেই বিভিন্ন বিদ্যাসকলের অনুষ্ঠানপ্রকার বিচারিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

অহংগ্রহেষনিয়মো বিকল্পনিয়মোঽথবা ।
নিয়ামকস্যাভাবেন যাথাকাম্যং প্রতীয়তাম্ ॥
ঈশসাক্ষাৎকৃতেস্ত্বেকবিদ্যয়ৈব প্রসিদ্ধিতঃ ।
অন্যানর্থক্যবিক্ষেপৌ বিকল্পস্য নিয়ামকৌ ॥

অন্বয়—অহংগ্রহেষু অনিয়মঃ, অথবা বিকল্পনিয়মঃ ? নিয়ামকস্য অভাবেন যাথাকাম্যং প্রতীয়তাম্ । একবিদ্যয়া এব তু ঈশসাক্ষাৎকৃতেঃ প্রসিদ্ধিতঃ, অন্যানর্থক্যবিক্ষেপৌ বিকল্পস্য নিয়ামকৌ ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[দ্বিবিধানি উপাসনানি—অহংগ্রহাণি প্রতীকানি চ । আত্মনঃ সগুণোপাসনেষু অহংগ্রহঃ চতুর্থাধ্যায়ে বক্ষ্যতে ; তানি অহংগ্রহাণি । অনাত্মবস্তূনি চ দেবতাদৃষ্ট্যা সংস্কৃত্য উপাস্যমানানি প্রতীকানি । তানি তাবৎ অস্মিন্ পাদে অঙ্গোপাস্ত্যাধিকরণদ্বয়ে বক্ষ্যন্তে । অত্র তু শাণ্ডিল্যদহরাদীনি অহংগ্রহোপাসনানি বিষয়ঃ । বিদ্যানানাত্বাৎ তত্র ভবতি সংশয়ঃ—] অহংগ্রহেষু অনিয়মঃ, অথবা বিকল্পনিয়মঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—[শাণ্ডিল্যোপাসনং দহরোপাসনম্ অন্যদ্বা একম্ এব অনুষ্ঠেয়ং, ন ইতরৎ ইতি] নিয়ামকস্য অভাবেন [অহংগ্রহেষু শাণ্ডিল্যাদ্যুপাসনেষু একং যে বহূনি চ উপাসনানি ইতি] যাথাকাম্যং প্রতীয়তাম্ ।

সিদ্ধান্ত—[ঈশ্বরসাক্ষাৎকারঃ উপাসনস্য প্রয়োজনম্] । একবিদ্যয়া এব তু ঈশসাক্ষাৎকৃতেঃ প্রসিদ্ধিতঃ [অন্যোপাসনস্য বৈয়র্থ্যং ভবতি । কিঞ্চ উপাসনেষু ন প্রমাণজন্যঃ সাক্ষাৎকারঃ । কিং তর্হি ? নিরন্তরভাবনয়া ধ্যেয়তাদাত্ম্যাভিমানঃ । সঃ চ অভিমানঃ একম্ উপাসনম্ অনুষ্ঠায় তৎ পরিত্যজ্য পুনঃ অন্যত্র প্রবর্ত্তমানস্য পুরুষস্য চিত্তবিক্ষেপাৎ কথং নাম দৃঢ়ো ভবেৎ ? অতঃ] অন্যানর্থক্যবিক্ষেপৌ বিকল্পস্য নিয়ামকৌ [ভবতঃ] ।

অনুবাদ

সংশয়—[উপাসনাসকল দুইপ্রকার—অহংগ্রহ (১) ও প্রতীক । চতুর্থাধ্যায়ে আত্মার

ভাবদীপিকা

(১) **অহংগ্রহোপাসনা**—"উপাস্যস্বরূপস্য স্বাভেদেন চিন্তনম্"—'উপাস্যস্বরূপের সহিত নিজের অভেদচিন্তন', ইহাই অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ । ইহার অনুষ্ঠানপ্রকার ৪২৮ পৃঃ ১ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য । শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণবিদ্যা [ছাঃ ৫।২।১, "জ্যৈষ্ঠ্যাদিগুণঃ প্রাণঃ অস্মি ইতি বিদ্যাৎ", ইত্যাদি আনন্দগিরিকৃত টীকা দ্রঃ], সম্বর্গবিদ্যা [ছাঃ ৪।৩।৬, "যস্মৈ বৈ এতৎ…অন্নম্ তস্মৈ…ন দত্তম্", ইত্যাদি শাঙ্করভাষ্য দ্রঃ] এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যা [ছাঃ ৫।১০।১ "অগ্নিস্বরূপাঃ পঞ্চাগ্ন্যাত্মানঃ" ইত্যাদি ভাষ্য দ্রঃ] প্রভৃতি অপরব্রহ্ম ও অব্রহ্মবিদ্যাতেও উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদচিন্তন বিহিত হইয়াছে । সেইহেতু অহংগ্রহোপাসনাশব্দে সেই বিদ্যাসকলকেও গ্রহণ করিতে হইবে । কিন্তু সাধারণতঃ সেই বিদ্যাসকলকে অহংগ্রহোপাসনাশব্দে গ্রহণ করা হয় না ; পরন্তু বৈশ্বানর, শাণ্ডিল্য ও দহরাদি অপ্রতীকালম্বনা সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাতেই এই শব্দ প্রযুক্ত হয় । [৪।১।১ সূত্রভাষ্যের "সবিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলেষু অহংগ্রহোপাসনেষু" ইত্যাদি 'ন্যায়নির্ণয়' দ্রষ্টব্য] । বিচারসাগরকার (৫ম তরঙ্গ) প্রভৃতি কেহ কেহ প্রণবপ্রতীকালম্বনা পরব্রহ্মবিদ্যাকেও 'অহংগ্রহোপাসনা' বলিয়াছেন । (আমাদের সংগ্রহ) ।

সগুণোপাসনাসকলে (—সগুণ ব্রহ্মোপাসনাসকলে) অহংগ্রহ বর্ণিত হইবে ; সেই [সগুণব্রহ্মোপাসনা-] সকল অহংগ্রহ। আর যে অনাত্মবস্তুসকল দেবতাদৃষ্টিদ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপাসিত হয়, তাহারা প্রতীক। তাহারা (—সেই প্রতীকোপাসনাসকল) এই পাদে অন্তিম ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ে বর্ণিত হইবে। এখানে কিন্তু শাণ্ডিল্য ও দহরাদি অহংগ্রহোপাসনা-সকল বিষয়। বিদ্যা বিভিন্ন হওয়ায় সেই স্থলে সংশয় হয়—] অহংগ্রহোপাসনাসকলে অনিয়ম হইবে (—উপাসকের ইচ্ছানুযায়ী বহু বিদ্যার মধ্যে যখন যেটীর ইচ্ছা সেইটীরই অনুষ্ঠান হইবে), অথবা নিয়মিত বিকল্প হইবে (—বহু বিদ্যার মধ্যে স্বেচ্ছাবশে যেটী গৃহীত হইবে, ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইটীই অনুষ্ঠিত হইবে) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[শাণ্ডিল্যোপাসনা দহরোপাসনা, অথবা অন্য কোন উপাসনা একটীই অনুষ্ঠেয়, অন্যটী নহে, এইপ্রকার] নিয়ামকের অভাববশতঃ [শাণ্ডিল্যাদি অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে এক, দুই, বা বহু উপাসনা, এইপ্রকারে] যেপ্রকার ইচ্ছা, সেইপ্রকারে প্রতীত (—বিজ্ঞাত, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত) হইবে।

সিদ্ধান্ত—[ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার উপাসনার প্রয়োজন]। একটী বিদ্যার দ্বারাই কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের প্রসিদ্ধি থাকায় (—তাহা প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হওয়ায়) [অন্য উপাসনার ব্যর্থতা হইবে। আর এক কথা, উপাসনাসকলে সাক্ষাৎকার প্রমাণজন্য নহে। তবে কি ? (উত্তর—] নিরন্তর চিন্তনের দ্বারা ধ্যেয়ের সহিত ['আমি তৎস্বরূপ', এইপ্রকার] তাদাত্ম্য অভিমান। আর সেই অভিমান একটী উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে পরিত্যাগকরতঃ পুনরায় অন্যত্র প্রবৃত্ত হয় যে পুরুষ, তাহার চিত্তের বিক্ষেপবশতঃ কিপ্রকারে দৃঢ়ীভূত হইবে ? অতএব] অন্যের (—অন্য বিদ্যার) আনর্থক্য ও [চিত্তের] বিক্ষেপ বিকল্পের নিয়ামক হইয়া থাকে (—সাধক স্বেচ্ছায় যে বিদ্যা গ্রহণ করিবে, উক্ত আনর্থক্য ও বিক্ষেপ ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতেই সাধককে নিয়মন করিবে)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, স্বেচ্ছা বিকল্প, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় গৃহীত ও যথেচ্ছ প্রবৃত্তি হয় বলিয়া অনুষ্ঠানের নিয়ম নাই। সিদ্ধান্তে—ব্যবস্থিত বিকল্প (—ব্রীহি ও যবের ন্যায় যাহা স্বেচ্ছায় গৃহীত হইবে, তাহাতেই নিয়মিত হইবে।

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩।৩।৫৯॥

পদচ্ছেদ—বিকল্পঃ, অবিশিষ্টফলত্বাৎ

সূত্রার্থ—[যাঃ সগুণব্রহ্মবিদ্যাঃ বেদ্যসাক্ষাৎকারেণ ফলহেতবঃ, কিং তাসাং বিকল্পসমুচ্চয়াভ্যাং স্বেচ্ছয়া অনুষ্ঠানম্, উত নিয়মেন এব বিকল্পঃ, ইতি সংশয়ে নিয়ামকাভাবাৎ স্বেচ্ছয়া এব, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—আসাং বিদ্যানাং] বিকল্পঃ—নিয়মেন এব বিকল্পঃ, [যুক্তঃ। কুতঃ ?] অবিশিষ্টফলত্বাৎ—বেদ্যসাক্ষাৎকারাখ্যাভিন্নফলত্বাৎ। [একয়া বিদ্যয়া উপাস্যে সাক্ষাৎকৃতে বিদ্যান্তরম্ অফলম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যে সগুণব্রহ্মবিদ্যাসকল উপাস্যের সাক্ষাৎকারদ্বারা ফলের হেতু হইয়া থাকে, তাহাদের অনুষ্ঠান কি নিজের ইচ্ছামত বিকল্প ও সমুচ্চয়ের দ্বারা হইবে (—যে কোন একটীর, অথবা একাধিকের স্বেচ্ছামত অনুষ্ঠান হইবে), অথবা নিয়মিতভাবেই বিকল্প হইবে (—অনেক বিদ্যার মধ্যে যেটী গৃহীত হইবে, সেইটীরই নিয়মিত অনুষ্ঠান হইবে), এইপ্রকার

সংশয় হইলে, 'নিয়ামক না থাকায় স্বেচ্ছামতই অনুষ্ঠান হইবে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এই বিদ্যাসকলের] বিকল্পঃ—নিয়মিত বিকল্পই যুক্তিসঙ্গত। [কেন ? উত্তর—] অবিশিষ্টফলত্বাৎ—যেহেতু উপাস্যসাক্ষাৎকার নামক একটীই ফল হইয়া থাকে। [একটী বিদ্যার দ্বারা উপাস্যসাক্ষাৎকার হইলে বিদ্যান্তর নিষ্ফল, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থিতে বিদ্যাভেদে বিচার্য্যতে—কিম্ আসাম্ ইচ্ছয়া সমুচ্চয়ঃ বিকল্পঃ বা স্যাৎ, অথবা বিকল্পঃ এব নিয়মেন ইতি।১ তত্র স্থিতত্বাৎ তাবৎ বিদ্যাভেদস্য ন সমুচ্চয়নিয়মে কিঞ্চিৎ কারণম্ অস্তি।২ নমু ভিন্নানাম্ অপি অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং সমুচ্চয়নিয়মঃ দৃশ্যতে।৩ নৈষঃ দোষঃ, নিত্যতাশ্রুতিঃ হি তত্র কারণম্।৪ নৈবং বিদ্যানাং কাচিৎ নিত্যতাশ্রুতিঃ অস্তি।৫ তস্মাৎ ন সমুচ্চয়নিয়মঃ।৬ নাপি বিকল্পনিয়মঃ, বিদ্যান্তরাধিকৃতস্য বিদ্যান্তরাপ্রতি-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—স্বেচ্ছানুসারে বিদ্যাসকলের যথাকাম্য অনুষ্ঠান।]

[শাণ্ডিল্য ও দহরাদি] বিদ্যার বিভিন্নতা নিশ্চিত হইলে [একণে] বিচার করা হইতেছে—ইহাদের (—এই বিদ্যাসকলের) কি ইচ্ছাপূর্ব্বক সমুচ্চয় হইবে (—উপাসকের ইচ্ছানুযায়ী একাধিক বিদ্যা প্রাতঃকালে একটী, পরে অন্যটী, ইত্যাদি এইরূপে নিয়মিতভাব সেই কয়টীই ক্রমশঃ অনুষ্ঠিত হইবে), অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকল্প হইবে (—স্বেচ্ছানুযায়ী যখন যেটীর ইচ্ছা সেইটীর, এইপ্রকারে বহু বিদ্যার অনুষ্ঠান হইবে), অথবা নিয়মিতভাবেই বিকল্প হইলে (—বহু বিদ্যার মধ্যে যেটী স্বেচ্ছায় গৃহীত হইবে, ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে সেইটীই অনুষ্ঠিত হইবে) ?১ [পূর্ব্বপক্ষ –] বিদ্যার বিভিন্নতা নিশ্চিত হইলে সমুচ্চয়নিয়মের (—একই ব্যক্তি একাধিক বিদ্যার নিয়মিতভাবে ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিবে, ইহার) প্রতি কোন কারণ নাই। [যেহেতু সেই কয়টী বিদ্যাই গৃহীত হইলে শ্রুতিতে সমানফলক বিভিন্ন বিদ্যার বিধান ব্যর্থ হইয়া পড়িবে]।২ [শঙ্কা –] কিন্তু [স্বর্গরূপ সমানফলযুক্ত] অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি বিভিন্ন হইলেও [ফলাধিক্যের জন্য] তাহাদের সমুচ্চয়নিয়ম (—একই পুরুষকর্ত্তৃক তত্তৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিহিত কালে তাহাদের নিয়মিতভাবে ক্রমশঃ অনুষ্ঠান) পরিদৃষ্ট হয়। [প্রস্তাবিত বিদ্যাসকলেও সেইপ্রকার হইবে ।৩ সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু ["যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত", ইত্যাদি] নিত্যতাশ্রুতি (—নিত্যকর্ম্মরূপে (৫৩০ পৃঃ) তাহাদের অনুষ্ঠানবিধায়িকা শ্রুতি) সেই স্থলে কারণ।৪ বিদ্যাসকলের নিত্যতাবোধক এইপ্রকার কোন শ্রুতি নাই।৫ সেইহেতু [ইহাদের] সমুচ্চয়নিয়ম (—একাধিক বিদ্যার নিয়মিতভাবে ক্রমশঃ অনুষ্ঠান) নাই।৬ আবার বিকল্পনিয়মও নাই (—যেটী গৃহীত হইবে, ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইটীরই নিয়মিত-

শাঙ্করভাষ্যম্

বেধাৎ।৭ পারিশেষ্যাৎ যাথাকাম্যম্ আপদ্যতে।৮ ননু অবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ আসাং বিকল্পঃ ন্যায্যঃ।৯ তথাহি—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২), "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৪।১০।৪), "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫), ইতি এবমাদ্যাঃ তুল্যবৎ ঈশ্বরপ্রাপ্তিফলাঃ লক্ষ্যন্তে।১০ নৈষঃ দোষঃ, সমানফলেষু অপি স্বর্গাদিসাধনেষু কর্ম্মসু যাথাকাম্যদর্শনাৎ।১১ তস্মাৎ যাথাকাম্যপ্রাপ্তৌ উচ্যতে—বিকল্পঃ এব আসাং ভবিতুম্ অর্হতি, ন সমুচ্চয়ঃ।১২ কস্মাৎ?১৩

ভাষ্যানুবাদ

ভাবে অনুষ্ঠান হইবে না), যেহেতু যিনি এক বিদ্যাতে অধিকারী, তাঁহার পক্ষে অন্য বিদ্যা প্রতিষিদ্ধ হয় নাই।৭ [অতএব] পরিশেষবশতঃ (—দুইটী পক্ষ নিরাকৃত হওয়ায় অবশিষ্ট থাকে বলিয়া) যাথাকাম্য (—স্বেচ্ছানুযায়ী যখন যেটীর ইচ্ছা, সেইটীর অনুষ্ঠান) আসিয়া পড়িতেছে।৮ [শঙ্কা—] কিন্তু ইহাদের (—শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যার) ফল সমান হওয়ায় বিকল্পই (—নিয়মিত বিকল্পই) ন্যায্য (২)।৯ যেমন দেখ, "তিনি মনোময় প্রাণশরীর", "সুখই ব্রহ্ম, আকাশই ব্রহ্ম", "অব্যর্থ-কামনাবান্ অব্যর্থসঙ্কল্পযুক্ত", ইত্যাদি [এইরূপে বর্ণিত যথাক্রমে শাণ্ডিল্য, উপকোসল ও দহর প্রভৃতি] এই সকল বিদ্যা সমানভাবে ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ ফলপ্রদ, ইহা পরিলক্ষিত হইতেছে।১০ [পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু স্বর্গাদির সাধনভূত সমানফলযুক্ত [অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসাদি] কর্ম্মসকলে যাথাকাম্য (—স্বেচ্ছানুযায়ী যখন যেটীর ইচ্ছা, সেইটীর অনুষ্ঠান) পরিদৃষ্ট হয়।১১ সেইহেতু (—ঐচ্ছিক সমুচ্চয় ও নিয়মিত বিকল্প সম্ভব না হওয়ায়) যাথাকাম্য (—ঐচ্ছিক বিকল্প, স্বেচ্ছানুযায়ী যখন যেটীর ইচ্ছা সেইটীর অনুষ্ঠান) প্রাপ্ত হইলে—

[সিঃ—ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অহংগ্রহোপাসনাসকলের মধ্যে একটীরই নিয়মিত অনুষ্ঠান।]

[সিদ্ধান্ত—] কথিত হইতেছে—ইহাদের (—অহংগ্রহোপাসনাসকলের) বিকল্পই (—নিয়মিত বিকল্পই, যে বিদ্যাটী গৃহীত হইবে ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইটীরই নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান) হওয়া উচিত, সমুচ্চয় (—একযোগে অনেক বিদ্যার অনুষ্ঠান, অর্থাৎ ঐচ্ছিক সমুচ্চয় এবং যখন যেটীর ইচ্ছা অনুষ্ঠান, অর্থাৎ ঐচ্ছিক

ভাবদীপিকা [নিয়মিত বিকল্পের দৃষ্টান্ত]

(২) ভাব এই—"ব্রীহিভিঃ যজেত, যবৈর্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবলে পুরোডাশ নির্ম্মাণের জন্য ধান্য ও যব, উভয়ই বিহিত হইলেও যজমানকর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় যেটী গৃহীত হয়, সেইটীই নিয়মিতভাবে পরবর্ত্তী যজ্ঞানুষ্ঠানকালেও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই নিয়মিত বিকল্প। ফলে তণ্ডুলের দ্বারাই পুরোডাশনিষ্পাদনরূপ ফল সিদ্ধ হওয়ায় যব যেমন আর গৃহীত হয় না, তদ্রূপ একটী বিদ্যার দ্বারাই উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপ ফল সিদ্ধ হইলে অন্য বিদ্যার গ্রহণ সঙ্গত নহে। সুতরাং ফললাভ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় গৃহীত বিদ্যারই অনুশীলন ন্যায্য। সকলপ্রকার সগুণপর-ব্রহ্মবিদ্যার ফল অভিন্ন, ইহা বলিতেছেন—**তথাহি**—'যেমন দেখ' ইত্যাদি (১০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিশিষ্টফলত্বাৎ ।১৪ অবিশিষ্টং হি আসাং ফলম্, উপাস্যবিষয়-সাক্ষাৎকরণম্ ।১৫ একেন চ উপাসনেন সাক্ষাৎকৃতে উপাস্যে বিষয়ে ঈশ্বরাদৌ দ্বিতীয়ম্, অনর্থকম্ ।১৬ অপি চ অসম্ভবঃ এব সাক্ষাৎকরণস্য সমুচ্চয়পক্ষে চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ ।১৭ সাক্ষাৎ-করণসাধ্যং চ বিদ্যাফলং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ—"যস্য স্যাৎ অদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি" (ছাঃ ৩।১৪।৪) ইতি, "দেবঃ ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি" (বৃঃ ৪।১।২) ইতি চ এবমাদ্যাঃ ।১৮ স্মৃতয়শ্চ—"সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (গী৮।৬) ইতি এবমাদ্যাঃ ।১৯ তস্মাৎ অবিশিষ্টফলানাং বিদ্যানাম্, অন্যতমম্, আদায় তৎপরঃ স্যাৎ যাবৎ উপাস্যবিষয়সাক্ষাৎকর-ণেন তৎফলং প্রাপ্তম্ ইতি ।২০ ।৩।৩।৫৯। ইতি ।১৭বিকল্পাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

বিকল্প) নহে ।১২ তাহাতে হেতু কি ? ১৩ [উত্তর—] "যেহেতু ইহাদের ফলে বিশেষ (—ভেদ) নাই" ।১৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু ইহাদের (—অহংগ্রহবিদ্যা-সকলের) উপাস্যবিষয়ক সাক্ষাৎকাররূপ অবিশিষ্ট (—সমান) ফল হইয়া থাকে ।১৫ [কিন্তু ফলাধিক্যের জন্য বিদ্যাসকলের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান আবশ্যক । উত্তর—] আর একটী উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরাদি (৩) উপাস্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলে দ্বিতীয় [উপাসনা] অনর্থক ।১৬ আর দেখ, সমুচ্চয়পক্ষে [উপাস্য-] সাক্ষাৎকারের অসম্ভাবনাই হইয়া পড়ে যেহেতু [তাহা] চিত্তবিক্ষেপের হেতু ।১৭ [কিন্তু যজ্ঞাদির ন্যায় উপাসনাও অপূর্ব্বদ্বারা ফলপ্রদ, উপাস্যসাক্ষাৎকারের অপেক্ষাই নাই । তদু-ত্তরে বলিতেছেন—] আর বিদ্যার ফল সাক্ষাৎকারসাধ্য (—'উপাস্য দেবতা ও আমি অভিন্ন,' এইপ্রকার দৃঢ় অভিমান হইতে উৎপন্ন), ইহা শ্রুতিসকল প্রদর্শন করি-তেছেন, যথা—"যাঁহার সত্যই এইপ্রকার নিশ্চয় আছে এবং সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই", ইত্যাদি এবং ["জীবদ্দশাতেই] দেবতা হইয়া [শরীরত্যাগের পর] দেব-গণকে প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই সকল ।১৮ আর সেই বিষয়ে স্মৃতিসকলও আছে, যথা—"সর্ব্বদা তাঁহার ভাবে ভাবিত (—অনুচিন্তনদ্বারা তদ্গতচিত্ত"), ইত্যাদি এই সকল ।১৯ সেইহেতু (—উপাস্যসাক্ষাৎকারই অহংগ্রহোপাসনার ফল হওয়ায়) যাহাদের ফল সমান সেই বিদ্যাসকলের মধ্যে একটীকে গ্রহণ করিয়া [ততকাল পর্য্যন্ত] তৎপর (—সেইটীর অভ্যাসশীল) হইবে, যতকাল পর্য্যন্ত না উপাস্যবিষয়ের সাক্ষাৎকারদ্বারা তাহার [শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রমমুক্তি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি] ফল প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি ।২০॥৩।৩।৫৯॥ বিকল্পাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৩) "ঈশ্বরাদি" এই স্থলে 'আদি' শব্দপ্রয়োগের দ্বারা ভগবান্ ভাষ্যকার হিরণ্যগর্ভ ও মুখ্য-প্রাণ প্রভৃতিকেও গ্রহণ করিলেন। ফলে হিরণ্যগর্ভবিদ্যা ও মুখ্যপ্রাণবিদ্যা প্রভৃতিও অহংগ্রহ-

৩৫। কাম্যাধিকরণম্। [৬০ সূত্র]

[যথাকামাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত প্রতীকোপাসনার যথাভীষ্ট অনুষ্ঠান।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অহংগ্রহোপাসনার অনুষ্ঠানে নিয়মিত বিকল্প ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অবিশেষভাবে উপাসনা হওয়ায় প্রতীকোপাসনাতেও তদ্রূপ নিয়মিত বিকল্পই হইবে, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

প্রতীকেষু বিকল্পঃ স্যাৎ যাথাকাম্যেন বা মতিঃ।
অহংগ্রহেম্বিবৈতেষু সাক্ষাৎকৃত্যৈ বিকল্পনম্॥
দেবোভূত্বেতিবন্নাত্র কাচিৎ সাক্ষাৎকৃতৌ মিতিঃ।
যাথাকাম্যমতোঽমীষাং সমুচ্চয়বিকল্পয়োঃ॥

অন্বয়—প্রতীকেষু বিকল্পঃ স্যাৎ, যাথাকাম্যেন বা মতিঃ? অহংগ্রহেষু ইব সাক্ষাৎকৃত্যৈ এতেষু বিকল্পনম্। "দেবো ভূত্বা" ইতিবৎ অত্র সাক্ষাৎকৃতৌ কাচিৎ মিতিঃ ন, অতঃ অমীষাং সমুচ্চয়বিকল্পয়োঃ যাথাকাম্যম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অহংগ্রহোপাসনানাম্ অনুষ্ঠানপ্রকারং পূর্ব্বাধিকরণে উক্ত্বা অধুনা প্রতীকোপাসনানাং তৎপ্রকারম্ উচ্যতে। প্রতীকোপাসনানি তাবৎ দ্বিবিধানি—লৌকিকানি, কর্ম্মাঙ্গানি চ। লৌকিকানি তাবৎ অনহংগ্রহাণি অকর্ম্মাঙ্গাববদ্ধানি; "মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), ইতি এবমাদীনি অভ্যুদয়ফলানি। তানি অত্র বিষয়ঃ। বিদ্যানানাত্বাৎ বিকল্পনিয়মঃ যাথাকাম্যং বা ইতি উভয়োপপত্ত্যা ভবতি তেষু সংশয়ঃ—] প্রতীকেষু [নিয়মিতঃ] বিকল্পঃ স্যাৎ, যাথাকাম্যেন বা মতিঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—অহংগ্রহেষু ইব [উপাস্যস্য] সাক্ষাৎকৃত্যৈ [পূর্ব্বাধিকরণন্যায়েন] এতেষু বিকল্পনম্ [এব ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[অস্তি অত্র মহদ্বৈষম্যম্। অহংগ্রহেষু ইব] "দেবো ভূত্বা" (বৃঃ ৪।১।২) ইতিবৎ অত্র উপাস্যসাক্ষাৎকৃতৌ কাচিৎ মিতিঃ ন [অস্তি। সাক্ষাৎকারফলত্বাভাবে চ তত্র তত্র প্রোক্তাঃ ভোগ্যবস্তুপ্রাপ্তয়ঃ ফলত্বেন অভ্যুপগন্তব্যাঃ। তথা চ সতি ভিন্নফলত্বাৎ ন উপাসনানর্থক্যং, যতঃ একং প্রতীকং কেষুচিৎ ক্ষণেষু উপাস্য ক্ষণান্তরে প্রতীকান্তরোপাসনে পূর্ব্বোপাত্তিজন্যস্য অপূর্ব্বস্য অবিনাশিত্বাৎ ভবতি তস্য ফলাধায়কত্বম্। বিক্ষেপশঙ্কা চ দূরাপেতা]। অতঃ অমীষাং সমুচ্চয়বিকল্পয়োঃ যাথাকাম্যং [ভবতি; বিকল্পেন একং এব বা, বহূনি সমুচ্চিত্য বা, যাথাকাম্যেন প্রতীকম্ উপাসিতব্যম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[অহংগ্রহোপাসনাসকলের অনুষ্ঠানপ্রকার পূর্ব্বাধিকরণে বর্ণনা করিয়া একণে প্রতীকোপাসনাসকলের (১) অনুষ্ঠানপ্রকার বর্ণিত হইতেছে। প্রতীকোপাসনা-

ভাবদীপিকা

পাসনাশব্দে গৃহীত হইতেছে, ইহাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে (১ ভাবদীঃ দ্রঃ)। পরিদৃষ্ট টীকাসকলে এই বিষয়ে কিছু পাইলাম না। বিকল্পাধিকরণ সমাপ্ত।

(১) **প্রতীকোপাসনা**—"যস্মিন্ আশ্রয়ান্তরে আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্য ক্ষেপঃ সঃ প্রতীকঃ"

সকল দুইপ্রকার—লৌকিক ও কর্ম্মাঙ্গ। লৌকিক বলিতে—যাহারা অহংগ্রহোপাসনা নহে এবং কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতও নহে, "মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলক এই উপাসনাসকলকে বুঝিতে হইবে। তাহারা এখানে বিষয়। বিদ্যা বহু হওয়ায় নিয়মিত বিকল্প, অথবা যথাকাম্য (৫৯ সূঃ ১ বাক্য দ্রঃ), এই উভয়ের উপপত্তি হয় বলিয়া সেই সকলে সংশয় হয়—] প্রতীকসকলে [নিয়মিত] বিকল্প হইবে, অথবা [ফলকামনানুসারে] যেপ্রকার ইচ্ছা, যত্তি (—উপাসনা) সেইপ্রকার হইবে?

পূর্ব্বপক্ষ—অহংগ্রহোপাসনাসকলের ন্যায় [উপাস্যের] সাক্ষাৎকারের জন্য [পূর্ব্বাধি-

ভাষদীপিকা

(৪।৩।১৫ সূঃ ভামতী ও ন্যায়নির্ণয় দ্রঃ)। অর্থ—'যে আশ্রয়ান্তরে অন্য আশ্রয়ে আশ্রিত প্রত্যয়ের (—জ্ঞানের, চিন্তাধারার) ক্ষেপণ (—আরোপ) হয়, তাহাই **প্রতীক**। যেমন "নাম ব্রহ্ম" (ছাঃ ৭।১।৫) ইত্যাদি স্থলে 'নাম' এই আশ্রয়ান্তরে ব্রহ্মরূপ অন্য আশ্রয়ে আশ্রিত চিন্তাধারার আরোপ হয় বলিয়া সেই 'নাম' হইল 'প্রতীক' ২। ইহার অন্যপ্রকার পরিষ্কৃত লক্ষণ এই—"অনাত্মবস্তূনি দেবতাদৃষ্ট্যা সংস্কৃত্য উপাস্যমানানি প্রতীকানি" (বৈঃ ন্যায়মালা, ৩।৩।৩৪ অধিঃ)—'যে অনাত্ম বস্তুসকল দেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপাসিত হয়, তাহারা **প্রতীক**। সেই প্রতীকাবলম্বনে যে উপাসনা, তাহাই প্রতীকোপাসনা। যেমন 'শালগ্রাম' একটী শিলাপিণ্ড মাত্র, সুতরাং অনাত্মবস্তু। উপাসনাকালে তাহা বিষ্ণুদেবতাদৃষ্টির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উপাসিত হয়, সেইহেতু শালগ্রাম প্রতীক। সেই প্রতীকাবলম্বনে বিষ্ণু উপাসিত হন, সেইহেতু ইহা একটী প্রতীকোপাসনা। মোটকথা, যে বস্তু যাহা নহে, শাস্ত্রানুসারে তাহাকে যে তদ্রূপে উপাসনা, তাহাই প্রতীকোপাসনা। "মনে ব্রহ্মদৃষ্টি" (ছাঃ ৩।১৮।১), পুরাণাদিতে বিহিত তত্তৎ প্রতিমাতে * শ্রীশ্রীকালিকা ও দুর্গা প্রভৃতির উপাসনা, ইত্যাদি এই সকলই প্রতীকোপাসনা। এই প্রতীক দুইপ্রকার—১। **কর্ম্মাঙ্গভূত**, যথা—উদ্গীথ ও উক্থ ইত্যাদি এবং ২। **কর্ম্মানঙ্গভূত**, যথা—নাম, মন, দেবদেবীর প্রতিমা, ইত্যাদি। বৈয়াসিক ন্যায়মালাকার এই শেষোক্ত প্রতীককে 'লৌকিক প্রতীক' বলিয়াছেন (৩।৩.৩৬ অধিঃ)। প্রস্তাবিত অধিকরণে কর্ম্মানঙ্গভূত প্রতীকাবলম্বনা উপাসনার বিচার করা হইতেছে। এই উপাসনা অহংগ্রহোপাসনা নহে এবং কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতও নহে, পরন্তু তাহাদের নিকটবর্ত্তী; এইহেতু ইহাদিগকে **তটস্থো**পাসনাও বলা হয়। ১।১৬২ পৃষ্ঠাতে যে সম্পদ্ ও অধ্যাসোপাসনার কথা বলা হইয়াছে, তাহারা প্রতীকোপাসনারই প্রকারভেদ। আরোপ্য (—যে দেবতা প্রতীকে আরোপিত হন তিনি, ধ্যানকালে] প্রধান হইলে তাহাকে বলা হয়—'**সম্পদু**পাসনা এবং অধিষ্ঠান (—যাহাতে দেবতাদৃষ্টি করা হয়, সেই প্রতীকটি, ধ্যানকালে] প্রধান হইলে বলা হয়—'**অধ্যাস** উপাসনা'। [ভাষ্যান্তরে প্রতীকোপাসনার লক্ষণ এই—"অতস্মিন্ ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানম্"। এই লক্ষণ পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতিতে অব্যাপ্ত, কারণ সেই সকল স্থলে পুরুষাদি প্রতীক ব্রহ্মদৃষ্টিতে ধ্যেয় নহে]।

[প্রতিমা প্রতীক হইলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ]

* প্রতিমা প্রতীক হইলেও নামাদি প্রতীক হইতে ইহার মহান্ প্রভেদ আছে। নামাদি প্রতীকাবলম্বনে উপাসিত ব্রহ্ম তত্তৎ উপাসনাতে বিহিত ফলই প্রদান করেন, কিন্তু প্রতিমা-প্রতীকে উপাসিত তিনি প্রতিমাকার উপাধি অবলম্বনে দর্শনদানকরতঃ ব্রহ্মক্রতু সাধককে কৃতার্থ করেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ সিদ্ধ মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই এই বিষয়ে প্রমাণ। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন—"প্রতিমা ঈশ্বরের সূচক হইলে উহার উপাসনায় ভক্তি মুক্তি উভয়ই লভ্য হয়" (ভক্তিযোগ)। ৪।১।৭ অধি ও ভাষ্যোঃ দ্রঃ।

করণে প্রদর্শিত যুক্তিবলে] এই সকলে বিকল্পই (—নিয়মিত বিকল্প) হইবে (—ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে একটী উপাসনাই অনুষ্ঠেয়)।

সিদ্ধান্ত—[এই বিষয়ে অত্যন্ত প্রভেদ আছে। অহংগ্রহোপাসনাসকলের ন্যায়] "দেবত্বা হইয়া (—ধ্যানপ্রভাবে জীবদ্দশাতেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া"), ইত্যাদি স্থলে যেপ্রকার হইয়াছে, সেইপ্রকারে এখানে উপাস্যসাক্ষাৎকারবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। [আর সাক্ষাৎকাররূপ ফলের অভাবে সেই সেই স্থলে বর্ণিত ভোগ্যবস্তুর প্রাপ্তিসকলকে ফলরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে ফল বিভিন্ন হওয়ায় উপাসনার আনর্থক্য হইবে না, কারণ কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া একটা প্রতীককে উপাসনা করিয়া অন্য ক্ষণে অন্য প্রতীকের উপাসনা করিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী উপাসনাজন্য অপূর্ব্বের (—অদৃষ্টের) বিনাশ না হওয়ায় তাহা ফলাধায়ক হইয়া থাকে। চিত্তবিক্ষেপের আশঙ্কা তো দূরেই ত্যক্ত হয়]। অতএব এই [প্রতীকোপাসনা-] সকলের সমুচ্চয় ও বিকল্পের মধ্যে যেপ্রকার ইচ্ছা সেইপ্রকার হইবে, (—নিয়মিত বিকল্পের দ্বারা একটাকেই, অথবা বহু উপাসনাকে সমুচ্চয় করিয়া ইচ্ছানুসারে, অর্থাৎ ঐচ্ছিক বিকল্প বা ঐচ্ছিক সমুচ্চয় পক্ষ অনুসারে) প্রতীককে উপাসনা করিতে হইবে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রীহ্যাদির ন্যায় (৫৪৫ পৃঃ) নিয়মিত বিকল্প। সিদ্ধান্তে—কামনানুসারে যথেচ্ছ অনুষ্ঠান (—অনিয়ম)।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্নবা পূর্বহেত্বভাবাৎ ॥৩।৩।৬০॥

পদচ্ছেদ—কাম্যাঃ, তু, যথাকামম্, সমুচ্চীয়েরন্, ন, বা, পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ।

সূত্রার্থ—[যাশ্চ প্রতীকোপাস্তয়ঃ "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত" (ছাঃ ৭।১।৫) ইত্যাদিকাঃ, তাসু কিং বিকল্পঃ এব, উত যথাকামম্ অনুষ্ঠানম্ ইতি বিশয়ে, "বিকল্পঃ এব" ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তু**শব্দঃ—নিয়মিতবিকল্পং ব্যাবর্ত্তয়তি। **কাম্যাঃ**—অদৃষ্টদ্বারা ফলহেতবঃ বিদ্যাঃ, **যথাকামম্**—স্বেচ্ছানুসারেণ, **সমুচ্চীয়েরন্** সমুচ্চিতা অনুষ্ঠেয়াঃ, **বা**—অথবা, **ন**—ন সমুচ্চীয়েরন্। [কুতঃ ?] **পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ**—পূর্ব্বহেতোঃ বিকল্পনিয়মঃ প্রযোজকস্য অবিশিষ্টফলত্বস্য অত্র অভাবাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি যে প্রতীকোপাসনাসকল, সেই সকলে কি বিকল্পই (—নিয়মিত বিকল্প) হইবে, অথবা যথাভীষ্ট অনুষ্ঠান হইবে, এইপ্রকার সংশয় হইলে, "নিয়মিত বিকল্প", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু**শব্দ—নিয়মিত বিকল্পপক্ষকে নিরাকরণ করিতেছে। **কাম্যাঃ**—যাহারা অদৃষ্টদ্বারা ফলের হেতু, সেই বিদ্যাসকল, **যথাকামম্**—স্বেচ্ছানুসারে, **সমুচ্চীয়েরন্**—সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে (—ঐচ্ছিক সমুচ্চয়পক্ষানুযায়ী একাধিক বিদ্যার নিয়মিতভাবে সেই কয়টীরই ক্রমশঃ অনুষ্ঠান হইবে, অথবা ঐচ্ছিক বিকল্পপক্ষানুসারে স্বেচ্ছানুযায়ী যখন যেটীর ইচ্ছা সেইটীর, এইপ্রকারে বহু বিদ্যার অনুষ্ঠান হইবে), **বা**—অথবা, **ন**—সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে না (—স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিত বিকল্পপক্ষানুযায়ী একটী বিদ্যারই অনুষ্ঠান হইবে)। [এইপ্রকার সিদ্ধান্তের হেতু কি ? উত্তর—] **পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ**—যেহেতু নিয়মিত বিকল্পের হেতুভূত সমানফলযুক্ততারূপ পূর্ব্ববর্ত্তী (—পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে প্রদর্শিত) হেতুর এখানে অভাব আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অবিশিষ্টফলত্বাৎ" (৩।৩।৫৯) ইতি অস্য প্রত্যুদাহরণম্ ।১। যাস্তু পুনঃ কাম্যাসু বিদ্যাসু "স যঃ এতম্ এবম্ বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি" (ছাঃ ৩।১৫।২), "স যঃ নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ নাম্নঃ গতং তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি" (ছাঃ ৭।১।৫) ইতি চ এবমাদ্যাসু ক্রিয়াবৎ অদৃষ্টেন আত্মনা আত্মীয়ং ফলং সাধয়ন্তীষু সাক্ষাৎকরণাপেক্ষা নাস্তি ; তাঃ যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্, ন বা সমুচ্চীয়েরন্, 'পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ' ।২ পূর্ব্বস্য "অবিশিষ্টফলত্বাৎ" ইতি অস্য বিকল্পহেতোঃ অভাবাৎ।৩।৩।৬০।

ইতি পঞ্চত্রিংশং কাম্যাধিকরণম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত প্রতীকোপাসনার (—তটস্থোপাসনার) ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান ।]

[এই অধিকরণ] "অবিশিষ্টফলত্বাৎ", ইত্যাদি ইহার প্রত্যুদাহরণ (—ফল সমান হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণে অহংগ্রহোপাসনাসকলের নিয়মিত বিকল্প নির্ণীত হইয়াছে, ফল বিভিন্ন হওয়ায় এই অধিকরণে তটস্থোপাসনাসকলের যথাভীষ্ট অনুষ্ঠানরূপ বিপরীত উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে) ।১ আর "যিনি দিক্সমূহের সন্তান এই বায়ুকে এইরূপে (—অমরণধর্ম্মিরূপে) উপাসনা করেন, তিনি পুত্রের জন্য রোদন করেন না (—তাঁহার পুত্রবিয়োগ হয় না") এবং "যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, নামের গতি (—অভিধেয়রূপ বিষয়) যতদূর, সেখানে তাঁহার যথেচ্ছ গতি হয় (—তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হন"), ইত্যাদি এই সকল কাম্যবিদ্যা, যাহারা [যজ্ঞাদি] ক্রিয়ার ন্যায় অদৃষ্টাত্মকরূপে (—অপূর্ব্বকে উৎপাদনকরতঃ তদাত্মকরূপে অবস্থিত হইয়া) স্বীয় ফলকে সাধন (—প্রদান) করে, এবং যে সকলে [উপাস্য] সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা নাই ; তাহারা যেপ্রকারে ইচ্ছা, সেইপ্রকারে সমুচ্চিত হইবে (—ঐচ্ছিক সমুচ্চয়, অথবা ঐচ্ছিক বিকল্প পক্ষানুসারে অনুষ্ঠিত হইবে), অথবা সমুচ্চিত হইবে না (—ইচ্ছা হইলে নিয়মিত বিকল্প পক্ষানুসারে একটীই অনুষ্ঠিত হইবে), যেহেতু "পূর্ব্ববর্ত্তী হেতুটী নাই" ।২ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন] যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী (—পূর্ব্বাধিকরণে গৃহীত) "অবিশিষ্টফলত্বাৎ" (—'যেহেতু উপাস্যসাক্ষাৎকারাত্মক একটীই ফল হইয়া থাকে') ইত্যাদি এই [নিয়মিত] বিকল্পহেতুর (—নিয়মিতবিকল্পের প্রতি যাহা প্রযোজক, তাহার) অভাব আছে (—উপাস্যসাক্ষাৎকারাত্মক একই ফলের জনক না হওয়ায় এই তটস্থ বিদ্যাসকল যেপ্রকারে ইচ্ছা, সেইপ্রকারে এক বা একাধিকের কিয়ৎক্ষণ একটী উপাসনা করিয়া কিয়ৎক্ষণ অন্য উপাসনা করিবে, এইপ্রকারে অনুষ্ঠিত হইবে) ।৩।৩।৬০।

কাম্যাধিকরণ সমাপ্ত ।

৩৬। যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্। [৬১-৬৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত প্রতীকোপাসনার ফলকামনানুসারে অনুষ্ঠান।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে স্বতন্ত্র (—কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত) হওয়ায় তটস্থোপাসনাসকলের যেমন যথাভীষ্ট অনুষ্ঠান প্রতিপাদিত হইয়াছে; কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত উপাসনাসকলের তদ্রূপ হইবে না; কারণ ইহারা অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গের অধীন হওয়ায় অবশ্যানুষ্ঠেয়। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সমুচ্চয়োঽঙ্গবদ্ধেষু যাথাকাম্যেন বা মতিঃ।
সমুচ্চিতত্বাদঙ্গানাং তদ্বদ্ধেষু সমুচ্চয়ঃ ॥
গ্রহং গৃহীত্বা স্তোত্রস্যারম্ভ ইত্যাদিবন্নহি।
শ্রূয়তে সহভাবোঽত্র যাথাকাম্যং ততো ভবেৎ ॥

অন্বয়—অঙ্গবদ্ধেষু সমুচ্চয়ঃ, যাথাকাম্যেন বা মতিঃ? অঙ্গানাং সমুচ্চিতত্বাৎ তদ্বদ্ধেষু সমুচ্চয়ঃ। "গ্রহং গৃহীত্বা স্তোত্রস্য আরম্ভঃ", ইত্যাদিবৎ অত্র সহভাবঃ ন হি শ্রূয়তে; ততঃ যাথাকাম্যং ভবেৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[লৌকিকেষু প্রতীকেষু নির্ণয়ঃ পূর্ব্বত্র উক্তঃ। অত্র কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথাদিপ্রতীকালম্বনেষু উপাসনেষু নিয়তসমুচ্চয়যাথাকাম্যে বিচার্য্যেতে। অতঃ উদ্গীথাদ্যঙ্গাববদ্ধানি উপাসনানি ইহ বিষয়ঃ। অঙ্গদ্বারেণ ক্রতুসম্বন্ধাৎ ফলসন্নিকর্ষাৎ চ তেষু ভবতি সংশয়ঃ—] অঙ্গবদ্ধেষু [কিম্ অঙ্গবৎ] সমুচ্চয়ঃ [নিয়মঃ, কর্ম্মানঙ্গভূতপ্রতীকবিজ্ঞানবৎ] যাথাকাম্যেন বা মতিঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[কর্ম্মাণি কর্ম্মাঙ্গাণি সমুচ্চিতান্যেব অনুষ্ঠেয়তয়া প্রয়োগবিধিপ্রাপিতানি। তথাচ] অঙ্গানাং সমুচ্চিতত্বাৎ [অঙ্গাববদ্ধানাং চ অঙ্গতন্ত্রত্বাৎ] তদ্বদ্ধেষু সমুচ্চয়ঃ [নিয়মঃ স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—'গ্রহং গৃহীত্বা স্তোত্রস্য আরম্ভঃ', ইত্যাদিবৎ অত্র [কর্ম্মাঙ্গানাং তদাশ্রিতানাং চ উপাসনানাং পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিয়তঃ] সহভাবঃ ন হি শ্রূয়তে; ততঃ [বিকল্পসমুচ্চয়য়োঃ] যাথাকাম্যং ভবেৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[লৌকিক প্রতীকসকলে (—কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত প্রতীকোপাসনাসকলে) সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাধিকরণে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথাদি প্রতীকাশ্রিত উপাসনাসকলে নিয়ত সমুচ্চয় (—নিয়মিতভাবে সকলগুলির ক্রমশঃ অনুষ্ঠান) ও যাথাকাম্য (—ফলাকাঙ্ক্ষানুসারে যেপ্রকারে ইচ্ছা, সেইপ্রকারে অনুষ্ঠান) বিচারিত হইতেছে। এইহেতু উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গের সহিত সম্বদ্ধ উপাসনাসকল এখানে বিষয়। [উদ্গীথাদি] কর্ম্মাঙ্গকে দ্বার করিয়া যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় এবং ফলসন্নিকর্ষ (—পৃথক্ পৃথক্ ফলের সহিত সম্বন্ধ) থাকায় সেই সকলে সংশয় হয়—] কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ উপাসনাসকলে [কি কর্ম্মাঙ্গের ন্যায়] সমুচ্চয়নিয়ম (—সেই স্থলে বিহিত সকলগুলিরই অবশ্যানুষ্ঠান) হইবে, অথবা [কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত প্রতীকোপাসনার ন্যায়] মতি (—উপাসনা) যেপ্রকারে ইচ্ছা, সেইপ্রকারে হইবে?

পূর্ব্বপক্ষ—[কর্ম্মসকলকে ও কর্ম্মাঙ্গসকলকে সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠেয়রূপে প্রয়োগবিধির (৪৫৮ পৃঃ) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার ফলে] অঙ্গসকলের সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান হয় বলিয়া [এবং অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকল অঙ্গের অধীন হয় বলিয়া] তাহাতে সম্বদ্ধ (—কর্ম্মাঙ্গে

আশ্রিত) উপাসনাসকলে নিয়মিত সমুচ্চয় (—যতগুলি উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেই সকলগুলিরই নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান) হইবে।

সিদ্ধান্ত—['গ্রহকে (—সোমরস পাত্রকে) গ্রহণ করিয়া [উদ্গীথাদি] স্তোত্রের আরম্ভ', (তৈঃ সং ৬।১।৩।৮) ইত্যাদির ন্যায় এই স্থলে [কর্ম্মাঙ্গসকলের ও তদাশ্রিত উপাসনাসকলের পূর্ব্বাপরবিভাগে নিয়মিত] সম্ভাব (—একত্র বর্ত্তমানতা), শ্রুতিতে বর্ণিতই হইতেছে না; সেইহেতু [বিকল্প ও সমুচ্চয়ের মধ্যে] যেপ্রকারে ইচ্ছা, সেই প্রকারে হইবে (—ঐচ্ছিক বিকল্পপক্ষানুসারে বিহিত উপাসনাসকলের মধ্যে যে উপাসনা করিবার ইচ্ছা, সেইটির অনুষ্ঠান হইবে, অথবা সমর্থ ও ইচ্ছা হইলে সেই স্থলে যতগুলি উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেই সকলগুলিরই অনুষ্ঠান হইবে)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নিয়মিত সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানবশতঃ ফলবাহুল্য। সিদ্ধান্তে—ইচ্ছানুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রয়োগের সহজসাধ্যতা

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥৩।৩।৬১॥

সূত্রার্থ—[যাশ্চ কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথাদ্যাশ্রিতাঃ বিদ্যাঃ, তাসু কিং সমুচ্চয়েন এব অনুষ্ঠানম্, উত যথাকামম্ ইতি বিশয়ে পূর্ব্বপক্ষঃ—] **অঙ্গেষু**—উদ্গীথাদিষু কর্ম্মাঙ্গেষু, **যথাশ্রয়ভাবঃ**—যথা ক্রতুষু আশ্রিতানাম্ অঙ্গানাং সমুচ্চিত্য অনুষ্ঠাননিয়মঃ, তথা অঙ্গেষু আশ্রিতানাম্ উপাস্তীনাম্ আশ্রয়ভাবঃ—সমুচ্চিত্যানুষ্ঠাননিয়মঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[আর কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথাদিতে আশ্রিত যে বিদ্যাসকল, সেই সকলে কি সমুচ্চিতভাবেই অনুষ্ঠান (—নিয়মিতসমুচ্চয়ে সকলগুলিরই অবশ্য অনুষ্ঠান) হইবে, অথবা যেপ্রকারে ইচ্ছা, সেইপ্রকারে হইবে (—ইচ্ছা হইলে একটীর, অথবা ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলে যতগুলি উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেই সকলগুলির অনুষ্ঠান হইবে), এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, পূর্ব্বপক্ষ এই—] **অঙ্গেষু**—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলে, **যথাশ্রয়ভাবঃ**—যজ্ঞসকলে আশ্রিত অঙ্গসকলের যেমন সমুচ্চিতভাবে [ক্রমশঃ] অনুষ্ঠানের নিয়ম (—অবশ্যানুষ্ঠেয়তা) আছে, এইরূপে অঙ্গসকলে আশ্রিত উপাসনাসকলের 'আশ্রয়ভাব'—আশ্রয় যেপ্রকার, সেইপ্রকার হওয়া, অর্থাৎ সমুচ্চিতভাবে [সকলগুলির ক্রমশঃ] অবশ্যানুষ্ঠেয়তা হইবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মাঙ্গেষু উদ্গীথাদিষু যে আশ্রিতাঃ প্রত্যয়াঃ বেদত্রয়বিহিতাঃ, কিং তে সমুচ্চীয়েরন্, কিংবা যথাকামং স্যুঃ, ইতি সংশয়ে "যথাশ্রয়ভাবঃ" ইতি আহ।১ যথা এব এষাম্ আশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ সম্ভূয় ভবন্তি, এবং প্রত্যয়াঃ অপি; আশ্রয়তন্ত্রত্বাৎ প্রত্যয়ানাম্ ।২।৩।৩।৬১॥

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—কর্ম্মাঙ্গসকলের ন্যায় তদাশ্রিত উপাসনাসকলের নিয়মিত সমুচ্চয়।]

কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথ প্রভৃতিতে আশ্রিত যে বেদত্রয়ে বিহিত উপাসনাসকল, তাহারা কি সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে (—কর্ম্মাঙ্গসকলের ন্যায় সকলগুলিরই কি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান হইবে), অথবা যেপ্রকারে ইচ্ছা, সেইপ্রকারে হইবে, এই

ভাষ্যানুবাদ

প্রকার সংশয় (১) হইলে; [পূর্ব্বপক্ষী] বলেন—'যথাশ্রয়ভাব' হইবে।১ [ইহার ব্যাখ্যা—] ইহাদের (—কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত উপাসনাসকলের) আশ্রয়ভূত স্তোত্র-প্রভৃতি যেমন [ক্রমশঃ] সমুচ্চিত হইয়া [একটার পর অন্যটা] অনুষ্ঠিত হয়, উপাসনাসকলও এইপ্রকারে হইবে, যেহেতু উপাসনাসকল [স্তোত্রাদি কর্ম্মাঙ্গরূপ] আশ্রয়ের অধীন।২॥৩।৩।৬১॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] শিষ্টেশ্চ ॥৩।৩।৬২॥

সূত্রার্থ—[নমু তর্হি গোদোহনস্যাপি পশুরূপপুরুষার্থসাধকস্য সমুচ্চয়ে নিয়মঃ স্যাৎ ইতি, অতঃ আহ—] চ—কিঞ্চ, **শিষ্টেঃ**—শাসনাৎ, বিধানাৎ, প্রতিবেদং বিহিতত্বাবিশেষাৎ ইত্যর্থঃ, [কর্ম্মাঙ্গবৎ তদাশ্রিতোপাসনানাং সমুচ্চয়নিয়মঃ স্যাৎ। [অয়ং ভাবঃ—অপ্প্রণয়নার্থং চমসস্থানে বিহিতত্বাৎ তন্নিয়মে চ চমসবিধেঃ বৈয়র্থ্যাৎ গোদোহনস্য ন সমুচ্চয়ানুষ্ঠাননিয়মঃ। উপাস্তীনাং তু কস্যচিৎ অঙ্গস্য স্থানে ন বিহিতত্বাৎ সমুচ্চয়নিয়মঃ ন বিরুধ্যতে]।

অনুবাদ—[কিন্তু তাহা হইলে (—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের নিয়মিত সমুচ্চয় হইলে) পশুরূপ ফলসাধক গোদোহনপাত্রেরও সমুচ্চয়ে নিয়ম হইয়া পড়িবে, [ইহা কিন্তু সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ] ইত্যাদি। এইহেতু বলিতেছেন—] **চ**—আর, **শিষ্টেঃ**—শাসন থাকায়, বিধান থাকায়, অর্থাৎ প্রত্যেক বেদে সমানভাবে বিহিত হওয়ায় [কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় তদাশ্রিত উপাসনাসকলের নিয়মিত সমুচ্চয় হইবে। [ভাব এই—অপ্প্রণয়নের (১।২০৯ পৃঃ) জন্য চমসের স্থানে বিহিত হওয়ায় এবং তাহার নিয়ম (—অবশ্যানুষ্ঠান) হইলে চমসবিধির ব্যর্থতা হওয়ায় গোদোহনপাত্রের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের নিয়ম নাই। কিন্তু কোন কর্ম্মাঙ্গের স্থানে বিহিত না হওয়ায় উপাসনাসকলের সমুচ্চয়ে নিয়ম বিরুদ্ধ নহে]।

ভাবদীপিকা

(১) **লক্ষ্য** করিতে হইবে—৩।৩।২৭ তন্নির্দ্ধারণাধিকরণে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকল ক্রত্বর্থ (—যজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদক) নহে; পরন্তু পুরুষার্থ (—পুরুষের বিশেষ অভীষ্টসাধক), সুতরাং অবশ্য অনুষ্ঠেয় অঙ্গ নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইহেতু **আশঙ্কা** হয়—যে উপাসনাসকল কর্ম্মের সাঙ্গতাসম্পাদক অঙ্গ না হওয়ায় অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে, তাহাদের কর্ম্মের সাঙ্গতাসম্পাদক কর্ম্মাঙ্গসকলের ন্যায় সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠানবিষয়ক সংশয়ই হইতে পারে না। সুতরাং সংশয়ের অভাবে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে না। তদুত্তরে ব্যাখ্যাতৃগণ বলেন—যে প্রয়োগবিধিবলে (৪৫৮ পৃঃ) সাঙ্গপ্রধানকর্ম্মের অনুষ্ঠানক্রম বিজ্ঞাপিত হয়; সেই প্রয়োগবিধি যদি কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় তদাশ্রিত উপাসনাসকলেরও অনুষ্ঠানক্রমকে বিজ্ঞাপিত না করিতে পারে, তাহা হইলে সেই উপাসনাসকলের কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত হওয়াই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইপ্রকার যিনি মনে করেন, তাঁহার সংশয় হয় বলিয়া তাহাদের অনুষ্ঠানক্রম বিজ্ঞাপনের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে (রত্নপ্রভা দ্রঃ)। **ন্যায়নির্ণয়কার** ও **প্রকটার্থকার** বলেন—৩।৩।২৭ তন্নির্দ্ধারণাধিকরণে অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের পুরুষার্থসাধকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে পুরুষার্থসাধক হইলেও তাহাদের অনুষ্ঠানে সমুচ্চয়নিয়ম আছে, অথবা নাই, ইহা বিচারিত হইতেছে। সুতরাং কোন দোষ হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা যা আশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ ত্রিষু শিষ্যন্তে, এবম্ আশ্রিতাঃ অপি প্রত্যয়াঃ ।১ ন উপদেশকৃতঃ অপি কশ্চিৎ বিশেষঃ অঙ্গানাং তদাশ্রয়াণাং চ প্রত্যয়ানাম্ ইত্যর্থঃ ।২।৩।৩।৬২।

ভাষ্যানুবাদ

[সূঃ—কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় বেদে অবিশিষ্টভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় তদাশ্রিত উপাসনার সমুচ্চয়বিধে ।]

অথবা [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার] আশ্রয়ভূত স্তোত্র প্রভৃতি যেমন বেদত্রয়ে উপদিষ্ট হইয়াছে, এইপ্রকারে আশ্রিত উপাসনাসকলও উপদিষ্ট হইয়াছে ১ [স্তোত্রাদি] অঙ্গসকলের এবং তদাশ্রিত উপাসনাসকলের উপদেশকৃত কোনপ্রকার প্রভেদও নাই, [সুতরাং কর্ম্মাঙ্গসকলের অনুষ্ঠানে সমুচ্চয়নিয়মের ন্যায় তদাশ্রিত উপাসনাসকলেরও তাহাই হইবে], ইহাই ভাব ।২।৩।৩।৬২।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র-] সমাহারাৎ ॥৩।৩।৬৩॥

সূত্রার্থ—[সমুচ্চয়নিয়মে লিঙ্গম্ আহ—হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ উদ্গাতুঃ স্বকর্ম্মণঃ ক্ষতস্য] **সমাহারাৎ**—নির্দ্দোষকরণাৎ [অপি লিঙ্গাৎ সর্ব্ববেদোক্তানাম্ অঙ্গাশ্রিতোপাসনানাং সমুচ্চয়নিয়মং সূচয়তি শ্রুতিঃ]।

অনুবাদ—[সমুচ্চয়নিয়মে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—প্রণবের শংসনরূপ] হোতার কর্ম্ম হইতে উদ্গাতার [উদ্গীথগানরূপ] নিজকর্ম্মের যে [প্রামাদিক দুষ্টস্বরাদির প্রয়োগজন্য] ক্ষত (—অঙ্গবিকলতা), তাহার] **সমাহারাৎ**—নির্দ্দোষকরণরূপ [লিঙ্গপ্রমাণ হইতেও সর্ব্ববেদোক্ত অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের সমুচ্চয়নিয়ম শ্রুতি সূচিত করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

"হোতৃষদনাৎ হ এব অপি দুরুদ্গীথম্ অনুসমাহরতি" (ছাঃ ১।৫।৫), ইতি চ প্রণবোদ্গীথৈকত্ববিজ্ঞানমাহাত্ম্যাৎ উদ্গাতা স্বকর্ম্মণি উৎপন্নং ক্ষতং হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ প্রতিসমাদধাতি ইতি ব্রুবন্ বেদান্তরোদিতস্য প্রত্যয়স্য বেদান্তরোদিতপদার্থসম্বন্ধ-সামান্যাৎ সর্ব্ববেদোদিতপ্রত্যয়োপসংহারং সূচয়তি ইতি লিঙ্গ-দর্শনম্ ।১॥৩।৩।৬৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[সূঃ—'এক বেদে পঠিত কর্ম্মাঙ্গে বেদান্তরপঠিত উপাসনার সম্বন্ধরূপ লিঙ্গ হেতু কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনার সমুচ্চয় ।]

আর "হোতৃষদন হইতেও (—হোতার শস্ত্রপাঠ স্থান হইতেও, উদ্গাতা] দোষযুক্ত উদ্গীথকে নির্দ্দোষ করেন (২) এইপ্রকারে প্রণব ও উদ্গীথের একত্বধ্যানের মাহাত্ম্য-বলে উদ্গাতা নিজের [উদ্গানরূপ] কর্ম্মে উৎপন্ন ক্ষতকে (—দোষকে) হোতার কর্ম্ম হইতে প্রতিসমাধান (—প্রতিকার) করেন, এইপ্রকার কথনশীল [বেদ] এক বেদে (—সামবেদে) পঠিত উপাসনার অন্য বেদে (—ঋগ্বেদে) পঠিত [প্রণবরূপ] পদার্থের সহিত সামান্য (—সাধারণ, নিয়ত) সম্বন্ধবশতঃ সকল বেদে পঠিত উপাসনাসকলের উপসংহারকে সূচিত করিতেছেন, এইপ্রকার লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হইয়াছে (৩) ।১॥৩।৩।৬৩॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩।৩।৬৪॥

সূত্রার্থ—[সমুচ্চয়ে লিঙ্গান্তরম্ আহ—] চ—অপি চ, [উদ্গীথবিদ্যায়াং "তেন ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে" (ছাঃ ১।১।৯) ইতি] **গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ**—গুণস্য—অঙ্গস্য বিদ্যাশ্রয়ভূতস্য উপাস্যস্য ওঁকারস্য, সাধারণ্যশ্রুতেঃ—সর্ব্বকর্ম্মণি সাধারণ্যস্য—সহভাবস্য শ্রবণাৎ [তদাশ্রিতোপাস্তীনাম্ অপি সাধারণ্যং—সহভাবং সমুচ্চয়ানুষ্ঠানম্ সিধ্যতি ইত্যর্থঃ] ।

অনুবাদ—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকলের সমুচ্চিতানুষ্ঠানের প্রতি অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] চ—আর এক কথা, [উদ্গীথবিদ্যাতে "তদবলম্বনে (—ওঁকারাবলম্বনে) বেদত্রয়বিহিতা বিদ্যা অবস্থান করে", এইপ্রকারে] **গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ**—গুণস্য—অঙ্গের, অর্থাৎ বিদ্যার আশ্রয়ভূত উপাস্য ওঁকারের, সাধারণ্যশ্রুতেঃ—সকল কর্ম্মে সাধারণ্য, অর্থাৎ সহভাব শ্রুত হয় বলিয়া [তদাশ্রিত উপাসনাসকলেরও সাধারণ্য—সহভাব, অর্থাৎ সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব] ।

সূত্রের অন্যপ্রকার অর্থ—চ—অপিচ, [যদি সর্ব্বেষাং কর্ম্মগুণানাং উদ্গীথাদীনাং সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানাত্মকং সাধারণ্যং ন স্যাৎ, তর্হি তদাশ্রিতোপাস্তীনাম্ অপি সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং ন স্যাৎ । ন তু এতদস্তি], **গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ**—গুণানাং—কর্ম্মাঙ্গানাম্ উদ্গীথাদীনাং [সর্ব্বাঙ্গগ্রাহিণা প্রয়োগবচনেন] সাধারণ্যশ্রুতেঃ—সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানাত্মকসাধারণ্যশ্রবণাৎ । [ততশ্চ তদাশ্রিতোপাস্তীনাম্ অপি সাধারণ্যম্ ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, [যদি উদ্গীথাদি যাবতীয় কর্ম্মাঙ্গের সমুচ্চিতভাবে

ভাবদীপিকা

(২) এই ছান্দোগ্য বাক্যটির তাৎপর্য্য এই—ঋগ্বেদী হোতা যে স্থলে উপবেশন করিয়া শংসন (—শস্ত্রপাঠ) করেন, তাহাকে বলে 'হোতৃষদন'। এই পদটীর দ্বারা হোতার কর্ম্ম 'শংসন' লক্ষিত হইতেছে। সামবেদী উদ্গাতা-কর্ত্তৃক উদ্গীথগানকালে দুষ্টস্বরাদি প্রযুক্ত যে দোষ হয়, হোতা যখন শস্ত্রপাঠ করেন, উদ্গাতা তখন ঐ শস্ত্রের আদিতে উচ্চারিত প্রণবের সহিত স্বপঠিত উদ্গীথের [ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—উদ্গীথাবয়বভূত ওঁকারের] একত্বধ্যানদ্বারা তাহার প্রতিবিধান করেন। এইরূপে ছান্দোগ্যের "অথ খলু যঃ উদ্গীথঃ সঃ প্রণবঃ" (ছাঃ ১।৫।৫), ইত্যাদি স্থলে একটা উপাসনা বিহিত হইয়াছে, যাহার ফল—দুষ্ট উদ্গীথগানের দোষ নিরাকরণ।

(৩) ভাব এই—ঋগ্বেদোক্ত প্রণবোচ্চারণরূপ কর্ম্মাঙ্গের সহিত সামবেদে পঠিত উপাসনার এই যে সম্বন্ধ, শ্রুতিবিহিত হওয়ায় ইহাকে নিয়তসম্বন্ধ বলিতে হইবে। 'এক বেদে পঠিত কর্ম্মাঙ্গে বেদান্তরপঠিত উপাসনার এই যে নিয়ত সম্বন্ধ', ইহাই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের নিয়মিত সমুচ্চয়ের প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ। কারণ প্রয়োগবিধিবলে (৪৫৮ পৃঃ) অন্যবেদোক্ত কর্ম্মাঙ্গসকলের একই প্রয়োগে সমুচ্চয়ের (—উপসংহারের) ন্যায়, যে কোন বেদে বিহিত উপাসনাসকলেরও প্রয়োগবিধিবলে একই প্রয়োগে সমুচ্চয় না হইলে এইপ্রকার উপাসনা সম্ভব হয় না। অতএব 'অন্য বেদে পঠিত হওয়ারূপ' সাদৃশ্য থাকায় উক্ত লিঙ্গপ্রমাণবলে সকল বেদে পঠিত তত্তৎ কর্ম্মাঙ্গে সকল বেদে পঠিত তত্তৎ উপাসনার নিয়ত সমুচ্চয় সিদ্ধ হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

অনুষ্ঠানাত্মক সাধারণতা না থাকিত, তাহা হইলে ঐকান্তিক উপাসনাসকলের সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান হইত না। তাহা কিন্তু হয় না (—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলের সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়)। **গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ**—যেহেতু গুণানাম্—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গসকলের [যাবতীয় অঙ্গের সংগ্রহকারী প্রয়োগবিধির দ্বারা] সাধারণ্যশ্রুতেঃ—সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠানাত্মক সাধারণতা শ্রুত হইয়াছে। [আর সেইহেতু সেই উদ্গীথাদিতে আশ্রিত উপাসনাসকলেরও সাধারণতা (—সমুচ্চিত অনুষ্ঠান) সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদ্যাগুণং চ বিদ্যাশ্রয়ং সন্তম্ ওঁকারং বেদত্রয়সাধারণং শ্রাবয়তি—"তেন ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, ওম্ ইতি আশ্রাবয়তি, ওম্ ইতি শংসতি, ওম্ ইতি উদ্গায়তি" (ছা: ১।১।৯) ইতি চ। তত্শ্চ আশ্রয়সাধারণ্যাৎ আশ্রিতসাধারণ্যম্ ইতি লিঙ্গদর্শনম্ এব। অথবা "গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ" ইতি। যদি ইমে কর্ম্মগুণাঃ উদ্গীথাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণাঃ ন স্যুঃ, ন স্যাৎ ততঃ তদাশ্রয়াণাং প্রত্যয়ানাং সহভাবঃ। তে তু উদ্গীথাদয়ঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রাহিণা প্রয়োগবচনেন সর্ব্বে সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণাঃ শ্রাব্যন্তে। ততশ্চ আশ্রয়সহভাবাৎ প্রত্যয়সহভাবঃ ইতি ॥৩।৩।৬৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[পূ:—"আশ্রয়ের সমুচ্চয়বশতঃ আশ্রিতের সমুচ্চয়", এই লিঙ্গবলে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার সমুচ্চয় সিদ্ধি।]

আর [উদ্গীথ-] বিদ্যার গুণকে (—অঙ্গকে) অর্থাৎ [উদ্গীথ-] বিদ্যার আশ্রয়ভূত বেদত্রয়সাধারণ (—বেদত্রয়েই পঠিত) ওঁকারকে [শ্রুতি] শ্রবণ করাইতেছেন—"তাহার দ্বারা (—ওঁকাররূপ অক্ষরকে অবলম্বনকরতঃ) বেদত্রয়ে বিহিতা বিদ্যা অবস্থান করে, কারণ 'ওম্' উচ্চারণপূর্ব্বক দেবগণকে মন্ত্র শ্রবণ করান হয়, ওম্ উচ্চারণকরতঃ [হোতা] শস্ত্রপাঠ করেন এবং ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক [উদ্গাতা] উদ্গীথ গান করেন", ইত্যাদি। আর সেইহেতু (—কর্ম্ম ও বিদ্যাসকল ওঁকারাশ্রিত হওয়ায়, ওঁকাররূপ] আশ্রয়ের সাধারণতা (—সহভাব, সমুচ্চয়) বশতঃ আশ্রিতের (—ওঁকাররূপ আশ্রয়াবলম্বনে অবস্থিত কর্ম্ম ও বিদ্যার) সাধারণতা (—সমুচ্চয়) হয়, ইহা অবশ্যই [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বিদ্যাসকলের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের প্রতি] লিঙ্গপ্রমাণ (৪)।২

[পূ:—প্রয়োগবিধিবলে কর্ম্মাঙ্গসকলের নিয়মিত সমুচ্চয়বশতঃ তদাশ্রিত উপাসনাসকলের নিয়মিত সমুচ্চয়।]

অথবা "গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ", এই 'সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে'।৩

ভাবদীপিকা

(৪) এইরূপে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতউপাসনাসকলের নিয়মিত সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানের প্রতি "আশ্রয়সাধারণ্যাৎ আশ্রিতসাধারণ্যরূপ"। লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল "আশ্রয়ের সাধারণতাবশতঃ আশ্রিত উপাসনার সমুচ্চয়রূপ" অন্বয় প্রদর্শন করিয়া উক্ত ব্যাখ্যাকেই দৃঢ় করিবার জন্য "আশ্রয়ের সাধারণতার অভাববশতঃ আশ্রিত উপাসনার সমুচ্চয়ের অভাবরূপ ব্যতিরেক প্রদর্শনদ্বারা ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—অথবা ইত্যাদি (৩ বাক্য)।

ভাষ্যানুবাদ

যদি উদ্গীথ প্রভৃতি এই কর্ম্মাঙ্গসকল [সোমযজ্ঞ প্রভৃতি] সকল প্রয়োগে সাধারণ না হইত, তাহা হইলে তদাশ্রিত উপাসনাসকলের সহভাব (—সমুচ্চয়ানুষ্ঠান) হইত না।৪ সেই উদ্গীথ প্রভৃতি সকলই কিন্তু সকলপ্রকার অঙ্গের সংগ্রহকারী প্রয়োগবিধিবাক্যের (৪৫৮ পৃঃ) দ্বারা [সোমযজ্ঞাদি] সকলপ্রকার প্রয়োগে সাধারণভাবে শ্রাবিত (—শ্রুতিতে বিজ্ঞাপিত) হইতেছে।৫ আর সেইহেতু [উদ্গীথাদিরূপ] আশ্রয়ের সহভাব (—নিয়মিত সমুচ্চয়) বশতঃ [তদাশ্রিত] উপাসনা-সকলের সহভাব হইবে, ইত্যাদি।৬॥৩।৩।৬৪॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥৩।৩।৬৫॥**

সূত্রার্থ—[এবং পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তঃ—] **বা**শব্দঃ—তু-অর্থঃ, পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। **ন**—অঙ্গাশ্রিতোপাস্তীনাম্ অঙ্গবৎ ন সমুচ্চয়নিয়মঃ। [কুতঃ?] **তৎসহভাবা-শ্রুতেঃ**—"গ্রহং বা গৃহীত্বা" (তৈঃ সং ৩।১।২।৪) ইত্যাদিনা যথা অঙ্গানাং সহভাবঃ—সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং শ্রূয়তে, তদ্বৎ তাসাম্ উপাস্তীনাং সহভাবাশ্রবণাৎ।

অনুবাদ—[এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] **বা**শব্দ—তু-অর্থক (—'তু' কারের যাহা অর্থ, বাশব্দটী সেই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে), পূর্ব্বপক্ষনিরাকরণ ইহার প্রয়োজন। **ন**—অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের অঙ্গের ন্যায় সমুচ্চয়নিয়ম (—সকলগুলির অবশ্যানুষ্ঠেয়তা) নাই। [তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **তৎসহভাবাশ্রুতেঃ**—যেহেতু "গ্রহকে (—সোমরসপাত্রকে) গ্রহণ করিয়া···স্তোত্রপাঠ করিবে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যেমন অঙ্গসকলের সহভাব—সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান শ্রুত হয়, তাহার ন্যায় সেই [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত] উপাসনাসকলের সহভাব শ্রুত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

"ন বা" ইতি পক্ষব্যাবর্ত্তনম্।১ ন যথাশ্রয়ভাবঃ আশ্রিতানাম্ উপাসনানাং ভবিতুম্ অর্হতি।২ কুতঃ?৩ তৎসহভাবাশ্রুতেঃ।৪ যথা হি ত্রিবেদীবিহিতানাম্ অঙ্গানাং স্তোত্রাদীনাং সহভাবঃ শ্রূয়তে—"গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বা উন্নীয় স্তোত্রম্ উপাকরোতি,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠানে তদাশ্রিতোপাসনার অনুষ্ঠানবিধায়ক শ্রুতির অভাব এবং কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় তৎসংগ্রহে প্রয়োগবিধির অসামর্থ্যবশতঃ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনার অনুষ্ঠান পুরুষের ইচ্ছাধীন।]

[সিদ্ধান্ত—] "ন বা" ইহা (—এইরূপে আরব্ধ সূত্রটী) পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবৃত্তি।১ [কর্ম্মাঙ্গে] আশ্রিত উপাসনাসকলের যথাশ্রয়ভাব (—আশ্রয়ভূত কর্ম্মাঙ্গসকল যেপ্রকার অবশ্যানুষ্ঠেয়, সেইপ্রকার হওয়া) সঙ্গত নহে।২ কেন নহে?৩ [উত্তর—] "যেহেতু তাহাদের সহভাব (—সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান) শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই"।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু "গ্রহকে (—সোমরসপাত্রকে) গ্রহণ করিয়া, অথবা চমসকে (১।২০৯ পৃঃ) উত্তোলন করিয়া স্তোত্রকে [বিহিত স্বরযোগে] পাঠ

শাঙ্করভাষ্যম্

স্তোত্রম্ অনুশংসতি, প্রস্তোতঃ সাম গায়, হোতঃ এতদ্ যজ" (তৈঃ সং ৩।১।২।৪) ইত্যাদিনা ; নৈবম্ উপাসনানাং সহভাবশ্রুতিঃ অস্তি ।৫ নমু প্রয়োগবচনঃ এষাং সহভাবং প্রাপয়েৎ ।৬ নেতি ব্রূমঃ, পুরুষার্থত্বাৎ উপাসনানাম্ ।৭ প্রয়োগবচনঃ হি ক্রত্বর্থানাম্ উদ্গীথাদীনাং সহভাবং প্রাপয়েৎ ।৮ উদ্গীথাদ্যুপাসনানি ক্রত্বর্থাশ্রয়াণি অপি গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থানি ইতি অবোচাম "পৃথগ্ হ্য-প্রতিবন্ধঃ ফলম্" (৩।৩।৪২) ইত্যত্র ।৯ অয়ম্ এব চ উপদেশাশ্রয়ঃ বিশেষঃ অঙ্গানাং তদালম্বনানাং চ উপাসনানাং যদ্ একেষাং

ভাষ্যানুবাদ

করিবে, স্তোত্রকে অনুশংসন (—বিনাস্বরযোগে পাঠ) করিবে, হে প্রস্তোতা, সাম গান কর, হে হোতা, এই যাজ্যামন্ত্র পাঠ কর", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যেপ্রকারে বেদত্রয়বিহিত স্তোত্রাদিকর্ম্মাঙ্গসকলের সহভাব (—একের পর অন্যটীর সমুচ্চিত-ভাবে অনুষ্ঠান) শ্রুত হইতেছে ; [তদাশ্রিত] উপাসনাসকলের এইপ্রকার সহভাববোধক শ্রুতিবাক্য নাই ।৫ [শঙ্কা—] কিন্তু প্রয়োগবিধিবাক্য ইহাদের সহভাবকে প্রাপ্ত করাইবে ।৬ [সমাধান—তদুত্তরে] আমরা বলিতেছি—না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু উপাসনাসকল পুরুষার্থ (—পুরুষের বিশেষ ফলরূপ প্রয়োজন-সম্পাদক, ৫) ।৭ দেখ, প্রয়োগবিধি [বিনিয়োগবিধির (৪১১ পৃঃ) দ্বারা অঙ্গরূপে উপস্থাপিত] যজ্ঞের সাঙ্গতা সম্পাদক উদ্গীথ প্রভৃতির সহভাবকে (—ক্রমসমুচ্চিত-ভাবে অনুষ্ঠানক্রমকে) প্রাপ্ত করাইবে, ['কিন্তু যাহা অঙ্গ নহে, তাহাকে সংগ্রহ করিবে না' ।৮ শঙ্কা—কিন্তু তাহা হইলেও আশ্রয়ভূত উদ্গীথাদি অঙ্গের সংগ্রহ হওয়ায় তদাশ্রিত উপাসনাসকলের সংগ্রহ ফলতঃ সিদ্ধই হইয়া পড়ে। সমাধান—] উদ্গীথাদি উপাসনাসকল ক্রত্বর্থকে (—যজ্ঞের সাঙ্গতাসম্পাদক অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গকে) আশ্রয় করিলেও গোদোহনপাত্রাদির ন্যায় পুরুষার্থসাধক (—বিশেষ ফলপ্রাপ্তিরূপ পুরুষপ্রয়োজনসম্পাদক), ইহা আমরা "পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" ইত্যাদি এই স্থলে বলিয়াছি। [৪৬১ পৃঃ ১৬ বাক্য হইতে দ্রঃ। সেইহেতু তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে পুরুষ তাহার অনুষ্ঠান নাও করিতে পারে] ।৯

[সিঃ—"শিষ্টেশ্চ" (৩।৩।৬৩) এই লিঙ্গপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি।]

["শিষ্টেশ্চ" এই সূত্রোক্ত যুক্তিকে নিরাকরণ করিতেছেন—] আর কর্ম্মাঙ্গ-সকলের এবং তদাশ্রিত উপাসনাসকলের ইহাই উপদেশাশ্রিত বিশেষ (—বিধি-বাক্যাশ্রিত প্রভেদ) যে, কতকগুলি (— কর্ম্মাঙ্গগুলি) ক্রত্বর্থ (—যজ্ঞের সাঙ্গতা-

ভাবদীপিকা

(৫) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"বিমতোপাসনানি ন ক্রতৌ নিয়মেন সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ানি, অঙ্গাশ্রিতত্বে সতি ভিন্নফলত্বাৎ, গোদোহনাদিবৎ"।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রত্বর্থত্বম্, একেষাং পুরুষার্থত্বম্ ইতি।১০ পরং চ লিঙ্গদ্বয়ম্ অকারণম্ উপাসনাসহভাবস্য, শ্রুতিন্যায়াভাবাৎ।১১ ন চ প্রতিপ্রয়োগম্ আশ্রয়কাৎর্স্ন্যোপসংহারাৎ আশ্রিতানাম্ অপি তথাত্বং বিজ্ঞাতুং শক্যম্, অতৎপ্রযুক্তত্বাৎ উপাসনানাম্।১২ আশ্রয়তন্ত্রাণি অপি হি উপাসনানি কামম্ আশ্রয়াভাবে মা ভূবন্, ন তু আশ্রয়সহ-

ভাষ্যানুবাদ

সম্পাদক হওয়ায় অবশ্যানুষ্ঠেয়) এবং অপরগুলি (—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাগুলি) পুরুষার্থ (—পুরুষের বিশেষফলরূপ প্রয়োজন সম্পাদক হওয়ায় তদনুষ্ঠান তাহার স্বেচ্ছাধীন।১০ সেইহেতু উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ (৩ ভাবদীঃ) অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িল]।

[সিঃ—অর্থবাদগত লিঙ্গপ্রমাণ উপাসনাসকলের সমুচ্চিতানুষ্ঠানের জ্ঞাপক নহে।]

['সমাহারাৎ' এবং 'গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ' (৩।৩।৬৩-৬৪), এই সূত্রদ্বয়ে প্রদর্শিত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়কে নিরাকরণ করিতেছেন—] আর পরবর্ত্তী লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় উপাসনা-সকলের সহভাবের (—সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠানের) প্রতি কারণ নহে, যেহেতু [তৎপ্রতিপাদক] শ্রুতি ও যুক্তি নাই (৬)।১১

[সিঃ—প্রয়োগবিধিকর্ত্তৃক সংগৃহীত না হওয়ায় কামনানিয়মিত অঙ্গাশ্রিতোপাসনার যথাভীষ্ট অনুষ্ঠান]

আর প্রত্যেক প্রয়োগে (—প্রত্যেক যজ্ঞানুষ্ঠানে, প্রয়োগবিধির দ্বারা] সমগ্র আশ্রয়ের (—সাঙ্গপ্রধান কর্ম্মের) উপসংহার (—একত্র সংগ্রহ) বশতঃ আশ্রিত [উপাসনা-] সকলেরও সেইপ্রকার হওয়াকে (—একত্র উপসংহৃত হওয়াকে) অবগত হইতে পারা যায় না, যেহেতু উপাসনাসকল তৎপ্রযুক্ত নহে (—কর্ম্মাঙ্গ না হওয়ায় প্রয়োগবিধিকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয় না।১২ কিন্তু কর্ম্মাঙ্গের অনুষ্ঠান হইলে যদি তদাশ্রিত উপাসনার অনুষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত বলা যায় কিপ্রকারে ? উত্তর—] উপাসনাসকল [উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গরূপ] আশ্রয়ের অধীন হইলেও আশ্রয়ের অভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, না হউক ; কিন্তু [কর্ম্মাঙ্গরূপ] আশ্রয়সকলের সহভাবের (— সমুচ্চয়ানুষ্ঠানের) দ্বারা তাহাদের সহভাবনিয়ম (— নিয়-

ভাবদীপিকা

(৬) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—উক্ত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়কে প্রদর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী যে "হোতৃষদনাৎ হ এবাপি" (ছাঃ ১।৫।৫) এবং "তেন ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে" (ছাঃ ১।১।৯), এই বাক্যদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহারা অর্থবাদ মাত্র। প্রথমোক্ত স্থলে তাহা প্রণব ও উদ্গীথের (—উদ্গীথাবয়বভূত ওঁকারের) একত্বধ্যানের মহিমাখ্যাপক, সেই স্থলে কোন কিছুর বিধায়ক নহে। আর দ্বিতীয় স্থলেও তাহা ওঁকারের মহিমাখ্যাপক, কোনপ্রকার আশ্রয়াশ্রয়িভাবের বিধায়ক নহে। অর্থবাদবাক্যগত এই লিঙ্গসকল অন্যার্থদর্শনাত্মক (৪৮২ পৃঃ) হওয়ায় স্বতন্ত্র-ভাবে কোন কিছুর সাধক হইতে পারে না। সেইহেতু উক্ত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা-সকলের সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠানের জ্ঞাপক নহে। এক্ষণে "গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ" (৩।৩।৬৪) এই সূত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—ন চ—'আর' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবেন সহভাবনিয়মম্ অর্হন্তি, তৎসহভাবাশ্রুতেঃ এব ।১৩ তস্মাৎ যথাকামম্ এব উপাসনানি অনুষ্ঠীয়েরন্ ।১৪।৩।৩।৬৫।

ভাষ্যানুবাদ

মিত সমুচ্চয়) সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাদের সহভাববোধক ["গ্রহং বা গৃহীত্বা" (তৈঃ সং ৩।১।২।৪) ইত্যাদিপ্রকার] শ্রুতিবাক্যই নাই (১) ।১৩ সেইহেতু (—তদ্বোধক বিধির অভাবে অঙ্গসকলের ন্যায় সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠেয় না হওয়ায় এবং পুরুষের কামনাও অনিয়ত হওয়ায়, এই কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত] উপাসনাসকল যেপ্রকারে ইচ্ছা সেইপ্রকারে অনুষ্ঠিত হইবে (—কামনানুসারে এক বা একাধিকের অনুষ্ঠান হইবে) ।১৪॥৩।৩।৬৫॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৬৬॥**

সূত্রার্থ—চ—অপি চ, ["এবংবিদ্ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজঃ অভিরক্ষতি" (ছাঃ ৪।১৭।১০), ইত্যাদিশ্রুতৌ ব্যাহৃতিহোমপ্রায়শ্চিত্তবিজ্ঞানবতা ব্রহ্মণা ইতরেষাম্ ঋত্বিজাং পরিপাল্যত্ব] **দর্শনাৎ** [ন সর্ব্বেষাম্ অঙ্গাশ্রিতানাম্ উপাসনানাং সমুচ্চয়নিয়মঃ ইতি সিদ্ধম্ । [সর্ব্বেষাম্ ঋত্বিজাম্ অবিশেষেণ সর্ব্ববিত্ত্বে ব্রহ্মণা তেষাং পরিপাল্যত্বকীর্ত্তনং ন স্যাৎ, অস্তি চ তৎ । তস্মাৎ অবিশেষেণ সর্ব্বে ঋত্বিজঃ ন বিজ্ঞানবন্তঃ ইতি জ্ঞায়তে । অতশ্চ "ব্রহ্মণা পরিপাল্যত্বলিঙ্গাৎ" ন বিজ্ঞানানাং সমুচ্চয়নিয়মঃ ইতি ভাবঃ] ।

অনুবাদ—চ—আর, ["এতাদৃশ বিজ্ঞানবান্ ব্রহ্মাই যজ্ঞ যজমান ও ঋত্বিগ্‌গণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্যাহৃতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে জ্ঞানবান্ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অপর ঋত্বিগ্‌গণের পরিপালন] **দর্শনাৎ**—দেখা যায় বলিয়া [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের সমুচ্চয়নিয়ম হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল । [অবিশেষভাবে সকল ঋত্বিক্ সর্ব্ববিদ্ (—সকলপ্রকার উপাসনার অনুষ্ঠানকারী) হইলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক তাহাদের পরিপালনের বর্ণনা থাকিত না, তাহা কিন্তু আছে । সেইহেতু অবিশেষভাবে সকল ঋত্বিক্ বিজ্ঞানবান (—উপা-

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—কর্ম্মাঙ্গসকলের ন্যায় তদাশ্রিত উপাসনাসকলের নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান-বোধক শ্রুতিবাক্য নাই. সেইহেতু সাঙ্গপ্রধানের অনুষ্ঠাননিয়ামক প্রয়োগবিধি প্রধান কর্ম্ম ও কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে ও তাহাদের অনুষ্ঠানক্রম জ্ঞাপন করিতে পারে না । অথচ শ্রুতিবিহিত তাহারা ব্যর্থ হইতে পারে না, সেইহেতু তদ্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যের অনুকূল যুক্তি বলে ইহাদের অনুষ্ঠানক্রম নিরূপণ করিতে হইবে । সেই যুক্তি এই—এই জাতীয় উপাসনাকে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত এইজন্য বলা হয় যে, অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলে ইহাদের অনুষ্ঠান হয় না । কিন্তু অঙ্গের অনুষ্ঠান হইলেই যে ইহাদের অনুষ্ঠান হইবে, ইহা বলা যায় না ; কারণ উপাসক ও এই জাতীয় উপাসনার মধ্যে যে সম্বন্ধ, কামনাই তাহার নিয়ামক । সেই কামনা আবার সকল পুরুষে সমান নহে এবং নিয়তও নহে । সেইহেতু অনিয়ত কামনাবশতঃ এই জাতীয় উপাসনাতে প্রবৃত্তিও অনিয়তই হইবে ।

সনজ্ঞ) নহেন, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। এইহেতু "ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পরিপাল্যত্বরূপ" লিঙ্গ-প্রমাণবলে [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত] উপাসনাসকলের নিয়মিত সমুচ্চয় (—সকলগুলিরই অবশ্যানুষ্ঠান) সিদ্ধ হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ অসহভাবং প্রত্যয়ানাম্—"এবংবিদ্ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজঃ অভিরক্ষতি" (ছাঃ ৪।১৭।১০) ইতি।১ সর্ব্বপ্রত্যয়োপসংহারে হি সর্ব্বে সর্ব্ববিদঃ ইতি ন বিজ্ঞানবতা ব্রহ্মণা পরিপাল্যত্বম্ ইতরেষাং সঙ্কীর্ত্ত্যেত।২ তস্মাৎ যথাকামম্ উপাসনানাং সমুচ্চয়ঃ বিকল্পঃ বা ইতি।৩।৩।৬৬॥

ইতি ষট্‌ত্রিংশং যথাশ্রয়ভাবাধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য "পরাপরব্রহ্মবিদ্যা-গুণোপসংহারাখ্যঃ" তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পরিপাল্যত্ব' লিঙ্গবলে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনার যথাভীষ্ট অনুষ্ঠান।]

আর শ্রুতি [কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের] অসহভাব (—নিয়মিত সমুচ্চয়ের অভাব) প্রদর্শন করিতেছেন—"এইপ্রকার বিজ্ঞানবান্ (—অঙ্গ-লোপে ব্যাহৃতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক ঋগ্বেদাদিতে বিহিত উপাসনা-যুক্ত) ব্রহ্মাই [সাঙ্গতাসম্পাদনদ্বারা] যজ্ঞকে, [ফলপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক নিরাকরণদ্বারা] যজমানকে এবং [তৎকৃত দোষনিরাকরণদ্বারা] ঋত্বিগ্‌গণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন", ইত্যাদি।১ [কিন্তু ইহার দ্বারা এই উপাসনাসকলের অসমুচ্চয় কিপ্রকারে সিদ্ধ হয়? উত্তর—] যেহেতু সকল প্রত্যয়ের উপসংহার হইলে (—সকল ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক অবিশেষভাবে সকল উপাসনা অনুষ্ঠিত হইলে) সকলেই সর্ব্ববিৎ (—সকলপ্রকার উপাসনানুষ্ঠায়ী) হইতেন, এইহেতু বিজ্ঞানবান্ (—প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক তাদৃশ উপাসনাযুক্ত) ব্রহ্মা [নামক ঋত্বিক্] কর্ত্তৃক অন্য ঋত্বিক্‌সকলের পরিপালন (—তাহাদের অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার বৈগুণ্যসমাধান) শ্রুতিতে বর্ণিত হইত না (৮)।২ সেইহেতু (—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পরিপাল্যত্বলিঙ্গ ও অনুমানবলে (৫ ভাবদীঃ) নিয়মিত সমুচ্চয় সিদ্ধ হয় না বলিয়া, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত] উপাসনাসকলের যেপ্রকারে ইচ্ছা সমুচ্চয়, অথবা বিকল্প হইবে (—ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলে সেই স্থলে যতগুলি উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সেই সকলগুলিরই অনুষ্ঠান হইবে, অথবা সেই উপাসনাসকলের মধ্যে যেটীর ইচ্ছা, সেইটীর অনুষ্ঠান হইবে, কিন্তু নিয়মিতভাবে সকলগুলির অনুষ্ঠান হইবে না (৯)।৩।৩।৬৬॥ যথাশ্রয়ভাবাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৮) ভাব এই—শ্রুতিতে এইপ্রকারে ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্‌কর্তৃক অন্য ঋত্বিক্‌গণের পরিপালন বর্ণিত হওয়ায় অন্য ঋত্বিক্‌গণ, ব্রহ্মা যে উপাসনা করেন, সেই উপাসনা করেন না; ফলে উপাসনাসকলের নিয়মিত সমুচ্চয় শ্রুতির বিবক্ষিত নহে, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইপ্রকারে 'ব্রহ্মাকর্তৃক পরিপাল্যত্ব নিবন্ধনে' কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের যথাভীষ্টানুষ্ঠানই সিদ্ধ হয়, নিয়মিত সমুচ্চয় নহে।

[শ্রৌত উপাসনার নানাপ্রকার প্রভেদ]

(৯) ১।১।৪ সমন্বয়াধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে (১।১৬২ পৃঃ) উপাসনার পরিচয়প্রদানকালে ঐতঃ আরণ্যকের সায়ণভাষ্যানুসারে "ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা", এইপ্রকারে উপাসনার দুইটী স্থূল বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে*। এক্ষণে নানাপ্রকার উপাসনার সহিত পরিচিত হওয়ার বুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য শ্রৌত উপাসনার সূক্ষ্ম বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে—উপাসনা, অর্থাৎ বিদ্যা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা ১। ব্রহ্মবিদ্যা এবং ২। অব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যথা (১) পরব্রহ্মবিদ্যা (২) অপরব্রহ্মবিদ্যা (কার্য্যব্রহ্মবিদ্যা, হিরণ্যগর্ভবিদ্যা) এবং (৩) মিশ্রিত বিদ্যা†। (১) পরব্রহ্মবিদ্যা আবার নির্গুণ ও সগুণ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞেয় ও উপাস্য ভেদে দুইপ্রকার। শেষোক্ত বিদ্যা আবার কর্ম্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা এবং কর্ম্মানঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা (তটস্থ) ভেদে দ্বিবিধ। সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা, অপরব্রহ্মবিদ্যা এবং অব্রহ্মবিদ্যা, ইহারা সকলেই ১। অপ্রতীকালম্বনা, ২। কর্ম্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা এবং ৩। কর্ম্মানঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা (তটস্থ) ভেদে ত্রিবিধ। উদাহরণ সহ নিম্নে প্রদর্শিত বিভাগচিত্র হইতে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে। আমাদের বুদ্ধিতে যেপ্রকার প্রতিভাত হইতেছে, উদাহরণগুলি সেইপ্রকার কোষ্ঠকে সন্নিবিষ্ট হইল। বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে ইহাদের স্থানপরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। শ্রুতিতে বিভিন্ন ফলপ্রদ বিভিন্নপ্রকারের বহু বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে; তাহারা বিভাগচিত্রে প্রদর্শিত কোষ্ঠকসকলের মধ্যে যে কোন একটীতে সন্নিবিষ্ট হইবে, শারীরকমীমাংসা হইতে এইপ্রকারই প্রতিভাত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

---

* আমাদের অনাবধানতাবশতঃ উক্ত স্থলে 'সম্বর্গবিদ্যা' প্রতীকোপাসনার অন্তর্গতরূপে বর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা 'অপ্রতীকালম্বনা বিদ্যা'। বিভাগচিত্র দ্রষ্টব্য। চতুঃসূত্রীর ২য় সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইতেছে।

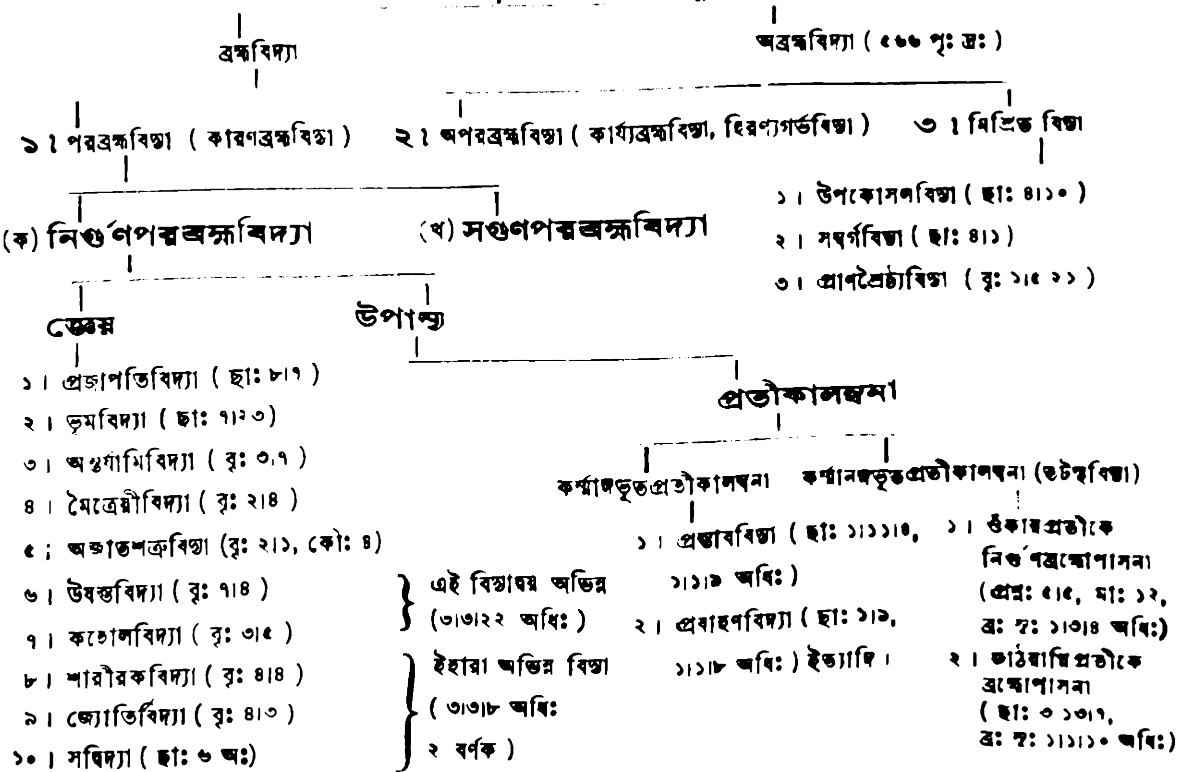
† ছাঃ ৪।১০ ভাষ্যটীকাতে পূজ্যপাদ আনন্দগিরি উপকোসলবিদ্যাকে "কার্য্যব্রহ্মোপাসনাসমুচ্চিত কারণব্রহ্মোপাসনা" বলিয়াছেন। সেইহেতু এই বিদ্যাকে মিশ্রিতবিদ্যা, অপরব্রহ্মবিদ্যা এবং সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা, এই কোষ্ঠকত্রয়েই সন্নিবিষ্ট করা হইল। আবার ৩।৩।২৮ প্রদানাধিকরণে প্রয়োগভেদ প্রদর্শনদ্বারা সম্বর্গবিদ্যা ও প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যার অধ্যাত্মপ্রয়োগে মুখ্যপ্রাণরূপ অব্রহ্মের উপাসনাও বর্ণিত হইয়াছে। সেইহেতু ইহারা মিশ্রিতবিদ্যা, অব্রহ্মবিদ্যা এবং অপরব্রহ্মবিদ্যা এই কোষ্ঠকত্রয়ে সন্নিবিষ্ট হইল। (৩৭২ পৃঃ ২ এবং ৫৩৬ পৃঃ ১ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

ভাবদীপিকা

বিভাগচিত্র প্রদর্শনের পূর্ব্বে একটী বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাহা এই— **পরব্রহ্ম**বিদ্যাকে আমরা **নির্গুণ**পরব্রহ্মবিদ্যা এবং (খ) **সগুণ**পরব্রহ্মবিদ্যা, এইপ্রকারে দুইভাগে বিভক্তরূপে প্রদর্শন করিতেছি। তাহার হেতু—নির্গুণপরব্রহ্ম এবং সগুণপরব্রহ্ম বস্তুতঃ একই তত্ত্ব, মিথ্যামায়োপাধিক দৃষ্টিতে নির্গুণপরব্রহ্মকেই সগুণপরব্রহ্ম বলা হয়। ছান্দোগ্য ৮৷৭৷১ শ্রুতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ আনন্দগিরি এই উভয় তত্ত্বের একত্বের কথাই বলিয়াছেন যথা—"যন্মায়োপাধি সবিশেষচৈতন্যং তদেব নিরুপাধি নির্বিশেষম্", ইত্যাদি। ভগবান্ ভাষ্যকারও "তদেব যত্র নামরূপাদিবিশেষেণ" এবং "ন, অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিতয়া পরিহৃতত্বাৎ" (৪৷৩৷১৪ সূঃ ১১৪-১১৬ বাক্য), ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থে প্রকারান্তরে ইহাই বলিয়াছেন। মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হইলেই নির্গুণপরব্রহ্ম হন "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্", ইহাই বস্তুস্থিতি। এই দৃষ্টি অবলম্বনেই ভগবান্ ভাষ্যকারও "জগতঃ....জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি তদ্ ব্রহ্ম ইতি" (১৷১৷২ সূঃ ৯ বাক্য), ইত্যাদিপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং পরব্রহ্মবিদ্যার উক্তপ্রকার বিভাগ প্রদর্শন অশাস্ত্রীয় নহে। কিন্তু ভগবান্ ভাষ্যকার নির্গুণপরব্রহ্ম ব্যতিরেকে ব্রহ্মের মায়োপহিত ও নামরূপোপহিত যাবতীয় সোপাধিক অবস্থাকে **'অপরব্রহ্ম'** শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন (৪৷৩৷৫ অধিঃ, ৩ এবং ৩০ ভাবদীঃ দ্রঃ)। টীকাগ্রন্থসকলেও বহু স্থলে এইপ্রকারই পরিদৃষ্ট হয় (৪৷২৷১৭ সূঃ ন্যায়নির্ণয় প্রভৃতি দ্রঃ)। এই মতানুসরণে বিদ্যার বিভাগ প্রদর্শন করিতে হইলে **(২) অপরব্রহ্মবিদ্যাকে** (ক) **কারণ অপর**ব্রহ্মবিদ্যা এবং (খ) **কার্য্য অপর**ব্রহ্মবিদ্যা, এইভাবে বিভক্ত করিতে হইবে; যেহেতু মায়োপহিত যে সগুণপরব্রহ্ম, তিনি নামরূপোপহিত হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য্যব্রহ্মেরও হেতু। পাঠকের ইচ্ছা হইলে ব্রহ্মবিদ্যার বিভাগ এইভাবেও গ্রহণ করিতে পারেন। এক্ষণে বিদ্যার বিভাগচিত্র প্রদর্শিত হইতেছে—

বিভাগচিত্র পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

রজ্জৌ সর্পবদধ্যস্তং যস্মিন্ মায়াময়ং জগৎ।
অনামরূপবদ্‌ব্রহ্ম ভাবয়ামি তদাত্মকঃ॥


শ্রৌত বিদ্যার বিভাগচিত্র
বিদ্যা (উপাসনা)
ব্রহ্মবিদ্যা
অব্রহ্মবিদ্যা (৫৬৬ পৃঃ দ্রঃ)
১। পরব্রহ্মবিদ্যা (কারণব্রহ্মবিদ্যা)
২। অপরব্রহ্মবিদ্যা (কার্য্যব্রহ্মবিদ্যা, হিরণ্যগর্ভবিদ্যা)
৩। মিশ্রিত বিদ্যা
১। উপকোসলবিদ্যা (ছাঃ ৪।১০)
২। সম্বর্গবিদ্যা (ছাঃ ৪।১)
৩। প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা (বৃঃ ১।৫ ২১)
(ক) নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা
(খ) সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা
জ্ঞেয়
উপাস্য
১। প্রজাপতিবিদ্যা (ছাঃ ৮।৭)
২। ভূমবিদ্যা (ছাঃ ৭।২৩)
৩। অন্তর্যামিবিদ্যা (বৃঃ ৩।৭)
৪। মৈত্রেয়ীবিদ্যা (বৃঃ ২।৪)
৫। অজাতশত্রুবিদ্যা (বৃঃ ২।১, কৌঃ ৪)
৬। উষস্তবিদ্যা (বৃঃ ৭।৪)
৭। কহোলবিদ্যা (বৃঃ ৩।৫)
৮। শারীরকবিদ্যা (বৃঃ ৪।৪)
৯। জ্যোতির্বিদ্যা (বৃঃ ৪।৩)
১০। সদ্বিদ্যা (ছাঃ ৬ অঃ)
এই বিদ্যাদ্বয় অভিন্ন (৩।৩।২২ অধিঃ)
ইহারা অভিন্ন বিদ্যা (৩।৩।৮ অধিঃ ২ বর্ণক)
প্রতীকালম্বনা
কর্ম্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা
কর্ম্মানঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা (স্বতন্ত্রবিদ্যা)
১। প্রস্তাববিদ্যা (ছাঃ ১।১১।৩, ১।১।৯ অধিঃ)
২। প্রবাহণবিদ্যা (ছাঃ ১।৯, ১।১।৮ অধিঃ) ইত্যাদি।
১। ওঁকারপ্রতীকে নির্গুণব্রহ্মোপাসনা (প্রশ্নঃ ৫।৫, মাঃ ১২, ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪ অধিঃ)
২। আঠরাগ্নিপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা (ছাঃ ৩ ১৩।৭, ব্রঃ সূঃ ১।১।১০ অধিঃ)

[শ্রৌতবিদ্যার বিভাগচিত্র]

১১। আনন্দময়বিদ্যা (তৈঃ ২।১)
১২। অক্ষরবিদ্যা (বৃঃ ৩।৮)
১৩। প্রাতর্দ্দনবিদ্যা (কৌঃ ৩,
ব্রঃ সূঃ ১।১।১১ অধিঃ) ইত্যাদি,

৩। নামব্রহ্মোপাসনা
(ছাঃ ৭।১।৫)
ইত্যাদি।

(খ) সগুণপরব্রহ্মবিদ্যা

অপ্রতীকালম্বনা (অহংগ্রহোপাসনা)

১। শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪)
২। দহরবিদ্যা (ছাঃ ৮।১)
৩। বৈশ্বানরবিদ্যা * (ছাঃ ৫।১১)
৪। মধুবিদ্যা * (ছাঃ ৩।১)
৫। ষোড়শকলবিদ্যা (ছাঃ ৮।৪)
৬। গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্মোপাসনা (ছাঃ ৩।১২)
৭। উপকোসলবিদ্যা (ছাঃ ৪।১০) ইত্যাদি

প্রতীকালম্বনা

কর্ম্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা

১। হিরণ্ময়পুরুষবিদ্যা (ছাঃ ১।৬।৬ ব্রঃ সূঃ ১।১।৭ অধিঃ)
২। অক্ষিপুরুষবিদ্যা (ছাঃ ১।৭।৫) ইত্যাদি।

কর্ম্মানঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা

(তটস্থবিদ্যা)
১। চতুষ্পাদবিদ্যা (মন ও আকাশ প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি, ছাঃ ৩।১৮)
ইত্যাদি।

[দ্রষ্টব্য— এই কোষ্ঠকে উল্লিখিত সকল বিদ্যাই ক্রমমুক্তিপ্রদ নহে ; ৪।৩।৫ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ]

* বৈশ্বানরবিদ্যা ও মধুবিদ্যা যথাক্রমে 'জাঠরবৈশ্বানরোপাধিক' ও 'আদিত্যোপাধিক' ব্রহ্মোপাসনা। লক্ষ্য করিতে হইবে—উপাধি প্রতীক নহে। উপাধি ১।৩২ পৃঃ দ্রঃ। প্রতীকোপাসনাতে প্রধান বা অপ্রধানভাবে প্রতীক অনুস্যূত থাকেই, উপাধি মোটেই তাহা থাকে না। ৩।৩।৩১ সূত্রভাষ্যে এই বিদ্যাসকলের বলে দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল উপাসনাতে প্রতীকের ন্যায় জাঠরাগ্নি ও আদিত্য অনুস্যূত থাকিলে তাদৃশ গতি সঙ্গত হয় না ; কারণ "অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি" (৪।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার বৈশ্বানরবিদ্যাতে "প্রত্যগাত্মতয়া অভিবিমীয়তে অহম্ ইতি জ্ঞায়তে" (ছাঃ ৫।১৮।১ ভাষ্য) এইপ্রকারে 'অহংগ্রহ' বিহিত হইয়াছে। জাঠরাগ্নি প্রতীক হইলে তাহা সম্ভব হইত না। 'কারণ "ন প্রতীকে ন হি সঃ" (ব্রঃ ৪।১।৪) ইত্যাদি সূত্রে প্রতীকে 'অহংগ্রহ' নিষিদ্ধ হইয়াছে।

[শ্রৌতবিদ্যার বিভাগচিত্র]

২। অপরব্রহ্মবিদ্যা (কার্য্যব্রহ্মবিদ্যা, হিরণ্যগর্ভবিদ্যা)

- **অপ্রতীকালম্বনা**
  - ১। সম্বর্গবিদ্যা (ছাঃ ৪।১, অধিদৈবাংশ)
  - ২। প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা (বৃঃ ১।৫।২১, ঐ)
  - ৩। পর্য্যঙ্কবিদ্যা (কৌঃ ১ অঃ)
  - ৪। মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত হিরণ্যগর্ভবিদ্যা(বৃঃ ৫।৬)
  - ৫। সত্যবিদ্যা (বৃঃ ৫।৪, ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২৪ অধিঃ)
  - ৬। উপকোসলবিদ্যা (ছাঃ ৪।১০), ইত্যাদি।
- **প্রতীকালম্বনা**
  - কর্ম্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা
    - ১। উমবর্ণে প্রজাপতিশরীরদৃষ্টি (ছাঃ ২।২২।৩)
    - ২। হিঙ্কারে প্রজাপতিদৃষ্টি (ছাঃ ১।১৩।২) ইত্যাদি।
  - কর্ম্মানঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা (তটস্থবিদ্যা)
    - ১। বিদ্যুদ্বিদ্যা (বৃঃ ৬।৭)
    - ২। হৃদয়বিদ্যা (বৃঃ ৫।৩)
    - ৩। বাগ্‌ধেনুবিদ্যা (বৃঃ ৫।৮) ইত্যাদি।

অব্রহ্মবিদ্যা

- **অপ্রতীকালম্বনা**
  - ১। মুখ্যপ্রাণবিদ্যা (ছাঃ ৫।১, বৃঃ ৬।১, ছাঃ ৭।১৫)
  - ২। সম্বর্গবিদ্যা (ছাঃ ৪।১, অধ্যাত্মাংশ)
  - ৩। প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যবিদ্যা (বৃঃ ১।৫।২১, ঐ) ইত্যাদি।
- **প্রতীকালম্বনা**
  - কর্ম্মাঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা
    - ১। উদ্গীথাবয়ব ওঁকারে মুখ্যপ্রাণদৃষ্টি (ছাঃ ১।২।৭, ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩ অধিঃ)
    - ২। উদ্গীথবিদ্যা (উদ্গাতাতে মুখ্যপ্রাণদৃষ্টি, বৃঃ ১।৩।৭, ব্রঃ সূঃ ঐ)
    - ৩। উক্‌থোপাসনা (বৃঃ ৫।১৩।১, ঐতঃ আঃ ১।১।২)
    - ৪। আদিত্যদৃষ্টিতে সামোপাসনা (ছাঃ ২।৯)
    - ৫। বৃষ্টিদৃষ্টিতে সামোপাসনা (ছাঃ ২।৩) ইত্যাদি।
  - কর্ম্মানঙ্গভূতপ্রতীকালম্বনা (তটস্থবিদ্যা)
    - ১। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা (ছাঃ ৫।৩, বৃঃ ৬।২)
    - ২। কোশবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৫)
    - ৩। পুরুষযজ্ঞবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৬)
    - ৪। মনশ্চিদাদি অগ্নিবিদ্যা (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।৩।৩, ব্রঃ সূঃ ৩।৩।২৯ অধিঃ)
    - ৫। আন্তর অগ্নিহোত্রবিদ্যা (কৌঃ ২।৪)
    - ৬। শিশুবিদ্যা (বৃঃ ২।২) ইত্যাদি।

(এই সমগ্র যোজনা আমাদের)।

যথাশ্রয়ভাবাধিকরণ সমাপ্ত।

শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়ের 'পরাপরব্রহ্মবিদ্যাগুণোপসংহার নামক' তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

"নমো জন্মাদিসম্বন্ধবন্ধবিধ্বংসহেতবে। হরয়ে পরমানন্দবপুষে পরমাত্মনে"।

"যদবিদ্যাবশাদ্বিশ্বং দৃশ্যতে রশনাহিবৎ। যদ্বিদ্যয়া চ তদ্ধানিস্তং বন্দে পুরুষোত্তমম্"॥

পাদপ্রতিপাদ্য পরাপরব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মনিরপেক্ষ পুরুষার্থসাধনতা, শমদমাদি ও শ্রবণমননাদি অন্তরঙ্গসাধন এবং যজ্ঞদানাদি বহিরঙ্গসাধন নিরূপণ।

অধ্যায়পাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে গুণোপসংহারবর্ণনাদ্বারা মন্দ অধিকারীর জন্য কর্ম্মাঙ্গ ও অকর্ম্মাঙ্গভূত উচ্চাবচ নানাবিধ উপাসনার, উত্তম অধিকারীর ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোদয়ের জন্য অস্থূলাদিপদোপসংহার দ্বারা (৩।৩।২০ অধিঃ) নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যার এবং মধ্যমাধিকারীর ক্রমমুক্তির জন্য শাণ্ডিল্যাদি সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এইপ্রকারে যে পরাপরব্রহ্মবিদ্যা * নিরূপিত হইয়াছে, তাহারা কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়াও পুরুষার্থের হেতু, ইহা এই পাদে নির্ণীত হইতেছে। আবার ইতিকর্ত্তব্যতা (—সহকারী সাধন) ব্যতিরেকে কারণতা সম্ভব না হওয়ায় উক্ত বিদ্যাসকলের সহ কারিকারণরূপে শমদমাদি ও শ্রবণমননাদি অন্তরঙ্গ-সাধন এবং যজ্ঞদানাদি বহিরঙ্গসাধন নিরূপিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদের **একবিদ্যাবিষয়ত্ব** সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

১। পুরুষার্থাধিকরণম্। [১-১৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ নহে; স্বাধীনভাবে ফলপ্রদ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদের অন্তিম অধিকরণে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতা বিদ্যা বিচারিত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে উপনিষদে বর্ণিত নির্গুণব্রহ্মাত্মবিদ্যা কি যজ্ঞে অপেক্ষিত কর্ত্তাকে সমর্পণদ্বারা কর্ম্মাঙ্গরূপে পুরুষার্থসাধক, অথবা স্বাধীনভাবে মোক্ষরূপ ফলপ্রদ, ইহা প্রথমেই বিচারিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায় ও পাদসঙ্গতি—ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে ফলপ্রদ, ইহা সাধিত হওয়ায় এই অধিকরণের অধ্যায় ও পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ক্রত্বর্থমাত্মবিজ্ঞানং স্বতন্ত্রং বা আত্মনো যতঃ।
দেহাতিরেকমজ্ঞাত্বা ন কুর্য্যাৎ ক্রতুগং ততঃ॥
নাদ্বৈতধীঃ কর্ম্মহেতুর্হন্তি প্রত্যুত কর্ম্ম সা।
আচারো লোকসংগ্রাহী স্বতন্ত্রা ব্রহ্মধীস্ততঃ॥

অন্বয়—আত্মবিজ্ঞানং ক্রত্বর্থং স্বতন্ত্রং বা? যতঃ আত্মনঃ দেহাতিরেকম্ অজ্ঞাত্বা ন কুর্য্যাৎ, ততঃ ক্রতুগম্। অদ্বৈতধীঃ ন কর্ম্মহেতুঃ, প্রত্যুত সা কর্ম্ম হন্তি। আচারঃ লোকসংগ্রাহী, ততঃ ব্রহ্মধীঃ স্বতন্ত্রা।

---

* ভগবান্ ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ 'অপরব্রহ্মশব্দে' সগুণপরব্রহ্ম এবং হিরণ্যগর্ভ, উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে (৫৬৩ পৃঃ) বলিয়াছি। হিরণ্যগর্ভবিদ্যারূপ অপরব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষহেতু, অথবা নহে, ইহা ৪।৩।৫ কার্য্যাধিকরণে বিচারিত হইবে। কিন্তু সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে তাহাও ব্রহ্মলোকলাভরূপ (বৃঃ ৫।১০) পুরুষার্থের হেতু, ইহা এই অধিকরণের বিচার হইতেই লব্ধ হয়, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ঔপনিষদম্ আত্মজ্ঞানম্ অত্র বিষয়ঃ। তত্র বাদিবিপ্রতিপত্ত্যা ভবতি সংশয়ঃ—] আত্মবিজ্ঞানং ক্রত্বর্থং, স্বতন্ত্রং বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—যতঃ আত্মনঃ দেহাতিরেকম্ অজ্ঞাত্বা [পরলোকগামিত্বানিশ্চয়াৎ জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্ম] ন কুর্য্যাৎ, ততঃ [ক্রতুষু প্রবর্ত্তকত্বেন ঔপনিষদম্ আত্মতত্ত্বজ্ঞানং] ক্রতুগং [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[দ্বিবিধং দেহব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানম্—পরলোকগামিকর্ত্রাত্মবিজ্ঞানং, ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞানং চ। তত্র কর্ত্রাত্মজ্ঞানস্য প্রবর্ত্তকত্বেঽপি] অদ্বৈতধীঃ ন কর্ম্মহেতুঃ, প্রত্যুত [ক্রিয়াকারকফলনিষেধেন] সা কর্ম্ম হন্তি। [ননু তত্ত্ববিদাম্ অপি জনকাদীনাং কর্ম্মপ্রবৃত্তিলক্ষণঃ আচারঃ দৃশ্যতে। বাঢ়ম্, অয়ং তু] আচারঃ লোকসংগ্রাহী। [যদি ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববিদাম্ অপি মুক্তয়ে কর্ম্মাণি অনুষ্ঠেয়ানি স্যুঃ, কথং তর্হি "কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২), "কিমর্থা বয়ম্ অধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ম্ যক্ষ্যামহে" (ঐতঃ আঃ ২।৬ ৩ ?) ইতি প্রজাদিবৈয়র্থ্যশ্রুতিঃ উপপদ্যেত ?] ততঃ ব্রহ্মধীঃ স্বতন্ত্রা [এব, ন কর্ম্মাঙ্গম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান (—নির্গুণব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান) এখানে বিষয়। বিভিন্ন মতবাদিগণের বিরুদ্ধ জ্ঞানবশতঃ সেই বিষয়ে সংশয় হয়—] আত্মবিজ্ঞান যজ্ঞের সাফল্যসম্পাদক (—কর্ম্মাঙ্গ), অথবা স্বাধীন (—কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে মোক্ষরূপ পুরুষার্থসাধক) ?

পূর্ব্বপক্ষ—যেহেতু 'আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন', ইহা না জানিয়া [তাহার পরলোকগামিতা নিশ্চিত না হওয়ায় জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম] করিবে না, সেইহেতু [যজ্ঞসকলে প্রবর্ত্তকরূপে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান] ক্রতুগামী (—যজ্ঞাঙ্গ) হইবে।

সিদ্ধান্ত—[দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বিবিধ—পরলোকগামী কর্ত্তা-আত্মবিষয়ক জ্ঞান এবং ব্রহ্ম ও জীবাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান। তন্মধ্যে কর্ত্তা-আত্মবিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইলেও] অদ্বৈতজ্ঞান কর্ম্মের হেতু নহে, প্রত্যুত [ক্রিয়া কারক ও ফলের নিষেধদ্বারা] তাহা কর্ম্মকে নাশ করে (—কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে দেয় না। কিন্তু জনকাদি তত্ত্ববিদ্গণের কর্ম্মে প্রবৃত্তিরূপ আচরণ [শাস্ত্রে] পরিদৃষ্ট হইতেছে। সমাধান—সত্য, পরিদৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু সেই] আচরণ লোকশিক্ষার জন্য। [যদি মুক্তির জন্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববিদ্গণেরও কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা হইলে "আমরা পুত্রের দ্বারা কি করিব", "আমরা কি জন্য অধ্যয়ন করিতেছি, কি জন্য আমরা যজ্ঞসম্পাদন করিতেছি", এইপ্রকার পুত্রাদির ব্যর্থতাশ্রুতি কিপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইবে ?] সেইহেতু ব্রহ্মজ্ঞান অবশ্যই স্বাধীন (—কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে মোক্ষরূপ ফলপ্রদ, কিন্তু কর্ম্মাঙ্গ নহে)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জ্ঞান ও কর্ম্মের অঙ্গাঙ্গিভাবে সমুচ্চিতানুষ্ঠানে মুক্তি। সিদ্ধান্তে—কেবল জ্ঞানদ্বারা মুক্তি।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥৩।৪।১॥

পদচ্ছেদ—পুরুষার্থঃ, অতঃ, শব্দাৎ, ইতি, বাদরায়ণঃ।

সূত্রার্থ—[নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা অত্র বিষয়ঃ। সা কিং কর্ত্তৃদ্বারা ক্রতুপ্রবেশিনী, উত স্বতন্ত্রা এব পুরুষার্থসাধিকা ইতি বিশয়ে, ক্রতুপ্রবেশিনী ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্ত—] অতঃ—অস্মাৎ ঔপনিষদাৎ আত্মজ্ঞানাৎ কর্ম্মনিরপেক্ষাৎ, পুরুষার্থঃ—মোক্ষঃ [সিধ্যতি],

ইতি, **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্যঃ বাদরায়ণঃ [মন্যতে। কুতঃ ?] **শব্দাৎ**—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), "পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯), ইত্যাদি-কেবলবিদ্যায়াঃ মোক্ষহেতুত্ববোধকশব্দাৎ ইত্যর্থঃ। [ইদম্ উপলক্ষণম্। অপ্রতীকালম্বনানাং সগুণব্রহ্মবিদ্যানাম্ অপি স্বাতন্ত্র্যেণ ফলহেতুত্বং বোধ্যং, তৎফলশ্রুতেঃ]।

অনুবাদ—[নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা এখানে বিষয়। তাহা কি কর্ত্তাকে দ্বার করিয়া (—পরলোকে ফলভোগকারী দেহাতিরিক্ত কর্ত্তা আত্মাকে প্রতিপাদন করিয়া) যজ্ঞে প্রবিষ্ট (—যজ্ঞের অঙ্গ) হইয়া থাকে, অথবা স্বতন্ত্রভাবেই (—কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া) পুরুষার্থের সাধক হইয়া থাকে, এইপ্রকার সংশয় হইলে, "যজ্ঞের অঙ্গ" ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অতঃ**—উপনিষদুক্ত এই কর্ম্মনিরপেক্ষ আত্মজ্ঞান হইতে, **পুরুষার্থঃ**—মোক্ষ সিদ্ধ হয়। **ইতি**—ইহা, **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্য বাদরায়ণ [মনে করেন। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **শব্দাৎ**—যেহেতু "আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন", "যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", ইত্যাদি কেবল (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) বিদ্যার মোক্ষহেতুতাবোধক শ্রুতি-বাক্য আছে। [ইহা (—এই সূত্রটী) উপলক্ষণ (—স্ববিষয়কে প্রতিপাদন করিয়া স্বভিন্ন-বিষয়কেও প্রতিপাদন করে। সেই স্বভিন্ন বিষয় এই—] অপ্রতীকালম্বনা সগুণব্রহ্ম-বিদ্যাসকলও কর্ম্মনিরপেক্ষ ভাবে [যথাযোগ্য ব্রহ্মলোকলাভ ও ক্রমমুক্তিরূপ] ফলের হেতু, ইহা বুঝিতে হইবে ; যেহেতু সেইপ্রকার ফলশ্রুতি আছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ ইদানীম্ ঔপনিষদম্ আত্মজ্ঞানং কিম্ অধিকারিদ্বারেণ কর্ম্মণি এব অনুপ্রবিশতি, আহোস্বিৎ স্বতন্ত্রম্ এব পুরুষার্থসাধনং ভবতি ইতি মীমাংসমানঃ সিদ্ধান্তেন এব তাবদ্ উপক্রমতে "পুরুষার্থঃ অতঃ" ইতি।১ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাৎ আত্মজ্ঞানাৎ স্বতন্ত্রাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতি ইতি বাদরায়ণঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।২ কুতঃ এতদ্ অবগম্যতে ?৩ শব্দাৎ ইতি আহ।৪ তথাহি—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), "সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। সিঃ—কর্ম্মনিরপেক্ষ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান মোক্ষহেতু।]

অনন্তর এক্ষণে উপনিষদে প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান কি অধিকারীকে (—কর্ম্মের ফলভোক্তা কর্ত্তা আত্মাকে) দ্বার করিয়া কর্ম্মেই অনুপ্রবেশ করে (—কর্ম্মের অঙ্গভূত কর্ত্তাকে সমর্পণকরতঃ কর্ম্মাঙ্গই হইয়া থাকে), অথবা স্বতন্ত্রভাবেই (—কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়াই, মোক্ষরূপ] পুরুষার্থের সাধন হইয়া থাকে, ইহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত [ভগবান্ সূত্রকার] সিদ্ধান্তের দ্বারাই আরম্ভ করিতেছেন— "পুরুষার্থঃ অতঃ" ইত্যাদি।১ [সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] বেদান্তবিহিত এই স্বতন্ত্র (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) আত্মজ্ঞান হইতে [মোক্ষরূপ] পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা আচার্য্য বাদরায়ণ মনে করেন।২ কোন্ প্রমাণবলে ইহা অবগত হওয়া যাই-তেছে ?৩ [উত্তর—] 'শব্দ (—শ্রুতি) হইতে', ইহা [সূত্রকার] বলিতেছেন।৪

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মৈব ভবতি" (মু: ৩।২।৯), "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈ: ২।১।১), "আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ, তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছা: ৬।১৪।২) ইতি ।৫ "যঃ আত্মা অপহত-পাপ্মা", ইতি উপক্রম্য "সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যঃ তম্ আত্মানম্ অনুবিদ্য বিজানাতি" (ছা: ৮।৭।১) ইতি ।৬ "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইতি উপক্রম্য "এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্" (বৃ: ৪।৫।৬-১৫) ইতি এবংজাতীয়কা শ্রুতিঃ কেবলায়াঃ বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বং শ্রাবয়তি ।৭॥৩।৪।১॥

ভাষ্যানুবাদ

সেই শ্রুতিগুলি এই—"আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন", "যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান্", "ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন", "আচার্য্যবান্ পুরুষই [ব্রহ্মকে] জানিতে পারেন, [সৎস্বরূপ আত্মলাভে] তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতকাল না বিমুক্ত হন (—প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া দেহপাত হয়), অনন্তর সতের সহিত একীভূত হন", ইত্যাদি ।৫ [সগুণপরব্রহ্মবিদ্যাও কর্ম্ম-নিরপেক্ষভাবে মোক্ষহেতু, ইহা বলিবার জন্য তদ্বিষয়ক শ্রুতিবাক্য (১) উদ্ধৃত করিতেছেন—] "যে আত্মা সর্ব্বপাপরহিত", এইরূপে আরম্ভ করিয়া "যিনি এই আত্মাকে [শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে] অবগত হইয়া বিশেষরূপে (—স্বসংবেদ্যরূপে) জানেন, তিনি সকল লোক ও সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি ।৬ [পুনঃ নির্গুণব্রহ্মবোধক বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন —] "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য", এইরূপে আরম্ভ করিয়া "হে মৈত্রেয়ি, এইটুকুমাত্রই (— আত্ম-দর্শনই) অমৃতত্বের সাধন", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতি কেবল (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) ব্রহ্মবিদ্যার পুরুষার্থহেতুতা শ্রবণ করাইতেছেন ।৭॥৩।৪।১॥

ভাবদীপিকা

(১) ন্যায়নির্ণয়কার এইপ্রকার আশয় বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু এই বাক্যটী "প্রজাপতিবিদ্যা" (—নির্গুণদহরবিদ্যা) নামক নির্গুণপরব্রহ্মবোধক বিদ্যাতে পঠিত হওয়ায় ইহার সগুণপরব্রহ্মবোধকতা বিষয়ে সন্দেহ হয়। আমাদের মনে হয় তাহার সমাধান এই—ন্যায়নির্ণয়কার ১।৩।১৪ সূত্রভাষ্যের টীকাতে বলিয়াছেন,"সগুণপরব্রহ্মবোধক দহরবিদ্যাতে প্রবৃত্ত পুরুষের নির্গুণপরব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসার উদয় হইলে হয় 'প্রজাপতিবিদ্যার' প্রবৃত্তি" (১৬৩৩ পৃঃ, ১৫ ভাবদী:)। সুতরাং সগুণপরব্রহ্মবোধক বাক্যের দ্বারা এই নির্গুণপরব্রহ্ম-বোধক বিদ্যার আরম্ভ হইলে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। রত্নপ্রভাকার এই স্থলে বলিয়া-ছেন—"যঃ আত্মা" (ছা: ৮।৭।১), ইত্যাদিরূপে যে প্রজাপতিকথিত ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে "সর্ব্বাংশ্চ লোকান্ আপ্নোতি", ইত্যাদিপ্রকারে সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার ফল বর্ণিত হইয়াছে; তাহার অভিপ্রায়—মোক্ষানন্দে উক্ত ফলসকলের অন্তর্ভাব প্রদর্শন"। সুতরাং তাঁহার মতে ইহা নির্গুণপরব্রহ্মবোধক বাক্য, সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলসকল অন্য উদ্দেশ্যে পঠিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্—অথ অত্র প্রত্যবতিষ্ঠতে—

ভাষ্যানুবাদ—অনন্তর এখানে (—এই সিদ্ধান্তে, পূর্ব্বমীমাংসক পূর্ব্বপক্ষী] বিরোধ করিতেছেন—

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **শেষত্বাৎপুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥৩।৪।২॥**

পদচ্ছেদ—শেষত্বাৎ, পুরুষার্থবাদঃ, যথা, অন্যেষু, ইতি, জৈমিনিঃ।

সূত্রার্থ—শেষত্বাৎ—কর্ত্তৃত্বেন আত্মনঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ [তদ্বিষয়কজ্ঞানম্ অপি কর্ম্মশেষাত্মদ্বারা ক্রত্বঙ্গম্। তত্রায়ং প্রয়োগঃ—'তত্ত্বজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গং ফলশূন্যত্বে সতি কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়ত্বাৎ, পর্ণতাবৎ'। নন্ন বিশেষণাসিদ্ধঃ হেতুঃ, "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) ইত্যাদিফলশ্রুতেঃ। অতঃ আহ—] **যথা**—যেন প্রকারেণ, **অন্যেষু**—দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু [অপাপশ্লোকশ্রবণাদিফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ, তথা অত্রাপি আত্মজ্ঞানে যঃ] **পুরুষার্থবাদঃ**—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" ইত্যাদিপুরুষার্থশ্রুতিঃ, সা অর্থবাদঃ স্যাৎ। **ইতি, জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ মন্যতে। [অতঃ ন হেতোঃ বিশেষণাসিদ্ধিঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—শেষত্বাৎ—কর্ত্তৃরূপে আত্মা যজ্ঞাদিকর্ম্মের অঙ্গ হওয়ায় [তদ্বিষয়ক জ্ঞানও কর্ম্মাঙ্গভূত আত্মার দ্বারা যজ্ঞের অঙ্গ হইয়া থাকে। এই স্থলে প্রয়োগ এই—'তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ, যেহেতু ফলশূন্য হইয়া তাহা কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত, যেমন 'পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিতত্ব'। কিন্তু উক্ত অনুমানে হেতুটী বিশেষণাসিদ্ধি দোষগ্রস্ত, কারণ "আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন", ইত্যাদি ফলশ্রুতি আছে। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] **যথা**—যেপ্রকারে, **অন্যেষু**—[জুহূ ইত্যাদি] দ্রব্য, [অঞ্জনাদি] সংস্কার এবং [প্রযাজাদি] কর্ম্মসকলে [অপযশের অশ্রবণাদিরূপ ফলশ্রুতি অর্থবাদ (৪৩৬ পৃঃ), এইপ্রকারে এখানেও আত্মজ্ঞানে যে] **পুরুষার্থবাদঃ**—"আত্মবিৎ শোককে অতিক্রম করেন", ইত্যাদি পুরুষার্থবোধিকা শ্রুতি, তাহা অর্থবাদ হইবে। **ইতি**—ইহা, **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন। [এইহেতু হেতুর বিশেষণাসিদ্ধি হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ত্তৃত্বেন আত্মনঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানম্ অপি ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধি এব ইতি অতঃ তস্মিন্ অবগতপ্রয়োজনে আত্মজ্ঞানে যা ফলশ্রুতিঃ, সা অর্থবাদঃ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

(পুঃ—আত্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায় তাহার শোকতরণাদি ফলশ্রুতি অর্থবাদ মাত্র।)

[পূর্ব্বমীমাংসক পূর্ব্বপক্ষ—] আত্মা কর্ত্তৃরূপে কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানও ব্রীহির প্রোক্ষণাদির ন্যায় বিষয়কে (—আত্মজ্ঞানের বিষয় আত্মাকে) দ্বার করিয়া কর্ম্মের সহিত অবশ্যই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে (—প্রোক্ষণের দ্বারা যেমন ব্রীহির সংস্কার হয়, আত্মজ্ঞানদ্বারা তদ্রূপ কর্ত্তা যজমান আত্মার সংস্কার হয়, এইরূপে আত্মজ্ঞান হয় আত্মদ্বারে কর্ম্মাঙ্গ), এইপ্রকারে যাহার প্রয়োজন অবগত হওয়া যায়, সেই আত্মজ্ঞানে যে [শোকতরণাদি] ফলশ্রুতি, তাহা অর্থবাদ, ইহা আচার্য্য জৈমিনি মনে

শাঙ্করভাষ্যম্

জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।১ যথা অন্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু "যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি ন সঃ পাপং শ্লোকং শৃণোতি" (তৈঃ সং ৩।৫।৭।২), "যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে" (তৈঃ সং ৬।১।১।৬), "যৎ প্রযাজানুযাজাঃ ইজ্যন্তে বর্ম্ম বৈ এতৎ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে, বর্ম্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ" (ঐঃ ২।৬।১।৫), ইতি এবংজাতীয়কা ফলশ্রুতিঃ অর্থবাদঃ, তদ্বৎ।২ কথং পুনঃ অস্য অনারভ্যাধীতস্য আত্মজ্ঞানস্য প্রকরণাদীনাম্ অন্যতমেনাপি হেতুনা বিনা ক্রতুপ্রবেশঃ আশঙ্ক্যতে?৩ কর্ত্তৃদ্বারেণ বাক্যাৎ তদ্বিজ্ঞানস্য ক্রতুসম্বন্ধঃ ইতি চেৎ?৪ ন, বাক্যাৎ বিনিয়োগানুপপত্তেঃ।৫ অব্যভিচারিণা হি কেনচিৎ দ্বারেণ অনারভ্যাধীতানাম্ অপি বাক্যনিমিত্তঃ ক্রতুসম্বন্ধঃ অবকল্পতে।৬ কর্ত্তা তু ব্যভিচারি দ্বারং

ভাষ্যানুবাদ

করেন।১ [কর্ম্মাঙ্গে ফলশ্রুতি অর্থবাদ, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] অন্য স্থলসকলে, অর্থাৎ [জুহূরূপ] দ্রব্য, [চক্ষে অঞ্জনপ্রয়োগরূপ] সংস্কার এবং [প্রযাজাদি] কর্ম্মসকলে, "যাঁহার জুহূ পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত, তিনি অপযশ শ্রবণ করেন না", "তিনি চক্ষে যে অঞ্জন (—কাজল) প্রয়োগ করেন, তাহার দ্বারা শত্রুর চক্ষুকে বিনষ্ট করেন", "এই যে প্রযাজ ও অনুযাজ সম্পাদিত হয়, ইহার দ্বারা যজ্ঞের বর্ম্ম সম্পাদিত হয়, শত্রুকে অভিভব করিবার জন্য ইহা যজমানের বর্ম্মস্বরূপ", ইত্যাদি এই জাতীয় ফলশ্রুতি যেমন অর্থবাদ (৪৩৬ পৃঃ), তদ্রূপ।২ [সিদ্ধান্তীর শঙ্কা—] কিন্তু প্রকরণাদি প্রমাণসকলের মধ্যে একটী হেতুও না থাকায় অনারভ্যাধীত (৩৩২ পৃঃ) এই আত্মজ্ঞানের ক্রতুপ্রবেশ (—যজ্ঞাঙ্গরূপে বিনিয়োগ) কিপ্রকারে আশঙ্কা করা হইতেছে? [প্রমাণের অভাবে আত্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ না হওয়ায় তাহার ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে, ইহাই ভাব।৩ পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—বাক্যপ্রমাণবলে পর্ণতার জুহূরঙ্গতার ন্যায় (৪৬৩ পৃঃ), "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" এই] বাক্যপ্রমাণবলে [আত্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায়, সেই সংস্কৃত আত্মরূপ] কর্ত্তাকে দ্বার করিয়া যজ্ঞের সহিত আত্মবিষয়ক জ্ঞানের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, [সুতরাং শোকতরণাদি ফলশ্রুতি অবশ্যই অর্থবাদ], এইপ্রকার যদি বলা হয়।৪

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—পর্ণতা ও জুহূর নিয়তসম্বন্ধের ন্যায় আত্মা ও যজ্ঞের নিয়ত সম্বন্ধ সিদ্ধ না হওয়ায় আত্মজ্ঞান যজ্ঞাঙ্গ নহে, তাহাতে ফলশ্রুতিও অর্থবাদ নহে।]

[তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা বলা যায় না, কারণ [উক্ত] বাক্যপ্রমাণবলে [যজ্ঞে আত্মজ্ঞানের] বিনিয়োগ হয় না।৫ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু অব্যভিচারী (—যজ্ঞের সহিত নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত, জুহূ প্রভৃতি] কোন দ্বার অবলম্বনে [পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতি] অনারভ্যাধীত পদার্থসকলেরও বাক্যপ্রমাণরূপ নিমিত্তবশতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

লৌকিকবৈদিককর্ম্মসাধারণ্যাৎ।৭ তস্মাৎ ন তদ্দ্বারেণ আত্ম-জ্ঞানস্য ক্রতুসম্বন্ধসিদ্ধিঃ ইতি।৮ ন, ব্যতিরেকবিজ্ঞানস্য বৈদি-কেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ অন্যত্রানুপযোগাৎ।৯ ন হি দেহব্যতিরিক্তা-ত্মজ্ঞানং লৌকিকেষু কর্ম্মসু উপযুজ্যতে, সর্ব্বথা দৃষ্টার্থপ্রবৃত্ত্যু-পপত্তেঃ।১০ বৈদিকেষু তু দেহপাতোত্তরকালফলেষু দেহব্যতি-রিক্তাত্মজ্ঞানম্ অন্তরেণ প্রবৃত্তিঃ ন উপপদ্যতে ইতি উপযুজ্যতে ব্যতিরেকবিজ্ঞানম্।১১ ননু অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণাৎ অসংসা-

ভাষ্যানুবাদ

যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ যুক্তিসঙ্গত।৬ [আত্মরূপ] কর্ত্তা কিন্তু ব্যভিচারী দ্বার, কারণ [গমন ও ভোজনাদিরূপ] লৌকিক এবং [দর্শপূর্ণমাসাদিরূপ] বৈদিক কর্ম্মে তাহা সাধারণ (—সমানভাবে উপযোগী, (২)।৭ সেইহেতু (—আত্মা ব্যভিচারী দ্বার হওয়ায়) সেই দ্বার অবলম্বনে যজ্ঞের সহিত আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না।৮ [অতএব কর্ম্মাঙ্গ না হওয়ায় আত্মজ্ঞানের শোকতরণাদি ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে]।

[পূঃ—মৃত্যুর পর ফলপ্রদ যজ্ঞের সহিত দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞানের নিয়ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হওয়ায় আত্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ, তাহাতে ফলশ্রুতি অবশ্যই অর্থবাদ।]

[পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু ব্যতিরেক বিজ্ঞানের (—দেহাদি হইতে ভিন্ন যে আত্মা, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের, দর্শপূর্ণমাসাদি] বৈদিক কর্ম্মসকল হইতে ভিন্ন স্থলে উপযোগ হয় না।৯ যেহেতু দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান লৌকিক [ভোজনাদি] কর্ম্মসকলে উপযোগী হইতেছে না, কারণ দৃষ্ট বিষয়ে যে প্রবৃত্তি, তাহা [দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান থাকুক, বা না থাকুক] সর্ব্বপ্রকারেই উপপন্ন হয়।১০ কিন্তু দেহপাতের পরবর্ত্তিকালে ফলপ্রদ বৈদিক কর্ম্মসকলে যে প্রবৃত্তি, তাহা দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় না, এইহেতু দেহাতিরিক্ত আত্মবিজ্ঞান [বৈদিক কর্ম্মে] উপযোগী হইতেছে (—'যেখানে যেখানে দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান, সেখানেই যজ্ঞ', এইপ্রকার ব্যাপ্তিবলে আত্মজ্ঞানের সহিত যজ্ঞের অব্যভিচারী সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতেছে।১১ অতএব আত্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায় তাহাতে যে ফলশ্রুতি, তাহা অবশ্যই অর্থবাদ]।

ভাবদীপিকা

(২) ভাব এই—'যেখানে যেখানে জুহুর বিনিয়োগ, সেইখানেই যজ্ঞ', এইপ্রকারে জুহু যজ্ঞের ব্যাপ্য হওয়ায় তাহাদের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়; সেইহেতু "পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি", এই বাক্যপ্রমাণবলে পর্ণময়ীত্ব জুহূকে আশ্রয় (—দ্বার) করিয়া যজ্ঞের সহিত সম্বদ্ধ হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত। আত্মা ও যজ্ঞের মধ্যে কিন্তু এইপ্রকার নিয়ত সম্বন্ধ নাই, কারণ 'যেখানে যেখানে আত্মা, সেখানেই যজ্ঞ, ইহা বলা যায় না; যেহেতু 'যেখানে আত্মা, সেখানেই গমন ও ভোজনাদি ক্রিয়া', এইপ্রকার ব্যাপ্তিও সম্ভব। এইপ্রকারে আত্মা ও যজ্ঞের সম্বন্ধ ব্যভিচারী (—অনিয়মিত)। তাহাতে কি হইল ? উত্তর—তস্মাৎ—'সেইহেতু' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

র্য্যাত্মবিষয়ম্ ঔপনিষদং দর্শনং ন প্রবৃত্ত্যঙ্গং স্যাৎ ।১২ ন, প্রিয়াদিসংসূচিতস্য সংসারিণঃ এব আত্মনঃ দ্রষ্টব্যত্বেন উপদেশাৎ ।১৩ অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণং তু স্তুত্যর্থং ভবিষ্যতি।১৪ ননু তত্র তত্র প্রসাধিতম্ এতদ্ অধিকম্ অসংসারি ব্রহ্ম জগৎকারণং, তদেব চ সংসারিণঃ আত্মনঃ পারমার্থিকং স্বরূপম্ উপনিষৎসু উপদিশ্যতে ইতি ।১৫ সত্যং প্রসাধিতং, তস্যৈব তু স্থূণানিখননবৎ ফলদ্বারেণ আক্ষেপসমাধানে ক্রিয়েতে দার্ঢ্যায় ।১৬॥৩।৪।২॥

ভাষ্যানুবাদ

[পূর্ব্বপক্ষকর্তৃক ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার ; এই বিচার 'বাদ' মাত্র।]

[সিদ্ধান্তীর শঙ্কা—] কিন্তু [দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান যজ্ঞের অঙ্গ হইলেও] অপহতপাপ্মত্বাদি (—ধর্ম্মাধর্ম্মরাহিত্যাদি) বিশেষণ থাকায় অসংসারী আত্মবিষয়ক যে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য দর্শন (—অকর্ত্তৃব্রহ্মাত্মজ্ঞান, অনুপযোগী ও বিরোধী হওয়ায়] তাহা প্রবৃত্তির অঙ্গ হইবে না।১২ [পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] না, তাহা নহে, যেহেতু [বৃঃ ২।৪।৫ শ্রুতিতে] প্রিয়াদিশব্দের দ্বারা সূচিত সংসারী আত্মাই (—জীবই,"আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি স্থলে] দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। [তদতিরিক্ত অকর্ত্তা অভোক্তা আত্মা উপদিষ্ট হয় নাই।১৩ কিন্তু অপহতপাপ্মত্বাদি বিশেষণ জীবে সঙ্গত নহে। উত্তর—] অপহতপাপ্মত্বাদি বিশেষণ কিন্তু স্তুতির জন্য হইবে।১৪ [সিদ্ধান্তীর শঙ্কা—] কিন্তু [জন্মাদি সূত্র (১।১।২) হইতে আরম্ভ করিয়া] তত্তৎ স্থলে অধিক (—জীবভিন্ন) অসংসারি ব্রহ্ম জগৎকারণ, আর তিনিই সংসারী আত্মার পারমার্থিক স্বরূপরূপে উপনিষৎসকলে উপদিষ্ট হইতেছেন, ইহা প্রকৃষ্টরূপে সাধিত (—প্রতিপাদিত) হইয়াছে। [সুতরাং অসংসারি ব্রহ্ম নাই, ইহা কিপ্রকারে বলিতেছ? ১৫ পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] হাঁ, সত্যই প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইয়াছে, কিন্তু স্থূণানিখননের ন্যায় (২।১৭৪ পৃঃ) ফলদ্বারে (—স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান বেদান্তবিচারের ফল, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা) তাহারই দৃঢ়তার জন্য আক্ষেপ ও সমাধান করা হইতেছে (৩)।১৬॥৩।৪।২॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] আচারদর্শনাৎ ॥৩।৪।৩॥

সূত্রার্থ—["জনকঃ হ বৈদেহঃ বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ইজে" (বৃঃ ৩।১।১) ইত্যাদৌ ব্রহ্মবিদাং জনকাদীনাং বিদ্যয়া সহ] আচারদর্শনাৎ—কর্ম্মাচারদর্শনাৎ [ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["জনক নামে প্রসিদ্ধ বিদেহরাজ বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন",

ভাবদীপিকা

(৩) পূর্ব্ববাদীর এইপ্রকার উত্তরের দ্বারা এই বিচার গুরু বাদরায়ণ বেদব্যাস ও শিষ্য জৈমিনির মধ্যে বাদকথন মাত্র, ইহাই নির্ণীত হয়। তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য বিচারকে বলে বাদ।

ইত্যাদি স্থলে জনকাদি ব্রহ্মবিদ্‌গণের বিদ্যার (—আত্মজ্ঞানের) সহিত] আচার-দর্শনাৎ—কর্ম্মানুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"জনকঃ হ বৈদেহঃ বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ইজে" (বৃঃ ৩।১।১), "যক্ষ্যমাণঃ বৈ ভগবন্তঃ অহম্ অস্মি" (ছাঃ ৫।১১।৫), ইতি এবমাদীনি ব্রহ্মবিদাম্ অপি অন্যপরেষু বাক্যেষু কর্ম্মসম্বন্ধদর্শনানি ভবন্তি।১ তথা উদ্দালকাদীনাম্ অপি পুত্রানুশাসনাদিদর্শনাৎ গার্হস্থ্য-সম্বন্ধঃ অবগম্যতে।২ কেবলাৎ চেৎ জ্ঞানাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ, কিমর্থম্ অনেকায়াসসমন্বিতানি কর্ম্মাণি তে কুর্য্যুঃ?৩ "অক্কে * চেৎ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ", ইতি ন্যায়াৎ।৪॥৩।৪।৩॥

* 'অক্কে' 'অর্কে' ইতি চ পাঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ব্রহ্মবিদের কর্ম্মানুষ্ঠানলিঙ্গবলে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা।]

"জনকনামে প্রসিদ্ধ বিদেহরাজ বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন", [বৈশ্বানরবিদ্যারূপ সগুণব্রহ্মবিদ্যাবোধক বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—] "হে মহাশয়-গণ, আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছি", ইত্যাদি এই সকল অন্যপর (—বিদ্যাবোধক) বাক্যসকলে [নির্গুণ ও সগুণ] ব্রহ্মবিদ্‌গণের কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধদর্শনসকল আছে।১ এইপ্রকারে উদ্দালক [ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য] প্রভৃতিরও পুত্রকে উপদেশাদি পরিদৃষ্ট হওয়ায় [সেই লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মবিদ্যার সহিত] গৃহস্থাশ্রমের (—তদুচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের) সম্বন্ধ অবগত হওয়া যাইতেছে।২ কেবল (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) জ্ঞান হইতে যদি [মোক্ষরূপ] পুরুষার্থ সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে বহু আয়াসসাধ্য কর্ম্মসকল তাঁহারা কোন্ প্রয়োজনে করিতেন?৩ যেহেতু 'অক্কে (—গৃহকোণে, সমীপদেশে) যদি মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে কোন্ প্রয়োজনে পর্ব্বতে গমন করিবে', এইপ্রকার যুক্তি আছে।৪॥৩।৪।৩॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **তচ্ছ্রুতেঃ ॥৩।৪।৪॥**

সূত্রার্থ—[কিঞ্চ "যদেব বিদ্যয়া করোতি....তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি তৃতীয়াশ্রুত্যা বিদ্যায়াঃ] **তচ্ছ্রুতেঃ**—তস্য কর্ম্মশেষত্বস্য শ্রবণাৎ [ন কেবলায়াঃ বিদ্যায়াঃ মুক্তিহেতুত্বম্]।

অনুবাদ—[আর "বিদ্যাসহযোগে যাহাই অনুষ্ঠান করে...তাহাই অধিকতর ফলপ্রদ", এই তৃতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে বিদ্যার] **তচ্ছ্রুতেঃ**—সেই কর্ম্মাঙ্গতা শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [কর্ম্মনিরপেক্ষ বিদ্যার মুক্তিহেতুতা নাই]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি চ কর্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ বিদ্যায়াঃ ন কেবলায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বম্ ॥৩।৪ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[পুঃ—তৃতীয়াশ্রুতিবলে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা।]

"বিদ্যা (—উদ্গীথাদিবিজ্ঞান) শ্রদ্ধা ও দেবতাবিষয়ক উপাসনাসহযোগে যাহাই অনুষ্ঠান করে, তাহাই অধিকতর ফলপ্রদ", এইপ্রকারে ['বিদ্যয়া' এই তৃতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে] বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় কেবল (—কর্ম্মনিরপেক্ষ) বিদ্যার পুরুষার্থসাধকতা নাই ॥৩।৪।৪॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] সমন্বারম্ভণাৎ ॥৩।৪।৫॥

সূত্রার্থ—[কিঞ্চ "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি ফলারম্ভে বিদ্যাকর্ম্মণোঃ] সমন্বারম্ভণাৎ—সাহিত্যদর্শনাৎ [অপি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বম্]।

অনুবাদ—[আর "বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহাকে (—পরলোকগামী জীবকে) অনুগমন করে", এইপ্রকারে ফলারম্ভের প্রতি বিদ্যা ও কর্ম্মের] সমন্বারম্ভণাৎ—সাহিত্য (—একত্র অবস্থিতি) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়াও [বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি চ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলারম্ভে সহকারিত্বদর্শনাৎ ন স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥৩।৪।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[পুঃ—বিদ্যা ও কর্ম্মের সহকারিত্বলিঙ্গবলে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মসাপেক্ষতা।]

আর "বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহাকে (—পরলোকগামী জীবকে) অনুসরণ করে", এইপ্রকারে ফলারম্ভের প্রতি বিদ্যা ও কর্ম্মের সহকারিতা দেখা যায় বলিয়া বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে ফলদাতৃত্ব) সিদ্ধ হয় না ॥৩।৪।৫॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] তদ্বতো বিধানাৎ ॥৩।৪।৬॥

সূত্রার্থ—["আচার্য্যকুলাৎ বেদম্ অধীত্য" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যাদিশ্রুতৌ] তদ্বতঃ— সকলবেদার্থজ্ঞানবতঃ, বিধানাৎ—কর্ম্মবিধানাৎ [তল্লিঙ্গাৎ অপি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["গুরুগৃহ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া", ইত্যাদি শ্রুতিতে] তদ্বতঃ—সমগ্র বেদের অর্থ যিনি জানেন, তাঁহার জন্য, বিধানাৎ – কর্ম্মের বিধান হওয়ায়, [সেই লিঙ্গপ্রমাণবলেও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"আচার্য্যকুলাৎ বেদম্ অধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইতি চ এবংজাতীয়কা শ্রুতিঃ সমস্তবেদার্থবিজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারং দর্শয়তি ১। তস্মাদপি ন বিজ্ঞানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ ফলহেতুত্বম্ ২। ননু অত্র 'অধীত্য' ইতি অধ্যয়নমাত্রং বেদস্য শ্রূয়তে,

শাঙ্করভাষ্যম্

ন অর্থবিজ্ঞানম্ ।৩ নৈষঃ দোষঃ, দৃষ্টার্থত্বাৎ বেদাধ্যয়নম্ অর্থাববোধপর্য্যন্তম্ ইতি স্থিতম্ ।৪॥৩।৪।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—'বেদার্থজ্ঞানবত্ত্বরূপ' লিঙ্গবলে আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা।]

"গুরুর [শুশ্রূষাদি] কর্ম্ম করিয়া অবশিষ্টকালে যথাবিধানে বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তনকরতঃ কটুম্বে অবস্থানপূর্ব্বক (—গৃহস্থাশ্রমে বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক) শুচিদেশে উপবিষ্ট হইয়া যিনি বেদাধ্যয়ন করেন", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতি সমগ্রবেদার্থজ্ঞানবানের পক্ষে কর্ম্মে অধিকার প্রদর্শন করিতেছেন ।১ সেইহেতুবশতঃও বিজ্ঞানের (—ব্রহ্মবিদ্যার) স্বতন্ত্রভাবে (—কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে) ফলহেতুতা নাই ।২ [শঙ্কা –] কিন্তু এই স্থলে 'অধীত্য' এইপ্রকারে বেদের অধ্যয়নমাত্র শ্রুত হইতেছে, তাহার অর্থজ্ঞান নহে ।৩ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু ["ব্রীহীন্ অবহন্তি" ইত্যাদি স্থলে যেমন দৃষ্ট তুষনিষ্কাশন পর্য্যন্তই অবঘাতশব্দে অপেক্ষিত, তদ্রূপ] দৃষ্টার্থ (– দৃষ্টপ্রয়োজনসম্পাদক) হওয়ায় অর্থবোধপর্য্যন্তকেই বেদাধ্যয়নশব্দে 'গ্রহণ করিতে হইবে', [কোনপ্রকার অদৃষ্টার্থ নহে, পূঃ মীঃ ১।১।১ অধিকরণে] ইহা নিশ্চিত হইয়াছে (৪) ।৪॥৩।৬।৪॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] নিয়মাচ্চ ॥৩।৪।৭॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, ["কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" (ঈশঃ ২), ইত্যাদিকাৎ যাবজ্জীবং] **নিয়মাৎ**—কর্ম্মাচারনিয়মাৎ [ব্রহ্মাত্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বম্ এব ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—চ—আর, ["এই জগতে [অগ্নিহোত্রাদি নিত্য নৈমিত্তিক] কর্ম্মসমূহ করিতে করিতেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে", ইত্যাদি যাবজ্জীবন] **নিয়মাৎ**—কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়মবশতঃ [ব্রহ্মাত্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়] ।

শাঙ্করভাষ্যম্

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" ॥ (ঈশঃ ২) ইতি ।১ তথা

ভাবদীপিকা

(৪) **আশঙ্কা হয়**—উদ্ধৃত শ্রুতিবচন হইতে অর্থসহ সমগ্রবেদাধ্যয়নের অনন্তর গৃহস্থাশ্রমই বিহিত হইতেছে, ইহার দ্বারা আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা কিপ্রকারে লব্ধ হইতেছে? তদুত্তরে **পূর্ব্বপক্ষী** বলেন—বেদাধ্যয়নশব্দের অর্থ—'অর্থবোধ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন' হওয়ায়, দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞানও বেদার্থ হওয়ায় এবং তাদৃশ জ্ঞানই যজ্ঞকর্ত্তা আত্মার সংস্কারক হওয়ায় আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়। আর জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাজ্ঞানকেই যদি আত্মজ্ঞানশব্দে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও সেই জ্ঞান উপনিষন্মাত্রগম্য হওয়ায়, বেদার্থজ্ঞানকালে তদ্বিষয়ক জ্ঞানও লব্ধ হওয়ায় এবং "আত্মা ইতি এব উপাসীত", "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ (বৃঃ ১।৪।৭, ২।৪।৫), ইত্যাদি বিধিবলে তাদৃশ জ্ঞান কর্ত্তা যজমান আত্মার সংস্কারক হওয়ায় আত্মজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়। এইরূপে 'বেদার্থজ্ঞানবত্ত্বরূপ' লিঙ্গপ্রমাণবলে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

"এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং, জরয়া বা হি এব অস্মাৎ মুচ্যতে, মৃত্যুনা বা" (মহানারায়ণ উপঃ ২৫।১) **ইতি এবংজাতীয়কাৎ নিয়মাৎ** অপি **কর্ম্মশেষত্বম্ এব বিদ্যায়াঃ ইতি** ।২॥৩।৪।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[সূঃ—"যাবজ্জীবন কর্ম্মনিয়মরূপ" লিঙ্গবলে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা।]

"এখানে [শাস্ত্রীয় নিত্যনৈমিত্তিক] কর্ম্মসকল করিতে করিতেই শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এইপ্রকারে জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক নরত্বাভিমানী তোমার পক্ষে ইহা হইতে (—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা ভিন্ন) অন্য কোন উপায় নাই, [যাহাতে অশুভ] কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত হইতে না পারে", ইত্যাদি। ১ এই-প্রকারে "ইহা জরা ও মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী সত্রযজ্ঞ, যাহা এই অগ্নিহোত্র, জরাদ্বারা অথবা মৃত্যুর দ্বারা ইহা হইতে মুক্ত হয়", ইত্যাদি এই জাতীয় নিয়মবশতঃও (—কর্ম্মের অবশ্যানুষ্ঠেয়তাবোধক বাক্যবশতঃও) ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয় (৫) ।২॥৩।৪।৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ -**এবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে**—

ভাষ্যানুবাদ—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্তী] প্রতিবিধান করিতেছেন—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৮॥

পদচ্ছেদ—অধিকোপদেশাৎ, তু, বাদরায়ণস্য, এবম্, তদ্দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—**তুশব্দঃ**—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। [যদবাদি পূর্ব্ববাদিনা "তত্ত্বজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গং, ফলশ্রুতেঃ সতি কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়ত্বাৎ" ইতি। তন্ন, হেতোঃ বিশেষ্যাসিদ্ধেঃ। কস্মাৎ বিশেষ্যাসিদ্ধিঃ? উচ্যতে—] **অধিকোপদেশাৎ**—অধিকস্য—কর্ম্মাঙ্গাৎ কর্ম্মকর্ত্তুঃ সংসারিণঃ ভিন্নস্য অকর্ত্তুঃ অসংসারিণঃ চিন্মাত্রস্য বেদান্তেষু উপদেশাৎ। [ততশ্চ তত্ত্বজ্ঞানং চিন্মাত্রাশ্রয়ম্ এব ইতি ভবতি বিশেষ্যাসিদ্ধিঃ। এবং চ তত্ত্বজ্ঞানফলশ্রুতেঃ ন অর্থবাদত্বম্। তস্মাৎ] **এবম্**—অনেন প্রকারেণ, **বাদরায়ণস্য**—আচার্য্যবাদরায়ণস্য [মতং, তৎ তথৈব ব্যবস্থাপিতম্। ন চ অধিকোপদেশাসিদ্ধিঃ ইতি সাম্প্রতম্]। **তদ্দর্শনাৎ**—তস্য—কর্ম্মকর্ত্তুঃ সংসারিণঃ অধিকস্য চিন্মাত্রস্য "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুঃ ১।১।৯), ইত্যাদি শ্রুতিসহস্রেষু দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—**তুশব্দ**—**পূর্ব্বপক্ষ** নিরাকরণের জন্য। [পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—"তত্ত্বজ্ঞান

ভাবদীপিকা

(৫) "ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্ব্বম্" (ঈশঃ ১), ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আত্মবিদ্যার বিধান করিয়া সেই বিদ্যাযুক্ত পুরুষের জন্যই এইপ্রকারে যাবজ্জীবন কর্ম্ম বিহিত হওয়ায় 'যাবজ্জীবন কর্ম্মনিয়মরূপ', লিঙ্গবলে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব।

কর্ম্মাঙ্গ, যেহেতু ফলশূন্য হইয়া তাহা কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত", (৫৭১ পৃঃ সূত্রার্থ) ইত্যাদি। তাহা ঠিক নহে, কারণ হেতুটীর বিশেষ্যাসিদ্ধি হেত্বাভাস হইয়া পড়ে। বিশেষ্যাসিদ্ধির প্রতি হেতু কি? তাহা বলা হইতেছে—] অধিকোপদেশাৎ—অধিকস্য—অধিকের, অর্থাৎ কর্ম্মের অঙ্গভূত কর্ম্মকর্ত্তা সংসারী জীব হইতে ভিন্ন যে অকর্ত্তা অসংসারী চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহার বিষয়ে উপদেশ যেহেতু উপনিষৎসকলে আছে। [আর সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞান চৈতন্যস্বরূপে আশ্রিত হওয়ায় (—কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত না হওয়ায়), বিশেষ্যাসিদ্ধি অবশ্যই হইয়া পড়ে। আর এইপ্রকার হওয়ায় (—তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ না হওয়ায়) তত্ত্বজ্ঞানের ফলশ্রুতি অর্থবাদ নহে। সেইহেতু] এবম্—এইপ্রকারে, বাদরায়ণস্য—আচার্য্য বাদরায়ণের [যাহা মত (৩।৪।১ সূঃ), তাহা সেইপ্রকারেই ব্যবস্থাপিত হইল। আর অধিকের (—সংসারী জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মার) উপদেশ অসিদ্ধ (—শ্রুতিতে নাই), ইহা সুষ্ঠু কথন নহে], তদ্দর্শনাৎ—যেহেতু "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতিতে সেই কর্ম্মকর্ত্তা সংসারী জীব হইতে ভিন্ন চিন্মাত্রস্বরূপের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দাৎ পক্ষঃ বিপরিবর্ত্ততে ।১ যদুক্তম্—"শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ" (৩।৪।২) ইতি, তন্ন উপপদ্যতে ।২ কস্মাৎ ?৩ "অধিকোপদেশাৎ" ।৪ যদি সংসারী এব আত্মা শারীরঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ শরীরমাত্রব্যতিরেকেণ বেদান্তেষু উপদিষ্টঃ স্যাৎ, ততঃ বর্ণিতেন প্রকারেণ ফলশ্রুতেঃ অর্থবাদত্বং স্যাৎ ।৫ অধিকঃ তাবৎ শারীরাৎ আত্মনঃ অসংসারী ঈশ্বরঃ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারিধর্ম্মরহিতঃ অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণঃ পরমাত্মা বেদ্যত্বেন উপদিশ্যতে বেদান্তেষু ।৬ ন চ তদ্বিজ্ঞানং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকং ভবতি, প্রত্যুত

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কর্ত্তা জীব হইতে ভিন্ন অসংসারী পরমাত্মা কর্ম্মাঙ্গ নহেন, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে মোক্ষহেতু]।

'তু'শব্দ হইতে পক্ষ পরিবর্ত্তিত (—পূর্ব্বপক্ষ শেষ করিয়া সিদ্ধান্তপক্ষ আরব্ধ) হইতেছে।১ [পূর্ব্ববাদিকর্ত্তৃক] যে কথিত হইয়াছে—["কর্ত্তৃরূপে] আত্মা কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায় পুরুষার্থবোধক শ্রুতিবাক্য অর্থবাদ" ইত্যাদি, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।২ তাহাতে হেতু কি? ৩ [উত্তর—] "যেহেতু অধিকের (—সংসারী জীবাত্মা হইতে ভিন্ন অসংসারী আত্মার) উপদেশ আছে"।৪ [ব্যতিরেকমুখে সেই 'অধিকের উপদেশ' প্রদর্শন করিতেছেন—] যদি শরীরে অবস্থিত কর্ত্তা ও ভোক্তা সংসারী আত্মাই শরীরমাত্র হইতে ভিন্নরূপে উপনিষৎসকলে উপদিষ্ট হইত, তাহা হইলে [পূর্ব্ববাদিকর্ত্তৃক] বর্ণিতপ্রকারে [আত্মবিজ্ঞানের শোকতরণাদি] ফলশ্রুতি অর্থবাদ হইত।৫ কিন্তু শরীরে অবস্থিত আত্মা (—জীবাত্মা) হইতে অধিক (—ভিন্ন) অসংসারী কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিত পাপরাহিত্যাদি বিশেষণযুক্ত পরমাত্মা ঈশ্বর (—নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম) বেদ্যরূপে (—জ্ঞেয় ও উপাস্যরূপে) উপনিষৎসকলে উপদিষ্ট হইতেছেন।৬ আর তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান কর্ম্মসকলের

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মাণি উচ্ছিনত্তি ইতি বক্ষ্যতি "উপমর্দ্দং চ" (৩।৪।১৬) ইত্যত্র।৭ তস্মাৎ "পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ" (৩।৪।১) ইতি যন্মতং ভগবতঃ বাদরায়ণস্য, তৎ তথৈব তিষ্ঠতি, ন শেষত্বপ্রভৃতিভিঃ (৩।৪।২), হেত্বাভাসৈঃ চালয়িতুং শক্যতে।৮ তথাহি তম্ অধিকং শারীরাৎ ঈশ্বরম্ আত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু: ১।১।৯), "ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে" (তৈ: ২।৮।১) "মহদ্ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্" (কঠ ২।৩।২), "এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" (বৃ: ৩।৮।৯), "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তৎ তেজঃ অসৃজত" (ছা: ৬।২।৩), ইতি এবমাদ্যাঃ।৯ যত্তু প্রিয়াদিসংসূচিতস্য সংসারিণঃ এব আত্মনঃ বেদ্যতয়া অনুকর্ষণম্—"আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃ: ২।৪।৫), "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি সঃ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" (বৃ: ৩।৪।১), "যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে"

ভাষ্যানুবাদ

প্রবর্ত্তক নহে, প্রত্যুত তাহা (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা) কর্ম্মসকলকে উচ্ছেদ করে, ইহা "উপমর্দ্দং চ" ইত্যাদি এই স্থলে [ভগবান্ সূত্রকার] বলিবেন।৭ সেইহেতু (—যে কর্ত্তা কর্ম্মাঙ্গ, সে বেদান্তবেদ্য নহে, কিন্তু যিনি বেদান্তবেদ্য তিনি কর্ম্মাঙ্গ নহেন, বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায়) "পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ" (৩।৪।১), এই যে ভগবান্ বাদরায়ণের অভিমত, তাহা সেইরূপেই অবস্থান করে, "শেষত্ব" (—কর্ত্তৃরূপে কর্ম্মাঙ্গতা, ৩।৪।২ সূ:) প্রভৃতি দুষ্টহেতুসকলের দ্বারা তাহাকে চালনা (—নিরাকরণ) করিতে পারা যায় না।৮ [কিন্তু জীবাত্মা হইতে ভিন্ন তাদৃশ অসংসারী ও অকর্ম্মাঙ্গ আত্মার উপদেশ তো নাই। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—]যেমন দেখ, শারীর (—শরীরে অবস্থিত জীব) হইতে অধিক (—ভিন্ন) সেই ঈশ্বর আত্মাকে (—সগুণ ও নির্গুণ পরমেশ্বরকে) শ্রুতিসকল প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", "ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়", "উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ের হেতু", "হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে", "তিনি ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব, তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি এই সকল।৯ [অতএব কর্ম্মাঙ্গভূত জীব হইতে ভিন্ন বেদান্তবেদ্য পরমাত্মা আছেন, তদ্বিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে মোক্ষহেতু, আচার্য্য বাদরায়ণের এই অভিমত স্থিত হইল]।

[সিঃ—জীবের অনুবাদ করিয়া তাহার ব্রহ্মতা প্রতিপাদনই "প্রিয়াদি" শ্রুতির অভিপ্রায়।]

[পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—'প্রিয়াদিশব্দের দ্বারা সূচিত জীবই দ্রষ্টব্য' (৩।৪।২ সূ: ১৩ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অধিকের (—জীবভিন্ন পরমেশ্বরের), উপদেশ করিবার ইচ্ছা হইলে "আত্মার প্রয়োজনেই সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য", "যিনি [মুখ ও নাসিকা সঞ্চারী] প্রাণের দ্বারা শ্বাস-

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ৮।৭।৪) ইতি উপক্রম্য "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি" (ছাঃ ৮।৯।৩) ইতি চ এবমাদি ; তদপি "অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ" (বৃঃ ২।৪।১০), "যঃ অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি" (বৃঃ ৩।৫।১), "পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ" (ছাঃ ৮।১২।৩), ইতি এবমাদিভিঃ বাক্যশেষৈঃ সত্যাম্ এব অধিকোপদিদিক্ষায়াম্ অত্যন্তাভেদাভিপ্রায়ম্ ইতি অবিরোধঃ।১০ পারমেশ্বরম্ এব হি শারীরস্য পারমার্থিকং স্বরূপম্, উপাধিকৃতং তু শারীরত্বম্, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "ন অন্যৎ অতঃ অস্তি দ্রষ্টৃ" (বৃঃ ৩।৮।১১) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।১১ সর্বং চ এতৎ বিস্তরেণ অস্মাভিঃ পুরস্তাৎ তত্র তত্র বর্ণিতম্।১২॥৩।৪।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রশ্বাসাদি চেষ্টা করেন, তিনিই তোমার সর্ব্বাভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মা", এবং "এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন", এইরূপে আরম্ভ করিয়া "ইহাকেই তোমার নিকট পুনরায় ব্যাখ্যা করিব", ইত্যাদি এই সকল [স্থলে] যে প্রিয়াদিশব্দের দ্বারা সম্যগ্রূপে সূচিত সংসারী আত্মারই বেদ্যরূপে অনুকর্ষণ হইয়াছে ; তাহাও [যথাক্রমে উদ্ধৃত] "এই যে ঋগ্বেদ [ইত্যাদি], ইহা এই মহদ্ভূতের (—পরমেশ্বরের) নিঃশ্বসিত (—নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা প্রযত্নে উৎপন্ন"), "যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করেন" এবং "পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়া (—পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া) স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনি উত্তম পুরুষ", ইত্যাদি এই সকল বাক্যশেষের দ্বারা, [জীব ও ব্রহ্মের] অত্যন্ত অভিন্নতা প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে (—জীবের অনুবাদ করিয়া তাহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে) কথিত হইয়াছে, এইহেতু কোন বিরোধ নাই।১০ [কেন নাই ? জীব ও ব্রহ্ম তো পরস্পর বিরুদ্ধ বস্তু। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরমেশ্বরসম্বন্ধী স্বরূপই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ, শারীরত্ব (—জীবত্ব) কিন্তু [অবিদ্যারূপ] উপাধিকৃত, ইহা "তুমি তৎস্বরূপ", "ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে 'অবগত হওয়া যায়'।১১ এই সমস্তই আমরা পূর্ব্বে [১।৪।৬ অধিঃ, ২।১।৬ অধিঃ, ইত্যাদি] তত্তৎ স্থলে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।১২॥৩।৪।৮॥

তুল্যং তু দর্শনম্ ॥৩।৪।৯॥

সূত্রার্থ—[যদুক্তম্ আচারদর্শনাৎ" (৩।৪।৩) ইতি। তত্রাহ—ব্রহ্মবিদাং] **দর্শনম্**—কর্মানুষ্ঠানদর্শনম্, **তুল্যম্**—সমানম্ এব। [যতঃ "জনকঃ হ বৈদেহঃ বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেন ইজে" (বৃঃ ৩।১।১), "তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ অগ্নিহোত্রং ন জুহবাংচক্রিরে", ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ আত্মবিদাং কর্ম্মাচরণবৎ তদভাবম্ অপি দর্শয়তি]। **তু**শব্দেন—অকর্ম্মাঙ্গত্ব প্রাবল্যং

সূচিতম্ [কুতঃ ? উচ্যতে—[জনকাদীনাম্ আত্মবিদাম্ অহংমমাভিমানাভাবেন চোদনাপ্রবৃত্ত্য-সম্ভবাৎ তৎকৃতকর্ম্মণঃ অকর্ম্মতয়া তদাচারদর্শনস্য লিঙ্গস্য দৌর্ব্বল্যম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—["আচারদর্শনাৎ" এই যাহা বলা হইয়াছে। সেই বিষয়ে [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—[ব্রহ্মবিদ্গণের] **দর্শনম্**—কর্ম্মের অননুষ্ঠান দর্শন, **তুল্যম্**—সমানই। [যেহেতু "জনকনামে প্রসিদ্ধ বিদেহরাজ বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন", "সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্গণ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন নাই", ইত্যাদি শ্রুতি আত্মবিদ্গণের কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় তাহার অভাবও প্রদর্শন করিতেছেন]। তুশব্দের দ্বারা—[আত্ম-জ্ঞানের] অকর্ম্মাঙ্গতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণের প্রাবল্য সূচিত হইয়াছে। [কিপ্রকারে ? তাহা বলা হইতেছে—জনকাদি আত্মবিদ্গণের 'আমি' ও 'আমার' এইপ্রকার অভিমান না থাকায় বিধির প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না বলিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম [বস্তুতঃ] অকর্ম্ম হওয়ায় তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানদর্শনরূপ লিঙ্গপ্রমাণের দৌর্ব্বল্য 'অবগত হইতে হইবে', ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যত্তু উক্তম্ "আচারদর্শনাৎ" (৩।৪।৩) কর্ম্মশেষঃ বিদ্যা ইতি।১ অত্র ব্রূমঃ—তুল্যম্ আচারদর্শনম্ অকর্ম্মশেষত্বে অপি বিদ্যায়াঃ।২ তথাহি শ্রুতিঃ ভবতি "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংসঃ আহুঃ ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়ম্ অধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে" (ঐত: আ: ৩।২।৬ ?), "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ অগ্নিহোত্রং ন জুহবাংচক্রিরে" * (কৌ: ২।৪), "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" (বৃ: ৩।৫।১) ইতি এবংজাতীয়কাঃ।৩ যাজ্ঞ-বল্ক্যাদীনাম্ অপি ব্রহ্মবিদাম্ অকর্ম্মনিষ্ঠত্বং দৃশ্যতে—"এতাবদরে

* "জুহবাংচক্রুঃ" ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—লোকশিক্ষার জন্য হওয়ায় "ব্রহ্মবিদের কর্ম্মানুষ্ঠানলিঙ্গের" অন্যথাসিদ্ধি। অপর কোন কোন ব্রহ্মবিৎকর্ত্তৃক অননুষ্ঠান লিঙ্গবলে ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—[ব্রহ্মবিদ্গণের কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ] আচরণ দেখা যায় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ, (৩।৪।৩ সূঃ) ইত্যাদি।১ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ (৪ ভাবদীঃ) না হইলেও [ব্রহ্মবিদ্গণকর্ত্তৃক] আচারের দর্শন সমানই (—কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় তাহার অননুষ্ঠানও (—সন্ন্যাসও) সমানভাবেই পরিদৃষ্ট হয়)।২ দেখ, এই বিষয়ে "ইহা অবগত হইয়া পুরাকালে সেই ব্রহ্মবিৎ কাবষেয় ঋষিগণ বলিতেছেন, 'কোন্ প্রয়োজনে আমরা অধ্যয়ন করিব, কোন্ প্রয়োজনে আমরা যজ্ঞ করিব" ? "ইঁহাকে জানিয়া সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্গণ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন নাই", "সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রকামনা বিত্তকামনা এবং [স্বর্গাদি] লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া (—সেই সকলকে ত্যাগ করিয়া) ভিক্ষাবৃত্তি (—সন্ন্যাসাশ্রম) অবলম্বন করেন", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতি আছে।৩ আবার "মৈত্রেয়ি, এইটুকুই (—আত্মদর্শনই)

শাঙ্করভাষ্যম্

খলু অমৃতত্বম্ ইতি হ উক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিজহার" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৪ অপি চ "যক্ষ্যমাণঃ বৈ ভগবন্তঃ অহম্ অস্মি" (ছাঃ ৫।১১।৫), ইতি এতৎ লিঙ্গদর্শনং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ম্।৫ সম্ভবতি চ সোপাধিকায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং কর্ম্মসাহিত্যদর্শনম্।৬ ন তু অত্রাপি কর্ম্মাঙ্গত্বম্ অস্তি, প্রকরণাদ্যভাবাৎ।৭॥৩।৪।৯॥

ভাষ্যানুবাদ

অমৃতত্বের সাধন, ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেন", ইত্যাদি শ্রুতি-সকল হইতে যাজ্ঞবল্ক্য [ও শুক] প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও অকর্ম্মনিষ্ঠতা (—কর্ম্মানুষ্ঠানাভাব) দেখা যাইতেছে। [সুতরাং ব্রহ্মবিদ্ জনকাদির কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় অপর ব্রহ্মবিদ্‌গণের কর্ম্মসন্ন্যাসও পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া জনকাদির যে কর্ম্মানু-ষ্ঠান, তাহা লোকশিক্ষার জন্য হওয়ায় অপর কোন কোন ব্রহ্মবিদ্‌কর্ত্তৃক কর্ম্মের অন-নুষ্ঠানলিঙ্গ বলে ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, ইহা সিদ্ধ হইল (৬)]।৪

[সিঃ—কর্ম্মের সহিত অনুষ্ঠান সম্ভব হইলেও সগুণব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, পরন্তু কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে ফলহেতু।]

আর দেখ, "মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছি", ইত্যাদি এই যে [ব্রহ্ম-বিদের কর্ম্মানুষ্ঠানবোধক] লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বৈশ্বানরবিদ্যাকে বিষয় করে।৫ [কর্ত্তৃত্বাদির উপমর্দ্দ না হওয়ায়] সোপাধিক ব্রহ্মবিদ্যাতে কর্ম্মসাহিত্য-দর্শন (—কর্ম্মের সহিত সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান পরিদৃষ্ট হওয়া) সম্ভব।৬ [কিন্তু তাহা হইলে তো বৈশ্বানরবিদ্যাদি সগুণব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ, কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে ফলদানে তাহারা অসমর্থ। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু এখানেও (—বৈশ্বানরবিদ্যাতেও) কর্ম্মাঙ্গতা নাই, যেহেতু [কর্ম্মাঙ্গতার বোধক] প্রকরণাদি প্রমাণের অভাব আছে। [অতএব সগুণব্রহ্মবিদ্যাও কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে ফলদানে সমর্থ]।৭॥৩।৪।৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যৎ পুনঃ উক্তম্—"তচ্ছ্রুতেঃ" (৩।৪।৪) ইতি। অত্র ব্রূমঃ—

ভাষ্যানুবাদ—আর যে বলা হইয়াছে—"কর্ম্মাঙ্গতা শ্রুত হওয়ায়", ইত্যাদি। এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—

ভাবদীপিকা

(৬) এইরূপে লোকশিক্ষার জন্য হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত "ব্রহ্মবিদের কর্ম্মানুষ্ঠানলিঙ্গ" (৩।৪।৩ সূঃ) অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পাড়ল। নির্গুণপরব্রহ্মবিদ্যা যজমানের সংস্কার-দ্বারে (৪ ভাবদীঃ) কর্ম্মাঙ্গ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে কর্ত্তা ক্রিয়া ও ফলাদি ভেদ-বুদ্ধির নাশ না হওয়ায় সগুণব্রহ্মবিদ্যার সহিত কর্ম্মের সাহিত্য (—একই পুরুষকর্ত্তৃক অনু-ষ্ঠান) সম্ভব হইলেও, সেই বিদ্যাও পূর্ব্বমীমাংসকের অভিপ্রেত "আমি দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবান্ বৈশ্বানর আত্মা", ইত্যাদি এইপ্রকার চিন্তার ফলে উৎপন্ন যজমানের সংস্কারদ্বারা কর্ম্মাঙ্গ নহে, ইহা বলি-তেছেন—অপিচ 'আর দেখ', ইত্যাদি (৫ বাক্য)।

অসার্ব্বত্রিকী ॥৩।৪।১০॥

সূত্রার্থ—["যদেব বিদ্যয়া করোতি" (ছাঃ ১।১।১০), ইতি শ্রুতিঃ] **অসার্ব্বত্রিকী**—সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া ন ভবতি, [প্রকৃতোদ্গীথবিদ্যামাত্রপরত্বাৎ]।

অনুবাদ—["যাহাই বিদ্যাসহযোগে অনুষ্ঠান করে", এই শ্রুতি] **অসার্ব্বত্রিকী**—সকলপ্রকার বিদ্যাকে বিষয় করে না, [যেহেতু প্রস্তাবিত উদ্গীথবিদ্যামাত্রকে বিষয় করে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যদেব বিদ্যয়া করোতি" (ছাঃ ১।১।১০), **ইতি এষা শ্রুতিঃ ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া, প্রকৃতবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ।১ প্রকৃতা চ উদ্গীথবিদ্যা "ওমিত্যেতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ উপাসীত"** (ছাঃ ১।১।১), **ইতি অত্র** ।২॥৩।৪।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তৃতীয়াশ্রুতি নিরবকাশ হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে।]

"যাহাই বিদ্যাসহযোগে অনুষ্ঠান করে", ইত্যাদি এই শ্রুতি সকলপ্রকার বিদ্যাকে বিষয় করে না, যেহেতু প্রকৃত (—প্রস্তাবিত) বিদ্যার সহিত তাহা সম্যগ্-রূপে সম্বদ্ধ।১ [প্রস্তাবিত বিদ্যা কি, তাহা বলিতেছেন—] আর উদ্গীথের অবয়বভূত 'ওঁ' এই অক্ষরটীকে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি এই স্থলে উদ্গীথবিদ্যা প্রস্তাবিত হইয়াছে, [ব্রহ্মবিদ্যা নহে।২ সেইহেতু ত্বৎপ্রদর্শিত তৃতীয়াশ্রুতি ব্রহ্ম-বিদ্যাতে সাবকাশ না হওয়ায় তাহা কর্ম্মাঙ্গ নহে] ॥৩।৪।১০॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥৩।৪।১১॥

সূত্রার্থ—["তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যত্র 'বিদ্যা অন্যং পুরুষম্ অন্বারভতে, কর্ম্ম অন্যম্' ইতি] **বিভাগঃ** দ্রষ্টব্যঃ। **শতবৎ**—যথা 'শতম্ আভ্যাং দীয়তাম্', ইতি উক্তে বিভজ্য দীয়তে, পঞ্চাশৎ একস্মৈ পঞ্চাশৎ অপরস্মৈ ইতি, তদ্বৎ।

অনুবাদ—["বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহাকে (—পরলোকগামী জীবকে) অনুসরণ করে", ইত্যাদি এই স্থলে 'বিদ্যা এক পুরুষকে অনুসরণ করে, কর্ম্ম অন্যকে', এইপ্রকারে] **বিভাগঃ**—বিভাগ অবগত হইতে হইবে। **শতবৎ**—যেমন 'ইহাদের দুই জনকে একশত মুদ্রা প্রদান কর', এইপ্রকার কথিত হইলে 'একজনকে পঞ্চাশ, অপরকে পঞ্চাশ', এইপ্রকারে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহার ন্যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদপি উক্তম্—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" (বৃঃ ৪।৪।২) ইতি এতৎ সমন্বারম্ভবচনম্ অস্বাতন্ত্র্যে বিদ্যায়াঃ লিঙ্গম্ ইতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে।১ বিভাগঃ অত্র দ্রষ্টব্যঃ, বিদ্যা অন্যং পুরুষম্ অন্বারভতে, কর্ম্ম অন্যম্ ইতি।২ 'শতবৎ', যথা 'শতম্ আভ্যাং দীয়তাম্', ইতি উক্তে বিভজ্য দীয়তে, পঞ্চাশৎ একস্মৈ, পঞ্চাশৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

অপরস্মৈ, তদ্বৎ।৩ ন চ ইদং সমন্বারম্ভবচনং মুমুক্ষুবিষয়ম্, "ইতি নু কাময়মানঃ" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইতি সংসারিবিষয়ত্বোপসংহারাৎ।৪ "অথ অকাময়মানঃ (ঐ), ইতি চ মুমুক্ষোঃ পৃথগুপক্রমাৎ।৫ তত্র সংসারিবিষয়ে বিদ্যা বিহিতা প্রতিষিদ্ধা চ পরি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিদ্যা ও কর্ম্ম বিভিন্ন পুরুষকে অনুগমন করায় তাহাদের সহকারিত্বলিঙ্গ বিঘটিত। ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মসাপেক্ষ নহে]।

আর [৩।৪।৫ সূত্রে] যে বলা হইয়াছে—"বিদ্যা ও কর্ম্ম তাহাকে (—পরলোকগামী জীবকে) অনুসরণ করে", ইত্যাদি এই অনুসরণবোধক বাক্য বিদ্যার অস্বতন্ত্রতার (—কর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতৃত্বের) প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ, তাহা নিরাকৃত হইতেছে।১ এই স্থলে বিভাগ বুঝিতে হইবে, 'বিদ্যা এক পুরুষকে (—মুমুক্ষুকে) অনুসরণ করে, কর্ম্ম করে অন্যকে (—বদ্ধ সংসারীকে)।২ শতসংখ্যার ন্যায়, যেমন 'ইহাদের দুই জনকে একশত মুদ্রা প্রদান কর', এইপ্রকার কথিত হইলে এক জনকে পঞ্চাশ, অপরকে পঞ্চাশ, এইপ্রকারে বিভাগ করিয়া প্রদত্ত হয়, তদ্রূপ (৭)।৩

[সিঃ—সমন্বারম্ভবচনে অমুমুক্ষুর বিদ্যা ও কর্ম্ম বর্ণিত হওয়ায় তাহাদের সহকারিত্বলিঙ্গবলে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা অসিদ্ধ]।

আর এই সমন্বারম্ভবচন (বৃঃ ৪।৪।২) মুমুক্ষুকে (—ব্রহ্মবিৎকে) বিষয় করে না, যেহেতু "যিনি ফলকামনা করেন, তাঁহার এইপ্রকার হয়", এইপ্রকারে সংসারিবিষয়তার (—পূর্ববর্ত্তী যে শ্রুতিবাক্যসকলে সংসারী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের) উপসংহার হইয়াছে।৪ আর যেহেতু "পরন্তু যিনি কামনা করেন না", এইপ্রকারে মুমুক্ষুবিষয়ে পৃথগ্‌ভাবে বর্ণনারম্ভ হইয়াছে।৫ [আচ্ছা 'সমন্বারম্ভবচন' ব্রহ্মবিৎকে বিষয় না করিয়া অমুমুক্ষু সংসারীকে করিলে, তাহার বিদ্যা ও কর্ম্ম কি, যাহা তাহাকে অনুগমন করিবে ? তাহা বলিতেছে—] সেই স্থলে (—"তং বিদ্যাকর্ম্মণী

ভাবদীপিকা

(৭) লক্ষ্য করিতে হইবে—নির্গুণপরব্রহ্মবিদের উৎক্রমণ ও গত্যাগতি না থাকায় বিদ্যা ও কর্ম্ম তাঁহাকে অনুসরণ করে, এই প্রশ্নই উঠে না। আর সগুণপরব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইলেও সেই ব্রহ্মবিদের কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয় হইয়া যায়, মাত্র ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবেই তিনি দেবযানমার্গে প্রবেশ, ব্রহ্মলোকে গমন ও ক্রমমুক্তিলাভ করেন, ইহা ৩।৩।১৬ অধিকরণে আলোচিত হইয়াছে (৩৭৩-৭৪ পৃঃ)। পরেও ৪।১।৯ তদধিগমাধিকরণ প্রভৃতি স্থলে আলোচিত হইবে। সুতরাং কর্ম্ম তাঁহাকে অনুসরণ করে না। পরন্তু বদ্ধ পুরুষকে তাহা করে বলিয়া বিদ্যা ও কর্ম্ম বিভিন্ন পুরুষকে অনুসরণ করায় ব্রহ্মবিদ্যার ফলারম্ভে তাহাদের সহকারিতা সিদ্ধ না হওয়ায় তাহাদের সহকারিতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণ বিঘটিত হইয়া পড়িল। ফলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতৃত্ব নিরাকৃত হইল। কিন্তু "বিদ্যাকর্ম্মণী" এই স্থলে দ্বন্দ্বসমাসের বলে বিদ্যা ও কর্ম্মের অবিভক্তভাবে সহগামিতাই অবগত হওয়া যাইতেছে, সেইহেতু উক্তপ্রকার ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। এইপ্রকার আশঙ্কার উত্তরে উক্ত সমন্বারম্ভবচন ব্রহ্মবিৎকে বিষয়ই করে না, পরন্তু বদ্ধ পুরুষকে বিষয় করে, ইহা বলিতেছেন—ন চ—'আর এই', ইত্যাদি (৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

গৃহ্যতে বিশেষাভাবাৎ।৬ কর্ম্মাপি বিহিতং প্রতিষিদ্ধং চ যথাপ্রাপ্তানুবাদিত্বাৎ।৭ এবং সতি অবিভাগেনাপি ইদং সমন্বারম্ভবচনম্ অবকল্পতে।৮॥৩।৪।১১॥

ভাষ্যানুবাদ

সমন্বারভেতে", এই বাক্যে) বিশেষ না থাকায় (—কোন বিশেষ বিদ্যা বা কর্ম্ম বর্ণিত না হওয়ায়) সংসারিবিষয়ে [বিদ্যাশব্দে উদ্গীথাদি (৮)] বিহিতা বিদ্যা এবং [অসৎ-শাস্ত্রে বিহিতা নগ্নস্ত্রীসহযোগে অনুষ্ঠিতা মন্ত্রজপাদিরূপা] প্রতিষিদ্ধা বিদ্যা পরিগৃহীত হইতেছে।৬ আর [কর্ম্ম শব্দে] বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিগৃহীত হইতেছে, কারণ [বেদ] যথাপ্রাপ্তের (—লোকমধ্যে যেপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়, সেইপ্রকার বিষয়ের) অনুবাদক।৭ [অমুমুক্ষু সংসারীর বিদ্যা ও কর্ম্ম] এইপ্রকার হইলে এই সমন্বারম্ভবচন (—বিদ্যা ও কর্ম্মের অনুগামিতাবোধক বাক্য) অবিভক্তভাবেও সঙ্গত (—কামনাবান্ সংসারী একই পুরুষকে ইহারা অনুগমন করে, এইপ্রকার অর্থও সঙ্গত।৮ অতএব এই স্থলে বিদ্যাশব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা না হওয়ায় 'বিদ্যা ও কর্ম্মের সংকারিত্বলিঙ্গবলে' ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয় না।(৯)॥৩।৪।১১॥

ভাবদীপিকা

(৮) 'উদ্গীথাদি', অত্রস্থ আদিশব্দে ভগবদুপাসনা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যাকেও গ্রহণ করিতে হইবে; অন্যথা "তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্" (গীতা ৬।৪৩), ইত্যাদি ভগবদ্বচনের বিরোধ হইয়া পড়িবে।

[সিঃ—সগুণব্রহ্মবিদের কর্ম্ম প্রতিবন্ধকনিরাকরণদ্বারা বিদ্যাপ্রতিপালনের হেতু, ফলাধিক্যের নহে।]

(৯) পূজ্যপাদ পরিমলকার এই স্থলে এই সূত্ররচনার উপরই আক্ষেপ করিয়াছেন, যথা—'সগুণবিদ্যায়াঃ ফলভূয়স্ত্বার্থম্ কর্ম্মসাপেক্ষত্বেন", ইত্যাদি। ভাব এই—'সগুণব্রহ্মবিদ্যা ফলাধিক্যের জন্য কর্ম্মকে অপেক্ষা করে বলিয়া বিদ্যা ও কর্ম্মের একই ব্রহ্মবিৎ পুরুষে সহাবস্থান যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় তাহাদের বিভাগের অপেক্ষা নাই; সেইহেতু "বিভাগঃ শতবৎ" (৩।৪।১১), এই প্রকার সূত্ররচনা অসঙ্গত', ইত্যাদি। ইহা কতটা সমীচীন, তাহা চিন্তনীয়। এইপ্রকার চিন্তার উদয় কেন হইতেছে? বলিতেছি—"সঃ খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষম্" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যাদি শ্রুতিতে সগুণব্রহ্মবিদের জন্য যাবজ্জীবন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। সেই কর্ম্ম কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার ফলদাতৃত্বের প্রতি সহায়ক হেতু নহে; পরন্তু 'আমৃত্যু অভ্যসনীয় বিদ্যার প্রতিবন্ধক পাপকে নিরাকরণদ্বারা বিদ্যাপ্রতিপালনের প্রতি হেতু', ইহা "আবৃত্তায়াম্ উপাসনায়াম্ আপ্রায়ণম্ অনুবর্ত্তনীয়ায়াং প্রতিবন্ধকপাপসম্ভবেন তন্নিরাকরণদ্বারা বিদ্যাস্বরূপোপযোগসম্ভবাৎ", ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যাভরণবাক্য (৪।১।১৬) হইতে অবগত হওয়া যায়। আবার উপাস্যসাক্ষাৎকার হইলে সেই সকল কর্ম্মজনিত পুণ্যপাপ ব্রহ্মবিৎ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, ইহা "যয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ সাক্ষাৎকারে সতি অশ্লেষবিনাশৌ", ইহাও পরিমলকারের বচন (৪।১।১৬-১৭ সূঃ) হইতেই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং সাধকের জীবদ্দশাতে যে পুণ্যকর্ম্ম পাপনিরাকরণদ্বারা বিদ্যাপ্রতিপালনের হেতু হইয়া থাকে, উপাস্যসাক্ষাৎকারের সমকালেই

শাঙ্করভাষ্যম্—যচ্চ এতৎ "তদ্বতো বিধানাৎ" (৩।৪।৬) ইতি। অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—আর যে "সমগ্রবেদার্থজ্ঞানবানের জন্য কর্ম্ম বিহিত", ইহা কথিত হইয়াছে। এইহেতু (—ইহা প্রাপ্ত হওয়ায়) উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ।।৩।৪।১২।।

সূত্রার্থ—["আচার্য্যকুলাৎ বেদম্ অধীত্য" (ছাঃ ৮।১৫।১) ইত্যাদিবাক্যে] **অধ্যয়নমাত্রবতঃ**—বেদাধ্যয়নমাত্রবতঃ [কর্ম্ম বিধীয়তে, ন ঔপনিষদাত্মজ্ঞানবতঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["আচার্য্যগৃহ হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া", ইত্যাদি বাক্যে] **অধ্যয়নমাত্রবতঃ**—যিনি বেদাধ্যয়নমাত্র করিয়াছেন, তাঁহার জন্যই [কর্ম্ম বিহিত হইতেছে, উপনিষদে বর্ণিত আত্মজ্ঞান (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা) যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার জন্য নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"আচার্য্যকুলাৎ বেদম্ অধীত্য" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইত্যত্র অধ্যয়নমাত্রস্য শ্রবণাৎ অধ্যয়নমাত্রবতঃ এব কর্ম্মবিধিঃ ইতি অধ্যবস্যামঃ।১ ননু এবং সতি অবিদ্যত্বাৎ অনধিকারঃ কর্ম্মসু প্রসজ্যেত।২ নৈষঃ দোষঃ, ন বয়ম অধ্যয়নপ্রভবং কর্ম্মাববোধনম্

ভাষ্যানুবাদ

সিঃ—আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মনিষ্পাদনে অসামর্থ্যবশতঃ বেদার্থজ্ঞানবদ্ব্যক্তিদের জন্যই(?) কর্ম্মবিধি।

"গুরুগৃহ হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া", ইত্যাদি এই স্থলে অধ্যয়নমাত্রের শ্রবণ হওয়ায় [এবং (১০) 'মাত্র' পদটী আত্মজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক হওয়ায়] যিনি বেদাধ্যয়ন মাত্র করিয়াছেন, তাঁহার জন্যই কর্ম্মবিধি, ইহা আমরা নিশ্চয় করিতেছি।১ ['মাত্র' শব্দটী বেদার্থজ্ঞানকে নিরাকরণ করিতেছে, ইহা মনে করিয়া আশঙ্কা করিতেছেন—] কিন্তু এইপ্রকার হইলে অবিদ্য (—বেদার্থজ্ঞানশূন্য) হওয়ায় কর্ম্মে অনধিকার হইয়া পড়িবে।২ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, আমরা বেদাধ্যয়ন হইতে উৎপন্ন যে কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান, যাহা [কর্ম্মে] অধিকারের প্রতি কারণ, তাহাকে নিষেধ

ভাবদীপিকা

যাহা ব্রহ্মবিৎ সাধক হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা কিপ্রকারে ব্রহ্মবিৎকে অনুসরণ করিবে এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফলাধিক্যই বা কিপ্রকারে সম্পাদন করিবে, ইহা অবশ্যই চিন্তনীয়। আবার প্রস্তাবিত অধিকরণের বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়াও পরিমলকারের এই অভিমত চিন্তনীয়। সূত্ররচনাতে অসঙ্গতি কিছুই নাই, ইহাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে; সঙ্গত ব্যাখ্যাও ৭ ভাবদীপতে প্রদত্ত হইয়াছে। (বিচার আমাদের)

(১০) "অধ্যয়ন মাত্র", এই স্থলে 'মাত্র'শব্দের ব্যাবর্ত্ত্য কি, এই বিষয়ে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। অনুবাদমধ্যে রত্নপ্রভাকার ও ন্যায়নির্ণকারের অভিমত বর্ণিত হইল। ভামতীকার বলেন—'মাত্র'শব্দের দ্বারা "উপনিষদের অধ্যয়ন" ব্যাবৃত্ত হইতেছে, কারণ কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার উপযোগিতা নাই। পরিমলকার বলেন—তাহা সঙ্গত নহে, কারণ "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ", এই অধ্যয়নবিধিবলে উপনিষৎ সহ সমগ্র স্বশাখার অধ্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

অধিকারকারণং ব্রূমঃ।৩ কিং তর্হি ?৪ ঔপনিষদম্ আত্মজ্ঞানং স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রয়োজনবৎ প্রতীয়মানং ন কর্ম্মাধিকারকারণতাং প্রতিপদ্যতে ইতি এতাবৎ প্রতিপাদয়ামঃ।৫ যথা চ ন ক্রত্বন্তরজ্ঞানং ক্রত্বন্তরাধিকারেণ অপেক্ষ্যতে, এবম্ এতদপি দ্রষ্টব্যম্ ইতি।৬॥৩।৪।১২॥

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছি না।৩ তবে কি নিষেধ করিতেছ ? ৪ [উত্তর —] উপনিষৎপ্রতিপাদ্য যে আত্মজ্ঞান, যাহা স্বাধীনভাবেই [মোক্ষরূপ] প্রয়োজনসম্পাদকরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা কর্ম্মে অধিকারের প্রতি কারণভাব প্রাপ্ত হয় না (— কারণ হয় না), এইটুকুই আমরা প্রতিপাদন করিতেছি (১১)।৫ [কিন্তু আত্মাও বেদার্থ (— বেদ প্রতিপাদ্য) হওয়ায় কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানও কর্ম্মে অধিকারের প্রতি অপেক্ষিত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—]আর এক যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞান যেমন অন্য যজ্ঞে অধিকারের প্রতি অপেক্ষিত নহে, ইহাকেও (- আত্মজ্ঞানকেও) এই প্রকারে বুঝিতে হইবে (—যে বিষয়ে যাহার সামর্থ্য, সেই বিষয়ে তাহার বিনিয়োগ অঙ্গীকার্য্য। উপনিষৎপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের কর্ম্মনিষ্পাদনে সামর্থ্য (—উপযোগিতা) নাই, সেইহেতু তাহাতে তাহার বিনিয়োগ সম্ভব হয় না, ইহাই ভাব)।৬॥৩।৪।১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্—যদপি উক্তং "নিয়মাচ্চ" (৩।৪।৭) ইতি। অত্র অভিধীয়তে -

ভাষ্যানুবাদ—আর যে বলা হইয়াছে—"যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়মবশতঃ", ইত্যাদি। এই বিষয়ে বলা হইতেছে—

নাবিশেষাৎ ॥৩।৪।১৩॥

সূত্রার্থ—["কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" (ঈশঃ ২) ইতি নিয়মবাক্যং] **ন**—ন ব্রহ্মবিদ্বিষয়ম্, **অবিশেষাৎ**—'বিদ্বান্' ইতি বিশেষাভাবাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["এখানে কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে", ইত্যাদি নিয়ম (—অবশ্যকর্ত্তব্যতা) বোধক বাক্য] **ন**—ব্রহ্মবিৎকে বিষয় করে না, **অবিশেষাৎ**—যেহেতু [উক্ত শ্রুতিতে] 'বিদ্বান্' এইপ্রকার বিশেষ কথন নাই।

ভাবদীপিকা

মনকে [ও তাহার অর্থজ্ঞানকে] প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইহেতু "বিচারসাধ্য যে আত্মজ্ঞান, তাহার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত যে উপনিষদের অধ্যয়ন", তাহাই এই স্থলে 'মাত্র' শব্দের দ্বারা ব্যাবৃত্ত হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের অভিপ্রায়ও পরিমলকারের ন্যায়।

(১১) গুরুগৃহে উপনিষৎসহ সমগ্র স্বশাখার অধ্যয়ন ও অর্থগ্রহণকালে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইত্যাদি সাধনসম্পন্ন না হওয়ায় আত্মবিষয়ক একটা আপাত জ্ঞানমাত্র তৎকালে হইতে পারে, কিন্তু সাধনসম্পন্ন ব্যক্তির উপনিষদ্বাক্যবিচার হইতে উত্থিত যে আত্মজ্ঞান, তাহা তৎকালে তাহার উদিত হয় না। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমে কর্ম্মানুষ্ঠানকালে বিচারোত্থ আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তিই না হওয়ায়, তাহার কর্ম্মাঙ্গতা দূরেই অপসারিত হয়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ" (ঈশ: ২), **ইতি এবমাদিষু নিয়মশ্রবণেষু ন 'বিদুষঃ' ইতি বিশেষঃ অস্তি, অবিশেষেণ নিয়মবিধানাৎ** ॥৩।৪।১৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—যাবজ্জীবনকর্ম্মনিয়মলিঙ্গ অবিদ্বানকে বিষয় করে বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে।]

"এখানে (—এই সংসারে, অগ্নিহোত্রাদি] কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে", ইত্যাদি এই নিয়মবোধক শ্রুতিবাক্যসকলে 'বিদ্বানগণের [প্রতি'], এইপ্রকার বিশেষ নাই (—বিদ্বান্, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, ইহা বলা হয় নাই), যেহেতু বিশেষ ব্যতিরেকেই নিয়ম বিহিত হইয়াছে। [সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মবিরোধী হওয়ায় অবিদ্বানই (—অব্রহ্মবিদ্ই) উক্ত বাক্যটীর বিবক্ষিত, ইহা নির্ণীত হয়। ফলে "যাবজ্জীবন কর্ম্মনিয়মরূপ" লিঙ্গপ্রমাণ ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা জ্ঞাপনে সমর্থ হয় না, ইহাই ভাব] ॥৩।৪।১৩॥

স্তুতয়েঽনুমতির্বা ॥৩।৪।১৪॥

সূত্রার্থ—[প্রকরণভঙ্গভয়াৎ বিদ্বদ্বিষয়ত্বম্ উপেত্য পরিহারান্তরম্ আহ—] **বা**—যদ্বা, [ব্রহ্মাত্মবিদঃ ইয়ম্] **অনুমতিঃ**—কর্ম্মানুজ্ঞা, **স্তুতয়ে**—ব্রহ্মবিদ্যাস্তুতয়ে জ্ঞাতব্যা।

অনুবাদ—[প্রকরণভঙ্গভয়ে [উক্ত ঈশঃ ২ শ্রুতি] বিদ্বান্‌কে বিষয় করে, ইহা অঙ্গীকার করিয়া অন্যপ্রকার পরিহারের কথা বলিতেছেন—] **বা**—অথবা, [ব্রহ্মাত্মবিদের এই] **অনুমতিঃ**—কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা, **স্তুতয়ে**—ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" (ঈশঃ ২) **ইত্যত্র অপরঃ বিশেষঃ আখ্যায়তে।১ যদ্যপি অত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ বিদ্বান্ এব 'কুর্ব্বন্' ইতি সম্বধ্যেত, তথাপি বিদ্যাস্তুতয়ে কর্ম্মানুজ্ঞানম্ এতৎ দ্রষ্টব্যম্।২ "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"** (ঐ), **ইতি হি বক্ষ্যতি।৩ এতদুক্তং ভবতি—যাবজ্জীবং কর্ম্ম কুর্ব্বতি অপি বিদুষি পুরুষে ন কর্ম্ম লেপায় ভবতি, বিদ্যাসামর্থ্যাৎ ইতি।৪ তদেবং বিদ্যা স্তূয়তে।৫**॥৩।৪।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্তুতির জন্য হয় বলিয়া 'যাবজ্জীবনকর্ম্মনিয়ম' কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞাপক লিঙ্গ না হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে।]

[ব্রহ্মবিদ্যাবিহীন পুরুষ "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি", ইত্যাদি শ্রুতির বিষয়, ইহা বলিয়া এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্ পুরুষই তাহার বিষয়, এই পক্ষ গ্রহণ করিয়া পরিহার কথিত হইতেছে—] "এখানে (—এই সংসারে) কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে", ইত্যাদি এই স্থলে অপর বিশেষ (—অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা) কথিত হইতেছে।১ যদিও এখানে প্রকরণের সামর্থ্যবশতঃ বিদ্বানেরই (—ব্রহ্মবিদেরই) 'কুর্ব্বন্' এইপ্রকারে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তথাপি এই কর্ম্মানুজ্ঞাকে (—কর্ম্মানুষ্ঠানবোধক বিধিকে) ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য বুঝিতে হইবে।২ [ইহার সমর্থনে বাক্যশেষ উদ্ধৃত করিতেছেন—] যেহেতু

ভাষ্যানুবাদ

["এইপ্রকারে জীবিত থাকিতে ইচ্ছাযুক্ত] নরাভিমানী তোমাতে কর্ম্ম লিপ্ত হয় না", ইহা বলিবেন।৩ [কিন্তু তাহাতে স্তুতি কিপ্রকারে হইল? উত্তর—] ইহাই বলা হইতেছে—যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মবিদ্ পুরুষে কর্ম্ম বন্ধনের জন্য হয় না (—তাঁহাকে বন্ধন করে না), যেহেতু [ব্রহ্ম] বিদ্যার [সেইপ্রকার] সামর্থ্য আছে।৪ সেইহেতু বিদ্যা এইপ্রকারে স্তুত হইতেছে।৫॥৩।৪।১৪॥

কামকারেণ চৈকে ॥৩।৪।১৫॥

সূত্রার্থ—[পূর্ব্বপক্ষহেতূন্ এবম্ উন্মথ্য স্বপক্ষে হেত্বন্তরম্, আহ—] **চ**—কিঞ্চ, **একে**—প্রত্যক্ষীকৃততত্ত্বজ্ঞানফলাঃ বিদ্বাংসঃ [পরোক্ষফলকধর্ম্মসাধনং প্রজাদিকং **কামকারেণ**—স্বেচ্ছয়া [ত্যক্তবন্তঃ ইতি শ্রূয়তে—"পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা] ।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষ হেতুসকলকে উন্মথিত করিয়া [সিদ্ধান্তী] স্বপক্ষে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] **চ**—আর, **একে**—তত্ত্বজ্ঞানের ফল যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ, [পরোক্ষফলপ্রদ যে ধর্ম্ম, তাহার সাধন পুত্র প্রভৃতিকে] **কামকারেণ**—স্বেচ্ছায় [পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা "পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ পুত্রকামনা করেন নাই", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ একে বিদ্বাংসঃ প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফলাঃ সন্তঃ তদবষ্টম্ভাৎ ফলান্তরসাধনেষু প্রজাদিষু প্রয়োজনাভাবং পরামৃশন্তি কামকারেণ ইতি শ্রুতিঃ ভবতি বাজসনেয়িনাম্—"এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ যেষাং নঃ অয়ম্ আত্মা অয়ং লোকঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি।১ অনুভবারূঢ়ম্ এব চ বিদ্যাফলং, ন ক্রিয়াফলবৎ কালান্তরভাবি ইতি অসকৃৎ অবোচাম।২ অতঃ অপি ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বং, নাপি তদ্বিষয়ায়াঃ ফলশ্রুতেঃ অযথার্থত্বং শক্যম্ আশ্রয়িতুম্।৩॥৩।৪।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"স্বেচ্ছায় কর্ম্মসাধনভূত প্রজাদিত্যাগরূপ" লিঙ্গবলে ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা নিরাকরণ।]

আর দেখ, কেহ কেহ, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার ফল যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্‌গণ তাহার (—সেই বিদ্যার) বলে অন্য ফলের সাধনভূত পুত্র প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাবশে প্রয়োজনাভাবকে উল্লেখ করিতেছেন, বাজসনেয়শাখাধ্যায়িগণের এইপ্রকার শ্রুতি আছে, যথা—"তাহা এইপ্রকার হইয়াছিল যে, পুরাকালে ব্রহ্মবিদ্‌গণ পুত্র কামনা করিতেছেন না, [তাঁহারা বলিতেছেন—] যে আমাদের নিকট এই আত্মাই এই লোক (—অভিপ্রেত ফল), সেই আমরা পুত্রের দ্বারা কি করিব", ইত্যাদি।১ [কিন্তু "আত্মাই এই লোক', এইপ্রকারে আত্মজ্ঞানের ফলে প্রত্যক্ষতা উক্তি সঙ্গত নহে, কারণ কর্ম্মফলের ন্যায় তাহাও অদৃষ্ট। তদুত্তরে বলিতেছেন—]

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মবিদ্যার ফল অনুভবগম্য, ক্রিয়ার ফলের ন্যায় কালান্তরে উৎপন্ন হয় না, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি।২ এইহেতুবশতঃও (—ব্রহ্মবিদ্যার ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায়) ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা এবং তদ্বিষয়ক ফলশ্রুতির অযথার্থতা অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। [পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—'আত্মজ্ঞানে ফলশ্রুতি অর্থবাদ' (৩।৪।২ সূঃ ১ বাক্য), এইভাবে তাহা নিরাকৃত হইল] ।৩।৩।৪।১৫॥

উপমর্দ্দং চ ॥৩।৪।১৬॥

সূত্রার্থ—চ—অপিচ, [কর্ম্মানুষ্ঠানহেতোঃ ক্রিয়াকারকফলবিভাগস্য সমস্তস্য অবিদ্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ] **উপমর্দ্দম্—**অভাবম্ [আমনন্তি "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৪।১৫) ইত্যাদিনা। তথা চ নিগুর্ণপরব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মবিরোধিত্বাৎ ন কর্ম্মাঙ্গত্বম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—চ—আরও দেখ, [কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুভূত যে অবিদ্যাকৃত ক্রিয়া কারক ও ফলরূপ সমস্ত বিভাগ, ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ তাহাদের] **উপমর্দ্দম্—**অভাব, ["কিন্তু যখন সমস্তই ইঁহার আত্মস্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে", ইত্যাদিপ্রকারে শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে। অতএব কর্ম্মের বিরোধী হওয়ায় নিগুর্ণপরব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সম্ভব নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ কর্ম্মাধিকারহেতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য অবিদ্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দ্দম্ আমনন্তি—"যত্র বৈ অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ২।৪।১৪) ইত্যাদিনা।১ বেদান্তোদিতাত্মজ্ঞানপূর্ব্বিকাং তু কর্ম্মাধিকারসিদ্ধিং প্রতি আশাসানস্য কর্ম্মাধিকারোচ্ছিত্তিঃ এব প্রসজ্যেত।২ তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ।৩।৩।৪।১৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ক্রিয়া কারক ও ফলের উচ্ছেদক হওয়ায় নিগুর্ণপরব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে।]

আরও দেখ, কর্ম্মে অধিকারের হেতু যে ক্রিয়া কারক ও ফলরূপ অবিদ্যাকৃত সমস্ত প্রপঞ্চ, ব্রহ্মবিদ্যার সামর্থ্যবশতঃ তাহার স্বরূপের নাশ, "কিন্তু যখন সমস্ত ইঁহার আত্মাই হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে", ইত্যাদিপ্রকারে শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে।১ উপনিষদে বর্ণিত আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক যাঁহারা কর্ম্মে অধিকারসিদ্ধির প্রতি আশা করেন, তাঁহাদের কিন্তু কর্ম্মাধিকারের উচ্ছেদই হইয়া পড়িবে।২ সেইহেতুবশতঃও [নিগুর্ণপরব্রহ্ম-] বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মাঙ্গ না হইয়া স্বাধীনভাবে ফলদাতৃত্ব) সিদ্ধ হয় ।৩।৩।৪।১৬॥

ঊর্ধ্বরেতঃসু চ শব্দে হি ॥৩।৪।১৭॥

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—] **চ**—কিঞ্চ, **ঊর্ধ্বরেতঃসু—**

যতিষু [ব্রহ্মবিদ্যা অবগতা। ন হি তস্যাঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং সম্ভবতি, যতীনাং কর্ম্মাভাবাৎ। ন চ যত্যাশ্রমঃ ক্বাপি ন শ্রুতঃ ইতি সাম্প্রতম্]; হি—যতঃ, শব্দে—"ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইতি প্রস্তুত্য "ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ২।২৩।১), ইতি অস্মিন্ শ্রুতৌ [ঊর্ধ্বরেতসাম্ আশ্রমাঃ শ্রূয়ন্তে। অতঃ ব্রহ্মবিদ্যা ন কর্ম্মাঙ্গং, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যেণ মুক্তিফলা ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] চ—আবার, **ঊর্ধ্বরেতঃসু**—সন্ন্যাসীসকলে [ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হওয়া যায়। তাহার কর্ম্মাঙ্গতা নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, যেহেতু সন্ন্যাসিগণের কর্ম্মে অধিকার নাই। আর সন্ন্যাসাশ্রম শ্রুতিতে কোন স্থলে বর্ণিত হয় নাই, ইহা সঙ্গত নহে]; **হি**—যেহেতু, **শব্দে**—"ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ", এইরূপে আরম্ভ করিয়া "ব্রহ্মসংস্থ (—ব্রহ্মে সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত সন্ন্যাসী) অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", ইত্যাদি এই শ্রুতিতে [সন্ন্যাসিগণের আশ্রমসকল শ্রুত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, কিন্তু স্বাধীনভাবে মুক্তিরূপ ফলপ্রদ, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঊর্ধ্বরেতঃসু চ আশ্রমেষু বিদ্যা শ্রূয়তে ।১ ন চ তত্র কর্ম্মাঙ্গত্বং বিদ্যায়াঃ উপপদ্যতে, কর্ম্মাভাবাৎ ।২ ন হি অগ্নিহোত্রাদীনি বৈদিকানি কর্ম্মাণি তেষাং সন্তি ।৩ স্যাদেতৎ, ঊর্ধ্বরেতসঃ আশ্রমাঃ ন শ্রূয়ন্তে বেদে ইতি ।৪ তদপি নাস্তি, তে অপি হি বৈদিকেষু শব্দেষু অবগম্যন্তে—"ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১), "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি উপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।১), "তপঃশ্রদ্ধে যে হি উপবসন্তি অরণ্যে" (মুঃ ১।২।১১), "এতম্ এব প্রব্রাজিনঃ লোকম্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২), "ব্রহ্মচর্য্যাৎ এব প্রব্রজেৎ" (জাবাল ৪), ইতি এবমাদিষু ।৫ প্রতিপন্নাপ্রতিপন্নগার্হস্থ্যানাম্ অপাকৃতান-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কর্ম্মে অনধিকারী সন্ন্যাসীই তাহাতে অধিকারী হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে।]

ঊর্ধ্বরেতাগণের (—সন্ন্যাসিগণের) আশ্রমসকলে ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১ আর তাহাতে (—সন্ন্যাসাশ্রমে) ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সঙ্গত হয় না, যেহেতু [সন্ন্যাসিগণের] কর্ম্ম নাই।২ [কিন্তু স্নান ও ভোজনাদি কর্ম্ম তো তাঁহাদের আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মসকল তাঁহাদের নিশ্চয়ই নাই।৩ [শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হউক, [কিন্তু] বেদে সন্ন্যাসিগণের আশ্রম শ্রুত হইতেছে না।৪ [সমাধান—] তাহাও নাই (—তাহাও বলা যায় না), যেহেতু তাহারাও (—কুটীচক বহূদক হংস ও পরমহংস, এই সন্ন্যাসাশ্রমসকলও), "ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ", "আর যাঁহারা (—বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসিগণ) অরণ্যে শ্রদ্ধা (—তদুপলক্ষিত ব্রহ্মবিদ্যা) এবং [কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি] তপস্যার উপাসনা (—অনুষ্ঠান) করেন", "যাঁহারা অরণ্যবাসী হইয়া তপস্যা ও শ্রদ্ধার (—হিরণ্যগর্ভবিদ্যা প্রভৃতির) সেবা করেন", "পরিব্রাজকগণ এই [আত্মরূপ] লোককে ইচ্ছা করিয়াই পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন", "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে", ইত্যাদি এই বৈদিক শব্দ-

শাঙ্করভাষ্যম্

পাকৃতর্ণত্রয়াণাং চ ঊর্ধ্বরেতস্ত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্।৬ তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ।৭॥৩।৪।১৭॥ ইতি প্রথমং পুরুষার্থাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

সকলে অবগত হওয়া যাইতেছে।৫ [কিন্তু যাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার নাই, সেই অন্ধ প্রভৃতির জন্যই তো পারিব্রাজ্য বিহিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, অথবা করেন নাই এবং যাঁহারা ঋণত্রয়ের (১২) অপাকরণ (—পরিশোধ) করিয়াছেন, অথবা করেন নাই, তাঁহাদের [সকলেরই] ঊর্ধ্বরেতস্ত্ব (—সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ) শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে (১৩)।৬ সেই-হেতুবশতঃও (—ঊর্ধ্বরেতাগণের আশ্রমসকলেই ব্রহ্মবিদ্যার সিদ্ধি হয় বলিয়া কর্ম্মে অনধিকারী সন্ন্যাসীই ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারী হওয়ায়) ব্রহ্মবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে ফলদাতৃত্ব) সিদ্ধ হয় ।৭॥৩।৪।১৭॥

পুরুষার্থাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১২) উক্ত ঋণত্রয় এবং তাহাদের অপাকরণবোধিকা শ্রুতি এই—"জায়মানঃ বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে ; ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ, এষঃ বৈ অণৃনঃ" (তৈঃ সং ৬।৩।১০।৫)। অর্থ সুবিদিত। ব্রাহ্মণশব্দ বর্ণত্রয়ের উপলক্ষণ। 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দে বেদাধ্যয়ন গ্রহণীয়।

(১৩) সেই শ্রুতি ও স্মৃতি বচন এই—"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্বা বনাদ্বা ; যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবাল ৪)। অর্থ স্পষ্ট। বনী—বানপ্রস্থাশ্রমী। "আগাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে" (শ্রুতিবচন)। মোক্ষ—তৎসাধনভূত সন্ন্যাস (ব্রঃ ভরণ)। "তস্য আশ্রমবিকল্পঃ একে ব্রুবতে" (গৌঃ ধর্ম্মঃ সূঃ ১।৩।১), "যম্ ইচ্ছেৎ তম্ আবিশেৎ" (স্মৃতিবচন) ইত্যাদি। আশঙ্কা হয়—"জায়মানঃ বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে" (তৈঃ সং ৬।৩।১০।৫) ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ" ॥ এইপ্রকার স্মৃতিবচন থাকায় গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়াই মোক্ষসেবা, অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম বিধেয়, অন্যথা প্রত্যবায় হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—"ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" (জাবাল ৪) এবং "যম্ ইচ্ছেৎ তম্ আবিশেৎ" (স্মৃতিবচন), ইত্যাদি এইপ্রকার শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বিধি থাকায় উক্ত অর্থবাদভূত শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবিরক্ত পুরুষবিষয়করূপে বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ যাঁহাদের বৈরাগ্য তীব্র নহে, তাঁহারা গৃহস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া ক্রমে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন, এইপ্রকার শাস্ত্রার্থ বুঝিতে হইবে।

পুরুষার্থাধিকরণ সমাপ্ত।

২। পরামর্শাধিকরণম্। [১৮-২০ সূত্র]

প্রথমবর্ণকম্

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রৌতত্ব প্রতিপাদন।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "ঊর্ধ্বরেতঃসু" ইত্যাদি অন্তিম সূত্রের এবং ভাষ্যে উদ্ধৃত "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদি শ্রুতির বলে সন্ন্যাসাশ্রমের অস্তিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই বিষয়ে আক্ষেপপূর্ব্বক তাহার সমাধান প্রদর্শিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনবর্ণনপ্রসঙ্গে তৎসহকারিসাধন পারিব্রাজ্য নিরূপিত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [তৈঃ আঃ ১০।৬৪ ভাষ্যে পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য সন্ন্যাসকে ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন বলিয়াছেন, যথা—"সন্ন্যাসস্যৈব ব্রহ্মজ্ঞানং প্রতি অন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ জিজ্ঞাসোঃ সন্ন্যাসঃ এব যুক্তঃ, ন তু কর্ম্মানুষ্ঠানম্"]।

ন্যায়মালা

নাস্ত্যূর্ধ্বরেতাঃ কিংবাস্তি নাস্ত্যসাববিধানতঃ।
বীরঘাতো বিধেঃ কৢপ্তাবন্ধপঙ্গ্বাদিগা স্মৃতিঃ॥
অস্ত্যপূর্ব্ববিধেঃ কৢপ্তির্বীরহাঽনগ্নিকো গৃহী।
অন্ধাদেঃ পৃথগুক্তত্বাৎ স্বস্থানাং শ্রূয়তে বিধিঃ॥

অন্বয়—ঊর্ধ্বরেতাঃ নাস্তি, কিংবা অস্তি? অবিধানতঃ অসৌ নাস্তি, বিধেঃ কৢপ্তৌ বীরঘাতঃ, স্মৃতিঃ অন্ধপঙ্গ্বাদিগা। অপূর্ব্ববিধেঃ কৢপ্তিঃ অস্তি, অনগ্নিকঃ গৃহী বীরহা, অন্ধাদেঃ পৃথগুক্তত্বাৎ স্বস্থানাং বিধিঃ শ্রূয়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয় [পূর্ব্বাধিকরণে স্বতন্ত্রম্ আত্মবিজ্ঞানম্ ইতি উক্তম্। তস্য আত্মবিজ্ঞানস্য ঊর্ধ্বরেতঃসু আশ্রমেষু সুলভত্বাৎ "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদিবাক্যার্থবিচারেণ তদাশ্রমসদ্ভাবঃ অত্র চিন্ত্যতে। অতঃ "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদয়ঃ যত্যাশ্রমপরাঃ শ্রুতয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। তত্র বিধ্যভাবাৎ আশ্রমান্তরসমভিব্যাহারাৎ চ সংশয়ঃ—] ঊর্ধ্বরেতাঃ নাস্তি, কিংবা অস্তি?

পূর্ব্বপক্ষ—[ছান্দোগ্যে "যজ্ঞঃ অধ্যয়নং দানম্" (ছাঃ ২।২৩।১), ইতি যজ্ঞাদ্যুপলক্ষিতস্য গার্হস্থ্যস্য; "তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ", ইতি তপঃশব্দলক্ষিতস্য বানপ্রস্থস্য; তথা "ব্রহ্মচারী আচার্যাকুলবাসী তৃতীয়ঃ", ইতি নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যস্য পরামর্শমাত্রং গম্যতে, ন তু বিধিঃ উপলভ্যতে। অতঃ] অবিধানতঃ অসৌ [ঊর্ধ্বরেতঃসাম্ আশ্রমঃ] নাস্তি। [ন চ অপূর্ব্বার্থত্বেন বিধিঃ অত্র কল্পয়িতুং শক্যঃ, যতঃ] বিধেঃ কৢপ্তৌ বীরঘাতঃ [স্যাৎ। তথাচ "বীরহা বৈ এষঃ দেবানাং যঃ অগ্নিম্ উদ্বাসয়তে" (তৈঃ সং ১।৫।২।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ অগ্ন্যুদ্বাসনলক্ষিতস্য গার্হস্থ্যপরিত্যাগস্য নিন্দা দৃশ্যতে। "চত্বারঃ আশ্রমাঃ" ইতি চ] স্মৃতিঃ [গার্হস্থ্যধর্ম্মানধিকৃত-] অন্ধপঙ্গ্বাদিগা [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[অস্তি ঊর্ধ্বরেতাঃ আশ্রমঃ। তত্র বিধ্যশ্রবণেঽপি] অপূর্ব্ববিধেঃ কৢপ্তিঃ অস্তি। [ন চ বীরঘাতঃ দোষঃ, যতঃ] অনগ্নিকঃ গৃহী বীরহা [অভিপ্রেতঃ। যত্তু অন্ধাদিবিষয়ত্বং স্মৃতেঃ উক্তম্, তদসৎ; "অথ পুনঃ অব্রতী ব্রতী বা, স্নাতকঃ অস্নাতকঃ বা, উৎসন্নাগ্নিঃ অনগ্নিকঃ বা" (জবাল ৪), ইত্যাদিশ্রুতৌ গার্হস্থ্যানধিকৃতস্য] অন্ধাদেঃ পৃথগুক্তত্বাৎ। [ন চ চক্ষুরাদিকরণাপাটববতাং আশ্রমান্তরবিধিঃ কল্পনীয়ঃ, যতঃ "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ" (জাবাল ৪), ইত্যাদিশ্রুতৌ] স্বস্থানাং বিধিঃ শ্রূয়তে।

অনুবাদ

সংশয়—[পূর্ব্বাধিকরণে আত্মবিজ্ঞান স্বতন্ত্র (—কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে ফলদাতা), ইহা বলা হইয়াছে। ঊর্ধ্বরেতাগণের আশ্রমসকলে সেই আত্মবিজ্ঞান সুলভ হওয়ায় "ধর্ম্মের (—কর্ম্মপ্রধান আশ্রমের) তিনটী বিভাগ", ইত্যাদি বাক্যার্থের বিচারদ্বারা সেই আশ্রমের অস্তিত্ব এখানে বিচারিত হইতেছে। সেইহেতু "ত্রয়: ধর্ম্মস্কন্ধা:", ইত্যাদি সন্ন্যাসাশ্রম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল এখানে বিষয়। তাহাতে বিধিবিভক্তি না থাকায় এবং অন্য আশ্রমের সহিত একত্র পঠিত হওয়ায় সংশয় হয়—] ঊর্ধ্বরেতা (—সন্ন্যাসাশ্রম) নাই, অথবা আছে?

পূর্ব্বপক্ষ—[ছান্দোগ্যে "যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান", এইরূপে যজ্ঞাদির দ্বারা উপলক্ষিত গৃহস্থাশ্রমের; "তপস্যাই দ্বিতীয়", এইপ্রকারে তপঃশব্দের দ্বারা লক্ষিত বানপ্রস্থের এবং "আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়", এইপ্রকারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখমাত্র অবগত হওয়া যাইতেছে, কিন্তু বিধি উপলব্ধ হইতেছে না। সেইহেতু] বিহিত না হওয়ায় উহা (—সন্ন্যাসিগণের আশ্রম) নাই (—শ্রুতিতে বিহিত হয় নাই)। [আর অপূর্ব্ব বিষয় প্রতিপাদিত হওয়ায় এখানে বিধি কল্পনা করিতে পারা যায় না, কারণ] বিধি কল্পিত হইলে বীরঘাত (—দেবগণের মধ্যে বীর যে অগ্নি, তাঁহাকে হনন করা) হইবে। [যেমন দেখ, "যিনি অগ্নিকে বিসর্জ্জন করেন, তিনি দেবগণের মধ্যে বীরকে হনন করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে অগ্নিবিসর্জ্জনশব্দের দ্বারা উপলক্ষিত গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের নিন্দা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আর "আশ্রম চারিটী", ইত্যাদি] স্মৃতি [গৃহস্থাশ্রমে অনধিকারী] অন্ধ ও পঙ্গু প্রভৃতিকে বিষয় করিবে।

সিদ্ধান্ত—[সন্ন্যাসাশ্রম আছে। তাহাতে বিধি শ্রুত না হইলেও] অপূর্ব্ববিধির কল্পনা আছে (—তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়)। আর বীরঘাত দোষও হয় না, কারণ] অগ্নিবিহীন গৃহী 'বীরঘাতী' শব্দে অভিপ্রেত। [আবার স্মৃতির যে অন্ধাদিবিষয়তা কথিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে]; যেহেতু ["অব্রতী (—গোদানাদি বেদব্রতবিহীন), অথবা ব্রতী, স্নাতক (—সমাবর্ত্তন করিয়াও বিবাহ না করিয়া গুরুশুশ্রূষাদিপরায়ণ), অথবা অস্নাতক, উৎসন্নাগ্নি (—মৃতভার্য্য), অথবা অনগ্নি (—অগৃহীতাগ্নি"), ইত্যাদি শ্রুতিতে গৃহস্থাশ্রমে অনধিকারী] অন্ধ প্রভৃতির পৃথগ্‌ভাবে বর্ণনা আছে। [আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের আশ্রমান্তরবিধি (—সন্ন্যাসবিধি) কল্পনা করা উচিত, ইহা বলা যায় না; যেহেতু "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহ হইতে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে", ইত্যাদি শ্রুতিতে] সুস্থ ব্যক্তিগণের সন্ন্যাসবিধি শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, সন্ন্যাসাশ্রম না থাকায় সন্ন্যাসিকর্তৃক অভ্যাস সম্ভব না হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মনিরপেক্ষ ফলপ্রদান অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—সন্ন্যাসাশ্রম থাকায় তাহা সিদ্ধ।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥৩।৪।১৮॥**

পদচ্ছেদ—পরামর্শম্, জৈমিনিঃ, অচোদনা, চ, অপবদতি, হি।

সূত্রার্থ—[যত্যাশ্রমঃ বিষয়ঃ। সঃ কিম্ অস্তি নাস্তি বা, ইতি বিশয়ে] ***জৈমিনিঃ***—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [আহ—নাস্তি যত্যাশ্রমঃ, বিধ্যভাবাৎ। "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ তু চতুর্ণাম্ আশ্রমাণাং] ***পরামর্শম্***—অনুবাদমাত্রম্ [অস্তি,

ন বিধিঃ]। **হি**—যতঃ, [ইয়ং শ্রুতিঃ] **অচোদনা**—বিধায়কলিঙাদিশূন্যা। চকারেণ—অস্যাং শ্রুতৌ ব্রহ্মসংস্থতায়াঃ স্তুতিমাত্রত্বং জ্ঞাপ্যতে। [তথাচ অনুপলব্ধ্যা শ্রুত্যা ন যত্যাশ্রমসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ "বীরহা বৈ এষঃ দেবানাম্" (তৈঃ সং ১।৫।২।১) ইত্যাদিশ্রুতিঃ অগ্ন্যুদ্বাসনপ্রধানং যত্যাশ্রমম্] **অপবদতি**—নিন্দতি। ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অনুবাদ—[সন্ন্যাসাশ্রম বিষয়। তাহা [বেদে] আছে অথবা নাই, এইপ্রকার সংশয় হইলে] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি [বলেন—সন্ন্যাসাশ্রম নাই, যেহেতু তদ্বোধক বিধি নাই। "ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ", ইত্যাদি শ্রুতিতে চারিটী আশ্রমের] **পরামর্শম্**—অনুবাদমাত্র [আছে, বিধি নাই]। **হি**—যেহেতু, [এই শ্রুতি] **অচোদনা**—বিধায়ক বিধি লিঙাদি বিভক্তিশূন্য। চকারের দ্বারা—এই শ্রুতিতে পঠিত ব্রহ্মসংস্থতার স্তুতিমাত্রতা জ্ঞাপিত হইতেছে। তাহার ফলে অনুপলব্ধ বিষয় প্রতিপাদিকা শ্রুতির দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের সিদ্ধি হয় না। আর দেখ, 'ইনি দেবগণের মধ্যে বীরকে হননকারী", ইত্যাদি শ্রুতি অগ্নিপরিত্যাগপ্রধান সন্ন্যাসাশ্রমকে] **অপবদতি**—নিন্দা করিতেছেন। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

শাঙ্কর ভাষ্যম্

"ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদয়ঃ যে শব্দাঃ ঊর্দ্ধরেতসাম্ আশ্রমাণাং সম্ভাবায় উদাহৃতাঃ, ন তে তৎপ্রতিপাদনায় প্রভবন্তি, যতঃ পরামর্শম্ এষু শব্দেষু আশ্রমান্তরাণাং জৈমিনিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে, ন বিধিম্।১ কুতঃ?২ নহি তত্র লিঙাদীনাম্ অন্য-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়। পূঃ—"ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে কোন আশ্রমই বিহিত হয় নাই, উহা ব্রহ্মসংস্থতার স্তুতিমাত্র।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] "ধর্ম্মের (—কর্ম্মপ্রধান আশ্রমের) স্কন্ধ (—বিভাগ) তিনটী", ইত্যাদি যে শ্রুতিবাক্যসকল ঊর্দ্ধরেতাগণের (—সন্ন্যাসিগণের) আশ্রমসকলের (১) অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য উদাহৃত হইয়াছে (৩।৪।১৭ সূঃ ভাষ্য), তাহারা তাহা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নহে, যেহেতু এই শ্রুতিবাক্যসকলে অন্য আশ্রমসকলের পরামর্শ (—উল্লেখ, অনুবাদ) হইয়াছে, কিন্তু বিধি নাই, ইহা আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন।১ কেন মনে করেন?২ [উত্তর—] যেহেতু এখানে (—"ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ"

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমসকলের পরিচয়]

(১) ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমসকলের অবান্তর ভেদকে অপেক্ষা করিয়া এখানে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকটার্থবিবরণ ও রত্নপ্রভাতে উদ্ধৃত কাত্যায়নস্মৃতি অনুযায়ী সেই অবান্তর বিভাগসকল এই—**ব্রহ্মচারী** চারিপ্রকার যথা ১। গায়ত্র, ২। ব্রাহ্ম, ৩। প্রাজাপত্য এবং ৪। বৃহন্। উপনয়নের পর ত্রিরাত্রমাত্র লবণাদি ভক্ষণ না করিয়া গায়ত্রীজপকরতঃ অতিবাহিত করেন, তাঁহারা ১। **গায়ত্র**। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গুরুগৃহে বাস করেন, তাঁহারা ২। **ব্রাহ্ম**। ইঁহাদিগকে উপকুর্ব্বাণও বলা হয়। যাঁহারা মাত্র ঋতুকালে স্বদারগামী, নিয়মিতভাবে পরস্ত্রীবিমুখ, তাঁহারা; অথবা সম্বৎসরব্যাপী বেদব্রতের অনুষ্ঠানকারী ব্রহ্মচারীই ৩। **প্রাজাপত্য**। ব্রহ্মচর্য্যপালনকারী যাঁহারা আমরণ গুরুগৃহে বাস করেন, তাঁহারা ৪। **বৃহন্**। ইঁহারাই 'নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী'। সমিদ্ দ্বারা গুরুর অগ্নির পরিচর্য্যা ইঁহাদের সাধারণ ধর্ম্ম।

ভাবদীপিকা [আশ্রমসকলের পরিচয়]

গৃহস্থও চারিপ্রকার, যথা—১। বার্ত্তাক, ২। যাযাবর, ৩। শালীন এবং ৪। ঘোরসন্ন্যাসিক। যাঁহারা কৃষি গোপালন ইত্যাদি বৈশ্যবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করতঃ নৈত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ১। **বার্ত্তাক**। যাঁহারা অযাচিতবৃত্তি, যাজন ও অধ্যাপনশীল এবং প্রতিগ্রহবিমুখ, তাঁহারা ২। **যাযাবর** (রত্নপ্রভা)। যাঁহারা যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহারা **যাযাবর** (প্রকটার্থ)। যাঁহারা ষট্‌কর্ম্মনিরত * যাজনাদিবৃত্তি ও সঞ্চয়ী, তাঁহারা ৩। **শালীন** (রত্নপ্রভা)। যাঁহারা যজনশীল, কিন্তু যাজনবিমুখ, স্বয়ং অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অধ্যাপনা করেন না, দান করেন, কিন্তু প্রতিগ্রহ করেন না, তাঁহারা শালীন (প্রকটার্থ)। যাঁহারা উদ্ধৃত (—স্বয়ং সংগৃহীত) শুদ্ধ বারিদ্বারা ক্রিয়াসম্পাদনশীল, প্রত্যহ ভৈক্ষ্যাদি উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, হিংসাবৃত্তিবিমুখ ও গ্রামবাসী, তাঁহারা ৪। **ঘোরসন্ন্যাসিক** †

বানপ্রস্থও চারিপ্রকার, যথা—১। বৈখানস, ২। ঔদুম্বর, ৩। বালখিল্য এবং ৪। ফেনপ। গ্রামীণগণকর্তৃক পরিত্যক্ত ও কর্ষণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন ওষধি (—শস্য) দ্বারা যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন করেন, তাঁহারা ১। **বৈখানস**। যাঁহারা প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়াই যে দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, সেই দিক্ হইতে সংগৃহীত ঔদুম্বর (—যজ্ঞডুমুর) বদরী নীবার ও শ্যামাতণ্ডুল ইত্যাদির দ্বারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ২। **ঔদুম্বর**। যাঁহারা জটাবল্কলধারী, অগ্রহায়ণ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আটমাস বৃত্তি উপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন করেন, চাতুর্ম্মাস্যকালে সেই সংগৃহীত দ্রব্যের দ্বারা অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানকরতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে সেই সংগৃহীত দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ৩। **বালখিল্য**। যাঁহারা বৃক্ষচ্যুত ফল ও পত্রাদির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, যেখানে সেখানে বাস করেন এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ৪। **ফেনপ** (রত্নপ্রভা)। প্রকটার্থকার ফেনপকে উন্মত্তের ন্যায় আচরণশীল এবং চারিপ্রকার বানপ্রস্থীকেই পঞ্চমহাযজ্ঞের ‡ অনুষ্ঠানকারী বলিয়াছেন।

সন্ন্যাসও চারিপ্রকার—১। কুটীচক, ২। বহূদক, ৩। হংস, এবং ৪। পরমহংস। যাঁহারা স্বপুত্রগৃহে ভিক্ষা ও ত্রিদণ্ডধারণ করেন, তাঁহারা ১। **কুটীচক**। "যজ্ঞোপবীতাত্যাগেন কুটীচকাস্ত্বনুকরণে" ইত্যাদি পরিমলগ্রন্থ (৮৮৯ পৃঃ) হইতে ইঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, ইহা অবগত হওয়া যায়। প্রকটার্থকার ইঁহাদের দণ্ডধারণের কথা বলেন নাই। যাঁহারা ত্রিদণ্ড, জলপবিত্র (—জলছাঁকা বস্ত্র), শিক্য (—ঝুলি), পাদুকা আসন শিখা যজ্ঞোপবীত কৌপীন ও কাষায়বস্ত্রধারী, ভিক্ষাচারী, তীর্থপর্য্যটনকারী ও আত্মচিন্তক, তাঁহারা ২। **বহূদক**। প্রকটার্থকার বলেন—ইঁহারা সাধুবৃত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করেন।

---

* ষট্‌কর্ম্ম—যাগ অধ্যয়ন দান অধ্যাপনা যাজন ও প্রতিগ্রহ। মতান্তরে—সন্ধ্যা স্নান তপস্যা হোম দেবতাপূজন, ও। আতিথ্য ও বৈশ্বদেব বলি। মতান্তরে—স্নান দান তপস্যা হোম সন্ধ্যাদি ও পিতৃতর্পণ।

† 'ঘোরসন্ন্যাসিক' এইপ্রকার পাঠও পরিদৃষ্ট হয়। সকলপ্রকার গৃহস্থের এই সাধারণ ধর্ম্ম স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে—"ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎসত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে"। (জাবালোপনিষদ্দীপিকাতে উদ্ধৃত)। মহাভাঃ শাঃ ২৪২ অধ্যায় ইত্যাদিও দ্রঃ।

‡ বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—ব্রহ্মযজ্ঞ। তর্পণ—পিতৃযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রাদি—দেবযজ্ঞ। ভূতবলি, অর্থাৎ প্রাণিগণকে আহার্য্য দান, ইহা ভূতযজ্ঞ। অতিথিসেবা—নৃযজ্ঞ। এই পাঁচপ্রকার কর্ম্মকে বলে—পঞ্চমহাযজ্ঞ।

শাঙ্করভাষ্যম্

[৫১৬ পৃঃ]

তমঃ চোদনাশব্দঃ অস্তি ।৩ অর্থান্তরপরত্বং চ এষু প্রত্যেকম্ উপলভ্যতে।৪ "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইতি অত্র তাবৎ "যজ্ঞঃ অধ্যয়নং দানম্ ইতি প্রথমঃ, তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ, ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুল-

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি বাক্যে) বিধিলিঙ্, [লোট্, তব্য,] ইত্যাদির মধ্যে চোদনাশব্দ (—বিধায়ক শব্দ) একটীও নাই ।৩ [বিধি কল্পনা করা হউক ? উত্তর—] ইহাদের (—এই শ্রুতিতে বর্ণিত আশ্রমসকলের) মধ্যে প্রত্যেকটীতেই [স্তুতিরূপ] অন্যপ্রকার অর্থ উপলব্ধ হইতেছে ।৪ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "ধর্ম্মের বিভাগ তিনটী", ইত্যাদি এই স্থলে "যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান, ইহা প্রথম (—গৃহস্থাশ্রমরূপ একটী বিভাগ) ; তপস্যাই দ্বিতীয় (—বানপ্রস্থরূপ অপর বিভাগ) এবং আচার্য্যগৃহে বাস-

ভাবদীপিকা [আশ্রমসকলের পরিচয়]

যাঁহারা একদণ্ডী শিখাহীন, যজ্ঞোপবীত শিক্য ও কমণ্ডলুধারী, গ্রামে একরাত্রবাসকারী [নগরে ও তীর্থে পঞ্চরাত্রবাসকারী, প্রকটার্থ।] এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণব্রতাচরণকারী, তাঁহারা ৩। হংস। যাঁহারা একদণ্ডধারী মুণ্ডিতমস্তক যজ্ঞোপবীতবিহীন সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী এবং আত্মনিষ্ঠ, তাঁহারা ৪। পরমহংস (রত্নপ্রভা)। প্রকটার্থকার আরও বলেন—ইঁহারা কন্থা ও কৌপীনধারী, অব্যক্তলিঙ্গ (—অগৃহীত আশ্রমচিহ্ন), অব্যক্ত আচার (—আচরণদৃষ্টে অনির্ণীত আশ্রম), অনুন্মত্ত কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় আচরণকারী, শূন্যগৃহ ও দেবমন্দিরে বাসকারী, ইঁহাদের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নাই, সত্য ও মিথ্যা নাই, ইঁহারা সর্ব্বংসহ, সর্ব্বত্র সমদর্শী, প্রস্তরখণ্ড ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং চতুর্ব্বর্ণের গৃহেই ভিক্ষাচারী। এই পরমহংসাশ্রমনিষ্ঠতাই বেদোক্ত পারিব্রাজ্য (ছাঃ ২।২৩।১ ভাষ্য)। এই পরমহংসকেই ব্রহ্মসংস্থ ও অত্যাশ্রমী বলা হয় (ঐ)।

প্রকটার্থকার সকলপ্রকার গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে "আত্মানং প্রার্থয়ন্তে" (—আত্মজ্ঞান কামনা করেন), এইপ্রকার পদপ্রয়োগ করিয়াছেন। পরমহংসের বেলায় বলিয়াছেন—"আত্মানং মোক্ষয়ন্তে"। আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ইনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"যতীনামুপশমো ধর্ম্মো নিয়মো বনবাসিনাম্। দানমেকং গৃহস্থানাং শুশ্রূষা ব্রহ্মচারিণাম্"॥ শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।১৮।৪১) আছে—"ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ। গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্"॥ বনৌকস—বানপ্রস্থী, ঈক্ষা—তত্ত্ববিচার, ইজ্যা—পঞ্চমহাযজ্ঞ, দ্বিজ—ব্রহ্মচারী। অন্যত্র সন্ন্যাসাশ্রমচতুষ্টয়ের উৎকর্ষের তারতম্য এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তু কুটীচকবহূদকৌ। হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ"॥ (মহাভাঃ অনুঃ ১৪১।৮৯)। ছান্দোগ্য ২।২৩।১ ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার কিন্তু যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ইত্যাদি ধারীকে বেদোক্ত পরিব্রাজকরূপে গ্রহণ করেন নাই; তাঁহাদের পারিব্রাজ্য ব্রহ্মলোকাদিফলপ্রাপ্তির সাধন (বৃঃ ৩।৫।১ ভাষ্য ওদ্রঃ)। নারদপরিব্রাজকোপনিষদে "আতুরকুটীচকয়োঃ ভূর্লোকঃ, বহূদকস্য স্বর্গলোকঃ, হংসস্য তপোলোকঃ, পরমহংসস্য সত্যলোকঃ, তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ আত্মনি এব কৈবল্যম্, স্বরূপানুসন্ধানেন ভ্রমরকীটন্যায়বৎ" (৫।১), এইপ্রকার পঠিত হইয়াছে। সন্ন্যাসাশ্রমসম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার অত্রস্থ কল্পতরু ও পরিমলে দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ৰাসী তৃতীয়ঃ অত্যন্তম্ আত্মানম্ আচার্য্যকুলে অবসাদয়ন্, সর্বে এতে পুণ্যলোকাঃ ভবন্তি" (ছাঃ ২।২৩।১), ইতি পরামর্শপূর্ব্বকম্ আশ্রমাণাম্ অনাত্যন্তিকফলত্বং সঙ্কীর্ত্য আত্যন্তিকফলতয়া ব্রহ্মসংস্থতা স্তূয়তে—"ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি" (ছাঃ ২।২৩।১) ইতি।৫ নমু পরামর্শে অপি আশ্রমাঃ গম্যন্তে এব।৬ সত্যং গম্যন্তে,

ভাষ্যানুবাদ

কারী, [নিয়মাদিদ্বারা] শরীরক্ষয়করতঃ যাবজ্জীবন গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয় (—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যরূপ অন্য একটী বিভাগ), ইঁহারা সকলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন", এইপ্রকারে আশ্রমসকলের পরামর্শ (—অনুবাদ) পূর্ব্বক তাহাদের অনিত্য ফলের কথা বর্ণনা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টফলদরূপে ব্রহ্মসংস্থতা স্তুত হইতেছে—"ব্রহ্মসংস্থ (২) অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি।৫ [পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—] কিন্তু পরামর্শ হইলেও আশ্রমসকলের জ্ঞান অবশ্যই হইতেছে (—একত্র বিহিতেরই অন্যত্র অনুবাদ সম্ভব হওয়ায় অন্যত্র বিধি কল্পনা করা অপেক্ষা লাঘববশতঃ এখানেই বিধি অঙ্গীকার করা হউক্।৬

ভাবদীপিকা

(২) অত্রস্থ 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দটীর অর্থ প্রণিধান করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষীর মতে এইস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'প্রণব', তাহাতে যে সম্যক্ অবস্থিতি, অর্থাৎ তদবলম্বনে যে পরব্রহ্মের উপাসনা, তাহা ব্রহ্মসংস্থিতি। যিনি তাদৃশ ব্রহ্মসংস্থিতিযুক্ত, তিনিই 'ব্রহ্মসংস্থ'। ইহা যৌগিকার্থ। অত্রস্থ অমৃতত্বশব্দের অর্থ 'ক্রমমুক্তি'; প্রণবপ্রতীকে নির্গুণব্রহ্মোপাসক ক্রমমুক্তিলাভ করেন, ইহা ১।৩।৪ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী গৃহী প্রভৃতি সকল আশ্রমীই প্রণবোপাসনা করিতে পারেন; স্বস্বকর্ম্মচ্ছিদ্রে (—অবকাশকালে) তাঁহারা ইহার অভ্যাস করিবেন। সিদ্ধান্তীর মতে—এই ব্রহ্মসংস্থশব্দটীর অর্থ দুইপ্রকার, যথা—১। উপরোক্ত প্রণবোপাসক এবং ২। ব্রহ্মে সম্যগ্রূপে অবস্থিত নিবৃত্তকর্ম্মা পরমহংস সন্ন্যাসী। শেষোক্ত পক্ষে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—পরব্রহ্ম। এতাদৃশ ব্রহ্মসংস্থতা একমাত্র পরমহংস সন্ন্যাসীতেই সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মসংস্থশব্দটী পরমহংস পরিব্রাজকে রূঢ় (২।২৩।১ ছান্দোগ্যভাষ্য এবং প্রকটার্থ ৯১৬ পৃঃ)। সিদ্ধান্তবর্ণনপ্রসঙ্গে প্রকটার্থকার বলিয়াছেন—পূর্ব্বোক্ত প্রণবোপাসকরূপ যে ব্রহ্মসংস্থ, তিনিও সন্ন্যাসী, কারণ গৃহস্থাদির পক্ষে স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া প্রণবরূপ ব্রহ্মে (—তদালম্বনা ব্রহ্মোপাসনাতে) সম্যগ্রূপে অবস্থিতি সম্ভব নহে; যেহেতু সম্যগ্ অবস্থানশব্দের অর্থ—প্রণবের অভিধেয় ব্রহ্মের সর্ব্বদা ধ্যান, সর্ব্বদা প্রণব জপ, স্নানাচমনাদি সমস্ত ব্যাপারই প্রণবোচ্চারণকরতঃ সম্পাদন। গৃহস্থাদির পক্ষে এইপ্রকার অনন্যব্যাপারতা সম্ভব নহে, কারণ গায়ত্রী জপ এবং নিত্যনৈমিত্তক কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হইবে (প্রকটার্থ ৯১৭ পৃঃ)। যাহাহউক্, এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—গৃহস্থাদি আশ্রমধর্ম্মসকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে সেই সেই আশ্রমীর স্বর্গাদি পুণ্যলোকসকল লব্ধ হয়; যে কোন আশ্রমী ব্রহ্মসংস্থ (—প্রণবোপাসক) কিন্তু ক্রমমুক্তিরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন। এইরূপে এই "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে অন্যান্য আশ্রমের অনুবাদ করিয়া অল্পফলপ্রদ তাহাদের নিন্দা-

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মৃত্যাচারাভ্যাং তু তেষাং প্রসিদ্ধিঃ, ন প্রত্যক্ষশ্রুতেঃ।৭ অতশ্চ [অতশ্চ] প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে সতি অনাদরণীয়াঃ তে ভবিষ্যন্তি।৮ অনধিকৃতবিষয়াঃ বা।৯ ননু গার্হস্থ্যম্ অপি সহৈব ঊর্দ্ধরেতোভিঃ

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] সত্য [এই বাক্যে আশ্রমসকলের] জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু স্মৃতি ও শিষ্টাচার হইতেই তাহাদের প্রসিদ্ধি, প্রত্যক্ষ শ্রুতি হইতে নহে।৭ [কিন্তু শ্রুতিরূপ মূল হইতেই স্মৃতি ও শিষ্টাচারের উদ্ভব। সেইহেতু অন্যত্র আশ্রমবোধক শ্রুতিবাক্য এবং তাহাতে বিধিকল্পনাপেক্ষা লাঘবানুরোধে এই শ্রুতিতেই বিধিমাত্র কল্পনাকরতঃ ইহাকেই স্মৃতি ও শিষ্টাচারের মূলরূপে গ্রহণ করা উচিত। তদুত্তরে পূঃ বলিতেছেন—] আর এইহেতু (—আশ্রমসকল স্মৃতিবিহিত হওয়ায় এবং স্মৃতি ও শিষ্টাচার শ্রুতিমূলক হওয়ায়, "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", এই] প্রত্যক্ষ শ্রুতির বিরোধ হইলে তাহারা (– সন্ন্যাসাশ্রমসকল) অনাদরণীয় হইবে (৩)।৮ অথবা [অন্ধ পঙ্গু ইত্যাদি] অনধিকারীকে বিষয় করিবে।৯ [পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—]

ভাবদীপিকা

করতঃ প্রণবোপাসনারূপ ব্রহ্মসংস্থতা স্তুত হইতেছে, সন্ন্যাসাদি কোন আশ্রমই বিহিত হইতেছে না। এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ১ম বর্ণকে সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রৌতত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। দ্বিতীয় বর্ণকে অন্যপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ব্রহ্মসংস্থশব্দের যৌগিকার্থ ও রূঢ়ার্থ গ্রহণ করিয়া বিচার করা হইবে। (প্রাথমিক বোধসৌকর্য্যের জন্য বিভিন্ন স্থল হইতে সংগৃহীত)।

(৩) ভাব এই—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি এই শ্রুতিতেই আশ্রমচতুষ্টয় বিহিত হইয়াছে এবং তাহাই স্মৃতি ও শিষ্টাচারের মূল, ইহা স্বীকার করিলে লাঘব হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মবোধক প্রত্যক্ষ শ্রুতির বিরোধবশতঃ সেই লঘুত্বকে ত্যাগ করিতে হইবে। "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", ইত্যাদি কর্ম্মবোধক প্রত্যক্ষ শ্রুতির অবিরুদ্ধভাবেই আশ্রমসকলকে অঙ্গীকার করা উচিত। সেইহেতু যাহাতে অগ্নিসম্বন্ধ (—অগ্নি অবলম্বনে ক্রিয়া) নাই, সেই সন্ন্যাসাশ্রমসকলকে কিছুতেই এই বাক্যে বিহিতরূপে অঙ্গীকার করা যায় না; তদ্বোধক কোন কিছু এই বাক্যে থাকিলে তাহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ এই "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেই আশ্রমচতুষ্টয়বোধক বিধি অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করিলে, উক্ত কর্ম্মবোধক শ্রুতির বিরোধবশতঃ সন্ন্যাসাশ্রমে বিধি অঙ্গীকার করা যাইবে না; ফলে একই বাক্যে গৃহস্থ প্রভৃতি অগ্নিযুক্ত আশ্রমত্রয়ে বিধি এবং অগ্নিসম্বন্ধহীন সন্ন্যাসাশ্রমে তাহার অভাব কল্পনা করিলে বাক্যভেদ দোষ হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক, সেই জন্য এই বাক্যটীকে স্মৃতিবিহিত অগ্নিসম্বন্ধ আশ্রমত্রয়ের অনুবাদকরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু "তুষ্যতু দুর্জ্জনন্যায়ে" যদি এই শ্রুতিবাক্যটীকেই আশ্রম বিধায়করূপে এবং স্মৃতি ও শিষ্টাচারের মূলরূপে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলেও অগ্নিসম্বন্ধহীন সন্ন্যাসাশ্রমকে উপেক্ষা করিতে হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়। যদি বলা হয়—এই বাক্যেও সন্ন্যাসাশ্রমবোধক শব্দসকল আছে, তাহা নিরালম্বন হওয়া উচিত নহে। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—অনধিকৃত—'অথবা' ইত্যাদি (৯ সূত্র)।

শাঙ্করভাষ্যম্‌

পরামৃষ্টং "যজ্ঞঃ অধ্যয়নং দানম্‌ ইতি প্রথমঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইতি ।১০ সত্যম্‌ এবম্‌, তথাপি তু গৃহস্থং প্রতি এব অগ্নিহোত্রাদীনাং কর্মণাং বিধানাৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্‌ এব হি তদস্তিত্বম্‌।১১ তস্মাৎ স্তুত্যর্থঃ এব অয়ং পরামর্শঃ, ন চোদনার্থঃ।১২ অপিচ অপবদতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ আশ্রমান্তরম্‌—"বীরহা বৈ এষঃ দেবানাং যঃ অগ্নিম্‌ উদ্বাসয়তে" (তৈঃ সং ১।৫।২।১), "আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনম্‌ আহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ" (তৈঃ ১।১১।১), "ন অপুত্রস্য লোকঃ অস্তি ইতি তৎ সর্ব্বে পশবঃ বিদুঃ", ইতি এবমাদ্যা।১৩ তথা "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি উপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।১), "তপঃশ্রদ্ধে যে হি উপবসন্তি অরণ্যে" (মুঃ ১।২।১১) ইতি চ

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু উর্দ্ধরেতাগণের (—সন্ন্যাসাশ্রমের) সহিত গৃহস্থাশ্রমও [অবিশেষভাবে এই বাক্যে] অনূদিত হইয়াছে, যথা—"যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান, ইহা প্রথম (—একটী বিভাগ"), ইত্যাদি। [সুতরাং একই বাক্যে অনূদিত সন্ন্যাসাশ্রমও অনূদিত গৃহস্থাশ্রমের ন্যায়ই অনুষ্ঠেয়]।১০ [পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—] সত্য, এইপ্রকার হওয়া সঙ্গত; কিন্তু তাহা হইলেও [শ্রুতিতে] গৃহস্থেরই প্রতি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসকলের বিধান হওয়ায় তাহার (—গৃহস্থাশ্রমের) অস্তিত্ব অবশ্যই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। [সেইহেতু তাহা অনুষ্ঠেয়, কিন্তু অগ্নিসম্বন্ধহীন অশ্রৌত সন্ন্যাসাশ্রম নহে। সেই স্থলে বর্ণিত ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাশ্রম অগ্নিহোত্রে অনধিকারী অন্ধ ও পঙ্গু প্রভৃতিবিষয়ক স্মৃতি ও শিষ্টাচারের অনুবাদমাত্র]।১১ সেইহেতু (—গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রৌত হওয়ায়, "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ", ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অন্য আশ্রমসকলের] এই পরামর্শ, তাহা [ব্রহ্মসংস্থতার] স্তুতির জন্য, [কিন্তু কোন আশ্রমেরই] বিধানের জন্য নহে।১২

[পুঃ—নিন্দিত এবং অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যাত হওয়ায় সন্ন্যাস শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। এই বিচার কৃতাচিন্তা মাত্র।]

[এক্ষণে নিন্দিত হওয়ায় যত্যাশ্রম অনুষ্ঠেয় নহে, ইহা "অপবদতি হি", এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—] আর দেখ, প্রত্যক্ষ শ্রুতি [অগ্নিসম্বন্ধহীন] অন্য আশ্রমকে (—সন্ন্যাসাশ্রমকে) নিন্দা করিতেছেন, যথা—"যিনি অগ্নি পরিত্যাগ করেন, তিনি দেবগণের মধ্যে বীরঘাতী (—বীর যে অগ্নি, তাহাকে হনন করেন"), "আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিয়া (—দক্ষিণাদান করিয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক] সন্তানধারা বিচ্ছিন্ন করিবে না", "পুত্রহীনের [স্বর্গাদি] লোক নাই, এইহেতু তাহারা সকলে পশু, [পাণ্ডিতগণ ইহা] জানেন", ইত্যাদি এই সকল।১৩ [৩।৪।১৭ সূত্রভাষ্যে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিপাদকরূপে যে শ্রুতিবাক্যসকল উদাহৃত হইয়াছে, তাহাদের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] এইরূপে "আর এই যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধা এবং তপস্যার উপাসনা

শাঙ্করভাষ্যম্

চ দেবযানোপদেশঃ, ন আশ্রমান্তরোপদেশঃ ।১৪ সন্দিগ্ধং চ আশ্রমান্তরাভিধানম্, "তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইতি এবমাদিষু ।১৫ তথা "এতম্ এব প্রব্রাজিনঃ লোকম্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি লোকসংস্তবঃ অয়ং, ন পারিব্রাজ্যবিধিঃ ।১৬ ননু "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" (জাবাল ৪), ইতি বিস্পষ্টম্ ইদং প্রত্যক্ষং পারিব্রাজ্যবিধানং জাবালানাম্ ।১৭ সত্যম্ এব এতৎ, অনপেক্ষ্য তু এতাং শ্রুতিম্ অয়ং বিচারঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।১৮॥৩।৪।১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

(—অনুষ্ঠান) করেন", এবং "যাঁহারা অরণ্যবাসী হইয়া তপস্যা ও শ্রদ্ধার সেবা করেন" ইত্যাদি, ইহা দেবযানমার্গের উপদেশ, কিন্তু অন্য আশ্রমের (—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের) উপদেশ নহে। [কারণ "তে অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৫।১০।১), "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি" (মুঃ ১।২।১১), ইত্যাদিপ্রকারে বাক্যশেষে দেবযানমার্গ বর্ণিত হইয়াছে] ।১৪ আর "তপস্যাই দ্বিতীয়", ইত্যাদি এই সকল স্থলে [বানপ্রস্থাদি] আশ্রমান্তরের অভিধান (—বর্ণনা) সন্দেহের বিষয়; [কারণ স্কন্ধশব্দের অর্থ আশ্রম নহে, এবং আশ্রমবাচক কোন শব্দও এই স্থলে নাই ।১৫ কিন্তু "প্রব্রজন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২) এইপ্রকার শব্দ থাকায় প্রব্রজ্যা (—সন্ন্যাসাশ্রম) শাস্ত্রসিদ্ধ। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইরূপে "পরিব্রাজকগণ এই [আত্মরূপ] লোককেই ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন", ইত্যাদি ইহা [আত্মরূপ] লোকের স্তুতিমাত্র, কিন্তু [লিঙাদি প্রত্যয় না থাকায়] সন্ন্যাসাশ্রমবোধক বিধি নহে ।১৬ [পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—] কিন্তু "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে", এইরূপে জাবালশাখাধ্যায়িগণের এই বিস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ পারিব্রাজ্যবিধি আছে ।১৭ [পূর্ব্বপক্ষীয় সমাধান—] হাঁ, ইহা সত্য; কিন্তু এই শ্রুতিকে অপেক্ষা না করিয়া [কৃত্বাচিন্তারূপে] এই বিচার করা হইতেছে, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে ।১৮॥৩।৪।১৮॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩।৪।১৯॥**

সূত্রার্থ—[সিদ্ধান্তয়তি—পারিব্রাজ্যম্] **অনুষ্ঠেয়ম্**, [ইতি] **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্যঃ ভগবান্ বাদরায়ণঃ [মন্যতে। কুতঃ?] **সাম্যশ্রুতেঃ**—"ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ ইতরাশ্রমাণাং শ্রুত্যন্তরবিহিতানাং এতদ্বাক্যানুবাদগার্হস্থ্যেন সাম্যশ্রবণাৎ। [ততশ্চ আশ্রমচতুষ্টয়ানুবাদেন ব্রহ্মসংস্থাস্তভিপরাৎ অপি বাক্যাৎ প্রতীয়মানাঃ আশ্রমাঃ সিধ্যন্তি ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—পারিব্রাজ্য] **অনুষ্ঠেয়ম্**—অনুষ্ঠেয়, [ইহা] **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্য ভগবান্ বাদরায়ণ [মনে করেন। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **সাম্যশ্রুতেঃ**—যেহেতু "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রুত্যন্তরবিহিত

অন্যান্য আশ্রমসকলের, এই বাক্যে অনূদিত গার্হস্থ্যের সহিত সমানতা শ্রুত হইতেছে। [অতএব আশ্রমচতুষ্টয়ের অনুবাদদ্বারা ব্রহ্মসংস্থতার স্তুতিপর বাক্য হইতেও প্রতীয়মান আশ্রম-সকল সিদ্ধ হইতেছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুষ্ঠেয়ম্ আশ্রমান্তরং বাদরায়ণঃ আচার্য্যঃ মন্যতে, বেদে শ্রবণাৎ।১ অগ্নিহোত্রাদীনাং চ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তদ্বিরোধাৎ অনধিকৃতানুষ্ঠেয়ম্ আশ্রমান্তরম্ ইতি হি ইমাং মতিং নিরাকরোতি, গার্হস্থ্যবদেব আশ্রমান্তরম্ অপি অনিচ্ছতা প্রতিপত্তব্যম্ ইতি মন্যমানঃ।২ কুত?৩ সাম্যশ্রুতেঃ।৪ সমা হি গার্হস্থ্যেন আশ্রমান্তরস্য পরামর্শশ্রুতিঃ দৃশ্যতে "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদ্যা।৫ যথা ইহ শ্রুত্যন্তরবিহিতম্ এব গার্হস্থ্যং পরামৃষ্টম্, এবম্ আশ্রমান্তরম্ অপি ইতি প্রতিপত্তব্যম্।৬ যথা চ শাস্ত্রান্তর-প্রাপ্তয়োঃ এব নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শঃ উপবীতবিধি-পরে বাক্যে।৭ তস্মাৎ তুল্যম্ অনুষ্ঠেয়ত্বং গার্হস্থ্যেন আশ্রমা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতিতে অন্যত্র বিহিত গৃহস্থাশ্রমের সহিত অন্যত্র বিহিত যত্যাশ্রমাদিও "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে অনূদিত হওয়ায় তাহাদের শ্রৌতত্ব ও অনুষ্ঠেয়ত্ব সমান।]

[সিদ্ধান্ত—] অন্য আশ্রম (—সন্ন্যাসাশ্রম) অনুষ্ঠেয়, ইহা আচার্য্য বাদরায়ণ মনে করেন, যেহেতু বেদে বর্ণিত হইতেছে।১ 'গৃহস্থাশ্রমের ন্যায়ই অন্য আশ্রম (—সন্ন্যাসাশ্রম) অনিচ্ছুককেও অঙ্গীকার করিতে হইবে', এইপ্রকার মতপোষণকারী [বাদরায়ণ], 'অগ্নিহোত্রাদির অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্ব থাকায় তাহার সহিত বিরোধবশতঃ অন্য আশ্রম (—সন্ন্যাসাশ্রম, অন্ধাদি] অনধিকারিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়', ইত্যাদি এই বুদ্ধিকে নিরাকরণ করিতেছেন।২ তাহাতে হেতু কি?৩ [উত্তর—] যেহেতু শ্রুতিতে সমানভাবে বর্ণিত হইতেছে।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত [সন্ন্যাস প্রভৃতি] আশ্রমান্তরের অনুবাদবোধক শ্রুতিবাক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি।৫ এখানে যেমন অন্য শ্রুতিতে বিহিত গার্হস্থ্যাশ্রমই অনূদিত হইয়াছে, এইপ্রকারে [শ্রুত্যন্তরে বিহিত যত্যাশ্রমাদিও] অনূদিত হইয়াছে, এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে।৬ [এক স্থলে বিহিতেরই অন্যত্র অনুবাদবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, এক শাস্ত্রে প্রাপ্ত (—বিহিত) নিবীত ও প্রাচীনাবীতেরই (৪) উপবীতবিধিপর বাক্যে অনুবাদ হইয়াছে (৫)।৭ সেইহেতু (—শ্রৌত গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত অবিশিষ্টভাবে একই বাক্যে অনূদিত হওয়ায়)

ভাবদীপিকা

(৪) নিবীত—ইহা দুইপ্রকার—১। শাস্ত্রীয় এবং ২। লৌকিক। গলদেশে মালার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র (—যজ্ঞোপবীত) বা উত্তরীয়বস্ত্র ধারণকে বলে—১। শাস্ত্রীয় নিবীত; অতিথিসেবা ও ঋষিতর্পণাদি মনুষ্যসম্বন্ধী কর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ। কর্ম্মসম্পাদনের সুকরতার

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবন্ত।৮ তথা এতম্ এব প্রব্রাজিনঃ লোকম্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি অস্য বেদানুবচনাদিভিঃ সমভিব্যাহারঃ।৯ "যে চ ইমে অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি উপাসতে" (ছাঃ ৫।১০।১), ইতি অস্য চ পঞ্চাগ্নিবিদ্যয়া।১০ যত্তু উক্তম্ "তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ" (ছাঃ ২।২৩।১), ইত্যাদিষু আশ্রমান্তরাভিধানং সন্দিগ্ধম্ ইতি।১১ নৈষঃ দোষঃ, নিশ্চয়কারণসদ্ভাবাৎ।১২ "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইতি হি ধর্ম্মস্কন্ধত্রিত্বং

ভাবদীপিকা

জন্য কটিদেশে উত্তরীয় বস্ত্রকে বন্ধন করা হয়, তাহা ২। লৌকিক নিবীত। দক্ষিণ স্কন্ধদেশ হইতে বাম বাহুর নিম্নদিকে লম্বিতভাবে যজ্ঞোপবীত, বা উত্তরীয় বস্ত্র ধারণকে বলে—প্রাচীনাবীত; শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ। বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুর নিম্নদিকে লম্বিতভাবে যজ্ঞোপবীত বা উত্তরীয় ধারণকে বলে—উপবীত; বেদপাঠ ও যজ্ঞাদি দৈবকর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ। (তৈঃ সং ২।৫।১১ সায়ণভাষ্য; পূঃ মীঃ ৩।৪।১ শাস্ত্রদীপিকা, সোমনাথী দ্রঃ)।

(৫) ভগবান্ ভাষ্যকার এই স্থলে পূঃ মীঃ ৩।৪।১ নিবীতস্যার্থবাদত্বাধিকরণের সিদ্ধান্তকে উল্লেখ করিলেন। তত্রস্থ বিচারের সার মর্ম্ম এই—শ্রুতিতে দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পঠিত হইতেছে—"নিবীতং মনুষ্যাণাং, প্রচীনাবীতং পিতৃণাম্, উপবীতং দেবানাম্, উপব্যয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে" (তৈঃ সং ২।৫।১১)। অর্থ পূর্ব্বাংশে স্পষ্ট। শেষাংশের অর্থ—"এই যে উপব্যান (—উপবীতাকারে উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ) করা হয়, তাহা দেবচিহ্নই করা হয়"। এই স্থলে সংশয়—এই নিবীত বচনটী বিধি, অথবা অর্থবাদ (—উপবীতবিধির স্তুতি)? সেই স্থলে বিধি ইত্যাদি নানাপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ উপন্যস্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তী বলেন—ইহা বিধি নহে; কারণ তদন্যাকারে ফলকল্পনা করিতে হইবে। তাহা অসঙ্গত, যেহেতু ইহা দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণ। নিবীত প্রভৃতিকে যজ্ঞমধ্যগত মনুষ্য বা দেবসম্বন্ধী কোন কর্ম্মের অঙ্গরূপে অঙ্গীকার করিলে একই বাক্যে নিবীতাদি তিনটীই বিহিত হওয়ায় বাক্যভেদ হইবে। লোকমধ্যে কর্ম্মের সুকরতার জন্য [লৌকিক] নিবীত প্রাপ্তই আছে (—লোকে কটিদেশে উত্তরীয় বন্ধন করিয়াই কর্ম্ম করে)। মনুষ্যসম্বন্ধী কর্ম্মে [শাস্ত্রীয়] নিবীত অন্যত্র বিহিত হইয়াছে; [কোথায় কেহ বলেন নাই]। পিতৃযজ্ঞে [ইহা চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের শাকমেধ পর্ব্বের অঙ্গ] প্রাচীনাবীত বিহিত হইয়াছে। সেইহেতু একত্র বিহিত তাহারা এখানে বিহিত হইতে পারে না। এই সকল হেতুবশতঃ প্রস্তাবিত বাক্যে "উপব্যয়তে", এই উপবীত বিধিপর অংশেই বিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে; "নিবীতং মনুষ্যাণাম্", ইত্যাদি অংশে নিবীত ও প্রাচীনাবীতের অনুবাদ তাহার স্তুতির জন্য অর্থবাদমাত্র। 'যেহেতু নিবীতাদি মনুষ্যাদির জন্য, সেইহেতু দৈবকর্ম্মে তাহা অযোগ্য; অতএব উপবীতি হইয়াই দৈব কর্ম্ম করিবে', ইহাই স্তুতির মর্ম্ম। উত্তরমীমাংসায় প্রস্তাবিত স্থলে উক্ত দৃষ্টান্তাবলম্বনে ইহাই বলা হইল—শ্রুতিতে অন্যত্র বিহিত নিবীতাদি যেমন উপবীতবিধিপর বাক্যে অনূদিত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থলে বিহিত আশ্রমচতুষ্টয় এই "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে অনূদিত হইয়াছে। "স্মৃতিতে বিহিত তাহারা শ্রুতিতে অনূদিত হইয়াছে", এইপ্রকার নহে।

শাঙ্কর ভাষ্যম্

প্রতিজ্ঞাতম্।১৩ ন চ যজ্ঞাদয়ঃ ভূয়াংসঃ ধর্ম্মাঃ উৎপত্তিভিন্নাঃ সন্তঃ অন্যত্রাশ্রমসম্বন্ধাৎ ত্রিত্বে অন্তর্ভাবয়িতুং শক্যন্তে।১৪ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

গার্হস্থ্যের সহিত [সন্ন্যাস প্রভৃতি] অন্যান্য আশ্রমের অনুষ্ঠেয়তা সমান।৮ [এক্ষণে বিধেয় 'বেদানুবচনাদির (বৃঃ ৪।৪।২২) সহিত একত্রে পঠিত পারিব্রাজ্যে বিধি প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারেই "পরিব্রাজকগণ এই [আত্মরূপ] লোককে ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন", ইত্যাদি স্থলে ইহার (—পারিব্রাজ্যের, বিধেয়] বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির সহিত একত্র পাঠ আছে। [সেইহেতু বিধেয়ের সহিত একত্র পাঠবশতঃ পারিব্রাজ্যও উক্ত শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার্য্য।৯ পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—"যে চ ইমে অরণ্যে" (ছাঃ ৫।১০।১) ইত্যাদি বাক্যে দেবযানমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম নহে (১৮ সূঃ ১৪ বাক্য); তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর "কিন্তু এই যাঁহারা অরণ্যে বাসকরতঃ শ্রদ্ধা (—তদুপলক্ষিত ব্রহ্মবিদ্যার) এবং [কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি] তপস্যার অনুষ্ঠান করেন", ইত্যাদি স্থলে ইহার (—বানপ্রস্থের, বিধেয়] পঞ্চাগ্নিবিদ্যার সহিত সহপাঠ আছে। সুতরাং সেই স্থলে বানপ্রস্থও (৬) পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ন্যায় অনুষ্ঠেয়]।১০

[সিঃ—স্কন্ধশব্দের অর্থ—'আশ্রম'। বিভিন্ন বাক্যে আশ্রমচতুষ্টয় প্রদর্শনদ্বারা "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাহাদের অনুবাদ ও অনুষ্ঠেয়তা প্রদর্শন।]

আর যে বলা হইয়াছে—"তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ", ইত্যাদি স্থলে [বানপ্রস্থাদি] অন্য আশ্রমের বর্ণনা সন্দিগ্ধ [১৮ সূঃ, ১৫ বাক্য ; কারণ স্কন্ধশব্দের অর্থ আশ্রম নহে] ইত্যাদি।১১ তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন –] ইহা দোষ নহে (—সন্দেহের কারণ নাই), যেহেতু [সেই স্থলে] নিশ্চায়ক কারণের অস্তিত্ব আছে।১২ [কি সেই কারণ, তাহা বলিতেছেন—] "ধর্ম্মের বিভাগ তিনটী", এই স্থলে ধর্ম্মস্কন্ধের ত্রিত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে।১৩ আর যজ্ঞ [অধ্যয়ন ও দান] প্রভৃতি যে বহু ধর্ম্ম, যাহাদের উৎপত্তিবিধি [যজেত অধ্যেতব্য দদ্যাৎ, ইত্যাদিপ্রকারে] বিভিন্ন, আশ্রমের সহিত সম্বন্ধব্যতিরেকে তাহাদিগকে তিনটীর (—বিভাগত্রয়ের) মধ্যে অন্তর্ভাব করিতে পারা যায় না (—শ্রুত ত্রিত্ব অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া স্কন্ধ-

ভাবদীপিকা

(৬) লক্ষ্য করিতে হইবে—এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তত্রস্থ ভাষ্যানুসারে বানপ্রস্থ ও পারিব্রাজ্য উভয়ই পঠিত হইলেও বানপ্রস্থেই বিধি অঙ্গীকৃত হইতেছে (ন্যায়নির্ণয়), পারিব্রাজ্যে নহে। তাহার হেতু অরণ্যে বাস বানপ্রস্থেই নিয়মিত এবং যেহেতু উপরোক্ত বৃঃ ৪।৪।২২ বাক্যে পারিব্রাজ্যে বিধি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। একই বস্তু উভয়ত্র বিহিত হইতে পারে না। সেইহেতু প্রস্তাবিত ছান্দোগ্যবাক্যে তাহা হংস প্রভৃতি আশ্রমসন্ন্যাসিগণের দেবযানমার্গে গতিরূপ ফলবিধানের জন্য অনুবাদমাত্র, ইহাই এই স্থলে তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

যজ্ঞাদিলিঙ্গঃ গৃহস্থাশ্রমঃ একঃ ধর্ম্মস্কন্ধঃ নির্দ্দিষ্টঃ ।১৫ "ব্রহ্মচারী" ইতি চ স্পষ্টঃ আশ্রমনির্দ্দেশঃ ।১৬ "তপঃ" ইত্যপি কঃ অন্যঃ তপঃপ্রধানাৎ আশ্রমাৎ ধর্ম্মস্কন্ধঃ অভ্যুপগম্যেত? ১৭ "যে চ ইমে অরণ্যে" (ছাঃ ৫।১০।১) ইতি চ আরণ্যলিঙ্গাৎ শ্রদ্ধাতপোভ্যাম্ আশ্রমগৃহীতিঃ ।১৮ তস্মাৎ পরামর্শেঽপি অনুষ্ঠেয়ম আশ্রমান্তরম্ ।১৯।৩।৪।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

শব্দের অর্থ 'আশ্রম', ইহা নিশ্চিত হয়)।১৪ আচ্ছা, সেই আশ্রমসকলের বিভাগ কিপ্রকার? উত্তর—] সেই স্থলে (—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে) যজ্ঞাদি যাহার লিঙ্গ (—জ্ঞাপক চিহ্ন), সেই গৃহস্থাশ্রম একটী ধর্ম্মস্কন্ধরূপে (—আশ্রমের একটী বিভাগরূপে) নির্দ্দিষ্ট (—অনূদিত) হইয়াছে।১৫ আর "ব্রহ্মচারী", ইহা স্পষ্টভাবে [ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের] নির্দ্দেশ (—অনুবাদ)।১৬ "তপস্যা", এই স্থলেও [কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি] তপঃপ্রধান [বানপ্রস্থ] আশ্রম হইতে ভিন্ন অন্য কোন্ ধর্ম্মস্কন্ধ অঙ্গীকৃত (—অনূদিত) হইবে? ১৭ [অন্য বাক্যাবলম্বনে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমরূপ বিভাগ প্রদর্শন দ্বারা আশ্রম বিভাগবিষয়ে নিশ্চায়ক প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "এই যাঁহারা অরণ্যে", ইত্যাদি স্থলে অরণ্যে অবস্থিতিরূপ লিঙ্গপ্রমাণ এবং 'শ্রদ্ধা' (—ব্রহ্মবিদ্যা) এবং 'তপস্যার' দ্বারা [সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থরূপ] আশ্রমের গ্রহণ (—জ্ঞান) হয়।১৮ সেইহেতু (—এইরূপে বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে আশ্রমচতুষ্টয় বিহিত হওয়ায় এবং স্কন্ধশব্দের অর্থ 'আশ্রম' হওয়ায়, "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে অনুষ্ঠেয় আশ্রমসকলের] পরামর্শ (—অনুবাদ) হইলেও আশ্রমান্তর (—পারিব্রাজ্য) অনুষ্ঠেয়, 'ইহা নির্ণীত হইল'।১৯ [এইরূপে অন্যান্য বাক্যে আশ্রমচতুষ্টয়ে বিধি এবং "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে তাহাদের অনুবাদ প্রদর্শিত হইল]॥৩।৪।১৯॥

বিধির্বা ধারণবৎ ॥৩।৪।২০॥

সূত্রার্থ—বা—যদ্বা, ["ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদিবাক্যে আশ্রমচতুষ্টয়ানাং] **বিধিঃ**—বিধিরেব, [ন অনুবাদঃ। ন চ অনেকাশ্রমবিধানে বাক্যভেদঃ স্যাৎ ইতি সাম্প্রতম্, অপূর্ব্বত্বেন আশ্রমাণাং বিধেঃ আবশ্যকত্বেন বাক্যভেদস্য ইষ্টত্বাৎ। একবাক্যতাপ্রতীতৌ অপি তত্ত্যাগেন অপূর্ব্বার্থবিধৌ দৃষ্টান্তম্ আহ—] **ধারণবৎ**—যথা "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ উদ্রবেৎ, উপরি হি দেবেভ্যঃ ধারয়তি", ইত্যত্র স্রুগ্দণ্ডাৎ অধস্তাৎ সমিদ্ধারণবিধ্যেকবাক্যতাপ্রতীতৌ অপি উপরিধারণস্য অপূর্ব্বত্বাৎ একবাক্যতাভঙ্গেন বিধিঃ কল্পিতঃ, তথা ইহাপি স্যাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—বা—অথবা, ["ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যে আশ্রমচতুষ্টয়ের] **বিধি**—বিধিই হইবে, [অনুবাদ নহে। আর [একই বাক্যে] অনেক আশ্রমের বিধান হইলে বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে, ইহা সঙ্গত নহে; কারণ অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে অবিহিত) হওয়ায়

আশ্রমসকলের বিধান আবশ্যক বলিয়া বাক্যভেদ অভীষ্ট। একবাক্যতা প্রতীত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে অবিহিত বিষয়ে বিধি স্বীকৃত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] **ধারণবৎ**—যেমন [মহাপিতৃযজ্ঞে ও প্রেতাগ্নিহোত্রকালে স্রুগ্‌দণ্ডের] "নিম্নদেশে যজ্ঞকাষ্ঠ ধারণকরতঃ লইয়া যাইবে, কিন্তু [জীবদগ্নিহোত্রকালে] দেবগণের জন্য উপরিদেশে ধারণ করিবে", ইত্যাদি এই স্থলে স্রুগ্‌দণ্ডের নিম্নে যজ্ঞকাষ্ঠধারণবোধক বিধির সহিত একবাক্যতা প্রতীত হইলেও, [স্রুগ্‌দণ্ডের] উপরিদেশ ধারণ অপূর্ব্ব হওয়ায় এক-বাক্যতাভঙ্গের দ্বারা বিধি কল্পিত হইয়াছে, এখানেও সেইপ্রকার হইবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধিঃ বা অয়ম্ আশ্রমান্তরস্য, ন পরামর্শমাত্রম্ ।১ ননু বিধিত্বাভ্যুপগমে একবাক্যতাপ্রতীতিঃ উপরুধ্যেত, প্রতীয়তে চ অত্র একবাক্যতা 'পুণ্যলোকফলাঃ ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ', 'ব্রহ্মসংস্থতা তু অমৃতত্বফলাঃ' ইতি ।২ সত্যম্ এতৎ, সতীম্ অপি তু একবাক্যতা-প্রতীতিং পরিত্যজ্য বিধিঃ এব অভ্যুপগন্তব্যঃ অপূর্ব্বত্বাৎ, বিধ্যন্তরস্য অদর্শনাৎ ।৩ বিস্পষ্টাৎ চ আশ্রমান্তরপ্রত্যয়াৎ গুণবাদকল্পনয়া

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অপূর্ব্ব হওয়ায় ধর্ম্মশ্রুতিতেই আশ্রমচতুষ্টয়ে বিধি অঙ্গীকার।]

[এক্ষণে সিদ্ধান্তী "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ", ইত্যাদি বাক্যেই আশ্রমচতুষ্টয়ে বিধি প্রদর্শন করিতেছেন—] অথবা ইহা (—এই ধর্ম্মস্কন্ধশ্রুতি) অন্য আশ্রমের (—আশ্রমচতুষ্টয়ের) বিধি (৭), অনুবাদমাত্র নহে ।১ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] কিন্তু বিধি অঙ্গীকার করিলে একবাক্যতার প্রতীতি বাধিত হইয়া পড়িবে, এখানে এক-বাক্যতা কিন্তু প্রতীত হইতেছে, যথা —'তিনটী ধর্ম্মস্কন্ধ পুণ্যলোকরূপ ফলপ্রদ', 'পরন্তু ব্রহ্মসংস্থতা অমৃতত্বরূপ ফলপ্রদ'। [এইরূপে অল্পফলপ্রদ আশ্রমত্রয়ের নিন্দা করিয়া ব্রহ্মসংস্থতার স্তুতিরূপ একটী অর্থ (—একবাক্যতা) প্রতিভাত হইতেছে ; তাহাকে ভঙ্গ করিয়া আশ্রমচতুষ্টয়ে বিধিকল্পনা অসঙ্গত ।২ সিদ্ধান্তীর সমাধান—] ইহা সত্য, তথাপি যে একবাক্যতার প্রতীতি হইতেছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিধিই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যেহেতু ইহা অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত), কারণ [পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বাক্যে আশ্রমচতুষ্টয়ে] অন্য বিধিবাক্য পরিদৃষ্ট হয় না। [সেইহেতু আশ্রম-চতুষ্টয়বোধক বাক্যসকল এবং তাহাতে বিধি, এই উভয় কল্পনাপেক্ষা লাঘবানু-রোধে বিধিমাত্র কল্পনা যুক্তিসঙ্গত] ।৩ আর বিশেষ স্পষ্টভাবে অন্য আশ্রমের (—আশ্রমচতুষ্টয়ের) জ্ঞান হওয়ায় [আশ্রমবোধক সেই বাক্যসকলের লক্ষণাবৃত্তি-

ভাবদীপিকা

(৭) ভাব এই—আশ্রমচতুষ্টয়ের প্রতিপাদক স্মৃতি ও শিষ্টাচার ভ্রান্তিমূলক নহে, তাহাদের মূলভূতা শ্রুতি অবশ্যই আছে। অন্য শ্রুতিকে তাহাদের মূলরূপে কল্পনা করা অপেক্ষা এই "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ", ইত্যাদি শ্রুতিকেই বিধিযুক্তরূপে কল্পনা করিলে লাঘব হয় বলিয়া এই শ্রুতিকেই আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধায়করূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

একবাক্যত্বযোজনানুপপত্তেঃ।৪ ধারণবৎ।৫ যথা "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ উদ্রবেৎ, উপরি হি দেবেভ্যঃ ধারয়তি", ইতি অত্র সত্যাম্ অপি অধোধারণেন একবাক্যতাপ্রতীতৌ বিধীয়তে এব উপরিধারণম্, অপূর্ব্বত্বাৎ।৬ তথা চ উক্তং শেষলক্ষণে "বিধিস্তু ধারণে অপূর্ব্বত্বাৎ" (জৈ: সূ: ৩।৪।১৫) ইতি।৭ তদ্বৎ ইহাপি আশ্রমপরামর্শশ্রুতৌ অঃ বিধিঃ এব ইতি কল্প্যতে।৮।৩।৪।২০।। ইতি প্রথমবর্ণকম্।

ভাষ্যানুবাদ

বলে] গুণবাদ (—স্তুতি) কল্পনাদ্বারা একবাক্যতা যোজনা যুক্তিযুক্ত নহে। [সেইহেতু বাক্যভেদ অঙ্গীকারকরতঃ এই স্থলেই বিধি অঙ্গীকরণীয়।৪ একবাক্যতা প্রতীত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব বিষয়ে বিধি স্বীকৃত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] "ধারণের স্থায়" ।৫ [ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] যেমন ["মহাপিতৃযজ্ঞে এবং প্রেতাগ্নিহোত্রে স্রুগ্দণ্ডের] নিম্নদেশে সমিৎ (—যজ্ঞকাষ্ঠ) ধারণকরতঃ [স্রুকে প্রক্ষিপ্ত হবিকে গার্হপত্যাগ্নির নিকট হইতে আহবনীয় অগ্নির নিকট] লইয়া যাইবে, যেহেতু দেবগণের জন্য (— জীবদগ্নিহোত্রকালে দেবগণকে আহুতিপ্রদানের জন্য, স্রুগ্দণ্ডের] উপরিদেশে [সমিৎ] ধারণ করা হয়", ইত্যাদি এই স্থলে ['উদ্রবেৎ' এইপ্রকারে বিধিলিঙ্-দ্বারা বিহিত] অধোদেশে ধারণের সহিত [লট্প্রত্যয়ান্ত উপরিদেশে ধারণের] একবাক্যতা প্রতীত হইলেও, [জীবদগ্নিহোত্রে] উপরিদেশে ধারণ অবশ্যই বিহিত হইতেছে, কারণ তাহা পূর্ব্বে বিহিত হয় নাই।৬ শেষলক্ষণে (—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে, আচার্যপাদ জৈমিনিকর্তৃক] সেইরূপই কথিত হইয়াছে, যথা – ধারণে (—স্রুগ্দণ্ডের উপরিদেশে সমিৎ-ধারণে), কিন্তু বিধি স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু তাহা অপূর্ব্ব", ইত্যাদি (৮)।৭ তাহার স্থায় এই স্থলেও (—"ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্যেও) আশ্রমসকলের অনুবাদবোধিকা শ্রুতি অবশ্যই বিধি, ইহা কল্পনা করা হইতেছে (৯) ৮।৩।৪।২০।। প্রথমবর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৮) পূর্ব্বমীমাংসাতে ৩।৪।৫ **সমিদ্ধারণস্ত** বিধিত্বাধিকরণে এইপ্রকার বিচার আছে—প্রেতাগ্নিহোত্রপ্রকরণে * এবং চাতুর্ম্মাস্যযজ্ঞের শাকমেধপর্ব্বে অনুষ্ঠিত মহাপিতৃযজ্ঞে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ উদ্রবেৎ, উপরি হি দেবেভ্যঃ ধারয়তি", ইত্যাদি। এই স্থলে সংশয় হয়—স্রুগ্দণ্ডের উপরিদেশে যে সমিৎ-ধারণ, তাহা কি বিধি, অথবা প্রেতাগ্নিহোত্রে স্রুগ্দণ্ডের নিম্নদেশে সমিদ্ধারণের স্তুতি ? পূর্ব্ববাদী বলেন— উৎকৃষ্ট বস্তুকে আচ্ছাদন করিতে হয়, ইহা শিষ্টাচার ; সেইহেতু উহা পূর্ব্বপ্রাপ্ত হওয়ায় বিধি নহে, প্রেতাগ্নিহোত্রে নিম্নে

* অগ্নিহোত্রীর মৃত্যু হইলে শবদাহের পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রাদিকর্তৃক তাঁহার প্রতিনিধিরূপে যে অগ্নিহোত্রাহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাকে বলে—'প্রেতাগ্নিহোত্র' বা মৃতাগ্নিহোত্র'। অনন্তর যজ্ঞপাত্রসকল সহ সেই অগ্নিহোত্রীকে দাহ করা হয়।

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্ (১)

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মত্যাগীই (—সন্ন্যাসীই) ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষার্থাধিকরণে কর্ম্মনিরপেক্ষ ব্রহ্মবিদ্যার স্বাধীনভাবে মোক্ষহেতুতা প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহা কিন্তু সম্ভব নহে, কারণ কর্ম্মনিরত গৃহস্থাদি অপর আশ্রমিগণও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, ইহা স্কন্ধশ্রুতিস্থ ব্রহ্মসংস্থশব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। জনকাদি গৃহস্থগণেরও ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও তদ্বিষয়ে উপদেষ্টৃত্ব শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। অতএব কর্ম্মসাপেক্ষ ব্রহ্মবিদ্যারই মোক্ষহেতুতা সিদ্ধ হয়। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হওয়ায় ইহার উক্ত অধিকরণের সহিত **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

সমিদ্ধারণের স্তুতির জন্য তাহা অনুবাদমাত্র। **"সিদ্ধান্তী** বলেন—**বিধিস্তু ধারণে অপূর্ব্বত্বাৎ"** (বৈ: সূ: ৩।৪।১৫)। ভাব এই—উৎকৃষ্ট বস্তুকে যে সমিৎ-দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, এইপ্রকার শিষ্টাচার পরিদৃষ্ট হয় না; বস্ত্রাদির দ্বারাই তাহা সম্ভব। আর স্রুগ্‌দণ্ডের উপরিভাগে সমিদ্ধারণ করিলে স্রুগ্বিলে (—স্রুকের গর্ত্তমধ্যে) রক্ষিত হবনীয়ের আচ্ছাদনও সম্ভব নহে। সেইহেতু উপরিদেশে যে সমিদ্ধারণ, পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাকে বিধিরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(৯) লক্ষ্য করিতে হইবে—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ (ছা: ২।২৩।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে চারিটী আশ্রমেই বিধি অঙ্গীকৃত হওয়ায় সন্ন্যাসাশ্রমেও ফলতঃ বিধি অঙ্গীকৃত হইল। এইপ্রকারে আশ্রমচতুষ্টয়েই বিধি অঙ্গীকৃত হওয়ায় ভাষ্যপঠিত 'আশ্রমান্তরশব্দে' (১ বাক্য) 'আশ্রমচতুষ্টয়' পরিগৃহীত হইয়াছে। আর ৩।৪।১৮ সূ: ভাষ্যে "অপবদতি", এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যাকালে যে "বীরহা" (তৈ: সং ১।৫।২।১) ইত্যাদি নিন্দাবচন উদ্ধৃত হইয়াছে (১৮ সূ:, ১৩ বাক্য), তাহার পরিহার ভাষ্যমধ্যে স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার তাহার পরিহারপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"উক্ত নিন্দাবচন অবৈধভাবে অগ্নিত্যাগের নিন্দামাত্র। গৃহস্থও যদি "**উৎসর্গেষ্টির**" অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিত্যাগ করেন, তাহা যেমন দোষাবহ নহে; তদ্রূপ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের পূর্ব্বে "**প্রাজাপত্যেষ্টির**" [শাখান্তরে "**আগ্নেয়ীষ্টির**", জাবাল ৪] অনুষ্ঠান করিয়া পারিব্রাজ্যবিধিপূর্ব্বক অগ্নিত্যাগ করিলে, তাহা দোষাবহ হইবে না।" এই বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"বনাদ্‌গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সর্ব্বস্বং বেদদক্ষিণাম্। প্রাজাপত্যং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি॥ মোক্ষে মনঃ ততঃ কুর্য্যাৎ", ইত্যাদি। অন্যান্য নিন্দাবচন মন্দবৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য। প্রথমবর্ণক সমাপ্ত।

(১) বৃত্তিকার [ভগবান্ উপবর্ষ ?] এই স্কন্ধশ্রুতিপঠিত 'তপঃ'-শব্দে বানপ্রস্থাশ্রমের সহিত সন্ন্যাসাশ্রমকেও গ্রহণ করিয়াছেন। আর "ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি" (ছা: ২।২৩।১), এই স্থলে "গৃহস্থাদি আশ্রমিচতুষ্টয়ের মধ্যে যিনিই ব্রহ্মসংস্থ হইবেন, তিনিই অমৃতত্বলাভ করিবেন", এইপ্রকার ব্যাখ্যাকরতঃ ব্রহ্মসংস্থতাকে ধর্ম্মস্কন্ধেরই (—কর্ম্মসম্বদ্ধ আশ্রমেরই) অন্তর্গতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পক্ষ শ্রুতিতাৎপর্য্যের অনুকূল না হওয়ায় তাহা নিরাকরণের জন্য দ্বিতীয় বর্ণক আরব্ধ হইতেছে। (বিস্তৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ও পরিমলে দ্রঃ)।

ন্যায়মালা

লোককাম্যাশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠামর্হতি বা ন বা।
যথাবকাশং ব্রহ্মৈব জ্ঞাতুমর্হত্যবারণাৎ॥
অনন্যচিত্ততা ব্রহ্মনিষ্ঠাসৌ কর্ম্মঠে কথম্।
কর্ম্মত্যাগী ততো ব্রহ্মনিষ্ঠামর্হতি নেতরঃ॥

অন্বয়—লোককামী আশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠাম্ অর্হতি বা ন বা? অবারণাৎ যথাবকাশং ব্রহ্মৈব জ্ঞাতুম্ অর্হতি। অনন্যচিত্ততা অসৌ ব্রহ্মনিষ্ঠা কর্ম্মঠে কথম্? ততঃ কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠাম্ অর্হতি, ন ইতরঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইতি অত্র আশ্রমান্ অধিকৃত্য "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকাঃ ভবন্তি", ইতি আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠায়িনাং পুণ্যলোকম্ অভিধায় "ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি" ইতি মোক্ষসাধনত্বেন ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রতিপাদ্যতে। সা ব্রহ্মনিষ্ঠা অত্র বিষয়ঃ। সা কিং চতুর্ষু আশ্রমেষু যস্য কস্যচিৎ, আহোস্বিৎ পরিব্রাজকস্যৈব ইতি বিচারণায়াং পক্ষদ্বয়স্যাপি সম্ভবাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] লোককামী আশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠাম্ অর্হতি বা, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[সা ইয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠা পুণ্যলোককামিনঃ আশ্রমিনঃ অপি সম্ভাব্যতে। 'লোককামী ব্রহ্ম ন জানীয়াৎ' ইতি] অবারণাৎ [স্বাশ্রমধর্ম্মাণি অনুষ্ঠায়] যথাবকাশং [ব্রহ্মনিষ্ঠায়াঃ অভ্যাসস্য সুকরত্বাৎ লোককামী আশ্রমী] ব্রহ্মৈব জ্ঞাতুম্ অর্হতি। [তস্মাৎ অস্তি সর্ব্বস্য আশ্রমিনঃ ব্রহ্মনিষ্ঠা]।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্মনিষ্ঠা নাম সর্ব্বব্যাপারপরিত্যাগেন অনন্যচিত্ততয়া ব্রহ্মণি সমাপ্তিঃ]। অনন্যচিত্ততা অসৌ ব্রহ্মনিষ্ঠা কর্ম্মঠে কথং [সম্ভবেৎ? কর্ম্মানুষ্ঠানতত্ত্যাগয়োঃ পরস্পরবিরোধাৎ]। ততঃ কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠাম্ অর্হতি, ন ইতরঃ।

অনুবাদ

সংশয়—["ধর্ম্মের (—কর্ম্মসম্বন্ধী আশ্রমের) বিভাগ তিনটী", ইত্যাদি এই স্থলে আশ্রমসকলকে অবলম্বনকরতঃ "ইঁহারা সকলে [স্বর্গাদি] পুণ্যলোক লাভ করেন", এইপ্রকারে আশ্রমে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের পুণ্যলোকলাভের কথা বলিয়া "ব্রহ্মসংস্থ অমৃতত্ব (—মোক্ষ) লাভ করেন", এইপ্রকারে মোক্ষের সাধনরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠা এখানে বিষয়। তাহা কি আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন আশ্রমীর, অথবা পরিব্রাজকেরই, ইহা বিচার করিলে পক্ষদ্বয়েরই সম্ভাবনা থাকায় সংশয় হয়—] স্বর্গাদিলোককামী আশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করেন, অথবা করেন না?

পূর্ব্বপক্ষ—[সেই এই ব্রহ্মনিষ্ঠা পুণ্যলোককামী আশ্রমিগণেরও সম্ভব। 'লোককামী ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে না', এইপ্রকার] নিষেধ না থাকায় [স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া] অবকাশানুসারে [ব্রহ্মনিষ্ঠার অভ্যাস সুকর হওয়ায় লোককামী আশ্রমী] ব্রহ্মকে জানিতে অবশ্যই সমর্থ। [অতএব সকল আশ্রমীর ব্রহ্মনিষ্ঠা সম্ভব]।

সিদ্ধান্ত—[সর্ব্বব্যাপার পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মে যে সমাপ্তি (—সমাধান, ১২৫৫ পৃঃ), তাহার নাম 'ব্রহ্মনিষ্ঠা']। অনন্যচিত্ততারূপ সেই ব্রহ্মনিষ্ঠা কর্ম্মীতে কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? [যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠান ও তাহার ত্যাগ পরস্পর বিরুদ্ধ]। সেইহেতু কর্ম্মত্যাগী (—সন্ন্যাসী) ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রাপ্তির যোগ্য, অপরে নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমসমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানে মুক্তি, সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মজ্ঞান কর্ম্মনিরপেক্ষ হওয়ায় জ্ঞানকর্ম্মের সমসমুচ্চয় বিরুদ্ধ।

[পূর্ব্বঃ সূঃ-] **পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচাপবদতিহি॥৩।৪।১৮॥**

সূত্রার্থ—["ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ মোক্ষসাধনত্বেন ব্রহ্মসংস্থতা প্রতিপাদ্যতে। সা কিম্ আশ্রমিনাং যস্য কস্যচিৎ, আহোস্বিৎ পরিব্রাজকস্যৈব ইতি সন্দেহে, পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে—ব্রহ্মসংস্থশব্দেন সর্ব্বেষাম্ আশ্রমিণাং] **পরামর্শম্**—গ্রহণম্ [ইতি] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্যঃ জৈমিনিঃ [মন্যতে, নতু সর্ব্বকর্ম্মত্যজঃ কস্যচিৎ], **হি**—যতঃ, **অচোদনা**—তেন ব্রহ্মসংস্থশব্দেন সর্ব্বকর্ম্মত্যজঃ কস্যচিৎ চোদনা ন ভবতি। [অপিতু] **অপবদতি**—"কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ" (গীতা ৩।৪) ইত্যাদিশাস্ত্রং কর্ম্মত্যাগম্ অপবদতি। চশব্দঃ—পুণ্যলোকামৃতত্বয়োঃ অবস্থাভেদাৎ অবিরোধার্থঃ।

অনুবাদ—["ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে মোক্ষের সাধনরূপে ব্রহ্মসংস্থতা (—প্রণবাবলম্বনা ব্রহ্মোপাসনা) প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহা কি আশ্রমিগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির হইবে, অথবা পরিব্রাজকেরই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ব্রহ্মসংস্থশব্দের দ্বারা সকল আশ্রমীর] **পরামর্শম্**—গ্রহণ (—উল্লেখ) হইয়াছে, [ইহা] **জৈমিনিঃ**—আচার্য্য জৈমিনি [মনে করেন, কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী কাহারও গ্রহণ হইবে না], **হি**—যেহেতু, **অচোদনা**—সেই ব্রহ্মসংস্থশব্দের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী কাহারও বিধান হইতেছে না। [পরন্তু] **অপবদতি**—"কর্ম্মের অনমুষ্ঠান হইতে", ইত্যাদি শাস্ত্র কর্ম্মত্যাগকে নিন্দা করিতেছেন। চশব্দটী—অবস্থাভেদে পুণ্যলোক ও অমৃতত্বের মধ্যে অবিরোধ প্রদর্শনের জন্য (—আশ্রম অভিন্ন হইলেও সেই আশ্রমস্থ যিনি কর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি স্বর্গাদি পুণ্যলোক লাভ করেন ; যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ (—প্রণবোপাসক) তিনি মোক্ষ লাভ করেন, ইহা প্রদর্শনের জন্য। (শাস্ত্রদর্পণাবলম্বনে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্যপি পরামর্শঃ এব অয়ম্ আশ্রমান্তরাণাং, তদাপি ব্রহ্মসংস্থতা তাবৎ সংস্তবসামর্থ্যাৎ অবশ্যং বিধেয়া অভ্যুপগন্তব্যা।১ সা চ কিং চতুর্ষু আশ্রমেষু যস্য কস্যচিৎ, আহোস্বিৎ পরিব্রাজকস্যৈব

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয়। স্কন্ধশ্রুতিতে পারিব্রাজ্যের উল্লেখ ও অনুল্লেখবিষয়ক সংশয়বশতঃ নূতন অধিকরণারম্ভ।]

[এক্ষণে ১ ম বর্ণকের ৩।৪।১৯ সূত্রে প্রতিপাদিত আশ্রমসকলের অনুবাদপক্ষকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের মধ্যে একমাত্র পারিব্রাজ্যেই বিধি অঙ্গীকার করিতেছেন—] আর যদি ইহা (—এই "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি বাক্য) অন্য আশ্রমসকলের পরামর্শই (—অনুবাদই) হয়, তাহা হইলেও [১৮ সূঃ ৫ বাক্যে তোমার অভিপ্রেত] সংস্তবের (—স্তুতির) সামর্থ্যবশতঃ ব্রহ্মসংস্থতাকে (—সন্ন্যাসাশ্রমকে) অবশ্যই বিধেয়রূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে ; [কারণ "যৎ স্তূয়তে তদ্বিধীয়তে" এইপ্রকার ন্যায় আছে।১ কিন্তু 'ব্রহ্মসংস্থতা' বিধেয় হইলেও সন্ন্যাসাশ্রমকে বিধেয়রূপে কেন গ্রহণ করিতেছ ? উত্তর—] আর তাহা (—সেই ব্রহ্মসংস্থতা) কি আশ্রমচতুষ্টয়ের

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি বিবেক্তব্যম্ ।২ যদি চ ব্রহ্মচর্য্যান্তেষু আশ্রমেষু পরামৃশ্য-মানেষু পরিব্রাজকঃ অপি পরামৃষ্টঃ, তত চতুর্ণাম্ অপি আশ্রমা-ণাং পরামৃষ্টত্বাবিশেষাৎ অনাশ্রমিত্বানুপপত্তেশ্চ যঃ কশ্চিৎ চতুর্ষু আশ্রমেষু ব্রহ্মসংস্থঃ ভবিষ্যতি ।৩ অথ ন পরামৃষ্টঃ, ততঃ পরি-শিষ্যমাণঃ পরিব্রাট্ এব ব্রহ্মসংস্থঃ ইতি সেৎস্যতি ।৪ তত্র তপঃ-শব্দেন বৈখানসগ্রাহিণা পরামৃষ্টঃ পরিব্রাট্ অপি ইতি কেচিৎ ।৫

ভাষ্যানুবাদ

মধ্যে যে কোন আশ্রমীর, অথবা পারিব্রাজকেরই, ইহা বিবেক (—পৃথগ্‌ভাবে বিচার) করিতে হইবে ২ [কিন্তু স্কন্ধশ্রুতিতে গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্য, এই আশ্রমত্রয়েরই বর্ণনা আছে, সন্ন্যাসাশ্রমের কোন প্রসঙ্গই তাহাতে নাই। সেই-হেতু এই বিচার (—অধিকরণ) আরব্ধই হইতে পারে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরিব্রাজক উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা হয় নাই? প্রথমপক্ষ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] আর [স্কন্ধশ্রুতিতে গার্হস্থ্য হইতে] ব্রহ্মচর্য্য পর্য্যন্ত আশ্রমসকল উল্লিখিত (—অনূদিত) হইলে যদি [তাহাদের মধ্যে] পরিব্রাজকও উল্লিখিত হয়, তাহা হইলে চারিটী আশ্রমেরই অবিশেষভাবে উল্লেখ হওয়ায় এবং ["অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ", এই স্মৃতিবিধানানুসারে 'ব্রহ্মসংস্থ' পুরুষের] অনাশ্রমিত্ব সঙ্গত না হওয়ায় (—ব্রহ্মসংস্থও আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে পরিগৃহীত হওয়ায়) চারিটী আশ্রমের মধ্যে যে কেহ (—যে কোন আশ্রমী) 'ব্রহ্মসংস্থ' হইবে (২)।৩ [দ্বিতীয় পক্ষকে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] আর যদি উল্লিখিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশিষ্ট থাকেন যে পরিব্রাজক, তিনিই ব্রহ্মসংস্থ হইবেন (—শ্রুতিপঠিত ব্রহ্মসংস্থশব্দের রূঢ় অর্থ হইবে পরিব্রাজক)।৪ [এই প্রকারে স্কন্ধশ্রুতিতে পারিব্রাজ্যের উল্লেখ ও অনুল্লেখ-বিষয়ক সংশয় হওয়ায় অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে]।

[পূঃ—তপঃশব্দে সন্ন্যাসও গৃহীত হওয়ায় আশ্রমসংখ্যাপূর্ত্তির জন্য ব্রহ্মসংস্থশব্দের রূঢ়ার্থে পারিব্রাজ্য গ্রহণীয় নহে।]

[পূর্ব্বপক্ষ—] কেহ কেহ (—বৃত্তিকার) বলেন, সেই স্থলে (—স্কন্ধশ্রুতিতে) বৈখানসগ্রাহী (—বানপ্রস্থবাচক) 'তপঃ' শব্দের দ্বারা পরিব্রাজকও পরামৃষ্ট (—অনূদিত, উল্লিখিত) হইয়াছেন (৩)।৫

ভাবদীপিকা

(২) এই পক্ষে ব্রহ্মসংস্থশব্দের যৌগিকার্থ গৃহীত হইল। প্রথম বর্ণকে ২ ভাবদীঃ দ্রঃ।

(৩) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—উক্ত শ্রুতিতে গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী স্ব স্ব শব্দেই গৃহীত হই-য়াছে। "তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ" (ছাঃ ২।২৩।১), অত্রস্থ তপঃশব্দের দ্বারাই তপঃপ্রধান বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস উভয় আশ্রমই গৃহীত হইয়াছে। বানপ্রস্থে যেমন পরাক্ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ও পঞ্চতপা প্রভৃতি তপস্যা বিহিত, সন্ন্যাসেও তদ্রূপ সমধিক শৌচ, যম নিয়ম (৩৭৫ পৃঃ), অষ্টগ্রাস ভোজন, ইত্যাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

তদযুক্তম, ন হি সত্যাং গতৌ বানপ্রস্থবিশেষণেন পরিব্রাজকঃ গ্রহণম্ অর্হতি।৬ যথা অত্র ব্রহ্মচারিগৃহমেধিনৌ অসাধারণেনৈব স্বেন স্বেন বিশেষণেন বিশেষিতৌ, এবং ভিক্ষুবৈখানসৌ অপি ইতি যুক্তম্।৭ তপশ্চ অসাধারণঃ ধর্ম্মঃ বানপ্রস্থানাং কায়ক্লেশপ্রধা-

ভাষ্যানুবাদ

[সি°—বৃত্তিকারমতনিরাকরণ। তপঃশব্দে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে নানা দোষ।]

[সিদ্ধান্ত—] তাহা (—তপঃশব্দের দ্বারা পারিব্রাজ্যের গ্রহণ) সঙ্গত নহে, যেহেতু উপায় থাকিতে বানপ্রস্থবিশেষণের দ্বারা (—বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্ম্ম যে তপস্যা প্রভৃতি, তাহার দ্বারা) পরিব্রাজকের গ্রহণ উচিত নহে।৬ এখানে (—এই স্কন্ধ-শ্রুতিতে, গুরুগৃহে বাস ও যজ্ঞদানাদি] স্ব স্ব অসাধারণ বিশেষণের (–ধর্ম্মের) দ্বারা যেমন ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বিশেষিত হইয়াছে, ভিক্ষু (—সন্ন্যাসী) ও বৈখানসও (—বানপ্রস্থীও) এইপ্রকার বিশেষিত হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত। [সুতরাং তপঃ-শব্দে বানপ্রস্থের এবং ব্রহ্মসংস্থশব্দে পরিব্রাজকের গ্রহণ ন্যায্য।৭ কিন্তু তপঃশব্দের অর্থ কি ? উত্তর—] আর তপস্যা বানপ্রস্থিগণের অসাধারণ ধর্ম্ম, কারণ [চান্দ্রায়-

ভাবদীপিকা

তপস্যা বিহিত। সুতরাং তপঃশব্দে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম গৃহীত হওয়ায় চারিটী আশ্রম প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মসংস্থশব্দে সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের প্রতি কোন হেতু নাই। অতএব আশ্রমচতুষ্টয়ে অবস্থিত যাঁহারই ব্রহ্মে সংস্থা, অর্থাৎ সম্যগ্ অবস্থিতি হইবে, তিনিই ব্রহ্মসংস্থ ; অমৃতত্ব হইবে তাঁহারই। ইহা অঙ্গীকার না করিয়া যব ও বরাহাদি রূঢ় শব্দের ন্যায় ব্রহ্মসংস্থশব্দের পরিব্রাজকরূপ রূঢ় অর্থ গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মসংস্থেরই অমৃতত্বলাভ শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণমাত্রেই মনুষ্যের মোক্ষলাভ হইয়া যাইবে, তাহাতে "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুম্ এতি" (শ্বে: ৩।৮), ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য মোক্ষহেতুভূত ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। **সংশয়**—কিন্তু স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মে ব্যগ্রতাবশতঃ ব্রহ্মসংস্থতা অসম্ভব। **সমাধান**—সন্ন্যাসীর পক্ষেও তাহা সম্ভব নহে ; কারণ বাগ্ব্যবহার চিন্তন ও ভিক্ষাটনাদির দ্বারা তিনিও বাক্য মন ও কায়ের দ্বারা কর্ম্মসম্পাদন করিয়াই থাকেন। ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্ন্যাসীর এই সকল কর্ম্ম কর্ম্মই নহে, ইহাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মা-নুষ্ঠানকারী গৃহীকেও কর্ম্মী বলা যাইবে না। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মসংস্থতা অসম্ভব হইবে কেন ? অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে—ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত স্বস্বকর্ম্মচ্ছিদ্রে (—অবকাশ-কালে) গৃহস্থাদি সকল আশ্রমীই ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারেন। উক্ত শ্রুতিতে তাঁহাদেরই অমৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মসংস্থ নহেন, কিন্তু স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই উক্ত শ্রুতিবর্ণিত স্বর্গাদি পুণ্যলোকভাগী। অতএব তপঃশব্দের দ্বারাই বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস উভয় আশ্রমই বর্ণিত হওয়ায় ব্রহ্মসংস্থশব্দের রূঢ়ার্থরূপে সন্ন্যাসীর গ্রহণের প্রতি কোন হেতু নাই এবং "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" এই স্থলে শ্রুত ত্রিত্বেরও কোন স্থলে বিরোধ না। (বিশেষ ভামতী এবং ২।২৩।১ ছাঃ ভাষ্যে দ্রঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

মত্বাৎ, তপঃশব্দস্য তত্র রূঢ়েঃ।৮ ভিক্ষোস্তু ধর্ম্মঃ ইন্দ্রিয়সংযমাদি-লক্ষণঃ নৈব তপঃশব্দেন অভিলপ্যতে।৯ চতুষ্ট্বেন চ প্রসিদ্ধাঃ আশ্রমাঃ ত্রিত্বেন পরামৃশ্যন্তে ইতি অন্যায্যম্।১০ অপি চ ভেদ-ব্যপদেশঃ অত্র ভবতি 'ত্রয়ঃ এতে পুণ্যলোকভাজঃ, একঃ অমৃত-ত্বভাক্' ইতি।১১ পৃথক্ত্বে চ এষঃ ভেদব্যপদেশঃ অবকল্পতে।১২

ভাষ্যানুবাদ

দাদি] শারীরিক ক্লেশ তাহাতে প্রধান, আর যেহেতু তপস্যাশব্দ তাহাতে (—শারীরিক ক্লেশপ্রধান ধর্ম্মে) রূঢ় ৮ ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়সংযমাদিরূপ ধর্ম্ম কিন্তু [বৃদ্ধগণ-কর্ত্তৃক] এইপ্রকারে তপস্যাশব্দের দ্বারা কথিত হয় না (৪)।৯ আর চারিসংখ্যা-যুক্তরূপে প্রসিদ্ধ আশ্রমসকল [সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থকে একটীর মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া] তিনসংখ্যাযুক্তরূপে পরামৃষ্ট হইতেছে, ইহা ন্যায্য নহে। [কারণ তাহাতে আশ্রম-নিষ্ঠ প্রসিদ্ধ সংখ্যার অপলাপ হইবে]।১০ আর দেখ, [গার্হস্থ্যাদি আশ্রম হইতে ব্রহ্মসংস্থতারূপ সন্ন্যাসাশ্রমের] ভেদকথনও এখানে আছে, যথা—'ইঁহারা তিন জন (—আশ্রমিত্রয়) পুণ্যলোকভাগী (৫), এক জন (ব্রহ্মসংস্থ) অমৃতত্বভাগী', ইত্যাদি।১১ আর [গার্হস্থ্যাদি আশ্রমত্রয় হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের পার্থক্য] থাকিলেই

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—চিত্তবিক্ষেপের হেতু হওয়ায় কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ও পঞ্চতপা প্রভৃতি কায়ক্লেশপ্রধান ধর্ম্ম (—তপস্যা) সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয় নহে ; "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত-চেষ্টস্য কর্ম্মসু, যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য" (গীতা ৬।১৭), ইত্যাদি ভগবদ্বচনানুসারে তাহা পরিত্যজ্য। বৃদ্ধগণ তপঃশব্দের দ্বারা সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয় শৌচ ও শমদমাদিকে গ্রহণ করেন না, ইহা "শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" (যোঃ সূঃ ২।৩২), এই মহর্ষি পতঞ্জলির বচন হইতেও অবগত হওয়া যায়। উক্ত সূত্রে শৌচ সন্তোষ (—শমদমাদি) ও স্বাধ্যায় প্রভৃতি হইতে তপস্যা পৃথগ্‌ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। আর যে অষ্টগ্রাসভোজনাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কুটীচকাদি কোন বিশেষ সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বিগণের কোন বিশেষ অবস্থায় প্রায়শ্চিত্তের জন্য, তাহা সন্ন্যাসীর সাধারণ ধর্ম্ম নহে, তপঃশব্দবাচ্যও নহে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে গৃহস্থের জন্য কোন বিশেষ অবস্থায় দ্বাত্রিংশৎ গ্রাস বিহিত হওয়ায় তাহাকেও তপস্বী, সুতরাং বান-প্রস্থী বলিতে হইবে। তাহা সঙ্গত নহে। এক্ষণে পরিব্রাজক তপঃশব্দের দ্বারা বর্ণিত হয় নাই, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন - চতুষ্ট্বেন—'আর চারি', ইত্যাদি (১০ বাক্য)।

(৫) মূলে "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১), এইপ্রকার পাঠ আছে, "ত্রয়ঃ এতে" এইপ্রকার পাঠ তো নাই ; এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে। যেহেতু উপক্রমে "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ", এইরূপে যাহাদের বর্ণনারম্ভ হইয়াছে, সেই আশ্রমত্রয়ই মধ্যে তত্তৎ আশ্রমো-চিত ধর্ম্মের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে ; আশ্রমগত সেই ত্রিত্বসংখ্যাই "সর্ব্বে এতে" অত্রস্থ সর্ব্বশব্দ-রূপ সর্ব্বনামের দ্বারা গৃহীত হইতেছে। সেইহেতু এই বিষয়ে অসঙ্গতি কিছুই নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

নহি এবং ভবতি দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞৌ, অন্যতরস্তু অনয়োঃ মহাপ্রজ্ঞঃ ইতি।১৩ ভবতি তু এবং দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞৌ, বিষ্ণুমিত্রস্তু মহাপ্রজ্ঞঃ ইতি।১৪ তস্মাৎ পূর্ব্বে ত্রয়ঃ আশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ, পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাট্ এব অমৃতত্ব-ভাক্।১৫ কথং পুনঃ ব্রহ্মসংস্থশব্দঃ যোগাৎ প্রবর্ত্তমানঃ সর্ব্বত্র সম্ভবন্ পরিব্রাজকে এব অবতিষ্ঠেত?১৬ রূঢ্যভ্যুপগমে চ আশ্রম-মাত্রাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্তেঃ জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ ইতি।১৭ অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

এই ভেদকথন সঙ্গত। [অন্যথা তপঃশব্দে সন্ন্যাসাশ্রমও গৃহীত হইলে পরে বর্ণিত অমৃতত্বভাগী আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবেন না।১২ তপঃশব্দে বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী গৃহীত হইলে পুণ্যলোকভাগী ও অমৃতত্বভাগিরূপে ভেদকথন সঙ্গত নহে, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, এইপ্রকার বলা চলে না যে, 'দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত উভয়েই অল্পবুদ্ধি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক জন মহাজ্ঞানী'।১৩ পরন্তু এই-প্রকার বলা হয় যে, 'দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত উভয়েই অল্পবুদ্ধি, বিষ্ণুমিত্র কিন্তু মহা-জ্ঞানী', ইত্যাদি (৬)।১৪ সেইহেতু (—দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত হইতে বিষ্ণুমিত্রের পার্থক্যের ন্যায় গৃহস্থ ও বানপ্রস্থী প্রভৃতি হইতে সন্ন্যাসীর পার্থক্য অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায়, গৃহস্থাদি] পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমিত্রয় পুণ্যলোকভাগী এবং অবশিষ্ট থাকেন যে [ব্রহ্মসংস্থশব্দবাচ্য] পরিব্রাজক, তিনিই অমৃতত্বভাগী 'ইহাই সিদ্ধ হয়'।১৫ [এই রূপে তপঃশব্দে সন্ন্যাসাশ্রমের গ্রহণ নিরাকৃত হইল]।

[সিঃ—বৃত্তিকারমতনিরাকরণ। ব্রহ্মসংস্থশব্দের যৌগিকার্থ গৃহীত হইলেও পরিব্রাজকরূপ রূঢ়ার্থই পরিশেষে গ্রহণীয় হওয়ায়, অপূর্ব্ব হওয়ায় এবং স্তুত হওয়ায় স্বব্রহ্মবাক্যেই পারিব্রাজ্যে বিধি।]

[আচ্ছা, এই ব্রহ্মসংস্থশব্দ যৌগিক, অথবা রূঢ় ? প্রথম পক্ষ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] আচ্ছা, যৌগিক বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতেছে যে ব্রহ্মসংস্থশব্দ, তাহা সর্ব্বত্র (—সকল আশ্রমীতে) সম্ভব হওয়ায় পরিব্রাজকেই কিপ্রকারে অবস্থান করিবে (—তাহাকেই কিপ্রকারে বুঝাইবে)?১৬ [দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করিয়া তিনিই বলিতেছেন—] রূঢ়ি বৃত্তি অঙ্গীকার করিলে মাত্র আশ্রম হইতে (—সন্ন্যা-সাশ্রম অবলম্বন করিলেই) অমৃতত্বের প্রাপ্তি হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানের আনর্থক্য হইয়া

ভাবদীপিকা

(৬) যদি বলা হয় অবস্থাভেদে সকল আশ্রমীই ব্রহ্মসংস্থ (—ব্রহ্মনিষ্ঠ) হইতে পারেন, যেমন দেবদত্ত প্রভৃতি মন্দবুদ্ধিগণও কালান্তরে বিদ্যাভ্যাসবলে মহাপ্রজ্ঞ হইতে পারে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—কালভেদে মন্দপ্রজ্ঞ মহাপ্রজ্ঞ হইতে পারে, ইহা সম্ভব। কিন্তু কর্ম্মব্যগ্রচিত্ত গৃহস্থাদি আশ্রমীর ব্রহ্মসংস্থতা সম্ভব নহে। আর ব্রহ্মসংস্থ হইবার জন্য তাঁহারা যদি কর্ম্মত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাদের অভীষ্ট পরিব্রাজকই ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারেন, সিদ্ধ হইয়া পড়িল। (রত্নপ্রভা)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মসংস্থঃ ইতি হি ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিঃ অনন্যব্যাপারতারূপং তন্নিষ্ঠত্বম্ অভিধীয়তে।১৮ তচ্চ ত্রয়াণাম্ আশ্রমাণাং ন সম্ভবতি, স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মাননুষ্ঠানে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ।১৯ পরিব্রাজকস্য তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ প্রত্যবায়ঃ ন সম্ভবতি অননুষ্ঠাননিমিত্তঃ।২০ শমদমাদিস্তু তদীয়ঃ ধর্ম্মঃ ব্রহ্মসংস্থতায়াঃ উপোদ্বলকঃ, ন

ভাষ্যানুবাদ

পড়িবে, ইত্যাদি।১৭ [সন্ন্যাসী যৌগিক বৃত্তি অঙ্গীকারকরতঃ বলিতেছেন—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে— ব্রহ্মসংস্থ', ইহা (—ইহার অর্থ) ব্রহ্মে পরিসমাপ্তি, [ইহার দ্বারা] অনন্যব্যাপারতারূপ (—ব্রহ্মের চিন্তনাদি ব্যাপারব্যতিরেকে অন্য ব্যাপাররাহিত্যরূপ) ব্রহ্মনিষ্ঠতা অভিহিত হইতেছে।১৮ তাহা কিন্তু [ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ, এই] আশ্রমত্রয়ের (—আশ্রমিত্রয়ের) পক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু স্ব স্ব আশ্রমে বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় ["অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" (মনু সং ১১।৪৪) ইত্যাদি শাস্ত্রে] বর্ণিত হইয়াছে।১৯ [কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনাদির অকরণে পরিব্রাজকেরও প্রত্যবায় স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে (৭), তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু পরিব্রাজকের সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যক্ত হওয়ায় [সন্ধ্যাবন্দনাদি] কর্ম্মের অননুষ্ঠানবশতঃ প্রত্যবায় সম্ভব নহে (৮)।২০ কিন্তু শমদমাদিরূপ যে

ভাবদীপিকা

(৭) "চত্বারো২প্যাশ্রমা এতে সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ। ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়ন্তে যত্যপ্যুগ্রতপোরতাঃ"॥ (হারীত)। "অনাগতাং তু যে পূর্ব্বামনতীতাং তু পশ্চিমাম্। সন্ধ্যাং নোপাসতে বিপ্রাঃ কথং তে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥ সায়ংপ্রাতঃ সদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রা নো উপাসতে। কামং তান্ ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মসু যোজয়েৎ"॥ (বোধায়ন)। বোধায়নবাক্যের প্রথম চরণে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সম্পাদনীয় প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্পাদ্য সায়ংসন্ধ্যা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য অর্থ স্পষ্ট।

(৮) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেন একে অমৃতত্বমানশুঃ" (মহানারায়ণ উঃ ১০।৫), ইত্যাদি তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে কর্ম্মের নিন্দাপূর্ব্বক তাহার ত্যাগের সহিত অমৃতত্বের সম্বন্ধ অবগত হওয়া যায় বলিয়া এবং এই কর্ম্মত্যাগ অপূর্ব্ব হওয়ায় অমৃতত্বকামীর প্রতি বিহিত, এইপ্রকার তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় বলিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম অবিশিষ্টভাবে পরিত্যক্ত হইলে অতি ক্ষুদ্র সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম সন্ন্যাসীর পক্ষে করণীয়রূপে অবশিষ্ট থাকিবে, এইপ্রকার সম্ভাবনাই সুদূরপরাহত। আবার আরুণী শ্রুতি বলিতেছেন—"অতঃ ঊর্দ্ধং অমন্ত্রবৎ আচরেৎ, সন্ধ্যাং সমাধৌ আত্মনি আচরেৎ" (আরুণিকোপনিষৎ ২)। অথর্ব্ববেদাধ্যায়িগণ এইপ্রকার পাঠ করেন—"সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বুধঃ। যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ॥ ...কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ। তৈস্তু ধার্য্যং বহিঃসূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতম্"॥ (ব্রহ্মোপনিষৎ ৬)। বাজসনেয়কে পঠিত হইতেছে—"পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ

শাঙ্করভাষ্যম্

বিরোধী।২১ ব্রহ্মনিষ্ঠত্বম্ এব হি তস্য শমদমাদ্যুপবৃংহিতং স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম।২২ যজ্ঞাদীনি চ ইতরেষাম্।২৩ তদ্ব্যতিক্রমে চ তস্য প্রত্যবায়ঃ।২৪ তথাচ "ন্যাসঃ ইতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হি পরঃ,

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহার ধর্ম্ম, তাহা ব্রহ্মসংস্থতার (—ব্রহ্মে সম্যগ্‌রূপে অবস্থিতির) পোষক, বিরোধী নহে।২১ শমদমাদির দ্বারা পুষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠতাই তাঁহার স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্ম। [এতাদৃশ আশ্রমধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠতারূপ অনন্যব্যাপারতার হানি হয় না]।২২ আর যজ্ঞাদি [গৃহস্থাদি] অপর আশ্রমাবলম্বিগণের কর্ম্ম।২৩ তাহাদের (—গৃহস্থাদির যজ্ঞাদির এবং সন্ন্যাসীর শমদমাদিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠতার) ব্যতিক্রম হইলে তাঁহার (—সন্ন্যাসী ও গৃহস্থাদির) প্রত্যবায় হয় (৯)।২৪ আর এই বিষয়ে—"ন্যাস (—সর্ব্বৈষণাপরি-

ভাবদীপিকা

ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" (বৃঃ ৩।৫।১), ইত্যাদি। এইপ্রকারে কর্ম্মসাধনভূত শিখা যজ্ঞোপবীত ও বিত্ত ইত্যাদির পরিত্যাগ অভিহিত হওয়ায় সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগই বিহিত হইয়েছে। সেইহেতু সন্ধ্যাবন্দনাদির অকরণে তাঁহার প্রত্যবায় হয় না, ইহাই অবগত হওয়া যায়। হারীত ও বোধায়ন প্রভৃতি স্মৃতিবচনসকল যজ্ঞোপবীতধারী কুটীচকাদি সন্ধ্যাবন্দনাদিযুক্ত পরিব্রাজকবিশেষকে বিষয় করে, সুতরাং কোন বিরোধ নাই। (প্রকটার্থবিবরণ দ্রঃ) কিন্তু "যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্"॥ (মনুসং ১২।৯২) ইত্যাদিপ্রকারে সন্ন্যাসীর পক্ষেও শমদমাদিরূপ আশ্রমধর্ম্মসকল অনুষ্ঠেয়রূপে অভিহিত হওয়ায় তাঁহারই বা অনন্যব্যাপারতারূপ ব্রহ্মসংস্থতা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী**—বলিয়াছেন—**শমদমাদিস্তু**—'কিন্তু শম', ইত্যাদি (২১ বাক্য)।

[স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মাকরণে সন্ন্যাসীর প্রত্যবায়।]

(৯) স্বাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়* বোধক বহু শাস্ত্রবচন আছে। তন্মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমসম্বন্ধী বচন এই—"ত্বংপদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। শ্রুত্যা বিধীয়তে যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ"॥ (প্রকটার্থে উদ্ধৃত)। "নিত্যং কর্ম্ম পরিত্যজ্য বেদান্তশ্রবণং বিনা। বর্ত্তমানস্তু সন্ন্যাসী পতত্যেব ন সংশয়ঃ"॥ (শাম্বোপপুরাণ, ১ম অঃ)। "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতং চ সমাচরন্। প্রসক্তশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ"॥ (মনু সং

*প্রত্যবায়শব্দের অর্থ পাপ। তাহার ফলে নরকাদি দুঃখপ্রাপ্তি। ইহা অঙ্গীকার করিলে "কর্ম্মণাম্ অভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্য উৎপত্তিঃ" (গীতা ৩।১ শাঙ্করভাষ্য) ইত্যাদি ভাষ্যের বিরোধ হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে। সেইহেতু আমাদের মনে হয়—এই স্থলে প্রত্যবায়শব্দে 'পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুতি', এইপ্রকার অর্থ অঙ্গীকার করিতে হইবে। নিম্নোদ্ধৃত "অবিপক্ককষায়ঃ অস্মাৎ অমুষ্মাৎ চ বিহীয়তে", ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতবচন হইতে ইহাই সমর্থিত হয়। উক্ত বচনটীর অর্থ এই—'অবিপক্ককষায় (—অনিবৃত্তবিষয়াসক্তি) সেই দুরাচার সন্ন্যাসী [গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করায় যজ্ঞাদিত্যাগকরতঃ দেবগণকে, ইহলৌকিক ভোগসুখ ত্যাগ করায় নিজেকে, জ্ঞানোৎপত্তিতে যত্নাভাববশতঃ তদুৎপত্তি না হওয়ায় হৃদিস্থ আমাকে প্রতারণা করিয়া] ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়'।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরঃ হি ব্রহ্মা, তানি বা এতানি অবরাণি, তপাংসি, ন্যাসঃ এব অত্যরেচয়ৎ" (তৈঃ আঃ ১০।৬২), "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ" (মুঃ ৩।২।৬, নারাঃ ১২।৩, কৈবল্য ৩) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ।২৫ স্মৃতয়শ্চ "তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ" (গীতা ৫।১৭) ইত্যাদ্যাঃ ব্রহ্মসংস্থস্য কর্ম্মাভাবং দর্শয়ন্তি।২৬ তস্মাৎ 'পরিব্রাজকস্য আশ্রমমাত্রাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্তেঃ

ভাষ্যানুবাদ

ত্যাগাত্মক সন্ন্যাস) ইহা ব্রহ্মা, [সন্ন্যাসকে ব্রহ্মরূপে স্তুতির হেতু বলিতেছেন—] যেহেতু ব্রহ্মা (—হিরণ্যগর্ভ) শ্রেষ্ঠ, [ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সন্ন্যাস ব্রহ্মাত্মক কিপ্রকারে? উত্তর—] যেহেতু পরই (—সর্ব্বাত্মক পরমাত্মাই) ব্রহ্মা, [অতএব ব্রহ্মরূপে স্তুত সন্ন্যাস অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন—] সেই (—পূর্ব্ববর্ণিত সত্যাদি মানসান্ত) এই তপস্যাসকল [সন্ন্যাস হইতে] নিকৃষ্ট, একমাত্র সন্ন্যাসই সকলকে অতিক্রম করে, [কারণ ব্রহ্মসংস্থতার দ্বারা তাহা অমৃতত্বের হেতু"]; "উপনিষদ্বিচারজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের নিকট সুনিশ্চিত, সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ যোগবলে যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত এবং যাঁহারা যত্নশীল", ইত্যাদি শ্রুতিসকল আছে।২৫ আর "তাঁহাতেই যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই যাঁহাদের মন, তাঁহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা (—নিশ্চিতরূপে স্থিতি), তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয়", ইত্যাদি স্মৃতিসকল ব্রহ্মসংস্থের কর্ম্মাভাব প্রদর্শন করিতেছেন।২৬ সেইহেতু (—এতাদৃশ ব্রহ্মসংস্থতা গৃহস্থাদি আশ্রমান্তরে সম্ভব না হওয়ায় সন্ন্যাসীই গ্রহণীয় হয় বলিয়া, ব্রহ্মসংস্থশব্দের যৌগিকার্থ, বা রূঢ়ার্থ (১ বর্ণক, ২ ভাবদীঃ), যাহাই গৃহীত হউক না কেন] 'আশ্রমমাত্র হইতে (—সন্ন্যা-

ভাবদীপিকা

১১।৬৪)। [ইহা সকল আশ্রমীকেই বিষয় করে]। "গচ্ছংস্তিষ্ঠন্তো বাঽপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥ আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়া। (যোগবাসিষ্ঠ, উপশমপ্রঃ)। "বশ্যসংযতষড়্বর্গঃ প্রচেতেন্দ্রিয়সারথিঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যাবরিকস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি॥ সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা। অবিপক্কষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে"॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১৮, ৩৯ ৪০)। ষড়্বর্গ—মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়।] "জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে। কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ। স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্"॥ (পরমহংসোপনিষৎ)। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পরিমলকার বলিয়াছেন—"যঃ সন্ন্যস্যাপি ব্রহ্মনিষ্ঠাং বিহায় কেবলম্ অন্নলাভায় যতিলিঙ্গকাষ্ঠং ধৃত্বা অভিশপ্তপতিতপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাম্ অন্নম্ অশ্নন্ পর্য্যটতি তস্য রৌরবাদিপ্রাপ্তিঃ ইতি উপপদ্যতে"। ইত্যাদি। [বিস্তৃত কল্পতরু, পরিমল ও প্রকটার্থে দ্রঃ]। যাহাহউক্, সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক শমদমাদিযুক্ত ব্রহ্মসংস্থতাই সন্ন্যাসীর স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্ম, এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন— ১৮—'আর এই', ইত্যাদি (২৫ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ', ইতি এষঃ দোষঃ ন অবতরতি ।২৭ তদেবং পরামর্শেঽপি ইতরেষাম্ আশ্রমাণাং পারিব্রাজ্যং তাবৎ ব্রহ্ম-সংস্থতালক্ষণং লভ্যেত এব ।২৮ অনপেক্ষ্য এব জাবালশ্রুতিম্

ভাষ্যানুবাদ

আশ্রম অবলম্বন করিলেই। অমৃতত্বপ্রাপ্তি হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানের আনর্থক্য হইয়া পড়িবে' (১৭ বাক্য), ইত্যাদি এই দোষ অবতরণ করে না (—তাহার প্রাপ্তি হয় না) (১০) ।২৭ [এইরূপে একদেশী বৃত্তিকারের মত নিরাকরণ করিয়া মূল বিচারের (১ বাক্য) উপসংহার করিতেছেন—] সেইহেতু (—স্বপক্ষে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসকল থাকায়) এইপ্রকারে [স্কন্ধ শ্রুতিতে] অন্যান্য আশ্রমসকলের পরামর্শ (—অনুবাদ) হইলেও ব্রহ্মসংস্থতারূপ পারিব্রাজ্যকে প্রাপ্ত হওয়াই যায় (—অপূর্ব্ব হওয়ায় এবং স্তুত হওয়ায় তাহাতে বিধি অঙ্গীকার করিতেই হয়) ।২৮

[নিঃ—স্কন্ধশ্রুতি অবলম্বনে বিচার কৃত্বাচিন্তামাত্র। জাবাল শ্রুতিতেই আশ্রমসকল বিহিত হইয়াছে।]

[শিষ্যের বুদ্ধি বিকাশের জন্য "ত্রয়ঃ ধর্ম্মস্কন্ধাঃ", এই আশ্রমচতুষ্টয়ের পরামর্শ-বোধক শ্রুতিবাক্যকে আশ্রয় করিয়া কৃত্বাচিন্তাবলম্বনে বিচার করা হইল। এক্ষণে এই বিচার যে কৃত্বাচিন্তা মাত্র, তাহা স্পষ্ট বলিতেছেন—] আশ্রমান্তর (—আশ্রম

ভাবদীপিকা

(১০) সিদ্ধান্তীর ভাব এই—গৃহস্থশব্দটীর যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিলে যে কোন জীব মনুষ্যগৃহে [মনুষ্যই গৃহনির্ম্মাণ করে, অন্য জীব নহে] অবস্থান করে, তাহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া এতাদৃশ অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য রূঢ়ি বৃত্তিদ্বারা গৃহস্থরূপ আশ্রমী বিশেষকেই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও সেই গার্হস্থ্যমাত্রের বলে কাহারও পুণ্যলোক লব্ধ হয় না; পরন্তু যথোক্ত অগ্নিহোত্রাদি তদাশ্রমধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান হইতেই তাহা হয়। প্রস্তাবিত 'ব্রহ্মসংস্থ' স্থলেও তদ্রূপ, "নিবৃত্তকর্ম্মা সন্ন্যাসিরূপ" রূঢ়ার্থ গৃহীত হইলেও মাত্র পারিব্রাজ্যের বলেই অমৃতত্ব লব্ধ হয় না। পরন্তু যিনি প্রণবরূপ ব্রহ্মে, অথবা স্বস্বরূপভূত ব্রহ্মে সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত [ইহা যৌগিকার্থ], অন্যান্য আশ্রমে তাদৃশ ব্রহ্মসংস্থতা সম্ভব না হওয়ায়, প্রণবপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসক সেই পরিব্রাজক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির দ্বারা ক্রমমুক্তিরূপ আপেক্ষিক অমৃতত্বলাভ করেন। আর যে ব্রহ্মসংস্থ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদ্য স্বস্বরূপভূত নির্গুণব্রহ্মাত্মভাব প্রাপ্ত হন, তিনি সদ্যোমুক্তিরূপ মুখ্য অমৃতত্ব লাভ করেন। মাত্র পারিব্রাজ্যের বলে তাহা লব্ধ হয় না। যাহাহউক্, এইরূপে দেখা গেল, ব্রহ্মসংস্থশব্দের রূঢ়ার্থ, যৌগিকার্থ, বা যোগরূঢ়ার্থ যাহাই গৃহীত হউক্ না কেন, "শয্যাসনস্থোঽথপথিব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃতভোগভাগী" ॥ (যোঃ সূঃ ৩।৩২, ব্যাসভাষ্য) এইপ্রকার যাঁহার অবস্থা; তিনিই অমৃতত্বলাভ করেন। উক্ত শ্লোকটীর অর্থ—'শয়ান উপবিষ্ট অথবা পথে বিচরণশীল যে স্বস্থ (—সর্ব্বাবস্থাতেই পরমাত্মনিষ্ঠ). যাঁহার [সংশয় ও বিপর্য্যয়াদি] বিতর্কজাল সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সংসারের বীজভূতা অবিদ্যার ক্ষয় অনুভব করেন, তিনিই নিত্যমুক্ত অমৃতভোগভাগী (—মুক্তিসুখের অনুভবকর্ত্তা)।

শাঙ্করভাষ্যম্

আশ্রমান্তরবিধায়িনীম্ অয়ম্ আচার্য্যেণ বিচারঃ প্রবর্ত্তিতঃ।২৯ বিদ্যতে এব তু আশ্রমান্তরবিধিশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষা—"ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বা ইতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" (জাবাল ৪) ইতি।৩০ ন চ ইয়ং শ্রুতিঃ অনধিকৃতবিষয়া শক্যা বক্তুম্, অবিশেষশ্রবণাৎ।৩১ পৃথগ্বিধানাৎ চ অনধিকৃতানাম্—"অথ পুনরেব ব্রতী বা অব্রতী বা, স্নাতকো বা অস্নাতকো বা, উৎসন্নাগ্নিঃ অনগ্নিকো বা" (জাবাল ৪) ইত্যাদিনা।৩২ ব্রহ্মজ্ঞানপরিপাকাঙ্গত্বাৎ চ পারিব্রাজ্যস্য ন অনধিকৃতবিষয়ত্বম্।৩৩ তচ্চ দর্শয়তি—"অথ

ভাষ্যানুবাদ

চতুষ্টয়) বিধানকারিণী জাবালশ্রুতিকে অপেক্ষা না করিয়া আচার্য্য [বাদরায়ণ] কর্ত্তৃক এই বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।২৯ কিন্তু আশ্রমান্তর বিধানকারিণী প্রত্যক্ষ শ্রুতি আছে, যথা—"ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া [যথাকালে] বানপ্রস্থী হইবে, বানপ্রস্থী হইয়া [তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে] প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। আর যদি অন্যপ্রকার হয় (—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থানকালেই যদি পূর্ব্ব সুকৃতিবশে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলে) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, অথবা [বৈরাগ্যোদয় হইলে বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া] গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, অথবা [বৈরাগ্যোদয় হইলে] বানপ্রস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যাবলম্বন করিবে। [কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য না হইলে এবং চিত্ত কামাদি কালুষ্যরহিত না হইলে আমরণ বানপ্রস্থাশ্রমেই অবস্থান করিবে, ইহাই ভাব]।৩০

[সি:—অন্ধাদি বিকলাঙ্গগণের সন্ন্যাসে অনধিকার।]

[পূর্ব্ববাদী বলিয়াছেন—"সন্ন্যাসাশ্রম অন্ধাদি অনধিকারীর জন্য" (৬০০ পৃঃ ৯ বাক্য), তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] আর এই [পারিব্রাজ্যবিধায়িকা জাবাল] শ্রুতি [অন্ধ ও পঙ্গু ইত্যাদি] অনধিকারীকে বিষয় করে, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু [গার্হস্থ্যাদির সহিত] অবিশেষভাবে শ্রুত হইয়াছে (—গার্হস্থ্যাদি যদি অন্ধাদি অনধিকারীর জন্য না হয়, তাহা হইলে একই বাক্যে অবিশিষ্টভাবে বিহিত সন্ন্যাসকে অন্ধখঞ্জাদিতে নিয়মিত করিবার জন্য উক্ত বাক্যার্থকে সঙ্কুচিত করিবার প্রতি কোন হেতু নাই)।৩১ আর যেহেতু [কর্ম্মে] অনধিকারিগণের জন্য "আর পুনরায় বলা হইতেছে—ব্রতী (—গোদানাদি বেদব্রতযুক্ত) অথবা অব্রতী, স্নাতক (—বেদাধ্যয়নান্তে সমাবর্ত্তন করিয়াও গুরুগৃহবাসী) অথবা অস্নাতক (—অকৃতসমাবর্ত্তন), উৎসন্নাগ্নি (—ভার্য্যার মৃত্যুবশতঃ বিসর্জ্জিতাগ্নি) অথবা অনগ্নি (—অগৃহীতাগ্নি) 'বৈরাগ্যোদয় হইলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [সন্ন্যাসাশ্রম] পৃথগ্‌ভাবে বিহিত হইয়াছে।৩২ আর

শাঙ্করভাষ্যম্

পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিঃ অদ্রোহী ভৈক্ষাণঃ ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি" (জাবাল ৫) ইতি ।৩৪ তস্মাৎ সিদ্ধাঃ ঊর্ধ্বরেতসাম্ আশ্রমাঃ।৩৫ সিদ্ধং চ ঊর্ধ্বরেতঃসু বিধানাৎ বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যম্ ইতি ।৩৬॥৩।৪।১৮-২০॥ ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। ইতি দ্বিতীয়ং পরামর্শাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের (—দৃঢ়তার, তাহাতে সম্যগ্‌রূপে অবস্থিতির) অঙ্গ হওয়ায় [অন্ধাদি বিকলাঙ্গ] অনধিকারীকে বিষয় করে না। (১১) ।৩৩

[সিঃ—পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য। সন্ন্যাসীই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মনিরপেক্ষতা।]

আর [শ্রুতি] তাহা (—পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য, ইহা) প্রদর্শন করিতেছেন—"অনন্তর কাষায়বস্ত্রধারী মুণ্ডিতমস্তক [জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যের] প্রতিগ্রহবিমুখ বাহ্যাভ্যন্তরশৌচবান্ প্রাণিহিংসারহিত [যথাশাস্ত্র মাধুকরাদি] ভিক্ষাজীবী পরিব্রাজক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ" ইত্যাদি ।৩৪ সেইহেতু (—পারিব্রাজ্যের প্রতি এই সকল প্রমাণ থাকায়) ঊর্ধ্বরেতাগণের আশ্রম সিদ্ধ হইল ।৩৫ আর ঊর্ধ্বরেতাগণের জন্য বিহিত হওয়ায় (—কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে অধিকারী (১২) হওয়ায়) ব্রহ্মবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য (—কর্ম্মনিরপেক্ষতা) সিদ্ধ হইল (১৩) ।৩৬॥৩।৪।১৮-২০॥ দ্বিতীয় বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [বিকলাঙ্গের সন্ন্যাসে অনধিকার]

(১১) অন্ধখঞ্জাদি বিকলাঙ্গগণের সন্ন্যাসে অধিকার নাই ; গুরুসেবাদিদ্বারা যাঁহারা শ্রবণে (—অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বেদান্তের তাৎপর্য্যাবধারণে) সমর্থ, তাদৃশ সকলাঙ্গ ব্যক্তিগণেরই সন্ন্যাসে অধিকার *। অন্ধ পঙ্গু মূক ও বধিরাদির পক্ষে দৃষ্টিপূত সঞ্চরণ, গুরুসেবা বেদান্তাধ্যয়ন ও শ্রবণাদি সম্ভব নহে। সেইহেতু শ্রুতি আত্মজ্ঞানোৎপত্তির উপযোগী শরীরাদির বিষয়ে এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন —"শরীরং মে বিচর্ষণম্, জিহ্বা মে মধুমত্তমা, কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্" (তৈঃ ১।৪।১) ইত্যাদি। কোন কারণবশতঃ যাঁহারা কর্ম্মে অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন, "ব্রতী বা অব্রতী বা" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহাদের সন্ন্যাসে অধিকারের কথা বলিয়াছেন, অন্ধাদি বিকলাঙ্গগণের নহে। [নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞান সন্ন্যাসসাপেক্ষ]

(১২) সংশয় হয়—কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী, ইহা স্বীকার করা যায় না ; কারণ জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যাদির গৃহস্থাশ্রমেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। তদুত্তরে সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন—"জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ সন্ন্যাসপূর্ব্বকমিদং শ্রবণাদিরূপম্। বিদ্যামবাপ্স্যতি জনঃ সকলোঽপি যত্রতত্রাশ্রমাদিষু বসন্ন নিবারয়ামঃ" ॥ (৩।৩৬০,

[মাতৃজাতির সন্ন্যাসে অধিকার]

* মাতৃজাতিরও সন্ন্যাসে অধিকার "অথ ধর্ম্মযুগে তস্মিন্ যোগধর্ম্মমনুষ্ঠিতা। মহীমনুচচারৈকা সুলভা নাম ভিক্ষুকী" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩২০।৭) ইত্যাদি স্মৃতিবচন হইতে অবগত হওয়া যায়। উক্ত শ্লোকের টীকাতে পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"ভিক্ষুকী ইতি অনেন স্ত্রীণাম্ অপি প্রাগ্-বিবাহাৎ বৈধব্যাৎ ঊর্ধ্বং বা সন্ন্যাসে অধিকারঃ অস্তি ইতি দর্শিতম্। তেন ভিক্ষাচর্য্যং মোক্ষশাস্ত্রশ্রবণং একান্তে আত্মধ্যানং চ তাভিঃ অপি কর্ত্তব্যম্ ; ত্রিদণ্ডাদিকং চ ধার্য্যম্", ইত্যাদি। বাল্মিকী রামায়ণ ২।২৯।১৩, ২।৩৮।৪ ইত্যাদি স্থলে 'ভিক্ষুকী' 'শ্রমণী' ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগদৃষ্টে

ভাবদীপিকা

বা ৩৮১)। ভাব এই—'সন্ন্যাসব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানোদয় হইলে "সন্ন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাৎ" এই বিধিবচন ব্যর্থ হইয়া পড়ে ; তাহা না হউক্, সেই জন্য সেই বিধিবলে পূর্ব্বজন্মান্তরে সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণাদি সাধনানুষ্ঠান অনুমান করিতে হইবে। কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ সেই পুরুষের সন্ন্যাসসংকৃত জ্ঞানোৎপত্তিসাধন পরিপক্ক না হওয়ায় তজ্জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি হয় নাই ; পরবর্ত্তী জন্মে সেই জন্মান্তরীয় সন্ন্যাস অদৃষ্টদ্বারা এবং সংস্কারদ্বারা সাধনপরিপাকের হেতু হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং এতাদৃশ ব্যক্তির যে কোন আশ্রমে ব্রহ্মজ্ঞানোদয় হইতে পারে,তাহা নিবারণ করা হইতেছে না'। কিন্তু এতদ্দ্বারা গৃহস্থাদি আশ্রমে তত্তৎ আশ্রমোচিত কর্ম্মে ব্যাপৃতচিত্ত পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি হয়, সন্ন্যাসের অপেক্ষা নাই, ইহা সিদ্ধ হয় না। জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যও তজ্জন্মে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, যথা— "বিদেহরাজ্যং চ তদা প্রতিষ্ঠাপ্য সুতস্য বৈ। যতিধর্ম্মমুপাসংশ্চাপ্যবসন্মিথিলাধিপঃ" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩১২৷১৭), "যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার" (বৃঃ ৪৷৫৷১৫) ইত্যাদি। অতএব "কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে অধিকারী", ইহা অত্যুক্তি নহে (৩৷৪৷১ অধিঃ, ৮ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

(১২) দ্বিতীয় বর্ণকে আরও দুইটী সূত্রের অর্থ প্রদর্শন করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সূত্রানুযায়ী ভাষ্যবিভাগ বা সূত্রার্থ কোন টীকাতেই প্রদর্শিত হয় নাই। একমাত্র শাস্ত্রদর্পণকার প্রথম সূত্রদ্বয়ের অর্থ কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী সূত্রের অর্থ বর্ণকের আদিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশিষ্ট সূত্রের অর্থ এক্ষণে অধিকরণশেষে প্রদর্শিত হইতেছে—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ** ॥ ৩৷৪৷১৯॥

সূত্রার্থ—[পরিব্রাজকগণকর্ত্তৃকই ব্রহ্মসংস্থতা (—প্রণবাবলম্বনা, বা জ্ঞেয় নির্গুণব্রহ্মনিষ্ঠতা) **অনুষ্ঠেয়ম্**—অনুষ্ঠেয়, [ইহা] **বাদরায়ণঃ**—আচার্য্য বাদরায়ণ [মনে করেন। কেন মনে করেন ? উত্তর—] **সাম্যশ্রুতেঃ**—যেহেতু যজ্ঞাদি অসাধারণ আশ্রমধর্ম্মসকলের সহিত সমানভাবে স্কন্ধশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে। ["ন কর্ম্মণাম্" (গীতা ৩৷৪) ইত্যাদি স্মৃতি কিন্তু নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানহীন ও প্রণবাবলম্বনা তদুপাসনাবিহীন সন্ন্যাস হইতে অমৃতত্ব লব্ধ হয় না, এই অর্থের দ্যোতক]। (শাস্ত্রদর্পণাবলম্বনে)।

বিধির্বা ধারণবৎ ॥৩৷৪৷২০॥ এই সূত্রের অর্থ শাস্ত্রদর্পণকারও প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের মনে হয়, তাহা এইপ্রকার হইবে—[স্কন্ধশ্রুতিতে অন্যান্য আশ্রমসকলের পরামর্শ হইলেও তপঃশব্দবাচ্য বানপ্রস্থ হইতে ভিন্ন ব্রহ্মসংস্থে (—পারিব্রাজ্যে) **বিধিঃ বা**—বিধিই অবগত হওয়া যাইতেছে। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—যেহেতু জ্ঞানপ্রধান পরিব্রাজকে রূঢ় ব্রহ্মসংস্থশব্দ, অথবা প্রণবপ্রতীকাবলম্বনকারী ব্রহ্মোপাসকরূপ অর্থের সমর্পক ব্রহ্মসংস্থশব্দ অপূর্ব্ব। অপূর্ব্ব বিষয়ে বিধি অঙ্গীকারে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিতেছেন—] **ধারণবৎ**—যেমন স্রুগ্দণ্ডের উপরিদেশে যজ্ঞকাষ্ঠধারণ অপূর্ব্ব হওয়ায় বিধেয়, তদ্রূপ এখানেও বুঝিতে হইবে, ইহাই ভাব। দ্বিতীয় বর্ণক সমাপ্ত। পরামর্শাধিকরণ সমাপ্ত।

মনে হয় তৎকালীন সমাজে মাতৃজাতির সন্ন্যাস প্রচলিত ছিল। তবে এই বিষয়ে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বিমুখতা ও সাবধানবাণী এবং তৎপরবর্ত্তিকালীন ও সর্ব্বকালীন সামাজিক অবস্থা চিন্তনীয়। মহর্ষি কর্দমপত্নী দেবহূতি (শ্রীমদ্ভাঃ ৩৷৩৩অঃ), শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এবং শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী প্রভৃতি মহীয়সী মাতৃগণের স্বগৃহেই কঠোর তপশ্চর্য্যা ও ব্রহ্মবিদ্যালাভের কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা থাকিলে কর্ম্মব্যাপ্ত ইঁহাদের স্বগৃহেই ব্রহ্মনিষ্ঠা সুকর।

৩। স্তুতিমাত্রাধিকরণম্। [২১-২২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জ্ঞানকাণ্ডে পঠিত রসতমত্বাদির উপাসনাঙ্গতা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে অনুষ্ঠেয় গার্হস্থ্যাদির সহিত সন্ন্যাসও স্বন্ধশ্রুতিতে সমানভাবে বর্ণিত হওয়ায় যেমন পারিব্রাজ্যের অনুষ্ঠেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্রূপ "ইয়ম্ এব জুহূঃ, আদিত্যঃ কূর্ম্মঃ", ইত্যাদি কর্ম্মাঙ্গের স্তুতিবোধক বাক্যসকলের সহিত "সঃ এষঃ রসানাং রসতমঃ" (ছাঃ ১।১।৩), ইত্যাদি বাক্যসকলের সমানতাবশতঃ রসতমত্বাদিবোধক বাক্যসকলও স্তুতিমাত্রই হইবে। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথাদি বিদ্যাও যখন মূল কর্ম্মের যাহা ফল, স্বাধীনভাবে তদতিরিক্ত ফলের জনক, তখন কর্ম্মাঙ্গে অনাশ্রিত ব্রহ্মবিদ্যা যে স্বাধীনভাবে ফলপ্রদ, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার স্বাধীনভাবে পুরুষার্থহেতুতা সমর্থিত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

স্তোত্রং রসতমত্বাদি ধ্যেয়ং বা গুণবর্ণনাৎ।
জুহ্বাদিত্য ইত্যাদাবিব কর্ম্মাঙ্গসংস্তুতিঃ॥
ভিন্নপ্রকরণস্থত্বান্নাঙ্গবিধ্যেকবাক্যতা।
উপাসীতেতিবিধ্যুক্তের্ধ্যেয়ং রসতমাদিকম্॥

অন্বয়—রসতমত্বাদি স্তোত্রং ধ্যেয়ং বা ? "জুহূঃ আদিত্যঃ" ইত্যাদৌ ইব গুণবর্ণনাৎ কর্ম্মাঙ্গসংস্তুতিঃ। ভিন্নপ্রকরণস্থত্বাৎ ন অঙ্গবিধ্যেকবাক্যতা। 'উপাসীত' ইতি বিধ্যুক্তেঃ রসতমাদিকং ধ্যেয়ম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[উদ্গীথাবয়বস্য ওঁকারস্য রসতমত্বাদয়ঃ গুণাঃ শ্রূয়ন্তে—"সঃ এষঃ রসানাং রসতমঃ…যদ্ উদ্গীথঃ" (ছাঃ ১।১।৩) ইতি। তে গুণাঃ অত্র বিষয়ঃ। কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধে পর্ণময়ীত্বাদৌ বিধিঃ উপলভ্যতে, কচিৎ কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধে আহবনীয়াদৌ "স্বর্গঃ লোকঃ" ইতি স্তুতিঃ উপলভ্যতে। এবম্ উভয়োঃ উপলম্ভাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] রসতমত্বাদি স্তোত্রং [স্যাৎ, উদ্গীথাবয়বভূতস্য ওঁকারস্য গুণত্বেন] ধ্যেয়ং বা [স্যাৎ]।

পূর্ব্বপক্ষ—["ইয়ম্ এব] জুহূঃ, আদিত্যঃ [কূর্ম্মঃ, স্বর্গলোকঃ আহবনীয়ঃ"] ইত্যাদৌ ইব [উদ্গীথাবয়বভূতস্য ওঁকারস্য] গুণবর্ণনাৎ [রসতমত্বাদি] কর্ম্মাঙ্গসংস্তুতিঃ।

সিদ্ধান্ত—[বিষমঃ অয়ং দৃষ্টান্তঃ। "ইয়ম্ এব জুহূঃ, আদিত্যঃ কূর্ম্মঃ", ইত্যাদিকং জুহূবিধিপ্রকরণে পঠিতত্বাৎ স্তোত্রম্ অস্তু। রসতমত্বাদিকং তু উপনিষদি পঠিতত্বেন] ভিন্নপ্রকরণস্থত্বাৎ ন [তেষাং কর্ম্মপ্রকরণপঠিতোদ্গীথবিধিরূপ-] অঙ্গবিধ্যেকবাক্যতা [সম্ভবতি। অতঃ ন তেষাং স্তাবকত্বম্। কিন্তু "ওম্ ইতি এতদ্ অক্ষরম্ উদ্গীথম্] উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১) ইতি বিধ্যুক্তেঃ [সন্নিহিতেন তেন বিধিনা একবাক্যত্বাৎ] রসতমাদিকং ধ্যেয়ম্।

অনুবাদ

সংশয়—[উদ্গীথের অবয়বভূত ওঁকারের রসতমত্ব প্রভৃতি গুণসকল শ্রুত হইতেছে—"যাহা উদ্গীথ, তাহা এই [পৃথিবী ও জল ইত্যাদি] রসসকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস", ইত্যাদি। সেই গুণসকল এখানে বিষয়। [জুহূরূপ] কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ পর্ণময়ীত্ব প্রভৃতিতে বিধি উপলব্ধ হইতেছে, আর কোন স্থলে [পুরোডাশাদি] কর্ম্মাঙ্গের সহিত সম্বদ্ধ আহবনীয় অগ্নি

প্রভৃতিতে ["তাহাই] স্বর্গলোক", এইপ্রকার স্তুতি উপলব্ধ হইতেছে। এইপ্রকারে [কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধ বস্তুতে বিধি ও স্তুতি, উভয়ের উপলব্ধি হওয়ায় সংশয় হয়—] রসতমত্ব প্রভৃতি স্তুতি হইবে, অথবা [উদ্‌গীথাবয়বভূত ওঁকারের গুণরূপে] ধ্যেয় হইবে?

পূর্ব্বপক্ষ—["ইহাই (—পৃথিবীই] জুহূ, আদিত্যই [কূর্ম্ম (১), স্বর্গলোক আহবনীয়"], ইত্যাদি স্থলে যেপ্রকার হয় (—কর্ম্মাঙ্গভূত জুহূ ও কূর্ম্ম প্রভৃতি পৃথিবী ও আদিত্যাদিরূপে স্তুত হয়, এইপ্রকারে উদ্‌গীথের অবয়বভূত ওঁকারের] গুণ বর্ণিত হওয়ায় [রসতমত্বাদি গুণসকল উদ্‌গীথরূপ] কর্ম্মাঙ্গের স্তুতি হইবে।

সিদ্ধান্ত—[এই দৃষ্টান্ত সমান নহে। "পৃথিবীই জুহূ, আদিত্যই কূর্ম্ম", ইত্যাদি ইহারা জুহূবিধানের প্রকরণে পঠিত হওয়ায় স্তোত্র হউক। রসতমত্ব প্রভৃতি কিন্তু উপনিষদে পঠিত হওয়ায়] ভিন্নপ্রকরণগত হইতেছে বলিয়া [কর্ম্মপ্রকরণে পঠিত উদ্‌গীথবিধিরূপ] অঙ্গবোধক বিধির সহিত তাহাদের একবাক্যতা (—একই অর্থ প্রতিপাদন করা) সম্ভব নহে। [এইহেতু তাহারা স্তাবক নহে। কিন্তু "উদ্‌গীথের অবয়বভূত 'ওম্' এই অক্ষরটীকে] উপাসনা করিবে", এইপ্রকারে বিধি বর্ণিত হওয়ায় [সন্নিহিত সেই বিধির সহিত একই অর্থের প্রতিপাদক হওয়ায়] রসতমত্ব প্রভৃতি ধ্যেয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা অনুষ্ঠেয় নহে। সিদ্ধান্তে—তাহা অনুষ্ঠেয়।

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতিচেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥৩।৪।২১॥

পদচ্ছেদ—স্তুতিমাত্রম্, উপাদানাৎ, ইতি, চেৎ, ন, অপূর্ব্বত্বাৎ।

ভাবদীপিকা

(১) **কূর্ম্ম**—৪৮১ পৃষ্ঠাতে অগ্নিচয়ন বর্ণিত হইয়াছে। সেই চয়নে ব্যবহৃত ইষ্টকসকলের মধ্যে একপ্রকার ইষ্টকের (—ইঁটের) নাম 'কূর্ম্ম' *। চয়নে ব্যবহৃত ইষ্টকসকলের নাম ও বিবরণ এইপ্রকার—ইহাদের আকার নানাপ্রকার—ঋজু বক্র অর্দ্ধবক্র সমচতুষ্কোণ, এক বা একাধিক কোণবিহীন, ইত্যাদি। ইহাদের দীর্ঘতাও নানাপ্রকার, যথা—ছয় দ্বাদশ অষ্টাদশ ও চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি, ইত্যাদি। উচ্চতা সাধারণঃ চতুরঙ্গুলি বা ষড়ঙ্গুলি; কোন কোনটীর উচ্চতা দুই বা তিন অঙ্গুলি। ইহাদের নামও বিভিন্ন, যথা—পঞ্চা অর্দ্ধপঞ্চা পাদোনপঞ্চা জঙ্ঘামাত্রী অধ্যর্দ্ধা অষ্টোৎসেধা পাদভাগা ত্রিগ্রাহিণী বৃহতী ইত্যাদি। ইহাদের সংখ্যা ১১১৭০। বাজসনেয়ক শাখাধ্যায়িগণ কূর্ম্ম দর্ভস্তম্ব ত্র্যালিখিতা স্বয়মাতৃণ্ণা ইত্যাদি নামক ২৫ টী অধিক ইষ্টক ব্যবহার করেন। পাককালে ছিদ্রযুক্ত ঝামা ইষ্টককে বলে—'স্বয়মাতৃণ্ণা'। ইহাদের মধ্যে যে ইষ্টকসকল মন্ত্রসংযোগে চয়নে স্থাপিত হয়, তাহাদের নাম—'যজুষ্মতী', যাহারা বিনা মন্ত্রে তূষ্ণীম্ভাবে স্থাপিত হয়, তাহাদের নাম 'লোকম্পৃণা'। বিস্তৃত কাঃ শ্রৌঃ ১৬-১৮ অধ্যায় দ্রঃ। প্রস্তাবিত "আদিত্যঃ কূর্ম্মঃ", ইত্যাদি শ্রুতিতে কূর্ম্মনামক ইষ্টক যখন চয়নে স্থাপিত হয়, তখন তাহাকে আদিত্যরূপে স্তুতি করা হয়, এই কথা বলা হইতেছে। (শতঃ ব্রাঃ ৭।৫।১ ও দ্রঃ)।

---

* বিশিষ্ট অধ্যাপকসমাজেও এই বিষয়ে অদ্ভুত অজ্ঞতা পরিদৃষ্ট হয়। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারী অধ্যাপককে বলিতে শুনিয়াছি—"সোমযজ্ঞকা বেদীমে একঠো কাছোয়া বাঁধকে রাখনা হ্যায়, উসীকো বাত চল্ রহা হ্যায়"—অর্থাৎ "সোমযজ্ঞের বেদীতে একটী কচ্ছপ বাঁধিয়া রাখিতে হয়, তাহারই কথা চলিতেছে"। এইপ্রকার পাণ্ডিত্যবশতঃ এই সকল অপ্রচলিত অবান্তর বিষয়ও আমরা একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছি।

সূত্রার্থ—[উদ্গীথাদ্যুপাস্তিষু শ্রূয়তে—"সঃ এষঃ রসানাং রসতমঃ" (ছাঃ ১।১।৩) ইত্যাদি। তদ্বাক্যং কিং কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথস্তুতিমাত্রম্, উত উদ্গীথোপাস্তৌ গুণবিধায়কম্ ইতি বিশয়ে, পূর্ব্ববাদী ব্রূতে—রসতমত্বাদিবাক্যং সর্ব্বম্ অপি] **স্তুতিমাত্রম্**—কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথস্তুতিমাত্রম্। [কুতঃ ?] **উপাদানাৎ**—কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথাদ্যুপাদানশ্রবণাৎ। **ইতি চেৎ ?** [তত্র সিদ্ধান্তী আহ—] **ন**—ন স্তুতিমাত্রম্, [অপিতু গুণবিধায়কম্। কুতঃ ?] **অপূর্ব্বত্বাৎ**—রসতমত্বাদিগুণানাং মানান্তরাপ্রাপ্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[উদ্গীথাদি উপাসনাসকলে শ্রুত হইতেছে—"তাহাই এই রসসকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস", ইত্যাদি। সেই বাক্য কি কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথের স্তুতিমাত্র, অথবা উদ্গীথোপাসনাতে গুণবিধায়ক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—রসতমত্বাদির বোধক সকল বাক্যই] **স্তুতিমাত্রম্**—কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথের স্তুতিমাত্র। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **উপাদানাৎ**—যেহেতু [উক্ত প্রকরণে] কর্ম্মাঙ্গভূত উদ্গীথাদির গ্রহণ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয় ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, স্তুতিমাত্র নহে, [কিন্তু গুণবিধায়ক। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **অপূর্ব্বত্বাৎ**—যেহেতু রসতমত্বাদি গুণসকল প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্ত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"সঃ এষঃ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্ধ্যঃ অষ্টমঃ যদ্ উদ্গীথঃ" (ছাঃ ১।১।৩), **"ইয়ম্ এব ঋক্ অগ্নিঃ সাম"** (ছাঃ ১।৬।১), **"অয়ং বাব লোকঃ এষঃ অগ্নিঃ চিতঃ"** (শতঃ ব্রাঃ ১০।১।৪।১), **"তদ্ ইদম্ এব উক্থম্ ইয়ম্ এব পৃথিবী"** (ঐতঃ আঃ ২।১।২), **ইতি এবংজাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ কিম্ উদ্গীথাদেঃ স্তুত্যর্থাঃ, আহোস্বিৎ উপাসনাবিধ্যর্থাঃ ইতি অস্মিন্ সংশয়ে, স্তুত্যর্থাঃ ইতি যুক্তম্; উদ্গীথাদীনি কর্ম্মাঙ্গাণি উপাদায় শ্রবণাৎ।১ যথা—"ইয়ম্ এব জুহূঃ, আদিত্যঃ**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—বিধিবিভক্তিহীন রসতমত্বাদি শ্রুত উদ্গীথাদির স্তুতির জন্য।]

"সেই এই উদ্গীথাখ্য ওঁকার [পৃথিব্যাদি] রসসকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস, তাহা পরম (—সর্ব্বোত্তম), পরার্ধ্য (—পরমাত্মার স্থান, অর্থাৎ তাঁহার প্রতীক হইবার যোগ্য) এবং [পৃথিব্যাদি উত্তরোত্তর রসসকলের সংখ্যানুসারে] অষ্টমস্থানীয়", "ইহাই (—পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নিই সাম", "এই ভূর্লোকই এই অগ্নিরূপে (—চয়নরূপে) সম্পাদিত হইতেছে", "সেই ইহাই উক্থ, এই পৃথিবীই উক্থ (—উক্থে (৫১৮ পৃঃ) পৃথিবীদৃষ্টি কর্ত্তব্য"), ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতিসকল কি [কর্ম্মাঙ্গভূত] উদ্গীথ প্রভৃতির স্তুতির জন্য, অথবা [অপূর্ব্ব হওয়ায়] উপাসনা বিধানের জন্য, এইপ্রকার সংশয় হইলে, [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] স্তুতির জন্য, ইহা যুক্তিসঙ্গত; যেহেতু উদ্গীথ প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গসকলকে অবলম্বন করিয়া [লিঙাদি বিধিপ্রত্যয়শূন্যরূপে এবং অনুষ্ঠানের অযোগ্যরূপে] শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১ যেমন "জুহূ ইহাই (—এই পৃথিবীই), কূর্ম্মই আদিত্য এবং আহবনীয় অগ্নিই স্বর্গ-

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃশানুঃ, স্বর্গঃ লোকঃ আহবনীয়ঃ" ইত্যাদ্যাঃ জুহ্বাদিস্তুত্যর্থাঃ তদ্বৎ ইতি চেৎ ?২ ন ইতি আহ, ন হি স্তুতিমাত্রম্ আসাং শ্রুতীনাং প্রয়োজনং যুক্তম্, অপূর্ব্বত্বাৎ।৩ বিধ্যর্থতায়াং হি অপূর্ব্বঃ অর্থঃ বিহিতঃ ভবতি, স্তুত্যর্থতায়াং তু আনর্থক্যম্ এব স্যাৎ।৪ বিধায়কস্য হি শব্দস্য বাক্যশেষভাবং প্রতিপদ্যমানা স্তুতিঃ উপযুজ্যতে ইতি উক্তম্ "বিধিনা তু একবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) ইত্যত্র।৫ প্রদেশান্তরবিহিতানাং তু উদ্গীথাদীনাম্ ইয়ং প্রদেশান্তরপঠিতা স্তুতিঃ বাক্যশেষভাবম্ অপ্রতিপদ্যমানা অনর্থিকা এব স্যাৎ।৬ "ইয়ম্ এব জুহূঃ" ইত্যাদি তু বিধিসন্নিধৌ এব আম্নাতম্ ইতি বৈষম্যম্।৭ তস্মাৎ বিধ্যর্থাঃ এব এবংজাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ।৮॥৩।৪।২১॥

ভাষ্যানুবাদ

লোক", ইত্যাদি শ্রুতিসকল জুহূ প্রভৃতির স্তুতির জন্য, তাহার ন্যায় হইবে (—রসতমত্বাদি গুণসকলের দ্বারা উদ্গীথ প্রভৃতির স্তুতি করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে), এইপ্রকার যদি বলা হয় ?২

[সিঃ—অপূর্ব্ব হওয়ায় কর্ম্মপ্রকরণে অপঠিত রসতমত্বাদি শ্রুতি স্তুতি নহে, পরন্তু বিশিষ্টফলপ্রদ উপাসনাবিধায়ক।]

[সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু এই শ্রুতিসকলের প্রয়োজন স্তুতিমাত্র, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; যেহেতু অপূর্ব্ব (—প্রমাণান্তর দ্বারা পূর্ব্বে ইহাদের অবগতি হয় নাই।৩ ইহাদের অনুষ্ঠানদ্বারা বিশিষ্ট ফল লব্ধ হওয়ায় স্তুতিকল্পনাপেক্ষা বিধি অঙ্গীকার যুক্তিসঙ্গত, ইহা বলিতেছেন—এই বাক্যসকলের] বিধিরূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে অপূর্ব্ব বিষয় বিহিত হয়, কিন্তু স্তুতিরূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে আনর্থক্যই হইয়া পড়ে।৪ [কিন্তু অনর্থক হইবে কেন ? "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" (তৈঃ সং ২।১।১।১), ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় প্রাশস্ত্য জ্ঞাপনদ্বারা তাহারা সার্থক হইবে, উত্তরে বলিতেছেন—] "বিধিনা তু একবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ", (১।১৯৫ পৃঃ) ইত্যাদি এই স্থলে বিধায়কশব্দের বাক্যশেষভাব প্রাপ্ত হয় যে স্তুতি (—যে স্তুতিবাক্য বিধিবাক্যের সহিত একই প্রকরণে তাহার বাক্যশেষরূপে পঠিত হয়), তাহা [পদৈকবাক্যতাবলে প্রাশস্ত্যাদি জ্ঞাপনদ্বারা] উপযুক্ত (—সার্থক) হয়, ইহা বলা হইয়াছে (১।৭৫৫ পৃঃ)।৫ [এই রসতমত্বাদিগুণের দ্বারা সেইপ্রকারে প্রাশস্ত্যাদি কেন জ্ঞাপিত হইবে না ? উত্তর—] কিন্তু প্রদেশান্তরে (—জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদে) পঠিত এই যে স্তুতি, তাহা প্রদেশান্তরে (—কর্ম্মকাণ্ডে) বিহিত [কর্ম্মাঙ্গভূত] উদ্গীথ প্রভৃতির বাক্যশেষভাব প্রাপ্ত না হইয়া [পদৈকবাক্যতাবলে প্রাশস্ত্যাদি জ্ঞাপন করিতে অসমর্থ হওয়ায়] অবশ্যই অনর্থক হইয়া পড়িবে।৬ [পূর্ব্বপক্ষীর দৃষ্টান্তকে বিঘটিত করিতেছেন—] "জুহূ ইহাই

ভাষ্যানুবাদ

(—পৃথিবীই"), ইত্যাদি কিন্তু [কর্ম্মকাণ্ডে] বিধিবাক্যের সন্নিধানেই [বাক্যশেষরূপে] পঠিত হইয়াছে, [সেইহেতু তাহারা স্তুতি হইতে পারে], ইহাই বৈষম্য।৭ অতএব (—এইপ্রকার প্রভেদ থাকায়) এই জাতীয় ["সঃ এষঃ রসানাং রসতমঃ" ইত্যাদি] শ্রুতিসকল বিধানের জন্যই হইবে (—উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গবিধায়ক বাক্যসকলের প্রকরণে বাক্যশেষরূপে পঠিত না হওয়ায় স্বতন্ত্র ফলপ্রদ অপূর্ব্ব উপাসনারই বিধায়ক হইবে) ।৮॥৩।৪।২১॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥৩।৪।২২॥

সূত্রার্থ—["উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), "সামোপাসীত" (ছাঃ ২।২।১) ইত্যাদি] **ভাবশব্দাৎ**—[ভাব্যতে অনুষ্ঠীয়তে অধিকারিভিঃ ইতি বিধ্যর্থঃ ভাবঃ, তচ্ছব্দাৎ] বিধিশব্দাৎ ইত্যর্থঃ। [গুণবিধায়কম্ ইদং বাক্যম্]। চশব্দঃ—ফলশ্রবণরূপহেত্বন্তরসূচকঃ।

অনুবাদ—["উদ্গীথকে (—উদ্গীথাবয়বভূত ওঁকারকে) উপাসনা করিবে", "সামকে উপাসনা করিবে", ইত্যাদি] **ভাবশব্দাৎ**—[অধিকারিগণকর্ত্তৃক যাহা ভাবিত, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ভাব (—কর্ম্ম ও উপাসনা), তদ্বোধক শব্দ থাকায়, অর্থাৎ] বিধিবোধক শব্দ থাকায় [এই রসতমত্বাদি] বাক্য গুণবিধায়ক (—উপাসনাঙ্গের বিধান করে)। চশব্দ—ফলশ্রবণরূপ অন্য হেতুর সূচক।

শাঙ্করভাষ্যম্

"উদ্গীথম্ উপাসীত" (ছাঃ ১।১।১), "সামোপাসীত" (ছাঃ ২।২।১), "অহম্ উক্থম্ অস্মি ইতি বিদ্যাৎ" (ঐতঃ আঃ ২।১।২), ইত্যাদয়শ্চ বিস্পষ্টাঃ বিধিশব্দাঃ শ্রূয়ন্তে, তে চ স্তুতিমাত্রপ্রয়োজনতায়াং ব্যাহন্যেরন্।১ তথাচ ন্যায়বিদাং স্মরণম্—"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্। এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্" ॥ (জৈঃ সূঃ ৪।৩।৩ শাবরভাষ্য) ইতি।২ লিঙাদ্যর্থঃ বিধিঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিধিশ্রুতি ও ফলশ্রুতি থাকায় উদ্গীথাদি শ্রুতিসকল উপাসনাবিধানের জন্য এবং রসতমত্বাদি শ্রুতিসকল তাহাতে গুণবিধানের জন্য।]

"উদ্গীথকে (—উদ্গীথাবয়ব ওঁকারকে) উপাসনা করিবে", "সামকে উপাসনা করিবে", "আমি উক্থ, ইহা জানিবে" (—উক্থনামক শস্ত্রকে শরীররূপে ধ্যান করিবে, সায়ণভাষ্য), ইত্যাদি স্পষ্ট বিধিবোধক শব্দসকল শ্রুত হইতেছে, কিন্তু স্তুতিমাত্রই প্রয়োজন হইলে তাহারা বাধিত হইয়া পড়িবে।১ [কিন্তু 'উপাসীত' ইত্যাদি শব্দসকল বিধায়ক শব্দ, ইহা কিপ্রকারে জানিলে ? উত্তর —] ন্যায়বিদ্গণ সেইপ্রকারই স্মরণ করেন—"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্য ভবেৎ এবং স্যাৎ, এই পাঁচটী সকল বেদে নিয়মিতভাবে বিধির লক্ষণ (—জ্ঞাপক"), ইত্যাদি।২ [কিন্তু 'যজেত' ইত্যাদিরূপেও তো বিধি শ্রুত হয়, তুমি উক্ত পাঁচটীকে বিধির জ্ঞাপক কেন বলি-

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি মন্যমানাঃ তে এবং স্মরন্তি।৩ প্রতিপ্রকরণং চ ফলানি শ্রাব্যন্তে "আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি" (ছাঃ ১।১।৭), "এষঃ হি এব কামাগানস্য ঈষ্টে" (ছাঃ ১।৭।৯), "কল্পন্তে হ অস্মৈ লোকাঃ ঊর্ধ্বাশ্চ আবৃত্তাশ্চ" (ছাঃ ২।২।৩) ইত্যাদীনি।৪ তস্মাদপি উপাসনবিধানার্থাঃ উদ্গীথাদিশ্রুতয়ঃ।৩।৪।২২॥ ইতি স্তুতিমাত্রাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

৩৬৭। উত্তর—] লিঙাদির (—বিধিলিঙ্, লোট্ তব্য প্রভৃতির) অর্থই বিধি, [মাত্র 'কুর্যাৎ', 'উপাসীত' ইত্যাদি শব্দগুলি নহে], ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাহারা (—শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্গণ) এইপ্রকার স্মরণ করেন।৩ [সূত্রস্থ চকারের অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] আর প্রত্যেক প্রকরণে ফলসকলও শ্রুত হইতেছে, যথা—"যজমানের কাম্য ফলসকলের প্রাপয়িতা হন", "ইনিই (—এতাদৃশ উদ্গাতাই) উদ্গানের দ্বারা অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ", "এতাদৃশ উপাসকের জন্য ঊর্ধ্বমুখ ও অধোমুখ লোকসকল ভোগ্যরূপে অবস্থান করে", ইত্যাদি।৪ সেইহেতুবশতঃও (এইপ্রকারে ফলসকল শ্রুত হয় বলিয়াও) উদ্গীথাদি শ্রুতিসকল উপাসনাবিধানের জন্য। [আর রসতমত্বাদি বাক্যসকল তাহাতে গুণবিধানের জন্য, স্তুতির জন্য নহে; কারণ স্তুতি অপেক্ষা বিষয় (—উপাসনাঙ্গ) সমর্পণ অন্তরঙ্গ, ইহাই ভাব]।৩।৪।২২॥ স্তুতিমাত্রাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। পারিপ্লবাধিকরণম্। [২৩-২৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—উপনিষদে পঠিত আখ্যানসকল বিদ্যার স্তুতির জন্য।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথের স্তুতি অপেক্ষা উপাস্য বিষয় (—উপাসনাঙ্গ) সমর্পণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ জ্ঞানকাণ্ডে পঠিত "যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি ভার্য্যা ছিল" (বৃঃ ৪।৫।১), ইত্যাদি আখ্যায়িকাসকল বিদ্যার স্তাবক না হইয়া 'পারিপ্লব' (১) নামক কর্ম্মের অঙ্গ হইলেই শ্রেষ্ঠ হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি ব্রহ্মবিদ্যাবোধক বাক্যসকলের সহিত একবাক্যতাপন্ন আখ্যায়িকাসকল পারিপ্লবনামক কর্ম্মের অঙ্গ হইলে পারিপ্লববোধক বাক্যসকলের সহিত ব্রহ্মবিদ্যাবোধক বাক্যসকলও একবাক্যতাপন্ন হইয়া পড়িবে। ফলে ব্রহ্মবিদ্যাও কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থসাধক হইবে না। প্রস্তাবিত অধিকরণে উপনিষৎপঠিত উক্ত আখ্যায়িকাসকলের পারিপ্লবার্থতা নিরাকৃত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যার স্বাধীনভাবে পুরুষার্থসাধনতা অব্যাহত থাকায় এই অধিকরণের পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ভবদীপিকা

(১) **পারিপ্লব**—অশ্বমেধযজ্ঞে পুত্রপরিজন অমাত্য ও ঋত্বিগ্গণ পরিবৃত রাজাকে

ন্যায়মালা

পারিপ্লবার্থমাখ্যানং কিম্বা বিদ্যাস্তুতিঃ স্তুতেঃ।
জ্যায়োঽনুষ্ঠানশেষত্বং তেন পারিপ্লবার্থতা॥
মনুর্বৈবস্বতো রাজেত্যেবং তত্র বিশেষণাৎ।
অত্র বিদ্যৈকবাক্যত্বভাবাদ্বিদ্যাস্তুতির্ভবেৎ॥

অন্বয়—আখ্যানং পারিপ্লবার্থম্, কিম্বা বিদ্যাস্তুতিঃ ? স্তুতেঃ অনুষ্ঠানশেষত্বং জ্যায়ঃ, তেন পারিপ্লবার্থতা। তত্র "মনুঃ বৈবস্বতো রাজা" ইতি এবং বিশেষণাৎ, অত্র বিদ্যৈকবাক্যত্বভাবাৎ বিদ্যাস্তুতিঃ ভবেৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ" (বৃঃ ৪।৫।১), "জনকঃ হ বৈদেহঃ আসাঞ্চক্রে" (বৃঃ ৪।৪।১), ইত্যাদিকম্ আখ্যানম্ উপনিষদি শ্রূয়তে। তানি আখ্যানানি বিষয়ঃ। আখ্যানত্বসামান্যাৎ বিদ্যাসন্নিধেশ্চ তত্র ভবতি সংশয়ঃ—উপনিষদি শ্রূয়মাণম্] আখ্যানং পারিপ্লবার্থম্, কিম্বা বিদ্যাস্তুতিঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—["পারিপ্লবম্ আচক্ষীত", ইতি বাক্যেন পারিপ্লবাখ্যং কর্ম্ম বিহিতম্। তদর্থত্বে সতি ঔপনিষদাখ্যানানি অনুষ্ঠানায় উপযুজ্যেরন্। যতঃ] স্তুতেঃ অনুষ্ঠানশেষত্বং জ্যায়ঃ, তেন [ঔপনিষদাখ্যানানাং] পারিপ্লবার্থতা [যুক্তা]।

সিদ্ধান্ত—তত্র [অশ্বমেধস্য প্রথমে অহনি পারিপ্লবাখ্যে কর্ম্মণি] "মনুঃ বৈবস্বতো রাজা", [দ্বিতীয়ে অহনি "যমঃ বৈবস্বতো রাজা" (শতঃ ব্রাঃ ১৩।৪।৩।৩-৪] ইতি এবং বিশেষণাৎ [ঔপনিষদানাম্ আখ্যানানাং পারিপ্লবশেষত্বং ন সম্ভবতি]। অত্র [সন্নিহিত-] বিদ্যৈকবাক্যত্বভাবাৎ [আখ্যানং] বিদ্যাস্তুতিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ

সংশয়—["যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটী পত্নী ছিল", "বিদেহরাজ জনক উপবিষ্ট ছিলেন", ইত্যাদি আখ্যায়িকা উপনিষদে শ্রুত হইতেছে। সেই আখ্যায়িকাসকল বিষয়। সমানভাবে আখ্যান হওয়ায় এবং বিদ্যার সন্নিকটে পঠিত হওয়ায় সেই স্থলে সংশয় হয়—উপনিষদে যাহা শ্রুত হইতেছে, সেই] আখ্যায়িকা পারিপ্লবের জন্য, অথবা বিদ্যার স্তুতি ?

পূর্ব্বপক্ষ—["পারিপ্লব বলিবে", এই বাক্যের দ্বারা পারিপ্লব নামক কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। তাহার (—পারিপ্লবের) জন্য হওয়ায় উপনিষদে পঠিত আখ্যায়িকাসকল অনুষ্ঠানের

ভাবদীপিকা

রাত্রিকালে হোতা যে আখ্যানসকল শ্রবণ করান, তাহাদিগকে বলে 'পারিপ্লব'। ইহা অশ্বমেধযজ্ঞের অঙ্গ। এই পারিপ্লবসকল 'শস্ত্র' নামক ঋগ্‌মন্ত্র। অশ্বমেধযজ্ঞের প্রথম দিবসে "মনুঃ বৈবস্বতো রাজা", দ্বিতীয় দিবসে "যমঃ বৈবস্বতো রাজা", তৃতীয় দিবসে "বরুণঃ আদিত্যঃ রাজা", চতুর্থ-দিবসে "সোমঃ বৈষ্ণবো রাজা" (শতঃ ব্রাঃ ১৩।৪।৩।৩-৮) ইত্যাদিরূপে আরব্ধ পারিপ্লব শ্রবণ করান হয়। শতপথে পারিপ্লবব্রাহ্মণে (১৩ কাণ্ড) এইপ্রকার ১০টী পারিপ্লবশস্ত্র পঠিত হইয়াছে। [বৈঃ ন্যায়মালার ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে—'অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক পারিপ্লব পঠিত হয়'। কাত্যায়ন শ্রৌঃ সূত্রে তাহা হোতার কর্ম্মরূপে বর্ণিত হইয়াছে (কাঃ শ্রৌঃ ২০।২।২১); অধ্বর্য্যু 'প্রতিগর' (৫১৮ পৃঃ) করেন মাত্র। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—পারিপ্লব তিন দিন মাত্র শ্রবণ করান হয়; শ্রৌতসূত্রাদিতে ইহার অন্যথাভাব পরিদৃষ্ট হয়]।

জন্য প্রযুক্ত হইবে। যেহেতু] স্তুতি অপেক্ষা অনুষ্ঠানের অঙ্গ হওয়া শ্রেষ্ঠতর, সেইহেতু [উপনিষদে পঠিত আখ্যানসকলের] পারিপ্লবের জন্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

সিদ্ধান্ত—সেই স্থলে (—কর্ম্মকাণ্ডে, অশ্বমেধযজ্ঞের প্রথম দিবসে পারিপ্লব নামক কর্ম্মে] "বিবস্বানের পুত্র রাজা মনু", [দ্বিতীয় দিবসে "বিবস্বানের পুত্র রাজা যম"], ইত্যাদি এইপ্রকার বিশেষণ থাকায় উপনিষদে পঠিত আখ্যানসকলের পারিপ্লবের অঙ্গ হওয়া সম্ভব নহে]। এখানে (—জ্ঞানকাণ্ডে, সন্নিহিত] বিদ্যার সহিত একবাক্যতা থাকায় [তাহারা] বিদ্যার স্তুতি হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উপনিষদ্বর্ণিত আখ্যানসকল পারিপ্লব নামক কর্ম্মাঙ্গ হওয়ায় তদেকবাক্যতাপন্ন ব্রহ্মবিদ্যার স্বাধীনভাবে পুরুষার্থসাধনতা অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহারা বিদ্যার স্তুতির জন্য হওয়ায় তদেকবাক্যতাপন্ন ব্রহ্মবিদ্যার স্বাধীনভাবে পুরুষার্থহেতুতা সিদ্ধ হয়।

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥৩।৪।২৩॥

পদচ্ছেদ—পারিপ্লবার্থাঃ, ইতি, চেৎ, ন, বিশেষিতত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[বেদান্তেষু তত্র তত্র "যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ" (বৃঃ ৪।৫।১) ইত্যাদ্যাঃ আখ্যায়িকাঃ শ্রূয়ন্তে। তাঃ কিং পারিপ্লবার্থাঃ, উত সন্নিহিতবিদ্যাস্তুত্যর্থাঃ ইতি বিশয়ে, পূর্ব্বপক্ষবাদী আহ—তাঃ] **পারিপ্লবার্থাঃ। ইতি চেৎ?** [তত্র সিদ্ধান্তী আহ—] **ন**—ন তাঃ পারিপ্লবার্থাঃ। [কুতঃ?] **বিশেষিতত্বাৎ**—"পারিপ্লবম্ আচক্ষীত", ইতি উপক্রম্য "মনুঃ বৈবস্বতো রাজা" (শতঃ ব্রাঃ ১৩।৪।৩।৩) ইত্যাদিবাক্যশেষে কাসাঞ্চিদেব আখ্যায়িকানাং পারিপ্লবশেষত্বেন বিশেষিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[উপনিষৎসকলে সেই সেই স্থলে "যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটী ভার্য্যা ছিল", ইত্যাদি আখ্যায়িকাসকল পঠিত হইতেছে। তাহারা কি পারিপ্লবের জন্য, অথবা নিকটে পঠিত বিদ্যার স্তুতির জন্য, এইপ্রকার সংশয় হইলে, পূর্ব্বপক্ষী বলেন—তাহারা] **পারিপ্লবার্থাঃ**—পারিপ্লবের জন্য (—তন্নামক কর্ম্মের অঙ্গ)। **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—তাহারা পারিপ্লবের জন্য নহে। [কেন নহে? উত্তর—] **বিশেষিতত্বাৎ**—যেহেতু "পারিপ্লব বলিবে", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "বিবস্বানের পুত্র রাজা মনু", ইত্যাদি বাক্যশেষে আখ্যায়িকাসকলের মধ্যে কোন কোনটীই পারিপ্লবের অঙ্গরূপে বিশেষিত হইয়াছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ" (বৃঃ ৪।৫।১), **"প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিঃ ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম উপজগাম"** (কৌঃ ৩।১), **"জানশ্রুতিঃ হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ঃ**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—উপনিষৎপঠিত আখ্যানসকল পারিপ্লবরূপ কর্ম্মের অঙ্গ হওয়ায় তাহাদের সহিত একবাক্যতাপন্ন বিদ্যাও কর্ম্মাঙ্গ। স্বাধীনভাবে ফলপ্রদ নহে।]

"যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটী পত্নী ছিল, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী", "দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয় ধামে গমন করিয়াছিলেন", "শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানকারী, বহুদানকারী ও [আহারার্থিগণের জন্য] বহু অন্নপাককারী জনশ্রুতবংশীয় [জনশ্রুতের]

শাঙ্করভাষ্যম্

বহুদায়ী বহুপাক্যঃ আস" (ছাঃ ৪।১।১), ইতি এবমাদিষু বেদান্ত-পঠিতেষু আখ্যানেষু সংশয়ঃ—কিম্ ইমানি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি, আহোস্বিৎ সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যর্থানি ইতি ।১ পারিপ্লবার্থাঃ ইমাঃ আখ্যানশ্রুতয়ঃ, আখ্যানসামান্যাৎ; আখ্যানপ্রয়োগস্য চ পারিপবে চোদিতত্বাৎ।২ ততশ্চ বিদ্যাপ্রধানত্বং বেদান্তানাং ন স্যাৎ, মন্ত্রবৎপ্রয়োগশেষত্বাৎ ইতি চেৎ?৩ তন্ন?৪ কস্মাৎ?৫

ভাষ্যানুবাদ

পুত্রের পৌত্র ছিলেন", ইত্যাদি উপনিষৎপঠিত এই আখ্যানসকলে সংশয় হয়—এই সকল কি পারিপ্লবে প্রয়োগের জন্য, অথবা নিকটে পঠিত বিদ্যার [মাহাত্ম্য] জ্ঞানের জন্য (—স্তুতির জন্য)?১ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] আখ্যায়িকারূপা এই শ্রুতিসকল পারিপ্লবের জন্য, যেহেতু আখ্যানের সাজাত্য রহিয়াছে (—আখ্যানত্বরূপ সামান্যধর্ম্মযোগে ইহারা সমান) এবং যেহেতু আখ্যানের প্রয়োগ পারিপ্লবে বিহিত হইয়াছে।২ আর তাহা হইলে (– বিদ্যার সহত একবাক্যভাবাপন্ন আখ্যানসকল পারিপ্লব কর্ম্মের অঙ্গ হইলে) বেদান্তসকল বিদ্যাপ্রধান হইবে না (—উপনিষৎ-সকলে বিদ্যাই প্রধানভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইবে না), যেহেতু মন্ত্রের (২) ন্যায় তাহারা (—বিদ্যাসকল) প্রয়োগের অঙ্গ হইয়া পড়ে এইপ্রকার যদি বলা হয় ?৩

ভাবদীপিকা

(২) **মন্ত্র**—"প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকাঃ মন্ত্রাঃ"—'কর্ম্মানুষ্ঠানকালে অনুষ্ঠানোপযোগী বিষয়-সকলের যাহা স্মারক (—উপস্থাপক), তাহাকে বলে মন্ত্র। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে অনুষ্ঠেয় বিষয়সকলের স্মরণ করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইহেতু মন্ত্রসকল কর্ম্মাঙ্গ। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—শ্রুতি উপক্রমে বলিতেছেন—"পারিপ্লবে সর্ব্বাণি আখ্যানানি সংশন্তি"। অতঃপর বলিতেছেন—"পারিপ্লবম্ আচক্ষীত" (শতঃ ব্রাঃ ১৩।৪।৩)। সুতরাং উপক্রমে পঠিত সর্ব্বশব্দের বলে শ্রুতিপঠিত সকল আখ্যায়িকাই পারিপ্লবের জন্য বিহিত হওয়ায় উপনিষৎপঠিত সেইসকলও পারিপ্লবরূপ কর্ম্মের অঙ্গ হইবে। উপক্রমের প্রাবল্যবশতঃ সর্ব্বশব্দটীকে উপনিষৎভিন্নস্থলে পঠিত আখ্যানসকলে সঙ্কুচিত করা চলিবে না। ফলে মন্ত্রসকল যেমন কর্ম্মাঙ্গ, তদ্রূপ উপনিষৎপঠিত আখ্যানসকলও পারিপ্লবকর্ম্মের অঙ্গ হওয়ায়, প্রাশস্ত্যাদি-জ্ঞাপক (১।৭৫৫ পৃঃ) সেই আখ্যায়িকাসকলের সহিত একবাক্যতাপন্ন বিদ্যাসকলও হইবে কর্ম্মাঙ্গ, স্বাধীনভাবে ফলপ্রদ নহে। যদি বলা হয়—পদৈকবাক্যতার দ্বারা বিদ্যার প্রাশস্ত্য-জ্ঞাপনের ও শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য বিদ্যাসন্নিধানে আখ্যানের প্রবৃত্তি, সুতরাং প্রাশস্ত্যরূপ শ্রুতিপ্রমাণ, বুদ্ধিসৌকর্য্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণ এবং সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণবলে উপনিষৎপঠিত আখ্যানসকল তৎপঠিত বিদ্যারই অঙ্গ, পারিপ্লবরূপ কর্ম্মের নহে। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলেন—উপক্রমের প্রাবল্যসমর্থিত সর্ব্বশব্দরূপ এবং পারিপ্লবশব্দরূপ প্রত্যক্ষ শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়বলে উক্ত দুর্ব্বল প্রমাণত্রয় বাধিত হইয়া পড়ে। ফলে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতাই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিশেষিতত্বাৎ।৬ "পারিপ্লবম্ আচক্ষীত" ইতি হি প্রকৃত্য "মনুঃ বৈবস্বতো রাজা" শতঃ ব্রাঃ ১৩।৪।৩।৩) ইতি এবমাদীনি কানিচিদেব আখ্যানানি তত্র বিশেষ্যন্তে।৭ আখ্যানসামান্যাৎ চেৎ সর্ব্বগৃহীতিঃ স্যাৎ, অনর্থকম্ এব ইদং বিশেষণং ভবেৎ।৮ তস্মাৎ ন পারিপ্লবার্থাঃ এতাঃ আখ্যানশ্রুতয়ঃ।৯।৩।৪।২৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[সং:—যাবতীয় আখ্যানের প্রয়োগাযোগ্যতা ও কতিপয় আখ্যানে বিশেষিতকরণবশতঃ উপনিষদুক্ত আখ্যান পারিপ্লবাঙ্গ নহে, বিদ্যাও কর্ম্মাঙ্গ নহে।]

[তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] তাহা নহে।৪ কোন্ হেতুবশতঃ ইহা বলিতেছ ? ৫ [উত্তর—] যেহেতু বিশেষিত হইয়াছে।৬ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু "পারিপ্লব বর্ণনা করিবে", এইপ্রকার প্রস্তাব করিয়া "বিবস্বানের পুত্র রাজা মনু", ইত্যাদি এইরূপ কোন কোন আখ্যানই সেই স্থলে বিশেষিত (—বিশেষরূপে পরিগৃহীত) হইতেছে।৭ আখ্যানের সমানজাতীয়তাবশতঃ যদি [অবিশিষ্টভাবে] সকল আখ্যানই পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে [পারিপ্লবের "মনুঃ বৈবস্বতঃ" ইত্যাদি] এই বিশেষণ অনর্থক হইয়া পড়িবে।৮ সেইহেতু [উপনিষৎপঠিত] এই আখ্যানশ্রুতিসকল পারিপ্লবের জন্য নহে (৩)।৯।৩।৪।২৩॥

তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥৩।৪।২৪॥

পদচ্ছেদ—তথাচ, একবাক্যতোপবন্ধাৎ ।

ভাবদিপীকা

(৩) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—উপক্রম প্রবল হইলেও শ্রুতিপঠিত যাবতীয় আখ্যানকে কেহ পারিপ্লবে প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; সেইহেতু প্রয়োগযোগ্যতার অভাববশতঃ উপক্রমে পঠিত হইলেও সর্ব্বশব্দ অর্থসঙ্কোচের অপেক্ষা করে। সেই সর্ব্বশব্দের অর্থ কোন্‌স্থলে সঙ্কুচিত হইবে, তাহা "মনুঃ বৈবস্বতো রাজা" (শতঃ ব্রাঃ) ইত্যাদি বাক্যশেষে (—উপসংহারে) শ্রুতি স্বয়ং প্রদর্শন করিতেছেন। এইরূপে শ্রুতি স্বয়ংই উপক্রমে সামান্যভাবে কথনকে উপসংহারে বিশেষার্থে সঙ্কুচিত করায় উপক্রমের বিরোধ হয় না, পরন্তু অনুকূলতাই হয় এবং 'সর্ব্বশব্দরূপ' শ্রুতিপ্রমাণ তাদৃশ বিশেষিত 'সর্ব্বের' (—"মনুঃ বৈবস্বতো রাজা", ইত্যাদি কতিপয় আখ্যায়িকার) সমর্পক হওয়ায় তাহারও প্রামাণ্যের হানি হয় না। ইহা অঙ্গীকার না করিলে শ্রুতিকর্ত্তৃক উপসংহারে কতিপয় আখ্যানে বিশেষিতকরণ (—নিয়মন) ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। এই ব্যর্থতা এবং পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় আখ্যানের পারিপ্লবে প্রয়োগের অসামর্থ্যদ্বারা পুষ্ট উপসংহার প্রবল হইয়া উপক্রমস্থ সর্ব্বশব্দের অর্থকে সঙ্কুচিত করিলে কোনপ্রকার অসঙ্গতিও হয় না। অতএব 'পারিপ্লবশব্দরূপ' এবং 'সর্ব্বশব্দরূপ' শ্রুতিপ্রমাণদ্বয়ের বলে পারিপ্লবের জন্য বিহিত 'সর্ব্ব' আখ্যানই গৃহীত হয়, প্রাশস্ত্যশ্রুতি সন্নিধিপাঠ ও লিঙ্গপ্রমাণবলে বিদ্যাঙ্গরূপে সমর্পিত বেদান্তপঠিত আখ্যানসকলকে তাহারা গ্রহণই করিতে পারে না। ফলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত প্রমাণসকলের মধ্যে বাধ্য-বাধকভাব (২ ভাবদীঃ) ও বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা দূরেই অপসারিত হইয়া পড়ে।

সূত্রার্থ—[নমু তর্হি কিমর্থাঃ ইমাঃ বেদান্তপঠিতাঃ আখ্যায়িকাঃ ? তত্র আহ—] তথাচ—উক্ত যুক্ত্যা বেদান্তপঠিতানাম্ আখ্যানানাং পারিপ্লবার্থত্বাভাবে সতি, [সন্নিধিবলাৎ বিদ্যাস্তাবকার্থত্বং যুক্তম্। কুতঃ ? পদৈকবাক্যতয়া প্রাশস্ত্যাদিজ্ঞাপনেন] একবাক্যতোপবন্ধাৎ—সন্নিহিততত্তদ্বিদ্যাভিঃ একবাক্যতারূপসম্বন্ধস্য দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[আচ্ছা, তাহা হইলে বেদান্তপঠিত এই আখ্যায়িকাসকলের প্রয়োজন কি ? সেই বিষয়ে বলিতেছেন—] তথাচ—উক্ত যুক্তিবলে উপনিষৎপঠিত আখ্যানসকলের পারিপ্লবার্থতার অভাব হইলে (—তাহারা পারিপ্লবের অঙ্গ না হওয়ায়, সন্নিধিপাঠের বলে বিদ্যার স্তুতির জন্য হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] একবাক্যতোপবন্ধাৎ—যেহেতু [পদৈকবাক্যতাবলে (১৭৫৫ পৃঃ) প্রাশস্ত্যাদি জ্ঞাপনদ্বারা] সন্নিহিত সেই সেই বিদ্যাসকলের সহিত একবাক্যতারূপ সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

অসতি চ পারিপ্লবার্থত্বে আখ্যানানাং সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপাদনোপযোগিতা এব ন্যায্যা, একবাক্যতোপবন্ধাৎ।১ তথাহি তত্র তত্র সন্নিহিতাভিঃ বিদ্যাভিঃ একবাক্যতা দৃশ্যতে প্ররোচনোপযোগাৎ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যোপযোগাচ্চ।২ মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে তাবৎ "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ৪।৫।৬) ইত্যাদ্যয়া বিদ্যয়া একবাক্যতা দৃশ্যতে।৩ প্রাতর্দ্দনেঽপি "প্রাণঃ অস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌঃ ৩।২) ইত্যাদ্যয়া।৪ জানশ্রুতিঃ ইতি অত্রাপি "বায়ুঃ বাব সম্বর্গঃ"

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি লিঙ্গ ও সন্নিধিপাঠবলে বেদান্তপঠিত আখ্যানের বিদ্যাঙ্গতা।]

[আচ্ছা বেদান্তপঠিত আখ্যায়িকাসকলের বিনিয়োগ কোথায় হইবে ? তদুত্তরে সন্নিধিপাঠবলে বলিতেছেন—উপনিষদে পঠিত] আখ্যানসকল পারিপ্লবের জন্য না হইলে, সন্নিহিত বিদ্যাপ্রতিপাদনে [তাহাদের] উপযোগিতাই ন্যায্য, যেহেতু একবাক্যতারূপ উপবন্ধ (—বিদ্যার প্রাশস্ত্যাদিজ্ঞাপনদ্বারা একই অর্থপ্রতিপাদকতারূপ সম্বন্ধ) আছে।১ যেমন দেখ, সেই সেই স্থলে প্ররোচনার (—বিদ্যার প্রতি অনুরাগ উৎপাদনের) জন্য উপযোগ হয় বলিয়া এবং বোধসৌকর্য্যের জন্য উপযোগ হয় বলিয়া (—উপাখ্যানসহযোগে বলিলে সহজে বোধগম্য হয় বলিয়া) সন্নিহিত বিদ্যাসকলের সহিত [বেদান্তে বর্ণিত আখ্যানসকলের] একবাক্যতা পরিদৃষ্ট হইতেছে।২ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে "অরে, আত্মাই দ্রষ্টব্য", ইত্যাদিরূপে পঠিত বিদ্যার সহিত ["যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে", ইত্যাদি উপাখ্যানের] একবাক্যতা দেখা যাইতেছে।৩ প্রাতর্দ্দনব্রাহ্মণেও "আমি প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা", ইত্যাদিরূপে পঠিত বিদ্যার সহিত ["প্রতর্দ্দনো হ বৈ", ইত্যাদি উপাখ্যানের] 'একবাক্যতা দেখা যাইতেছে'।৪ "জানশ্রুতিঃ" ইত্যাদি এই স্থলেও "বায়ুই সম্যগ্রূপে গ্রাসকারী", ইত্যাদিরূপে পঠিত বিদ্যার সহিত 'একবাক্যতা দেখা যাইতেছে'।৫

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ৪।৩।১) ইত্যাত্তয়া।৫ যথা "সঃ আত্মনঃ বপাম্ উদখিদৎ" (তৈঃ সং ২।১।১) ইতি এবমাদীনাং কর্ম্মশ্রুতিগতানাম্ আখ্যানানাং সন্নিহিতবিধিস্তুত্যর্থতা, তদ্বৎ।৬ তস্মাৎ ন পারিপ্লবার্থত্বম্।৭॥৩।৪।২৪॥

ইতি চতুর্থং পারিপ্লবাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[এই বিষয়ে কর্ম্মকাণ্ডসম্মত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন "তিনি (—প্রজাপতি, হোমের জন্য] নিজের অন্নাবরক ঝিল্লীকে উৎপাটন করিয়াছিলেন", ইত্যাদি এইপ্রকার কর্ম্মকাণ্ডগত আখ্যানসকল সন্নিহিত বিধির (—বিধেয় কর্ম্মের) স্তুতির জন্য, তাহার ন্যায় 'জ্ঞানকাণ্ডগত আখ্যানসকলও সন্নিহিত বিদ্যার স্তুতির জন্যই হইবে'।৬ সেইহেতু (—শ্রুতি, লিঙ্গ ও সন্নিধিপাঠবলে (২ ভাবদীঃ) জ্ঞানকাণ্ডগত আখ্যানসকল প্রাশস্ত্যজ্ঞাপনদ্বারা বিদ্যার স্তুতির জন্য হওয়ায় এবং কর্ম্মকাণ্ডগত সকল আখ্যানই পারিপ্লবের জন্য না হওয়ায়, জ্ঞানকাণ্ডগত আখ্যানসকল] পারিপ্লবের জন্য নহে।৭॥৩.৪।২৪॥ পারিপ্লবাধিকরণ সমাপ্ত।

৫। অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণম্। [২৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—মোক্ষরূপ ফলের অভিব্যক্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রমকর্ম্মসাপেক্ষ (—কর্ম্মের অঙ্গী) নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন বিদ্যার অঙ্গরূপে বেদান্তপঠিত আখ্যানসকলের অপেক্ষা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদ্রূপ স্বয়ং কর্ম্মের অঙ্গ না হইলেও (৩।৪।১ অধিঃ) মোক্ষরূপ নিজফলসিদ্ধির জন্য অঙ্গী ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসকলকে নিজের অঙ্গরূপে অপেক্ষা করিবে ; এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—এই অধিকরণ প্রথমাধিকরণের (—পুরুষার্থাধিকরণের) উপসংহারস্বরূপ হওয়ায় পৃথগ্‌ভাবে এই সঙ্গতি বর্ণনার অপেক্ষা নাই।

ন্যায়মালা

আত্মবোধঃ ফলে কর্ম্মাপেক্ষো নো বা হ্যপেক্ষতে।
অঙ্গিনোহঙ্গেষপেক্ষায়াঃ প্রযাজাদিষু দর্শনাৎ॥
অবিদ্যাতমসোর্ধ্বস্তৌ দৃষ্টং হি জ্ঞানদীপয়োঃ॥
নৈরপেক্ষ্যং ততোহত্রাপি বিদ্যা কর্ম্মানপেক্ষিণী॥

অন্বয়—আত্মবোধঃ ফলে কর্ম্মাপেক্ষঃ, নো বা ? অঙ্গিনঃ হি প্রযাজাদিষু অঙ্গেষু অপেক্ষায়াঃ দর্শনাৎ অপেক্ষতে। জ্ঞানদীপয়োঃ হি অবিদ্যাতমসোঃ ধ্বস্তৌ নৈরপেক্ষ্যং দৃষ্টম্, ততঃ অত্রাপি বিদ্যা কর্ম্মানপেক্ষিণী।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[প্রথমাধিকরণবৎ ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ঃ। যদ্যপি প্রথমাধিকরণে বিদ্যায়াঃ স্বতন্ত্রপুরুষার্থত্বপ্রতিপাদনেন কর্ম্মাঙ্গত্বং নিবারিতং, তথাপি তস্যাঃ অঙ্গিত্বং ন নিবারিতম্ অতঃ ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষে ইতিকর্ত্তব্যত্বেন কর্ম্মাণি অপেক্ষতে, ন বা ইতি বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ

ভবতি সংশয়:—অঙ্গী] আত্মবোধঃ [মোক্ষরূপে] ফলে [জনয়িতব্যে সহকারিত্বেন] কর্ম্মাপেক্ষঃ, নো বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—অঙ্গিনঃ হি [দর্শপূর্ণমাসস্য স্বর্গফলে জনয়িতব্যে সহকারিত্বেন] প্রযাজাদিষু অঙ্গেষু অপেক্ষায়াঃ দর্শনাৎ [অঙ্গী আত্মবোধঃ অপি অঙ্গভূতানি কর্ম্মাণি] অপেক্ষতে। [অত্রায়ং প্রমাণপ্রয়োগঃ—ব্রহ্মতত্ত্বাববোধঃ স্বফলপ্রদানে স্বাঙ্গভূতকর্ম্মাপেক্ষঃ, অঙ্গিত্বাৎ, প্রযাজাপেক্ষদর্শপূর্ণমাসবৎ]।

সিদ্ধান্ত—জ্ঞানদীপয়োঃ হি অবিদ্যাতমসোঃ ধ্বংসে [সহকারি-] নৈরপেক্ষ্যং দৃষ্টম্; ততঃ অত্রাপি [ব্রহ্ম-] বিদ্যা কর্ম্মানপেক্ষিণী। [অত্রায়ং প্রমাণপ্রয়োগঃ—ব্রহ্মজ্ঞানং স্ববিরোধিনিবর্ত্যনিবর্ত্তনে অঙ্গাপেক্ষং ন ভবতি, প্রকাশত্বাৎ, দীপবৎ ঘটজ্ঞানবচ্চ। কিঞ্চ আত্মবোধস্য অঙ্গিত্বং কর্ম্মণশ্চ অঙ্গত্বম্ উক্তম্। তত্র কর্ম্মণঃ কীদৃশম্ অঙ্গত্বম্ অভিপ্রেতম্? কিং প্রযাজাদিবৎ ফলোপকার্য্যঙ্গত্বম্, উত অবঘাতাদিবৎ স্বরূপোপকার্য্যঙ্গত্বম্? নাদ্যঃ, মুক্তেঃ কর্ম্মজন্যত্বেন অনিত্যত্বপ্রসক্তেঃ। দ্বিতীয়ে সাধ্যবিকলঃ দৃষ্টান্তঃ, অবঘাতাদৌ প্রযাজাদীনাং স্বরূপোপকার্য্যঙ্গত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ উৎপন্না বিদ্যা স্বফলদানে কর্ম্মাণি ন অপেক্ষতে ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[প্রথমাধিকরণের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়। যদিও প্রথমাধিকরণে বিদ্যার স্বাধীনভাবে পুরুষার্থসাধনতা প্রতিপাদনের দ্বারা তাহার কর্ম্মাঙ্গতা (—কর্ম্মের অঙ্গ হওয়া) নিবারিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অঙ্গিতা (—কর্ম্মের অঙ্গী হওয়া) নিবারিত হয় নাই। সেইহেতু মোক্ষের অভিব্যক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যা সহকারিরূপে কর্ম্মসকলকে অপেক্ষা করে, অথবা করে না, বাদিগণের মধ্যে এইপ্রকার মতভেদ থাকায় সংশয় হয়—অঙ্গী] আত্মজ্ঞান [মোক্ষরূপ] ফলের অভিব্যক্তিতে [সহকারিরূপে] কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, অথবা করে না?

পূর্ব্বপক্ষ—অঙ্গীর [অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের স্বর্গরূপ ফল উৎপাদনে সহকারিরূপে] প্রযাজাদি অঙ্গসকলে অপেক্ষা দেখা যায় বলিয়া [অঙ্গী আত্মজ্ঞানও অঙ্গভূত কর্ম্মসকলকে] অপেক্ষা করিবে। [এই স্থলে প্রমাণের প্রয়োগ এই—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান নিজফলদানে স্বাঙ্গভূত কর্ম্মসকলকে অপেক্ষা করে, যেহেতু তাহা অঙ্গী, যেমন প্রযাজসাপেক্ষ দর্শপূর্ণমাস]।

সিদ্ধান্ত—দেখ, অবিদ্যা ও অন্ধকারের নাশে জ্ঞান ও প্রদীপের সহকারিনিরপেক্ষতা দেখা গিয়াছে; সেইহেতু এই স্থলেও ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মকে অপেক্ষা করিবে না। [এই স্থলে প্রমাণ প্রয়োগ এই—ব্রহ্মজ্ঞান স্ববিরোধী নিবর্ত্ত্যের (—অজ্ঞানের) নিবৃত্তিতে অঙ্গকে অপেক্ষা করে না, যেহেতু তাহা প্রকাশস্বরূপ, যেমন প্রদীপ এবং ঘটজ্ঞান। আর এক কথা, আত্মজ্ঞানের অঙ্গিতা ও কর্ম্মের অঙ্গতা কথিত হইয়াছে। সেই স্থলে কর্ম্মের কি প্রকার অঙ্গতা অভিপ্রেত? তাহা কি প্রযাজাদির ন্যায় [অবান্তরাপূর্ব্বদ্বারে, ৪১৬ পৃঃ] ফলোৎপত্তিতে সহকারিরূপ অঙ্গতা, অথবা অবঘাতাদির ন্যায় স্বরূপের উপকারিতারূপ অঙ্গতা (—অবঘাত যেমন তুষনিষ্কাশনদ্বারা ব্রীহ্যাদিস্বরূপের উপকার করে, কর্ম্ম কি তদ্রূপ আত্মজ্ঞানে কোনপ্রকার অতিশয় আধানের দ্বারা উপকার করে)? প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ কর্ম্মজন্য হওয়ায় মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয় পক্ষে [পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে] দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল (—সাধ্যাভাবযুক্ত) হইয়া পড়িবে, কারণ অবঘাতাদিতে প্রযাজ প্রভৃতির স্বরূপের উপকারিতারূপ অঙ্গতা

নাই (১)। সেইহেতু উৎপন্ন বিদ্যা স্বফলদানে কর্ম্মসকলকে অপেক্ষা করে না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—৩।৪ ১ পুরুষার্থাধিকরণের ন্যায়।

অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥৩।৪।২৫॥

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মবিদ্যা কিং স্বফলে মোক্ষে জনয়িতব্যে সহকারিত্বেন যজ্ঞাদিকর্ম্মাণি অপেক্ষতে, ন বা ইতি সন্দেহে ; অপেক্ষতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অতএব**—আদ্যাধিকরণন্যায়েন ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুত্বাৎ, **অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা**—[অগ্নীন্ধনশব্দেন স্বস্বাশ্রমবিহিতানি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে, তেষাং অগ্নীন্ধনাদ্যপেক্ষত্বাৎ। তথাচ অগ্নীন্ধনাদিসাধ্য-] স্বাশ্রমবিহিতানি কর্ম্মাণি ন অপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। [অত্রায়ং প্রয়োগঃ—মোক্ষে ন কর্ম্মাপেক্ষা, ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুত্বাৎ, রজতভ্রমনিবৃত্তৌ শুক্তিজ্ঞানবৎ]। **চকারঃ**—মোক্ষে কারণান্তরং ব্যাবর্ত্তয়তি।

অনুবাদ—[ব্রহ্মবিদ্যা কি নিজের ফল মোক্ষের অভিব্যক্তিতে সহকারিরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্মসকলকে অপেক্ষা করে, অথবা করে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'অপেক্ষা করে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অতএব**—প্রথমাধিকরণে প্রদর্শিত যুক্তিবলে ব্রহ্মবিদ্যা স্বাধীনভাবেই পুরুষার্থের হেতু হওয়ায়, **অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা**—[অগ্নীন্ধনশব্দের দ্বারা স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মসকল লক্ষিত হইতেছে, কারণ তাহারা অগ্নি ও ইন্ধন (—যজ্ঞকাষ্ঠ) প্রভৃতি সাপেক্ষ। তাহাতে অর্থ হইল—অগ্নি ও ইন্ধন প্রভৃতি সাধ্য] নিজের আশ্রমবিহিত কর্ম্মসকলকে অপেক্ষা করে না, ইহাই ভাব। [এই স্থলে প্রমাণপ্রয়োগ এই—মোক্ষে কর্ম্মের অপেক্ষা নাই, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা স্বাধীনভাবে পুরুষার্থের হেতু, যেমন রজতভ্রম নিবৃত্তিতে শুক্তিকাজ্ঞান]। **চকারটী**—মোক্ষে [ব্রহ্মজ্ঞানভিন্ন] অন্য কারণকে নিরাকরণ করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ" (৩।৪।১) ইতি এতৎ ব্যবহিতম্ অপি সম্বন্ধাৎ 'অতঃ' ইতি পরামৃশ্যতে।১ অতএব চ বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাৎ অগ্নীন্ধনাদীনি আশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া স্বার্থসিদ্ধৌ ন অপেক্ষিতব্যানি ইতি আদ্যস্য এব অধিকরণস্য ফলম্ উপসংহরতি অধিকবিবক্ষয়া।২॥৩।৪।২৫॥ ইতি পঞ্চমম্ অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণম্।

ভাবদীপিকা

(১) এখানে পরিষ্কৃতি এই—পূর্ব্ববাদীর অনুমানে দৃষ্টান্ত হইতেছে—'প্রযাজাপেক্ষদর্শপূর্ণমাস', অর্থাৎ 'প্রযাজবিশিষ্ট দর্শপূর্ণমাস'। অবঘাত তুষনিষ্কাশনদ্বারা পুরোডাশের উপাদান ব্রীহ্যাদিস্বরূপের উপকার করে, এইপ্রকারেই তাহার কর্ম্মাঙ্গতা সিদ্ধ হয়। ঘৃতরূপ হবনীয়দ্রব্যসাধ্য প্রযাজে অবঘাতের কোনপ্রকার উপযোগিতা নাই। ফলে অবঘাতাশ্রিত যে 'স্বরূপের উপকারিতারূপ অঙ্গতা', তাহা প্রযাজে থাকিতেছে না। তাহার ফলে 'প্রযাজাপেক্ষদর্শপূর্ণমাসরূপ' যে দৃষ্টান্ত, তাহার বিশেষণভূত 'প্রযাজে', সাধ্য যে 'স্বরূপের উপকারিতারূপ অঙ্গতা', তাহা না থাকায় 'দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল (—সাধ্যাভাবযুক্ত') হইয়া পড়িল। ফলে ব্যাপ্তি বিঘটিত হওয়ায় পূর্ব্ববাদীর অনুমান নিরাকৃত হইল। তাহার ফলে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ অঙ্গী, স্বফল প্রদানে কর্ম্মরূপ অঙ্গকে অপেক্ষা করে না, ইহা সিদ্ধ হইল। তাহাই বলিতেছেন—'সেইহেতু' ইত্যাদি।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মোক্ষের অভিব্যক্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যা সহকারিরূপে কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না।]

[এইপ্রকারে প্রথমাধিকরণে প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যার স্বাধীনভাবে ফলদাতৃত্বকে মধ্যবর্ত্তী অধিকরণত্রয়ের দ্বারা প্রসঙ্গতঃ দৃঢ় করিয়া সেই অধিকরণেরই ফল বর্ণনা করিতেছেন—]"অতঃ" (—"উপনিষদুক্ত কর্ম্মনিরপেক্ষ আত্মজ্ঞান হইতে) মোক্ষরূপ "পুরুষার্থ" সিদ্ধ হয়, যেহেতু "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ", এইপ্রকার "শব্দ"—শ্রুতি আছে", ইত্যাদি ইহা (—এই সূত্রটী) দূরবর্ত্তী হইলেও সম্ভব হওয়ায় [এই সূত্রে পঠিত] "অতঃ" এইপ্রকারে উল্লিখিত হইতেছে।১ [তাহাতে এই সূত্রের অর্থ হইল—] "অতএব চ", অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা [কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে মোক্ষরূপ] পুরুষার্থের হেতু হওয়ায় অগ্নি ও ইন্ধন প্রভৃতির দ্বারা উপলক্ষিত আশ্রমবিহিত কর্ম্মসকল ব্রহ্মবিদ্যাকর্ত্তৃক [মোক্ষরূপ] নিজের প্রয়োজন সিদ্ধিতে অপেক্ষণীয় নহে, এই-প্রকারে প্রথম অধিকরণের ফলকেই [ভগবান্ সূত্রকার, ব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা মুক্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকিলেও, ব্রহ্মবিদ্যার নিজের উৎপত্তিতে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তাহার অপেক্ষা আছে, এই] অধিক বিষয় বর্ণনা করিবার ইচ্ছাবশতঃ উপসংহার করিতেছেন (২)।২।৩।৪।২৫॥ অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

[ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের অভিব্যক্তিতে কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না।]

(২) পরবর্ত্তী অধিকরণে এই অধিক বিষয় বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইবে। প্রস্তাবিত অধিকরণে মোক্ষের অভিব্যক্তিতে জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় (—একযোগে কার্য্যকারিতা) নিরাকৃত হইল। **পূর্ব্বপক্ষী** বলেন—শ্রুতি বলেন, "তেন এতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ" (বৃঃ ৪।৪।৯)—"পুণ্যকর্ম্মকারী তৈজস (—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে একীভূত) ব্রহ্মবিৎ সেই [ব্রহ্মবিদ্যারূপ জ্ঞান-] মার্গে গমন করেন"। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার সহিত পুণ্যকর্ম্মের সহকারিতা প্রতিভাত হই-তেছে। "ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২)—"যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন", এই স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা বিবিদিষার (—ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার) সাধনরূপে যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের বিনিয়োগ প্রতিভাত হইলেও তাহা সম্ভব নহে; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিষয়ের সৌন্দর্য্যে পুরুষ স্বয়ংই বিবিদিষার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই। আবার 'বিবিদিষা' এই পদের প্রকৃতি যে বিদ্ ধাতু, যাহার অর্থ জ্ঞান, তাহা-তেও কর্ম্মের উপযোগিতা নাই, কারণ জ্ঞান 'প্রমাণজন্য', কর্ম্মজন্য নহে। সুতরাং জ্ঞানের ফল মোক্ষেই কর্ম্মের উপযোগিতা প্রতিভাত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের অভিব্যক্তিতে কর্ম্মকে সহ-কারিরূপে অপেক্ষা করে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অপর শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—"বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ" (ঈশঃ মাধ্যঃ ১৪)—"বিদ্যা ও অবিদ্যা (—কর্ম্ম), এই উভয়কে যিনি একত্রে জানেন", ইত্যাদি। অতএব মোক্ষের অভিব্যক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই সিদ্ধ হয়। **সিদ্ধান্তী** এতদুত্তরে বলেন—কর্ম্মের অপেক্ষা করিলে মোক্ষ অনিত্য হইয়া পড়িবে, কারণ যাহা কর্ম্মজন্য তাহা অনিত্য, যেমন স্বর্গাদি। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন" (মুঃ ১।২।১২)—'নিত্য ব্রহ্মবস্তু কৃতের (—কর্ম্মের) দ্বারা লব্ধ হন না'।

৬। সর্বাপেক্ষাধিকরণম্। [২৬-২৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মবিদ্যা নিজের উৎপত্তিতে নিত্যনৈমিত্তিককর্মরূপ বহিরঙ্গ সাধন এবং শমদমাদিরূপ অন্তরঙ্গ সাধনসাপেক্ষ।

অধিকরণসঙ্গতি—রজতজ্ঞানের নিবর্তক শুক্তিকাজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রমাজ্ঞান স্বরূপভূত মোক্ষের অভিব্যক্তিতে কর্মকে অপেক্ষা করে না, ইহা পূর্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্রূপ প্রমাজ্ঞান প্রমাণমাত্রসাধ্য হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রমাজ্ঞান যোৎপত্তিতে কর্মকে অপেক্ষা করিবে না. এইরূপে পূর্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা [মোক্ষের অভিব্যক্তি কর্মসাপেক্ষ নহে।]

আবার "ন তত্র দক্ষিণাঃ যন্তি" (শত: ব্রা: ১০।৫।৪।১৬)—"দক্ষিণাদানকারিগণ (—কর্মিগণ) তাঁহাকে প্রাপ্ত হন না", ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই মোক্ষে কর্মের উপযোগিতা নিরাকৃত হইয়াছে। আর কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী ও কর্মে অনধিকারী দেবগণের নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাবলে মোক্ষ লব্ধ হয় বলিয়াও মোক্ষের অভিব্যক্তিতে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় সিদ্ধ হয় না। আবার দেহাত্মবুদ্ধিব্যতিরেকে কর্ম সম্পাদিত হইতে পারে না, জ্ঞান কিন্তু সেই দেহাত্মবুদ্ধির নাশক, সুতরাং পরস্পরবিরোধী ইহাদের সমুচ্চয় সিদ্ধ হইতেই পারে না। এই সকল শ্রুতি ও যুক্তির অনুকূলভাবে "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃ: ৪।৪।২২) ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাহা এই—তৃতীয়া-বিভক্তির বলে বিবিদিষার উৎপত্তিতেই যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের কারণতা অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহা অসম্ভব নহে; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিষয়ের সৌন্দর্য্য থাকিলেও অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপের নাশ হইলে ['ধর্মেণ পাপম্ অপনুদতি', মহানারায়ণ উপ: ২২।১] চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদিত হয় এবং বিবিদিষার (—ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার) উদয় হয়। অতএব "কাষ্ঠৈঃ পচতি", ইত্যাদি স্থলে কাষ্ঠ সাক্ষাদ্ভাবে পাকের প্রতি কারণ না হইলেও যেমন পাকের সাক্ষাৎ হেতু বহ্নির জনকরূপে পরম্পরাসম্বন্ধে পাকের প্রতি কারণ হইয়া থাকে, প্রস্তাবিত "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি স্থলেও তদ্রূপ যজ্ঞাদি সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষের প্রতি কারণ না হইলেও চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষা উৎপাদন দ্বারা পরম্পরাসম্বন্ধে মোক্ষের প্রতি কারণ হইয়া থাকে; মোক্ষের অভিব্যক্তিতে কর্মের সাক্ষাৎ কারণতা নাই। আর যে "বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, তাহাও সমীচীন নহে; কারণ "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে" (ঈশ: মাধ্য: ১৪), ইত্যাদি স্থলে অবিদ্যায় অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বাভাবিক কর্ম ও স্বাভাবিক জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই অমৃতত্বলাভ বর্ণিত হইয়াছে; জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের দ্বারা নহে। "ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ" (বৃ: ৪।৪।৯) ইত্যাদি স্থলেও প্রথমতঃ "পুণ্যকৃৎ (—যজ্ঞাদিপুণ্যকর্মানুষ্ঠানকারী) হইয়া শুদ্ধচিত্ত ও ব্রহ্মবিৎ হইবে", এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অন্যথা কর্মের অনুপ্রবেশ হইলে মোক্ষ কৃতক, সুতরাং অনিত্য হইয়া পড়িবে, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। অতএব প্রমাণ ও প্রয়োজন না থাকায় মোক্ষের অভিব্যক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যা কর্মরূপ সহকারিকারণকে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ স্বর্গরূপ ফলজননে অঙ্গী দর্শপূর্ণমাস যেমন অঙ্গরূপে প্রযাজাদিকে অপেক্ষা করে, অঙ্গী ব্রহ্মবিদ্যা তদ্রূপ মোক্ষের অভিব্যক্তিতে অঙ্গরূপে কর্মকে অপেক্ষা করে না, ইহা সিদ্ধ হইল। অগ্নীন্ধনাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ব্রহ্মবিদ্যার যজ্ঞদানাদিরূপ বহিরঙ্গ সাধন ও শমদমাদিরূপ অন্তরঙ্গ সাধন নিরূপিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সন্দ্রাভাবেই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

উৎপত্তাবনপেক্ষেয়মুত কর্ম্মাণ্যপেক্ষতে।

ফলে যথাহনপেক্ষৈবমুৎপত্তাবনপেক্ষতা

যজ্ঞশান্ত্যাদিসাপেক্ষং বিদ্যাজন্ম শ্রুতিদ্বয়াৎ।

হলেহনপেক্ষিতোহপ্যশ্বো রথে যদ্বদপেক্ষ্যতে॥

অন্বয়—ইয়ম্ উৎপত্তৌ অনপেক্ষা, উত কর্ম্মাণি অপেক্ষতে? যথা ফলে অনপেক্ষা, এবম্ উৎপত্তৌ অপি অনপেক্ষতা। হলে অনপেক্ষিতঃ অপি অশ্বঃ যদ্বৎ রথে অপেক্ষ্যতে, শ্রুতিদ্বয়াৎ যজ্ঞশান্ত্যাদিসাপেক্ষং বিদ্যাজন্ম।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ঃ। 'ব্রহ্মবিদ্যা স্বফলে মোক্ষে ন কর্ম্মসাপেক্ষা প্রমাত্বাৎ', ইতি পূর্ব্বাধিকরণন্যায়াৎ বিবিদিষাশ্রুতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—ব্রহ্মবিদ্যা স্বফলে মোক্ষে যথা কর্ম্মাণি ন অপেক্ষতে, তথা] ইয়ম্ [স্বস্যাঃ] উৎপত্তৌ [অপি] অনপেক্ষা, উত কর্ম্মাণি অপেক্ষতে?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মবিদ্যা] যথা [মোক্ষে ফলে অনপেক্ষা, এবম্ [তস্যাঃ] উৎপত্তৌ অপি অনপেক্ষতা। [অন্যথা কচিৎ অপেক্ষতে, কচিৎ ন ইতি অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়ঃ প্রসজ্যেত]।

সিদ্ধান্ত—[ন অর্দ্ধজরতীয়দোষঃ অত্র অস্তি, যোগ্যতাবশেন একস্যৈব কার্য্যবিশেষেষু অপেক্ষানপেক্ষয়োঃ উপপত্তেঃ। তথাচ—] হলে অনপেক্ষিতঃ অপি অশ্বঃ যদ্বৎ রথে অপেক্ষ্যতে, [এবম্ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বফলে মোক্ষে অনপেক্ষিতম্ অপি কর্ম্ম তস্যাঃ স্বোৎপত্তৌ অপেক্ষ্যতে। ন চ বিদ্যায়াঃ স্বোৎপত্তৌ কর্ম্মাপেক্ষায়াং প্রমাণাভাবঃ, যতঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), "তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তো দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।২৩), ইতি] শ্রুতিদ্বয়াৎ যজ্ঞশান্ত্যাদিসাপেক্ষং বিদ্যাজন্ম [অবগম্যতে। অতঃ বিবিদিষোৎপাদনদ্বারা বহিরঙ্গসাধনভূতানি যজ্ঞাদীনি, বিদ্যাকালেহপি অনুবর্ত্তমানতয়া অন্তরঙ্গসাধনভূতানি শমাদীনি চ ব্রহ্মবিদ্যা স্বোৎপত্তৌ, অপেক্ষতে ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়। "ব্রহ্মবিদ্যা স্বফলভূত মোক্ষে কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না, যেহেতু তাহা প্রমা", এইপ্রকার পূর্ব্বাধিকরণন্যায় থাকায় এবং বিবিদিষা শ্রুতি (বৃঃ ৪।৪।২২) থাকায় সংশয় হয়—ব্রহ্মবিদ্যা স্বফলভূত মোক্ষে যেমন কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না, এইপ্রকারে] ইহা [নিজের] উৎপত্তিতেও কর্ম্মানপেক্ষ হইবে, অথবা কর্ম্মসকলকে অপেক্ষা করিবে?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মবিদ্যা] যেমন [মোক্ষরূপ] ফলে কর্ম্মানপেক্ষ, এইপ্রকারে [তাহার] উৎপত্তিতেও কর্ম্মানপেক্ষতা হইবে। [ইহা স্বীকার না করিলে কোন স্থলে অপেক্ষা করে, কোন স্থলে করে না, এইপ্রকারে অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়ের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে]।

সিদ্ধান্ত—[এই স্থলে অর্দ্ধজরতীয়দোষ নাই, যেহেতু যোগ্যতাবলে একই বস্তুর কোন বিশেষ কার্য্যে অপেক্ষা ও অনপেক্ষা উভয়ই উপপন্ন হয়। যেমন দেখ—] লাঙ্গলে (—হলকর্ষণে) অনপেক্ষিত হইলেও অশ্ব যেমন রথাকর্ষণে অপেক্ষিত, [এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার স্বফলভূত মোক্ষে কর্ম্ম অনপেক্ষিত হইলেও, তাহার নিজের উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হইবে। আর বিদ্যার

নিজের উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা বিষয়ে প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না; যেহেতু "সেই ইঁহাকে ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ যজ্ঞ ও দানের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", "সেইহেতু এইপ্রকার যিনি জানেন, তিনি শান্ত (—নিবৃত্তবাহেন্দ্রিয়ব্যাপার), দান্ত (—নিবৃত্ততৃষ্ণ), উপরত (—সমস্তকামনাশূন্য), শীতোষ্ণদ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও সমাহিতচিত্ত হইয়া নিজশরীরমধ্যেই আত্মাকে দর্শন করেন", এই শ্রুতিদ্বয় হইতে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য যজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়সংযমাদিসাপেক্ষ, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে অতএব বিবিদিষা উৎপাদনদ্বারা যজ্ঞাদি বহিরঙ্গসাধনসকলকে এবং বিদ্যার বর্ত্তমানতাকালেও থাকায় অন্তরঙ্গসাধনভূত শমাদিকে ব্রহ্মবিদ্যা নিজের উৎপত্তিতে অপেক্ষা করে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ— পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠেয় নহে। সিদ্ধান্তে— তদুৎপত্তির জন্য তাহারা অবশ্যানুষ্ঠেয়।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥৩।৪।২৬॥

পদচ্ছেদ—সর্ব্বাপেক্ষা, চ, যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ, অশ্ববৎ।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বোৎপত্তৌ কর্ম্মাপেক্ষা অস্তি ন বা, ইতি সন্দেহে; 'নাস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু বিদ্যায়াঃ স্বোৎপত্তৌ] **সর্ব্বাপেক্ষা**—সর্ব্বেষাং নিত্যনৈমিত্তিকানাম্ (৪।১।১৬ সূঃ) আশ্রমকর্ম্মণাম্ অপেক্ষা অস্তি। [কুতঃ ?] **যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ**—'বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন' ইত্যাদিনা যজ্ঞাদিকর্ম্মণাং বিবিদিষাদ্বারা জ্ঞানসাধনত্বশ্রবণাৎ। [নন্বু জ্ঞানোৎপত্তৌ কর্ম্মাপেক্ষাবৎ মোক্ষে অপি অস্তু অপেক্ষা ইতি চেৎ ? তত্রাহ—] **অশ্ববৎ**—যথা অশ্বঃ যোগ্যতাবলাৎ রথচর্য্যায়াং বিনিযুজ্যতে, ন লাঙ্গলকর্ষণে, তদ্বৎ [কর্ম্মণাং মোক্ষে যোগ্যতাভাবাৎ ন অপেক্ষা ইত্যর্থঃ] **চকারঃ**— বিদ্যায়াঃ উৎপত্তৌ কর্ম্মণাম্ অনপেক্ষত্বং বারয়তি।

অনুবাদ— ব্রহ্মবিদ্যার নিজের উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা আছে অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'নাই' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—বিদ্যার নিজের উৎপত্তিতে] **সর্ব্বাপেক্ষা**— আশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম্মের অপেক্ষা আছে। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর] **যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ**— যেহেতু "যজ্ঞ ও দানের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", (বৃঃ ৮।৪।২২), ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা বিবিদিষার উৎপত্তিকে দ্বার করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মসকলের জ্ঞানসাধনত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। [কিন্তু জ্ঞানের উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষার ন্যায় মোক্ষেও তাহার অপেক্ষা থাকুক, ইহা যদি বলা হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অশ্ববৎ**—অশ্ব যেমন যোগ্যতাবলে রথাকর্ষণে বিনিযুক্ত হয়, হলকর্ষণে নহে; তাহার ন্যায় [মোক্ষের অভিব্যক্তিতে কর্ম্মসকলের যোগ্যতা না থাকায় অপেক্ষা নাই, ইহাই ভাব]। **চকার**—ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে কর্ম্মসকলের অনপেক্ষাকে নিবারণ করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদম্ ইদানীং চিন্ত্যতে- কিং বিদ্যায়াঃ অত্যন্তম্ এব অনপেক্ষা আশ্রমকর্ম্মণাম্, উত অস্তি কাচিৎ অপেক্ষা ইতি ?১ তত্র অতএব অগ্নীন্ধনাদীনি আশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া স্বার্থসিদ্ধৌ ন অপেক্ষ্যন্তে ।২ এবম্ অত্যন্তম্ এব অনপেক্ষায়াং প্রাপ্তায়াম্ ইদম্ উচ্যতে "সর্ব্বাপেক্ষা চ" ইতি ।৩ অপেক্ষতে চ বিদ্যা সর্ব্বাণি

শাঙ্করভাষ্যম্

আশ্রমকর্ম্মাণি, ন অত্যন্তম্ অনপেক্ষা এব ।৪ ননু বিরুদ্ধম্ ইদং বচনম্ অপেক্ষতে চ আশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যা, ন অপেক্ষতে চ ইতি ।৫

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ব্রহ্মবিদ্যা নিজের উৎপত্তিতে কর্ম্মাপেক্ষ নহে।]

[পূর্ব্বাধিকরণে প্রস্তাবিত 'অধিক' কি, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] একণে ইহা বিচার করা হইতেছে—ব্রহ্মবিদ্যার কি আশ্রমকর্ম্মসকলের (—স্ব স্ব আশ্রমে বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের) প্রতি অত্যন্ত অনপেক্ষাই আছে (—মোটেই অপেক্ষা নাই), অথবা কোনপ্রকার অপেক্ষা আছে? ১ তাহাতে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] অতএব (—ব্রহ্মবিদ্যা স্বাধীনভাবে মোক্ষরূপ পুরুষার্থের হেতু হওয়ায়) অগ্নি ও ইন্ধন প্রভৃতির দ্বারা উপলক্ষিত আশ্রমকর্ম্মসকল ব্রহ্মবিদ্যাকর্ত্তৃক নিজের [মোক্ষরূপ] প্রয়োজনসিদ্ধিতে অপেক্ষিত হয় না ।২ এইপ্রকারে অত্যন্ত অনপেক্ষারই প্রাপ্তি হইলে (—মোক্ষে কর্ম্মের প্রতি অনপেক্ষার ন্যায় নিজের উৎপত্তিতেও তাহার প্রতি অনপেক্ষার প্রাপ্তি হইলে (১)—

[সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যা ফলে না হইলেও মোক্ষোৎপত্তিতে কাম্যবর্জ্জিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসাপেক্ষ।]

[সিদ্ধান্ত—] ইহা কথিত হইতেছে—"সর্ব্বাপেক্ষা চ" ইত্যাদি ।৩ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রমবিহিত [কাম্যবর্জ্জিত নিত্য ও নৈমিত্তিক] সকল কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, অত্যন্ত অনপেক্ষ অবশ্যই নহে ।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রমবিহিত কর্ম্মসকলকে 'অপেক্ষা করে' এবং [পূর্ব্বাধিকরণে বর্ণিত-প্রকারে] 'অপেক্ষা করে না', এই বচন বিরুদ্ধ।৫ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] বলিতেছি—

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার প্রমাজ্ঞানের ফল হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তিতে উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রমাজ্ঞান যেমন কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না ; তদ্রূপ সেই প্রমাজ্ঞানের করণ যে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য, সেই করণমাত্রসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রমাজ্ঞান নিজের উৎপত্তিতেও কর্ম্মকে অপেক্ষা করিবে না। শঙ্কা—কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে পূর্ব্ব-বাদী বলেন—"বিবিদিষন্তি" এই স্থলে বর্ত্তমানকালবোধক পঞ্চম 'ল'কার লেট্‌প্রত্যয়মাত্র উপলব্ধ হইতেছে, বিধিলিঙাদি নহে। সুতরাং স্তুতিমাত্ররূপেও উক্ত বাক্যের উপপত্তি হইতে পারে। আর ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা নাই, এই বিষয়ে যুক্তিও আছে, যথা—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান চারিপ্রকার, যথা—১। উপনিষদ্বাক্যশ্রবণজন্য জ্ঞান, যাহাকে বলা হয় 'শ্রবণ'। ২। মীমাংসান্যায়দ্বারা উপনিষদ্বাক্যসকলের বিচারাত্মক জ্ঞান, যাহাকে বলা হয় 'মনন'। ৩। সেই বিচারলব্ধবিষয়ের তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে চিন্তন (—ধ্যান), যাহাকে বলে 'নিদিধ্যাসন'। এবং ৪। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইপ্রকার সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান, ইহার অব্যবহিত পরেই অবিদ্যাধ্বংস ও মোক্ষরূপ স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই চারিপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে পদ ও পদার্থবিষয়ক জ্ঞান এবং মীমাংসান্যায়বিষয়ক জ্ঞান থাকিলেই প্রথম দুইপ্রকার জ্ঞানের (—শ্রবণ

শাঙ্করভাষ্যম্

নেতি ব্রূমঃ, উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিৎ অন্যৎ অপেক্ষতে, উৎপত্তিং প্রতি তু অপেক্ষতে।৬ কুতঃ ?৭ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ।৮ তথাহি শ্রুতিঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবং দর্শয়তি।৯ বিবিদিষাসংযোগাৎ চ এষাম্ উৎপত্তিসাধনভাবঃ অবসীয়তে।১০ "অথ যৎ যজ্ঞঃ ইতি আচক্ষতে

ভাষ্যানুবাদ

না, তাহা নহে ; যেহেতু যে বিদ্যা (—ব্রহ্মজ্ঞান) উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা [মোক্ষরূপ] ফলসিদ্ধির প্রতি [যজ্ঞাদি] অন্য কিছুকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু নিজের উৎপত্তির প্রতি [তাহা স্ব স্ব আশ্রমে বিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মসকলকে] অপেক্ষা করে।৬ তাহাতে প্রমাণ কি ? ৭ [উত্তর—] যেহেতু যজ্ঞাদিবোধক শ্রুতিবাক্য আছে।৮ যেমন দেখ, "সেই ইহাকে (—উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তুকে) ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ (২) যজ্ঞ দান ও যথেচ্ছ ভোজন না করারূপ তপস্যার দ্বারা (—রাগদ্বেষাদিরহিত হইয়া শরীররক্ষার্থে যতটুকু আবশ্যক, মাত্র ততটুকু হিতকর ভোজনাদি গ্রহণদ্বারা) জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি শ্রুতি যজ্ঞ ও দান প্রভৃতির ব্রহ্মবিদ্যাসাধনতা প্রদর্শন করিতেছেন।৯ [কিন্তু এই শ্রুতিতে 'বিবিদিষা মাত্র', অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার ইচ্ছামাত্র উৎপাদ্যরূপে সমর্পিত হইতেছে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যদি জ্ঞানকেই তদ্রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের দ্বারা অসাধ্য ও প্রমাণমাত্রজন্য সেই জ্ঞানকেও লঙ্ঘন করিয়া তাহার ফল মোক্ষকেই বা কর্ম্মের দ্বারা উৎপাদ্যরূপে কেন অঙ্গীকার করিতেছ না ? উত্তর—] আর বিবিদিষার সহিত সম্বন্ধবশতঃ ইহাদের (—কাম্যবর্জ্জিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের, ব্রহ্মজ্ঞানের] উৎপত্তিতে সাধনভাব নিশ্চিত হইতেছে (৩)।১০

ভাবদীপিকা

ও মননের) উপপত্তি হয়, তাহাতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপযোগ পরিদৃষ্ট হয় না। আর মননই ধ্যানাত্মক নিদিধ্যাসনের উৎপাদক, তাহাতেও যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা দেখা যায় না। আবার দীর্ঘকাল অত্যন্ত আদর ও যত্নসহকারে নিরন্তর নিদিধ্যাসন করিলে নিবৃত্তবিপরীতভাবনা অধিকারীর তত্ত্বমস্যাদিবাক্য হইতে সাক্ষাৎকারাত্মক চতুর্থপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; ইহাতেও যজ্ঞাদিকর্ম্মের উপযোগ নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞান যেমন মোক্ষের অভিব্যক্তিতে যজ্ঞাদিকর্ম্মসাপেক্ষ নহে, নিজের উৎপত্তিতেও তদ্রূপ তৎসাপেক্ষ নহে, ইত্যাদি।

(২) এই স্থলে 'বেদানুবচনশব্দে' প্রধানতঃ ব্রহ্মচারীর, যজ্ঞদানাদিশব্দে প্রধানতঃ গৃহস্থাশ্রমীর এবং অনাশক তপস্যাশব্দে বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্মসকল লক্ষিত হইতেছে (সিদ্ধান্তলেশ)।

(৩) ভাব এই—বিবিদিষাশব্দের অর্থ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা। সুতরাং ইচ্ছার বিষয়রূপে ব্রহ্মজ্ঞানকে উক্ত শব্দ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তাহাকেই নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলরূপে গ্রহণ করা হইতেছে, অপ্রাপ্ত মোক্ষকে নহে। শেষোক্তকে গ্রহণ

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মচর্য্যম্ এব তৎ" (ছাঃ ৮।৫।১), ইতি অত্র চ বিদ্যাসাধনভূতস্য ব্রহ্মচর্য্যস্য যজ্ঞাদিভিঃ সংস্তবাৎ যজ্ঞাদীনাম্ অপি হি সাধনভাবঃ সূচ্যতে ।১১ "সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি" ॥ (কঠ ১।২।১৫), ইতি এবমাদ্যা চ শ্রুতিঃ আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনভাবং সূচয়তি ।১২ স্মৃতিরপি "কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমাগতিঃ। কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে" ॥ ইতি এবমাদ্যা ।১৩ "অশ্ববৎ" ইতি যোগ্যতানিদর্শনম্ ।১৪

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যার যোৎপত্তিতে কর্ম্মসাপেক্ষতা বিষয়ে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত লিঙ্গ প্রদর্শন ।]

"আর [লোকে] যাহাকে যজ্ঞ বলে, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই", ইত্যাদি এই স্থলেও ব্রহ্মবিদ্যার সাধনভূত ব্রহ্মচর্য্যের যজ্ঞাদিশব্দের দ্বারা স্তুতি হওয়ায় যজ্ঞাদিরও [ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি] সাধনভাব সূচিত হইতেছে ।১১ [অন্য লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "সকল বেদ [জ্ঞানসাধনভূত কর্ম্মদ্বারে] যে পদকে (—গম্য বস্তুকে) প্রতিপাদন করেন, তপস্যাসকল যাঁহার কথা বলে (—যৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ), যাঁহাকে অভিলাষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি আশ্রমবিহিত কর্ম্মসকলের বিদ্যাসাধনতা সূচনা করিতেছে ।১২ [কর্ম্মসকল পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, এই বিষয়ে স্মার্ত্তলিঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন—] "কর্ম্মসকল কষায়কে পাক (—পাপকে নাশ) করে, জ্ঞান কিন্তু পরমা গতি (—মোক্ষের সাধন), কর্ম্মসকলের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলে তদনন্তর জ্ঞান প্রবৃত্ত হয় (—ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়"), ইত্যাদি এই সকল

ভাবদীপিকা

করিলে "নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন" (মুঃ ১।২।১২), ইত্যাদিশ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে (৬৩৭পৃঃ)। কিন্তু "বিবিদিষন্তি" এই স্থলে বিধিলিঙ্ প্রভৃতি বিধায়ক প্রত্যয় শ্রুত না হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে যজ্ঞাদিকর্ম্মের বিনিয়োগ অঙ্গীকার করা যায় না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—"যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি" (তৈঃ সং ৩।৫।৭।২), ইত্যাদি স্থলে বিধিলিঙাদি শ্রুত না হইলেও অপূর্ব্ব হওয়ায় যেমন জুহূর পর্ণময়ীত্বে বিধি অঙ্গীকৃত হয়, তদ্রূপ প্রস্তাবিত স্থলেও অপূর্ব্ব হওয়ায় "ব্রহ্মানুভবকামী যজ্ঞাদিসম্পাদন করিবেন", এইপ্রকার বিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে" (ন্যায়নির্ণয় দ্রঃ)। কিন্তু শমদমাদিসহকৃত শ্রবণাদিই তো ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, কর্ম্ম তদ্রূপে গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—বহ্নি পাকের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ হইলেও পরম্পরাসম্বন্ধে কাষ্ঠের তৎকারণতার ন্যায় চিত্তের শুদ্ধতাসম্পাদনদ্বারা নিত্যাদি কর্ম্মসকল ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির প্রতি পরম্পরাভাবে কারণ, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। ইহাতে কোনপ্রকার বিরোধও নাই। নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির সাধন, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—অথ—"আর লোকে" ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা চ যোগ্যতাবশেন অশ্বো ন লাঙ্গলকর্ষণে যুজ্যতে, রথচর্য্যায়াং তু যুজ্যতে ; এবম্ আশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া ফলসিদ্ধৌ ন অপেক্ষ্যন্তে, উৎপত্তৌ চ অপেক্ষ্যন্তে ইতি ।১৫। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ

স্মৃতিও 'আশ্রমকর্ম্মসকল ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন, ইহা সূচনা করিতেছে' ।১৩ [কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির ন্যায় তাহার ফল মোক্ষেও কর্ম্মের অপেক্ষা কেন স্বীকার করিতেছ না ? উত্তর—] "অশ্বের ন্যায়", ইহা যোগ্যতাবিষয়ে দৃষ্টান্ত ।১৪ যেমন যোগ্যতাবশে অশ্ব লাঙ্গলকর্ষণে নিযুক্ত হয় না, কিন্তু রথাকর্ষণে নিযুক্ত হয় ; এইরূপে আশ্রমে বিহিত [নিত্যনৈমিত্তিক] কর্ম্মসকল ব্রহ্মবিদ্যাকর্ত্তৃক [মোক্ষরূপ] ফলসিদ্ধিতে অপেক্ষিত হয় না, কিন্তু [তাহার নিজের] উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হইয়া থাকে, ইত্যাদি ।১৫।৩।৪।২৬।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩।৪।২৭ ॥

পদচ্ছেদ—শমদমাদ্যুপেতঃ, স্যাৎ, তথাপি, তু, তদ্বিধেঃ, তদঙ্গতয়া, তেষাম, অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তৌ বহিরঙ্গসাধনম্ অভিধায় অন্তরঙ্গসাধনম্ অভিধাতুম্ আহ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইত্যত্র বিধ্যভাবাৎ যদি কশ্চিৎ যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানসাধনত্বেন প্রামাণ্যাভাবেন তেষাং নানুষ্ঠেয়ত্বং মন্যেত], **তথাপি**, [ব্রহ্মবিদ্যার্থী) **শমদমাদ্যুপেতঃ তু স্যাৎ**—তুশব্দঃ—অপ্যর্থঃ, শমদমাদ্যুপেতঃ অপি ভবেৎ ইত্যর্থঃ । [কুতঃ ?] **তদঙ্গতয়া**—বিদ্যাঙ্গতয়া, **তদ্বিধেঃ**—"তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তঃ দান্তঃ" (বৃঃ ৪।৪।২৩), ইত্যাদিনা তেষাং শমদমাদীনাং, বিধেঃ—বিধানাৎ । **তেষাম্**—বিহিতানাং চ, **অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ** ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ—[ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে বহিরঙ্গ সাধনের কথা বলিয়া অন্তরঙ্গ সাধন বলিবার জন্য বলিতেছেন—"যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি স্থলে বিধিপ্রত্যয় না থাকায় যদি কেহ যজ্ঞাদির জ্ঞানসাধনত্বে প্রমাণের অভাববশতঃ তাহারা অনুষ্ঠেয় নহে, ইহা মনে করেন], **তথাপি**—তাহা হইলেও, [ব্রহ্মজ্ঞানার্থী] **শমদমাদ্যুপেতঃ তু স্যাৎ**—'তু'শব্দটী 'অপি' শব্দের অর্থপ্রকাশক, [তাহাতে অর্থ হইবে—] শমদমাদিযুক্তও হইবেন। [তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **তদঙ্গতয়া**—যেহেতু তাহার (—ব্রহ্মবিদ্যার) অঙ্গরূপে, **তদ্বিধেঃ**—"সেইহেতু এবংবিৎ (—পরোক্ষজ্ঞানী) শান্ত দান্ত", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই শমদমাদির বিধান হইয়াছে । **তেষাম্**—আর বিহিত তাহাদের (—শমদমাদির), **অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ**—যেহেতু অবশ্য অনুষ্ঠেয়তা আছে, ইহাই ভাব ।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি কশ্চিৎ মন্যেত যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবঃ ন ন্যায্যঃ, বিধ্যভাবাৎ ।১ 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি' (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি এবংজা-

শাঙ্করভাষ্যম্

তীয়কা হি শ্রুতিঃ অনুবাদস্বরূপা বিদ্যাভিষ্টবপরা, ন যজ্ঞাদি-বিধিপরা।২ ইত্থং মহাভাগা বিদ্যা যদ্ যজ্ঞাদিভিঃ এতাম্ অবাপ্তুম্ ইচ্ছন্তি ইতি।৩ তথাপি তু শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ বিদ্যার্থী, "তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তঃ দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।২৩), ইতি বিদ্যাসাধনত্বেন শমদমাদীনাং বিধানাৎ, বিহিতানাং চ অবশ্যা-নুষ্ঠেয়ত্বাৎ।৪ ননু অত্রাপি 'শমদমাদ্যুপেতঃ ভূত্বা পশ্যতি' ইতি বর্ত্তমানাপদেশঃ উপলভ্যতে, ন বিধিঃ।৫ নেতি ব্রূমঃ, "তস্মাৎ" (বৃঃ ৪।৪।২৩) ইতি প্রকৃতপ্রশংসাপরিগ্রহাৎ বিধিত্বপ্রতীতেঃ।৬

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অপূর্ব্ব হওয়ায় শমদমাদিতে বিধি অঙ্গীকার। ব্রহ্মবিদ্যা স্বোৎপত্তিতে শমদমাদি অন্তরঙ্গসাধন সাপেক্ষ।]

যদি কেহ মনে করেন—যজ্ঞ প্রভৃতির বিদ্যাসাধনভাব (—ব্রহ্মবিদ্যার সাধন হওয়া) ন্যায্য নহে, যেহেতু [উক্ত বাক্যে] বিধি প্রত্যয় নাই।১ 'যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন', ইত্যাদি এই জাতীয় প্রসিদ্ধ শ্রুতি অনুবাদস্বরূপা, ব্রহ্মবিদ্যার অভিষ্টব (—স্তুতি) প্রতিপাদন করে, কিন্তু যজ্ঞাদিতে বিধি প্রতিপাদন করে না। ['কারণ তাহা অঙ্গীকার করিলে স্তুতি ও বিধি উভয়কল্পনাবশতঃ বাক্যভেদ হইয়া পড়িবে'।২ স্তুতির আকারপ্রদর্শন করিতেছেন—] ব্রহ্মবিদ্যা এতাদৃশ মহাপ্রভাব-শালিনী যে, যজ্ঞাদির দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে।৩ [সিদ্ধান্তী—] কিন্তু তাহা হইলেও (—ব্রহ্মবিদ্যা যজ্ঞাদি সাধনান্তর নিরপেক্ষ ও তত্ত্বমস্যাদিশব্দ-মাত্রগম্য হইলেও) ব্রহ্মবিদ্যার্থী শমদমাদিযুক্ত (১।৬৫ পৃঃ) হইবেন, যেহেতু "সেই-হেতু [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের সহিত আত্মা সম্বন্ধ নহেন] এইপ্রকার যিনি জানেন, তিনি শান্ত (—(৪) বাহেন্দ্রিয়ব্যাপাররহিত) দান্ত (—অন্তঃকরণগত তৃষ্ণানিবৃত্ত) উপরত (—সমস্ত কামনাশূন্য, সন্ন্যাসী), তিতিক্ষু (—সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু) এবং সমাহিত (—একাগ্রচিত্ত) হইয়া আত্মাতে (—শরীরের মধ্যে, প্রত্যক্চৈতন্যস্বরূপ] আত্মাকে দর্শন করেন", এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে শমদমাদি বিহিত হইয়াছে এবং যেহেতু যাহা বিহিত, তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠেয়; [সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাতে শমা-দিরও আবশ্যকতা আছে, তদ্বিহীন ব্যক্তির পক্ষে সেই বিদ্যা তত্ত্বমস্যাদি শব্দমাত্রগম্যা নহে।৪ শঙ্কা—] কিন্তু এই স্থলেও (—শমাদিবোধক এই বাক্যেও) 'শমাদিযুক্ত হইয়া দর্শন করেন', এইপ্রকারে বর্ত্তমানকালের উল্লেখ উপলব্ধ হইতেছে, বিধি নহে।৫ [সিদ্ধান্তী—] তাহা নহে, ইহা বলিতেছি, যেহেতু "তস্মাৎ" (—যেহেতু "তাঁহাকে

ভাবদীপিকা

(৪) এই অর্থ বৃহদারণ্যকের শাঙ্করভাষ্যানুসারে লিখিত হইল। বেদান্তপরিভাষাদি গ্রন্থে শমদমাদিশব্দের অর্থবিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয় (১।৬৫ পৃঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

"পশ্যেৎ" ইতি চ মাধ্যন্দিনাঃ বিস্পষ্টম্ এব বিধিম্ অধীয়তে।৭ তস্মাৎ যজ্ঞাদ্যনপেক্ষায়াম্ অপি শমাদীনি অপেক্ষিতব্যানি।৮ যজ্ঞাদীনি অপি তু অপেক্ষিতব্যানি ইতি যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ এব।৯ ননু উক্তং 'যজ্ঞাদিভিঃ বিবিদিষন্তি' ইত্যত্র ন বিধিঃ উপলভ্যতে ইতি।১০ সত্যম্ উক্তং, তথাপি তু অপূর্বত্বাৎ সংযোগস্য বিধিঃ পরিকল্প্যতে।১১ নহি অয়ং যজ্ঞাদীনাং বিবিদিষাসংযোগঃ পূর্বং প্রাপ্তঃ, যেন অনূদ্যেত।১২ "তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগঃ অদন্তক হি"

ভাষ্যানুবাদ

জানিয়া পাপকর্মের সহিত লিপ্ত হয় না, সেইহেতু" (বৃঃ ৪।৪।২৩), 'শমাদিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিচার করিবে'], এইপ্রকারে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রশংসা পরিগৃহীত হওয়ায় বিধি প্রতিভাত হইতেছে। [বিধি অনঙ্গীকারে উক্ত প্রশংসা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, কারণ "বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু", ইহাই শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত]।৬ আর মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়িগণ "পশ্যেৎ" এইপ্রকারে বিশেষ স্পষ্টভাবেই বিধিকে (—বিধিলিঙ্‌যুক্ত শব্দকে) পাঠ করিতেছেন।৭ সেইহেতু যজ্ঞাদির অপেক্ষা না থাকিলেও শম প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিতে হইবে।৮

[সিঃ—অপূর্ব হওয়ায় জ্ঞানসাধনরূপে যজ্ঞাদি বহিরঙ্গসাধনে বিধি অঙ্গীকার।]

[শমাদিতে বিধি অঙ্গীকারের জন্য যজ্ঞাদিসাধনসকলকে আপাততঃ অসাধনরূপে স্বীকার করা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই স্বীকৃতি ত্যাগ করিতেছেন—] কিন্তু যজ্ঞ প্রভৃতিকেও [জ্ঞানোৎপত্তির সাধনরূপে] অবশ্য অপেক্ষা (—অঙ্গীকার) করিতে হইবে, যেহেতু যজ্ঞাদিবোধক শ্রুতিবাক্য আছে।৯ [শঙ্কা—] কিন্তু ইহা কথিত হইয়াছে—'যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন', ইত্যাদি এই স্থলে বিধি উপলব্ধ হইতেছে না।১০ [সমাধান—] সত্য, কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও সংযোগের (—বিবিদিষার সহিত যজ্ঞাদিকর্মের সম্বন্ধের) অপূর্ব্বতাবশতঃ (—এইপ্রকার সম্বন্ধ পূর্ব্বে বিহিত না হওয়ায়) বিধি পরিকল্পিত হইতেছে।১১ [ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] যেহেতু যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার (—ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার) এই সংযোগ (—সম্বন্ধ) পূর্ব্বে প্রাপ্ত হয় নাই, যেকারণবশতঃ অনূদিত হইবে (—যজ্ঞাদিকর্মের দ্বারা বিবিদিষার উৎপত্তি পূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া অনুবাদ নহে, পরন্তু বিধি (৫)।১২ "সেইহেতু পূষাদেবতার ভাগ প্রপিষ্ট

ভাষ্যদীপিকা

(৫) আশঙ্কা হয়—"সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি পঠিত হইয়াছে, এই স্তুতিপরবাক্যে বিবিদিষার উৎপত্তির জন্য যজ্ঞাদিকর্মে বিধি অঙ্গীকৃত হইলে স্তুতি ও বিধি উভয় অঙ্গীকারবশতঃ বাক্যভেদ হইবে (২ বাক্য)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন— বিবিদিষোৎপত্তিদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি যজ্ঞাদির সাধন হওয়া,

শাঙ্করভাষ্যম্

(তৈঃ সং ২।৬।৮) ইতি এবমাদিষু চ অশ্রুতবিধিকেষু অপি বাক্যেষু অপূর্ব্বত্বাৎ বিধিং পরিকল্প্য "পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।৩৪) ইত্যাদিবিচারঃ প্রথমে তন্ত্রে প্রবর্ত্তিতঃ ।১৩ তথাচ

ভাষ্যানুবাদ

(—তণ্ডুল পেষণ করিয়া পূষাদেবতার জন্য হবনীয় চরু পাক করিতে হইবে), কারণ তিনি দন্তবিহীন", ইত্যাদি এই সকল স্থলে, যাহাতে বিধি প্রত্যয় শ্রুত হয় নাই, সেই সকল বাক্যেও অপূর্ব্ব হওয়ায় বিধি পরিকল্পনা করিয়া "পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত" (৬) ইত্যাদি বিচার প্রথম তন্ত্রে (—পূর্ব্বমীমাংসাতে) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।১৩ আর [ভগবান্ সূত্রকারও] সেইপ্রকারই বলিয়াছেন—"বিধিঃ বা

ভাবদীপিকা

ইহা অপূর্ব্ব (—বৃহদারণ্যকে পূর্ব্বে বর্ণিত হয় নাই); সেইহেতু অবান্তর অন্য বাক্য অঙ্গীকারকরতঃ বিধি স্বীকার করিতে হইবে। **শঙ্কা**—কিন্তু ছান্দোগ্যপঠিত সদ্বিদ্যা (ছাঃ ৬ অঃ) এবং বৃহদারণ্যকস্থ শারীরকব্রাহ্মণে পঠিত এই বিদ্যা অভিন্ন (৩।৩।৮ অধিঃ ২ বর্ণক দ্রঃ) হওয়ায় অত্রস্থ এই বাক্যে যদি যজ্ঞাদিকর্ম্মে বিধি অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে সদ্বিদ্যাতে পঠিত "তত্ত্বমসি" (ছাঃ৬।৮।৭) ইত্যাদি মহাবাক্যের সহিত বিদ্যাস্তুতিপ্রতিপাদক এই বাক্যের একবাক্যতা (—স্তুতিরূপে একই অর্থ প্রতিপাদকতা) ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—না, তাহা হইবে না. বাক্যৈকবাক্যতাবলে (১।৭৫৭ পৃঃ) "ইত্থং মহাভাগা বিদ্যা যদ্ যজ্ঞাদিভিঃ এতাম্ অবাপ্তুম্ ইচ্ছন্তি" (৩ বাক্য.), ইত্যাদি এইপ্রকারে সেই মহাবাক্যের সহিত ইহার একবাক্যতাও সম্পাদিত হইবে। এইপ্রকারে ব্রহ্মবিদ্যাবোধক পরমপ্রকরণে অবান্তর অন্য বাক্যে যজ্ঞাদি বিষয়ে বিধি অঙ্গীকৃত হইল। পরমপ্রকরণে অবান্তরবিষয়ে বিধি স্বীকৃত হয়, এই বিষয়ে পূর্ব্বমীমাংসার সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—"**তস্মাৎ**" 'সেইহেতু পূষা', ইত্যাদি (১৩ বাক্য)।

(৬) তাৎপর্য্য এই—শ্রুতিতে দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণে পঠিত হইতেছে—"তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগঃ অদন্তকঃ হি সঃ" (তৈঃ সং ২।৬।৮), এই স্থলে **সংশয়** হয়—এই যে পূষা দেবতার পিষ্টতণ্ডুলসম্পাদ্য চরু, ইহা কি দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের অঙ্গ, অথবা সৌর্য্যাদি বিকৃতি যজ্ঞের অঙ্গ ? **পূর্ব্ববাদী** বলেন—প্রকরণপ্রমাণবলে ইহা দর্শপূর্ণমাসের অঙ্গ। 'পূষা' দর্শপূর্ণমাসের দেবতা না হইলেও উক্ত পদের গৌণী বৃত্তিতে দর্শপূর্ণমাসের দেবতা অগ্নিকে গ্রহণ করিতে হইবে। **সিদ্ধান্তী** বলেন—"পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত অচোদনাৎ প্রকৃতৌ" (জৈঃ সূঃ ৩।৩।৩৪)। অর্থ—**পৌষ্ণং পেষণম্**—পূষাদেবতার চরুর পেষণ, **বিকৃতৌ প্রতীয়েত**—সৌর্য্যাদি বিকৃতি যজ্ঞেই প্রতীত (—অনুষ্ঠিত) হইবে, **প্রকৃতে অচোদনাৎ**—যেহেতু প্রকৃতিভূত দর্শপূর্ণমাসে পূষাদেবতা, অথবা পিষ্টচরু অঙ্গরূপে বিহিত হয় নাই। ভাব এই—দর্শপূর্ণমাসে পৌষ্ণপেষণ প্রকরণপ্রমাণবলে লব্ধ, সৌর্য্যাদিযজ্ঞে তাহা বাক্যপ্রমাণবলে লব্ধ। সেইহেতু বলবান্ বাক্যপ্রমাণবলে দর্শপূর্ণমাসের প্রকরণ হইতে পৌষ্ণপেষণের উৎকর্ষ (—বহির্নির্গমন) হইবে। আর "মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে গৌণার্থ অঙ্গীকার অন্যায্য", এই ন্যায়বলে 'পূষা' শব্দের অগ্নিরূপ গৌণার্থও সঙ্গত নহে। আর যাহা কালত্রয়াস্পৃষ্ট অর্থাৎ অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে কোথাও বিহিত হয় নাই) এতাদৃশ দ্রব্য ও দেবতা অব্যভিচরিত-

শাঙ্করভাষ্যম্

উক্তং "বিধির্বা ধারণবৎ" (৩।৪।২০) ইতি।১৪ স্মৃতিষু অপি ভগবদ্‌গীতাদ্যাসু অনভিসন্ধায় ফলম্ অনুষ্ঠিতানি যজ্ঞাদীনি মুমুক্ষোঃ জ্ঞানসাধনানি ভবন্তি ইতি প্রপঞ্চিতম্।১৫ তস্মাৎ যজ্ঞাদীনি শমদমাদীনি চ যথাশ্রমং সর্ব্বাণি এব আশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যোৎপত্তৌ অপেক্ষিতব্যানি।১৬ তত্রাপি "এবংবিদ্" (বৃঃ ৪।৪।২৩) ইতি বিদ্যাসংযোগাৎ প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসাধনানি শমাদীনি, বিবিদিষাসংযোগাৎ তু বাহ্যতরাণি যজ্ঞাদীনি ইতি বিবেক্তব্যম্।১৭॥৩।৪।২৭॥

ইতি ষষ্ঠং সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

ধারণবৎ", ইত্যাদি।১৪ ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি স্মৃতিসকলেও ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল মুমুক্ষুর জ্ঞানের (—জ্ঞানোদয়ের) সাধন, ইহা [গীতা ৩।১৯, ৪।১৯-২০, ১৮।৪৫-৪৬, ইত্যাদি স্থলে] বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।১৫ সেইহেতু (—নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষোৎপত্তিদ্বারে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির হেতু, ইহা শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায়সিদ্ধ হওয়ায়) শম দমপ্রভৃতি এবং [স্ব স্ব] আশ্রমানুসারে বিহিত যজ্ঞ প্রভৃতি সকলপ্রকার আশ্রমকর্ম্মই ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হওয়া উচিত।১৬ [আচ্ছা, যতকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যার উদয় না হয়, ততকাল পর্য্যন্তই কি কর্ম্ম ও শমদমাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে? উত্তর—] তাহাদের মধ্যেও "এবংবিদ্" এইপ্রকারে বিদ্যার সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সাধনভূত শম প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী (—চিত্তবিক্ষেপ নিবৃত্তির দ্বারা সাধকের যেন স্বভাবেই পরিণত হয় বলিয়া জ্ঞানকালেও বর্ত্তমান তাহারা অন্তরঙ্গসাধন), কিন্তু [বৃঃ ৪।৪।২২ শ্রুতিতে বর্ণিত] বিবিদিষার সহিত সম্বন্ধবশতঃ যজ্ঞ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বাহ্যসাধন (—পাপক্ষয় প্রতিবন্ধকনিবৃত্তি ও অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি হেতু হওয়ায় এবং বিবিদিষোৎপত্তির অনন্তর (৭) শ্রবণাদিকালে বর্ত্তমান না থাকায় তাহারা বহিরঙ্গসাধন), এইপ্রকারে পৃথগ্‌ভাবে বুঝিতে হইবে।১৭॥৩।৪।২৭॥ সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

ভাবে কোন যজ্ঞবোধক বিধিরই উপস্থাপক হইয়া থাকে, অন্যথা তাহাদের পাঠ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এই সকল হেতুবশতঃ যেমন "পূষোদ্দেশেন পিষ্টভাগঃ কর্ত্তব্যঃ", এইপ্রকার অবান্তরবিধিবাক্য কল্পনাকরতঃ সৌম্যাদিযজ্ঞের সহিত তাহার সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হয়; প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ যজ্ঞাদিবিষয়ে বিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি। অপূর্ব্ববিষয়ে অবান্তর বাক্য অঙ্গীকারকরতঃ বিধি অঙ্গীকার বিষয়ে সূত্রকারের সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—**তথাচ**—'আর ভগবান্' ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

[জ্ঞানী ও ভক্তের কর্ম্মত্যাগ বহিরঙ্গ সাধনের নিবৃত্তিকাল এবং ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদক সাধনের ক্রম।]

(৭) সাধক স্বাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান কতকাল করিবেন,

ভাবদীপিকা [বহিরঙ্গসাধনের নিবৃত্তিকাল]

তাহা অনুধাবনযোগ্য। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাহনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ" ॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।১৮।২৭)। অনপেক্ষক—মোক্ষেও আকাঙ্ক্ষারহিত ভক্ত। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" ॥ (গীতা ৩।১৭)। এতদ্দ্বারা আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানযোগীর এবং মোক্ষেও আকাঙ্ক্ষারহিত ভক্তের * কর্ম্মত্যাগে অধিকার প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু এই আত্মনিষ্ঠা ও শুদ্ধা ভক্তি জীবের ভাগ্যে সহসা উদিত হয় না; তজ্জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। শাস্ত্র সেই উপায় বলিতেছেন—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), "নিত্যনৈমিত্তিকৈরেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয়ম্। জ্ঞানং চ বিমলীকুর্ব্বন্ অভ্যাসেন চ পাচয়েৎ" ॥ "কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি" ইত্যাদি ৩।৪।২৬ সূত্রভাষ্যোদ্ধৃত বচনও দ্রষ্টব্য। কিন্তু কতকাল কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, সেই বিষয়ে আচার্য্যগণ বলেন—"প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব" ॥ (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ১।৪৯)।—"কর্ম্মসকল শুদ্ধতাসম্পাদনদ্বারা বুদ্ধির প্রত্যক্প্রবণতাকে (—দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে আত্মবুদ্ধিকে) উৎপাদনকরতঃ কৃতার্থ হইয়া বর্ষাপগমে মেঘরাজির ন্যায় অস্তগমন করে (—নিবৃত্ত হয়")। বুদ্ধির এই যে প্রত্যক্প্রবণতা, যাহা চিত্তের শুদ্ধতাধারে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্য, ইহারই অপর নাম—**বিবিদিষা**; 'ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছামাত্রই' 'বিবিদিষা' নহে। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা" (গীতা ১৮।২ টীকা)। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"কর্ম্ম কত দিন? যত দিন দেহে অভিমান থাকে" (কথামৃত ৪।২১।৩।২১৪)। অতএব দেহাত্মবুদ্ধিরাহিত্য ও প্রত্যক্প্রবণতার উদয় হইলেই কর্ম্মত্যাগে (—সন্ন্যাসে) অধিকার †,

* শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" ॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২০।৮)—"ভাগ্যবশে ভগবৎকথা শ্রবণে যাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত নহেন এবং অত্যন্ত আসক্তও নহেন, তিনি ভক্তিযোগে অধিকারী" ॥ ভক্তের কর্ম্মত্যাগ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" ॥ (শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২০।৯)। অতএব ভক্তিমার্গে বিষয়ে বৈরাগ্য ও ভগবন্নামগুণকীর্ত্তনে শ্রদ্ধার উদয় হইলে কর্ম্মত্যাগ অনুমোদিত, ইহাই প্রতিভাত হইতেছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে কর্ম্মত্যাগ আপনি হয়ে যায়" (কথামৃত ১।৮।৩।১২৬)। "যখন একবার হরি, বা একবার রামনাম করিলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো সন্ধ্যাদিকর্ম্ম আর করতে হবে না, তখন কর্ম্মত্যাগের অধিকার হয়েছে, কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে" (ঐ ১।১।২।১৮), ইত্যাদি। বৈদিক সগুণপরব্রহ্মোপাসনাসকলে কিন্তু বিশেষ আছে, তাহা ৪।১।১২ অধিকরণে আলোচিত হইবে।

[বিদ্বৎ সন্ন্যাস ও বিবিদিষা সন্ন্যাস।]

† দেহাভিমানরাহিত্যযুক্ত প্রত্যক্প্রবণতা (—বিবিদিষা) দৃঢ় ও তীব্র হইলে তখন অধিকারীকে আর বিধিপূর্ব্বক প্রাজাপত্যেষ্টির (৬০৯ পৃঃ) অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে হয় না, কর্ম্মই তাহাকে ত্যাগ করে, যথা—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিঃ ত্যজ্যতেহ্যসৌ কর্ম্মণো মূলভূতস্য সঙ্কল্পস্যৈব নাশতঃ" ॥ (যোগবাসিষ্ঠ)। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা স্মরণীয়, তর্পণে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহাতে অপারগ, ইহাই বিদ্বৎসন্ন্যাস। আবার সম্প্রদায়বিদ্গণ উক্ত অবস্থাতে সম্যগ্ অনুপনীত বিবিদিষুগণের জন্যও কর্ম্মত্যাগ (—বিবিদিষা সন্ন্যাস) বিধান করিয়াছেন, যথা—

৭। সর্বান্নানুমত্যধিকরণম্। [২৮-৩১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রাণবিদের অভক্ষ্যভক্ষণশ্রুতি অর্থবাদমাত্র। আপৎকালে সকলের পক্ষে তাহা অনুজ্ঞাত।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্বাধিকরণে ব্রহ্মবিদ্যার সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় যেমন যজ্ঞাদিকে ও শমদমাদিকে ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, তদ্রূপ প্রাণবিদ্যার সন্নিধানে পঠিত সকলপ্রকার অন্নভক্ষণকে প্রাণবিদ্যার সাধনরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—স্বাধীনভাবে (—কর্মনিরপেক্ষভাবে) পুরুষার্থসাধক প্রাণবিদ্যার স্তুতির জন্য সকল প্রাণীর অন্নভক্ষণ বর্ণিত হইলেও চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনদ্বারা সেই প্রাণবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার সাধন হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। (ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী)।

ন্যায়মালা

সর্ব্বাশনবিধিঃ প্রাণবিদোঽনুজ্ঞাঽথবাপদি।
অপূর্ব্বত্বেন সর্ব্বান্নভুক্তির্ধ্যাতুর্বিধীয়তে ॥
শ্বাদ্যন্নভোজনাশক্তেঃ শাস্ত্রাচ্চাভোজ্যবারণাৎ।
আপদি প্রাণরক্ষার্থমেবানুজ্ঞায়তেঽখিলম্ ॥

অন্বয়—প্রাণবিদঃ সর্ব্বাশনবিধিঃ, অথবা আপদি অনুজ্ঞা ? অপূর্ব্বত্বেন সর্ব্বান্নভুক্তিঃ ধ্যাতুঃ বিধীয়তে। শ্বাদ্যন্নভোজনাশক্তেঃ, শাস্ত্রাৎ চ অভোজ্যবারণাৎ, আপদি প্রাণরক্ষার্থম্ এব অখিলম্ অনুজ্ঞায়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[প্রাণবিদ্যায়াং শ্রূয়তে—"ন হ বৈ এবংবিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি" (ছাঃ ৫।২।১) ইতি। প্রাণবিদঃ সর্ব্বাত্ত্বম্ অত্র বিষয়ঃ। অপূর্ব্বত্বাৎ বিধ্যশ্রবণাৎ চ ভবতি অত্র সংশয়ঃ—] প্রাণবিদঃ [কিম্ অয়ং] সর্ব্বাশনবিধিঃ, অথবা আপদি [সর্ব্বেষাম্ ইয়ম্] অনুজ্ঞা?

পূর্ব্বপক্ষ - অপূর্ব্বত্বেন সর্ব্বান্নভুক্তিঃ ধ্যাতুঃ [প্রাণোপাসকস্য কৃতে] বিধীয়তে।

সিদ্ধান্ত—["যদিদং কিঞ্চ আশ্বভ্যঃ আকৃমিভ্যঃ আকীটপতঙ্গেভ্যঃ তৎ তে অন্নম্" (বৃঃ

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদক সাধনক্রম]

তাহার পূর্বে নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। তাহাতে সাধনক্রম এই প্রকার পর্য্যবসিত হইতেছে—(ক) প্রথমে বিবিদিষোৎপাদক নিষ্কামকর্ম্মে প্রবৃত্তি, শমদমাদি তৎকাল হইতেই অভ্যস্ত হইয়া সারাজীবন অনুবৃত্ত হইতে থাকে। (খ) বিবিদিষোৎপত্তির অনন্তর কর্ম্মসন্ন্যাস। (গ) তদনন্তর বিধের শ্রবণে (৪।১।১ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ) অধিকার। (ঘ) অনন্তর প্রতিবন্ধক্ষয়ে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি। এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম হইল সর্ব্বাপেক্ষা বহিরঙ্গ সাধন, শমদমাদি তদপেক্ষা অন্তরঙ্গ, শ্রবণমননাদি তদপেক্ষাও অন্তরঙ্গ। আবার তাহাদের মধ্যেও শ্রবণ সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার অঙ্গ; কারণ ইহারা প্রমেয়গত অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনাকে (৩।৪।১৪ অধিঃ ১ ভাবদীঃ) নিরাকরণকরতঃ শ্রুতব্রহ্ম অধিকারীর অপরোক্ষজ্ঞানলাভযোগ্যতা সম্পাদন করে। তদনন্তর চরম শ্রবণদ্বারাই (৪।১।১ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ) অবিদ্যাধ্বংসি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহাই বস্তুস্থিতি। (সংগ্রহ আমাদের)।

"জ্ঞান নিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বম্ আলক্ষ্য ত্যজেৎ বা" (গীতা, শ্রীধরী ১৮।২), "ব্রহ্মজ্ঞানস্য অনুভবাবসানতাসিদ্ধয়ে পরোক্ষনিশ্চয়পূর্ব্বকঃ সন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ" (কেন উঃ অবতরণভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা)। বলা বাহুল্য 'প্রাত্মাপভোগ্নি' ইঁহাদের জন্যই বিহিত।

৬৷১৷১৪) ইতি শ্বাদিভোজ্যম্ অন্নং প্রাণোপাসকস্য ভোজ্যতয়া বিধেয়ম্, ন চ তৎ বিধাতুং শক্যম্। কুতঃ ?] শ্বাদ্যন্নভোজনাশক্তেঃ, ["আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছাঃ ৭৷২৬৷২) ইত্যাদি-] শাস্ত্রাৎ চ অভোজ্যবারণাৎ। [তস্মাৎ] আপদি প্রাণরক্ষার্থম্ এব [সহজলভ্যবর্জ্জং সুরা-বর্জ্জং চ] অখিলং [ভক্ষ্যাভক্ষ্যাত্মকম্] অনুজ্ঞায়তে। [অতএব চাক্রায়ণঃ মুনিঃ প্রাণাত্যয়ে প্রাপ্তে পর্য্যুষিতান্ উচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষান্ ভক্ষয়িত্বা শূদ্রভাণ্ডস্থম্ উচ্ছিষ্টম্ উদকং ন পপৌ ইতি "ন বৈ অজীবিষম্", "কামঃ মে উদপানম্" (ছাঃ ১৷১০৷৪) ইত্যাদিশ্রুতৌ পঠিতম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[প্রাণবিদ্যাতে শ্রুত হইতেছে—"যিনি এইপ্রকার জানেন তাঁহার পক্ষে কোন অন্ন অনন্ন (—অভক্ষ্য) নহে", ইত্যাদি। প্রাণোপাসকের সর্ব্বান্নভোক্তৃত্ব এখানে বিষয়। পূর্ব্বে বিহিত না হওয়ায় এবং বিধিবিভক্তি শ্রুত না হওয়ায় এই স্থলে সংশয় হয়—] প্রাণোপাসকের পক্ষে ইহা কি সর্ব্বপ্রকার অন্নভক্ষণে বিধি, অথবা আপৎকালে সকলের জন্য ইহা অনুজ্ঞা (—বিধি, অনুমতি)?

পূর্ব্বপক্ষ—অপূর্ব্ব হওয়ায় (—পূর্ব্বে বিহিত না হওয়ায়) ধ্যাতা প্রাণোপাসকের জন্য সকলপ্রকার অন্নভক্ষণ বিহিত হইতেছে।

সিদ্ধান্ত—["কুকুর ক্রিমী এবং কীটপতঙ্গগণ পর্য্যন্ত [সকল প্রাণীর] এই যাহা কিছু অন্ন, সমস্তই তোমার অন্ন", এইপ্রকারে কুকুরাদির ভোজ্য অন্নকে প্রাণোপাসকের ভোজ্যরূপে বিধান করিতে চইবে, তাহা কিন্তু বিধান করিতে পারা যায় না। কেন? উত্তর—] যেহেতু [মনুষ্য প্রাণোপাসক] কুকুরাদির অন্ন ভোজন করিতে সমর্থ নহে এবং যেহেতু ["আহার শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়", ইত্যাদি] শাস্ত্রবলে অভক্ষ্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। [সেই হেতু] আপৎকালে প্রাণরক্ষার জন্যই [সহজলভ্যবর্জ্জিত ও সুরাবর্জ্জিত] যাবতীয় ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য অনুমোদিত হইয়াছে। [এইহেতু ঋষি চাক্রায়ণ প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে পর্য্যুষিত ও উচ্ছিষ্ট মাষকড়াই ভক্ষণ করিয়া শূদ্রভাণ্ডস্থ উচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই, ইহা "আমি বাঁচিতাম না", "পানীয় জল যথেচ্ছ প্রাপ্ত হইতে পারি", ইত্যাদি শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগে নিয়ম না থাকায় তাহা প্রাণবিদ্যার অঙ্গ। সিদ্ধান্তে—বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের অনাপৎকালে নিয়ম থাকায় তাহা বিদ্যার স্তুতিমাত্র।

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥৩৷৪৷২৮॥

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে প্রাণবিদ্যায়াং শ্রূয়তে—"ন হ বৈ অস্য অনন্নং জগ্ধং ভবতি" (বৃঃ ৬৷১৷১৪) ইতি। তত্র প্রাণোপাসকস্য কিম্ ইদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং বিদ্যাঙ্গং বিধীয়তে, উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যতে ইতি সংশয়ে বিদ্যাঙ্গং বিধীয়তে ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] প্রাণাত্যয়ে চ—প্রাণসঙ্কটকালে ঘোরায়াম্ আপদি এব, সর্ব্বান্নানুমতিঃ—সহজ-লভ্যবর্জ্জং সুরাবর্জ্জং চ সর্ব্বম্ অন্নং [বিদ্বাংসম্ অবিদ্বাংসং বা প্রতি অদনীয়ত্বেন] অনুমতিঃ—অনুজ্ঞানম্, [ন স্বস্থং প্রতি। কুতঃ?] তদ্দর্শনাৎ—"মটচীহতেষু কুরুষু" (ছাঃ ১৷১০৷১) ইত্যাদিব্রাহ্মণে তস্য অভক্ষ্যভক্ষণস্য আপৎকালে এব দর্শনাৎ। [অতঃ শ্বাদিমর্য্যাদান্নস্য একেন অত্তুম্ অশক্যত্বাৎ ন সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং বিদ্যাঙ্গং বিধীয়তে, অপিতু 'প্রাণমাত্রস্য অন্নম্ ইদং সর্ব্বম্', ইতি যচ্চিন্তনং বিহিতং, তৎ স্তুত্যর্থম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে প্রাণবিদ্যাতে শ্রুত হইতেছে—"যাহা অন্ন নহে, এইপ্রকার কিছু ইঁহা কর্তৃক ভক্ষিত হয় না", ইত্যাদি। সেই স্থলে ইহা কি প্রাণোপাসকের জন্য সকলপ্রকার অন্নভক্ষণের অনুমতি বিদ্যার অঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে, অথবা স্তুতির জন্য বর্ণিত হইতেছে? এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'বিদ্যাঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] প্রাণাত্যয়ে চ—প্রাণসঙ্কটকালে ঘোর বিপদেই, সর্ব্বান্নানুমতিঃ—সহজলভ্যবর্জ্জিত ও সুরাবর্জ্জিত সকলপ্রকার অন্ন [বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের প্রতি ভক্ষণীয়রূপে] অনুজ্ঞাত হইয়াছে, [কিন্তু সুস্থ ব্যক্তির প্রতি নহে। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] তদ্দর্শনাৎ—যেহেতু "মটচীহতেষু কুরুষু", ইত্যাদি ব্রাহ্মণে সেই অভক্ষ্যভক্ষণ আপৎকালেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। [অতএব কুকুরগণের অন্ন পর্য্যন্ত অন্ন কোন ব্যক্তিকর্তৃক ভক্ষিত হওয়া সামর্থ্যাতীত হওয়ায় সকলপ্রকার অন্নভক্ষণের অনুমতি বিদ্যাঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে না, পরন্তু "এই সমস্ত প্রাণেরই অন্ন', এইপ্রকার যে চিন্তন বিহিত হইয়াছে, তাহা স্তুতির জন্য, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণসংবাদে শ্রূয়তে ছন্দোগানাম্—"ন হ বৈ এবংবিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি" (ছাঃ ৫।২।১) ইতি ।১ তথা বাজসনেয়িনাম্—"ন হ বৈ অস্য অনন্নং জগ্ধং ভবতি, ন অনন্নং প্রতিগৃহীতম্" (বৃঃ ৬।১।১৪) ইতি ।২ সর্ব্বম্ এব অস্য অদনীয়ম্ এব ভবতি ইত্যর্থঃ ।৩ কিম্ ইদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবৎ বিদ্যাঙ্গং বিধীয়তে, উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যতে ইতি সংশয়ে 'বিধিঃ' ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্ ।৪ তথাহি প্রবৃত্তিবিশেষকরঃ উপদেশঃ ভবতি ।৫ অতঃ প্রাণবিদ্যাসন্নিধানাৎ তদঙ্গত্বেন ইয়ং নিয়মনিবৃত্তিঃ উপদিশ্যতে ।৬ ননু এবংসতি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রব্যাঘাতঃ স্যাৎ ।৭ নৈষঃ দোষঃ,

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—সন্নিধিপাঠবলে ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়মের পরিত্যাগ প্রাণবিদ্যার অঙ্গ।]

ছন্দোগগণের প্রাণসংবাদে শ্রুত হইতেছে—["আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত মুখ্যপ্রাণস্বরূপ], এইপ্রকার যিনি জানেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই অনন্ন (—অভক্ষ্য) নহে", ইত্যাদি।১ বাজসনেয়কগণের প্রাণসংবাদে সেইরূপই শ্রুত হইতেছে—"যাহা অনন্ন এইপ্রকার কিছু ইঁহাকর্তৃক ভক্ষিত হয় না, যাহা অন্ন নহে, তাহা প্রতিগৃহীত হয় না", ইত্যাদি।২ 'সমস্তই ইঁহার (—প্রাণোপাসকের) অবশ্যই ভক্ষ্য হইয়া থাকে, ইহাই [উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসকলের] অর্থ।৩ সকল প্রাণীর [ভক্ষণযোগ্য] অন্নগ্রহণের এই অনুমতি কি শমাদির ন্যায় প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপে বিহিত হইতেছে, অথবা [সেই বিদ্যার] স্তুতির জন্য বর্ণিত হইতেছে, এইপ্রকার সংশয় হইলে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] 'বিধি', ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল।৪ যেহেতু তাহা হইলেই উপদেশ প্রবৃত্তিবিশেষের (—উপাসনাক্রিয়াতে প্রবৃত্তির) উৎপাদক হইয়া থাকে।৫ অতএব প্রাণবিদ্যার সন্নিকটে পঠিত হওয়ায় [স্থানপ্রমাণবলে] তাহার অঙ্গরূপে এই নিয়মনিবৃত্তি (—ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়মের পরিত্যাগ) উপদিষ্ট

শাঙ্করভাষ্যম্

সামান্যবিশেষভাবাৎ বাধোপপত্তেঃ ।৮ যথা প্রাণিহিংসাপ্রতিষেধস্য পশুসংজ্ঞপনবিধিনা বাধঃ ।৯ যথা চ "ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্ ব্রতম্" (ছাঃ ২।১৩।২) ইতি অনেন বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্বস্ত্র্যপরিহারবচনেন তৎসামান্যবিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে ।১০ এবম্ অনেন অপি প্রাণবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্বান্নভক্ষণবচনেন ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যেত ইতি ।১১ এবংপ্রাপ্তে ব্রূমঃ—নেদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং বিধীয়তে ইতি ।১২ নহি অত্র বিধায়কঃ শব্দঃ উপলভ্যতে, "ন হ বৈ এবংবিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি" (ছাঃ ৫।২।১) ইতি বর্ত্তমানাপদেশাৎ ।১৩ ন চ অসত্যাম্ অপি বিধিপ্রতীতৌ প্রবৃত্তিবিশেষকরত্বলোভেন এব বিধিঃ অভ্যুপগন্তুং

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে ।৬ [শঙ্কা—] কিন্তু এইপ্রকার হইলে ["ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি] ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের বিভাগবোধক শাস্ত্রের ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে ।৭ [পূঃ সমাধান—] ইহা দোষ নহে, কারণ সামান্যবিশেষভাববশতঃ [বিশেষ বিধির দ্বারা সামান্য বিধির] বাধ সঙ্গত ।৮ যেমন ["মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি", এইপ্রকারে সাধারণভাবে] প্রাণিহিংসা প্রতিষেধের ["অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত", এই] পশুবধবোধক [বিশেষ] বিধির দ্বারা বাধ হইয়া থাকে ।৯ আর যেমন "কোন রমণীকেই পরিত্যাগ করিবে না, তাহা ব্রত", ইত্যাদি এই বামদেব্যবিদ্যাবিষয়ক রমণীর অপরিহারবোধক [বিশেষ] বচনের দ্বারা সাধারণভাবে তদ্বিষয়ক গম্যাগম্যবিভাগবোধক শাস্ত্র বাধিত হইয়া থাকে ।১০ এইপ্রকারে প্রাণবিদ্যাবিষয়ক সকলপ্রকার অন্নভক্ষণবোধক এই [বিশেষ] বাক্যের বলে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগবোধক [সামান্য] শাস্ত্র বাধিত হইবে, ইত্যাদি ।১১

[সিঃ—মনুষ্যের পক্ষে সকল প্রাণীর অন্নভক্ষণ সম্ভব না হওয়ায় এবং স্বস্থাবস্থাতে অভক্ষ্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহা প্রাণবিদ্যার অঙ্গ নহে; অর্থবাদমাত্র।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—সর্ব্ব প্রাণীর অন্নভক্ষণে এই অনুমতি বিহিত হইতেছে না ।১২ যেহেতু এখানে [বিধিলিঙাদি] বিধায়ক শব্দ উপলব্ধ হইতেছে না, কারণ "যিনি এইপ্রকার জানেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই অনন্ন (—অভক্ষ্য) নহে", এইপ্রকারে বর্ত্তমানকালের নির্দ্দেশ আছে ।১৩ [কিন্তু "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন", এবং "পর্ণময়ীবাক্য" ইত্যাদি স্থলে বিধিলিঙাদি শ্রুত না হইলেও, যেমন অপূর্ব্ব হওয়ায় বিধি অঙ্গীকৃত হয় (৬৪৩ পৃঃ), প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর বিধির প্রতীতি না হইলেও, [ভক্ষ্যাভক্ষ্যনির্বিচারে যাবতীয় বস্তু ভোজনের সুযোগরূপ] প্রবৃত্তিবিশেষের সম্পাদক হইবে, এই লোভবশতঃই বিধি অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না,

শাঙ্করভাষ্যম্

শক্যতে ।১৪ অপিচ 'শ্বাদিমর্য্যাদং প্রাণস্য অন্নম্' ইতি উক্ত্বা ইদম্ উচ্যতে 'ন এবংবিদঃ কিঞ্চিৎ অনন্নং ভবতি' ইতি ।১৫ ন চ শ্বাদি-মর্য্যাদম্ অন্নং মানুষেণ দেহেন উপভোক্তুং শক্যতে ।১৬ শক্যতে তু প্রাণস্য অন্নম্ ইদং সর্ব্বম্ ইতি বিচিন্তয়িতুম্ ।১৭ তস্মাৎ প্রাণান্নবিজ্ঞানপ্রশংসার্থঃ অয়ম্ অর্থবাদঃ, ন সর্ব্বান্নানুজ্ঞান-বিধিঃ ।১৮ তৎ দর্শয়তি "সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে" ইতি ।১৯ এতদ্ উক্তং ভবতি—প্রাণাত্যয়ে এব হি পরস্যাম্ আপদি সর্ব্বম্

ভাষ্যানুবাদ

[কারণ তাহাতে নিষেধশাস্ত্রের বিরোধ হইয়া পড়িবে (১) ।১৪ আর দেখ, 'কুক্কুরের অন্ন পর্য্যন্ত সকলই প্রাণের অন্ন', ইহা বলিয়া ইহা বলা হইতেছে—'এইপ্রকার যিনি জানেন, তাঁহার কিছুই অনন্ন নহে' ইত্যাদি ।১৫ কিন্তু কুক্কুরের অন্ন পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ন মনুষ্যশরীর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে পারে না। [এইপ্রকার বিরোধ হওয়ায় বিধিকল্পনা সম্ভব নহে ।১৬ কিন্তু তাহা হইলে 'সমস্তই প্রাণের অন্ন', ইত্যাদি বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। উত্তর—] পরন্তু 'এই সমস্ত প্রাণের অন্ন', এইপ্রকার চিন্তা (—ধ্যান) করিতে পারা যায়। [সুতরাং উক্ত বাক্যসকল ব্যর্থ নহে] ।১৭ সেই-হেতু [স্বীকার করিতে হইবে—] প্রাণান্নবিজ্ঞানের (—সমস্তই মুখ্যপ্রাণের অন্ন, এইপ্রকার চিন্তনের) প্রশংসার জন্য ইহা অর্থবাদ, কিন্তু সর্ব্বপ্রাণীর অন্নভক্ষণে অনুমতিজ্ঞাপক বিধি নহে ।১৮ [উপাসককর্ত্তৃক ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র আদৃত হওয়া উচিত, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শনের জন্য সূত্রভাগের ব্যাখ্যা করিতেছেন—ভগবান্ সূত্রকার] তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"প্রাণসঙ্কটকালে [সহজলভ্য বস্তু বর্জ্জিত ও সুরাবর্জ্জিত] সকলপ্রকার অন্ন অনুমোদিত হইয়াছে", ইত্যাদি ।১৯ ইহা কথিত হইতেছে (—এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—) প্রাণসঙ্কটরূপ পরম বিপদেই সকলপ্রকার অন্ন ভক্ষণীয়রূপে অনুজ্ঞাত হইয়াছে যেহেতু [শ্রুতিতে] "তাহা

ভাবদীপিকা

(১) সংশয়—কিন্তু বিশেষ বিধিদ্বারা সামান্য বিধি বাধিত হইয়া থাকে, ইহা "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইত্যাদি স্থলে এবং বামদেব্যবিদ্যাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—প্রত্যক্ষভাবে শ্রুত বিশেষবিধিই শ্রুত সামান্যবিধিকে বাধিত করিতে সমর্থ, কল্পিত বিশেষবিধি নহে। **শঙ্কা**—কিন্তু অপূর্ব্ব হইলেও বিধিপ্রত্যয়হীন অভক্ষ্যভক্ষণে যদি বিধি অঙ্গীকৃত না হয়, তাহা হইলে "বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি বিধিপ্রত্যয়হীন স্থলেও তাহা কল্পনা করা চলিবে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অবিরুদ্ধ স্থলেই বিশেষবিধি সামান্য-বিধিকে বাধিত করিতে সমর্থ কিন্তু যদি বিরোধ থাকে, তাহা হইলে সামান্যবিধির দ্বারা বিশেষ বিধির কল্পনাই বাধিত হইয়া পড়ে, কারণ বিধিকল্পনা অবিরোধসাপেক্ষ। "বিবিদিষন্তি" ইত্যাদি স্থলে কোনপ্রকার বিরোধ না থাকায় বিধি অঙ্গীকৃত হয়। প্রস্তাবিত স্থলে বিরোধ-বশতঃ তাহা সম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ' ইত্যাদি (১৫ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্নম্ অদনীয়ত্বেন অভ্যনুজ্ঞায়তে "তদ্দর্শনাৎ"।২০ তথাহি শ্রুতিঃ চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কষ্টায়াম্ অবস্থায়াম্ অভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তিং দর্শয়তি—"মটচীহতেষু কুরুষু" (ছাঃ ১।১০।১) ইতি অস্মিন্ ব্রাহ্মণে।২১ চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিঃ আপদ্গতঃ ইভ্যেন সামিখাদিতান্ কুল্মাষান্ চখাদ।২২ অনুপানং তু তদীয়ম্ উচ্ছিষ্ট-দোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে।২৩ কারণং চ অত্র উবাচ "ন বৈ অজীবিষ্যম্ ইমান্ অখাদন্" ইতি, "কামঃ মে উদপানম্" (ছাঃ ১।১০।৪) ইতি চ।২৪ পুনশ্চ উত্তরেদ্যুঃ তান্ এব স্বপরোচ্ছিষ্টান্ পর্য্যুষিতান্ কুল্মাষান্ ভক্ষয়াম্বভূব ইতি।২৫ তদেতৎ উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্ট-পর্য্যুষিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেঃ আশয়াতিশয়ঃ লক্ষ্যতে 'প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসংধারণায় অভক্ষ্যম্ অপি ভক্ষয়িতব্যম্' ইতি।২৬ স্বস্থাবস্থায়াং তু তৎ ন কর্ত্তব্যং বিদ্যাবতাপি ইতি অনুপানপ্রত্যাখ্যানাৎ গম্যতে।২৭ তস্মাৎ অর্থবাদঃ "ন হ বৈ এবংবিদি" (ছাঃ ৫।২।১) ইতি এবমাদিঃ।২৮॥৩।৪।২৮॥

ভাষ্যানুবাদ

পরিদৃষ্ট হইতেছে"।২০ যেমন দেখ, শ্রুতি "কুরুদেশ [তত্রস্থ শস্যসম্ভার] মটচীর (—বজ্রাগ্নির, অথবা শিলাবৃষ্টির, অথবা রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের (—পঙ্গপালের ?) দ্বারা বিনষ্ট হইলে". ইত্যাদি এই ব্রাহ্মণে কষ্টকর অবস্থাতে চাক্রায়ণ ঋষির অভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।২১ [এই আখ্যায়িকা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন—] বিপদে পতিত চাক্রায়ণ নামক ঋষি হস্তিপালক-কর্ত্তৃক অর্দ্ধভুক্ত কুল্মাষ-(—মাষকড়াই-) সকল ভক্ষণ করিয়াছিলেন।২২ কিন্তু উচ্ছিষ্টতাদোষবশতঃ তাহার (—হস্তিপালকের) অনুপান (—ভোজনোত্তরকালে অবশিষ্ট পানীয় জল) প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।২৩ আর এই স্থলে [প্রত্যাখ্যানের] কারণও বলিয়াছিলেন—"এইগুলি না খাইলে আমি জীবিত থাকিতাম না", এবং "উদপান (—কূপাদি জলাশয়) আমার ইচ্ছালভ্য (—পানীয় জল যথেচ্ছ প্রাপ্ত হইব"), ইত্যাদি।২৪ আবার পুনরায় পরদিবসে [সেই ঋষি] নিজের ও অপরের উচ্ছিষ্ট এবং পর্য্যুষিত সেই কুল্মাষসকলকেই ভক্ষণ করিয়াছিলেন।২৫ এইপ্রকারে উচ্ছিষ্ট-উচ্ছিষ্ট (—স্বপরোচ্ছিষ্ট) ও পর্য্যুষিত ভক্ষণ প্রদর্শনকারিণী শ্রুতির বিশেষ অভিপ্রায় লক্ষিত হইতেছে—'প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হইলে প্রাণধারণের জন্য অভক্ষ্যও ভক্ষণ করা উচিত', ইত্যাদি।২৬ কিন্তু স্বস্থ (—স্বাভাবিক) অবস্থাতে বিদ্বান্গণেরও তাহা কর্ত্তব্য নহে, ইহা অনুপান প্রত্যাখ্যান হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।২৭ সেইহেতু (—উচ্ছিষ্টভক্ষণ ও পানীয়জলত্যাগরূপ শিষ্টাচারাত্মক শ্রৌত লিঙ্গপ্রমাণবলে আপৎকালভিন্নকালে বিদ্বান্গণের পক্ষেও অভক্ষ্যভক্ষণ

ভাষ্যানুবাদ

কর্তব্য না হওয়ায়। "ন হ বৈ এবংবিদি", ইত্যাদি এই সকল [বচন] অর্থবাদমাত্র, [প্রাণোপাসকের পক্ষে অভক্ষ্যভক্ষণে অনুজ্ঞা নহে] ।২৮।।৩।৪।২৮।।

অবাধাচ্চ ॥৩।৪।২৯॥

সূত্রার্থ—["ন হ বৈ এবংবিদি" (ছাঃ ৫।২।১), "ন হ বৈ অস্য অনন্নং জগ্ধং ভবতি" (বৃঃ ৬।১।১৪) ইত্যাদিশ্রুতেঃ অর্থবাদত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—] অবাধাৎ—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইতি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রস্য বাধাসম্ভবাৎ, চ—শিষ্টাচারস্যাপি বাধাসম্ভবাৎ "ন হ বৈ অস্য অনন্নং জগ্ধং ভবতি" ইত্যাদিশাস্ত্রম্ অর্থবাদমাত্রম্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["ন হ বৈ এবংবিদি" এবং "যাহা অন্ন নহে, এমন কিছু ইঁহাকর্তৃক ভক্ষিত হয় না" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থবাদতাবিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] অবাধাৎ—"আহার শুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়", এই ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের বাধ সম্ভব না হওয়ায় [এবং] চ—শিষ্টাচারেরও বাধ সম্ভব না হওয়ায় "ইঁহাকর্তৃক অনন্ন (—অভক্ষ্য) ভক্ষিত হয় না", ইত্যাদি শাস্ত্র অর্থবাদমাত্র।

শাঙ্করভাষ্যম

এবং চ সতি "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইতি এবমাদি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রম্ অবাধিতং ভবিষ্যতি ॥৩।৪।২৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র স্বস্থাবস্থাতে বাধিত না হওয়ায় "ন হ বৈ এবংবিদি" ইত্যাদি বচন অর্থবাদ মাত্র।]

আর এইপ্রকার হইলে (—স্বস্থাবস্থাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগ থাকিলে) "আহার শুদ্ধ (—অভক্ষ্যবর্জ্জিত) হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়", ইত্যাদি এই সকল ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগবোধক শাস্ত্র বাধিত হইবে না। [ফলে "ন হ বৈ এবংবিদি" (ছাঃ ৫।২।১) ইত্যাদি শাস্ত্র অর্থবাদমাত্র, ইহাই সিদ্ধ হয়] ॥৩।৪।২৯॥

অপিচ স্মর্য্যতে ॥৩।৪।৩০॥

সূত্রার্থ—[ননু ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বিদ্বদবিদ্বদ্বিষয়ং ভবতু? অতঃ আহ—] অপিচ [পরস্যাম্ আপদি বিদুষঃ অবিদুষশ্চ সর্বান্নভক্ষণং] স্মর্য্যতে—"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন" ॥ (মনু সং ১০।১০৪) ইত্যাদিস্মৃতৌ বর্ণ্যতে। [তস্মাৎ স্বস্থেন অভক্ষ্যভক্ষণাভাবাৎ ন ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রম্ বিদ্বদবিদ্বদ্বিষয়ম্]।

অনুবাদ—[আচ্ছা ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বিদ্বান্ ও অবিদ্বানকে বিষয় করুক? (—বিদ্বান্ প্রাণোপাসক অভক্ষ্যভক্ষণ করিবেন, অবিদ্বান্ তদনুপাসক তাহা করিবেন না)। এতদুত্তরে বলিতেছেন—] অপিচ—আর দেখ, [পরম বিপদে বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সকলপ্রকার অন্নভক্ষণ] স্মর্য্যতে—"প্রাণনাশাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যিনি যেখান সেখান হইতে অন্নভক্ষণ করেন, [জলের দ্বারা পদ্মপত্রের অসংশ্লেষের ন্যায়] তিনি পাপদ্বারা লিপ্ত হন না", ইত্যাদি স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে। [অতএব স্বস্থব্যক্তিকর্তৃক অভক্ষ্যভক্ষণ না থাকায় ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্‌কে বিষয় করে না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ আপদি সর্ব্বান্নভক্ষণম্ অপি স্মর্য্যতে বিদুষঃ অবিদুষশ্চ অবিশেষেণ "জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ॥ (মনু সং ১০।১০৪) ইতি ।১ তথা "মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ [বর্জ্জয়েৎ", গৌঃ ধর্ম্মসূঃ ২।২৬], "সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্য উষ্ণাম্ আসিঞ্চেয়ুঃ", "সুরাপাঃ কৃময়ঃ ভবন্তি অভক্ষ্য-ভক্ষণাৎ", ইতি চ স্মর্য্যতে বর্জ্জনম্ অনন্নস্য ।২॥৩।৪।৩০॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রাণসঙ্কটাবস্থাতে সকলের জন্য মদ্যবর্জ্জিত অভক্ষ্যভক্ষণে স্মৃতিসম্মতি। স্বস্থাবস্থাতে সকলের পক্ষেই তাহার নিষেধ]

আবার দেখ, আপৎকালে অবিশেষভাবে বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের সকলপ্রকার অন্নভক্ষণও স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"প্রাণসঙ্কটাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যিনি যেখান সেখান হইতে অন্ন ভক্ষণ করেন, জলের দ্বারা পদ্মপত্রের [অসংশ্লেষের] ন্যায় তিনি পাপদ্বারা লিপ্ত হন না", ইত্যাদি।১ [কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই সুরা বর্জ্জনীয়, ইহা বলিতেছেন—] "ব্রাহ্মণ নিয়মিতভাবে মদ্য বর্জ্জন করিবেন", ["রাজা] সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের গলদেশে উষ্ণ সুরা ঢালিয়া দিবেন" এবং "অভক্ষ্যভক্ষণবশতঃ সুরাপায়িগণ ক্রিমীজন্ম প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি এইপ্রকারে অনন্নের (—অভক্ষ্যের) বর্জ্জন স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে।২ [অতএব আপৎকালেও মদ্যবর্জ্জিত (২) অভক্ষ্য অনুজ্ঞাত হওয়ায় স্বস্থাবস্থাতে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ সকলের পক্ষেই মদ্যাদি অভক্ষ্যভক্ষণ নিষিদ্ধ ইহাই সিদ্ধ হয়] ॥৩।৪।৩০॥

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥৩।৪।৩১॥

পদচ্ছেদ—শব্দঃ, চ, অতঃ, অকামকারে।

সূত্রার্থ—[স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থং তন্মূলভূতাং শ্রুতিম্ আহ—] **চ**—কিঞ্চ, **শব্দঃ**—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ", ইতি এবংরূপা শ্রুতিঃ, **অকামকারে**—স্বেচ্ছাকৃতপ্রবৃত্তিনিরাসে [বর্ত্ততে]। **অতঃ**—তস্মাদ্ধেতোঃ [প্রাণবিদঃ সর্ব্বান্নানুজ্ঞানম্ অর্থবাদমাত্রম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[স্মৃতির প্রামাণ্যের জন্য তাহার মূলভূতা শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] **চ**—আর, **শব্দঃ**—"সেইহেতু ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবেন না", ইত্যাদি এইপ্রকার শ্রুতি **অকামকরে**—স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তির নিরাকরণবিষয়ে [বর্ত্তমান আছে]। **অতঃ**—সেই-হেতু [প্রাণোপাসকের সকলপ্রকার অন্নভক্ষণে অনুমতি অর্থবাদমাত্র, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

শব্দশ্চ অনন্নস্য প্রতিষেধকঃ কামকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ কাঠ-

ভাবদীপিকা

(২) ৩।৪।৩১ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** "এতানি এব আতুরস্য ভিষক্-ক্রিয়ায়াম্ অপ্রতিষিদ্ধানি", ইত্যাদি স্মৃতিবচনবলে একমাত্র সুরাদ্বারাই প্রতিসমাধেয় ব্যাধিতে সুরাপানের অনুজ্ঞা এবং আরোগ্যোত্তরকালে "পরাকশ্চ চান্দ্রায়ণমনুক্রমাৎ", ইত্যাদি বৃহস্পতি-বচনবলে পরাকাদি লঘুপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

কামাং সংহিতায়াং শ্রূয়তে—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" (কাঠক সং) ইতি।১ সঃ অপি "ন হ বৈ এবংবিদি" (ছাঃ ৫।২।১) ইতি অস্য অর্থবাদত্বাৎ উপপন্নতরঃ ভবতি।২ তস্মাৎ এবংজাতীয়কাঃ অর্থবাদাঃ ন বিধয়ঃ ইতি ।৩।৩।৪।৩১॥ ইতি সপ্তমং সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ইহাক্ত শ্রুতিবচনের স্মৃতি প্রদর্শনদ্বারা প্রাণাস্থবিদের সর্ব্বান্নভক্ষণবাক্যের অর্থবাদতা প্রতিপাদন।]

আর কামকারের (—যথেচ্ছ প্রবৃত্তির) নিবৃত্তি যাহার প্রয়োজন, এইপ্রকার অনন্নের (—অভক্ষ্যের) প্রতিষেধক শ্রুতিবাক্য কাঠকশাখাধ্যায়িগণের সংহিতাতে পঠিত হইয়াছে, যথা—"সেইহেতু (—সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হওয়ায়) ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবেন না", ইত্যাদি।১ তাহাও (—সেই নিষেধও) "ন হ বৈ এবংবিদি" ইত্যাদি এই বাক্য অর্থবাদ হইলে অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।২ সেইহেতু (—যথাযথভাবে অভক্ষ্যভক্ষণ শ্রুতি ও স্মৃতিতে নিষিদ্ধ হওয়ায়, "ন হ বৈ এবংবিদি", ইত্যাদি) এই জাতীয় [শ্রুতিবাক্যসকল] অর্থবাদমাত্র, কিন্তু বিধি নহে, ইহা 'নিশ্চিত হয়' ।৩।৩।৪।৩১॥ সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৮। আশ্রমকর্ম্মাধিকরণম্। [৩২-৩৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—আশ্রমকর্ম্ম (—স্বাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম) ও বিবিদিষোৎপাদক কর্ম্মের অভিন্নতা ও প্রয়োগৈক্য (—অভিন্নানুষ্ঠান)।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মনুষ্যশরীরে সর্ব্বপ্রাণীর অন্নভক্ষণে অসামর্থ্য-রূপ বিরোধ এবং "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি শাস্ত্রবিরোধবশতঃ যেমন প্রাণবিদের সর্ব্বান্নভক্ষণে অপ্রাপ্ত স্তুতিরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণেও তদ্রূপ "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", ইত্যাদিপ্রকারে যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে তাহা নিত্যকর্ম্ম এবং ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে অনিত্যকর্ম্ম (১) হওয়ায় নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধ বশতঃ [৩।৪।৬ সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে প্রতিপাদিত] যজ্ঞাদিকর্ম্মের বিবিদিষা উৎপাদনদ্বারে জ্ঞানসাধনতাও স্থাপিত হইবে, এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি** [এবং তৎপূর্ব্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপসঙ্গতি] সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

[আশ্রমকর্ম্মের অনিত্য নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি বিভাগ।]

(১) **'অনিত্যকর্ম্ম'** শব্দের অর্থ—জীবনাদিনিমিত্তবশতঃ (—জীবিতথাকারূপ হেতু-বশতঃ) অবিশেষকামনার বশে যে নিত্যকর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠিত হয় (৫৩০ পৃঃ), তদ্ভিন্ন কর্ম্ম। সকলেই ব্রহ্মবিদ্যাকামী নহে, তৎসাধনানুষ্ঠানও সকলে করে না; ফলে সকলের পক্ষে অনাবশ্যক ও অবশ্যানুষ্ঠেয় না হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যার সাধনভূত কর্ম্মসকল অনিত্যকর্ম্ম। প্রকটার্থবিবরণকার প্রভৃতি এই কর্ম্মসকলকেও কাম্যকর্ম্ম বলিয়াছেন, যথা—"আশ্রমকর্ম্মতয়া নিত্যত্বং, বিদ্যাসাধনতয়া চ অনিত্যত্বম্ ইতি কাম্যত্বম্ ইতি" (প্রকটার্থবিঃ), "বিদ্যাহেতূনাং কাম্যত্বাৎ" (ন্যায়মালা),

মুখ্যপাদসঙ্গতি—একই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদন-দ্বারা তাহাদের আত্মবিদ্যাসাধনতা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বিদ্যার্থমাশ্রমার্থং চ দ্বিঃ প্রয়োগোঽথবা সকৃৎ।
প্রয়োজনবিভেদেন প্রয়োগোঽপি বিভিদ্যতে॥
শ্রাদ্ধার্থভুক্ত্যা তৃপ্তিঃ স্যাদ্বিদ্যার্থেনাশ্রমস্তথা।
অনিত্যনিত্যসংযোগ উক্তিভ্যাং খাদিরে মতঃ॥

অন্বয়—বিদ্যার্থম্ আশ্রমার্থং চ দ্বিঃ প্রয়োগঃ, অথবা সকৃৎ? প্রয়োজনবিভেদেন প্রয়োগঃ অপি বিভিদ্যতে। শ্রাদ্ধার্থভুক্ত্যা তৃপ্তিঃ স্যাৎ, তথা বিদ্যার্থেন আশ্রমঃ। উক্তিভ্যাং খাদিরে অনিত্যনিত্যসংযোগঃ মতঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নিত্যনৈমিত্তিকানি আশ্রমকর্ম্মাণি বিষয়ঃ। "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি বিবিদিষাবাক্যে যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ব্রহ্মবিদ্যাহেতুত্বেন বিহিতানি, তানি এব প্রত্যবায়পরিহারায় স্বস্বাশ্রমনিত্যকর্ম্মত্বেন পূর্ব্বকাণ্ডে বিহিতানি। নিত্যতয়া বিহিতত্বাৎ বিনিযুক্তবিনিয়োগাযোগাৎ চ তেষু ভবতি সংশয়ঃ—] বিদ্যার্থম্ আশ্রমার্থং চ [তেষাং কর্ম্মণাং] দ্বিঃ প্রয়োগঃ [স্যাৎ], অথবা সকৃৎ?

ভাবদীপিকা [আশ্রমকর্ম্মের নিত্যানিত্যাদি বিভাগ।]

"আবশ্যকত্বাভাবাৎ বিদ্যাকামনায়াঃ কাম্যতয়া কর্ম্মণাম্ অনাবশ্যকত্বম্" (ন্যায়নির্ণয়), ইত্যাদি। বস্তুতঃ কিন্তু স্বর্গ ও পশু ইত্যাদি তত্তৎ বিশেষ ফলকামনাবশতঃ যে কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়, লোকমধ্যে কাম্যকর্ম্মশব্দ সেই সকলেই প্রসিদ্ধ। কর্ম্মসকলের বিভাগ এই—তত্তৎ আশ্রমে বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় কর্ম্মের নাম—**আশ্রমকর্ম্ম**। বিশেষ বিশেষ কামনাবশতঃ অনুষ্ঠিত তাহারাই—**কাম্যকর্ম্ম**। জীবনাদিনিমিত্তবশতঃ অবশ্যানুষ্ঠেয় তাহারাই—**নিত্যকর্ম্ম**। আর বিবিদিষোৎপাত্তিদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যার সাধনভূত সেই কর্ম্মই—**অনিত্যকর্ম্ম**। ইহাদের বিনিয়োগবাক্যও বিভিন্নপ্রকার, যথা—"যাবজ্জীবম্ দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত", "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত" "যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি", ইত্যাদি ইহারা যথাক্রমে দর্শপূর্ণমাস সোমযজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের নিত্যকর্ম্মরূপে বিনিয়োগবচন। আর "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত", 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামঃ যজেত", "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ", ইত্যাদি ইহারা উক্ত যজ্ঞসকলের কাম্যকর্ম্মরূপে বিনিয়োগবচন। "বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইত্যাদি ইহা অনিত্যকর্ম্মরূপে বিনিয়োগবচন। কোনপ্রকার নিমিত্তবশতঃ যে আশ্রমকর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদিগকে বলে—**নৈমিত্তিক কর্ম্ম**। যথা—পিতার মৃত্যুরূপ নিমিত্তবশতঃ অনুষ্ঠেয় 'পিতৃশ্রাদ্ধ', পুত্রজন্মরূপ নিমিত্তবশতঃ অনুষ্ঠেয় 'বৈশ্বানরেষ্টি' (—জাতেষ্টি), গৃহদাহরূপ নিমিত্তবশতঃ অনুষ্ঠেয় 'ক্ষামবতী ইষ্টি', ইত্যাদি।

[নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাদি দোষত্রয়ের পরিচয়।]

এইরূপে একই আশ্রমকর্ম্ম নিত্য (—অবশ্যানুষ্ঠেয় ও অনিত্য (—অবশ্যানমুষ্ঠেয়, প্রকটার্থকারাদির মতে 'কাম্য'] হইয়া পড়ায় **নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ** বা 'নিত্যত্বকাম্যত্ববিরোধ' এবং নিত্যকর্ম্মরূপে পাপবিনাশাদি অবিশেষ কামনাতে বিনিযুক্ত তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপে বিনিয়োগ হওয়ায় 'বিনিযুক্তবিনিয়োগরূপ' দোষ হইয়া পড়িতেছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

পূর্ব্বপক্ষ—[তেষাং কর্ম্মণাং তাবৎ দ্বে প্রয়োজনে স্তঃ, ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিঃ প্রত্যবায়-পরিহারশ্চ। অতঃ] প্রয়োজনবিভেদেন প্রয়োগঃ অপি বিভিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[যথা] শ্রাদ্ধার্থভুক্ত্যা তৃপ্তিঃ [নান্তরীয়কতয়া] স্যাৎ, তথা বিদ্যার্থেন [অনুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা] আশ্রমঃ [ধর্ম্মঃ সিধ্যতু। ন চ বিদ্যাহেতূনাং কাম্যত্বাৎ আশ্রমধর্ম্মাণাং চ নিত্যত্বাৎ সকৃৎপ্রয়োগে নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধঃ স্যাৎ ইতি বাচ্যম্। বচনদ্বয়বলেন একস্য কর্ম্মণঃ আকারদ্বয়োপপত্তেঃ। যথা "খাদিরো যূপো ভবতি", "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্ব্বীত" ইত্যত্র] উক্তিভ্যাং খাদিরে অনিত্যনিত্যসংযোগঃ মতঃ। [তদ্বৎ উভয়বিধানাৎ যজ্ঞাদীনাং সকৃদেব প্রয়োগঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[নিত্য ও নৈমিত্তিক আশ্রমকর্ম্মসকল বিষয়। "যজ্ঞ ও দানের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", এই বিবিদিষাবাক্যে যে যজ্ঞাদি কর্ম্মসকল ব্রহ্মবিদ্যার হেতুরূপে বিহিত হইয়াছে, তাহারাই প্রত্যবায়পরিহারের জন্য স্ব স্ব আশ্রমে বিহিত নিত্যকর্ম্মরূপে পূর্ব্বকাণ্ডে (—কর্ম্মকাণ্ডে, পূর্ব্বমীমাংসাতে) বিহিত হইয়াছে। নিত্যকর্ম্মরূপে বিহিত হওয়ায় এবং বিনিযুক্তের বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় সেই সকলে সংশয় হয়—] বিদ্যোৎপত্তির জন্য এবং আশ্রমধর্ম্মতা সিদ্ধির জন্য [সেই কর্ম্মসকলের] দুইবার প্রয়োগ হইবে অথবা একবার?

পূর্ব্বপক্ষ—[সেই কর্ম্মসকলের প্রয়োজন দুইপ্রকার—ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি এবং পাপনাশ। সেইহেতু] প্রয়োজনের ভেদবশতঃ প্রয়োগও হইবে বিভিন্ন (—দুইবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে)।

সিদ্ধান্ত—[যেমন] শ্রাদ্ধার্থভোজনের দ্বারা [অবশ্যম্ভাবিরূপে] তৃপ্তি হয় (—শ্রাদ্ধকালে যে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করান হয় *, তাহা যেমন শ্রাদ্ধক্রিয়ার সাঙ্গতাসম্পাদন ও ভোক্তা ব্রাহ্মণের তৃপ্তিসম্পাদন করে), তদ্রূপ বিদ্যার জন্য [অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা] আশ্রমধর্ম্ম (—স্বাশ্রমে অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মানুষ্ঠান) সিদ্ধ হউক। [আর বিদ্যার হেতুভূত কর্ম্মসকল কাম্য হওয়ায় এবং আশ্রমধর্ম্মসকল নিত্যানুষ্ঠেয় হওয়ায় নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধ হইবে, ইহা বলা যায় না। কারণ বিধিবাক্যদ্বয়ের বলে একই কর্ম্মের উভয়া-কারতা সঙ্গত (—তাহা উভয়প্রকার প্রয়োজনসম্পাদক)। যেমন "যূপ খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত হইবে" এবং "বীর্য্যকামী ব্যক্তি খদির কাষ্ঠের দ্বারা যূপ নির্ম্মাণ করিবেন", ইত্যাদি এই স্থলে] বচনদ্বয়-বলে খাদিরে (—তন্নির্ম্মিত যূপে) নিত্যানিত্যসংযোগ স্বীকৃত হইয়াছে। [তাহার ন্যায় [নিত্য ও অনিত্য] উভয়প্রকার বিধান থাকায় যজ্ঞাদির একবারমাত্রই প্রয়োগ হইবে (—নিত্যকর্ম্ম-রূপে একবার এবং জ্ঞানসাধন অনিত্যকর্ম্মরূপে একবার, এইপ্রকারে দুইবার অনুষ্ঠিত হইবে না]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ম্মসকলের বিদ্যাহেতুতা শ্রুতিমাত্র হওয়ায় বিবিদিষাবাক্যের বিবক্ষিতার্থ অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—বিভিন্ন বিধিবাক্য থাকায় খাদিরত্বের ন্যায় তাহা সিদ্ধ।

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥৩।৪।৩২॥

পদচ্ছেদ—বিহিতত্বাৎ, চ, আশ্রমকর্ম্ম, অপি।

সূত্রার্থ—[সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে স্বস্বাশ্রমনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণাং ব্রহ্মজ্ঞানসাধনত্বম্ উক্তম্।

* স্মৃতিশাস্ত্রে বিধান আছে—সন্ধ্যাবন্দনাদিপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত না হইলে শ্রাদ্ধান্ন তীর্থসলিলে নিক্ষেপ করিবে, তদ্বিহীন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না।

তানি কর্ম্মাণি অমুমুক্ষুণা কর্ত্তব্যানি, ন বা ইতি সন্দেহে, ন কর্ত্তব্যানি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] চ—তুর্থকশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। অপি—অমুমুক্ষুণা অপি, আশ্রমকর্ম্ম—স্বস্বাশ্রমপ্রাপ্তনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মজাতম্ [অবশ্যং কর্ত্তব্যম্ এব। কুতঃ?] বিহিতত্বাৎ—"যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" (ঐতঃ ব্রাঃ) ইত্যাদিনা বিধানাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে স্ব স্ব আশ্রমে বিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের ব্রহ্মজ্ঞানসাধনতা বর্ণিত হইয়াছে সেই কর্ম্মসকল অমুমুক্ষু ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'অনুষ্ঠান উচিত নহে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] চ—তুকারার্থক চশব্দ পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ করিতেছে। অপি—অমুমুক্ষু ব্যক্তিকর্ত্তৃকও, আশ্রমকর্ম্ম—স্ব স্ব আশ্রমে প্রাপ্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল [অবশ্যই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কেন উচিত? উত্তর—] বিহিতত্বাৎ—যেহেতু "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"সর্ব্বাপেক্ষা চ" (৩।৪।২৬) ইত্যত্র আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বম্ অবধারিতম্।১ ইদানীং তু কিম্ অমুমুক্ষোঃ অপি আশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্য বিদ্যাম্ অকাময়মানস্য তানি অনুষ্ঠেয়ানি, উতাহো ন ইতি চিন্ত্যতে।২ তত্র "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাৎ বিদ্যাম্ অনিচ্ছতঃ ফলান্তরং কাময়মানস্য নিত্যানি অননুষ্ঠেয়ানি।৩ অথ তস্যাপি অনুষ্ঠেয়ানি, ন তর্হি এষাং বিদ্যাসাধনত্বং, নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাৎ ইতি।৪ অস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি—আশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্যাপি অমুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যানি এব নিত্যানি কর্ম্মাণি,

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধবশতঃ নিত্যাদি কর্ম্ম অমুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় নহে।]

"সর্ব্বাপেক্ষা চ" ইত্যাদি এই স্থলে আশ্রমে বিহিত কর্ম্মসকলের ব্রহ্মবিদ্যাসাধনতা অবধারিত হইয়াছে।১ এক্ষণে কিন্তু যিনি অমুমুক্ষু ও আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ (—প্রত্যবায়পরিহার ও সঞ্চিত পাপের ক্ষয়ের জন্য স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানকরতঃ গৃহস্থাদি আশ্রমে অবস্থান করেন), তাঁহার পক্ষে কি সেই [আশ্রমকর্ম্ম-] সকল অনুষ্ঠেয়, অথবা অনুষ্ঠেয় নহে, ইহা বিচার করা হইতেছে।২ তাহাতে [পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] "সেই ইঁহাকে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আশ্রমকর্ম্মসকল ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে বিহিত হওয়ায়, যিনি ব্রহ্মবিদ্যা কামনা করেন না, [কিন্তু] অন্য ফল কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে নিত্য [নৈমিত্তিক] কর্ম্মসকল অনুষ্ঠেয় নহে।৩ আর [উক্ত কর্ম্মসকল] যদি তাঁহারও অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা হইলে ইহাদের (—এই কর্ম্মসকলের) বিদ্যাসাধনতা হইবে না, কারণ নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ হইয়া পড়ে, ইত্যাদি।৪

[সুতরাং বিবিদিষাবাক্য ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিমাত্র]

শাঙ্করভাষ্যম্

"যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি" (ঐঃ ব্রাঃ) ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ ।৫ নহি বচনস্য অতিভারঃ নাম কশ্চিৎ অস্তি ।৩।৪।৩২॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মোক্ষেচ্ছা না থাকিলেও শ্রুতিবচনবলে নিত্যাদি কর্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়।]

ইহার (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের) প্রাপ্তি হইলে [সিদ্ধান্তী] বলিতেছেন—আশ্রমমাত্রনিষ্ঠ মুমুক্ষু না হইলেও তাঁহার পক্ষে নিত্য [নৈমিত্তিক] কর্ম্মসকল অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, যেহেতু "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত হইয়াছে ।৫ [কিন্তু নিত্যকর্ম্মরূপে বিহিত কর্ম্মের বিদ্যার জন্য বিধান হইলে বিনিযুক্তের বিনিয়োগ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বেদবাক্যের পক্ষে অতি ভার বলিয়া কিছুই নাই (২) ।৩।৪।৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অথ যদুক্তং নৈবং সতি বিদ্যাসাধনত্বম্ এষাং স্যাৎ ইতি। অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—আর যে বলা হইয়াছে—এইপ্রকার হইলে (—অমুমুক্ষুকর্তৃক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে) ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার সাধন হইবে না, ইত্যাদি। এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়) উত্তর দিতেছেন—

সহকারিত্বেন চ ॥৩।৪।৩৩॥

সূত্রার্থ—চ—অপিচ, **সহকারিত্বেন**—সহকারিত্বম্—মিলিত্বা কার্য্যকারিত্বং, সাধনত্বম্। তথাচ—সহকারিত্বেন—চিত্তশুদ্ধিদ্বারা বিদ্যাসাধনত্বেন [নিত্যনৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণি অবশ্যম্ অনুষ্ঠেয়ানি, যজ্ঞাদিশ্রুত্যা (বৃঃ ৪।৪।২২) তদর্থত্বেন বিহিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—চ—আর, **সহকারিত্বেন**—সহকারিশব্দের অর্থ—মিলিত হইয়া কার্য্যকারিতা, সাধনতা। তাহাতে অর্থ হইতেছে—সহকারিত্বেন—চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে [নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল অবশ্য অনুষ্ঠেয়, যেহেতু যজ্ঞাদি শ্রুতির দ্বারা সেই প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য বিহিত হইয়াছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদ্যাসহকারীণি চ এতানি স্যুঃ বিহিতত্বাৎ এব "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা ।১ তদুক্তম্—"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ" (৩।৪।২৬) ইতি ।২

ভাবদীপিকা

(২) তাৎপর্য্য এই—একই প্রমাণবলে একই কর্ম্মের বিভিন্ন প্রয়োজনসিদ্ধিতে বিনিয়োগ হইলে বিনিযুক্তের বিনিয়োগ দোষ হয়। প্রস্তাবিত স্থলে তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ বিভিন্ন বাক্যপ্রমাণের দ্বারা একই খাদিরত্বের যজ্ঞসম্পাদক ও বীর্য্যসম্পাদকরূপে বিনিয়োগ হইলে যেমন বিনিযুক্তের বিনিয়োগ দোষ হয় না, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ বিভিন্ন বিধিবাক্যরূপ বাক্য-প্রমাণের বলে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একই কর্ম্মের বিনিয়োগ হইলে উক্ত দোষ হইবে না (৫ ভাবদীঃ দ্রঃ)। অতএব বেদবাক্যরূপ প্রমাণের অসাধ্য কিছুই নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন চ ইদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনম্ আশ্রমকর্ম্মণাং প্রযাজাদিবৎ বিদ্যাফলবিষয়ং মন্তব্যম্, অবিধিলক্ষণত্বাৎ বিদ্যায়াঃ, অসাধ্যত্বাৎ চ বিদ্যাফলস্য।৩ বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফল-সিষাধয়িষয়া সহকারিসাধনান্তরম্ অপেক্ষতে, ন এবং বিদ্যা।৪

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অনিত্যকর্ম ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে সাধন, ফলে নহে। বিধি বিভিন্ন হওয়ায় নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ হয় না।]

ইহারা (—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকল) বিদ্যার সহকারী (—চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার সাধন), যেহেতু "ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নের দ্বারা সেই ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত হইয়াছে।১ [কিন্তু ইহারা তো বিবিদিষার সাধন, বিদ্যার সাধন বলিতেছ কেন ? উত্তর—] "সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ", এইপ্রকারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।২ [কিন্তু সহকারিত্ব কথনের দ্বারা মোক্ষরূপ ফলের প্রতিই কর্ম্মের উপকারিতা আচার্য্যের অভীষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর আশ্রমকর্ম্মসকলের এই বিদ্যাসহকারিত্ববোধক বাক্য প্রযাজাদির ন্যায় (—প্রযাজাদি যেমন অবান্তরাপূর্ব্ব উৎপাদনদ্বারা স্বর্গফলপ্রদ মহাপুর্ব্বের উৎপাদকরূপে ফলাধায়ক (৪৯৬ পৃঃ), সেইরূপে) ব্রহ্মবিদ্যার [মোক্ষরূপ] ফলকে বিষয় করে, ইহা মনে করা উচিত নহে ; যেহেতু বিদ্যার বিধিলক্ষণতা নাই (—বিধির দ্বারা জ্ঞাপিত হয় না ৩,) এবং যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার [মোক্ষরূপ] ফল সাধ্য (—উৎপাদ্য) নহে (৪)।৩ দেখ বিধিলক্ষণ

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—যাহা বিধেয় (—বিধির দ্বারা জ্ঞাপিত) ক্রিয়া, তাহা স্বফলোৎপাদনে সহকারিরূপে অঙ্গকর্ম্মসকলকে অপেক্ষা করে, যেমন দর্শপূর্ণমাসাদি প্রযাজাদিকে অপেক্ষা করে। ব্রহ্মবিদ্যা (—ব্রহ্মজ্ঞান, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার বৃত্তিজ্ঞান) কিন্তু ক্রিয়াত্মক হইলেও বিধেয় ক্রিয়া নহে (১।১৭৬ পৃঃ ভাষ্য দ্রঃ), সেইহেতু তাহার অঙ্গের প্রতি অপেক্ষা নাই। অতএব কর্ম্ম বিধেয় ক্রিয়া এবং বস্তুতন্ত্র (১।১৭৭ পৃঃ) জ্ঞান অবিধেয় ক্রিয়া হওয়ায় স্বর্গফলোৎপত্তিতে প্রযাজাদিসাপেক্ষ বিধেয় দর্শপূর্ণমাসাদির ন্যায় অবিধেয় জ্ঞান মোক্ষরূপ স্বফলের অভিব্যক্তিতে বিধেয় কর্ম্মকে অপেক্ষা করে না, সেইহেতু বিধেয় কর্ম অবিধেয় ব্রহ্মজ্ঞানের ফলাভিব্যক্তিতে সহকারিরূপ অঙ্গ হইতে পারে না।

(৪) ভাব এই—যাহা কর্ম্মসাধ্য, তাহাই বিনশ্বর, যেমন ঘট। স্বর্গাদিও কর্ম্মসাধ্য, সেইহেতু বিনশ্বর। ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মোক্ষ কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা উৎপাদ্য নহে, পরন্তু ব্রহ্মবিদ্যাবলে অবিদ্যারূপ আবরণের নিবৃত্তি হইলে জীবের সদা বর্ত্তমান যে স্বস্বরূপ (—নিত্যব্রহ্মস্বরূপতা), তাহারই অভিব্যক্তি হয় (১।১৫৫-৫৬ পৃঃ ভাষ্য দ্রঃ), সেইহেতু তাহা বিনশ্বর নহে। এইরূপে কর্ম্মের ফল ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে মহৎ বৈলক্ষণ্য থাকায় মোক্ষে কর্ম্মের উপযোগিতা সুদূরপরাহত ; সুতরাং তাহা আচার্য্যের অভীষ্ট হইতে পারে না। "অবিধিলক্ষণত্বাৎ বিদ্যায়াঃ" এই স্ববাক্যটীর ব্যাখ্যা করিতেছেন—বিধি—'দেখ, বিধিলক্ষণ' ইত্যাদি (৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তথচ উক্তম্—“অতএব চ অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা” (৩।৪।২৫) ইতি।৫ তস্মাৎ উৎপত্তিসাধনত্বে এব এষাং সহকারিত্ববাচোযুক্তিঃ।৬ ন চ অত্র নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধঃ আশঙ্ক্যঃ, কর্ম্মাভেদেঽপি সংযোগভেদাৎ।৭ নিত্যঃ হি একঃ সংযোগঃ যাবজ্জীবাদিবাক্য-কল্পিতঃ, ন তস্য বিদ্যাফলত্বম্।৮ অনিত্যস্তু অপরঃ সংযোগঃ “তমেতং বেদানুবচনেন” (বৃঃ ৮।৪।২২) ইত্যাদিবাক্যকল্পিতঃ, তস্য বিদ্যাফলত্বম্।৯ যথা একস্যাপি খাদিরত্বস্য নিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থত্বম, অনিত্যেন সংযোগেন পুরুষার্থত্বং, তদ্বৎ।১০॥৩।৪।৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ

(—বিধি যাহার জ্ঞাপক, এইপ্রকার) যে দর্শপূর্ণমাসাদি সাধন, তাহা স্বর্গরূপ ফলকে সাধন করিবার ইচ্ছাবশতঃ অন্য সহকারি সাধনের অপেক্ষা করে, ব্রহ্মবিদ্যা কিন্তু এইপ্রকার নহে।৪ “অতএব চ অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা”, এইপ্রকারে তাহাই কথিত হইয়াছে।৫ [কিন্তু তাহা হইলে আচার্য্যকথিত এই ‘সহকারিত্ব’ কি-প্রকারে সঙ্গত হইবে? উত্তর—] সেইহেতু (—মোক্ষরূপ ফলে বিদ্যা কর্ম্মসাপেক্ষ না হওয়ায়, ব্রহ্ম-] বিদ্যার উৎপত্তিসাধনতাতেই ইহাদের (—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসকলের) সহকারিতাবোধক বাক্যের যুক্তিযুক্ততা সিদ্ধ হয় (—ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী বলিতে তদুৎপত্তির সাধন বুঝিতে হইবে)।৬ আর এখানে নিত্যানিত্য-সংযোগবিরোধ আশঙ্কনীয় নহে, কারণ [স্ব স্ব আশ্রমে বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম] অভিন্ন হইলেও সংযোগের (—বিধিবাক্যের) বিভিন্নতা আছে।৭ যাবজ্জীবাদি (—“যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি”, ইত্যাদি) বাক্যের দ্বারা কল্পিত (—সমর্পিত) একটি সংযোগ (—বিধিবাক্য) নিত্য (—নিত্যকর্ম্মের বোধক), ব্রহ্মবিদ্যা তাহার ফল নহে।৮ “তমেতং বেদানুবচনেন” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কল্পিত অপর বিধি-বাক্য কিন্তু অনিত্য (১ ভাবদীঃ), ব্রহ্মবিদ্যা তাহার ফল।৯ [একই কর্ম্মের উভয় প্রয়োজনসাধকতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন একই খাদির-ত্বের [“খাদিরো যূপো ভবতি”, এই] নিত্য সংযোগের (—খাদিরত্বের অবশ্য গ্রহ-ণীয়তাবোধক বিধিবাক্যের) দ্বারা ক্রত্বর্থতা (—যজ্ঞের সাঙ্গত্বসাধকতা) এবং [“খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং কুর্বীত”, এই] অনিত্য সংযোগের (—তাদৃশ কামনা থাকিলে খাদিরত্বের গ্রহণবোধক বিধিবাক্যের) দ্বারা পুরুষার্থতা (—পুরুষের বিশেষ ফলসম্পাদকতা) ‘জ্ঞাপিত হয়’, তাহার ন্যায় অবগত হইতে হইবে (৫)।১০॥৩।৪।৩৩॥

ভাবদীপিকা

(৫) এই স্থলে “একস্য তু উভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্” (জৈঃ সূঃ ৪।৩।৫), এই জৈমিনীয় ন্যায়ের অনুসরণকরতঃ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল। “সংযুজ্যতে অনেন ইতি সংযোগঃ” (জৈঃ সূঃ বৃত্তি)—‘ইহার (—এই বাক্যের) দ্বারা পুরুষ ক্রিয়াতে সংযুক্ত (—ব্যাপৃত) হয়, এইহেতু ইহা

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩।৪।৩৪॥

পদচ্ছেদ—সর্ব্বথা, অপি, তে, এব, উভয়লিঙ্গাৎ।

সূত্রার্থ—[ননু বিবিদিষাবাক্যে কর্ম্মান্তরবিধিঃ কুতঃ ন স্যাৎ? অতঃ আহ—] **সর্ব্বথা অপি**—সর্ব্বপ্রকারেণাপি, নিত্যত্বেন বিদ্যার্থত্বেন চ ইত্যর্থঃ, **তে এব**—তে এব অগ্নিহোত্রাদয়ঃ [অনুষ্ঠেয়াঃ, ন তেভ্যঃ ভিন্নাঃ। কুতঃ?] **উভয়লিঙ্গাৎ**—"যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি শ্রুতিলিঙ্গাৎ, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ" (গীতা ৬।১) ইতি স্মৃতিলিঙ্গাৎ চ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[আচ্ছা বিবিদিষাবাক্যে অন্যপ্রকার কর্ম্মের বিধি কেন হইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **সর্ব্বথা অপি**—সর্ব্বপ্রকারেই, অর্থাৎ নিত্যরূপে এবং বিদ্যোৎপাদকরূপে, **তে এব**—সেই অগ্নিহোত্র প্রভৃতিই [অনুষ্ঠেয়, সেই সকল হইতে ভিন্ন নহে। কেন নহে? উত্তর—] **উভয়লিঙ্গাৎ**—যেহেতু "যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", এইপ্রকার শ্রৌত লিঙ্গপ্রমাণ এবং "যিনি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন", এইপ্রকার স্মার্ত্ত লিঙ্গপ্রমাণ আছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বথাপি আশ্রমকর্ম্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ তে এব অগ্নিহোত্রাদয়ঃ ধর্ম্মাঃ অনুষ্ঠেয়াঃ।১ "তে এব" ইতি অবধারয়ন্ আচার্য্যঃ কিং নিবর্ত্তয়তি?২ কর্ম্মভেদশঙ্কাম্ ইতি ব্রূমঃ।৩ যথা কুণ্ডপায়িনাময়নে "মাসম্ অগ্নিহোত্রং জুহ্বতি" (কাঃ শ্রৌঃ ২৪।৪।২৪), **ইত্যত্র নিত্যাৎ অগ্নিহোত্রাৎ কর্ম্মান্তরম্ উপদিশ্যতে, নৈবম্ ইহ**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বর্গাদিপ্রাপক একই কর্ম্ম নিষ্কামভাবে শমদমাদিসাধনসহ অনুষ্ঠিত হইলে বিবিদিষাদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদক।]

[কিন্তু প্রকরণভেদ কর্ম্মভেদের হেতু হওয়ায় (২২৭ পৃঃ) অন্যপ্রকরণে পঠিত নিত্যকর্ম্ম হইতে তৎভিন্ন বিদ্যাপ্রকরণে বিবিদিষাবাক্যে পঠিত কর্ম্মসকল ভিন্ন হউক্, তাহাতে বিনিযুক্তের বিনিয়োগদোষ হইবে না। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] সকলপ্রকারেই, অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্মত্বপক্ষে এবং বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে (—স্ব স্ব আশ্রমে বিহিত কাম্য, বা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মরূপেই হউক্, অথবা ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপেই হউক্), সেই [একই] অগ্নিহোত্রাদিধর্ম্ম-(—কর্ম্ম-) সকলই অনুষ্ঠেয়।১ [আচ্ছা, সূত্রে] "তে এব" এইপ্রকারে ['এব'কারের প্রয়োগদ্বারা] অবধারণকরতঃ আচার্য্য [বাদরায়ণ] কাহাকে নিবারণ করিতেছেন?২ [উত্তর—] কর্ম্মের বিভিন্নতাবিষয়ক আশঙ্কাকে 'নিবারণ করিতেছেন', ইহা [আমরা] বলিতেছি।৩ যেমন 'কুণ্ডপায়িনাময়নে' (—তন্নামক সত্রযজ্ঞে) "মাসাগ্নিহোত্রহোম করিবে", ইত্যাদি এই স্থলে

ভাবদীপিকা

সংযোগ, অর্থাৎ বিধিবাক্য'। "সংযুজ্যতে—তাদর্থ্যেন বোধ্যতে অনেন ইতি সংযোগঃ" (শাস্ত্রদীঃ সোমনাথী)।—'ইহার দ্বারা সংযোজিত হয়, অর্থাৎ তৎপ্রয়োজনসম্পাদকরূপে বোধিত হয় এইহেতু ইহা সংযোগ, অর্থাৎ বিধিবাক্য। সূত্রার্থ ৩৪৯ পৃঃ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্মভেদঃ অস্তি ইত্যর্থঃ।৪ কুতঃ?৫ উভয়লিঙ্গাৎ, শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাৎ চ।৬ শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি সিদ্ধবৎ উৎপন্নরূপাণি এব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুঙ্‌ক্তে, ন তু 'জুহুতি' ইত্যাদিবৎ অপূর্ব্বম্ এষাং রূপং উৎপাদয়তি ইতি।৭ স্মৃতিলিঙ্গম্ অপি "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ" (গীতা ৬।১). ইতি বিজ্ঞাতকর্ত্তব্যতাকম্ এব কর্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি।৮ "যস্য এতে অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ" (গৌঃ ধর্ম সূঃ ১।৮।২৫) ইত্যাদ্যা চ সংস্কারত্বপ্রসিদ্ধিঃ বৈদিকেষু কর্ম্মসু তৎসংস্কৃতস্য বিদ্যোৎপত্তিম্ অভিপ্রেত্য স্মৃতৌ ভবতি।৯ তস্মাৎ সাধু ইদম্ অভেদাবধারণম্।১০॥৩।৪।৩৪॥

ভাষ্যানুবাদ

নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন [অগ্নিহোত্র] কর্ম্ম উপদিষ্ট হইতেছে, এই স্থলে এইপ্রকার কর্ম্মের বিভিন্নতা নাই, ইহাই ভাব (৬)।৪ তাহাতে হেতু কি?৫ [উত্তর—] যেহেতু উভয়প্রকার লিঙ্গপ্রমাণ আছে, অর্থাৎ যেহেতু শ্রুতিবোধিত লিঙ্গপ্রমাণ এবং স্মৃতিবোধিত লিঙ্গপ্রমাণ আছে ৬ শ্রৌত লিঙ্গপ্রমাণ এই—"সেই ইহাকে ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন", এইপ্রকারে উৎপন্নরূপ (—যাহাদের দ্রব্য ও দেবতাত্মক 'রূপ' উৎপন্ন (—পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত) হইয়াছে, এতাদৃশ, যজ্ঞ প্রভৃতিই সিদ্ধ (— পূর্ব্বে অবগত) পদার্থের ন্যায় বিবিদিষাতে (—তাহার উৎপত্তিতে) বিনিযুক্ত হইতেছে, কিন্তু 'জুহুতি' ইত্যাদির ন্যায় ইহাদের অপূর্ব্ব 'রূপ' উৎপাদন করিতেছে না;(—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি", এই বাক্য হইতে যেমন অপূর্ব্ব অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের উৎপত্তিবিধি জ্ঞাপিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বে অবিহিত কোন যজ্ঞাদি জ্ঞাপিত (—বিহিত) হইতেছে না)।৭ [আর] "যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য (— অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন", এই স্মৃতিবোধিত লিঙ্গপ্রমাণও যে কর্ম্মের করণীয়তা বিজ্ঞাত আছে, তাহাকেই বিদ্যার উৎপত্তির জন্য প্রদর্শন করিতেছে, [অপূর্ব্ব কোন কর্ম্মকে নহে]।৮ আবার "যাঁহার এই আটচল্লিশপ্রকার সংস্কার সম্পাদিত হয়", ইত্যাদিপ্রকারে বৈদিক কর্ম্মসকলে যে সংস্কারত্বের প্রসিদ্ধি (—উক্ত কর্ম্মসকলকে যে সংস্কার বলা হয়), তাহা তৎসংস্কৃত (—সেই কর্ম্মসকলের দ্বারা সংস্কৃত) পুরুষের বিদ্যোৎপত্তিকে অভিপ্রায় করিয়া স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে (৭)।৯ সেইহেতু (— নিত্যকর্ম্মরূপে একপ্রকার, কাম্যকর্ম্মরূপে অন্যপ্রকার এবং ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির জন্য অন্য একপ্রকার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না বলিয়া, কর্ম্মসকলের] এই অভিন্নতানিশ্চয় সঙ্গত।১০॥৩।৪।৩৪॥

ভাবদীপিকা [মাসাগ্নিহোত্রবিষয়ে সিদ্ধান্তভেদ]

(৬) ৩।৩।১৪ অধিঃ ৫ ভাবদীপিকাতে টীকাকারগণকে অনুসরণকরতঃ মাসাগ্নিহোত্রকে

ভাবদীপিকা

নিত্যাগ্নিহোত্ররূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্নরূপে নহে। টীকাকারগণকর্ত্তৃক বর্ণিত হওয়ায় তাহা ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিমতরূপেই অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হয়। প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু ভগবান্ ভাষ্যকার স্পষ্টতঃ মাসাগ্নিহোত্রকে নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিলেন। টীকাকারগণ এই বৈষম্য বিষয়ে আলোকসম্পাত করেন নাই। সুতরাং ইহা ভগবান্ ভাষ্যকারের প্রৌঢ়িবাদ * কিনা, চিন্তনীয়। যাহাহউক্, এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—পূঃ মীঃ ২।৩।১১ প্রকরণান্তরাধিকরণে (জৈঃ সূঃ ২।৩।২৪) নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে মাসাগ্নিহোত্রযজ্ঞকে ভিন্নরূপে অঙ্গীকার করা হইয়াছে ; যেহেতু কালেই কর্ম্ম বিহিত হয়, কর্ম্মে তাহার গুণরূপে (—অঙ্গরূপে, মাসরূপ] কাল বিহিত হইতে পারে না ; যেহেতু "জুহুবতি "অত্রস্থ আখ্যাত হইতেছে সাধ্য হোমের বাচক, আর অগ্নিহোত্রই এখানে সেই হোম ; যেহেতু এই অগ্নিহোত্রশব্দের দ্বারা ভিন্ন প্রকরণে দূরবর্ত্তী স্থলে পঠিত নিত্যাগ্নিহোত্রের গ্রহণ হইতে পারে না ; যেহেতু "উপসদ্ভিশ্চরিত্বা [মাসম্] অগ্নিহোত্রং জুহোতি", এইপ্রকার বচন থাকায় একই প্রাপ্ত কর্ম্মে উপসদিষ্টি (৩৪২ পৃঃ) ও মাসরূপ গুণের বিধানে বাক্যভেদ হইয়া পড়ে এবং যেহেতু অগ্নিহোত্রে উপসদিষ্টির বিধান নাই, ইত্যাদি। সেই স্থলে প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্র হইতে উক্ত হেতুসকল বশতঃ মাসাগ্নিহোত্র ভিন্ন হয়, হউক্। প্রস্তাবিত বিবিদিষাবাক্যে (বৃঃ ৪।৪।২২) বিহিত যজ্ঞাদি কিন্তু প্রসিদ্ধ যজ্ঞাদি হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু বিবিদিষাবাক্যে "বিবিদিষন্তি", এইপ্রকারে বিবিদিষাতেই বিধি শ্রুত হইতেছে, যজ্ঞাদি কর্ম্মে নহে এবং যেহেতু "যজ্ঞঃ অধ্যয়নং দানম্ ইতি প্রথমঃ" (ছাঃ ২।২৩।১), এইপ্রকারে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ যজ্ঞাদিরই শ্রুতিতে অনুবাদ হইয়াছে। সেইহেতু পূর্ব্বসিদ্ধ যজ্ঞাদিরই বিদ্যার সহিত সম্বন্ধ, অর্থাৎ বিবিদিষার উৎপত্তিতে বিনিয়োগ হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

(৭) ঘর্ষণাদিদ্বারা মালিন্যনাশ ও প্রতিবিম্বগ্রহণযোগ্যতা সম্পাদনকরতঃ দর্পণের সংস্কারের ন্যায় মালিন্যনাশ ও শুদ্ধতা সম্পাদনদ্বারা চিত্তের ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতা সম্পাদন করে বলিয়া কর্ম্মসকলকে **সংস্কার** বলা হয়। এই যে কর্ম্মসকলের সংস্কাররূপে প্রসিদ্ধি, ইহাও কর্ম্মসকলের অভিন্নতার প্রতি **লিঙ্গ**প্রমাণ। এইরূপে কর্ম্মের অভিন্নতার প্রতি 'সংস্কারত্বপ্রসিদ্ধিরূপ' একটী স্মার্ত্তলিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। যাহাহউক্, উক্ত **আটচল্লিশ-প্রকার সংস্কার** এই—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ ও বহির্নিষ্ক্রমণ, ৬। অন্নপ্রাশন, ৭। চূড়াকরণ, ৮। উপনয়ন। [চারিপ্রকার বেদব্রত, যথা—] ৯। প্রাজাপত্যকাণ্ডব্রত, ১০। সৌম্যকাণ্ডব্রত, ১১। আগ্নেয়কাণ্ডব্রত, ১২। বৈশ্বদেবকাণ্ডব্রত, [ইহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিহিত কর্ম্ম। অতঃপর] ১৩। সমাবর্ত্তন, ১৪। বিবাহ। [পঞ্চমহাযজ্ঞ, যথা—] ১৫। দেবযজ্ঞ (—হোম), ১৬। পিতৃযজ্ঞ (—তর্পণ ও শ্রাদ্ধ), ১৭। নৃযজ্ঞ (—অতিথিসেবা), ১৮। ভূতযজ্ঞ (—প্রাণিগণকে অন্নদান), ১৯। ব্রহ্মযজ্ঞ (—বেদাধ্যয়ন)। [সাতপ্রকার পাকযজ্ঞ, যথা—] ২০। অষ্টকাশ্রাদ্ধ, ২১। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, ২২। মাসিক শ্রাদ্ধ, ২৩। শ্রাবণী, ২৪। অগ্রহায়ণী, ২৫। চৈত্রী, ২৬। আশ্বযুজী। [সাতপ্রকার হবির্যজ্ঞ, যথা—] ২৭। অগ্ন্যাধান, ২৮। অগ্নিহোত্র, ২৯। দর্শপূর্ণমাস, ৩০। চাতুর্ম্মাস্য,

* প্রৌঢ়িবাদঃ—"প্রতিবাদ্যুক্তিস্বীকারত্বে সতি স্বমতদোষপরিহারত্বম্"—'প্রতিবাদীর উক্তি স্বীকার করিয়াও স্বমতের দোষ পরিহারকে বলে প্রৌঢ়িবাদ। ইহার অন্যপ্রকার লক্ষণ ৩৫৬ পৃঃ দ্রঃ।

অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥৩।৪।৩৫॥

সূত্রার্থ—[নহু ব্রহ্মচর্য্যাগ্যাশ্রমকর্ম্মসাধনসম্পন্নস্য যদি বিদ্যায়াং কশ্চন অতিশয়ঃ শ্রুতঃ বা দৃষ্টঃ বা স্যাৎ, তদা যজ্ঞাদীনাং সহকারিত্বকল্পনম্ উচিতং স্যাৎ ইতি। অতঃ আহ—] "এষঃ আত্মা ন নশ্যতি, যং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতে" (ছাঃ ৮।৫।৩) ইত্যাত্মা শ্রুতিঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নস্য রাগাদিক্লেশৈঃ] **অনভিভবম্**--অপরাজয়ম্, **দর্শয়তি**—প্রতিপাদয়তি। **চকারঃ**—প্রত্যক্ষম্ অপি আহ।

অনুবাদ—[কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমকর্ম্মরূপ সাধনসম্পন্নের বিদ্যাতে যদি কোনপ্রকার অতিশয় (—উৎকৃষ্টতা) শ্রুতিতে বর্ণিত বা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে যজ্ঞাদির [বিদ্যার প্রতি] সহকারিতা কল্পনা উচিত হইত ; তদুত্তর বলিতেছেন—] "ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়, এই আত্মা (—আত্মজ্ঞান) বিনষ্ট হয় না", ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তির রাগাদি ক্লেশসকলের দ্বারা] **অনভিভবম্**—অপরাজয়, **দর্শয়তি**—প্রতিপাদন করিতেছেন। **চকারটী**—প্রত্যক্ষের কথাও বলিতেছে (—ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নের রাগাদিদ্বারা অপরাজয় প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হয়)।

শাঙ্করভাষ্যম্

সহকারিত্বস্য এব এতদ্ উপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনম্।১ অনভিভবং চ দর্শয়তি শ্রুতিঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নস্য রাগাদিভিঃ ক্লেশৈঃ "এষঃ আত্মা ন নশ্যতি, যং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতে" (ছাঃ ৮।৫।৩) ইত্যাদিনা।২ তস্মাৎ যজ্ঞাদীনি আশ্রমকর্ম্মাণি চ ভবন্তি বিদ্যাসহকারীণি চ ইতি নিশ্চিতম্।৩॥৩।৪।৩৫॥ ইতি অষ্টমম্ আশ্রমকর্ম্মাধিকরণম্।

ভাবদীপিকা [আটচল্লিশ প্রকার সংস্কার।]

৩১। আগ্রয়ণেষ্টি, ৩২। নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৩৩। সৌত্রামণী। [সাতপ্রকার সোমযজ্ঞ, যথা—] ৩৪। অগ্নিষ্টোম, ৩৫। অত্যগ্নিষ্টোম, ৩৬। উক্থ্য, ৩৭। ষোড়শী, ৩৮। বাজপেয়, ৩৯। অতিরাত্র, ৪০। আপ্তোর্যাম। [আটপ্রকার আত্মগুণ, যথা—] ৪১। সর্ব্বভূতে দয়া, ৪২। ক্ষমা ৪৩। অনসূয়া ৪৪। শৌচ, ৪৫। অনায়াস, ৪৬। মাঙ্গল্য, ৪৭। অকার্পণ্য এবং ৪৮। অস্পৃহা। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ গৌতমধর্ম্মসূত্র ৮ম অধ্যায়ে এবং সংস্কাররত্নমালাতে দ্রষ্টব্য। পূজ্যপাদ ন্যায়নির্ণয়কার ও প্রকটার্থকার শেষোক্ত আটটী সংস্কার স্থলে উপবাস, সংহিতাধ্যয়ন, প্রায়ণকর্ম্ম (—প্রায়শ্চিত্ত ?), জপ, উৎক্রমণ, দেহদাহ, অস্থিসঞ্চয় ও শ্রাদ্ধকে গ্রহণ করিয়াছেন। **প্রকটার্থকার** ও **ন্যায়নির্ণয়কার** বলেন—"নিত্যানি কর্ম্মাণি স্বতঃ পুণ্যলোকাবাপ্তিফলানি অপি জ্ঞানকামেন অনুষ্ঠীয়মানানি জ্ঞানার্থানি ভবন্তি"। অর্থ স্পষ্ট। **সিদ্ধান্ত**লেশের কৃষ্ণালঙ্কারকার (৪০৮ পৃঃ) বলেন—"যে পুরুষের এই সংস্কারসকল, শমদমাদিসম্পত্তি এবং শ্রবণ ও মননাদি সাধনসকল থাকে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, উক্ত সাধনসকল না থাকিলে উক্ত সংস্কারসকলের ফলে স্বর্গাদি পুণ্যলোকপ্রাপ্তি মাত্র হয় ; বিবিদিষোৎপত্তি ও বিদ্যোৎপত্তি নহে"। যাহাহউক, এইরূপে নিশ্চিত হইল—একই প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতু এবং ফলকামনাত্যাগকরতঃ অনিত্যকর্মরূপে (৬৫৮ পৃঃ) অনুষ্ঠিত হইলে শমদমাদি ও শ্রবণমননাদি সহকৃত হইয়া বিবিদিষোৎপত্তিদ্বারে বিদ্যোৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে।

ভাষ্যানুবাদ

সিঃ—ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি ও ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনের উক্ত প্রদর্শনদ্বারা তদ্বিষয়ে আশ্রমকর্ম্মসাপেক্ষতারূপ লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন।]

[এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল রাগাদি ক্লেশসকলের (৩৮০ পৃঃ) ক্ষয়করণদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যোদয়ের প্রতি হেতু হইয়া থাকে, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] সহকারিতারই (—আশ্রমকর্ম্মসকল ব্রহ্মবিদ্যোদয়ে সহকারী, এই বিষয়েরই) পোষক এই লিঙ্গপ্রমাণ আছে।১ "ব্রহ্মচর্য্যের (—তদাশ্রমোচিত কর্ম্মের) দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়, এই আত্মা (—আত্মজ্ঞান) বিনষ্ট হয় না", (৮) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসম্পন্নের রাগাদি ক্লেশসকলের দ্বারা অনভিভব প্রদর্শন করিতেছেন।২ সেইহেতু (—রাগাদি প্রতিবন্ধধ্বংসদ্বারা কর্ম্মসকল বিদ্যোদয়ে সহকারী হয় বলিয়া) যজ্ঞ প্রভৃতি আশ্রমবিহিত কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং বিদ্যার সহকারীও হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত হইল (৯)।৩।৪।৩৫॥ আশ্রমকর্ম্মাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৮) আত্মার নাশ সম্ভব নহে, সেইহেতু এই স্থলে 'আত্মা বিনষ্ট হয় না', ইহার অর্থ—'আত্মজ্ঞান বিনষ্ট হয় না', এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মকৃত সাধনপ্রভাবে কোনপ্রকারে পরোক্ষভাবে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনরহিত ব্যক্তির সেই জ্ঞান অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে পর্য্যবসিত হয় না, ইহাই আত্মজ্ঞানের নাশ। আর ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনযুক্ত ব্যক্তির রাগ (—আসক্তি) ইত্যাদি দোষসকল ক্ষীণ হইয়া যায়, অন্যথা বিদ্যার উদয়ই সম্ভব হয় না। অতএব বিদ্যোদয়ের প্রতি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমকর্ম্মের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমকর্ম্মেরও অপেক্ষা আছে, দুরিতক্ষয়াদিদ্বারা তাহারাও বিদ্যোদয়ের প্রতি হেতু, ইহাও নির্ণীত হয়। এইরূপে এই শ্রুতিবাক্যটী হইল আশ্রমকর্ম্মের বিদ্যাসহকারিতার প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ।

[নিত্যকর্ম্ম ও বিবিদিষোৎপাদক অনিত্য কর্ম্মের তন্ত্রানুষ্ঠান।]

(৯) এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে একই অগ্নিহোত্রাদি আশ্রমকর্ম্মেরই নিত্যকর্ম্ম, কাম্যকর্ম্ম এবং বিবিদিষোৎপাদক কর্ম্মরূপে বিনিয়োগ প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে সংশয় হয়—যাহারা স্বর্গাদিকামী, বিবিদিষার উৎপত্তি তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত না হইলেও জীবনাদিনিমিত্তবশতঃ পাপক্ষয়কামী ও ভগবৎপ্রীতিকামীর জন্য নিত্যকর্ম্মরূপে এবং ব্রহ্মবিদ্যাকামীর বিবিদিষার উৎপাদক অনিত্যকর্ম্মরূপে (১ ভাবদীঃ) অগ্নিহোত্রাদির দুইবার প্রয়োগ (—অনুষ্ঠান) করিতে হইবে, অথবা একবার? পূজ্যপাদ ন্যায়মালাকার এই বিষয়টীর বিচারের জন্যই এই অধিকরণরচনা অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভাষ্যমধ্যে কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। এই বিষয়ে টীকাকারগণ প্রসঙ্গতঃ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার (৩।৪।৩২ সূঃ) বলেন—"নাপি ইহ প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রাদিপ্রয়োগাৎ বিবিদিষাপ্রয়োগোঽপি ভিদ্যতে। অপি তু যথা স্বর্গকামস্য অগ্নিহোত্রপ্রয়োগে ন পৃথঙ্নিত্যপ্রয়োগঃ, স্বর্গার্থপ্রয়োগাৎ নিত্যপ্রয়োগবৈলক্ষণ্যাভাবেন প্রয়োগতন্ত্রতা; এবং বিবিদিষাপ্রয়োগস্য নিত্যপ্রয়োগস্য চ তন্ত্রতা বোধ্যা"। অর্থ স্পষ্ট। 'তন্ত্রতা'—যুগপৎ প্রয়োগ, একই প্রয়োগে উভয় প্রয়োগসিদ্ধি। কল্পতরুকার (৩।৪।৩৩ সূঃ) বলেন—"কাম্যনৈমিত্তিকাভ্যাং নিত্যকার্য্যসিদ্ধেঃ,

৯। বিধুরাধিকরণম্। [৩৬-৩৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য মৃতপত্নীকাদি অনাশ্রমীরও সাধনানুষ্ঠবলে ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে আশ্রমকর্ম্মসকলের জ্ঞানসাধনতা বর্ণিত হইয়াছে। মৃতপত্নীক প্রভৃতি অনাশ্রমিগণের আশ্রমকর্ম্মে অধিকার না থাকায় তৎকৃত কর্ম্মসকল জ্ঞানসাধন হইবে না, এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—বিধুরাদি (—মৃতপত্নীক প্রভৃতি) অনাশ্রমিগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অনাশ্রমকর্ম্মসকলের বিদ্যাহেতুতা বর্ণিত হওয়ায় এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নাস্ত্যনাশ্রমিণো জ্ঞানমস্তি বা নৈব বিদ্যতে।
ধীশুদ্ধ্যর্থাশ্রমিত্বস্য জ্ঞানহেতোরভাবতঃ ॥
অস্ত্যেব সর্ব্বসম্বন্ধিজপাদেশ্চিত্তশুদ্ধিতঃ।
শ্রুতা হি বিদ্যা রৈক্কাদেরাশ্রমেত্বতিশুদ্ধতা ॥

অন্বয়—অনাশ্রমিণঃ জ্ঞানম্ নাস্তি, অস্তি বা? জ্ঞানহেতোঃ ধীশুদ্ধ্যর্থাশ্রমিত্বস্য অভাবতঃ নৈব বিদ্যতে; সর্ব্বসম্বন্ধিজপাদেঃ চিত্তশুদ্ধিতঃ অস্তি এব, হি রৈক্কাদেঃ বিদ্যা শ্রুতা; আশ্রমে তু অতিশুদ্ধতা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অনাশ্রমিণঃ বিধুরাদয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। পূর্ব্বাশ্রমং পরিসমাপ্য কেনাপি কারণেন উত্তরাশ্রমম্ অপ্রতিপন্নঃ অনাশ্রমী, স্নাতকঃ বিধুরাদিঃ। তেষাং জপাদিকর্ম্মসত্ত্বাৎ, "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ", ইতি নিন্দিতত্বাৎ চ ভবতি সংশয়ঃ—] অনাশ্রমিণঃ জ্ঞানম্ নাস্তি, অস্তি বা?

পূর্ব্বপক্ষ—জ্ঞানহেতোঃ ধীশুদ্ধ্যর্থাশ্রমিত্বস্য অভাবতঃ [তেষাং তত্ত্বজ্ঞানং] নৈব বিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—["জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ ব্রাহ্মণঃ নাত্র সংশয়ঃ" ইতি স্মৃতেঃ আশ্রমনিরপেক্ষাৎ] সর্ব্বসম্বন্ধিজপাদেঃ চিত্তশুদ্ধিতঃ [অনাশ্রমিণঃ অপি জ্ঞানম্] অস্তি এব; হি [অনাশ্রমিণঃ বিবাহার্থিনঃ] রৈক্কাদেঃ বিদ্যা শ্রুতা। [এবম্ আশ্রমরহিতাঃ গার্গ্যাদয়ঃ উদাহার্য্যাঃ। ন চ এবং সতি আশ্রমবৈয়র্থ্যম্], আশ্রমে তু অতিশুদ্ধতা।

অনুবাদ

সংশয়—[অনাশ্রমী বিধুর (— মৃতপত্নীক) প্রভৃতি এখানে বিষয়। পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রম সমাপন করিয়া কোন কারণবশতঃ পরবর্ত্তী আশ্রমকে যিনি প্রাপ্ত হন নাই, তিনি অনাশ্রমী,

ভাবদীপিকা

যাদৃশঃ নিত্যঃ প্রয়োগঃ করণার্থত্বেন বিহিতঃ তাদৃশস্য ইতরত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ চ ন পুনঃ প্রয়োগাবৃত্তিঃ", ইত্যাদি। এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসকগণেরও সম্মত; মীমাংসাকৌস্তুভকার পূজ্যপাদ খণ্ডদেব বলেন—"অতঃ বিনিয়োগান্তরত্বেঽপি ন প্রয়োগভেদঃ ইতি লাঘবম্" (পূঃ মীঃ কৌঃ ২।৪।২ সূঃ) ইত্যাদি। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যথানিয়মে যথাকালে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই তাহা নিত্যকর্ম্মের যাহা প্রয়োজন ও অনিত্যকর্ম্মের যাহা প্রয়োজন, সেই উভয় প্রয়োজনই সম্পাদন করিবে, ইহাই শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্গণের সিদ্ধান্ত, ইহা নির্ণীত হইল। কাম্যকর্ম্ম ও নিত্যকর্ম্মেরও তন্ত্রপ্রয়োগ হয়, ইহা ব্রহ্মবিদ্যাভরণের উদ্ধৃত পংক্তিতে স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। আশ্রমকর্ম্মাধিকরণ সমাপ্ত।

যেমন স্নাতক (—সমাপ্তব্রহ্মচর্য্য, কৃতসমাবর্ত্তন, কিন্তু অকৃতদার ব্যক্তি) ও বিধুর প্রভৃতি। তাঁহাদের জপাদি কর্ম্ম থাকায় এবং "দ্বিজ একদিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না", এইপ্রকারে নিন্দিত হওয়ায় সংশয় হয়—] অনাশ্রমীর ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, অথবা হয়?

পূর্ব্বপক্ষ—বুদ্ধির শুদ্ধতার জন্য অভিপ্রেত যে আশ্রমিত্ব, যাহা জ্ঞানোৎপত্তির হেতু, তাহার অভাববশতঃ [তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান] অবশ্যই হয় না।

সিদ্ধান্ত—["একমাত্র জপের দ্বারাই কিন্তু ব্রাহ্মণ (—ব্রহ্মজ্ঞানকামী) সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধিলাভ করেন, এই বিষয়ে সংশয় নাই", এইপ্রকার স্মৃতি থাকায় [আশ্রমী ও অনাশ্রমী] সকলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আশ্রমনিরপেক্ষ জপ প্রভৃতি হইতে চিত্তশুদ্ধি হওয়ায় [অনাশ্রমীরও ব্রহ্মজ্ঞান] অবশ্যই হইয়া থাকে; যেহেতু [বিবাহার্থী, সুতরাং অনাশ্রমী] রৈক্ক প্রভৃতির ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [এইপ্রকারে আশ্রমরহিত গার্গী (বৃঃ ৩।৬, ৩।৮) প্রভৃতি উদাহরণরূপে গ্রহণীয়। কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—অনাশ্রমীরও জ্ঞানোদয় হইলে) আশ্রমসকল ব্যর্থ হইয়া পড়ে, ইহা বলা যায় না], যেহেতু আশ্রমে [চিত্তের] অতিশয় শুদ্ধতা হইয়া থাকে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অনাশ্রমীর জপাদি কর্ম্ম বিদ্যার হেতু নহে। সিদ্ধান্তে—আশ্রমীর আশ্রমকর্ম্মের ন্যায় অনাশ্রমীর জপাদি কর্ম্মের বিদ্যাসাধনতা।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩।৪।৩৬॥

পদচ্ছেদ—অন্তরা, চ, অপি, তু, তদ্দৃষ্টেঃ।

সূত্রার্থ—[বিধুরাদীনাং কিং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে, 'নাস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অন্তরা অপি**—আশ্রমম্ অন্তরা—বিনা বর্ত্তমানানাম্ অপি [অস্তি অধিকারঃ। কুতঃ?] **তদ্দৃষ্টেঃ**—তস্য—ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অধিকারস্য অনাশ্রমিণাং রৈক্কাদীনাং শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ দৃষ্টেঃ—দর্শনাৎ। **তুকারঃ**—অন্তরালবর্ত্তিনাম্ অনধিকারং ব্যাবর্ত্তয়তি। **চকারঃ**—অন্যেষাম্ অপি সপত্নীকানাং দরিদ্রাণাং অন্ধপঙ্গ্বাদীনাং চ কর্ম্মানধিকারিণাং বিদ্যায়াম্ অধিকারং সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[মৃতপত্নীক প্রভৃতির কি ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'নাই', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অন্তরা অপি**—আশ্রম ব্যতিরেকে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদেরও [অধিকার আছে। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **তদ্দৃষ্টেঃ**—যেহেতু অনাশ্রমী রৈক্ক প্রভৃতির ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার শ্রুতি এবং স্মৃতিতে পরিদৃষ্ট হয়। **তুকার**—অন্তরালবর্ত্তিগণের (—এক আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রমে অপ্রবিষ্টগণের) অনধিকারকে নিরাকরণ করিতেছে। **চকার**—সপত্নীক [কিন্তু] দরিদ্র এবং অন্ধ ও পঙ্গু প্রভৃতি কর্ম্মে অনধিকারিগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকারকে সমুচ্চয় করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাং চ অন্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানাম্ অন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়াম্ অধিকারঃ অস্তি, কিংবা নাস্তি ইতি সংশয়ে, নাস্তি ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্; আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাৎ চ এতেষাম্

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।১ এবং প্রাপ্তে ইদম্ আহ—'অন্তরা চাপি তু' অনাশ্রমিত্বেন বর্ত্তমানঃ অপি বিদ্যায়াম্ অধিক্রিয়তে ।২ কুতঃ ?৩ তদ্দৃষ্টেঃ ।৪ রৈক্কবাচক্নবীপ্রভৃতীনাম্ এবংভূতানাম্ অপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুত্যুপলব্ধেঃ ।৫।৩।৪।৩৬।

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়, পূঃ—বিধুরাদি অনাশ্রমী ব্যক্তিদের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই ।]

বিধুর (—বিপত্নীক) প্রভৃতির (১), [কর্ম্মসম্পাদনযোগ্য] দ্রব্যাদি সম্পদ্‌হীনগণের (২) এবং [কোন কারণবশতঃ] আশ্রমসকলের মধ্যে যে কোন একটীকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, সেই অন্তরালবর্ত্তিগণের কি ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সংশয় হইলে [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—অধিকার] নাই, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল ; যেহেতু আশ্রমকর্ম্মসকলের বিদ্যাহেতুতা অবধারণ করা হইয়াছে এবং যেহেতু ইহাদের (—বিধুরাদি অনাশ্রমীর) পক্ষে আশ্রমকর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে (৩), ইত্যাদি ।১

[সঃ—শ্রৌতলিঙ্গবলে অনাশ্রমীর ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার ।]

এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [আচার্য্য] বলিতেছেন—"অন্তরা চাপি তু", অর্থাৎ অনাশ্রমিরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও (—কোন আশ্রমে প্রবিষ্ট না হইলেও) ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার হইয়া থাকে ।২ তাহাতে প্রমাণ কি ?৩ [উত্তর—] যেহেতু তাহা পরিদৃষ্ট হয় ।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু রৈক্ক (ছাঃ ৪।১।৩) ও বাচক্নবী (বৃঃ ৩।৬।১) প্রভৃতি এতাদৃশ (—অনাশ্রমী, সুতরাং আশ্রমকর্ম্মবিহীন) ব্যক্তিগণেরও ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুতি (—তাহারাও ব্রহ্মবিদ্, এতদ্বোধক শ্রুতিবাক্য) উপলব্ধ হয় ।৫।৩।৪।৩৬।

ভাষ্যদীপিকা

(১) অত্রস্থ 'আদি' অর্থাৎ 'প্রভৃতি' শব্দে স্নাতক (—কৃতসমাবর্ত্তন, কিন্তু অকৃতদার) এবং সপত্নীক হইলেও বধির মূক অন্ধ ও পঙ্গু ইত্যাদি অপ্রতিসমাধেয় ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মে তাঁহাদের অধিকার নাই (পূঃ মীঃ ৬।১।২ অধিঃ)। [প্রসঙ্গতঃ বলা হইতেছে—আহিতাগ্নি ব্যক্তির পরবর্ত্তিকালে অঙ্গবিকলতা হইলে অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম ও দানাদি কর্ম্মে অধিকার পূঃ মীঃ ৬।১।১০ অধিকরণে স্বীকৃত হইয়াছে । কাম্যকর্ম্মে কিন্তু তাহা স্বীকৃত হয় নাই]।

(২) 'দ্রব্যাদিসম্পদ্‌হীন' বলিতে দরিদ্র ব্যক্তি গৃহীত হইয়াছে। সদুপায়ে দ্রব্যসম্ভার ও ধনাদি সংগৃহীত হইলে দরিদ্রেরও কর্ম্মে অধিকার পূঃ মীঃ ৬।১।৮ অধিকরণে স্বীকৃত হইয়াছে।

(৩) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—এই স্থলে বিধুরাদির যে ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার বিচারিত হইতেছে, তাহা (১) সবিশেষ ব্রহ্মবিদ্যা, অথবা (২) নির্বিশেষ? দ্বিতীয় পক্ষ গৃহীত হইতে পারে না, কারণ রৈক্কের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে, তিনি নির্বিশেষব্রহ্মবিদ্যাবিৎ নহেন। আর যেহেতু শ্রবণাদিরূপ যে নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার সাধন, তাহাতে সন্ন্যাসীরই অধিকার। আর

অপি চ স্মর্য্যতে ॥৩।৪।৩৭

সূত্রার্থ চ—কিঞ্চ, অপি—সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং অনাশ্রমিণাম্ অপি, [মহাযোগিত্বং] **স্মর্য্যতে**—ইতিহাসে ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—চ—আর, অপি—সম্বর্ত্ত প্রভৃতি অনাশ্রমিগণেরও, [মহাযোগিত্ব] **স্মর্য্যতে**—ইতিহাসে বর্ণিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং চ নগ্নচর্যাদিযোগাৎ অনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্ম-ণাম্ অপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যতে ইতিহাসে ॥৩।৪।৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্মার্ত্তলিঙ্গবলে অনাশ্রমীর ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার।]

আর 'নগ্নভাবে বিচরণ' ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ যাঁহাদের আশ্রমকর্ম্মের অনপেক্ষা 'নিশ্চিত হয়', সেই সম্বর্ত্ত (৪) প্রভৃতিরও মহাযোগিত্ব ইতিহাসে স্মৃত হই-তেছে। [অতএব স্মার্ত্তদৃষ্টান্তবলেও আশ্রমকর্ম্মহীন ব্যক্তিগণের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নির্ণীত হয়] ॥৩।৪।৩৭॥

ভাবদীপিকা

যেহেতু বিবিদিষোৎপাদক অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মে বিধুরাদির অধিকারই নাই। প্রথম পক্ষও গৃহীত হইতে পারে না, কারণ পাপাদি নিরাকরণের দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম সবিশেষ বিদ্যার সহকারী হইয়া থাকে, কিন্তু অপত্নীক রৈকের অগ্নিহোত্রাদিতে অধিকারই নাই। আর জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত আশ্রমকর্ম্ম ইহ জন্মে বিবিদিষোৎপত্তিদ্বারে নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যাকে উৎপাদন করিবে, ইহা বলা যায় না; যেহেতু জন্মান্তরে অধীতবেদ ব্যক্তির যেমন ইহ জন্মে বেদোক্ত কর্ম্মে অধিকার হয় না, তদ্রূপ জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত আশ্রমকর্ম্মও ইহ জন্মে ব্রহ্মবিদ্যোৎ-পত্তির হেতু হইতে পারে না। জপাদি কর্ম্মের প্রভাবে বিধুরাদি অনাশ্রমীর ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তি হইবে, ইহাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে আশ্রমকর্ম্মবিধান ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আর অনাশ্রমীর যদি জপাদিদ্বারা বিদ্যোৎপত্তি হইত, তাহা হইলে "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেক-মপি দ্বিজঃ", এইপ্রকার নিন্দাবচন থাকিত না। অতএব বিধুর প্রভৃতি অনাশ্রমীর ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার নাই, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইত্যাদি।

(৪) **সম্বর্ত্ত**—মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব ৫-১০ অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২।২৬ এবং লিঙ্গ-পুরাণ ৯২।৫৮ ইত্যাদি স্থলে মহাযোগী সম্বর্ত্তের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। ইনি দেবগুরু বৃহস্পতির ভ্রাতা ৺কাশীধামে শিবারাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। দেবর্ষি নারদের পরামর্শানুসারে মহারাজ মরুত্ত ৺কাশীবিশ্বেশ্বরের দর্শনে আগত নগ্ন ও উন্মত্তের ন্যায় আচরণকারী ইঁহার দর্শন লাভ করিয়া স্বীয় যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌রূপে বরণকরতঃ ইঁহার দ্বারা যজ্ঞসম্পাদন করান। ইনি রৈকের ন্যায় অনাশ্রমীই হউন, অথবা নগ্নচর্য্যারূপ লিঙ্গজ্ঞাপিত পরমহংসরূপ চতুর্থাশ্রমীই হউন, নগ্নভাবে বিচরণশীল, সুতরাং বিত্তহীন হওয়ায় অগ্নিহোত্রাদি আশ্রমকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ছিলেন না, অথচ ইঁহার ব্রহ্মবিদ্যোদয় হইয়াছিল। [ইনি যদি চতুর্থাশ্রমী হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণপরিব্রাজকের ঋত্বিক্‌কর্ম্মে অধিকার স্বীকৃত হইয়া পড়ে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। জাবালোপনিষদের ৬ষ্ঠ কণ্ডিকাতে শ্বেতকেতু দুর্ব্বাসা প্রভৃতি সহ সম্বর্ত্ত নামক এক তাপসকে পরমহংস বলা হইয়াছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্—নমু লিঙ্গম্ ইদং শ্রুতিস্মৃতিদর্শনম্ উপন্যস্তম্।১ কা নু খলু প্রাপ্তিঃ ইতি ?২ সা অভিধীয়তে—

ভাষ্যানুবাদ—বাচ্চা [আশ্রমকর্ম্মরহিতগণের ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিবিষয়ক] শ্রুতি ও স্মৃতিতে পরিদৃষ্ট এই লিঙ্গপ্রমাণ উপন্যস্ত হইল।১ কিন্তু [জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত আশ্রমকর্ম্মবলে রৈক প্রভৃতির বিদ্যোদয় সম্ভব হওয়ায় উক্ত লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে, সেইহেতু আশ্রমকর্ম্মব্যতিরেকে অন্য কর্ম্মদ্বারা বিদ্যোৎপত্তির] প্রাপ্তি কিপ্রকারে হয় ? ২ [সিদ্ধান্ত—] তাহা (—সেই প্রাপ্তি) কথিত হইতেছে—

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩।৪।৩৮॥

সূত্রার্থ—**বিশেষানুগ্রহঃ**—জপোপবাসদেবতারাধনাদিভিঃ জ্ঞানহেতুভিঃ কর্ম্মবিশেষৈঃ [অনাশ্রমিণামপি রৈক্বাদীনাং বিদ্যায়াম্] অনুগ্রহঃ—সহকারিত্বং [শাস্ত্রেষু উপলভ্যতে]। চকারাৎ— জন্মান্তরকৃতৈরপি কর্ম্মবিশেষৈঃ অনুগ্রহঃ ভবতি ইতি সূচ্যতে।

অনুবাদ—**বিশেষানুগ্রহঃ**—জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত জপ উপবাস ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি বিশেষ কর্ম্মসকলের দ্বারা [অনাশ্রমী হইলেও রৈক প্রভৃতির বিদ্যাতে] অনুগ্রহঃ—সহকারিতা [শাস্ত্রসকলে উপলব্ধ হইতেছে]। চকার হইতে—জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত বিশেষ কর্ম্মসকলের দ্বারা সহায়তা হয়, ইহা সূচিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেষাম্ অপি চ বিধুরাদীনাম্ অবিরুদ্ধৈঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধিভিঃ জপোপবাসদেবতারাধনাদিভিঃ ধর্ম্মবিশেষৈঃ অনুগ্রহঃ বিদ্যায়াঃ সম্ভবতি।১ তথাচ স্মৃতিঃ—"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ॥ (মনু সং ২।৮৭) ইতি অসম্ভবদাশ্রমকর্ম্মণঃ অপি জপ্যে অধিকারং দর্শয়তি।২ জন্মান্তরানুষ্ঠিতৈঃ অপি চ আশ্রমকর্ম্মভিঃ সম্ভবতি এব

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ইহ জন্মে অনুষ্ঠিত জপাদি এবং জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও সন্ন্যাসজনিত অদৃষ্টবলে অনাশ্রমী ও বিধুরাদির ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তি সম্ভব।]

আর পুরুষমাত্রের সহিত সম্বন্ধ যে জপ উপবাস ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি অবিরুদ্ধ (—আশ্রমী ও অনাশ্রমী সকলেরই অনুষ্ঠেয়) বিশেষ ধর্ম্মসকল, তাহাদের দ্বারা সেই বিধুর প্রভৃতির প্রতিও বিদ্যার অনুগ্রহ (—জপাদির দ্বারাও বিধুরাদি অনাশ্রমীর ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তি) সম্ভব।১ আর দেখ "অন্য কিছু (—যজ্ঞ দানাদি) করুন্, বা না করুন্ জপনীয় মন্ত্রদ্বারাই (—প্রণবাদি মন্ত্রজপদ্বারাই) ব্রাহ্মণ সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধিলাভ (—মোক্ষলাভ) করেন, এই বিষয়ে সংশয় নাই ; [যেহেতু যজ্ঞে পশু ও বীজাদি বধ না করায় এতাদৃশ] ব্রাহ্মণ মিত্রভাবযুক্তরূপে (—সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসক দয়াবান্‌রূপে) কথিত হন", ইত্যাদি স্মৃতি আশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান যাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তাঁহারও জপনীয় মন্ত্রে (৫) অধিকার প্রদর্শন করিতেছেন (৬)।২

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদ্যায়াঃ অনুগ্রহঃ।৩ তথাচ স্মৃতিঃ—"অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততো যাতি পরাং গতিম্" (গী৹ ৬।৪৫)**, ইতি জন্মান্তরসঞ্চিতান্ অপি সংস্কারবিশেষান্ অনুগ্রহীতৄন্ বিদ্যায়াং দর্শয়তি।৪ দৃষ্টার্থা চ বিদ্যা**

ভাষ্যানুবাদ

আর জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত আশ্রমকর্ম্মসকলের দ্বারাও বিদ্যার অনুগ্রহ (—উৎপত্তি) অবশ্যই সম্ভব।৩ যেমন দেখ, "অনেক জন্মে [সঞ্চিত শুভ কর্ম্ম ও যোগজনিত সংস্কারসকলের দ্বারা] সংসিদ্ধ (—সম্যগ্ পরিপক্ব, জ্ঞানবান্) হইয়া তদনন্তর শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন", ইত্যাদি স্মৃতি জন্মান্তরে সঞ্চিত বিশেষ সংস্কারসকলকেও ব্রহ্মবিদ্যাতে অনুগ্রাহকরূপে (—সহকারিরূপে) প্রদর্শন করিতে-

ভাবদীপিকা

(৫) "জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ", (মনু সং ২।৮৭) ইত্যাদি বচনের দ্বারা জপে অধিকারের জন্য গার্হস্থ্যাদি আশ্রমবিশেষের অপেক্ষা নাই, ইহা প্রদর্শিত হইল। এই বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য—"বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ। উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ" ॥ (মনু সং ২।৮৫)।—'দর্শপূর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞ হইতে প্রণবাদিমন্ত্রজপরূপ যজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ, উপাংশু (—সমীপস্থ ব্যক্তির শ্রবণাযোগ্য) জপ শতগুণ শ্রেষ্ঠ এবং [জিহ্বা ও ওষ্ঠের কম্পনবিহীন] মানস জপ সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ'।

(৬) **পূর্ব্বপক্ষী** বলিয়াছেন—'অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অভাববশতঃ বিধুরাদির সবিশেষ বা নির্বিশেষ কোনপ্রকার ব্রহ্মবিদ্যারই উৎপত্তি হইতে পারে না' (৩ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিলেন—বিবিদিষার উৎপত্তির জন্য যজ্ঞদানাদি সামান্যই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি বিশেষ যজ্ঞ, বা যজ্ঞকালে অন্তর্বেদি বিশেষ দান নহে। বিধুরাদির জপযজ্ঞ ও বহির্বেদি দান প্রতিষিদ্ধ নহে, তাহাদের বলেই তাঁহাদের বিবিদিষোৎপত্তি সম্ভব। আর এক কথা, প্রযাজাদি দর্শপূর্ণমাসের যেপ্রকার প্রয়োগবিধিবোধিত (৪৫৮ পৃঃ) অঙ্গ, ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির প্রতি অগ্নিহোত্রাদি সেইপ্রকার অঙ্গ নহে। বিদ্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত পাপনিরাকরণের দ্বারা তাহারা বিবিদিষোৎপত্তিদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে, ইহা "জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" (মহাভাঃ শাঃ ২০৪।৮), ইত্যাদি স্মৃতি এবং "ধর্ম্মেণ পাপম্ অপনুদতি" (তৈঃ আঃ১০।৬৩।৭), "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে" (ঈশ ১১)—'অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা মৃত্যুশব্দবাচ্য স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্মকে (—বিদ্যার প্রতিবন্ধকীভূত পাপকে) অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন', ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে অবগত হওয়া যায়। বিধুরাদি অনাশ্রমীর পক্ষে সেই পাপনিবারণ জপ ও দানাদিদ্বারা অর্জ্জিত ধর্ম্মের (—পুণ্যের) দ্বারাই হইয়া থাকে। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও জপাদিপরায়ণ বিধুরাদির সবিশেষ, বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে বাধা নাই, ইহা সিদ্ধ হইল। **পূর্ব্বপক্ষী** বলিয়াছেন—জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ইহ জন্মে ব্রহ্মবিদ্যাকে উৎপাদন করিতে পারে না (৩ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**জন্মান্তর**—'আর **জন্মান্তরে' ইত্যাদি** (৩ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিষেধাভাবমাত্রেণ অপি অর্থিনম্ অধিকরোতি শ্রবণাদিষু।৫ তস্মাৎ বিধুরাদীনাম্ অপি অধিকারঃ ন বিরুধ্যতে ।৬।৩।৪।৩৮।।

ভাষ্যানুবাদ

ছেন (৭)। ৪ আর [অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ] দৃষ্ট প্রয়োজনসম্পাদিকা বিদ্যা ['অনাশ্রমী ও সন্ন্যাসাতিরিক্ত আশ্রমীর ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তি হইবে না', এইপ্রকার] প্রতিষেধের অভাবমাত্রের দ্বারাও (—এইপ্রকার প্রতিষেধ না থাকায়) অর্থীকে (—ব্রহ্মজ্ঞানার্থীকে) শ্রবণাদিতে অধিকারী করে (৮) ।৫ সেইহেতু (—জন্মান্তরানুষ্ঠিত কর্ম্ম ও সন্ন্যাস অদৃষ্ট ও সংস্কারদ্বারা বিদ্যোৎপত্তির হেতু হওয়ায় এবং তজ্জন্মানুষ্ঠিত জপাদির দ্বারাও বিদ্যোৎপত্তি শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায়) বিধুর প্রভৃতির [সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার বিরুদ্ধ হইতেছে না ।৬।।৩।৪।৩৮।।

ভাবদীপিকা

(৭) ভাব এই—ইহ জন্মে অধীতবেদের শ্রৌতকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারের ন্যায় ইহ জন্মে অনুষ্ঠিত আশ্রমকর্ম্মরূপ সাধনসম্পন্নেরই বিদ্যোৎপত্তি হইবে (৩ ভাবদীঃ), এইপ্রকার নিয়ম হইতে পারে না; কারণ যাহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ শ্রৌত প্রত্যক্ষ, তাহার বিরুদ্ধ নিয়ম কল্পনা করা চলে না। দেখ, রৈক্ব ও বাচক্নবী প্রভৃতি অনাশ্রমীর বিদ্যোৎপত্তি অঙ্গীকার্য্য। ইহাই শ্রৌত প্রত্যক্ষ। অন্যথা অর্থবাদরূপেও শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্‌রূপে তাঁহারা বর্ণিত হইতেন না। সুতরাং ইহ জন্মে তাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও পূর্ব্বজন্মে তাহা করিয়াছিলেন, অদৃষ্ট-দ্বারা তাহা তজ্জন্মে ফলাধায়ক হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপিত হইতেছে। ভাষ্যোদ্ধৃত গীতাবচনও এই বিষয়ে প্রমাণ। পরিমলকার বলেন—"জন্মান্তরে অনুষ্ঠিতসাধন ব্যক্তি যদি প্রারব্ধবশে-হীনজাতিতেও (—শুভকর্ম্মানুষ্ঠানজনিত সংস্কারবর্জ্জিত দরিদ্রকুলেও) জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলেও প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাঁহার বিদ্যোৎপত্তি হইয়া থাকে", ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার সাধন 'শ্রবণে' সন্ন্যাসীরই অধিকার (৩ ভাবদীঃ) ইত্যাদি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—দৃষ্টার্থা—'আর অবিদ্যানিবৃত্তি' ইত্যাদি। (৫ বাক্য)।

[সন্ন্যাসনিয়মাদৃষ্টোৎপত্তির জন্য সন্ন্যাসের আবশ্যকতা।]

(৮) ভগবান্ ভাষ্যকারের এই বচন হইতে "যিনি ব্রহ্মজ্ঞানার্থী, তিনিই নির্বিশেষ-ব্রহ্মবিদ্যার সাধনভূত শ্রবণাদিতে অধিকারী", এইপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রতিভাত হইতেছে। রত্নপ্রভা ও ন্যায়নির্ণয়ে এইপ্রকারেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রত্নপ্রভাকার সন্ন্যাসকে শ্রবণের অঙ্গরূপে অঙ্গীকারই করেন নাই, যথা "সন্ন্যাসোঽপি কদাচিৎকৃতো জ্ঞানে উপকরোতি, শ্রবণং প্রত্যনঙ্গত্বাৎ ইতি ভাবঃ"। বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ সুরেশ্বরাচার্য্য কিন্তু "ত্যক্তাশেষ-ক্রিয়স্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ। জিজ্ঞাসোরেব চৈকাত্ম্যং ত্রয্যন্তেষ্বধিকারিতা॥ 'এতমেবেতি' চ তথা প্রত্যগ্‌যাথাত্ম্যবিত্তয়ে। সর্ব্বকর্ম্মত্যাজং প্রাহ শ্রুতির্বিদ্যাধিকারিণম্"॥ (বৃঃ সম্বন্ধ-বার্ত্তিক ১২ ১৩), ইত্যাদি বার্ত্তিকগ্রন্থে সন্ন্যাসীরই শ্রবণে অধিকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের ভাবার্থ এই—"যিনি অশেষ কর্ম্মকে এবং সংসারকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং পরব্রহ্মের সহিত একাত্মতা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারই ত্রয্যন্তে (—বেদান্তে, অর্থাৎ

ভাবদীপিকা [সন্ন্যাসনিয়মাদৃষ্টের উৎপত্তি]

তৎশ্রবণে)অধিকার। "এতম্ এব প্রব্রাজিনো লোকম্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইত্যাদি শ্রুতি প্রত্যগাত্মার যথার্থস্বরূপের জ্ঞানের জন্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগীকেই বিচার অধিকারিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন'। আবার "শান্তঃ দান্তঃ উপরতঃ....আত্মানং পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।২৩) ইত্যাদি শ্রুতিও সাধনচতুষ্টয়ের অন্তর্গত উপরতিশব্দবাচ্য সন্ন্যাসকে বেদান্তশ্রবণে অধিকার-সম্পাদকরূপে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণবলে পূজ্য বার্ত্তিককার সন্ন্যাসীরই বেদান্ত-শ্রবণে অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন—তাদৃশ শ্রবণের ফলে সন্ন্যাসাপূর্ব্বের* উৎপত্তি হয়। বিবরণমতাবলম্বিগণ কিন্তু এইপ্রকার অপূর্ব্ব অঙ্গীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—"সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের ফলে কর্ম্মব্যগ্রচিত্তের বিক্ষেপনিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফল সিদ্ধ হইলে অপূর্ব্ব-রূপ অদৃষ্টফলকল্পনা অসঙ্গত" †। তাঁহারাও কিন্তু "সন্ন্যাসাশ্রমপরিগ্রহেণৈব শ্রবণাদি নির্বর্ত্তনী-য়ম্", (সিদ্ধান্তলেশ ৪৩১ পৃঃ) এইভাবে সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আবার ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার প্রভৃতি নিয়মবিধিবলে সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণের ফলে "সন্ন্যাস-নিয়মাপূর্ব্ব" নামক অদৃষ্টবিশেষ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহাতে আচার্য্যগণের এইপ্রকার অভিপ্রায় নির্ণীত হইতেছে—"বিদ্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধকীভূত পাপ নানাপ্রকার। তাহাদের মধ্যে কোন কোন পাপ যজ্ঞদানাদি আশ্রমকর্ম্মের দ্বারা নিরাকৃত হয়, কোন কোন পাপ নিরাকৃত হয় "সন্ন্যাসাপূর্ব্বের" দ্বারা। ফলে কর্ম্মের ন্যায় পাপনাশ ও চিত্তশুদ্ধিদ্বারেই সন্ন্যাসের উপযোগিতা সিদ্ধ হয়। অন্যান্য আশ্রমিগণও স্ব স্ব কর্ম্মচ্ছিদ্রে (—অবকাশকালে) বেদান্তশ্রবণ করিতে পারেন, তবে তাহা তজ্জন্মে ফলাধায়ক হইবে না, পরন্তু জন্মান্তরে। গৃহস্থ জনকাদির বিদ্যোদয় পূর্ব্বজন্মকৃত সন্ন্যাসের (৬২১ পৃঃ ১২ ভাবদীঃ) ফলে উৎপাদিত সন্ন্যাসাপূর্ব্ব হইতে হইয়াছিল, এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে। [সিদ্ধান্তলেশ ৩য় পরিচ্ছেদ, "সন্ন্যাসস্য বিদ্যোপ-যোগিত্বনিরূপণম্" বিচার দ্রঃ] ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—"যদ্যপি মুখ্যঃ অধিকারঃ যতীনাং শ্রবণাদিষু, সন্ন্যাসনিয়মাদৃষ্টোপবৃংহিতস্যৈব শ্রবণস্য অপরোক্ষজ্ঞানপর্য্যবসা-য়িত্বাৎ। তথাপি ত্রৈবর্ণিকানাং তত্র প্রতিষেধাভাবাৎ....তত্র প্রবৃত্তৌ নানুপপত্তিঃ। দৃশ্যতে হি উপনিষৎসু যতিব্যতিরিক্তানাম্ অপি নির্বিশেষগোচরশ্রবণাদিকম্। পরন্তু তৎ জন্মান্তরে অপরোক্ষতাপর্য্যবসায়ি ভবতি", ইত্যাদি। প্রকটার্থবিবরণকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। কেনোপনিষদের অবতরনিকাভাষ্যের টীকাতে সম্প্রদায়বিৎ পূজ্যপাদ আনন্দগিরি বলিয়াছেন —"ব্রহ্মজ্ঞানস্য অনুভবাবসানতাসিদ্ধয়ে পরোক্ষনিশ্চয়পূর্ব্বকং সন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ"। এইরূপে ইনি বিবিদিষুরও কর্ম্মত্যাগ (—বিবিদিষাসন্ন্যাস) অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং অত্রস্থ ভাষ্যের তাৎপর্য্য এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে, যথা—শ্রবণে সন্ন্যাসীরই মুখ্য অধিকার হইলেও বিধুরা-

* "সন্ন্যাসস্য ত্যাগলক্ষণক্রিয়ারূপতয়া স্বরূপেণ অনুবৃত্ত্যযোগাৎ অপূর্ব্বপর্য্যন্তধাবনম্ ইতি বোধ্যম্" (সিঃ লেশ, কৃষ্ণালঙ্কার, ৪৩০ পৃঃ)। অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়ার ফলসিদ্ধির জন্য যেমন অপূর্ব্ব (—অদৃষ্ট) অঙ্গীকার করা হয়, তদ্রূপ সন্ন্যাসরূপ ত্যাগাত্মক [মানস] ক্রিয়ার ফলসিদ্ধির জন্য যে অপূর্ব্ব অঙ্গীকার করা হয়, তাহা সন্ন্যাসাপূর্ব্ব। [একই কর্ম্মের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলাঙ্গীকার]

† আমাদের মনে হয়—পূঃ মীঃ ৪।১।৭ আশ্রয়িণামদৃষ্টার্থতাধিকরণন্যায়বলে বার্ত্তিককার ও বিবরণকারের এই মতভেদ নিরাকরণ সম্ভব। সেই স্থলে যেমন 'স্বিষ্টকৃৎ যাগ' প্রভৃতির হবিঃসংস্কাররূপ দৃষ্টার্থ এবং অবান্তরাপূর্ব্বোৎ-পাদনরূপ অদৃষ্টার্থ অঙ্গীকার করা হইয়াছে, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ চিত্তের বিক্ষেপনিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফল এবং সন্ন্যাসা-পূর্ব্বরূপ অদৃষ্ট ফল অঙ্গীকারে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩।৪।৩৯॥

পদচ্ছেদ—অতঃ, তু, ইতরং, জ্যায়ঃ, লিঙ্গাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[নম্ব অনাশ্রমিণাম্ অপি জপাদিনা এব বিদ্যাসিদ্ধেঃ আশ্রমিত্বং ব্যর্থং স্যাৎ ইতি। অতঃ আহ—] **অতঃ তু**—অনাশ্রমিত্বাৎ তু, **ইতরৎ**—আশ্রমিত্বং, **জ্যায়ঃ**—শীঘ্রম্ এব বিদ্যাহেতুঃ। [কুতঃ ?] **লিঙ্গাৎ**—শ্রুতিস্মৃতিলিঙ্গাৎ। [তদ্ যথা—"তেন এতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ" (বৃঃ ৪।৪।৯) ইতি শ্রুতিলিঙ্গম্, "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ" ইতি চ স্মৃতিলিঙ্গম্ ; তাভ্যাম্ এতদবগম্যতে ইত্যর্থঃ]। **চকারঃ**—তাভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাং আশ্রমিত্বস্য বিহিতত্বমপি আহ।

অনুবাদ—[কিন্তু অনাশ্রমিগণেরও জপাদিদ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ হইলে আশ্রমিত্ব ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অতঃ তু**—অনাশ্রমিত্ব হইতে কিন্তু, **ইতরৎ**—আশ্রমিত্ব, **জ্যায়ঃ**—শীঘ্র বিদ্যোৎপত্তির হেতু। [তাহাতে প্রমাণ কি ? উত্তর—] **লিঙ্গাৎ**—যেহেতু শ্রুতি এবং স্মৃতিবোধিত লিঙ্গপ্রমাণ আছে। [তাহা এই—"পুণ্যকর্ম্মকারী (—স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, পরমাত্মরূপ] তেজঃস্বরূপে একীভূত ব্রহ্মবিৎ সেই [ব্রহ্মবিদ্যা-রূপ জ্ঞান-] মার্গে গমন করেন", ইহা শ্রুতিবোধিত লিঙ্গপ্রমাণ এবং "দ্বিজ এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না", ইহা স্মৃতিবোধিত লিঙ্গপ্রমাণ ; সেই প্রমাণদ্বয়বলে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, ইহাই ভাব]। **চকারটী**—সেই শ্রুতিস্মৃতিদ্বারা আশ্রমিত্ব বিহিত, ইহাও বলিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতঃ তু অন্তরালবর্ত্তিত্বাৎ ইতরৎ আশ্রমবর্ত্তিত্বং জ্যায়ঃ বিদ্যাসাধনং শ্রুতিস্মৃতিসংদৃষ্টত্বাৎ।১ শ্রুতিলিঙ্গাৎ চ "তেন এতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ" (বৃঃ ৪।৪।৯) ইতি।২ "অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত দিনমেকমপি দ্বিজঃ। সংবৎসরমনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্র-মেকং চরেৎ" ॥ ইতি চ স্মৃতিলিঙ্গাৎ।৩॥৩।৪।৩৯॥ ইতি নবমং বিধুরাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[লিঃ—অতিশয় পাপনিবর্ত্তক হওয়ায় আশ্রমকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।]

কিন্তু ইহা হইতে, অর্থাৎ অন্তরালবর্ত্তিত্ব (—কোন আশ্রম গ্রহণ না করিয়া মধ্যস্থলে অবস্থিতি) হইতে অপরটী, অর্থাৎ আশ্রমে অবস্থিতি ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠতর সাধন, যেহেতু শ্রুতি এবং স্মৃতিতে তাহা সম্যগ্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।১ "পুণ্যকর্ম্মকারী (—স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, পরমাত্মরূপ] তেজঃস্বরূপে একীভূত ব্রহ্মবিৎ সেই [ব্রহ্মবিদ্যারূপ জ্ঞান-] মার্গে গমন করেন", এইপ্রকারে [পুণ্য-কৃৎস্বরূপ] শ্রুতিবোধিত লিঙ্গপ্রমাণ হইতে 'আশ্রমিত্ব শ্রেষ্ঠ, ইহা অবগত হওয়া যায়'।২ আর "দ্বিজ এক দিনও অনাশ্রমী থাকিবেন না, সম্বৎসর অনাশ্রমী থাকিয়া

ভাবদীপিকা

দিগেরও শ্রবণে অধিকার নিষিদ্ধ হয় নাই, তবে তাহা তজ্জন্মে ফলাধায়ক হইবে না। যদি ব্রহ্মবিদ্যা-রূপ ফলোদয় হয়, তবে তাঁহাদের জন্মান্তরীয় 'সন্ন্যাসাপূর্ব্ব' কল্পনা করিতে হইবে, ইহাই ভাব। ইহা মনে রাখিয়াই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—**অর্থিনম্** ইত্যাদি (৫ বাক্য)।

ভাষ্যানুবাদ

একটী কৃচ্ছ্র [চান্দ্রায়ণ] ব্রতানুষ্ঠান করিবে", এইপ্রকার স্মৃতিবোধিত [অনাশ্রমিত্বের নিন্দাবোধক] লিঙ্গপ্রমাণ হইতে 'আশ্রমিত্বের শ্রেষ্ঠতা অবগত হওয়া যায়'।৩ [এইপ্রকারে আশ্রমকর্ম্মসকলের অতিশয় পাপনিবর্ত্তকতা সূচিত হইল] ॥৩।৪।৩৯॥

বিধুরাধিকরণ সমাপ্ত।

১০। তদ্ভূতাধিকরণম্। [৪০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—আশ্রমিগণের অবরোহাভাব। [সন্ন্যাসাদি উৎকৃষ্ট আশ্রম হইতে গৃহস্থাদি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের অশাস্ত্রীয়তা।

অধিকরণসঙ্গতি—অনাশ্রমিত্ব নিন্দিত হইলেও অনাশ্রমীর জপাদি কর্ম্ম যেমন ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে, তদ্রূপ আরূঢ়পাতিত্য নিন্দিত হইলেও আরূঢ়পতিতের (—সন্ন্যাসাদি আশ্রম হইতে গৃহস্থাদি পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনকারীর) অনুষ্ঠিত কর্ম্মও ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু হইবে, এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি— সন্ন্যাসাশ্রম হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রচ্যুত ব্যক্তির কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু হয় না, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার সাধনই বিচারিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অবরোহোঽস্ত্যাশ্রমিণাং ন বা রাগাৎ স বিদ্যতে।
পূর্ব্বধর্ম্মশ্রদ্ধয়া বা যথারোহস্তথৈচ্ছিকঃ ॥
রাগস্যাতিনিষিদ্ধত্বাদ্বিহিতস্যৈব ধর্ম্মতঃ।
আরোহনিয়মোক্ত্যাদের্নাবরোহোঽস্ত্যশাস্ত্রতঃ॥

অন্বয়—আশ্রমিণাম্ অবরোহঃ অস্তি, ন বা? যথা আরোহঃ, তথা রাগাৎ পূর্ব্বধর্ম্মশ্রদ্ধয়া বা ঐচ্ছিকঃ সঃ বিদ্যতে। রাগস্য অতিনিষিদ্ধত্বাৎ, বিহিতস্য এব ধর্ম্মতঃ, আরোহনিয়মোক্ত্যাদেঃ অশাস্ত্রতঃ, অবরোহঃ ন অস্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[আশ্রমাঃ আশ্রমকর্ম্মাণি চ অত্র প্রকারান্তরেণ বিষয়ঃ। আশ্রমাৎ প্রত্যবরূঢ়াণাং কর্ম্ম বিদ্যাসাধনং ন ভবতি ইতি বক্তুং বিচারম্ আরভতে। প্রত্যবরোহে রাগাদিপ্রাবল্যাৎ তস্য চ প্রতিষেধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] আশ্রমিণাম্ অবরোহঃ অস্তি, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ" ইতি] যথা [আশ্রমেষু] আরোহঃ [ইচ্ছাধীনঃ], তথা রাগাৎ পূর্ব্বধর্ম্মশ্রদ্ধয়া বা ['পারিব্রাজ্যাৎ বনস্থঃ', ইত্যাদিরূপেণ ঐচ্ছিকঃ অবরোহঃ অপি যুক্তঃ। অতঃ] ঐচ্ছিকঃ সঃ [অবরোহঃ] বিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[মিথ্যাজ্ঞানমূলত্বেন] রাগস্য অতিনিষিদ্ধত্বাৎ, [ন হি যঃ যেন অনুষ্ঠাতুং শক্যতে শ্রদ্ধীয়তে চ, সঃ তস্য ধর্ম্মঃ। কিং তর্হি? উচ্যতে—] বিহিতস্য এব ধর্ম্মতঃ, [কিঞ্চ "ততঃ ন পুনরেয়াৎ", ইতি অবরোহনিষেধেন] আরোহনিয়মোক্ত্যাদেঃ [আরোহঃ নিয়ম্যতে। ন চ আরোহবৎ অবরোহেঽপি শিষ্টাচারঃ বিদ্যতে। তস্মাৎ] অশাস্ত্রতঃ অবরোহঃ ন অস্তি।

অনুবাদ

সংশয়—[আশ্রমসকল ও আশ্রমকর্ম্মসকল এখানে প্রকারান্তরে বিষয়। আশ্রম হইতে প্রত্যবরূঢ় (—ঊর্দ্ধ্বতর আশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত) ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার সাধন হয় না, ইহা বলিবার জন্ত বিচার আরব্ধ হইতেছে। প্রত্যবরোহে আসক্তি ইত্যাদির প্রাবল্য থাকায় এবং তাহার (—প্রত্যবরোহের) প্রতিষেধ থাকায় সংশয় হয়—] আশ্রমিগণের [ঊর্দ্ধ্বতর আশ্রম হইতে] অবরোহণ (—প্রত্যাবর্ত্তন) আছে, অথবা নাই (—তাহা শাস্ত্রসম্মত, অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ)?

পূর্ব্বপক্ষ—["ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহ হইতে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে" (জাবাল ৪), এইপ্রকারে আশ্রমসকলে] আরোহণ যেমন ইচ্ছাধীন, তদ্রূপ আসক্তিবশতঃ, অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমে বিহিত ধর্ম্মে (—কর্ম্মে) শ্রদ্ধাবশতঃ ['পারিব্রাজ্য হইতে বানপ্রস্থী হইবে', ইত্যাদিপ্রকারে ঐচ্ছিক অবরোহণ যুক্তিসঙ্গত। সেইহেতু] ইচ্ছাধীন সেই অবরোহ আছে (—তাহা সঙ্গত)।

সিদ্ধান্ত—[মিথ্যা অজ্ঞানমূলক হওয়ায়] আসক্তি শ্রুতি নিষিদ্ধ হয় বলিয়া, [যিনি যেপ্রকারে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ এবং যাহাতে শ্রদ্ধা করেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্ম নহে। তবে কি? বলা হইতেছে—] যাহা শাস্ত্রবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম হয় বলিয়া, [এবং "তাহা (—ঊর্দ্ধ্বতর আশ্রম) হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না", এইপ্রকারে অবরোহণের নিষেধদ্বারা] আরোহণবিষয়ক নিয়মের উক্তি প্রভৃতি আছে বলিয়া [আরোহণ (—ঊর্দ্ধ্বতর আশ্রমগ্রহণ) নিয়মিত। আর আরোহণের স্থায় অবরোহণেও শিষ্টাচার নাই। সেইহেতু] শাস্ত্রবিহিত না হওয়ায় অবরোহণ নাই (—তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, আশ্রমসকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টভাব না থাকায় নিম্নতর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতু। সিদ্ধান্তে—তাহাদের মধ্যে উচ্চাবচভাব থাকায় প্রত্যাবৃত্তের কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতু নহে।

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥৩।৪।৪০॥

পদচ্ছেদ—তদ্ভূতস্য, তু, ন, অতদ্ভাবঃ, জৈমিনেঃ, অপি, নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ।

সূত্রার্থ—[উত্তমাশ্রমাৎ পূর্ব্বাশ্রমং প্রাপ্তস্য কর্ম্ম বিদ্যাহেতুঃ বা, ন বা ইতি সন্দেহে, বিদ্যাহেতুঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদ্ভূতস্য**—প্রাপ্তোত্তমাশ্রমস্য, **অতদ্ভাবঃ**—উত্তমাশ্রমাৎ প্রচ্যুতিঃ, **ন**—কথমপি ন সম্ভবতি, [ইতি] **জৈমিনেঃ**—তন্নামকস্য আচার্য্যস্য [সম্মতম্]। **অপি**শব্দেন—ভগবতঃ বাদরায়ণস্য চ সম্মতম্ এব ইতি দর্শিতম্। [কুতঃ?] **নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ**—"অরণ্যম্ ইয়াৎ ইতি পদং ততঃ ন পুনরেয়াৎ", ইতি নিয়মঃ, অতদ্রূপম্—প্রত্যবরোহবোধকশ্রুত্যভাবঃ, অভাবঃ—শিষ্টাচারাভাবশ্চ, তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ ইত্যর্থঃ [তস্মাৎ প্রচ্যুতেঃ অপ্রামাণিকত্বাৎ প্রচ্যুতস্য কর্ম্ম ন বিদ্যাহেতুঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[শ্রেষ্ঠ আশ্রম হইতে পূর্ব্বাশ্রমপ্রাপ্তগণের (—সন্ন্যাসাদি আশ্রম হইতে বানপ্রস্থাদি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্তগণের) কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতু, অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ

হইলে; ব্রহ্মবিদ্যার হেতু, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদ্ভূতস্য**—শ্রেষ্ঠাশ্রমপ্রাপ্তগণের, **অতদ্ভাবঃ**—শ্রেষ্ঠ আশ্রম হইতে প্রচ্যুতি (—প্রত্যাবর্ত্তন), **ন**—কোনপ্রকারেই সম্ভব নহে। [ইহা] **জৈমিনেঃ**-জৈমিনিনামক আচার্য্যের [সম্মত]। **অপি**শব্দের দ্বারা—ভগবান্ বাদরায়ণেরও অবশ্যই সম্মত, ইহা প্রদর্শিত হইল। [তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ**—"অরণ্যে গমন করিবে, ইহা শাস্ত্রনির্দ্দেশ, তথা হইতে পুনরাগমন করিবে না", ইহা নিয়ম (—অবশ্য পালনীয় বিধি), অতদ্রূপম্—প্রত্যাগমনবোধক শ্রুতির অভাব, এবং অভাবঃ—শিষ্টাচারের অভাব, সেই হেতুসকল হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়', ইহাই ভাব। [অতএব প্রচ্যুতি প্রামাণিক না হওয়ায় প্রচ্যুতের কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতু নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সন্তি ঊর্দ্ধরেতসঃ আশ্রমাঃ ইতি স্থাপিতম্ ।১ তাংস্তু প্রাপ্তস্য কথঞ্চিৎ ততঃ প্রচ্যুতিঃ অস্তি, নাস্তি বা ইতি সংশয়ঃ ।২ পূর্ব্বকর্ম্মস্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া বা রাগাদিবশেন বা প্রচ্যুতঃ অপি স্যাৎ, বিশেষাভাবাৎ ইতি ।৩ এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—'তদ্ভূতস্য' তু প্রতিপন্নোর্দ্ধরেতোভাবস্য ন কথঞ্চিৎ অপি 'অতদ্ভাবঃ' ন ততঃ প্রচ্যুতিঃ স্যাৎ ।৪ কুতঃ ?৫ 'নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ' ।৬ তথাহি—"অত্যন্তম্ আত্মানম্ আচার্যকুলে অবসাদয়ন্" (ছাঃ ২।২৩।১) **ইতি,**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—ঊর্দ্ধ্বতর আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন শাস্ত্রসম্মত।]

ঊর্দ্ধ্বরেতাগণের (—সন্ন্যাসী বানপ্রস্থী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের) আশ্রমসকল আছে, ইহা [৩।৪।১ অধিকরণে] স্থাপিত (—প্রতিপাদিত) হইয়াছে।১ কিন্তু সেই সকলকে যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কোনপ্রকারে তাহা হইতে প্রচ্যুতি (—প্রত্যাবর্ত্তন) আছে, অথবা নাই (—তাহা শাস্ত্রসম্মত, অথবা নহে), ইহা সংশয়।২ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] পূর্ব্বাশ্রমে বিহিত [যজ্ঞাদি] কর্ম্মকে ['সুখে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব', এইপ্রকার ভাবনার বশে] উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছাবশতঃ, অথবা [স্ত্রী ইত্যাদিতে] আসক্তি প্রভৃতি বশতঃ [ঊর্দ্ধ্বতর আশ্রম হইতে] প্রচ্যুতও হইতে পারে (—তাহাও শাস্ত্রসম্মত), যেহেতু ['ঊর্দ্ধ্বতর আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না', এইপ্রকার] বিশেষ [শাস্ত্রবচন] নাই।৩

[সিঃ—অবশ্যপালনীয় বিধি ইত্যাদিবলে উত্তমাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন শাস্ত্রসম্মত নহে।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে কথিত হইতেছে—'তদ্ভূতের', অর্থাৎ ঊর্দ্ধ্বরেতোভাব প্রাপ্তের (—সন্ন্যাসী প্রভৃতি ঊর্দ্ধ্বরেতাশ্রমীর) কিন্তু 'অতদ্ভাব', অর্থাৎ তাহা হইতে প্রচ্যুতি কোনপ্রকারেই হইবে না।৪ কেন হইবে না?৫ [উত্তর—] যেহেতু ['প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না' এইপ্রকার] নিয়ম, অতদ্রূপ (—প্রত্যাবর্ত্তনবোধক শাস্ত্রবাক্যের অভাব) এবং অভাব (—প্রত্যাবর্ত্তনবোধক শিষ্টাচারের অভাব), এই হেতুসকল আছে।৬ [নিয়মের ব্যাখ্যা করিতেছেন—]

শাঙ্করভাষ্যম্

"অরণ্যম্ ইয়াৎ ইতি পদং ততঃ ন পুনরেয়াৎ ইতি উপনিষৎ" ইতি, "আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্। আবিমোক্ষাচ্ছরীরস্য সোঽনুতিষ্ঠেৎ যথাবিধিঃ" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ২৩৩।৪) ইতি চ এবংজাতীয়কঃ নিয়মঃ প্রচ্যুত্যভাবং দর্শয়তি।৭ যথাচ "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ", "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" (জাবাল ৪), ইতি চ এবমাদীনি আরোহরূপাণি বচাংসি উপলভ্যন্তে, ন এবং প্রত্যবরোহরূপাণি।৮ ন চ এবম্ আচারাঃ শিষ্টাঃ বিদ্যন্তে।৯ যত্তু পূর্ব্বকর্ম্মস্বনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া প্রত্যবরোহণম্ ইতি, তদসৎ; শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" (গীতা ৩।৩৫), ইতি স্মরণাৎ।১০ ন্যায়াৎ চ, যঃ হি যং প্রতি বিধীয়তে সঃ তস্য ধর্ম্মঃ, ন তু যঃ যেন স্বনুষ্ঠাতুং শক্যতে, চোদনালক্ষণত্বাৎ ধর্ম্মস্য।১১ ন চ

ভাষ্যানুবাদ

যেমন দেখ, ["ব্রতাদি নিয়মসকলের দ্বারা] আত্মাকে (—শরীরকে) ক্ষয়করতঃ যাবজ্জীবন গুরুগৃহবাসী" ইত্যাদি ; "অরণ্যে গমন করিবে, ইহা পদ (—শস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মার্গ), তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, ইহা উপনিষৎ (—রহস্য") ইত্যাদি ; "আচার্য্যকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া চারিটী আশ্রমের মধ্যে একটী আশ্রমকে শরীর হইতে বিমোক্ষ (—মৃত্যু) পর্য্যন্ত তিনি (— আশ্রমী) যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবেন", ইত্যাদি এই জাতীয় [শ্রৌত ও স্মার্ত্ত] নিয়ম [উত্তম আশ্রম হইতে] প্রচ্যুতির অভাব প্রদর্শন করিতেছে।৭ [অতদ্রূপতার (—অপ্রত্যাবর্ত্তনের) ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর যেমন "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে" এবং "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে", ইত্যাদি [উত্তমাশ্রমে] আরোহণবোধক এই বাক্যসকল উপলব্ধ হইতেছে, এইপ্রকারে [নিম্নতর আশ্রমে] প্রত্যবরোহণবোধক বাক্য 'উপলব্ধ হইতেছে না'।৮ [অভাবের (—শিষ্টাচারাভাবের) ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর শিষ্টসম্মত (১) এইপ্রকার আচরণসকলও বিদ্যমান নাই।৯ আর যে বলা হইয়াছে—পূর্ব্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মকে উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছাবশতঃ [সেই আশ্রমে] প্রত্যাবর্ত্তন হয়, ইত্যাদি, তাহা সাধু নহে ; কারণ "সু অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা বিগুণ (— কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন) নিজের [আশ্রমবিহিত] ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকার স্মৃতি আছে।১০ আর এই বিষয়ে যুক্তিও আছে—যাহা (—যে ধর্ম্ম) যাহার প্রতি বিহিত, তাহা তাহার ধর্ম্ম, কিন্তু যাহা যৎকর্ত্তৃক [সর্ব্বাঙ্গযুক্তরূপে] সু-অনুষ্ঠিত

ভাবদীপিকা

(১) "যে শ্রুতিং পঠিত্বা তদর্থম্ উপদিশন্তি তে শিষ্টাঃ" (মন্বর্থমুক্তাবলী ১২।১০৯)। অর্থ স্পষ্ট। অপরে বলেন—বেদজ্ঞ ও বেদোক্ত নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিই শিষ্ট (সর্ব্বলক্ষণসংগ্রহ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

রাগাদিবশাৎ প্রচ্যুতিঃ, নিয়মশাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাৎ।১২ 'জৈমিনেঃ অপি' ইতি 'অপি'শব্দেন জৈমিনিবাদরায়ণয়োঃ অত্র সম্প্রতিপত্তিং শাস্তি প্রতিপত্তিদার্ঢ্যায় ।১৩॥৩।৪।৪০॥ ইতি দশমং তদ্ভূতাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

হইতে পারিবে, তাহা 'তাহার ধর্ম্ম নহে', কারণ "ধর্ম্ম চোদনালক্ষণ (— বেদবিধির দ্বারা জ্ঞাপিত" (জৈঃ সূঃ ১।১।২)।১১ আর আসক্তি প্রভৃতি বশতঃ প্রচ্যুতি (—পূর্ব্বাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন, শাস্ত্রসম্মত] হইতে পারে না, যেহেতু [উপরে উদ্ধৃত] নিয়মবোধক শাস্ত্র বলবান্।১২ [সূত্রস্থ] 'জৈমিনেরপি' অত্রস্থ 'অপি' শব্দটীর দ্বারা জৈমিনি ও বাদরায়ণ, উভয়ের এই বিষয়ে সম্যক্ সম্মতি [এতদ্বিষয়ক] জ্ঞানের দৃঢ়তার জন্য [ভগবান্ সূত্রকার] উপদেশ করিতেছেন।১৩ [অতএব "চণ্ডালাঃ প্রত্যবসিতাঃ" ইত্যাদি নিন্দাবোধক স্পষ্ট স্মৃতিবাক্য থাকায় এবং উত্তমাশ্রম হইতে অবরোহ অশাস্ত্রীয় হওয়ায় প্রত্যবরোহীর কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতু নহে]॥৩।৪।৪০॥ তদ্ভূতাধিকরণ সমাপ্ত।

১১। আধিকারিকাধিকরণম্। [৪১-৪২ সূত্র]

[অধিকারাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ভ্রষ্টোর্দ্ধ্বরেতার প্রায়শ্চিত্ত বিধান।

অধিকরণসঙ্গতি—উৎকৃষ্ট আশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার হেতু নহে, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্রূপ ব্যভিচারাদিবশতঃ উৎকৃষ্ট আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তির কর্ম্মও ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু হইবে না; এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—প্রমাদবশতঃ প্রচ্যুতব্রহ্মচর্য্য ও কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ঊর্দ্ধ্বরেতাগণের কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নিরূপিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ভ্রষ্টোর্দ্ধ্বরেতসো নাস্তি প্রায়শ্চিত্তমথাস্তি বা।
অদর্শনোক্তের্নাস্ত্যেব ব্রতিনো গর্দ্দভঃ পশুঃ॥
উপপাতকমেবৈতদ্ ব্রতিনো মধুমাংসবৎ।
প্রায়শ্চিত্তাচ্চ সংস্কারাচ্ছুদ্ধির্যত্নপরং বচঃ॥

অন্বয়—ভ্রষ্টোর্দ্ধ্বরেতসঃ প্রায়শ্চিত্তং নাস্তি, অথবা অস্তি? অদর্শনোক্তেঃ নাস্তি এব, গর্দ্দভঃ পশুঃ ব্রতিনঃ। ব্রতিনঃ মধুমাংসবৎ এতদ্ উপপাতকম্ এব, প্রায়শ্চিত্তাৎ সংস্কারাৎ চ শুদ্ধিঃ, বচঃ যত্নপরম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ক্ষতব্রতানাং ঊর্দ্ধ্বরেতসাং কৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং কর্ম্ম বিদ্যাসাধনং ভবতি ইতি দর্শয়িতুং বিচারান্তরম্ আরভতে। ঊর্দ্ধ্বরেতসঃ ধীপূর্ব্বচ্যুতব্রহ্মচর্যম্ বিষয়ঃ। মহাপাতকেষু অস্য অগণনাৎ প্রায়শ্চিত্তাস্মৃতেশ্চ ভবতি সংশয়ঃ—] ভ্রষ্টোর্দ্ধ্বরেতসঃ প্রায়শ্চিত্তং নাস্তি, অথবা অস্তি?

পূর্ব্বপক্ষ—["আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ সঃ আত্মহা"॥ (অত্রি স্মৃতি ৮।১৮) ইতি স্মৃতৌ প্রায়শ্চিত্তস্য] অদর্শনোক্তেঃ [নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্যাৎ ঊর্দ্ধরেতস্ত্বং প্রাপ্তস্য পুনঃ স্ত্রীসঙ্গেন ভ্রষ্টস্য প্রায়শ্চিত্তং] নাস্তি এব। [নমু "অথ যঃ ব্রহ্মচারী স্ত্রীম্ উপেয়াৎ সঃ গর্দ্দভং পশুম্ আলভেত" ইতি প্রায়শ্চিত্তং শ্রূয়তে। অতঃ অস্তি অত্রাপি প্রায়শ্চিত্তম্ ইতি চেৎ ? ন], গর্দ্দভঃ পশুঃ ব্রতিনঃ [কৃতে বিহিতঃ। উপকুর্বাণাখ্যঃ যঃ বেদাধ্যয়নাঙ্গত্বেন ব্রহ্মচর্য্যব্রতম্ অনুতিষ্ঠতি, তদ্বিষয়ম্ ইদং প্রায়শ্চিত্তবচনম্ ইত্যর্থঃ]।

সিদ্ধান্ত—[উপকুর্বাণকস্য] ব্রতিনঃ মধুমাংসবৎ [ঊর্দ্ধরেতসঃ অপি গুরুদারাদিভ্যঃ অন্যত্র] এতৎ [স্খলনম্] উপপাতকম্ এব, নতু মহাপাতকম্। ততঃ] প্রায়শ্চিত্তাৎ সংস্কারাৎ চ শুদ্ধিঃ [নমু যদি মহাপাতকেষু অপরিগণিতত্বেন উপপাতকত্বম্ আশ্রিত্য প্রায়শ্চিত্তম্ উচ্যতে, তর্হি "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি", ইতি বাক্যস্য কা গতিঃ? অত্র ক্রমঃ—তৎ] বচঃ যত্নপরম্। [অতঃ "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি" ইতি আহ, নতু 'নাস্তি' ইতি। অত্র প্রায়শ্চিত্তং তু গর্দ্দভপশুরেব, ব্রহ্মচারিত্বস্য সমানত্বাৎ। বনস্থপরিব্রাজকয়োঃ অপি ভ্রংশে প্রায়শ্চিত্তং স্মর্য্যতে— "কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দ্ধয়েৎ", "ভিক্ষুঃ বনস্থবৎ সোমবৃদ্ধিবর্জ্জম্", ইত্যাদি]।

অনুবাদ

সংশয়—[বিনষ্টব্রত ও কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ঊর্দ্ধরেতাগণের কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার সাধন হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য অন্য বিচার আরব্ধ হইতেছে। ঊর্দ্ধরেতার বুদ্ধিপূর্ব্বক স্খলিতব্রহ্মচর্য্য এখানে বিষয়। ইহা মহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় এবং প্রায়শ্চিত্ত-বোধক স্মৃতি না থাকায় সংশয় হয়—] ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতার প্রায়শ্চিত্ত নাই, অথবা আছে?

পূর্ব্বপক্ষ—["নৈষ্ঠিক ব্রত গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি পুনরায় প্রচ্যুত হয়, [এমন কোন] প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না, যাহার দ্বারা সেই আত্মঘাতী শুদ্ধ হইতে পারে", ইত্যাদি স্মৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের] অদর্শন বর্ণিত হওয়ায় [নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যবশতঃ ঊর্দ্ধরেতোভাবপ্রাপ্ত, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা ভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত] অবশ্যই নাই [কিন্তু "যে ব্রহ্মচারী স্ত্রীগমন করে, সে গর্দ্দভ পশুর দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিবে", এইপ্রকারে প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। সেইহেতু তাহারও প্রায়শ্চিত্ত আছে, এইপ্রকার যদি বলা হয়? তদুত্তরে বলিব—না, তাহা নহে], গর্দ্দভ পশু (—তদ্দ্বারা যজ্ঞ) ব্রতীর জন্য বিহিত। [উপকুর্বাণ নামক যে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়নের অঙ্গরূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করেন, এই প্রায়শ্চিত্তবোধক বাক্য তাঁহাকে বিষয় করে, ইহাই অর্থ]।

সিদ্ধান্ত—[উপকুর্বাণক] ব্রতীর মদ্য ও মাংসভক্ষণের ন্যায় [ঊর্দ্ধরেতার (—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর) গুরুস্ত্রী ব্যতিরিক্তস্থলে] এই [স্খলন] অবশ্যই উপপাতক, [কিন্তু মহাপাতক নহে। সেইহেতু] প্রায়শ্চিত্ত ও সংস্কার হইতে শুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি মহাপাতকসকলের মধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় উপপাতকরূপে অঙ্গীকারবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয়, তাহা হইলে "প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না", এই বাক্যের গতি কি? এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—সেই] বচন যত্নপর (—যাহাতে স্খলন না হয়, সেই জন্য অতিশয় যত্নশীল হইতে হইবে, ইহাই উক্ত বচনের তাৎপর্য্য। সেইহেতু "প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না" ইহা বলিতেছেন, কিন্তু "প্রায়শ্চিত্ত নাই", ইহা বলেন নাই। এই স্থলে (—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বেলায়) প্রায়শ্চিত্ত কিন্তু গর্দ্দভ পশুই (—তৎসম্পাদ্য যজ্ঞই), কারণ ব্রহ্মচারিত্ব [উভয় স্থলেই] সমান। বানপ্রস্থী ও

পরিব্রাজকেরও পাতিত্যস্থলে স্মৃতিতে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতেছে, যথা—[বানপ্রস্থী] "কৃচ্ছ্র দ্বাদশরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া মহাকক্ষ (—উদ্যান) বর্দ্ধন করিবেন", "সন্ন্যাসী বানপ্রস্থীর ন্যায় [কৃচ্ছ্রব্রত করিয়া মহাকক্ষে] সোমলতাবর্দ্ধন বর্জ্জন করিবেন", ইত্যাদি]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতার কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নহে। সিদ্ধান্তে—কৃতপ্রায়শ্চিত্তের তাহা ব্রহ্মবিদ্যার সাধন।

[পূঃ সূঃ] নচাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদযোগাৎ॥৩।৪।৪১॥

পদচ্ছেদ—ন, চ, আধিকারিকম্, অপি, পতনানুমানাৎ, তদযোগাৎ।

সূত্রার্থ—[প্রমাদাৎ প্রচ্যুতস্য উর্ধ্বরেতসঃ কিং প্রায়শ্চিত্তম্ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; পূর্ব্বপক্ষী আহ—] **আধিকারিকম্ অপি**—অধিকারলক্ষণসিদ্ধং গর্দ্দভালম্ভনরূপ-প্রায়শ্চিত্তং আধিকারিকম্, তদপি [নৈষ্ঠিকস্য অবকীর্ণিনঃ] **ন চ**—নৈব অস্তি। [কুতঃ ?] **পতনানুমানাৎ**—"আরূঢ়ঃ নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি" (অত্রিস্মৃতি ৮।১৬), ইতি অনিবর্ত্ত্যপাতকপ্রত্যনুমাপকস্মৃত্যা, **তদযোগাৎ**—তস্য প্রায়শ্চিত্তস্য অযোগাৎ।

অনুবাদ—[প্রমাদবশতঃ প্রচ্যুত উর্ধ্বরেতার (—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর) প্রায়শ্চিত্ত আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] **আধিকারিকম্ অপি**—অধিকারলক্ষণে (—পূর্ব্বমীমাংসার ষষ্ঠাধ্যায়ে) প্রতিপাদিত গর্দ্দভবধরূপ (—গর্দ্দভমাংসদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনরূপ) যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা আধিকারিক, তাহাও [নৈষ্ঠিক অবকীর্ণীর (—যোনিতে নিষিক্তরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর] **ন চ**—নিশ্চয়ই নাই। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **পতনানুমানাৎ**—যেহেতু "নৈষ্ঠিক ব্রত গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি পুনঃ প্রচ্যুত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না", এইপ্রকারে নিবারণের অযোগ্য পাপবোধক শ্রুতির অনুমানকারক স্মৃতিবচন থাকায়, **তদযোগাৎ**—সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি নৈষ্ঠিকঃ ব্রহ্মচারী প্রমাদাৎ অবকীর্য্যেত, কিং তস্য "ব্রহ্মচার্য্যবকীর্ণী নৈঋ'তং গর্দ্দভম্ আলভেত", ইতি এতৎ প্রায়শ্চিত্তং স্যাৎ, উত ন ইতি ?১ ন ইতি উচ্যতে।২ যদ্যপি অধিকারলক্ষণে নিণী'তং প্রায়শ্চিত্তম্ "অবকীর্ণিপশুশ্চ তদ্বদাধানস্যাপ্রাপ্তকালত্বাৎ (জৈঃ সূঃ ৬।৮।২২) ইতি, তদপি ন নৈষ্ঠিকস্য ভবিতুম্ অর্হ-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—প্রচ্যুতব্রত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিত্তাভাব।]

যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রমাদবশতঃ, (—অসাবধানতাবশতঃ, হঠাৎ) স্ত্রীসঙ্গ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার কি "অবকীর্ণী (—যোনিতে রেতঃসিঞ্চনকারী) ব্রহ্মচারী নিঋ'তিদেবতার উদ্দেশ্যে গর্দ্দভ বধ করিবে (—গর্দ্দভমাংসদ্বারা যজ্ঞ-সম্পাদন করিবে"), ইত্যাদি এই প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অথবা হইবে না ? ১ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] না (—প্রায়শ্চিত্ত নাই), ইহা কথিত হইতেছে।২ যদিও অধিকারলক্ষণে (—অধিকারবিধির বিচারাত্মক পূর্ব্বমীমাংসার ষষ্ঠাধ্যায়ে) "অবকীর্ণিপশুশ্চ

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্তাঃ। কিং কারণম্? "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা *॥ (অগ্নিস্মৃতি ৮।৮), ইতি অপ্রতিসমাধেয়পতনস্মরণাৎ ছিন্নশিরস ইব প্রতিক্রিয়ানুপপত্তেঃ। উপকুর্ব্বাণস্য তু তাদৃক্পতনস্মরণাভাবাৎ উপপদ্যতে তৎ প্রায়শ্চিত্তম্ ॥৩।৪।৪১॥

* "প্রচ্যবতে পুনঃ" ইত্যত্র "প্রচ্যবতে দ্বিজঃ", "শুধ্যেৎ স আত্মহা" ইত্যত্র চ "যেন শুধ্যতি কর্ম্মণা", ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

'তত্ত্বং আধানস্য অপ্রাপ্তকালত্বাৎ' (১), এইপ্রকারে প্রায়শ্চিত্ত নির্ণীত হইয়াছে, তাহাও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে হওয়া সম্ভব নহে।৩ তাহাতে কারণ কি? ৪ [উত্তর—] যেহেতু "নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরূঢ় যে ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রচ্যুত হয়, [এমন কোন] প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না যাহার দ্বারা সেই আত্মঘাতী শুদ্ধ হইতে পারে", এইপ্রকারে [নৈষ্ঠিক ধর্ম্মের প্রচ্যুতি] অপ্রতিসমাধেয় (—যাহার কোন প্রতিকার নাই, এতাদৃশ) পতনরূপে স্মৃতিতে বর্ণিত হওয়ায় ছিন্নমস্তক ব্যক্তির ন্যায় [তাহার] প্রতিকার সম্ভব নহে।৫ [আচ্ছা, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নির্ঋতিদেবতাক যজ্ঞ কাহার জন্য বিহিত? উত্তর—] কিন্তু উপকুর্ব্বাণের (—মাত্র বেদাধ্যয়নের অঙ্গরূপে যিনি ব্রহ্মচর্য্যপালন করেন, তাঁহার) তাদৃশ (—প্রতিকারাযোগ্য) পতনবিষয়ক স্মৃতি না থাকায় [নির্ঋতিদেবতাক যজ্ঞরূপ] সেই প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গত (—উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পতন হইলে সেই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত) ৬॥৩।৪।৪১॥

ভাবদীপিকা

[পূঃ মীঃ অবকীর্ণিপশ্বধিকরণের তাৎপর্য্য]

(১) পূর্ব্বমীমাংসাতে ৬।৮।৪ অধিকরণে এইপ্রকার বিচার আছে—শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে—"ব্রহ্মচারী অবকীর্ণী নৈর্ঋতং গর্দ্দভম্ আলভেত" ["অবকীর্ণী তু কাণেন গর্দ্দভেন চতুষ্পথে পাকযজ্ঞবিধানেন যজেত নির্ঋতিং নিশি", বেদান্তসূত্রমুক্তাবলীতে উদ্ধৃত স্মৃতিবচন)। নিশাকালে চতুষ্পথে একচক্ষুহীন গর্দ্দভের মাংসদ্বারা এই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়]। এই স্থলে সংশয় হয়—এই যজ্ঞ কি অন্যান্য লৌকিক যজ্ঞের ন্যায় আধানসিদ্ধ আহবনীয় অগ্নিতে সম্পাদিত হইবে, অথবা উপনয়নকালের ন্যায় লৌকিক অগ্নিতে? **পূর্ব্ববাদী** বলেন—সমাবর্ত্তন সমাপনান্তে দারগ্রহণানন্তর আধানসিদ্ধ (৬১১ পৃঃ) অগ্নিতেই এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। অথবা "অবিলুপ্তব্রহ্মচর্য্যঃ গৃহস্থাশ্রমম্ আবিশেৎ", এইপ্রকার বচন থাকায় বিলুপ্তব্রহ্মচর্য্যের প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে দারপরিগ্রহে অধিকার না থাকায় এবং "জায়াপতী অগ্নীন্ আদধীয়াতাম্", "জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশঃ অগ্নীনাদধীত", [শাখান্তরে—] "জায়াম্ অবাপ্য দশমে অহনি অগ্নীন্ আদধীত", ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিবচনসকলের বলে পত্নীব্যতিরেকে আধানক্রিয়াতে অধিকার না থাকায়, যে স্ত্রীতে অবকীর্ণী হইয়াছে, সেই তাহার ভার্য্যা হইবে; তৎসহযোগেই আধানক্রিয়া সম্পাদনকরতঃ সেই আধানসিদ্ধ অগ্নিতেই উক্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। **সিদ্ধান্তী** বলেন—পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলেই প্রায়শ্চিত্তের প্রাপ্তি হয় বলিয়া যে স্ত্রীতে অবকীর্ণী হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ

ভাবদীপিকা

ব্যতিরেকে প্রায়শ্চিত্তে অধিকার হয় না। আর পরপরিগ্রহভূতা, বা স্বাধীনা কোন স্ত্রীসহ-যোগে আধানক্রিয়াতে অধিকারও সিদ্ধ হয় না। পরন্তু উদ্বাহক্রিয়াসংস্কৃতা স্ত্রীসহযোগেই তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব অবকীর্ণীর পত্নী না থাকায় আহবনীয় অগ্নির অভাবে লৌকিক অগ্নিতে উক্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। এই বিষয়টাই ভাষ্যোক্ত জৈঃ সূত্রে বিবৃত হইয়াছে, যথা—**অবকীর্ণিপশুঃ চ**—অবকীর্ণিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় গর্দ্দভপশুযজ্ঞও, **তদ্বৎ**—[পূঃ মীঃ ৬।৮।৩ অধিকরণে প্রতিপাদিত] স্থপতীষ্টির ন্যায়, অথবা পূঃ মীঃ ৬।৮।২ অধিকরণে প্রতিপাদিত উপনয়নাঙ্গ হোমের ন্যায় [লৌকিকাগ্নিতেই সম্পাদিত হইবে]; **আধানস্য অপ্রাপ্ত-কালত্বাৎ**—যেহেতু অগ্ন্যাধানের কাল তখনও প্রাপ্ত হয় নাই।

[শ্রৌত স্মার্ত্ত ও লৌকিক অগ্নির পরিচয়।]

আশঙ্কা হয়—লৌকিকাগ্নি কি? বলিতেছি—যজ্ঞীয় অগ্নি তিনপ্রকার, যথা **১।** শ্রৌত **অগ্নি, ২।** স্মার্ত্ত **অগ্নি** এবং **৩।** লৌকিক অগ্নি। ১। **শ্রৌত অগ্নি**—ইহার পরিচয় আমরা ১৪৩৮ পৃষ্ঠাতে দিয়াছি। সভ্য ও আবসথ্য অগ্নিবিষয়ে আরও কিছু জ্ঞাতব্য এই স্থলে বলিতেছি—এই অগ্নিদ্বয় যথাক্রমে দেবনশালা (—আরামগৃহ, অধ্যয়নশালা, বৈঠকখানা) এবং অতিথিশালাতে স্থাপিত হয় (সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশিসূত্র, ৩।৩।১০৬ পৃঃ)। তাদৃশ স্থানের সুযোগ না থাকিলে বিকল্পে প্রধান যজ্ঞশালাতেই আহবনীয়কুণ্ড হইতে হস্তপরিমিত দূরে তাহার ঈশান-কোণে কুণ্ডমধ্যে 'আবসথ্য অগ্নি' এবং অগ্নিকোণে কুণ্ডমধ্যে 'সভ্যাগ্নি' স্থাপিত হইতে দেখা যায়। যাজ্ঞিকগণ বলেন—সায়ংকালে দেবপাঠাদি কর্ম্ম এই সভ্যাগ্নির সমীপে সম্পাদিত হয়। 'আবসথ্য অগ্নি' শ্রৌত অগ্নি নহে ইহার পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। স্মার্ত্ত কর্ম্মের জন্য কেহ যদি পূর্ব্বেই 'আবসথ্যাগ্নি' গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রৌত অগ্ন্যাধানকালে (৬১২ পৃঃ) তাঁহাকে আর ইহার আধান করিতে হয় না। আর তৎকালেও শ্রৌত 'সভ্যাগ্নির' গ্রহণ বা অগ্রহণ কোন কোন শাখীয় যজমানের ইচ্ছাধীন, যথা—"আশ্বলায়নহিরণ্যকেশিনাং [illegible] এব, সত্যাষাঢ়বৌধায়নানাং বিকল্পঃ" (আধানপদ্ধতি, ১১ পৃঃ)। ইত্যাদি। **২। স্মার্ত্তঅগ্নি**—বিবাহকালে যে অগ্নিতে লাজহোম সম্পাদিত হয়, পরবর্ত্তিকালে গৃহ্যসূত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম-সকল সম্পাদনের জন্য সেই অগ্নি রক্ষিত হয়, ইহাই 'স্মার্ত্তাগ্নি'। ইহারই অপর নাম—**আবসথ্যাগ্নি, গৃহ্যাগ্নি** এবং **ঔপাসনাগ্নি** (মনু সং ৩।৬৭, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ ও রাঘবানন্দ)। যদি বিবাহকালে এই অগ্নি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে পিতা বা ভ্রাতৃগণের সহিত দায়বিভাগ (—সম্পত্তিবিভাগ) কালে স্বশাখাসম্মত গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানানুসারে তাহা গৃহীত হয়। এই অগ্নিতেই সাগ্নিক গৃহস্থের নিত্যপাককর্ম্ম এবং বৈশ্বদেবকর্ম্ম * সম্পাদিত হয়। যজ্ঞশালাতে পাক-

পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত দেবযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞের পরিচয়।]

* এই গ্রন্থে বহু স্থলে 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' ও 'বৈশ্বদেব কর্ম্ম', 'ভূতবলি' প্রভৃতির উল্লেখ হইয়াছে (৫৯৭, ৬৬৭পৃঃ); তাহাদের বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থাদৃষ্টে কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত দেবযজ্ঞ (—বৈশ্বদেব কর্ম্ম) ও ভূতযজ্ঞের (—ভূতবলির) পরিচয় প্রদানের আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। তাহা এই—**দেবযজ্ঞ**—আবসথ্যাগ্নিতে অন্নপাক [ইহাতে 'যব' প্রশস্ত, তদভাবে ব্রীহি, অর্থাৎ তণ্ডুল গ্রহণীয়। মাষ-কড়াই ছোলা ও কোদ্রব নিষিদ্ধ]; সম্পন্ন হইলে তাহা হইতে এক ভাগ অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ঔপাসনাগ্নিতে—অগ্নি, সোম, অগ্নীষোম, ধন্বন্তরী, বিশ্বদেব, কুহ্বা

[সিদ্ধান্ত সূত্র — **উপপূর্ব্বমপিত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্ ॥৩।৪।৪২॥**

পদচ্ছেদ—উপপূর্ব্বম্, অপি, তু, একে, ভাবম্ অশনবৎ, তদুক্তম্ ।

সূত্রার্থ—[সিদ্ধান্তস্ত্ব—নেদং মহাপাতকং যেন প্রায়শ্চিত্তং ন স্যাৎ]। **অপি তু**—কিন্তু, **একে**—কেচন আচার্য্যাঃ [গুরুদারাদিভ্যঃ অন্যত্র ব্রহ্মচর্য্যচ্যবনম্] **উপপূর্ব্বম্**—উপপদপূর্ব্বম্ এব পাতকং [মন্যন্তে। তস্মাৎ এতস্য উপপাতকত্বাৎ উপকুর্ব্বাণস্য ইব নৈষ্ঠিকস্যাপি উক্তৈর্নৈর্ঋতেষ্টিরূপপ্রায়শ্চিত্তস্য] **ভাবম্**—সদ্ভাবম্ ইচ্ছন্তি, [উভয়োঃ ব্রহ্মচারিণোঃ সতি অবকীর্ণিত্বাবিশেষাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—] **অশনবৎ**—যথা ব্রহ্মচারিণঃ মধুমাংসাশিনঃ

ভাবদীপিকা

ক্রিয়া সম্ভব না হইলে, এই অগ্নিদ্বারা অন্যত্র অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া তাহাতেই আহিতাগ্নি গৃহস্থকে পাকক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। যাঁহারা শ্রৌত সভ্যাগ্নি সহ এই স্মার্ত্ত অগ্নিকে গ্রহণকরতঃ পঞ্চাগ্নিক (১৪৩৮ পৃঃ) না হন, তাঁহারা পুংসবনাদি স্মার্ত্ত কর্ম্মের জন্য আবসথ্যাগ্নি গ্রহণ করিতে পারেন, অথবা তাঁহাদের স্মার্ত্তকর্ম্মসকল লৌকিকাগ্নিতে সম্পাদিত হয়। (গৌঃ ধর্ম্মসূঃ ৫।৮, ভাষ্য)। **৩। লৌকিকাগ্নি**—যে অগ্নি স্মার্ত্ত ও শ্রৌত নহে, তাহাই লৌকিক; অর্থাৎ হোমসম্পাদনের জন্য তৎকালেই প্রজ্বালিত ও মন্ত্রাদিদ্বারা সংস্কৃত অগ্নিকে বলে—'লৌকিকাগ্নি'। যেমন ইদানীন্তনকালিক দেবপূজাঙ্গভূত 'হোমাগ্নি' ইত্যাদি।

(—অমাবস্যা) অনুমতি (—পূর্ণিমা), প্রজাপতি, দ্যাবাপৃথিবী এবং স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি, এই দেবতাগণকে স্বাহাকার মন্ত্রযোগে আহুতি প্রদত্ত হয়। ইহাই দেবযজ্ঞ, বা **বৈশ্বদেব কর্ম্ম**। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই বৈশ্বদেবহোম শ্রুত্যুক্ত চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অঙ্গভূত বৈশ্বদেবযজ্ঞ নহে (জৈঃ সূঃ ২।২।২৩ দ্রঃ)। যে পক্ক অন্ন আহুতি প্রদত্ত হইবে, তাহা ক্ষার ও লবণবর্জ্জিত হওয়া চাই। পতির অনুপস্থিতিতে পত্নীই অমন্ত্রকভাবে (—স্বাহাকার যোগ না করিয়া) এই হোমকর্ম্মে অধিকারী। **ভূতযজ্ঞ**—বৈশ্বদেব কর্ম্মের অনন্তর গৃহীত অন্নের অবশিষ্টাংশ দ্বারা এই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। গৃহের বহির্দ্দেশে পরিষ্কৃত ভূমিতে উত্তরদ্বারযুক্ত সমচতুষ্কোণ মণ্ডল গোময়দ্বারা নির্ম্মাণকরতঃ তাহার মধ্যে তত্তৎ দেবতার নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রের উপর [সম্পন্ন গৃহস্থ রৌপ্যাদি পাত্র ব্যবহার করেন] নিম্নলিখিত দেবগণকে ও ভূতগণকে মন্ত্রসহযোগে উক্ত অন্ন প্রদত্ত হয়। দেবতা যথা—ইন্দ্র অগ্নি যম নির্ঋতি বরুণ বায়ু সোম ঈশান বিষ্ণু এবং অনন্ত। ইন্দ্রাদি প্রত্যেক দেবতার অনন্তর 'ইন্দ্রপুরুষেভ্যঃ নমঃ' হইতে 'অনন্তপুরুষেভ্যঃ নমঃ' পর্য্যন্ত ১০টি বলি প্রদত্ত হয়। তদনন্তর গৃহদ্বারে—মরুদ্গণ, গৃহাভ্যন্তরে শয়নস্থানের শিরোদেশে ভূমিতে—শ্রী, ঐ পাদদেশে ভূমিতে—ভদ্রকালী, ভাণ্ডারগৃহে—ধনপতি, স্তম্ভে—রুদ্র। গোষ্ঠে—মিত্র, উদূখলমুসলে—বরুণ (মতান্তরে—বনস্পতি), কূপে—অহি, গৃহমধ্যে—ব্রহ্মা, জলকুম্ভে—অপ্, আকাশে—আকাশ, রন্ধনশালাতে—মৃত্যু, বাস্তর পশ্চাদ্ভাগে—সর্ব্বাত্মভূত, ঐ দক্ষিণে—পিতৃগণ। পরে মূল রন্ধনপাত্র হইতে পুনঃ অন্ন গ্রহণকরতঃ—রাত্রিকালে নিশাচরভূত, দিবসে—দিবাচরভূত, কুক্কুর, বায়স, পিপীলিকা, কৃমি, চণ্ডাল এবং কুষ্ঠাদি পাপরোগগ্রস্তকে পরিষ্কৃত ভূমিতে তাহা প্রদত্ত হয়। শাখা ও গৃহ্যসূত্রভেদে এই দেবতাদির কিঞ্চিৎ বিভিন্নতাও পরিদৃষ্ট হয়। পতির অনুপস্থিতিতে পত্নীই ইহা সম্পাদন করেন। অতঃপর তত্তৎ প্রাণীর অন্ন তত্তৎ প্রাণীকে প্রদত্ত হয়, অথবা অন্নসকল সংগৃহীত হইয়া গোকে প্রদত্ত হয়, বা জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাই 'ভূতবলি', বা ভূতযজ্ঞ'। (মনু সং ৩।৯১ হইতে, গৌতম ধর্ম্মসূত্র ৫।৭ হইতে এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।১০২ হইতে অপরার্ক টীকা দ্রঃ)। যাজ্ঞিকগণ বলেন—যজ্ঞশালাতে গার্হপত্যকুণ্ডের পার্শ্বেই ইন্দ্রাদি দেবতাকে বলি প্রদত্ত হইতে পারে, শ্রাবণী (৮৬৭ পৃঃ) প্রভৃতি বিশেষ উপলক্ষ্য ব্যতিরেকে গৃহের বহির্দ্দেশে তাহা প্রদত্ত হয় না।

ব্রতলোপঃ পুনঃ সংস্কারশ্চ, তদ্বৎ। [তস্মাৎ প্রায়শ্চিত্তসদ্ভাবঃ যুক্ততরঃ। প্রায়শ্চিত্তসদ্ভাব প্রতিপাদিকা শ্রুতিরপ্যস্তি—"ব্রহ্মচারী অবকীর্ণী" ইত্যাদি। শ্রুতিশ্চ বলবত্তরা], **তদুক্তম্**—প্রমাণলক্ষণে "সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ", "শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ১।৩।৮-৯) ইত্যাদিনা তৎপ্রতিপাদিতম্।

অনুবাদ—[সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—ইহা মহাপাতক নহে, যেহেতুবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত থাকিবে না]। **অপি তু**—কিন্তু **একে**—অপর আচার্য্যগণ [গুরুপত্নী প্রভৃতি ব্যতিরেকে অন্যত্র ব্রহ্মচর্য্যপ্রচ্যুতিকে] **উপপূর্ব্বম্**—উপপদপূর্ব্বক পাতকই (—উপপাতকই) মনে করেন। [সেইহেতু ইহা উপপাতক হওয়ায় উপকুর্ব্বাণের ন্যায় নৈষ্ঠিকেরও উক্ত নৈষ্ঠিকেষ্টিরূপ প্রায়শ্চিত্তের] **ভাবম্**—অস্তিত্ব ইচ্ছা করেন, [যেহেতু উভয়েরই ব্রহ্মচারী হইয়া অবকীর্ণিত্ব সমান। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—] **অশনবৎ**—যেমন মদ্য ও মাংসাহারী ব্রহ্মচারীর ব্রতলোপ ও পুনঃ সংস্কার হয়, তাহার ন্যায়। [সেইহেতু প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতিও আছে—"ব্রহ্মচারী অবকীর্ণী" ইত্যাদি। আর শ্রুতিই অধিকতর বলবতী], **তদুক্তম্**—প্রমাণলক্ষণে (—পূঃ মীঃ দর্শনের প্রথমাধ্যায়ে) "সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ", "শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ" (২ ভাবদীঃ দ্রঃ) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিতু একে আচার্যাঃ উপপাতকম্ এব এতৎ ইতি মন্যন্তে।১ যৎ নৈষ্ঠিকস্য গুরুদারাদিভ্যঃ অন্যত্র ব্রহ্মচর্যং বিশীর্যেত, ন তৎ মহাপাতকং ভবতি; গুরুতল্পাদিষু মহাপাতকেষু অপরিগণনাৎ।২ তস্মাৎ উপকুর্ব্বাণবৎ নৈষ্ঠিকস্যাপি প্রায়শ্চিত্তস্য ভাবম্ ইচ্ছন্তি, ব্রহ্মচারিত্বাবিশেষাৎ অবকীর্ণিত্বাবিশেষাৎ চ।৩ অশনবৎ, যথা ব্রহ্মচারিণঃ মধুমাংসাশনে ব্রতলোপঃ পুনঃ সংস্কারশ্চ এবম্ ইতি।৪ যে হি প্রায়শ্চিত্তস্য অভাবম্ ইচ্ছন্তি, তেষাং ন মূলম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—গুরুদারাদিব্যতিরিক্ত স্থলে প্রচ্যুত নৈষ্ঠিকাদি ঊর্ধ্ব রেতার প্রায়শ্চিত্তবিধান।]

[সিদ্ধান্ত—] আবার অপর আচার্য্যগণ কিন্তু ইহাকে উপপাতকই মনে করেন।১ গুরুপত্নী প্রভৃতি ব্যতিরেকে অন্যত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর যে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গ, তাহা মহাপাতক নহে, কারণ গুরুশয্যা (—তদুপলক্ষিত গুরুপত্নীগমন) প্রভৃতি মহাপাতকসকলের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই।২ সেইহেতু [শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণ] উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর ন্যায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরও প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব ইচ্ছা করেন, যেহেতু [উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক, উভয়েই] অবিশেষভাবে ব্রহ্মচারী এবং অবিশেষভাবে অবকীর্ণী।৩ 'আহারের ন্যায়', [ইহার ব্যাখ্যা—] যেমন মদ্য ও মাংসাহারে [উপকুর্ব্বাণ] ব্রহ্মচারীর ব্রতলোপ এবং [প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা] পুনরায় সংস্কার হয়, এইপ্রকার 'নৈষ্ঠিকস্থলেও হইবে'।৪ [আচ্ছা, ভগবান্ সূত্রকার দুইটী সূত্রে দুইটী পক্ষ মাত্র উপন্যস্ত করিয়াছেন, তুমি ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

উপলভ্যতে।৫ যে তু ভাবম্ ইচ্ছন্তি, তেষাং "ব্রহ্মচারী অবকীর্ণী", ইতি এতদ্ অবিশেষশ্রবণং মূলম্।৬ তস্মাৎ ভাবঃ যুক্ততরঃ।৭ তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে "সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ", "শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ১।৩।৮,৯) ইতি।৮ প্রায়শ্চিত্তাভাবস্মরণং তু

ভাষ্যানুবাদ

কিপ্রকারে নিরূপণ করিতেছ? উত্তর—] দেখ যাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অভাব [প্রতিপাদন করিতে] ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের [মতবাদের] মূল (—মূলভূত শ্রুতিবচন) উপলব্ধ হইতেছে না, [তাহা অনুমান করিতে হইবে]।৫ কিন্তু যাঁহারা [প্রায়শ্চিত্তের] অস্তিত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের "অবকীর্ণী ব্রহ্মচারী নৈর্ঋতেষ্টি সম্পাদন করিবেন", ইত্যাদি এই অবিশেষ শ্রুতিই (—অবিশেষভাবে সকলপ্রকার ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিত্তবোধক শ্রুতিবচনই) মূল।৬ সেইহেতু (—অনুমিত শ্রুতিবচনাপেক্ষা প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচন প্রবল হওয়ায়, প্রায়শ্চিত্তের] অস্তিত্বই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। [সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্বসমর্থক সূত্রই সিদ্ধান্তসূত্ররূপে গৃহীত হইতেছে।৭ মূলভূত শ্রুতিবচন থাকিলে সেই পক্ষই প্রবল সুতরাং গ্রহণীয়, এই বিষয়ে পূর্বমীমাংসার সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] প্রমাণলক্ষণে (—পূর্বমীমাংসার প্রথম পাদে) তাহা কথিত হইয়াছে—"সমা বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ", "শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ" (২) ইত্যাদি।৮ এইপ্রকার হইলে (—সামান্য শ্রুতিবলে উপকুর্বাণের ন্যায় নৈষ্ঠিকেরও প্রায়শ্চিত্তের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে, "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি", ইত্যাদি]

ভাবদীপিকা [শাস্ত্রপ্রসিদ্ধার্থাধিকরণের তাৎপর্য]

(২) পূর্বমীমাংসা ১।৩।৫ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধার্থপ্রামাণ্যাধিকরণে ['আর্য্যম্লেচ্ছাধিকরণ' ও 'যবরাহাধিকরণ' এই অধিকরণের নামান্তর], এইপ্রকার বিচার আছে—শ্রুতিতে "যবময়ঃ চরুঃ ভবতি" "বারাহী উপানহৌ উপমুঞ্চতে", ইত্যাদি স্থলে যব ও বরাহ শব্দের প্রয়োগ আছে। আর্য্যগণ যবশব্দে দীর্ঘশূকযুক্ত শস্যকে এবং বরাহশব্দ শূকরকে বুঝিয়া থাকেন। ম্লেচ্ছগণ কিন্তু যবশব্দে প্রিয়ঙ্গুকে (—কঙ্গুধানাকে, কাঙনকে) এবং বরাহশব্দে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষকে (—বায়সকে) বুঝিয়া থাকেন। সংশয় হয়—উক্ত শব্দসকলের উভয়প্রকার অর্থকেই কি বিকল্পে গ্রহণ করিতে হইবে, অথবা আর্য্যসম্মত অর্থকে? পূর্বপক্ষী বলেন—"তেষু অদর্শনাৎ বিরোধস্য সমাবিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ" (জৈঃ সূঃ ১।৩।৮)। অর্থ—তেষু—যবাদিশব্দে, বিরোধস্য অদর্শনাৎ—প্রাবল্যদৌর্বল্যরূপ বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া, বিপ্রতিপত্তিঃ—বিশিষ্ট প্রতিপত্তি (—জ্ঞান), অর্থাৎ শব্দের শক্তিগ্রহ, অর্থবোধ; সমা স্যাৎ—সমান হইবে। [অতএব উভয়প্রকার অর্থই বিকল্পে গ্রহণীয়]। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—শাস্ত্রস্থা বা তন্নিমিত্তত্বাৎ (জৈঃ সূঃ ১।৩।৯) অর্থ—বা শব্দ—পূর্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। শাস্ত্রস্থা—শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অর্থ [অবশ্যই গ্রহণীয়], তন্নিমিত্তত্বাৎ—যেহেতু তাহার (—ধর্মজ্ঞানের) নিমিত্ততা আছে, অর্থাৎ যেহেতু শাস্ত্রই ধর্মজ্ঞানের হেতু। তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে যববিধায়ক বাক্যশেষে এইপ্রকার

এবং সতি যত্নগৌরবোৎপাদনার্থম্ ইতি ব্যাখ্যাতব্যম্।৯ এবং ভিক্ষুবৈখানসয়োরপি "বানপ্রস্থঃ দীক্ষাভেদে কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দ্ধয়েৎ", "ভিক্ষুঃ বানপ্রস্থবৎ, সোমবল্লিবর্জ্জং

ভাষ্যানুবাদ

প্রায়শ্চিত্তের অভাববোধক স্মৃতি কিন্তু [নৈষ্ঠিকের ব্রহ্মচর্য্য বিলুপ্ত হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয় না, সেইহেতু তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার জন্য] অত্যধিক যত্ন উৎপাদনের জন্য, এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে (৩)।৯ এইপ্রকারে সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থীর পক্ষেও—"দীক্ষাভেদ (—ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গবশতঃ ব্রতলোপ) হইলে বানপ্রস্থী দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্রব্রতের (৪) অনুষ্ঠান করিয়া মহাকক্ষকে (—বহু তৃণ ও বৃক্ষাদি-

ভাবদীপিকা

অর্থবাদ আছে—"যত্রান্যা ওষধয়ঃ ম্লায়ন্তে অথ এতে মোদমানাঃ ইব উত্তিষ্ঠন্তি"—'যখন (—বসন্তকালে) অন্য ওষধিসকল ম্লান (—শুষ্কপ্রায়) হইয়া যায়, তখন ইহারা (—যবসকল) পরিপুষ্ট অবস্থায় থাকে'। "বারাহী উপানহৌ", ইহার বাক্যশেষে এইপ্রকার অর্থবাদ আছে—"বরাহং গাবো অনুধাবন্তি"। এই অর্থবাদদ্বয় হইতে নির্ণীত হয়—যবশব্দের অর্থ দীর্ঘ-শূকবিশিষ্ট শস্য, কারণ বসন্তকালে প্রিয়ঙ্গু থাকে না, শরৎকালেই তাহা পক্ব হইয়া যায়। আর বরাহশব্দের অর্থ শূকর, কারণ গোর পক্ষে তাহার অনুধাবনই সম্ভব, আকাশে উড্ডীয়মান বায়সের নহে। অতএব ইহাই নির্ণীত হয় যে, শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থ শাস্ত্রাবলম্বনেই নিরূপণ করিতে হইবে। সেইহেতু প্রস্তাবিত স্থলেও মূলভূত শ্রুতিবচন থাকায় সেই পক্ষটাই প্রবল, সুতরাং শাস্ত্রার্থনিরূপণের জন্য তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ভাব। আচ্ছা, তাহা হইলে "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি", ইত্যাদি স্মৃতির গতি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—**প্রায়শ্চিত্ত**—'এইপ্রকার ইত্যাদি (৯ বাক্য)।

(৩) স্মৃতিকার ভগবান্ অত্রি প্রায়শ্চিত্তের অভাবপক্ষের সমর্থক নহেন, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত বচন হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা—"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকে ধর্ম্মে যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ। চান্দ্রায়ণং চরেন্মাসমিতি শাকাতপোঽব্রবীৎ"॥ (অত্রি সং ২৭০-৭১)। বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী-কার "উপকুর্ব্বাণো যৎ কুর্য্যাৎ ব্রহ্মচারী তু নৈষ্ঠিকঃ। তদেব দ্বিগুণং কুর্য্যাৎ", ইত্যাদি মহর্ষি হারীতের বচনানুযায়ী ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিকের পক্ষে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া তাহাকেই "ন পশ্যামি", ইত্যাদি অত্রিবচনের তাৎপর্য্যরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের মতে—প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পারলৌকিক শুদ্ধি হইলেও ইহলৌকিক শুদ্ধি হয় না, ইহাই "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি", ইত্যাদি অত্রিবচনের তাৎপর্য্য, [ইহা পরবর্ত্তী অধিকরণে ২ ভাবদীঃ দ্রঃ]। এক্ষণে সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থীর প্রমাদবশতঃ ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গ হইলে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিতেছেন—**এবং**—'এইপ্রকারে' ইত্যাদি (১০ বাক্য)।

(৪) তিন দিন দিনমানে একবারমাত্র ভোজন, তিন দিন রাত্রিকালে একবারমাত্র ভোজন, তিন দিন অযাচিত ভোজন এবং তিন দিন উপবাস, ইহাকে বলে—'**দ্বাদশরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত**,' (প্রকটার্থবিবরণ)। তিন দিন উষ্ণ জল পান, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধপান, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত পান এবং তিন দিন উপবাস, ইহাকে বলে—'**দ্বাদশরাত্র তপ্ত কৃচ্ছ্রব্রত**' (বায়ুপুরাণ৬২।১৬)।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চ", ইতি এবমাদি প্রায়শ্চিত্তস্মরণম্ অনুস্মার্ত্তব্যম্ ॥১০॥৩।৪।৪২॥ ইতি একাদশম্ আধিকারিকাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব প্রদেশবিশেষকে, জলসেচনাদিদ্বারা] বর্দ্ধন করিবেন", "সন্ন্যাসী বানপ্রস্থীর ন্যায় [কৃচ্ছ্রব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া] সোমলতাবর্জ্জিত মহাকক্ষকে বর্দ্ধন করিবেন এবং স্বশাস্ত্রোক্ত সংস্কার করিবেন", ইত্যাদি এই সকল প্রায়শ্চিত্তবোধক স্মৃতিকে স্মরণ করিতে হইবে (৫) ।১০॥৩।৪।৪২॥ আধিকারিকাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত

১২। বহিরধিকরণম্। [৪৩ সূত্র]

[বহিস্তূভয়থাধিকরণম্]

অধিকরণসঙ্গতি— কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতা অশুদ্ধিবশতঃ শিষ্টগণের বর্জ্জনীয়।

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, সুতরাং শুদ্ধ নষ্টোর্ধ্বরেতার কর্ম যেমন ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু তদ্রূপ অন্যকর্ত্তৃক তাহার সহিত একত্রে শ্রবণাদি সাধনানুষ্ঠানও সেই অন্য ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু হইবে ; এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি— কৃতপ্রায়শ্চিত্ত অবকীর্ণীর পারলৌকিক অশুদ্ধি দূরীভূত হইলেও ইহলৌকিক অশুদ্ধি বর্তমান থাকায় তাহার সাহচর্য্য ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধক, ইহা নিরূপণদ্বারা প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সাধনই নিরূপিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

শুদ্ধঃ শিষ্টৈরুপাদেয়স্ত্যাজ্যো বা দোষহানিতঃ।
উপাদেয়োঽন্যথা শুদ্ধিঃ প্রায়শ্চিত্তকৃতা বৃথা ॥

ভাবদীপিকা

(৫) "স্বশাস্ত্রোক্ত সংস্কার" বলিতে সন্ন্যাসীর ধর্মবোধক শাস্ত্রে বিহিত 'বিরজা হোম' ইত্যাদি সংস্কারকে এবং নিম্নোদ্ধৃত ধ্যানাদি সংস্কারসকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা এই— "সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্। পুনঃ স পূতো ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবন এব চ ॥ মনোবাক্কায়জান্ দোষান্ অজ্ঞানোত্থান্ প্রমাদজান। সর্ব্বান্ দহতি যোগাগ্নিস্তূলরাশিমিবানলঃ॥ উপপাতকসঙ্ঘেষু পাতকেষু মহৎসু চ। প্রবিশ্য রজনীপাদং ব্রহ্মধ্যানং সমাচরেৎ॥ নিত্যমেব চ কুর্ব্বীত প্রাণায়ামাংস্তু ষোড়শ। অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ" ॥ "তত্রৈব চ যতিঃ শান্তঃ কুর্য্যাৎ সান্তপনং ব্রতম্। ততশ্চরতি নির্দ্দোষঃ কৃচ্ছ্রস্যান্তে সমাহিতঃ" ॥ "ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ" (আরুণিকোপনিষৎ ২) "অষ্টৌ গ্রাসাঃ মুনেঃ ভক্ষ্যাঃ"। "একান্নং ন তু ভুঞ্জীত বৃহস্পতিসমাদপি" (সন্ন্যাসোপনিষৎ ২।৭১), ইত্যাদি [প্রকটার্থ ও বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী দ্রঃ) ।অতএব নিশ্চিত হইল—ঊর্ধ্বরেতাগণ যদি প্রমাদবশতঃ হঠাৎ [অধ্যবসায় করিয়া নহে] ব্রতভ্রংশ হন, তাহা হইলে কৃত উপরোক্ত প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদের সাধন ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির হেতু হয়।

আধিকারিকাধিকরণ সমাপ্ত।

[ন্যায়মালা—] আমুষ্মিক্যেব শুদ্ধিঃ স্যাত্ততঃ শিষ্টাস্ত্যজন্তি তম্।

প্রায়শ্চিত্তাদৃষ্টিবাক্যাদশুদ্ধিস্ত্বৈহিকীষ্যতে॥

অন্বয়—শুদ্ধঃ শিষ্টৈঃ উপাদেয়ঃ ত্যাজ্যঃ বা? দোষহানিতঃ উপাদেয়ঃ, অন্যথা প্রায়শ্চিত্তকৃতা শুদ্ধিঃ বৃথা। আমুষ্মিকী এব শুদ্ধিঃ স্যাৎ, প্রায়শ্চিত্তাদৃষ্টিবাক্যাৎ ঐহিকী অশুদ্ধিঃ তু ইষ্যতে; ততঃ শিষ্টাঃ তং ত্যজন্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কৃতপ্রায়শ্চিত্তৈঃ তৈঃ ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতোভিঃ সহ শিষ্টাচারলক্ষণং কর্ম্ম অত্র বিষয়ঃ। প্রায়শ্চিত্তেন কস্যচিৎ এনসঃ লোকদ্বয়েঽপি অশুদ্ধিঃ অপনীয়তে, কস্যচিৎ তু পারলৌকিকাশুদ্ধিমাত্রম্ অপনীয়তে, ঐহিকাশুদ্ধিঃ অনুবর্ত্ততে। অতঃ ভবতি সংশয়ঃ—কৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ, অতঃ] শুদ্ধঃ [ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতাঃ] শিষ্টৈঃ উপাদেয়ঃ, ত্যাজ্যঃ বা? (—তৈঃ সহ শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানং বিদ্যাসাধনম্, অথবা ন ইতি ভাবঃ)।

পূর্ব্বপক্ষ—[পূর্ব্বোক্তপ্রায়শ্চিত্তেন] দোষহানিতঃ [সঃ ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতাঃ শিষ্টৈঃ] উপাদেয়ঃ, অন্যথা প্রায়শ্চিত্তকৃতা শুদ্ধিঃ বৃথা [স্যাৎ]।

সিদ্ধান্ত—[প্রায়শ্চিত্তেন তস্য] আমুষ্মিকী এব শুদ্ধিঃ স্যাৎ। ["প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি" ইতি] প্রায়শ্চিত্তাদৃষ্টিবাক্যাৎ ঐহিকী অশুদ্ধিঃ তু ইষ্যতে; ততঃ শিষ্টাঃ তং ত্যজন্তি।

অনুবাদ

সংশয়—[কৃতপ্রায়শ্চিত্ত সেই ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতাগণের সহিত শিষ্টাচারাত্মক কর্ম্ম এখানে বিষয়। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কোন কোন পাপের লোকদ্বয়েও (—ইহলোকে ও পরলোকেও) অশুদ্ধি অপনীত হয়, কিন্তু কোন কোন পাপের পারলৌকিক অশুদ্ধিমাত্র অপনীত হয়, ঐহিক অশুদ্ধি থাকিয়াই যায়। সেইহেতু সংশয় হয়—কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, সেইহেতু] শুদ্ধ [ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতা] শিষ্টগণকর্তৃক গ্রহণীয়, অথবা ত্যাজ্য? (—তাহার সহিত শ্রবণাদির অনুষ্ঠান ব্রহ্মবিদ্যার সাধন, অথবা নহে, ইহাই ভাব)।

পূর্ব্বপক্ষ—[পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা] দোষ বিনষ্ট হওয়ায় [সেই ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতা শিষ্টগণকর্তৃক] গ্রহণীয় (—তৎসহ শ্রবণাদির অনুষ্ঠান ব্রহ্মবিদ্যার হেতু), অন্যথা প্রায়শ্চিত্তজনিতা শুদ্ধি বৃথা হইয়া পড়িবে।

সিদ্ধান্ত—[প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার] পারলৌকিক শুদ্ধিই হইবে (—নরকপ্রাপ্তি হইবে না। "প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না" (অত্রিস্মৃতি ৮।১৬) এই] প্রায়শ্চিত্তের অদর্শনবাক্য হইতে ইহলৌকিক অশুদ্ধি কিন্তু অভিপ্রেত; সেইহেতু শিষ্টগণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন (—তাহার সহিত শ্রবণাদির অনুষ্ঠান ব্রহ্মবিদ্যার হেতু নহে)।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, "আরূঢ়পতিতম্" ও "বালঘ্নাংশ্চ" (মনু সং ১১।১৯০) ইত্যাদি স্মৃতির বিরোধ (২ ভাবদীঃ দ্রঃ)। সিদ্ধান্তে—উক্ত স্মৃতিসকলের অনুকূলতা।

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩।৪।৪৩॥

পদচ্ছেদ—বহিঃ, তু, উভয়থা, অপি, স্মৃতেঃ, আচারাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[কৃতপ্রায়শ্চিত্তেন নৈষ্ঠিকেন অবকীর্ণিনা সহ কৃতং শ্রবণাদিকং কিং বিদ্যাসাধনং, ন বা ইতি সন্দেহে; বিদ্যাসাধনম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **উভয়থা অপি**—ঊর্ধ্বরেতসাম্ আশ্রমাৎ প্রচ্যুতিঃ উপপাতকং মহাপাতকং বা অস্তু, উভয়থা অপি,

[তে কৃতপ্রায়শ্চিত্তাঃ অপি শিষ্টৈঃ বহিষ্কার্য্যাঃ। কুতঃ ?] **স্মৃতেঃ**—"প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি" (অত্রিস্মৃতি ৮।১৬), "আরূঢ়পতিতং বিপ্রম্" (কৌশিকস্মৃতি ?), ইত্যাদিনিন্দা-স্মৃতেঃ, **আচারাৎ চ**—শিষ্টাচারাৎ চ। [অতঃ প্রায়শ্চিত্তেন পরলোকশুদ্ধেনাপি তেন সহ কৃতং শ্রবণাদিকং ন বিদ্যাসাধনম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[কৃতপ্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিক অবকীর্ণীর সহিত কৃত শ্রবণাদি কি ব্রহ্মবিদ্যার সাধন, অথবা নহে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; বিদ্যার সাধন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **উভয়থা অপি**—উর্দ্ধরেতাগণের আশ্রম হইতে প্রচ্যুতি উপপাতক বা মহাপাতক, যাহাই হউক্ না কেন, উভয়প্রকারেই (—উভয় স্থলেই), কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহারা শিষ্ট-গণকর্ত্তৃক [সমাজ হইতে] বহিষ্করণীয়। কেন ? উত্তর—] **স্মৃতেঃ**—যেহেতু "প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না" এবং "আরূঢ়পতিত বিপ্রকে", ইত্যাদি নিন্দাবোধক স্মৃতিবাক্য আছে, **আচারাৎ চ**—এবং যেহেতু শিষ্টগণেরএইপ্রকার আচরণও 'পরিলক্ষিত হয়'। [অতএব প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পরলোকে শুদ্ধ হইলেও (—নরকপ্রাপ্তি না হইলেও) তাহার সহিত কৃত শ্রবণাদি ব্রহ্মবিদ্যার সাধন হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি ঊর্ধ্বরেতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং, যদি বা উপপাতকম্, উভয়থা অপি শিষ্টৈঃ তে বহিষ্কর্ত্তব্যাঃ।১ "আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা"॥ (অত্রিস্মৃতি ৮।১৬) ইতি, "আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্। উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টং চ স্পৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ"॥ (কৌশিকস্মৃতি ?) ইতি চ এবমাদিনিন্দাতিশয়স্মৃতিভ্যঃ।২ শিষ্টাচারাৎ চ।৩ নহি যজ্ঞাধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহ আচরন্তি শিষ্টাঃ।৪।৩।৪।৪৩॥ ইতি দ্বাদশং বহিরধিকরণম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্মার্ত্তলিঙ্গ ও শিষ্টাচারবলে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলেও ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতা ব্যবহার্য্য নহে।]

ঊর্ধ্বরেতাগণের (—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর) স্ব স্ব আশ্রম-সকল হইতে প্রচ্যুতি মহাপাতকই হউক্, বা উপপাতকই হউক্, উভয়প্রকারেই (—উভয় স্থলেই) তাহারা শিষ্টগণকর্ত্তৃক [সমাজ হইতে] বহিষ্করণীয়।১ যেহেতু "নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরূঢ় যে ব্যক্তি পুনরায় চ্যুত হয়, [এমন কোন] প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না, যাহার দ্বারা সেই আত্মঘাতী শুদ্ধ হইতে পারে", ইত্যাদি এবং "যে বিপ্র [ঊর্ধ্বতর আশ্রমে] আরূঢ় হইয়া পতিত হইয়াছে, [নৃপতিকর্ত্তৃক] দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণব্রত অনুষ্ঠান করিবে", ইত্যাদি এই সকল (১) অতিশয় নিন্দাজ্ঞাপক স্মৃতি আছে।২ আর শিষ্টগণের আচরণও আছে।৩ যেহেতু শিষ্টগণ তাহাদের (—সেই আরূঢ়পতিতগণের) সহিত যজ্ঞ অধ্যয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি আচরণ করেন না (২) ৪।৩।৪।৪৩॥ বহিরধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

১৩। স্বাম্যধিকরণম্। [৪৪-৪৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় হইলেও তাহার ফল যজমানের প্রাপ্য।

ভাবদীপিকা

(১) 'আদি'শব্দে নিম্নোদ্ধৃত এই স্মৃতিবাক্যকেও গ্রহণ করিতে হইবে—"নৈষ্ঠিকানাং বনস্থানাং যতীনাং চাবকীর্ণিনাম্। শুদ্ধানামপি লোকেঽস্মিন্ প্রত্যাপত্তির্ন বিদ্যতে" ॥ (পরিমলে ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণে উদ্ধৃত কৌশিকস্মৃতি)। 'প্রত্যাপত্তি'—ব্যবহার্য্যতা।

(২) শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণ বলেন—নিষিদ্ধ আচরণের ফলে যে পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অশুদ্ধি উৎপাদন করে। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই অশুদ্ধি নিরাকৃত হয়, ফলে ইহলৌকিক পাতিত্য, মৃত্যুর পর নরকাদিভোগ ও পরবর্ত্তী জন্মে নানাপ্রকার রোগ-ভোগ প্রভৃতি হয় না। কিন্তু এমন কতকগুলি পাপ আছে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা যাহাদের পারলৌকিক অশুদ্ধিমাত্র নিরাকৃত হয়, ফলে নরকভোগাদি ও জন্মান্তরে রোগভোগাদি হয় না ; পরন্তু ইহলৌকিক অশুদ্ধি, সুতরাং পাতিত্য থাকিয়াই যায়। সেইহেতু শিষ্টগণ তাহাদের সহিত ব্যবহার করেন না। নিম্নোদ্ধৃত স্মৃতিবচনসকল সেই বিষয়ে প্রমাণ, যথা—"বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতঃ। শরণাগতহন্তৄংশ্চ স্ত্রীহন্তৄংশ্চ ন সংবসেৎ" ॥ (মনু সং ১১।১৯০)। "ন সংবসেৎ"—'একত্র বাস করিবে না'। "সংবসেৎ" স্থলে 'সংপিবেৎ' পাঠ আছে। অর্থ—'তাহাদের গৃহে ভোজনাদি ব্যবহার করিবে না' (কল্পতরু)। এই মনুবচনের ব্যাখ্যারূপে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে" ॥ (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, প্রায়শ্চিঃ ২২৬)।—'যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম অজ্ঞান-বশতঃ অথবা কামের প্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তজ্জনিত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিরাকৃত হয়, কিন্তু ["বালঘ্নাংশ্চ" ইত্যাদি মনু-] বচনের বলে তাহারা [শিষ্টগণকর্ত্তৃক] অব্যবহার্য্য হইবে'। [বীরমিত্রোদয় ও মিতাক্ষরাতে এই শ্লোকটীর অন্যপ্রকার পাঠ ও অর্থ পরিদৃষ্ট হয়, আমরা ভামতী ও তট্টীকার অনুসরণ করিতেছি]। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্রও বলিয়াছেন—"শরণাগতবালস্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্নতু। চীর্ণব্রতানপি সতঃ কৃতঘ্নসহিতানিমান্ ॥ (যাজ্ঞ-বল্ক্যস্মৃঃ প্রায়শ্চিঃ ২৯৮) 'চীর্ণব্রত'—কৃতপ্রায়শ্চিত্ত। অপর অর্থ স্পষ্ট। আপস্তম্বও বলিয়াছেন—"নাস্য অস্মিন্ লোকে প্রত্যাপত্তিঃ বিদ্যতে, কল্মষং তু নির্হন্যতে"। এই সকল স্মৃতিবচনবলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বালকহত্যাকারী স্ত্রীহত্যাকারী ও কৃতঘ্ন প্রভৃতির পারলৌকিক অশুদ্ধি-কর পাপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নিরাকৃত হয়, ইহলৌকিক অশুদ্ধি কিন্তু থাকিয়াই যায় ; সেইহেতু শিষ্টগণ তাহাদের সহিত ব্যবহার করেন না। ভাষ্যমধ্যে এবং ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে উদ্ধৃত কৌশিকবচনবলে ভ্রষ্টোর্ধ্বরেতাবিষয়েও (—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর বেলাতেও) এইপ্রকার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—"প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি" (অত্রিস্মৃতি ৮।১৬) এই বচনের অর্থ—ঐহিক শুদ্ধিকর প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না"। অতএব এই সকল প্রমাণবলে ইহা সিদ্ধ হয় যে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ভ্রষ্টো-র্ধ্বরেতার ইহলৌকিক অশুদ্ধি থাকিয়া যায় বলিয়া তাহার সহিত ব্যবহার চলে না এবং তৎসহ অনুষ্ঠিত শ্রবণাদি ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির প্রতি হেতুও হয় না। বহিরধিকরণ সমাপ্ত।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন অতিশয় নিন্দাজ্ঞাপক স্মৃতিবচনের বলে "যে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত, সে ব্যবহারযোগ্য", এই সামান্য নিয়মের নৈষ্ঠিকাদি স্থলে বাধ হইয়াছে। তদ্রূপ "কর্তাই ফলভোক্তা", এই শ্রুতিনির্দ্দেশের বলে "যে ব্যক্তি কর্ম্মাঙ্গ অনুষ্ঠানের কর্তা, সেই ব্যক্তিই তদাশ্রিত উপাসনারও অনুষ্ঠাতা", এই সামান্য নিয়মের বাধ হইবে; যেহেতু তাদৃশ উপাসনার ফল যজমানের প্রাপ্য। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত হইলেও বিদ্যার এমনই প্রভাব যে, ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার ফল হয় যজমানগামি। তদ্রূপ স্বীয় স্বরূপে আশ্রিত ব্রহ্মবিদ্যার অনুষ্ঠান স্বয়ংই করিতে হয় বলিয়া তাহা যে অবিদ্যাধ্বংসরূপ স্বতন্ত্র ফল প্রদান করিবে, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার সাক্ষাৎ পুরুষার্থসাধনতা প্রকারান্তরে প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয় (রত্নপ্রভা অবলম্বনে)। অথবা [অপরে বলেন—] কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনার ফল যজমানগামি হইলেও, অনুষ্ঠাতা মন্দাধিকারীকে কথঞ্চিৎ অন্তর্মুখিনতা অভ্যাস করাইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মবিদ্যার নিকটবর্ত্তী করে বলিয়া বস্তুতঃ ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি তাহা দূরবর্ত্তি সাধন হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অঙ্গধ্যানং যাজমানমার্ত্বিজ্যং বা যতঃ ফলম্।
ধ্যাতুরেব শ্রুতং তস্মাদ্ যাজমানমুপাসনম্॥
ব্রূয়াদেবংবিদুদ্গাতেত্যার্ত্বিজ্যত্বং স্ফুটং শ্রুতম্।
ক্রীতত্বাদৃত্বিজস্তেন কৃতং স্বামিকৃতং ভবেৎ॥

অন্বয়—অঙ্গধ্যানং যাজমানম্, আর্ত্বিজ্যং বা? যতঃ ধ্যাতুরেব ফলং শ্রুতম্, তস্মাৎ উপাসনং যাজমানম্। "এবংবিদ্ উদ্গাতা ব্রূয়াৎ", ইতি আর্ত্বিজ্যত্বং স্ফুটং শ্রুতম্। ঋত্বিজঃ ক্রীতত্বাৎ তেন কৃতং স্বামিকৃতং ভবেৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কর্ম্মাঙ্গাববদ্ধানি উপাসনানি বিষয়ঃ। তেষু উভয়কর্ত্তৃকত্বপ্রতীতেঃ ভবতি সংশয়ঃ—] অঙ্গধ্যানং যাজমানম্, আর্ত্বিজ্যং বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["বর্ষতি হ অস্মৈ...যঃ এতদ্ এবংবিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে" (ছাঃ ২।৩।২) ইত্যাদিশ্রুতৌ] যতঃ ধ্যাতুরেব ফলং শ্রুতম্, তস্মাৎ [কর্ত্তুরেব ফলভোক্তৃত্বাৎ] উপাসনং যাজমানং [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—"এবংবিদ্ উদ্গাতা ব্রূয়াৎ" ইতি [বাক্যশেষে উপাসনস্য] আর্ত্বিজ্যত্বং স্ফুটং শ্রুতম্। [অতঃ কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধোপাসনম্ ঋত্বিজাং কর্ম্ম। যুক্তং চ এতৎ, অশেষকর্ম্মানুষ্ঠানায় যজমানেন] ঋত্বিজঃ ক্রীতত্বাৎ। [তস্মাৎ] তেন [ঋত্বিজা যৎ] কৃতং, তৎ স্বামিকৃতং ভবেৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[কর্ম্মাঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত (—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত) উপাসনাসকল বিষয়। সেই সকলে [যজমান ও ঋত্বিক্] উভয়ের কর্ত্তৃত্ব প্রতীত হওয়ায় সংশয় হয়—] অঙ্গধ্যান (—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা) যজমানকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়, অথবা ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক?

পূর্ব্বপক্ষ—["যিনি ইহাকে এইপ্রকার জানিয়া বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন, মেঘ তাঁহার জন্য বর্ষণ করে", ইত্যাদি শ্রুতিতে] ধ্যাতারই ফল শ্রুত হইয়াছে, সেই-হেতু [কর্তাই ফলভোক্তা হওয়ায়] উপাসনা যজমানকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে।

সিদ্ধান্ত—"এইপ্রকার উপাসনাবিদ্ উদ্‌গাতা বলিবেন (—উদ্‌গীথ গান করিবেন") এইপ্রকারে [বাক্যশেষে উপাসনার] ঋত্বিক্‌কর্ম্মত্ব স্পষ্টভাবে শ্রুত হইয়াছে। [সেই-হেতু কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা ঋত্বিগ্‌গণের কর্ম্ম। আর ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে], যেহেতু [অশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য যজমানকর্ত্তৃক] ঋত্বিগ্‌গণ [দক্ষিণাদ্বারা] ক্রীত হইয়াছেন। [সেইহেতু] সেই ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক যাহা কৃত হয়, তাহা [বস্তুতঃ] স্বামিকর্ত্তৃকই (—যজমানকর্ত্তৃকই) কৃত হইয়া পড়ে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের মুখ্যসামানাধিকরণ্য (—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনাতে যে যজমান কর্ত্তা, সেই ফলভোক্তা)। সিদ্ধান্তে—পরম্পরাসম্বন্ধে সামানাধিকরণ্য (—দক্ষিণাদ্বারা ক্রীত ঋত্বিকের কর্ত্তৃত্ব বস্তুতঃ যজমানেরই হওয়ায় যজমানই ফলভোক্তা)।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥৩।৪।৪৪॥**

পদচ্ছেদ—স্বামিনঃ, ফলশ্রুতেঃ, ইতি, আত্রেয়ঃ।

সূত্রার্থ—[কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনানি কিং যজমানকর্ত্তৃকাণি, আহোস্বিৎ ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃকাণি ইতি সংশয়ে], **স্বামিনঃ**—যজমানস্য, [এব অঙ্গাশ্রিতোপাস্তিষু কর্ত্তৃত্বম্] **ইতি, আত্রেয়ঃ**—আচার্য্যঃ আত্রেয়ঃ [মন্যতে। কুতঃ ?] **ফলশ্রুতেঃ**—কর্ম্মাঙ্গপঞ্চবিধসামিবৃষ্ট্যুপাসকস্য "বর্ষতি হ অস্মৈ" (ছাঃ ২।৩।২) ইত্যাদিফলশ্রবণাৎ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অনুবাদ—[কর্ম্মাঙ্গে আশ্রিত উপাসনাসকল কি যজমানকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে, অথবা ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক, এইপ্রকার সংশয় হইলে], **স্বামিনঃ**—যজমানেরই [অঙ্গাশ্রিতোপাসনাসকলে কর্ত্তৃত্ব] **ইতি**—ইহা, **আত্রেয়ঃ**—আচার্য্য আত্রেয় [মনে করেন। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **ফলশ্রুতেঃ**—যেহেতু কর্ম্মাঙ্গভূত পঞ্চবিধ সামে বৃষ্টিদৃষ্টিতে উপাসকের "ইহার জন্য বর্ষণ করে", ইত্যাদিপ্রকার ফল শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অঙ্গেষু উপাসনেষু সংশয়ঃ—কিং তানি যজমানকর্ম্মাণি, আহোস্বিৎ ঋত্বিক্‌কর্ম্মাণি ইতি।১ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?২ যজমানকর্ম্মাণি ইতি।৩ কুতঃ?৪ ফলশ্রুতেঃ।৫ ফলং হি শ্রূয়তে—"বর্ষতি হ অস্মৈ বর্ষয়তি হ যঃ এতদ্ এবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সাম উপাস্তে" (ছাঃ ২।৩।২) ইত্যাদি।৬ তচ্চ স্বামিগামি ন্যায্যম্, তস্য সাঙ্গে

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—আচার্য্য আত্রেয়ের মতে—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা ফলভোক্তা যজমানকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়।]

কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলে সংশয় হয়—তাহারা কি যজমানের [অনুষ্ঠেয়] কর্ম্ম, অথবা ঋত্বিকের কর্ম্ম?১ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?২ [পূর্ব্বপক্ষ—] যজমানের কর্ম্ম।৩ হেতু কি?৪ [উত্তর—] যেহেতু ফলশ্রুতি আছে।৫ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু [যজমানেরই] ফল শ্রুত হইতেছে—"ইহাকে এই-প্রকারে জানিয়া যিনি বৃষ্টিতে (–বৃষ্টিদৃষ্টিদ্বারা) পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করেন, ইহার জন্য (—ইঁহার ইচ্ছানুসারে) মেঘ বর্ষণ করে এবং [অনাবৃষ্টি হইলে] ইনি বর্ষণ করান্", ইত্যাদি।৬ [আচ্ছা, সেই ফল ঋত্বিকের হইবে না কেন?

শাঙ্করভাষ্যম

প্রয়োগে অধিকৃতত্বাৎ, অধিকৃতাধিকারত্বাৎ চ এবংজাতীয়কস্য।৭ ফলং চ কর্ত্তরি উপাসনানাং শ্রূয়তে—'বর্ষতি অস্মৈ... য উপাস্তে', ইত্যাদি।৮ ননু ঋত্বিজঃ অপি ফলং দৃষ্টম্, "আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে, তম্ আগায়তি" (বৃঃ ১।৩।২৮) ইতি।৯ ন, তস্য বাচনিকত্বাৎ।১০ তস্মাৎ স্বামিনঃ এব ফলবৎসু উপাসনেষু কর্ত্তৃত্বম্ ইতি আত্রেয়ঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।১১॥৩।৪।৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ

উত্তর -] আর স্বামিগামি তাহাই (—সেই ফলই) ন্যায্য (—সেই ফল কর্ম্মস্বামী যজমানেরই হওয়া উচিত), যেহেতু সাঙ্গপ্রয়োগে (—অঙ্গের সহিত প্রধান কর্ম্মের অনুষ্ঠানে) তাঁহারই অধিকার এবং যেহেতু এই জাতীয় (—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত) উপাসনার অধিকৃতাধিকারতা (১১৭৩ পৃঃ) আছে (—দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে যে যজমান অধিকারী, গোদোহনপাত্রের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ণ (১২০৯ পৃঃ) করিলে পশুরূপ ফললাভ যেমন তাহারই হয়; তদ্রূপ সাঙ্গকর্ম্মে যে যজমান অধিকারী, অঙ্গাশ্রিতোপাসনার ফলও তাহারই হইয়া থাকে)।৭ [আচ্ছা, ফল না হয় যজমানের হইল, কিন্তু উপাসনাকর্ত্তা অন্য ব্যক্তি (—ঋত্বিক্) কেন হইবে না? উত্তর—] আর উপাসনাসকলের ফল কর্ত্তাতেই শ্রুত হইতেছে (—কর্ত্তাই উপাসনার ফলভোক্তা), যথা—যিনি উপাসনা করেন, ইহার জন্য [মেঘ] বর্ষণ করে", ইত্যাদি। [সুতরাং ফলভোক্তা যজমানই উপাসনার কর্ত্তৃরূপে অঙ্গীকার্য্য]।৮ [শঙ্কা—] কিন্তু ঋত্বিকেরও ফল [শ্রুতিতে] দেখা গিয়াছে, যথা—"নিজের জন্য, বা যজমানের জন্য যে কাম্যবস্তু কামনা করেন", [উদ্‌গাতা উদ্‌গীথ-] গানের দ্বারা তাহাকে সম্পাদন করেন", ইত্যাদি।৯ [পূঃ সমাধান—] না, তাহা নহে, যেহেতু তাহা বাচনিক (—শ্রুতিবলে লব্ধ, অর্থাৎ সামান্যভাবে ফল যজমানেরই হইয়া থাকে, শ্রুতিবচনবলে কোন স্থলে তাহার অপবাদ হয় মাত্র)।১০ সেইহেতু (—প্রস্তাবিত স্থলে শ্রুতিবচনবলে 'ফল যজমানেরই হয়', এই সামান্য নিয়মের অপবাদ না হওয়ায়) ফলবিশিষ্ট উপাসনাসকলে স্বামীরই (—যজমানেরই) কর্ত্তৃত্ব, ইহা আচার্য্য আত্রেয় মনে করেন।১১॥৩।৪।৪৪॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] আর্ত্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৩।৪।৪৫॥

পদচ্ছেদ—আর্ত্বিজ্যম্, ইতি, ঔডুলোমিঃ, তস্মৈ, হি, পরিক্রীয়তে।

সূত্রার্থ—[সিদ্ধান্তস্তু - অঙ্গোপাসনম্] **আর্ত্বিজ্যম্**—ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃকম্ এব, **ইতি**, **ঔডুলোমিঃ**—আচার্য্যঃ ঔডুলোমিঃ, [মন্যতে]। **হি**—যতঃ, **তস্মৈ**—সাঙ্গায় কর্ম্মণে [যজমানেন ঋত্বিক্] **পরিক্রীয়তে**—ক্রীতঃ ভবতি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—অঙ্গাশ্রিতোপাসনা] **আর্ত্বিজ্যম্**—ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠেয়, **ইতি**—ইহা, **ঔডুলোমিঃ**—আচার্য্য ঔডুলোমি [মনে করেন]।

হি—যেহেতু, তস্মৈ—সাঙ্গ কর্ম্মের জন্য [যজমানকর্ত্তৃক ঋত্বিক্] পরিক্রীয়তে—ক্রীত হইয়া থাকেন, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

'ন এতদ্ অস্তি স্বামিকর্ম্মাণি উপাসনানি ইতি।১ ঋত্বিক্‌কর্ম্মাণি এতানি স্যুঃ ইতি ঔডুলোমিঃ আচার্য্যঃ মন্যতে।২ কিং কারণম্?৩ তস্মৈ হি সাঙ্গায় কর্ম্মণে যজমানেন ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে, তৎপ্রয়োগান্তঃপাতীনি চ উদ্গীথাদ্যুপাসনানি অধিকৃতাধিকারত্বাৎ।৪ তস্মাৎ গোদোহনাদিনিয়মবৎ এব ঋত্বিগ্‌ভিঃ নির্ব্বর্ত্তেরন্।৫ তথাচ "তং হ বকঃ দাল্‌ভ্যঃ বিদাঞ্চকারঃ, সঃ হ নৈমিশীয়ানাম্ উদ্গাতা বভূব" (ছাঃ ১।২।১৩), ইতি উদ্গাতৃকর্ত্তৃকতাং বিজ্ঞানস্য দর্শয়তি।৬ যত্তু উক্তং কর্ত্রাশ্রয়ং ফলং শ্রূয়তে ইতি।৭ নৈষঃ দোষঃ, পরার্থত্বাৎ ঋত্বিজঃ অন্যত্রবচনাৎ ফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ।৮॥৩।৪।৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ঔডুলোমির মতে—সাঙ্গ কর্ম্মের ন্যায় অঙ্গাশ্রিত উপাসনাও ঋত্বিগ্‌গণের অনুষ্ঠেয়, যজমান ফলভোক্তা।]

[সিদ্ধান্ত—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত] উপাসনাসকল স্বামীর (—ফলভোক্তা যজমানের) কর্ম্ম (—অনুষ্ঠেয়), ইহা নাই (—ইহা সিদ্ধান্তসম্মত নহে)।১ ইহারা ঋত্বিকের কর্ম্ম, ইহা আচার্য্য ঔডুলোমি মনে করেন।২ কারণ কি? (—একজন কর্ত্তা, অপরে ফলভোক্তা, এইপ্রকার বৈয়ধিকরণ্যের হেতু কি?৩ উত্তর—] যেহেতু সেই সাঙ্গ কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যজমানকর্ত্তৃক [দক্ষিণাদ্বারা] ঋত্বিক্ পরিক্রীত (—সম্যগ্‌রূপে ক্রীত) হইয়াছে, [কিন্তু সাঙ্গকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ঋত্বিক্ ক্রীত হইয়াছে, উপাসনার জন্য নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এবং যেহেতু উদ্গীথাদি উপাসনাসকল তাহার প্রয়োগের (—ঋত্বিকের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার) অন্তঃপাতী, কারণ অধিকৃতেরই অধিকার (—যে ব্যক্তি উদ্‌গীথগানরূপ কর্ম্মাঙ্গানুষ্ঠানে অধিকারী, তাহারই তদাশ্রিত উপাসনানুষ্ঠানে অধিকার) আছে।৪ সেইহেতু (—অঙ্গাশ্রিতোপাসনাতে অঙ্গানুষ্ঠাতারই অধিকার থাকায়) গোদোহনাদি নিয়মের ন্যায়ই (—দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে যাঁহার অধিকার আছে, পশুকামী হইলে গোদোহনপাত্রের দ্বারা অপ্‌প্রণয়নে নিয়মিতভাবে তাঁহার অধিকারের ন্যায়ই, কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকল] ঋত্বিগ্‌গণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে।৫ [এই বিষয়ে শ্রৌতলিঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "দাল্‌ভ্যের পুত্র বক তাঁহাকে জানিয়াছিলেন (—উদ্‌গীথাবয়বভূত ওঁকারকে মুখ্যপ্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিয়াছিলেন), তিনিই নৈমিষারণ্যবাসী যাজ্ঞিকগণের [সত্রযজ্ঞে] উদ্‌গাতা হইয়াছিলেন", এইরূপে [শ্রুতি] বিজ্ঞানের (—কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনার) উদ্গাতৃকর্ত্তৃকতা (—তাহা উদ্গাতাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, ইহা) প্রদর্শন করিতেছেন।৬ আর যে বলা হইয়াছে—ফল কর্ত্তাকে আশ্রয় করে, ইহা

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে (৬৯৮ পৃঃ, ৮ বাক্য)।৭ [তদুত্তরে বলিব—] এই দোষ হয় না (—ফল কর্ত্তার হয় না, ইহা আমরা বলিতেছি না), যেহেতু ঋত্বিগ্‌গণ অপরের প্রয়োজনসম্পাদক হওয়ায় বিশেষ বচন (—বিধিবাক্য) ব্যতিরেকে ফলের সহিত তাহার সম্বন্ধ (—ঋত্বিগ্‌গণের ফলভোক্তৃত্ব) সঙ্গত নহে (১) ।৮॥৩।৪।৪৫॥

শ্রুতেশ্চ ॥৩।৪।৪৬॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, শ্রুতেঃ—"যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞে ঋত্বিজঃ আশিষম্ আশাসতে ইতি যজমানায় এব তাম্" (শত: ব্রা: ১।২।৪।২৬), ইতি শ্রুতেঃ [ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃকস্য উপাসনস্য যজমানগামিফলত্বম্ অবগম্যতে। অতঃ ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃকাণি কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনানি ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চ—আর, শ্রুতেঃ—"ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে যাহা কিছু আশিষ (—ফল) প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানের জন্যই", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় [ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক উপাসনার যজমানগামিফলতা (—ফল যজমানের হয়, ইহা) অবগত হওয়া যাইতেছে। অতএব কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকল ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞে ঋত্বিজঃ আশিষম্ আশাসতে ইতি যজমানায় এব তাম্ আশাসতে ইতি হ উবাচ" (শত: ব্রা: ১।২।৪।২৬) ইতি, "তস্মাৎ উ হ এবংবিদ্ উদ্‌গাতা ব্রূয়াৎ কং তে কামং আগায়ানি" (ছা: ১।৭.৮-৯) ইতি।১ তচ্চ ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃকস্য বিজ্ঞানস্য যজমানগামি ফলং দর্শয়তি।২ তস্মাৎ অঙ্গোপাসনানাম্ ঋত্বিক্‌কর্ম্মত্বসিদ্ধিঃ।৩॥৩।৪।৪৬॥ ইতি ত্রয়োদশং স্বাম্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

(সিঃ—শ্রুতি ও লিঙ্গবলে ঋত্বিগনুষ্ঠিত উপাসনাফলের যজমানগামিতা প্রদর্শন।)

"ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে যাহা কিছু আশিষ (—ফল) প্রার্থনা করেন, যজমানের জন্যই সেই ফল প্রার্থনা করেন, ইহা বলিয়াছিলেন", ইত্যাদি, [এবং] "সেইহেতু এবংবিদ্ (—এইপ্রকার উপাসনাযুক্ত) উদ্‌গাতা [যজমানকে] বলিবেন, 'সামগানের দ্বারা তোমার জন্য কোন্ অভীষ্ট সম্পাদন করিব", ইত্যাদি 'শ্রুতিবাক্যসকল আছে'।১ আর তাহারা (—সেই শ্রুতিপ্রমাণ ও শ্রুতিবোধিত লিঙ্গপ্রমাণ)

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—সাঙ্গকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা স্বাভীষ্ট ফলসিদ্ধির জন্য যজমানকর্ত্তৃক দক্ষিণাদ্বারা ঋত্বিগ্‌গণ ক্রীত হন। সেইহেতু রাজার বেতনভোগী সৈন্যগণের যুদ্ধজয়রূপ ফল যেমন রাজারই হইয়া থাকে, তদ্রূপ দক্ষিণাক্রীত ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সাঙ্গ কর্ম্ম ও তদঙ্গাশ্রিত উপাসনার ফল যজমানেরই হইয়া থাকে। এইপ্রকারে ক্রয়দ্বারা কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য (—একই অধিকরণে বর্ত্তমানতা), অর্থাৎ 'যে কর্ত্তা, সেই ফলভোক্তা', এই উৎসর্গ (—সামান্য নিয়ম) সিদ্ধ হয়। কিন্তু 'ফল ঋত্বিকের হইবে', এইপ্রকার বিশেষ শ্রুতিবচন থাকিলে তাহার বলে উক্ত সামান্য নিয়মের অপবাদ (—ব্যতিক্রম, বাধ) হইবে, অন্যথা নহে।

ভাষ্যানুবাদ

ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানের (—উপাসনার) ফল যজমানগামি হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিতেছে। সেইহেতু কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনাসকলের ঋত্বিক্‌কর্ম্মতা (—তাহারা ঋত্বিকের কর্ম্ম, ইহা) সিদ্ধ হয় ।৩।৩।৪।৪৬॥ স্বাম্যধিকরণ সমাপ্ত।

১৪। সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্। [৪৭-৪৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন নিদিধ্যাসনে [এবং প্রসঙ্গতঃ শ্রবণ ও মননে] বিধি অঙ্গীকার।

অধিকরণসঙ্গতি—বিধুর প্রভৃতি মন্দাধিকারিগণের জ্ঞানসাধন বর্ণনার প্রসঙ্গে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতোপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানের অধম (—দূরবর্ত্তি) সাধন, ইহা নির্ধারণ করিয়া পুনরায় সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের উৎকৃষ্ট (—নিকটবর্ত্তি) সাধন বর্ণিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণসকলের সহিত এই অধিকরণের **একপ্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় (ন্যায়নির্ণয়)। **অথবা** পূর্ব্বাধিকরণে "তং হ বকঃ দাল্ভ্যঃ" (ছাঃ ১।২।১৩) এবং "যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞে" (শতঃ ব্রাঃ ১।২।৪।২৬) ইত্যাদি বাক্যশেষবলে যেমন কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উদ্গীথাদি উপাসনাসকলের ঋত্বিগনুষ্ঠেয়তা নিশ্চিত হইয়াছে, তদ্রূপ "অথ মুনিঃ", "অথ ব্রাহ্মণঃ" (বৃঃ ৩।৫।১), ইত্যাদি বিধিরহিত বাক্যশেষবলে নিদিধ্যাসনের অবিধেয়তা নিশ্চিত হইবে, এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় (ব্রহ্মতত্ত্ব প্রঃ)।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার অন্তরঙ্গসাধন নিদিধ্যাসনে বিধি প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি স্পষ্টভাবেই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অবিধেয়ং বিধেয়ং বা মৌনং তন্ন বিধীয়তে।
প্রাপ্তং পাণ্ডিত্যতো মৌনং জ্ঞানবাচ্যুভয়ং যতঃ॥
নিরন্তরজ্ঞাননিষ্ঠা মৌনং পাণ্ডিত্যতঃ পৃথক্।
বিধেয়ং তদ্ভেদদৃষ্টিপ্রাবল্যে তন্নিবৃত্তয়ে॥

অন্বয়—মৌনম্ অবিধেয়ং, বিধেয়ং বা? উভয়ং যতঃ জ্ঞানবাচি পাণ্ডিত্যতঃ মৌনং প্রাপ্তম্, তৎ ন বিধীয়তে। নিরন্তরজ্ঞাননিষ্ঠা মৌনং পাণ্ডিত্যতঃ পৃথক্, ভেদদৃষ্টিপ্রাবল্যে তন্নিবৃত্তয়ে তৎ বিধেয়ম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কহোলব্রাহ্মণে শ্রূয়তে—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ" (বৃঃ ৩।৫।১) ইতি। অস্য অয়ম্ অর্থঃ—যস্মাৎ ব্রহ্মভাবঃ পরমপুরুষার্থঃ, তস্মাৎ ব্রহ্মবুভূষুঃ উপনিষত্তাৎপর্য্যনির্ণয়রূপং পাণ্ডিত্যং নিঃশেষেণ সম্পাদ্য বালবৎ নীরাগদ্বেষত্বেন যুক্তঃ অসম্ভাবনানিরাকরণায় যুক্তিরনুচিন্তয়ন্ অবস্থাতুম্ ইচ্ছেৎ, ততঃ পাণ্ডিত্যবাল্যে নিঃশেষেণ সম্পাদ্য অথঃ মুনিঃ ইতি। অত্র শ্রূয়মাণং মৌনং বিষয়ঃ। মৌনশব্দস্য সিদ্ধে পারিব্রাজ্যে, সাধ্যে চ জ্ঞানাভ্যাসে প্রয়োগদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] মৌনম্ অবিধেয়ং, বিধেয়ং বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["তিষ্ঠাসেৎ" ইতি বিধিশ্রবণাৎ পাণ্ডিত্যং বাল্যং চ বিধেয়ম্ অস্তু। পরন্তু তত্র "ভবেৎ" ইতি বিধ্যশ্রবণাৎ মুনিত্বং ন বিধেয়ম্। নচ বিধিঃ কল্পয়িতুং শক্যঃ, পাণ্ডিত্যশব্দেন প্রাপ্তস্য মৌনস্য অপূর্ব্বার্থত্বাভাবাৎ। তথাহি পণ্ডিতস্য বিদুষঃ ভাবঃ পাণ্ডিত্যম্

ইতি জ্ঞানবাচকঃ অয়ং শব্দঃ। তথা মুনিশব্দঃ অপি, 'মন জ্ঞানে' ইতি অস্মাৎ ধাতোঃ তন্নিষ্পন্নঃ। তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং মৌনং চ ইতি] উভয়ং বচঃ জ্ঞানবাচি, [ততঃ] পাণ্ডিত্যতঃ মৌনং প্রাপ্তম্। [অতঃ] তৎ ন বিধীয়তে।

সিদ্ধান্ত—[পূর্ব্বোক্তস্য পাণ্ডিত্যস্য পুনঃ মুনিশব্দেন অভিধানে প্রয়োজনাভাবাৎ] নিরন্তরজ্ঞাননিষ্ঠা [নাম অপূর্ব্বাংশং] মৌনং পাণ্ডিত্যতঃ পৃথক্ [মুনিশব্দেন বিবক্ষিতম্। ততঃ "তিষ্ঠাসেৎ" ইতি পদানুবৃত্ত্যা বিধিঃ লভ্যতে। অস্তি চ জ্ঞাননৈরন্তর্য্যেন প্রয়োজনম্, প্রবলভেদবাসনাবাসিতস্য অধিকারিণঃ] ভেদদৃষ্টিপ্রাবল্যে [সতি] তন্নিবৃত্তয়ে [নিদিধ্যাসনাত্মকং] তৎ [মৌনং] বিধেয়ম্।

অনুবাদ

সংশয়—[কহোলব্রাহ্মণে শ্রুত হইতেছে—"সেইহেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যকে নিঃশেষে লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন, বাল্য ও পাণ্ডিত্যকে নিঃশেষে লাভ করিয়া অতঃপর মুনি হইবেন", ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—'যেহেতু ব্রহ্মাত্মভাব পরমপুরুষার্থ, সেইহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞানেচ্ছু উপনিষদের তাৎপর্য্যনির্ণয়রূপ (—শ্রবণরূপ) পাণ্ডিত্যকে নিঃশেষে সম্পাদন করিয়া বালকের ন্যায় রাগদ্বেষহীনতার সহিত যুক্ত হইয়া অসম্ভাবনা নিরাকরণের জন্য যুক্তিকে অনুচিন্তনকরতঃ (—মননকরতঃ) অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন। তদনন্তর পাণ্ডিত্য ও বাল্যকে (—শ্রবণ ও মননকে) নিঃশেষে সম্পাদন করিয়া অনন্তর মুনি (—নিদিধ্যাসনশীল) হইবেন', ইত্যাদি। এই স্থলে শ্রূয়মাণ মৌনই বিষয়। সিদ্ধবস্তু পারিব্রাজ্যে এবং সাধারণ জ্ঞানাভ্যাসে মৌনশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সংশয় হয়—] মৌন (—নিদিধ্যাসন) বিধেয় নহে, অথবা বিধেয়?

পূর্ব্বপক্ষ—["তিষ্ঠাসেৎ" এইপ্রকারে বিধি শ্রুত হওয়ায় পাণ্ডিত্য ও বাল্য (—শ্রবণ ও মনন) বিধেয় হউক। কিন্তু সেই স্থলে "ভবেৎ" এইপ্রকারে বিধি শ্রুত না হওয়ায় মুনিত্ব (—মুনির ধর্ম্ম ধ্যান, নিদিধ্যাসন) বিধেয় নহে। আর বিধিকে কল্পনাও করিতে পারা যায় না, কারণ পাণ্ডিত্যশব্দের দ্বারা প্রাপ্ত যে মৌন, তাহা অপূর্ব্ব বিষয় নহে। যেমন দেখ, পণ্ডিতের অর্থাৎ বিদ্বানের যে ভাব (—ধর্ম্ম), তাহা পাণ্ডিত্য, এইপ্রকারে এই শব্দটী জ্ঞানবাচক। এইপ্রকারে মুনিশব্দটীও জ্ঞানবাচক, যেহেতু জ্ঞানার্থক, 'মন্' এই ধাতু হইতে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেইহেতু পাণ্ডিত্য ও মৌন, এই] দুইটী যেহেতু জ্ঞানবাচক, [সেইহেতু] পাণ্ডিত্য হইতেই মৌনকে প্রাপ্ত হওয়া গেল। অতএব তাহা (—মৌন) বিহিত হইতেছে না।

সিদ্ধান্ত—[পূর্ব্ববর্ণিত পাণ্ডিত্যের পুনরায় মুনিশব্দের দ্বারা কথনে প্রয়োজন না থাকায়] নিরন্তর জ্ঞাননিষ্ঠা নামক মৌনরূপ (—নিদিধ্যাসনরূপ) অপূর্ব্ব বিষয় পাণ্ডিত্য হইতে পৃথগ্‌ভাবে [মুনিশব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে। সেইহেতু "তিষ্ঠাসেৎ" এই পদের পুনরাবৃত্তির দ্বারা বিধি লব্ধ হইতেছে। আর জ্ঞাননৈরন্তর্য্যের (—অবিরত ধ্যানাভ্যাসের) প্রয়োজনও আছে, প্রবলভেদবাসনাভিভূতচিত্ত অধিকারীর] ভেদজ্ঞানের প্রাবল্য থাকায় (১) তাহার নিবৃত্তির জন্য [নিদিধ্যাসনাত্মক] সেই মৌন বিধেয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান অনাবশ্যক। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন তাহার অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক।

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥৩।৪।৪৭॥

সূত্রার্থ—[বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে—"বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ" (বৃ: ৩।৫।১) ইতি। তত্র কিং নিদিধ্যাসনাখ্যং মৌনং বিধীয়তে, ন বা ইতি সন্দেহে ; ন, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সহকারিভূতশ্রবণমননাখ্যপাণ্ডিত্যবাল্যবিধিবৎ] **সহকার্য্যন্তরবিধিঃ**—সহকার্য্যন্তরস্য মৌনস্য নিদিধ্যাসনাখ্যস্য বিধিঃ [আশ্রয়িতব্যঃ, অপূর্ব্বত্বাৎ। নন্ন "গার্হস্থ্যম্ আচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থম্" (আপ: ধর্ম্ম সূ: ২।৯।২১।১), ইত্যত্র মৌনশব্দস্য পারিব্রাজ্যে প্রয়োগদর্শনাৎ কথম্ অত্র মৌনং নিদিধ্যাসনং স্যাৎ ? অত: আহ—] **তৃতীয়ম্**—শ্রবণমননদ্বয়াপেক্ষয়া তৃতীয়ং নিদিধ্যাসনম্ এব অত্র মৌনং বিধীয়তে। [আপস্তম্বস্মৃতৌ তু ইতরাশ্রমসমভিব্যাহারাৎ নিদিধ্যাসনপ্রধানং পারিব্রাজ্যং মৌনশব্দেন লক্ষ্যতে ইতি অবিরোধঃ। নন্ন কস্য মৌন বিধিঃ ? অতঃ আহ—"এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা" (বৃ: ৩।৫।১), ইতি পূর্ব্ববাক্যে প্রকৃতস্য] **তদ্বতঃ**—পরোক্ষজ্ঞানবতঃ সন্ন্যাসিনঃ [এব এষঃ বিধিঃ ইত্যর্থঃ। নন্ন নিদিধ্যাসনস্য বিপরীতভাবনানিবৃত্তিরূপং ফলং প্রতি অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেব প্রাপ্তত্বাৎ, সূক্ষ্মবস্তুসাক্ষাৎকারে চ তস্য স্বতঃ প্রাপ্তত্বাৎ বিধিঃ নিরর্থকঃ এব স্যাৎ। অতঃ আহ—] **পক্ষেণ**—যস্মিন্ পক্ষে ভেদদর্শনপ্রাপ্তিঃ তেন পক্ষেণ প্রাপ্ত্যভাবাৎ বিধিঃ অর্থবান্ এব। [নন্ন ব্রহ্মপরবাক্যে কথং বিধিঃ ইতি আশঙ্ক্য দৃষ্টান্তম্ আহ—]

ভাবদীপিকা

[অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনার পরিচয়]

(১) এই যে 'ভেদজ্ঞানের প্রাবল্য', ইহাই **বিপরীতভাবনা**। বস্তুতঃ দেহাদি পদার্থ সকল সত্য, তাহাতে আত্মবুদ্ধি, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সত্য, ইত্যাদি এইপ্রকার যে বিপরীত বুদ্ধি, তাহাই 'বিপরীতভাবনা'। নিদিধ্যাসনের (১।৫০ পৃ:) বলে ইহা নিরাকৃত হয় এবং চিত্তের একাগ্রতা ও সূক্ষ্মবিষয়গ্রহণযোগ্যতা সম্পাদিত হয় (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, বসুমতী, ২।১২৮ পৃ:, পঞ্চদশী ৭।১০৯ ইত্যাদি দ্র:)। গীতার টীকার প্রারম্ভে আচার্য্য পূজ্যপাদ **মধুসূদন** সরস্বতী মহোদয় বলিয়াছেন—"ততস্তৎপরিপাকেন নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা। যোগশাস্ত্রস্য সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ" ॥ (১৭ শ্লোক)। অতএব ধ্যান ধারণা ও সমাধি (যো: সূ: ৩।১-৩) ইহারা এই নিদিধ্যাসনেরই অন্তর্গত। প্রসঙ্গতঃ শ্রবণ ও মননের (১।১৫০ পৃ:) দ্বারা নিরাকরণীয় **অসম্ভাবনা** কি, তাহা বলিতেছি। অসম্ভাবনা দুইপ্রকার—**১। প্রমাণগত** অসম্ভাবনা এবং **২। প্রমেয়গত** অসম্ভাবনা। 'বেদান্তবাক্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুকে প্রতিপাদন করে, অথবা অন্য কিছুকে, অর্থাৎ 'উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা আছে, অথবা নাই', এইপ্রকার যে উপনিষদ্বাক্যরূপ প্রমাণবিষয়ক সংশয়, তাহাকে বলে **১। প্রমাণগত** অসম্ভাবনা। শ্রবণের দ্বারা ইহা নিরাকৃত হয়। আর জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতাই সত্য, অথবা অভিন্নতা ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্রহ্মবস্তু আছেন, অথবা নাই ; বুদ্ধিই আত্মা, অথবা তদতিরিক্ত কিছু আছে ; ইত্যাদি এইপ্রকার যে প্রমেয় ব্রহ্মবিষয়ক সন্দেহ, তাহাকে বলে **২। প্রমেয়গত** অসম্ভাবনা। মননের দ্বারা ইহা নিরাকৃত হয়।

বিধ্যাদিবৎ—বিধেঃ আদিঃ বিধ্যাদিঃ প্রধানবিধিঃ ইত্যর্থঃ, তদ্বৎ। [যথা দর্শপূর্ণমাস-প্রধানপরে বাক্যে অন্বাধানাদেঃ অঙ্গজাতস্য বিধিঃ, তদ্বৎ অত্র মৌনস্য ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[বৃহদারণ্যকে পঠিত হইতেছে—"বাল্য ও পাণ্ডিত্যকে (—মনন ও শ্রবণকে) নিঃশেষে লাভ করিয়া অতঃপর মুনি (—নিদিধ্যাসনশীল) হইবেন", ইত্যাদি। সেই স্থলে কি নিদিধ্যাসনাখ্য মৌন বিহিত হইতেছে, অথবা হইতেছে না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; হইতেছে না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সহকারিভূত শ্রবণমনননামক পাণ্ডিত্য ও বাল্যে বিধির ন্যায়] **সহকার্য্যন্তরবিধিঃ**—অন্য সহকারী যে নিদিধ্যাসন নামক মৌন, তাহার (—তদ্বিষয়ক) বিধি [অঙ্গীকার করিতে হইবে, যেহেতু তাহা অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে অবিহিত)। কিন্তু "গার্হস্থ্য, আচার্যাকুল (—ব্রহ্মচর্য্য), মৌন এবং বানপ্রস্থ", ইত্যাদি এই স্থলে মৌনশব্দের পারিব্রাজ্যে (—সন্ন্যাসাশ্রমে) প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া এখানে মৌন নিদিধ্যাসন হইবে কিপ্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তৃতীয়ম্**—শ্রবণ ও মনন, এই দুইটী অপেক্ষা তৃতীয় নিদিধ্যাসনই এখানে মৌনরূপে বিহিত হইতেছে। [আপস্তম্বস্মৃতিতে কিন্তু অন্যান্য আশ্রমের সহিত একত্রে পঠিত হওয়ায় মৌনশব্দের দ্বারা পারিব্রাজ্য লক্ষিত হইতেছে, এইহেতু বিরোধ হয় না। আচ্ছা, মৌনে (—নিদিধ্যাসনে) বিধি কাহার জন্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই এই আত্মাকে জানিয়া", ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যে প্রস্তাবিত] **তদ্বতঃ**—পরোক্ষজ্ঞানী সন্ন্যাসীর [জন্যই এই বিধি। কিন্তু বিপরীতভাবনানিবৃত্তিরূপ ফলের প্রতি (—জন্য) অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারাই নিদিধ্যাসনের প্রাপ্তি হওয়ায় এবং তত্ত্বসাক্ষাৎকারে তাহার স্বতঃ প্রাপ্তি হওয়ায় বিধি অবশ্যই নিরর্থক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **পক্ষেণ**—যাহাতে (—স্বাভিন্ন ব্রহ্মে মনঃসমাধানে অসমর্থ যে অধিকারীতে) পক্ষে) ভেদদর্শনের প্রাপ্তি হয় (—কখনও অভেদদর্শনের, কখনও বা ভেদদর্শনের প্রাপ্তি হয়) সেই পক্ষপ্রাপ্তির (—কদাচিৎ অভেদদর্শনের প্রাপ্তির) অভাববশতঃ বিধি অবশ্যই সার্থক হইয়া থাকে (১১১৮১ পৃঃ দ্রঃ)। [কিন্তু ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যে বিধি কেন পঠিত হইতেছে? এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] **বিধ্যাদিবৎ**—বিধির আদিই বিধ্যাদি, অর্থাৎ প্রধানবিধি, তাহার ন্যায়। [ভাব এই—যেমন দর্শপূর্ণমাসরূপ প্রধানযজ্ঞ-প্রতিপাদক বাক্যে (—সেই প্রকরণে) অন্বাধানাদি (২) অঙ্গসকলের বিধি অঙ্গীকৃত হয়, এখানেও সেইপ্রকারে নিদিধ্যাসনে বিধি অঙ্গীকৃত হইতেছে]।

ভাবদীপিকা

(২) **অন্বাধান বা অগ্ন্যন্বাধান**—দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞে অগ্নিপ্রণয়নের (—গার্হপত্য কুণ্ড হইতে আহবনীয়াদি কুণ্ডে বহ্নিকে স্থাপনের) অনন্তর অধ্বর্য্যু, অথবা যজমান স্বাহাকার-যুক্ত ঋগ্‌মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক স্থলে তিনটী করিয়া প্রাদেশপরিমাণ স্থূল সমিৎ (—যজ্ঞকাষ্ঠ) ক্রমশঃ গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নিতে স্থাপন করেন এবং ঋগ্‌মন্ত্রের দ্বারা বহ্নির উপস্থান (—স্তুতি, বন্দনা) করেন। এই কর্ম্মসমষ্টিকে বলে অন্বাধান, বা অগ্ন্যন্বাধান (শ্রৌত-পদার্থনির্বচন)। কাঃ শ্রৌঃ ২।১।২ ইত্যাদি স্থলে বিদ্যাধরবৃত্তিতে অন্যপ্রকার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা আকরে দ্রষ্টব্য। ব'হাহউক্, প্রধান যজ্ঞের অন্বাধানাদি অঙ্গসকলে বিধি শ্রুত না হইলেও যেমন বিধি অঙ্গীকৃত হয়, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ বিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ, অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ" (বৃঃ ৩।৫।১) ইতি বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে ।১ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

[১০৮ পৃঃ]

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শ্রুতিতে অবিহিত মৌন (—নিদিধ্যাসন) অনুষ্ঠেয় নহে।]

"সেইহেতু ব্রাহ্মণ (—আপাতজ্ঞানবান্) পাণ্ডিত্যকে (—পণ্ডিতের করণীয় উপনিষদ্বাক্যের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্যাবধারণরূপ শ্রবণকে) নিশ্চিতরূপে লাভ করিয়া বাল্যে (—বালকের ন্যায় দম্ভ ও অহঙ্কাররহিত শুদ্ধভাবে অবস্থানকরতঃ শ্রুতব্রহ্মবিষয়ে যুক্তিদ্বারা অসম্ভাবনানিরাকরণরূপ মননে) অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন ; [উক্ত বিষয়কে দৃঢ় করিবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—এইপ্রকারে] বাল্য ও পাণ্ডিত্যকে (—মনন ও শ্রবণকে) নিশ্চিতভাবে লাভ করিয়া অনন্তর মুনি (—মননশীল, নিদিধ্যাসনপরায়ণ) হইবেন ; [এইপ্রকারে] অমৌনকে (—মৌন হইতে ভিন্ন বাল্য ও পাণ্ডিত্যাখ্য মনন ও শ্রবণকে) এবং মৌনকে (—নিদিধ্যাসনকে) নিশ্চিতভাবে লাভ করিয়া [উক্ত সাধনত্রয় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের হেতু হওয়ায়] অনন্তর ব্রাহ্মণ (—'আমিই ব্রহ্ম', এইপ্রকার অপরোক্ষসাক্ষাৎকার-বান্) হইয়া থাকে" (৩), ইহা বৃহদারণ্যকে পঠিত হইতেছে (৪) ।১ [সিদ্ধবস্তু পারি-

ভাবদীপিকা

(৩) বৃঃ ৩।৫।১ শ্রুতিবাক্যের এই অনুবাদ বেদান্তদর্শনের টীকানুসরণে করা হইল। বৃহদারণ্যকভাষ্যে কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যের অন্যপ্রকার অর্থই আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বাক্যার্থ পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত শ্রবণমননাদিরূপ অর্থই লব্ধ হয়। **বিবরণ** প্রমেয়-সংগ্রহকার বলিয়াছেন—"আপাততঃ শ্রবণাত্মপ্রতীতৌ অপি বাক্যপর্য্যালোচনে বাক্যস্য শ্রবণাদিবিধিপরত্বাৎ" (বসুমতী সংস্করণ ১।৩২ পৃঃ), ইত্যাদি। উপনিষদ্ভাষ্যটীকাতে উক্ত স্থলে পূজ্যপাদ **আনন্দ**গিরিও "আচার্য্যপরিচর্য্যাপূর্ব্বকম্ বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাবধারণং পাণ্ডিত্যম্", ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে এইপ্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। উপনিষদ্ভাষ্যে "পাণ্ডিত্যং পণ্ডিতভাবম্ এতদাত্মবিজ্ঞানম্....নিঃশেষং বিদিত্বা আচার্য্যতঃ আগমতশ্চ", ইত্যাদিরূপে যে পাণ্ডিত্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ ব্যতিরেকে অন্য কিছুই নহে ; কারণ আচার্য্যসহযোগেই আগমের, অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্যনিরূপণরূপ 'শ্রবণ' সম্ভব। আর "আত্মবিজ্ঞানম্ এব বলম্", ইত্যাদিরূপে যে 'বাল্য' ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও মননব্যতিরেকে কিছুই নহে ; কারণ বালকের ন্যায় শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত (৩।৪।১৫ অধিঃ) হইয়া শ্রুতির অনুকূল যুক্তিপ্রয়োগদ্বারা "অশেষবিষয়দৃষ্টিতিরস্করণ" ব্যতিরেকে আত্মবিজ্ঞানরূপ 'বলে' অবস্থিতি সম্ভব নহে। আর "মননাৎ মুনিঃ···সর্ব্বানাত্মপ্রত্যয়তিরস্করণম্", ইত্যাদিরূপে যে মৌন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাকে নিদিধ্যাসনরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ আত্মধ্যানব্যতিরেকে অনাত্মপ্রত্যয়, অর্থাৎ দেহাদি অনাত্মপদার্থসকলে আত্মবুদ্ধি নিঃশেষে নিরাকৃত হয় না। (ব্যাখ্যা আমাদের, স্বেচ্ছামত অন্যপ্রকার যোজনাও করা যাইতে পারে)।

ভাবদীপিকা

["পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" (বৃ: ৩।৫।১) ইত্যাদি বাক্যকে বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণের হেতু]

(৮) এই স্থলে **সংশয়** হয়—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), এই সুপ্রসিদ্ধ শ্রবণাদিবিধায়ক বাক্যকে ত্যাগ করিয়া আচার্য্য "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" (বৃঃ ৩।৫।১), ইত্যাদি এই অপ্রসিদ্ধ বাক্যটীকে তদ্বিধায়করূপে, অর্থাৎ এই অধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে গ্রহণ করিলেন কেন? বেদান্তদর্শনের টীকাতে ইহার কোন সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। আমাদের মনে হয় তাহার হেতু এই—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ", এইপ্রকার পাঠের পর শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে—"শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্ (বৃঃ ২।৪।৫)। তাহাতে যথাসংখ্যাপাঠবলে অত্রস্থ 'নিদিধ্যাসনশব্দের' অর্থ হয় 'বিজ্ঞান', ধ্যান নহে। পাছে কেহ অত্রস্থ নিদিধ্যাসনশব্দের অর্থ—'ধ্যান' মনে করেন, সেইহেতু শ্রুতি বলিলেন—"বিজ্ঞানেন"। পূজ্যপাদ **বার্ত্তিককার** তাহাই বলিয়াছেন—"ধ্যানাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং বিজ্ঞানেন ইতি ভণ্যতে। নিদিধ্যাসনশব্দেন ধ্যানমাশঙ্ক্যতে যতঃ"॥ (বৃঃ ভাষ্যবার্ত্তিক ২।৪।২৩৩) অত্রস্থ নিদিধ্যাসনশব্দের বিজ্ঞানরূপ যে অর্থ বিবক্ষিত, সেই বিজ্ঞানশব্দের অর্থ—**অপরায়ত্তবোধ**; পূজ্যপাদ **বার্ত্তিককার** তাহাই বলিয়াছেন—"অপরায়ত্তবোধোঽত্র 'নিদিধ্যাসন'মুচ্যতে" (বৃঃ ভাষ্যবার্ত্তিক ২।৪।২১৭)। তত্রস্থ টীকাতে পূজ্যপাদ **আনন্দগিরি** "অপরায়ত্তবোধ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"অনায়াসেন বাক্যীয়ঃ বাক্যার্থবোধঃ"। **সংক্ষেপশারীরককার** বলিয়াছেন—"অনুভবনবিহীনা যৈবমেবেতি বুদ্ধিঃ শ্রুতমননসমাপ্তৌ তন্নিদিধ্যাসনং হি"॥ (সং শা: ৩।৩৪৮)। সুতরাং অত্রস্থ নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ বিজ্ঞানশব্দের অর্থ—"ব্রহ্মাত্মত্বাপরোক্ষাবগত্যা 'অহং ব্রহ্ম' ইতি এবমাকারনির্বিচিকিৎসা বুদ্ধিঃ", "এবম এব ইতি নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিঃ" (ঐ টীকা)। অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন সমাপ্তির অনন্তর "আমি ব্রহ্ম", অথবা "ইহা এইপ্রকারই", এইপ্রকার যে পরোক্ষনিশ্চয়রূপা বুদ্ধি উদিত হয়, তাহাই এখানে নিদিধ্যাসন, বিজ্ঞান ও অপরায়ত্তবোধ শব্দের অর্থ। অতএব "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ", এই বাক্যে ধ্যানাত্মক নিদিধ্যাসন পঠিত না হওয়ায় তাহা এই অধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে গৃহীত হয় নাই, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। পুনঃ **আশঙ্কা** হয়—আচ্ছা, বৃঃ ২।৪।৫ বাক্যে ধ্যানাত্মক নিদিধ্যাসন পঠিত না হওয়ায় তদ্বিধায়করূপে উক্ত বাক্যটী না হয় গৃহীত হইল না। কিন্তু "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), এই বাক্যটীকে মাত্র শ্রবণ ও মননের বিধায়করূপে কেন গ্রহণ করা হইল না? তদুত্তরে **বিবরণ**প্রমেয়সংগ্রহকারের পদাঙ্কানুসরণকরতঃ তাঁহার উক্তি অবলম্বনে বলা যায়—"ইহ তু তব্যপ্রত্যয়স্য অর্হার্থত্বেনাপি অন্বয়সম্ভবাৎ ন তৎ যুক্তম্" (বিঃ প্রঃ সং বসুমতী ১।৩২ পৃঃ)। ভাব এই—'এই স্থলে যোগ্যতারূপ অর্থ সমর্পণের দ্বারাও তব্যপ্রত্যয়ের অন্বয় সম্ভব হওয়ায় বিধি অঙ্গীকার যুক্তিসঙ্গত নহে'। সুতরাং 'আত্মা শ্রবণযোগ্য মননযোগ্য', এইপ্রকার অর্থই উক্ত বাক্য হইতে লব্ধ হয় বলিয়া তাহা শ্রবণমননের বিধায়করূপে গৃহীত হইতে পারে না। **কিন্তু** "তব্যপ্রত্যয়স্য বিধৌ অপি স্মরণাৎ" ইত্যাদি বাক্য হইতে 'তব্য'প্রত্যয়দ্বারা বিধিও অঙ্গীকৃত হয়, ইহাও তো প্রতিভাত হইতেছে। **সিদ্ধান্ত**—তদুত্তরে বলা যায়—আচ্ছা, এই বাক্যে মাত্র শ্রবণে ও মননে*

["আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্য (বৃঃ ২।৪।৫)", ইত্যাদি বাক্যের বিধিচ্ছায়াত্ব প্রতিপাদন]

* **সংশয়**—কিন্তু এই বাক্যে শ্রবণ ও মননে বিধি অঙ্গীকৃত হইলে "কিমর্থানি তর্হি 'আত্মা বৈ

ভাবদীপিকা

বিধি অঙ্গীকৃত হউক্। **শঙ্কা**—কিন্তু তাহা হইলে "একই শাখাতে "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), এইরূপে একবার এবং "পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" (বৃঃ ৩।৫।১) ইত্যাদি এইরূপে একবার, এই প্রকারে শ্রবণমননবিধির পুনরুক্তি হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—উক্ত দোষ হয় না, "একত্র বিধায় অপরত্র বিধিম্ অনূদ্য বিশেষকথনাৎ" (বিঃ প্রঃ সং ১।৩২ পৃঃ)। অর্থাৎ "এক স্থলে শ্রবণমননে বিধি অঙ্গীকারকরতঃ অন্যত্র তাহাদের অনুবাদ করিয়া নিদিধ্যাসনরূপ বিশেষ (—সেই স্থলে বিধি) কথিত হওয়ায় কোন দোষ হয় না। অথবা একই শাখাতে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ (বৃঃ ২।৪ এবং ৪।৫) দুইবার পঠিত হইলেও একটী অপরটীর উপসংহারস্বরূপ হওয়ায় যেমন পুনরুক্তি হয় না, তদ্রূপ শ্রবণ ও মননে বিধির পুনরুক্তি হইলেও দোষ হয় না"। অতএব বৃঃ ২।৪।৫ বাক্যে 'শ্রবণে ও মননে' এবং বৃঃ ৩।৫।১ বাক্যে 'শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে' বিধি অঙ্গীকৃত হওয়ায় এবং 'শ্রবণ ও মননে বিধি' উভয়ত্র সাধারণ হওয়ায়, পূর্ব্বে বিহিত শ্রবণ ও মননের অনুবাদ করিয়া এই অধিকরণে বৃঃ ৩।৫।১ বাক্যাবলম্বনে প্রধানভাবে নিদিধ্যাসনে বিধি বিচারিত হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। **আর এক কথা**, "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), ইত্যাদি ইহা পরপ্রকরণে (—সাধনের অবোধক ব্রহ্মবোধক প্রকরণে) এবং "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্" (বৃঃ ৩।৫।১) ইত্যাদি ইহা সন্ন্যাসীর জন্য শ্রবণাদি সাধন বিধানের জন্য সাধনবোধক স্বপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে। শেষোক্ত বাক্যটীর এইপ্রকার

অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদীনি বিধিচ্ছায়ানি বচনানি" (১।১৭৯-৮০ পৃঃ) ইত্যাদি এই শারীরকভাষ্যের বিরোধ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন—"ন চ ভাষ্যবিরোধঃ, দর্শনবিধেরেব তত্র নিরাকরণাৎ (ঐ বসুমতী সং ১৩১ পৃঃ) ইত্যাদি। ভাব এই —মীমাংসাশাস্ত্রে "প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ প্রত্যয়ার্থং সহ ব্রূতঃ প্রাধান্যেন"—'প্রকৃতি ও প্রত্যয় মিলিত হইয়া প্রত্যয়ার্থকে প্রধানভাবে বুঝাইয়া থাকে (ঐ)', এই ন্যায় স্বীকৃত। তদনুসারে "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ", অত্রস্থ 'তব্য'প্রত্যয়ের অর্থ যে নিয়োগ (—বিধি, ভাবনা, ১।৭৮ পৃঃ), তাহাই প্রধান; প্রকৃতি দৃশ্‌ধাতুর অর্থ যে দর্শন, তাহা অপ্রধান। আর যে আত্মা দ্রষ্টব্য, তাহা অপ্রধান যে দর্শন, তাহারও বিশেষণ, সুতরাং তদপেক্ষা অপ্রধান। যাহা অপ্রধান, তাহা বিবক্ষিত না হওয়ায় তৎপ্রতিপাদনে সেই বাক্যের তাৎপর্য্য থাকে না। সেইহেতু "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ", ['আত্মানং পশ্যেৎ', 'ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি'], ইত্যাদি এই জাতীয় দর্শনবিধায়ক বাক্যসকলের বিধায়করূপে তাৎপর্য্য না থাকায় তাহারা বিধিচ্ছায়া। "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি বাক্য তাহা নহে, ইহাই ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। সংক্ষেপশারীরককার ২।৫০-৫১ শ্লোকে এইপ্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বিঃ প্রমেয়সংগ্রহকার আরও বলিয়াছেন—"দর্শনস্য চ অপুরুষতন্ত্রস্য অবিধেয়ত্বাৎ "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ"(বৃঃ ২।৪।৫) ইতি আত্মদর্শনম্ অনূদ্য তদুপায়ত্বেন···· শ্রবণং নাম অঙ্গি বিধীয়তে" (বিঃ ১৩ পৃঃ) ইত্যাদি। ভাব এই—উক্ত বাক্যে "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি বিধায়ক পদগুলিকে বিধিচ্ছায়া বলা হয় নাই, পরন্তু "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ", মাত্র এই বাক্যটীকেই বিধিচ্ছায়া বলা ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। কারণ উক্ত বাক্য-প্রতিপাদ্য যে আত্মদর্শন, তাহা পুরুষতন্ত্র নহে, পরন্তু বস্তুতন্ত্র (১।১৭৭ পৃঃ), সেইহেতু তাহাতে বিধির প্রবৃত্তি হইতে পারে না, অথচ বিধির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; এইহেতু তাহাই বিধিচ্ছায়া। তাহার দ্বারা আত্মদর্শনের অনুবাদ করিয়া, তাহার উপায়রূপে [মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ অঙ্গের] অঙ্গী যে শ্রবণ, তাহা "শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে বিহিত হইয়াছে। আর 'উপায়েই বিধি হয়, ফলে নহে'; সেইহেতু "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি স্থলে আত্মদর্শনরূপ ফলে যে বিধিপ্রত্যয়, তাহাই বিধিচ্ছায়া, শ্রোতব্যাদি উপায়ে তাহা নহে। বিস্তৃত আকরে দ্রঃ।

[১০৫ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

সংশয়ঃ—মৌনং বিধীয়তে, ন বা ইতি।২ ন বিধীয়তে ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্, "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইতি অত্রৈব বিধেঃ অবসিতত্বাৎ।৩ নহি "অথ মুনিঃ", ইতি অত্র বিধায়িকা বিভক্তিঃ উপলভ্যতে, তস্মাৎ অয়ম্ অনুবাদঃ যুক্তঃ।৪ কুতঃ প্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ?৫ মুনিপণ্ডিতশব্দয়োঃ জ্ঞানার্থত্বাৎ "পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" ইতি এবং প্রাপ্তং মৌনম্।৬ অপি চ "অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ", ইতি অত্র তাবৎ ন ব্রাহ্মণত্বং বিধীয়তে, প্রাগেব প্রাপ্তত্বাৎ।৭ তস্মাৎ "অথ ব্রাহ্মণঃ" ইতি প্রশংসাবাদঃ, তথৈব "অথ মুনিঃ" ইত্যপি ভবিতুম্ অর্হতি, সমাননির্দ্দেশত্বাৎ ইতি।৮ এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

ভাষ্যানুবাদ

[সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় জ্ঞানাভ্যাসে (—নিদিধ্যাসনে) মৌনশব্দের প্রয়োগ হওয়ায়] সেই স্থলে সংশয় হয়—মৌন বিহিত হইতেছে, অথবা হইতেছে না।২ [পূর্ব্বপক্ষ—"অথ মুনিঃ" এই স্থলে বিধিপ্রত্যয় শ্রুত না হওয়ায়] বিহিত হইতেছে না, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল; কারণ "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ", এই স্থলেই বিধিপ্রত্যয় শেষ হইয়াছে। [সুতরাং শ্রবণ ও মননই এই বাক্যে বিধেয়, নিদিধ্যাসন নহে।৩ ইহা উপপাদন করিতেছেন—] যেহেতু "অথ মুনিঃ" ইত্যাদি এই স্থলে বিধানকারিণী [বিধিলিঙ্ ইত্যাদি] বিভক্তি উপলব্ধ হইতেছে না, সেইহেতু ইহা (—মৌন, বিহিত নহে; পরন্তু] অনুবাদ, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৪ [কিন্তু যাহা পূর্ব্বে বিহিত হয় নাই, তাহার অনুবাদ হইতে পারে না; সেইহেতু তোমাকে বলিতে হইবে মৌনের প্রাপ্তি (—বিধি) কোথায়?৫ [তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] মুনি ও পণ্ডিত এই শব্দদ্বয়ের অর্থ 'জ্ঞান' হওয়ায় (—জ্ঞানবান্‌কেই পণ্ডিত ও মুনি বলা হয় বলিয়া) "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য", এইপ্রকারে মৌনকে প্রাপ্ত হওয়া গেল (—পাণ্ডিত্য বিধানের দ্বারাই মৌনেরও প্রাপ্তি হইয়াছে)।৬ আর দেখ, "অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ", ইত্যাদি এই স্থলে [যেমন] ব্রাহ্মণত্ব বিহিত হইতেছে না, কারণ ["তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ", এইপ্রকারে তাহা] পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছে। [তদ্রূপ পাণ্ডিত্যশব্দের দ্বারা, অথবা মুনিবাচক ব্রহ্মসংস্থশব্দের (ছাঃ ২।২৩।১) দ্বারা, পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হওয়ায় এখানে মৌনও বিহিত হইতেছে না]।৭ সেইহেতু "অথ ব্রাহ্মণঃ", ইহা [যেমন বিধীয়মান পাণ্ডিত্য ও বাল্যের] প্রশংসার্থক অর্থবাদ, সেইপ্রকারেই "অথ মুনিঃ", ইহাও [উহাদের] প্রশংসার্থক অর্থবাদ, ইহাই সঙ্গত; যেহেতু নির্দ্দেশের সমতা

ভাবদীপিকা

উৎকৃষ্টতা থাকায় এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, তিনটাই একই বাক্যে বিহিত হওয়ায় এই বাক্যটীই এই অধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে গৃহীত হইয়াছে, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রভৃতি অবলম্বনেএই বিচার আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

"সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" ইতি ।৯ বিদ্যাসহকারিণঃ মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যবৎ বিধিঃ এব আশ্রয়িতব্যঃ অপূর্ব্বত্বাৎ ।১০ ননু পাণ্ডিত্যশব্দেন এব মৌনস্য অবগতত্বম্ উক্তম্ ।১১ নৈষঃ দোষঃ, মুনিশব্দস্য জ্ঞানাতিশয়ার্থত্বাৎ, 'মননাৎ মুনিঃ' ইতি চ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ ।১২ "মুনীনাম্ অপি অহং ব্যাসঃ" (গীতা: ১০।৩৭) ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ ।১৩ ননু মুনিশব্দঃ উত্তমাশ্রমবচনঃ অপি শ্রূয়তে "গার্হস্থ্যম্ আচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থম্" (আপঃ ধর্ম্মঃ: ২।৯।২১।১) ইতি অত্র ।১৪ ন, "বাল্মীকিঃ মুনিপুঙ্গবঃ" ইত্যাদিষু ব্যভিচারদর্শনাৎ ।১৫

ভাষ্যানুবাদ

আছে (—ব্রাহ্মণত্বের ন্যায় মৌনকেও পূর্বে অন্য শব্দের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।৮ অতএব অবিহিত মৌন (—নিদিধ্যাসন) মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় নহে]।

[সিঃ—অপূর্ব্ব হওয়ায় ব্রূঃ ৩।৪।১ বাক্যে মৌনশব্দে নিদিধ্যাসন বিহিত।]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—"সহকার্য্যন্তরবিধিঃ", ইত্যাদি ।৯ [ইহার ব্যাখ্যা—] বাল্য ও পাণ্ডিত্যের (—মনন ও শ্রবণের) ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যার সহকারী (—সাধন) মৌনের বিধিই (—নিদিধ্যাসনবিষয়ক বিধিই) এখানে স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু তাহা অপূর্ব্ব (—পূর্ব্বে বিহিত হয় নাই)।১০ [শঙ্কা—] কিন্তু পাণ্ডিত্যশব্দের দ্বারাই মৌনের অবগতি কথিত হইয়াছে, [সুতরাং তাহা অপূর্ব্ব নহে।১১ সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু মুনিশব্দের অর্থ জ্ঞানের আতিশয্য এবং যেহেতু 'মনন করেন বলিয়া মুনি', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি সম্ভব। [অতএব জ্ঞানমাত্রবাচী পণ্ডিতশব্দের ও জ্ঞানাতিশয়বাচী মুনিশব্দের অর্থভেদবশতঃ পণ্ডিতশব্দের দ্বারা মুনিশব্দের অর্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া তাহা (—মৌন) অবশ্যই অপূর্ব্ব।১২ কিন্তু 'মনন করেন বলিয়া মুনি', এইপ্রকার বৃদ্ধপ্রয়োগ তো পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলিতে পার না], যেহেতু "মুনিগণের (—মননকারিগণের) মধ্যে আমি ব্যাস", এইপ্রকার প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হয়।১৩ [শঙ্কা—] কিন্তু "গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল (—ব্রহ্মচর্য্য), মৌন (—সন্ন্যাস) ও বানপ্রস্থ", ইত্যাদি এই স্থলে উত্তমাশ্রমের (—সন্ন্যাসাশ্রমের) বাচকরূপেও মুনিশব্দ শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইতেছে। [সুতরাং তাহা জ্ঞানাতিশয়মাত্রবাচী, পাণ্ডিত্যাদি অন্য অর্থবাচী নহে, ইহা সিদ্ধ না হওয়ায় পাণ্ডিত্যশব্দের দ্বারা মৌনের প্রাপ্তি অস্বীকার করা যায় না। অতএব তাহা অনুবাদমাত্র।১৪ সমাধান—] না, তাহা বলা যায় না (—মুনিশব্দ অসাধারণভাবে সন্ন্যাসাশ্রমের বাচক নহে), কারণ "বাল্মীকি মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ", ইত্যাদি স্থলে ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয় (—অসন্ন্যাসী বাল্মীকিতেও মুনিশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব মুনিশব্দের অর্থ সন্ন্যাসী নহে, পরন্তু জ্ঞানাতিশয্য;

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতরাশ্রমসন্নিধানাৎ তু পারিশেষ্যাৎ তত্র উত্তমাশ্রমোপাদানং জ্ঞানপ্রধানত্বাৎ উত্তমাশ্রমস্য ।১৬ তস্মাৎ বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়ম্ ইদং মৌনং জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে ।১৭ যত্তু 'বাল্যে এব বিধেঃ পর্য্যবসানম্' ইতি ।১৮ তথাপি অপূর্ব্বত্বাৎ মুনিত্বস্য বিধেয়ত্বম্ আশ্রীয়তে 'মুনিঃ স্যাৎ' ইতি ।১৯ নির্বেদনীয়ত্বনির্দ্দেশাৎ অপি মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যবৎ বিধেয়ত্বাশ্রয়ণম্ ।২০ তদ্বতঃ

ভাষ্যানুবাদ

সেইহেতু পাণ্ডিত্যশব্দের দ্বারা মৌনের প্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায় তাহা অপূর্ব্ব, অনুবাদ নহে ।১৫ আচ্ছা, তবে আপস্তম্ববচনের গতি কি ? সিঃ উত্তর—] কিন্তু অন্য আশ্রমের সন্নিধানবশতঃ (—তাহাদের সহিত একত্র পঠিত হওয়ায়) এবং পরিশেষবশতঃ সেই স্থলে সন্ন্যাসাশ্রমের গ্রহণ হইয়াছে, কারণ সন্ন্যাসাশ্রম জ্ঞানপ্রধান। [প্রস্তাবিত স্থলে তাহার সম্ভাবনা না থাকায় মৌনশব্দ অনুবাদ নহে, কিন্তু অপূর্ব্ব, ইহাই ভাব] ।১৬ সেইহেতু (—অপূর্ব্ব হওয়ায়) বাল্য ও পাণ্ডিত্য (—মনন ও শ্রবণ) অপেক্ষা তৃতীয়স্থানবর্ত্তী জ্ঞানাতিশয্যরূপ এই মৌন (—নিদিধ্যাসন) বিহিত হইতেছে ।১৭ আর যে বলা হইয়াছে—বাল্যেই বিধির পরিসমাপ্তি হইয়াছে (৩ বাক্য) ।১৮ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] তাহা হইলেও (—"অথ মুনিঃ", এই স্থলে বিধিপ্রত্যয় শ্রুত না হইলেও) পূর্ব্বে বিহিত না হওয়ায় "মুনি হইবে", এইপ্রকারে মুনিত্বের বিধেয়তা (—মৌন বিধেয়, ইহা) স্বীকৃত হইতেছে ।১৯ [অতএব মুমুক্ষুর পক্ষে তাহা অবশ্যানুষ্ঠেয়]।

[সিঃ—নির্বেদনীয়ত্বলিঙ্গবলে "বিধির্বা ধারণবৎ" (৩।৪।২০) ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে বৃঃ ৩।৫।১ বাক্যে অবশিষ্টত্রয়েই বিধি অঙ্গীকার।]

(৫) আর ["অমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্য", এই স্থলে] মৌনেরও নির্বেদনীয়তার (—নিশ্চিতভাবে লাভ করিবার) নির্দ্দেশ থাকায় বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় (—মনন ও শ্রবণে বিধির ন্যায়) মৌনের বিধেয়তা (—নিদিধ্যাসনে বিধি, বাক্যভেদ স্বীকার (৬) করিয়াও] আশ্রয় (—অঙ্গীকার) করা হইল ।২০

ভাবদীপিকা

(৫) লক্ষ্য করিতে হইবে—এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫ এই বাক্যে শ্রবণে ও মননে বিধি অঙ্গীকারকরতঃ প্রস্তাবিত বৃঃ ৩।৫।১ বাক্যে পাণ্ডিত্য ও বাল্যশব্দের দ্বারা তাহাদের অনুবাদ করিয়া বিষয়টী অপূর্ব্ব হওয়ায় "বিধির্বা ধারণবৎ" (৩।৪।২০), এই ন্যায়বলে বিধিপ্রত্যয়হীন "অথ মুনিঃ" এই স্থলে মাত্র নিদিধ্যাসনে বিধি অঙ্গীকৃত হইল। এক্ষণে 'নির্বেদনীয়ত্বলিঙ্গবলে' (—'নিশ্চিতভাবে লাভ করিতে হইবে', নির্বিদ্যশব্দজ্ঞাপিত এই লিঙ্গপ্রমাণবলে) 'অমৌন', অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন এবং 'মৌন', অর্থাৎ নিদিধ্যাসন, এই তিনটীতেই বিধি অঙ্গীকার করিতেছেন—নির্বেদনীয়ত্ব—'আর' ইত্যাদি (২০ বাক্য)।

(৬) কিন্তু একই বাক্যে তিনটীর বিধানে বাক্যভেদ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ।২১ কথং চ বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ ইতি অব-গম্যতে?২২ তদধিকারাৎ, 'আত্মানং বিদিত্বা পুত্রাদ্যেষণাভ্যঃ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি' (বৃ: ৩।৫।১ দ্র:) ইতি।২৩ ননু সতি বিদ্যাবত্ত্বে প্রাপ্নোতি এব তত্র অতিশয়ঃ, কিং মৌনবিধানেন ইতি?২৪ অত আহ—"পক্ষেণ" ইতি।২৫ এতদুক্তং ভবতি—যস্মিন্ পক্ষে ভেদদর্শনপ্রাবল্যাৎ ন প্রাপ্নোতি, তস্মিন্ এষঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সি:—বিধিপ্রাপ্ত নিদিধ্যাসনে সন্ন্যাসীই অধিকারী।]

[আচ্ছা, ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে সাধনরূপে এই নিদিধ্যাসন কাহার জন্য বিহিত হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তদ্বতঃ", অর্থাৎ বিদ্বান্ (—অপরায়ত্তবোধবান্, (৭০৬ পৃঃ), অপ্রতিষ্ঠ অপরোক্ষজ্ঞানবান্ (৭)) সন্ন্যাসীর জন্য।২১ কিন্তু বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর জন্য বিহিত, ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যাইতেছে (—এখানে বিদ্যাবত্তাই প্রতীত হইতেছে, সন্ন্যাসকে কিপ্রকারে প্রাপ্ত হইলে)? ২২ [উত্তর—] যেহেতু তাঁহার অধিকার আছে (—এই প্রকরণে সন্ন্যাসীই অধিকারিরূপে বর্ণিত হইতেছেন), যথা—'আত্মাকে জানিয়া পুত্রাদিকামনাসকল হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অতঃপর ভিক্ষাচর্য্য আচরণ করেন (—সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন'), ইত্যাদি।২৩

[সি:—নিদিধ্যাসনে বিধি অঙ্গীকার]

[শঙ্কা—] কিন্তু বিদ্যাবত্তা (—ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষনিশ্চয়রূপা বুদ্ধি, অপ্রতিষ্ঠ অপরোক্ষজ্ঞান) থাকিলে [তাহাকে অপরোক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিবিদিষুর তৎসাধনাভ্যাসে স্বয়ংই প্রবৃত্তিবশতঃ ক্রমশঃ] তাহাতে উৎকর্ষপ্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, [সুতরাং] নিদিধ্যাসনবিধির আবশ্যকতা কি? ২৪ [সমাধান—] এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হয় বলিয়া) বলিতেছেন—"পক্ষেণ", ইত্যাদি।২৫ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ইহাই কথিত হইতেছে—যে পক্ষে (—যে অধিকারীতে) ভেদদর্শনের (—বিপরীতভাবনার) প্রাবল্যবশতঃ [সাধনাভ্যাসে প্রবৃত্তির] প্রাপ্তি

ভাবদীপিকা

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"বিধির্বা ধারণবৎ" (৩।৪।২০) এই স্থলে যেমন "বিধিস্তু ধারণে অপূর্ব্বত্বাৎ" (জৈ: সূ: ৩।৪।১৫), এই ন্যায়ানুসারে বাক্যভেদ অঙ্গীকার করিয়া "উপরিদেশে সমিদ্ধারণরূপ" অপূর্ব্ব বিষয়ে বিধি অঙ্গীকৃত হইয়াছে (৬০৮ পৃঃ)। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ বিষয় অপূর্ব্ব হওয়ায় অবান্তর বাক্যভেদ স্বীকার করিয়াও শ্রবণাদি তিনটীতেই বিধি অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

(৭) শব্দাপরোক্ষবাদে পদপদার্থজ্ঞানবানের "তত্ত্বমসি" বাক্য শ্রবণানন্তর "অহং ব্রহ্মাস্মি", এইপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় স্বীকৃত হয়। অপরোক্ষ হইলেও সেই জ্ঞান কিন্তু বিপরীত-ভাবনাদি প্রতিবন্ধকবশতঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না বলিয়া অবিদ্যাধ্বংস হয় না। এইপ্রকার পরিস্থিতি দ্যোতনের জন্য 'অপ্রতিষ্ঠ অপরোক্ষজ্ঞানবান্' এই বাক্য প্রযুক্ত হইল। ৪।১।১ অধি: দ্র:।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধিঃ ইতি। ২৬ "বিধ্যাদিবৎ" । ২৭ যথা "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামঃ যজেত", ইতি এবংজাতীয়কে বিধ্যাদৌ সহকারিত্বেন অগ্ন্যন্বাধানাদিকম্ অঙ্গজাতং বিধীয়তে, এবম্ অবিধিপ্রধানে অপি অস্মিন্ বিদ্যাবাক্যে মৌনবিধিঃ ইত্যর্থঃ ।২৮॥৩।৪।৪৭॥

ভাষ্যানুবাদ

হয় না, তাহাতে (—সেই অধিকারীতে) এই বিধি (—বিধির প্রাপ্তি হয় (৮) ।২৬

[সিঃ—অগ্ন্যাধানের দৃষ্টান্তবলে অপ্রধান হইলেও নিদিধ্যাসনে বিধি অঙ্গীকার।]

[কিন্তু অবিধিপ্রধান ব্রহ্মবিদ্যাবোধক বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনে বিধি কি-প্রকারে অঙ্গীকৃত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "বিধ্যাদিবৎ" (—প্রধান বিধির ন্যায়) ।২৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন "স্বর্গকামী দর্শপূর্ণমাস-দ্বারা যজন করিবেন (—দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞ সম্পাদন করিবেন"), ইত্যাদি এই জাতীয় বিধ্যাদিতে (—বিধির আদিতে, অর্থাৎ প্রধান বিধিতে) সহকারিরূপে অগ্ন্যন্বাধান (২ ভাবনাঃ) প্রভৃতি অঙ্গসকল [তাহাতে বিধি শ্রুত না হইলেও] বিহিত হয়, এইপ্রকারে অবিধিপ্রধান (—বিধি যাহাতে প্রধানভাবে শ্রুত হয় নাই, এইপ্রকার) হইলেও এই ব্রহ্মবিদ্যাবাক্যে নিদিধ্যাসনবিষয়ক বিধি অঙ্গীকার করা হইতেছে, ইহাই ভাব ।২৮॥৩।৪।৪৭॥

ভাষ্যদীপিকা

[শ্রবণমননাদিতে অঙ্গীকার। শ্রবণাদিতে বিধিবিষয়ে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়।]

(৮ এই স্থলে ভগবান্ ভাষ্যকার নিদিধ্যাসনে স্পষ্টভাবেই বিধি অঙ্গীকার করিলেন। সুতরাং শ্রবণাদিত্রয়েই (—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে) তিনি বিধি অঙ্গীকার করিলেন (১০ বাক্য)। এই বিধি **নিয়ম**বিধিরূপে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাও তাঁহার "পক্ষেণ" ইত্যাদি পদপ্রয়োগ হইতে অবগত হওয়া যায়। ইহা অঙ্গীকার করিলে ২৬ সংখ্যক বাক্যটী এই-ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে "যস্মিন্ (—যে অধিকারীতে) ভেদদর্শনপ্রাবল্যাৎ 'পক্ষে' ন প্রাপ্নোতি (—নিদিধ্যাসনের কখনও প্রাপ্তি হয় না, কখনও বা হয়), তস্মিন্ (—সেই অধিকারীতে) এষঃ বিধিঃ", ইত্যাদি। কিন্তু ইহা কোন্ বিধি, সেই বিষয়ে ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হই-তেছে। এই গ্রন্থের ১ ২৮০-৮১ পৃষ্ঠাতে ইহা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। **প্রকটার্থ**বিব-রণকার অপূর্ববিধি অঙ্গীকার করিলেও অধিকারিবিশেষের জন্য নিয়মবিধি অঙ্গীকার করিতে অসম্মত নহেন, ইহা তাঁহার "অধিকারিবিশেষং প্রতি তু···অপূর্ব্ববিধিত্বাভাবেঽপি নিয়মবিধিঃ ভবিষ্যতি" (৯৮১ পৃঃ) ইত্যাদি পংক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়। বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ **সুরেশ্বরাচার্য্য** এই স্থলে [সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহকারের মতে] পরিসংখ্যাবিধি অঙ্গীকার করিয়াছেন, "নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা বিধ্যর্থোঽপি ভবেৎ যতঃ। অনাত্মাদর্শনেনৈব পরাত্মানমুপাস্মহে"। (নৈঃ সিঃ ১।৮৮), এই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিশ্লোকে শ্রবণাদিতে বিধি অঙ্গীকারকারি-গণের মতবাদের উল্লেখ করিয়া অধিকারিভেদে নিয়ম ও পরিসংখ্যা *, উভয়প্রকার বিধিই

[নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির প্রভেদ]

* নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির প্রবৃত্তির প্রকার এই—কখনও ব্রহ্মবিদ্যার সাধনে প্রবৃত্তি, কখনও বা তাহাতে

ভাবদীপিকা [শ্রবণনিয়মাদৃষ্ট অঙ্গীকার]

অঙ্গীকার করিয়াছেন। **বিবরণ**সম্প্রদায়গণ—শ্রবণাদিতে নিয়মবিধি অঙ্গীকার করেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইঁহারা নিয়মবিধিবলে শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত পুরুষের **শ্রবণনিয়মাদৃষ্ট** নামক এক প্রকার অদৃষ্ট অঙ্গীকার করেন। ইহা পাপনিবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে সহকারী। "বেদান্তবাক্য**শ্রবণনিয়মাদৃষ্টম্** অবিদ্যানিবৃত্তিং প্রতি কল্মষনিরাসেন উপযুজ্যতে" (সিদ্ধান্তলেশ, চৌখাম্বা ১৯ পৃঃ), "শ্রবণেঽপি ব্রহ্মজ্ঞানং তৎ [**নিয়মাদৃষ্ট**] কল্পকম্ অস্তু, ব্রহ্মজ্ঞানস্য সমাদৃষ্টত্বসম্ভবাৎ" (বিঃ প্রমেয়সংগ্রহ, বসুমতী ১২৫ পৃঃ), ইত্যাদি আচার্য্যগণের বচন হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। **বিবরণ**প্রমেয়সংগ্রহকার আরও বলিয়াছেন—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" (গীতা ৪।৩৩), এই স্থলে প্রযুক্ত 'সর্ব্ব' শব্দটীর দ্বারা প্রসিদ্ধ দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞ এবং 'অখিল' শব্দটীর দ্বারা শ্রবণাদি গৃহীত হইয়াছে, ইহা স্বীকার না করিলে উক্ত সমানার্থক শব্দদ্বয়ের ব্যর্থ পুনরুক্ত হইয়া পড়ে"। (ঐ ১২৫ পৃঃ) সেইহেতু নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম যেমন অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তিতে সাধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ অদৃষ্টোৎপাদনদ্বারাই শ্রবণাদিও (—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনও) সাধন হইয়া থাকে। অতএব বিধেয় শ্রবণাদিজনিত অদৃষ্ট অবশ্য স্বীকার্য্য"। "জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ", "দিনে দিনে চ বেদান্তশ্রবণাদ্ ভক্তিসংযুতাৎ। গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতি ফলং লভেৎ" ॥ (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ১২৮ পৃঃ), ইত্যাদি শাস্ত্রবচন হইতেও বৈধ শ্রবণাদি হইতে পাপক্ষয় ও অদৃষ্টোৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। "ব্রীহীন্ অবহন্তি", ইত্যাদি স্থলে নিয়মবিধিবলে প্রবৃত্তির ফলে অবঘাতদ্বারা বিতুষীকরণরূপ দৃষ্ট ও অদৃষ্টোৎপত্তিরূপ অদৃষ্ট ফলের ন্যায় নিয়মবিধিবলে শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন উৎপন্নবিবিদিষ পুরুষের অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিবৃত্তিরূপ দৃষ্ট ফল এবং নিয়মাদৃষ্টবলে পাপক্ষয়রূপ অদৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা তাহারা হয় ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তির প্রতি **অন্তরঙ্গ** সাধন। "ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অনন্যব্যাপার হইয়া সাধককে একমাত্র এই শ্রবণাদিতেই ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ভিক্ষাটনাদি কালে আসন হইতে উত্থিত ক্ষুৎপীড়িত সাধকের পক্ষে পরমাত্মাতে চিত্তস্থাপন সম্ভব না হওয়ায় যথাসম্ভব তৎকালেও তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে হইবে, ইহাই শ্রবণাদিতে বিধি অঙ্গীকারের তাৎপর্য্য" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ১৬১ পৃঃ)। [সন্ন্যাসিগণের ভোজনকালে শ্লোকাবৃত্তির প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই—"মচ্চিত্তঃ সততং ভব" (গীতা ১৮।৫৭), এই স্মৃতি সম্পাদন]।

[শ্রবণাদিতে বিধি অঙ্গীকারবিষয়ে টীকাকারগণের মতভেদ। ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত]

ভামতীকার "ন চ এতেষ্বাত্মনঃ শ্রবণমননোপাসনদর্শনানি", ইত্যাদি (১।১।৪ সূত্রের টীকাগ্রন্থে (নির্ণয়সাগর ৮৪ পৃঃ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে বিধি অঙ্গীকার করেন নাই। প্রস্তাবিত ৩।৪।৪৭ সূত্রের টীকাতে কিন্তু "মৌনং জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে", "অপূর্ব্বত্বাৎ বিধিঃ আস্থেয়ঃ", ইত্যাদিপ্রকারে নিদিধ্যাসনে বিধি অঙ্গীকার করিয়াছেন। **কল্পতরুকার** এই

অনুরাগের অভাববশতঃ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অসাধনে প্রবৃত্তির ইচ্ছা হইলে নিয়মবিধির প্রবৃত্তি হয়। তাহার ফলে ব্রহ্মজ্ঞানের যে সাধন অপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার গ্রহণবিষয়ক বোধ হয় প্রথমে। তাহা গৃহীত হইলে অসাধন স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। আর যখন ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি সাধনে ও চিকিৎসাশাস্ত্রাদি অসাধনে সমুচ্চিতভাবে যুগপৎ প্রবৃত্তি হয়, তখন হয় পরিসংখ্যাবিধির প্রবৃত্তি। তাহার ফলে ব্রহ্মজ্ঞানের অসাধনভূত ব্যাপারের নিবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান হয় প্রথমে। সেই অসাধন নিবৃত্ত হইলে সাধনে প্রবৃত্তি স্বতঃই হইয়া থাকে। ইহাই নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির প্রভেদ।

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং বাল্যাদিবিশিষ্টে কৈবল্যাশ্রমে শ্রুতিমতি বিদ্যমানে কস্মাৎ ছান্দোগ্যে গৃহিণা উপসংহারঃ "অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে" (ছাঃ ৮।১৫।১) ইত্যত্র? ১ তেন হি উপসংহরন্ তদ্বিষয়ম্ আদরং দর্শয়তি ইতি ।২ অত উত্তরং পঠতি—

[শঙ্কা—গৃহস্থাশ্রমের বর্ণনাদ্বারা উপসংহৃত হওয়ায় সন্ন্যাসাশ্রম শ্রুতিসম্মত নহে।]

ভাষ্যানুবাদ—[সংশয়—] বাল্যাদিবিশিষ্ট (— শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনযুক্ত) ও শ্রুতিসম্মত এই প্রকার সন্ন্যাসাশ্রম বিদ্যমান থাকিতে ছান্দোগ্যোপনিষদে "অভিসমাবৃত্য (— সমাবর্ত্তন করিয়া) কুটুম্বে (—গৃহস্থাশ্রমে, তদ্বিহিত কর্ম্মে) অবস্থানপূর্ব্বক", ইত্যাদি এই স্থলে গৃহীর দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে কেন ? ১ তাহার (—গৃহস্থাশ্রমের বর্ণনার) দ্বারা উপসংহারকরতঃ [শ্রুতি] সেই বিষয়ে আদর প্রদর্শন করিতেছেন। [অতএব সন্ন্যাসাশ্রম শ্রুতির অভিপ্রেত নহে] ।২ এই-হেতু (—এই প্রকার আশঙ্কা হওয়ায়, ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩।৪।৪৮॥

পদচ্ছেদ—কৃৎস্নভাবাৎ, তু, গৃহিণা, উপসংহারঃ।

সূত্রার্থ—তুশব্দেন—গৃহস্থাশ্রমস্য কৃৎস্নভাবঃ বিশেষ্যতে। [যজ্ঞাদীনাম্ আশ্রমান্তরবিহিতানাং বা শমাদীনাং গৃহস্থাশ্রমে] **কৃৎস্নভাবাৎ**—সামগ্র্যেণ বিদ্যমানত্বাৎ, **গৃহিণা**—গৃহস্থাশ্রমেণ, **উপসংহারঃ**—উপসংহরণম্, [ন তু সন্ন্যাসাশ্রমাভাবাৎ ইত্যর্থঃ] ।

ভাবদীপিকা [শ্রবণাদিতে বিধি অঙ্গীকার]

অসঙ্গতির সমর্থনে বলিয়াছেন—"সমন্বয়সূত্রে নিদিধ্যাসনাদেঃ বস্তুবগমবৈশদ্যং প্রতি অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধত্বাৎ অবিধেয়ত্বম্ উক্তম্, ইহ তু অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বেঽপি শাব্দজ্ঞানাৎ কৃতকৃত্যতাং মন্বানঃ যদি কশ্চিৎ জ্ঞানাতিশয়রূপে নিদিধ্যাসনে ন প্রবর্ত্তেত, তং প্রতি অপ্রাপ্তং তৎ বিধীয়তে ইতি উচ্যতে"। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে **পরিমলকার** বলিয়াছেন—"এবং চ 'অবিধেয়ত্বম্ উক্তম্', ইতি অস্য অপূর্ব্ববিধ্যবিষয়ত্বম্ উক্তম্, ইহ তু নিয়মবিধিবিষয়ত্বম্ উচ্যতে ইতি পূর্ব্বাপরবিরোধপরিহারঃ দ্রষ্টব্যঃ", ইত্যাদি। অতএব ভামতীমতাবলম্বিগণও নিদিধ্যাসনে [সুতরাং শ্রবণ ও মননেও] নিয়মবিধি অঙ্গীকার করেন, ইহাই প্রতিভাত হইতেছে। কল্পতরুকার ও পরিমলকার অতঃপর ভামতীর পক্ষকে নানা যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আকরে দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের মতে এইপ্রকার পূর্ব্বাপরবিরোধবশতঃ **প্রকটার্থবিবরণকার** "বাচস্পতিস্তু মণ্ডনপৃষ্ঠসেবী সূত্রভাষ্যার্থানভিজ্ঞঃ সমন্বয়সূত্রে শ্রবণাদিবিধিং নিরাচচক্ষে অত্র তু তদ্বিধিভূয়ীচক্রে। অহো বতাস্য পাণ্ডিত্যম্ ;...তস্মাৎ বাচস্পতিপ্রলাপম্ উপেক্ষ্য যাবৎসাক্ষাৎকারং শ্রবণাদি বিধিতঃ অনুষ্ঠেয়ম্" (৯৮৯ পৃঃ), ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে ইঁহাদের উপর আক্ষেপ করিয়াছেন। **রত্নপ্রভাকার**ও বলিয়াছেন—"এতৎসূত্রভাষ্যভাবানভিজ্ঞাঃ সন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্মশ্রবণাদৌ বিধিঃ নাস্তি ইতি বদন্তি। বিধৌ হি অপ্রাপ্তিমাত্রম্ অপেক্ষিতং, তচ্চ ভেদদর্শনপ্রাবল্যাৎ দর্শিতম্ ইতি সম্প্রদায়বিদঃ"। অতএব অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবন নিরাকরণের জন্য বিধিপ্রেরিত হইয়াই সাধককে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, ইহাই **অদ্বৈতবেদান্তসম্প্রদায়**বিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত। (সংগ্রহ আমাদের)।

অনুবাদ—তুশব্দের দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের কৃৎস্নভাব (—সকল আশ্রমোচিত সকল কর্ম্মের একত্র সমাবেশরূপ পরিপূর্ণতা) বিশেষিত হইতেছে। [যজ্ঞ প্রভৃতির, অথবা অন্য আশ্রমে বিহিত শমদমাদির, গৃহস্থাশ্রমে] **কৃৎস্নভাবাৎ**—সমগ্রভাবে বিদ্যমানতাবশতঃ, **গৃহিণা**—গৃহস্থাশ্রমের দ্বারা, **উপসংহারঃ**—উপসংহার (—প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি) হইয়াছে, [কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের অভাববশতঃ নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ বিশেষণার্থঃ।১ কৃৎস্নভাবঃ অস্য বিশেষ্যতে।২ বহুলায়াসানি হি বহূনি আশ্রমকর্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি তং প্রতি কর্ত্তব্যতয়া উপদিষ্টানি।৩ আশ্রমান্তরকর্ম্মাণি চ যথাসম্ভবম্ অহিংসেন্দ্রিয়সংযমাদীনি তস্য বিদ্যন্তে।৪ তস্মাৎ গৃহমেধিনা উপসংহারঃ ন বিরুধ্যতে।৫॥৩।৪।৪৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[সঃ—সকল আশ্রমধর্ম্মের একত্র সমাবেশরূপ উৎকর্ষবশতঃ গৃহস্থাশ্রমবর্ণনার দ্বারা ছান্দোগ্যের পরিসমাপ্তি ; সন্ন্যাসাশ্রমের অভাববশতঃ নহে।]

তুশব্দঃ বিশেষণের জন্য।১ [সেই বিশেষণের দ্বারা কি বিশেষিত হইতেছে, তাহা বলিতেছেন—] ইহার (—গৃহস্থাশ্রমের) কৃৎস্নভাব (—সকল আশ্রমোচিত সকল কর্ম্মের একত্র সমাবেশরূপ পরিপূর্ণতা) বিশেষভাবে কথিত হইতেছে।২ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু বহু আয়াসসাধ্য বহুপ্রকার যজ্ঞাদি আশ্রম-কর্ম্মসকল তাহার প্রতি করণীয়রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।৩ আবার অহিংসা ও ইন্দ্রিয়সংযমাদিরূপ অন্যান্য আশ্রমে বিহিত কর্ম্মসকল যথাসম্ভব তাহার [করণীয়-রূপে] বিদ্যমান আছে।৪ সেইহেতু (—গৃহস্থাশ্রমের এইপ্রকার বিশেষত্ব থাকায়) গৃহস্থের দ্বারা উপসংহার (—প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি) বিরুদ্ধ নহে।৫ [এতদ্দ্বারা সন্ন্যা-সাশ্রমের অভাব, বা অনাদর সূচিত হইতেছে না]।৫॥৩।৪।৪৮॥

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৩।৪।৪৯॥

পদচ্ছেদ—মৌনবৎ, ইতরেষাম্, অপি, উপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[এবং সন্ন্যাসগার্হস্থ্যাশ্রমদ্বয়োক্ত্যা মন্দবুদ্ধেঃ ইতরাশ্রমাভাবাশঙ্কা স্যাৎ। তন্নিরাসার্থম্ আহ—] **মৌনবৎ**—সন্ন্যাসাশ্রমবৎ, [উপলক্ষণম্ এতৎ গার্হস্থ্যস্যাপি। তথাচ সন্ন্যাসাশ্রমস্য গৃহস্থাশ্রমস্য চ যথা শ্রুতিমত্ত্বং, তদ্বৎ] **ইতরেষাম্ অপি**—ব্রহ্মচর্য্যবানপ্রস্থয়োঃ অপি [শ্রুতিষু] **উপদেশাৎ**, [তাভ্যাং সহ চত্বারঃ আশ্রমাঃ ইতি প্রসঙ্গাৎ উক্তাঃ। অতঃ আশ্রমান্তরাভাবঃ নাশঙ্কনীয়ঃ। "ইতরেষাম্" ইত্যত্র বহুবচনং বৃত্তিভেদাভিপ্রায়কম্]।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য, এই আশ্রমদ্বয় বর্ণিত হওয়ায় মন্দবুদ্ধির 'অন্য আশ্রম নাই', এইপ্রকার আশঙ্কা হইতে পারে। তাহা নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন—] '**মৌনবৎ**—সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায়, [ইহা গৃহস্থাশ্রমেরও উপলক্ষণ। তাহাতে অর্থ হয়—সন্ন্যাস ও গৃহস্থাশ্রম যেপ্রকার শ্রুতিসম্মত, তাহার ন্যায়] **ইতরেষাম্ অপি**—ব্রহ্মচর্য্য

ও বানপ্রস্থ, এই আশ্রমদ্বয়েরও [শাস্ত্রকর্তৃক] উপদেশাৎ—উপদেশ থাকায় [সেই দুইটি সহ আশ্রম চারিটী, ইহা প্রমাণতঃ সিদ্ধ হইল। সেই হেতু অন্য আশ্রমের অভাব আশঙ্কা করা উচিত নহে। "ইতরেষাম্" এই স্থলে বহুবচন বৃত্তিভেদবিষয়ক অভিপ্রায়ের দ্যোতক (—আচরণভেদে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাশ্রম, প্রত্যেকটিই চারিপ্রকার হওয়ায় সেই সকলকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিবচনস্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে)]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা মৌনং গার্হস্থ্যং চ এতৌ আশ্রমৌ শ্রুতিমন্তৌ, এবম্ ইতরৌ অপি বানপ্রস্থগুরুকুলবাসৌ।১ দর্শিতা হি পুরস্তাৎ শ্রুতিঃ—"তপঃ এব দ্বিতীয়ঃ ব্রহ্মচারী আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) ইত্যাদ্যা।২ তস্মাৎ চতুর্ণাম্ অপি আশ্রমাণাং উপদেশাবিশেষাৎ তুল্যবৎ বিকল্পসমুচ্চয়াভ্যাং প্রতিপত্তিঃ।৩ 'ইতরেষাম্' ইতি দ্বয়োঃ আশ্রময়োঃ বহুবচনং বৃত্তিভেদাপেক্ষয়া অনুষ্ঠাতৃভেদাপেক্ষয়া বা ইতি দ্রষ্টব্যম্।৪।৩।৪।৪৯॥

ইতি চতুর্দ্দশং সহকার্য্যান্তরবিধ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

(সং—সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থের শ্রৌতত্ব প্রদর্শন।)

['সূত্রকার সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য, এই আশ্রমদ্বয়ের কথাই বলিয়াছেন, অন্য আশ্রমদ্বয় নাই'; এইপ্রকার ভ্রান্তির নিরসন করিতেছেন—] যেমন মৌন (—সন্ন্যাস) ও গার্হস্থ্য, এই আশ্রমদ্বয় শ্রুতিসম্মত, অপর দুইটীও, অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও গুরুকুলে বাসও (—ব্রহ্মচর্য্যও) এইপ্রকার শ্রুতিসম্মত।১ যেহেতু পূর্ব্বে "তপস্যাই (—তপঃপ্রধান বানপ্রস্থই) দ্বিতীয় এবং গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়", ইত্যাদি শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে।২ সেইহেতু চারিটী আশ্রমেরই অবিশেষভাবে উপদেশ থাকায় বিকল্প ও [ক্রম-] সমুচ্চয়ের দ্বারা তুল্যভাবে তাহাদের প্রাপ্তি হয় (—পুরুষ স্বেচ্ছানুযায়ী যে কোন একটী আশ্রম অথবা ক্রমশঃ একটীর পর অন্যটী গ্রহণ করিতে পারে।৩ কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থরূপ আশ্রমদ্বয়ই এই সূত্রে বিবক্ষিত, তৎস্থলে ভগবান্ সূত্রকার "ইতরেষাম্", এই বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিলেন কেন? উত্তর—] "ইতরেষাম্", এইপ্রকার বহুবচন [বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্য] আশ্রমদ্বয়ের বৃত্তিভেদ (—আচরণভেদ), অথবা অনুষ্ঠানকর্ত্তার ভেদকে (৫৯৬ পৃঃ) অপেক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।৪॥৩।৪।৪৯॥

সহকার্য্যান্তরবিধ্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত (৯)।

ভাবদীপিকা

[নিদিধ্যাসন অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। ঐ বিষয়ে অপসিদ্ধান্ত নিরাকরণ]

(১) এক্ষণে আমরা একটু অবান্তর বিচার করিব—ভাষাগ্রন্থাদিতে নানাপ্রকার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে করণীয় নিরূপণে অসমর্থ জিজ্ঞাসুগণের চিত্ত আকুলিত হইয়া পড়িতেছে। গীতাব্যাখ্যাতে জনৈক দিক্‌পালসদৃশ বিদ্বান্ লিখিতেছেন—১। "তত্ত্বমসি"

ভাবদীপিকা [নিদিধ্যাসনে অপসিদ্ধান্ত নিরাকরণ]

শ্রবণ করিতে করিতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান উদিত হয়," ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি সঙ্গীতযন্ত্রে ব্যবস্থা করিয়া সারাজীবন "তত্ত্বমসি" শ্রবণ করিলে জ্ঞানোদয় হইবে কি ? এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত আমরা ৪।১।১ অধিকরণে শব্দাপরোক্ষবাদ আলোচনাকালে প্রদর্শন করিব। ২। অপরে নিম্নোক্তভাবে নিদিধ্যাসনের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করেন—"সিদ্ধান্তলেশগ্রন্থে বিধিবিচারে ভামতীমতবর্ণনাকালে "ধ্যানাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং বিজ্ঞানেন ইতি ভণ্যতে", "অপরাম্নত্তবোধোঽত্র নিদিধ্যাসনমুচ্যতে" (বৃ: ভাষ্যবার্ত্তিক ২।৪।২৩৩,২১৭), ইত্যাদি বার্ত্তিকগ্রন্থ আলোচনাকালে কৃষ্ণালঙ্কারকার বলিয়াছেন—"শ্রবণমননয়োঃ এব অসকৃদভ্যাসমহিম্না বিপরীতপ্রত্যয়স্যাপি নিবৃত্তিসম্ভবাৎ", (৩৫ পৃঃ), ইত্যাদি। সংক্ষেপশারীরকের ৩।৩৪৩ শ্লোকের অন্বয়ার্থপ্রকাশিকাতে পঠিত হইতেছে—"ন তদতিরিক্তং নিদিধ্যাসনং নাম অস্তি","তস্মাৎ ন পৃথগনুষ্ঠেয়ং তৎ অস্তি" ইত্যাদি। এই সকল বচন অবলম্বনে ইঁহারা বলেন—বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্য নিদিধ্যাসনের (—ধ্যানের) আবশ্যকতা নাই। আজকাল হয়তো বা শাস্ত্রানুশীলনে উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য সন্ন্যাসিসমাজেও এই মতবাদ কথঞ্চিৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এতদুত্তরে আমরা বলিব—এই মতবাদ অঙ্গীকৃত হইলে (১) "অথ মুনিঃ" (বৃঃ ৩।৫।১) এই নিদিধ্যাসন বিধায়িকা শ্রুতির বিরোধ, (২) "সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" (৩।৪।৪৭) ইত্যাদি এই সূত্রের এবং এই অধিকরণের বিরোধ, (৩) "সমাধ্যভাবাচ্চ" (২।৩।৩৯) এই সূত্রের "ঔপনিষদাত্মপ্রতিপত্তিপ্রয়োজনঃ সমাধিঃ উপদিষ্টঃ বেদান্তেষু" ইত্যাদি এবং "সাক্ষাৎকরণস্য সমুচ্চয়পক্ষে চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ" (৩।৩।৫৯ সূঃ ভাষ্য ১৭ বাক্য), ইত্যাদি ভাষ্যকারীয় বচনের বিরোধ এবং (৪) যুক্তিবিরোধ হইয়া পড়িবে। অপর বিরোধগুলি স্পষ্ট। যুক্তিবিরোধ এই—(ক) শ্রবণ ও মননের ফলে 'আমি ব্রহ্ম' এইপ্রকার যে পরোক্ষনিশ্চয়রূপা বুদ্ধির (৭০৬ পৃঃ) উদয় হয়, তাহাই কি বিপরীতপ্রত্যয়কে (—বিপরীতভাবনাকে) নিবৃত্ত করে, অথবা (খ) তাহার আবৃত্তির আবশ্যকতা আছে ? প্রথমপক্ষে—অস্মদাদিতে ব্যভিচার হইয়া পড়ে, কারণ আমাদের তাদৃশ বুদ্ধি আছে, বিপরীতভাবনা কিন্তু নিবৃত্ত হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষে—নিদিধ্যাসন অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে, কারণ "আবৃত্তিমাত্রং হি ধ্যানশব্দার্থঃ, ন তু শতসহস্রাদিসংখ্যাবিশেষনিয়তাবৃত্তিঃ" (১।১।৪ সূঃ পরিমল, নির্ণয়সাগর ১৩১ পৃঃ)। আর এক কথা, বেদান্তমুক্তাবলীকার বলিয়াছেন—"মৌনস্য বিপরীতভাবনানিবৃত্তিরূপং ফলং প্রতি অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ এব প্রাপ্তত্বাৎ" (৩।৪।৪৭ সূঃ) ইত্যাদি। সুতরাং মৌনের (—নিদিধ্যাসনের) বলে বিপরীতভাবনানিবৃত্তি অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ হওয়ায় নিদিধ্যাসনের অভাবে বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হয় না, ইহাই নির্ণীত হয়। ইহাই হইল যুক্তিবিরোধ। সিদ্ধান্তলেশাদিগ্রন্থে বহু মতবাদ আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিই সিদ্ধান্তসম্মত নহে। সুতরাং উক্ত দোষচতুষ্টয় হইয়া পড়ে বলিয়া কৃষ্ণালঙ্কারকার প্রভৃতির উক্ত মতবাদ সিদ্ধান্তসম্মত নহে, ইহাই আমরা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৩। পূর্ব্ববাদিগণ আরও বলেন—"বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব। যোগো বৃত্তিনিরোধশ্চ জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥ অসাধ্যঃ কস্যচিৎ যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ। প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমশিবঃ"॥ ইত্যাদি। অতএব সম্যগ্ অবেক্ষণের দ্বারাই জ্ঞানমার্গিসাধকের ব্রহ্মবিদ্যোদয় হয়, নিদিধ্যাসনাভ্যাসদ্বারা চিত্তবৃত্তিনিরোধের আবশ্যকতা নাই", ইত্যাদি।

ভাবদীপিকা [নিদিধ্যাসনে অপসিদ্ধান্ত নিরাকরণ]

তদুত্তরে **আমরা** বলিব- এই সিদ্ধান্ত বসিষ্ঠবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয়ে অসামর্থ্যের ফল। 'চিত্তনাশ' শব্দের অর্থ—"সাক্ষিচৈতন্ত হইতে উপাধিভূত চিত্তের পৃথক্‌করণ" (গীতা ৬।২৯ মধুসূদন)। ইহাকেই ত্বংপদার্থের শোধন বলা হয়। 'সম্যগবেক্ষণ' ইহার উপায়। 'সম্যগবেক্ষণ' শব্দের অর্থ—"দ্বৈতপ্রপঞ্চ সাক্ষীতে কল্পিত মিথ্যা বস্তু মাত্র, সাক্ষীই পরমার্থ সত্য সদ্বস্তু, এইপ্রকার বিচার" (ঐ)। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই সম্যগবেক্ষণ কি (ক) একবারমাত্র করিতে হইবে, অথবা (খ) অভ্যাস করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে? **প্রথম** পক্ষে—অস্মদাদিতে ব্যভিচার। কারণ তাদৃশ বিচার আমাদের আছে, চিত্তনাশ কিন্তু হয় নাই। **দ্বিতীয়** পক্ষে—নিদিধ্যাসন অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে। উক্ত বসিষ্ঠবাক্যের তাৎপর্য্য এই—জগৎসত্যতাবাদিগণ সাক্ষিচৈতন্তকে (—পুরুষকে) প্রকৃতি (—তৎকার্য্য অন্তঃকরণাদি) হইতে বিবিক্ত করিতে পারেন না। সেইহেতু তাঁহারা যোগশাস্ত্রসম্মত প্রক্রিয়াবলম্বনে * প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি অবস্থাতে উপনীত হন। ফলে নিরুদ্ধ চিত্তে দ্বৈতপ্রপঞ্চ স্ফুরিত হয় না, তাহার ফলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত হইয়া পড়েন। ইহার পরিপকাবস্থাই শোধিতত্বংপদার্থাবস্থা। অপর পক্ষে—শমদমাদিসহকৃত নিষ্কামকর্ম্মের ফলে (৩।৪।৬ অধিঃ) উৎপন্নবিবিদিষা (৬৪৯ পৃঃ) এবং শ্রবণ ও মননের ফলে অপরোক্ষবোধসম্পন্ন (৭০৬ পৃঃ) জ্ঞানমার্গিসাধক মায়িক দ্বৈতপ্রপঞ্চের, সুতরাং অন্তঃকরণাদি উপাধির মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিয়া সহজেই তাহা হইতে ভিন্ন সাক্ষীতে চিত্তসমাধান করিতে সমর্থ হন। ইহার পরিপকাবস্থাই শোধিতত্বংপদার্থাবস্থা। এই যে সাক্ষীতে ও তদভিন্ন শুদ্ধ ব্রহ্মবস্তুতে চিত্তসমাধানের অভ্যাস, ইহাই তো **নিদিধ্যাসন**। এই নিদিধ্যাসনের পরিপকাবস্থাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। [প্রথম প্রবৃত্তের পক্ষে নিদিধ্যাসনের সহকারিরূপে অষ্টাঙ্গযোগের, সুতরাং প্রাণায়ামাদির উপযোগিতা বেদান্তমতেও স্বীকৃত হয়, বেদান্তসার দ্রঃ]। এইপ্রকারে দেখা গেল— উভয়প্রকার রুচি ও সংস্কারসম্পন্ন সাধক উক্ত বিভিন্নপ্রকারে অগ্রসর হইলেও একই লক্ষ্য বস্তুতে উপনীত হইতেছেন। উভয়েরই ধ্যানের ও চিত্তবৃত্তিনিরোধের আবশ্যকতা আছে। ইহাই উক্ত বসিষ্ঠবাক্যের রহস্য। বিভিন্ন মার্গে অগ্রসর হইলেও উভয়প্রকার অধিকারীরই চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহা নিম্নোদ্ধৃত টীকাগ্রন্থ হইতেও অবগত হওয়া যায়, যথা—"উত্তমদৃষ্টীনাম্ অদ্বৈতদর্শনম্ অদ্বৈতদৃষ্টিফলং চ **মনোনিরোধম্** উক্ত্বা মন্দদৃষ্টীনাম্ মনোনিরোধাধীনম্ আত্মদর্শনম্ উপন্যস্যতি" (মাঃ কাঃ ৩।৪০, আনন্দগিরি)। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** এই অধিকরণে বলিয়াছেন—"তদপি বিপরীতভাবনাপ্রতিবদ্ধং সৎ ন অবিদ্যানিবৃত্তিক্ষমম্ ইতি ধ্যানেন কর্ত্তৃত্বাদিভাবনাসু অপনীতাসু জায়মানা সর্ব্বপ্রতিবন্ধবিধুরা বেদান্তবাক্যজন্যা সাক্ষাৎকারব্যক্তিঃ অবিদ্যানিবৃত্তিক্ষমা ভবতি ইতি" (৩.৪।৪৭ সূঃ, ৭৫৮ পৃঃ)। গীতার টীকাতে পূজ্যপাদ **শঙ্করানন্দও** বলিয়াছেন—"শতধাশ্রুতবেদান্তোঽপি যঃ তীব্রমুমুক্ষয়া শান্তঃ দান্তঃ উপরতস্তিতিক্ষুর্ভূত্বা অপ্রতিবদ্ধজ্ঞানসিদ্ধয়ে সমাধিং ন করোতি, তস্য অযুক্তস্য অসমাহিতচেতসঃ পুরুষস্য বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণা চিত্তপ্রসাদৈকলভ্যা প্রত্যগ্‌দৃষ্টিঃ নাস্তি। বহুধা কৃতেঽপি শ্রবণে তদুৎপন্নং জ্ঞানং পদবাক্যার্থগোচরম্ এব ভবতি, ন তু বস্তুগোচরং, সূক্ষ্মবুদ্ধ্যা কচিজ্জাতম্ অপি ন তিষ্ঠতি স্থিরম্

* "পূরয়িত্বা শরীরং তু সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। আকণ্ঠনাভিযোগেন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ" (বায়ু পুঃ ১১।২০)— "বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন যোগী প্রাণায়ামদ্বারা কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত শরীরকে বায়ুপূর্ণ করিয়া প্রত্যাহার (—বিষয়সকলের নিবৃত্তি) আরম্ভ করিবে", ইত্যাদি প্রক্রিয়া আকরে দ্রঃ।

১৫। অনাবিষ্কারাধিকরণম্। [৫০ সূত্র]

[অনাবিষ্কুর্বন্নধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বাল্যশব্দের ভাবশুদ্ধিরূপ অর্থগ্রহণদ্বারা অমানিত্বাদি (গীতা ১৩।৭) শুদ্ধচিত্তানিচয়কে শ্রবণাদির অঙ্গরূপে বিধান।

অধিকরণসঙ্গতি-পূর্ব্বাধিকরণে নিদিধ্যাসনে অপূর্ব্ব মৌনশব্দের প্রয়োগবশতঃ তাহা বিধেয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্রূপ যথেচ্ছ আচরণাদিতে বাল্যশব্দের প্রয়োগ থাকায় তাহাও হইবে বিধেয়, এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—শ্রুতিপঠিত বাল্যশব্দের অর্থনির্ব্বচনদ্বারা "অমানিত্ব" (গীতা।১৩।৭) ইত্যাদি গুণনিচয়ের বিদ্যাঙ্গতা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বাল্যং বয়ঃ কামচারো ধীশুদ্ধির্বা প্রসিদ্ধিতঃ।
বয়স্তস্যাবিধেয়ত্বে কামচারোঽস্তু নেতরা ॥
মননস্যোপযুক্তত্বাদ্ভাবশুদ্ধির্বিবক্ষিতা।
অত্যন্তানুপযোগিত্বাদ্বিরুদ্ধত্বাচ্চ ন দ্বয়ম্ ॥

অন্বয়—বাল্যং বয়ঃ, কামচারঃ, ধীশুদ্ধিঃ বা? প্রসিদ্ধিতঃ বয়ঃ, তস্য অবিধেয়ত্বে কামচারঃ অস্তু; ইতরা ন। মননস্য উপযুক্তত্বাৎ ভাবশুদ্ধিঃ বিবক্ষিতা; অত্যন্তানুপযোগিত্বাৎ বিরুদ্ধত্বাৎ চ ন দ্বয়ম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বৃঃ ৩।৫।১) ইত্যাদিবাক্যপঠিতং অনুষ্ঠেয়ত্বেন শ্রুতং বাল্যম্ অত্র বিষয়ঃ। 'বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল্যম্' ইতি তদ্ধিতে সতি ভবতি তত্র সংশয়ঃ—] বাল্যং বয়ঃ কামচারঃ ধীশুদ্ধিঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—['বালস্য ভাবঃ বাল্যম্' ইতি] প্রসিদ্ধিতঃ [বাল্যং] বয়ঃ [স্যাৎ, অথবা] তস্য অবিধেয়ত্বে [সতি 'বালস্য কর্ম্ম' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বাল্যং] কামচারঃ অস্তু; ইতরা [ধীশুদ্ধিঃ তু বাল্যং] ন [স্যাৎ]।

ভাবদীপিকা [নিদিধ্যাসন অবশ্যানুষ্ঠেয়]

ইত্যর্থঃ" (গীতা ২।৬৬, শঙ্করানন্দী)। অর্থ স্পষ্ট। অতএব নিদিধ্যাসনের আবশ্যকতা নাই, মাত্র শ্রবণমননের দ্বারাই, অর্থাৎ তর্কযুক্তিদ্বারা গ্রন্থাধ্যয়নের দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়, ইহা উন্মাদের প্রলাপমাত্র, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। ৪। অনেকে বলেন—"বিচারদ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়"। সত্য কথা, কিন্তু বিচারশব্দের অর্থ—তর্কযুক্তিদ্বারা গ্রন্থাধ্যয়নমাত্র (—মনন) নহে, কিন্তু "শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন", ইহা "বেদান্তবিচারঃ শ্রবণশব্দিতঃ মননাদিসহকৃতঃ বিদ্যাঽবাপ্ত্যুপায়ঃ" (সিদ্ধান্তলেশ, ৩।৮) ইত্যাদি বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। অতএব "গচ্ছংস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপিবা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে ॥ আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়া" (যোগবাশিষ্ঠ উপশমপ্রঃ), ইহাই অর্থাৎ অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা নিরাকরণের জন্য এইপ্রকারে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাভ্যাসই ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপায়, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। সেইহেতু এতদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বিকল্পকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই শারীরকভাষ্যের সিদ্ধান্ত। (বিচার আমাদের)

সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণ সমাপ্ত।

সিদ্ধান্ত—[পাণ্ডিত্যমৌনাখ্যয়োঃ শ্রবণনিদিধ্যাসনয়োঃ মধ্যে মননম্ অপি বিশেষত্বেন শ্রুত্যা বিবক্ষিতম্। তস্য] মননস্য উপযুক্তত্বাৎ ভাবশুদ্ধিঃ [অত্র বাল্যশব্দেন] বিবক্ষিতা; [যতঃ রাগদ্বেষমানাপমানাদিদোষগ্রস্তেন পুরুষেণ বহিঃপ্রবৃত্তেঃ পরিত্যক্তুম্ অশক্যত্বাৎ বহিঃপ্রবৃত্তস্য মূঢ়স্য মনঃ মননস্য বিনাশকং ভবতি। 'বালস্য কর্ম' ইতি ব্যুৎপত্তিশ্চ বালবৎ যথেচ্ছাচারে ভাবশুদ্ধৌ চ সমানা। অতঃ মননশীলস্য] অত্যন্তানুপযোগিত্বাৎ বিরুদ্ধত্বাৎ চ [বয়ঃ কামচারঃ ইতি এতৎ] দ্বয়ং [বাল্যং] ন [ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—["সেইহেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যকে নিশ্চিতভাবে লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন", ইত্যাদি বাক্যে পঠিত অনুষ্ঠেয়রূপে শ্রুত 'বাল্য' এখানে বিষয়। 'বালকের ভাবই', অথবা 'বালকের কর্ম্মই' বাল্য, এইপ্রকার তদ্ধিতপ্রত্যয় হওয়ায় এই স্থলে সংশয় হয়—] বাল্যশব্দের অর্থ—'বয়স', অথবা [বালকের ন্যায়] যথেচ্ছ আচরণ, অথবা [বালকের শুদ্ধ বুদ্ধির ন্যায়] বুদ্ধির শুদ্ধতা?

পূর্ব্বপক্ষ—['বালকের ভাবই বাল্য', এইপ্রকার] প্রসিদ্ধি থাকায় বাল্যশব্দের অর্থ হইবে 'বয়স', [অথবা] তাহাকে বিধান করিতে পারা যায় না বলিয়া ['বালকের কর্ম্মই বাল্য', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে বাল্যশব্দের অর্থ হইবে—] যথেচ্ছ আচরণ; অপরটী (—বুদ্ধির শুদ্ধতা, কিন্তু বাল্যশব্দের অর্থ] হইবে না।

সিদ্ধান্ত—[পাণ্ডিত্য ও মৌনসংজ্ঞক শ্রবণ ও নিদিধ্যাসনের মধ্যস্থলে পঠিত মননও শ্রুতিকর্ত্তৃক বিশেষরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। সেই মননের পক্ষে উপযোগী হওয়ায় ভাবশুদ্ধি (—বুদ্ধির শুদ্ধতা, এখানে বাল্যশব্দের দ্বারা] বিবক্ষিত হইয়াছে; [যেহেতু রাগ দ্বেষ মান ও অপমানাদি দোষযুক্ত পুরুষকর্ত্তৃক বাহ্যবিষয়ক প্রবৃত্তি পরিত্যক্ত হইতে পারে না বলিয়া বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত মূঢ়ের মন মননের বিনাশক হইয়া থাকে। 'বালকের কর্ম্মই বাল্য', এই-প্রকার ব্যুৎপত্তি কিন্তু বালকের ন্যায় যথেচ্ছ আচরণে এবং ভাবশুদ্ধিতে সমান। সেইহেতু মননশীলের পক্ষে] অত্যন্ত অনুপযোগী এবং বিরুদ্ধ হওয়ায় [বয়স এবং যথেচ্ছ আচরণ, এই] দুইটী [বাল্যশব্দের অর্থ] নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে যথেচ্ছ আচরণ কর্ত্তব্য। সিদ্ধান্তে—অঙ্গরূপে মনোবৃত্তির শুদ্ধতা সম্পাদনীয়।

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥৩।৪।৫০॥

পদচ্ছেদ—অনাবিষ্কুর্ব্বন্, অন্বয়াৎ।

সূত্রার্থ—["বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বৃঃ ৩।৫।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ বাল্যশব্দেন কিং বালস্য কর্ম্ম কামচারাদিকং বিধীয়তে, উত ভাবশুদ্ধিঃ ইতি সংশয়ে; কামচারাদিকম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—"অব্যক্তলিঙ্গঃ অব্যক্তাচারঃ" (পরমহংসপরিঃ উঃ ৮) ইতি শ্রুতেঃ] **অনাবিষ্কুর্ব্বন্**—স্বগুণকর্ম্মাদিকং অপ্রখ্যাপয়ন্ [ভাবশুদ্ধঃ ভবেৎ ইতি এতাবন্মাত্রম্ অত্র বিধীয়তে। কুতঃ?] **অন্বয়াৎ**—তাবন্মাত্রস্য প্রধানে জ্ঞানাভ্যাসে অন্বয়াৎ। [ন কাম-চারাদিকং, তস্য তত্র অনন্বয়াৎ, শৌচাদিধর্ম্মবিধায়িশাস্ত্রবিরোধাৎ চ ইতি]।

অনুবাদ—["বাল্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে বাল্যশব্দের

দ্বারা কি বালকের কর্ম্ম যথেচ্ছ আচরণাদি বিহিত হইতেছে, অথবা চিন্তার শুদ্ধতা, এইপ্রকার সংশয় হইলে 'যথেচ্ছ আচরণাদি', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—"অব্যক্ত চিহ্ন, অব্যক্ত আচরণ", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায়] **অনাবিষ্কুর্ব্বন্**—নিজের গুণ ও কর্ম্মাদিকে খ্যাপন না করিয়া [শুদ্ধচিন্তাযুক্ত হইবে, মাত্র এইটুকুই এখানে বিহিত হইতেছে। তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **অন্বয়াৎ**—যেহেতু প্রধান (—এই প্রকরণে প্রধান প্রতিপাদ্য) জ্ঞানাভ্যাসে (—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে, উপযোগিরূপে] অন্বিত হয়। [যথেচ্ছ আচরণ প্রভৃতি বিহিত হইতেছে না, যেহেতু তাহাদের সেই স্থলে অন্বয় হয় না এবং যেহেতু শৌচাদি ধর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ হইয়া পড়ে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" (বৃঃ ৩।৫।১), **ইতি বাল্যম্ অনুষ্ঠেয়তয়া শ্রূয়তে।১ তত্র বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল্যম্ ইতি তদ্ধিতে সতি বালভাবস্য বয়োবিশেষস্য ইচ্ছয়া সম্পাদয়িতুম্ অশক্যত্বাৎ যথোপপাদং মূত্রপুরীষত্বাদি বালচরিতম্, অন্তর্গতা বা ভাববিশুদ্ধিঃ, অপ্ররূঢ়েন্দ্রিয়ত্বং দম্ভদর্পাদিরহিতত্বং বা বাল্যং স্যাৎ ইতি সংশয়ঃ।২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৩ কামচারবাদভক্ষণতা যথোপপাদমূত্রপুরীষত্বং চ**

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—শ্রুতিবলে বাল্যশব্দে বালকের ন্যায় যথেচ্ছ আচরণাদি গ্রহণীয়।]

"সেইহেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যকে নিঃশেষে লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন", এইপ্রকারে অনুষ্ঠেয়রূপে বাল্য শ্রুত হইতেছে।১ সেই স্থলে 'বালকের ভাবই', অথবা 'বালকের কর্ম্মই' বাল্য, এইপ্রকার তদ্ধিতপ্রত্যয় হইলে (—উক্তপ্রকারে বাল্যশব্দটী নিষ্পন্ন হইলে) বালভাবরূপ বয়োবিশেষের (—বাল্যাবস্থার) ইচ্ছাদ্বারা সম্পাদন অশক্য হওয়ায় ['বালকের কর্ম্মই বাল্য', এই পক্ষকে গ্রহণকরতঃ] যথাসম্ভব মূত্রপুরীষত্বাদিরূপ (—শয়ন বা দণ্ডায়মানাবস্থাতে মলমূত্রত্যাগ, তল্লিপ্ততা ইত্যাদিরূপ) বালকের আচরণ, অথবা আভ্যন্তরিক ভাব (—চিন্তা) সকলের শুদ্ধতা, ইন্দ্রিয়বৃত্তির অপ্রাবল্য ও দম্ভদর্পাদিরাহিত্যই বাল্য হউক্ (১), ইহাই সংশয়।২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] কামচার

ভাবদীপিকা

(১) **সংশয়** হয়—পূর্ব্বাধিকরণে বাল্যশব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'মনন'; এক্ষণে ভাবশুদ্ধি ইত্যাদি অন্যপ্রকার অর্থ করা হইতেছে। তাহাতে একই শ্রুতিস্থ একই বাল্যশব্দের নানা অর্থ অঙ্গীকারে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। **সমাধান**—ইহার সাক্ষাৎ সমাধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। আমাদের মনে হয়—পূর্ব্বাধিকরণে বাল্যশব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"বালকের ন্যায় রাগদ্বেষহীনতার সহিত যুক্ত হইয়া মনন" (৩।৪।১৪ অধিঃ ন্যায়মালাকারের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। পূর্ব্বাধিকরণে 'মননরূপ' বিশেষ্যাংশ এবং এক্ষণে 'রাগদ্বেষহীন শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ততারূপ' বিশেষণাংশ বিচারিত হইতেছে। এইহেতু নানা অর্থ অঙ্গীকৃত না হওয়ায় উক্ত দোষ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রসিদ্ধতরং লোকে বাল্যম্ ইতি তদ্ গ্রহণং যুক্তম্।৪ ননু পতিতত্বাদিদোষপ্রাপ্তেঃ ন যুক্তং কামচারতাদ্যাশ্রয়ণম্।৫ ন, বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ বচনসামর্থ্যাৎ দোষনিবৃত্তেঃ, পশুহিংসাদিষু ইব ইতি।৬ এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—ন, বচনস্য গত্যন্তরসম্ভবাৎ।৭ অবিরুদ্ধে হি অন্যস্মিন্ বাল্যশব্দাভিলপ্যে লভ্যমানে ন বিধ্যন্তরব্যাঘাতকল্পনা যুক্তা।৮ প্রধানোপকারায় চ অঙ্গং বিধীয়তে।৯ জ্ঞানাভ্যাসশ্চ প্রধানম্ ইহ যতীনাম্ অনুষ্ঠেয়ম্।১০ ন চ সকলায়াং বালচর্যায়াম্ অঙ্গীক্রিয়মাণায়াং জ্ঞানাভ্যাসঃ সম্ভাব্যতে।১১ তস্মাৎ আন্তরঃ ভাববিশেষঃ বালস্য অপ্ররূঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিঃ ইহ বাল্যম্ আশ্রীয়তে।১২ তদাহ—"অনাবিষ্কুর্বন্" ইতি।১৩ জ্ঞানাধ্যয়নধার্ম্মিকত্বাদিভিঃ আত্মানম্ অবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতো ভবেৎ।১৪ যথা বালঃ অপ্ররূঢ়ে-

ভাষ্যানুবাদ

(—যথেচ্ছ আচরণ), কামবাদ (—যথেচ্ছ কথন), কামভক্ষণ এবং যথাসম্ভব [যত্র তত্র] মূত্রপুরীষত্যাগরূপ আচরণই লোকমধ্যে বাল্যশব্দে অধিকতর প্রসিদ্ধ; এইহেতু তাহার (—উক্ত অর্থের) গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু পাতিত্যাদি দোষের প্রাপ্তি হয় বলিয়া [ব্রহ্মবিদ্যার্থীর, বা শিষ্টাচারীর পক্ষে] যথেচ্ছ আচরণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত নহে।৫ [সমাধান—] তাহা নহে, [যেহেতু বিশেষ বিধিবলে যজ্ঞে] পশুহিংসাদিতে দোষনিবৃত্তির ন্যায় ["বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ", এই বিশেষ] বচনের সামর্থ্যবশতঃ বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর দোষ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।৬

[সি:—জ্ঞানগুপ্তি ও দম্ভদর্পাদিরাহিত্যই বাল্যশব্দের অর্থ। তাহারা শ্রবণাদির অঙ্গ]

[সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে কথিত হইতেছে—তাহা নহে, যেহেতু বচনের অন্য গতি (—ব্যাখ্যা) সম্ভব।৭ বাল্যশব্দের অন্য অবিরুদ্ধ অর্থ লব্ধ হইলে ["যস্ত্ব অবিজ্ঞানবান্ ভবতি অমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ" (কঠ ১।৩।৭), "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ" (ঐ ১।২।২৪), "এককালং চরেৎ ভৈক্ষ্যম্ ন প্রসজ্যেত বিস্তরঃ", ইত্যাদি শৌচ ও ভিক্ষাদিনিয়মবোধক] অন্য বিধির ব্যাঘাতকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে।৮ আর প্রধানের উপকারের জন্য অঙ্গ বিহিত হইয়া থাকে।৯ আর এখানে জ্ঞানাভ্যাসই (—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনই) যতিগণের প্রধান অনুষ্ঠেয়।১০ আবার বালকগণের সকলপ্রকার আচরণ অঙ্গীকার করিলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় না।১১ সেইহেতু এখানে (—এই শ্রুতিবাক্যে) বালকের ইন্দ্রিয়বৃত্তির অপ্রাবল্যরূপ যে আভ্যন্তর ভাববিশেষ (—শুদ্ধ চিন্তা) ইত্যাদি, তাহাই বাল্যশব্দে পরিগৃহীত হইতেছে।১২ [ভগবান্ সূত্রকার] তাহাই বলিতেছেন—"অনাবিষ্কুর্বন্" ইত্যাদি।১৩ [ইহার ব্যাখ্যা—] জ্ঞান অধ্যয়ন ধার্ম্মিকতা (—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান) প্রভৃতির

শাঙ্করভাষ্যম্

ন্দ্রিয়তয়া ন পরেষাম্ আত্মানম্ আবিষ্কর্ত্তুম্ ঈহতে, তদ্বৎ।১৫ এবং হি অস্য বাক্যস্য প্রধানোপকার্য্যর্থানুগমঃ উপপদ্যতে।১৬ তথাচ উক্তং স্মৃতিকারৈঃ—"যং ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্। ন সুবৃত্তং ন দুর্ব্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥ গূঢ়-ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বানজ্ঞাতচরিতং চরেৎ। অন্ধবজ্জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ"॥ (যোগবাসিষ্ঠ ৬।৪৪ ?), **"অব্যক্তলিঙ্গঃ অব্যক্তাচারঃ"** (পরমহংস উঃ ৮, জাবাল উঃ ৬) **ইতি চ এবমাদি।১৭॥৩।৪।৫০॥**

ইতি পঞ্চদশম্ অনাবিষ্কারাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা নিজেকে প্রখ্যাপিত (—প্রচার) না করিয়া দম্ভ ও দর্পাদিরহিত হইবেন।১৪ [কিন্তু বাল্যশব্দের এইপ্রকার অর্থ কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর—] যেমন বালক ইন্দ্রিয়বৃত্তির অপ্রাবল্যবশতঃ অপরের নিকট নিজেকে খ্যাপন করিতে চেষ্টা করে না, তদ্রূপ।১৫ এইপ্রকার [অর্থ] হইলেই ["বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"] এই বাক্যের [জ্ঞানাভ্যাসরূপ] প্রধানের উপকারের জন্য অনুগম (—পশ্চাৎ গমন, অর্থাৎ অবিরোধিভাবে প্রবৃত্তি) হয় সঙ্গত।১৬ স্মৃতিকারগণকর্ত্তৃক এইপ্রকারই কথিত হইয়াছে, যথা—"যাঁহাকে কেহ সৎ-রূপে (—কুলীনরূপে, সদ্বংশজাতরূপে), অসদ্রূপে (—অসৎকুলজাতরূপে), শাস্ত্রার্থজ্ঞানরহিতরূপে, বহুশাস্ত্রার্থবিদ্‌রূপে, সদাচারনিরতরূপে, অথবা দুরাচারযুক্তরূপে জানেন না, তিনিই ব্রাহ্মণ (—ব্রহ্মবিদ্ হইবার যোগ্য)। বিদ্বান্ গূঢ়ভাবে ধর্ম্মকে আশ্রয়করতঃ [অপরকর্ত্তৃক] অজ্ঞাত আচরণযুক্ত হইয়া বিচরণ করিবেন ; [চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশ্যতা নিরাকরণের জন্য] অন্ধের ন্যায়, [রসনাদি ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা নিরাকরণের জন্য] জড়ের ন্যায় এবং [কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশ্যতা নিরাকরণের জন্য] মূকের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন"; "অব্যক্ত চিহ্নযুক্ত (—ধর্ম্মধ্বজিত্ববিহীন), অব্যক্ত আচরণযুক্ত", ইত্যাদি এই সকল।১৭ [এইরূপে নির্ণীত হইল উপরতসর্ব্বেন্দ্রিয় দম্ভদর্পাদিরহিত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসননিষ্ঠ যে মুমুক্ষু, তাঁহার অবশ্যই মোক্ষপ্রদ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়] ॥৩।৪।৫০॥ অনাবিষ্কারাধিকরণ সমাপ্ত।

১৬। ঐহিকাধিকরণম্। [৫১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রতিবন্ধের অসত্তা, বা সত্তাবশতঃ ইহ জন্মে বা জন্মান্তরেজ্ঞানোৎপত্তিঃ।

অধিকরণসঙ্গতি—এইপ্রকারে সন্ন্যাস (৩।৪।২ অধিঃ) হইতে বাল্য (—ভাবশুদ্ধিসহকৃত মনন, যোগ্যতাবশতঃ ভাবশুদ্ধিসহকৃত শ্রবণাদিত্রয়) পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের সাধনসকল বর্ণনা করিয়া সাধ্য ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি বিচারিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

উচিত নহে, যেহেতু] যজ্ঞ প্রভৃতি [শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই] বিবিদিষার উৎপত্তিতে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে।

সিদ্ধান্ত—প্রতিবন্ধ না থাকিলে এখানেই (—ইহ জন্মেই) জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব। অন্যথা [এখানে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদিদ্বারা] জন্মান্তরে [জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর প্রতিবন্ধের অস্তিত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না ; অথবা পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদির দ্বারা জন্মান্তরে জ্ঞানোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই, ইহাও বলা যায় না] ; যেহেতু "শ্রবণায়" ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে [এবং "গর্ভে শয়ন করিয়াই বামদেব এইপ্রকার বলিয়াছিলেন", এই শ্রুতিতে বর্ণিত] বামদেবের উদ্ভব (—জ্ঞানোৎপত্তি) হইতেও [এই সমস্ত অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু এখানে, অথবা জন্মান্তরে জ্ঞানোৎপত্তি হইবে, [ইহা অঙ্গীকৃত হয়]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, শ্রবণাদি ব্রহ্মবিদ্যার সাধন নহে। সিদ্ধান্তে—প্রতিবন্ধকবশতঃ বিলম্ব হইলেও শ্রবণাদি তাহার সাধন।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৫১॥

পদচ্ছেদ—ঐহিকম্, অপি, অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—[শ্রবণাদিভিঃ কিম্ ইহৈব বিদ্যোৎপত্তিঃ, উত কদাচিৎ অমুত্রাপি ইতি সংশয়ে, 'ইহৈব বিদ্যাজন্ম অস্তু' ইতি কামনয়া শ্রবণাদিষু প্রবৃত্তেঃ ঐহিকম্ এব বিদ্যাজন্ম ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে**—ফলোন্মুখং বিদ্যাবিরুদ্ধফলকং কর্ম্ম প্রস্তুতপ্রতিবন্ধঃ, তস্মিন্ প্রতিবন্ধকাভাবে সতি, **ঐহিকম্ অপি**—অস্মিন্ এব জন্মনি [শ্রবণাদিভিঃ বিদ্যাজন্ম ভবতি এব। সতি তু প্রতিবন্ধে অমুত্রাপি ইতি অনিয়মঃ এব, ন তু ইহৈব ইতি নিয়মঃ। কুতঃ ?] **তদ্দর্শনাৎ**—"গর্ভে এব এতচ্ছয়ানঃ বামদেবঃ এবমুবাচ" (ঐতঃ ২।৫) ইত্যাদিশ্রুতৌ গর্ভস্থস্যাপি জন্মান্তরানুষ্ঠিতশ্রবণাদিনা জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ।

অনুবাদ—[শ্রবণাদির দ্বারা কি এখানেই (—ইহ জন্মেই) ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হয়, অথবা কখনও পরবর্ত্তী জন্মেও হয়, এইপ্রকার সংশয় হইলে, 'ইহ জন্মেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হউক্', এইপ্রকার কামনাবশতঃ শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ইহ জন্মেই বিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে**—জ্ঞানবিরোধিফলপ্রদানকারি ফলদানোন্মুখ যে কর্ম্ম, তাহা প্রস্তুতপ্রতিবন্ধ, সেই প্রতিবন্ধ না থাকিলে, **ঐহিকম্ অপি**—এই জন্মেই [শ্রবণাদির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিবন্ধ থাকিলে পরবর্ত্তী জন্মেও হইয়া থাকে, এইপ্রকারে অনিয়মই হইবে ; কিন্তু ইহ জন্মেই হইবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই। তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **তদ্দর্শনাৎ**—যেহেতু "গর্ভে শয়ন করিয়াই বামদেব এইপ্রকার বলিয়াছিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে গর্ভস্থেরও জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদির দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ" (৩।৪।২৬) **ইত্যতঃ আরভ্য উচ্চাবচং বিদ্যাসাধনম্ অবধারিতম্।১ তৎফলং বিদ্যা সিধ্যন্তী কিম্ ইহৈব জন্মনি সিধ্যতি, উত কদাচিৎ অমুত্রাপি ইতি**

শাঙ্করভাষ্যম্

চিন্ত্যতে।২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?৩ ইহৈব ইতি।৪ কিং কারণম্?৫ শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা হি বিদ্যা।৬ নচ কশ্চিৎ 'অমুত্র মে বিদ্যা জায়তাম্' ইতি অভিসন্ধায় শ্রবণাদিষু প্রবর্ত্ততে।৭ সমানে এব তু জন্মনি বিদ্যাজন্মাভিসন্ধায় এতেষু প্রবর্ত্তমানঃ দৃশ্যতে।৮ যজ্ঞাদীনি অপি শ্রবণাদিদ্বারেণ এব বিদ্যাং জনয়ন্তি, প্রমাণজন্যত্বাৎ বিদ্যায়াঃ।৯ তস্মাৎ ঐহিকম্ এব বিদ্যাজন্ম ইতি।১০ এবং প্রাপ্তে বদামঃ—ঐহিকং বিদ্যাজন্ম ভবতি অসতি প্রস্তুতপ্রতিবন্ধে ইতি।১১ এতদুক্তং ভবতি—যদা প্রক্রান্তস্য বিদ্যাসাধনস্য কশ্চিৎ

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ—প্রমাণজন্য বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তিতে বিলম্ব সম্ভব না হওয়ায় ইহ জন্মেই জ্ঞানোৎপত্তি।]

"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ", ইহা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উচ্চাবচ (—শ্রবণাদি অন্তরঙ্গ ও কর্ম্মরূপ বহিরঙ্গ) সাধন অবধারিত হইয়াছে।১ তাহার (—সেই সাধনের) ফলভূত যে ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ (—উদিত) হয়, তাহা কি ইহ জন্মেই সিদ্ধ হয়, অথবা কদাচিৎ সেখানেও (—পরজন্মেও), ইহা বিচারিত হইতেছে।২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?৩ [পূর্ব্বপক্ষ—] এখানেই (—ইহ জন্মেই) সিদ্ধ হয়।৪ তাহাতে হেতু কি?৫ [উত্তর—] যেহেতু বিদ্যা শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা (—শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে।৬ কিন্তু এখানে বা জন্মান্তরে পশুপ্রাপ্তিফলক চিত্রাযজ্ঞের ন্যায় ইহ জন্মে কৃত শ্রবণাদির ফলে জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তি হইলেও তো বিদ্যার শ্রবণাদিপূর্ব্বকতা অব্যাহত থাকে, তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর 'পরজন্মে আমার বিদ্যা উৎপন্ন হউক', এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা করিয়া কেহ শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হয় না।৭ কিন্তু সমান জন্মেই (—যে জন্মে শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই) বিদ্যোৎপত্তি কামনা করিয়া এই [কর্ম্ম ও শ্রবণাদি সাধন] সকলে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়।৮ [কিন্তু যজ্ঞাদি কর্ম্ম সাধারণতঃ জন্মান্তরেই ফলপ্রদ, তৎসাধ্য ব্রহ্মবিদ্যা কিপ্রকারে সমান জন্মেই উৎপন্ন হইবে? উত্তর—] যজ্ঞ প্রভৃতিও [চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষোৎপত্তির অনন্তর, অন্তরঙ্গসাধনভূত] শ্রবণাদিকে দ্বার করিয়াই ব্রহ্মবিদ্যাকে উৎপাদন করে, যেহেতু বিদ্যা ["তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শব্দ-] প্রমাণজন্য, [সুতরাং প্রমাণজন্য বিষয়ে বিলম্ব সঙ্গত নহে]।৯ সেইহেতু [তৎকালেই বৃষ্টিফলক কারীরী যজ্ঞের ন্যায়] ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি ইহ জন্মেই হইবে, ইত্যাদি।১০

[সিঃ—প্রবলপ্রারব্ধকৃত প্রতিবন্ধক্ষয়ে ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে জ্ঞানোৎপত্তি।]

[সিদ্ধান্ত—]এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—প্রস্তুতপ্রতিবন্ধ (—বিপরীতফলদানোন্মুখ প্রারব্ধ কর্ম্ম) না থাকিলে ইহ জন্মেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে।১১ ইহা কথিত হইতেছে (—তাৎপর্য্য এই)—উপস্থিত

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিবন্ধঃ ন ক্রিয়তে উপস্থিতবিপাকেন কর্ম্মান্তরেণ, তদা ইহৈব বিদ্যা উৎপদ্যতে।১২ যদা তু খলু তৎ প্রতিবন্ধঃ ক্রিয়তে, তদা অমুত্র ইতি।১৩ উপস্থিতবিপাকত্বং চ কর্ম্মণঃ দেশকাল-নিমিত্তোপনিপাতাৎ ভবতি।১৪ যানি চ একস্য কর্ম্মণঃ বিপাচ-কানি দেশকালনিমিত্তানি, তানি এব অন্যস্য অপি ইতি ন নিয়ন্তুং শক্যতে; যতঃ বিরুদ্ধফলানি অপি কর্ম্মাণি ভবন্তি।১৫ শাস্ত্রম্ অপি 'অস্য কর্ম্মণঃ ইদং ফলং ভবতি' ইতি এতাবতি পর্য্যবসিতং, ন দেশকালনিমিত্তবিশেষম্ অপি সঙ্কীর্ত্তয়তি।১৬ সাধনবীর্য্যবি-

ভাষ্যানুবাদ

ফলদানোন্মুখ অন্য কর্ম্মের দ্বারা যদি প্রক্রান্ত (—আরব্ধ, শ্রবণাদিরূপ] বিদ্যাসাধনের কোন প্রকার প্রতিবন্ধ না করা হয় (–তৎকালেই ফলদানোন্মুখ প্রারব্ধ যদি বিদ্যা-সাধনের প্রতিবন্ধক না হয়), তাহা হইলে ইহ জন্মেই ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হয়।১২ কিন্তু যখন তাহা (—প্রারব্ধ কর্ম্ম) প্রতিবন্ধ করে, তখন পরবর্ত্তী জন্মে হইয়া থাকে।১৩ [কিন্তু বিপরীত প্রারব্ধকর্ম্ম শ্রবণাদির ফলভূতা বিদ্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয় কেন ? শ্রবণাদির দ্বারাই বা তাদৃশ প্রারব্ধ প্রতিবন্ধ হয় না কেন ? উত্তর—] আর কর্ম্মের যে উপস্থিতবিপাকতা (—তৎকালেই ফলদানোন্মুখতা), তাহা দেশ কাল ও নিমিত্তের উপনিপাত (–সম্বন্ধ, অনুকূলতা) বশতঃ হইয়া থাকে, [সেইহেতু দেশকালাদিযোগে ফলদানোন্মুখ অতি বলবৎ কর্ম্মকে শ্রবণাদি বাধাদান করিতে পারে না।১৪ কিন্তু শ্রবণাদিও তো কর্ম্ম, দেশকালাদিসহযোগে তাহাই বা প্রারব্ধকে বাধাদান করিয়া স্বফল প্রদান করে না কেন ? উত্তর—] আর যে দেশ কাল ও নিমিত্ত একপ্রকার কর্ম্মের বিপাচক (—ফলদাতৃত্বের সহায়ক) তাহারাই অন্য কর্ম্মেরও 'বিপাচক হইবে', ইহা নিয়মন করিতে পারা যায় না; যেহেতু [ভোগপ্রদ পুণ্যপাপাদিরূপ এবং জ্ঞানোৎপাদক শ্রবণাদি-রূপ] বিরুদ্ধফলপ্রদ কর্ম্মসকলও [জীবের] বর্ত্তমান থাকে। [সেইহেতু বিরুদ্ধফলক কর্ম্মের দ্বারা প্রতিবদ্ধ শ্রবণাদি প্রতিকূল দেশকালাদিবশতঃ স্বীয় ফলোৎপাদন করিতে পারে না।১৫ আচ্ছা, শ্রবণাদিকে যাহা ফলদানোন্মুখ করে, সেই দেশকালাদি কিপ্রকার ? উত্তর—] শাস্ত্রও 'এই কর্ম্মের এই ফল হয়', মাত্র এইটুকুতেই পরিসমাপ্ত (—এতটুকুই বলেন), কিন্তু [ফলোৎপত্তির অনুকূল] বিশেষ দেশ, বিশেষ কাল ও বিশেষ নিমিত্তকেও সম্যগ্‌রূপে বর্ণনা করেন না। [তবে ফলদৃষ্টে অস্মদাদির তদ্বিষয়ক কথঞ্চিৎ জ্ঞান হইয়া থাকে]।১৬

[সিঃ—অতি তীব্র শ্রবণাদি সাধন প্রারব্ধকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ।]

কিন্তু তাহা হইলেও প্রারব্ধ ও শ্রবণাদি অবিশেষভাবে কর্ম্ম হওয়ায় প্রারব্ধকর্ম্মই প্রতিবন্ধক, পরন্তু শ্রবণাদি প্রারব্ধের প্রতিবন্ধক নহে, ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে

শাঙ্করভাষ্যম্

শেষাৎ তু অতীন্দ্রিয়া কস্যচিৎ শক্তিঃ আবির্ভবতি, তৎপ্রতিবদ্ধা • পরস্য তিষ্ঠতি।১৭ ন চ অবিশেষেণ বিদ্যায়াম্ অভিসন্ধিঃ ন উৎপদ্যতে 'ইহ অমুত্র বা মে বিদ্যা জায়তাম্' ইতি, অভিসন্ধেঃ নিরঙ্কুশত্বাৎ।১৮ শ্রবণাদিদ্বারেণ অপি বিদ্যা উৎপদ্যমানা প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া এব উৎপদ্যতে।১৯ তথাচ শ্রুতিঃ দুর্বোধত্বম্ আত্মনঃ দর্শয়তি—"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ" ॥ (কঠ ১।২।৭) ইতি।২০ 'গর্ভস্থঃ

• 'না প্রতিবদ্ধা' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু [শ্রবণাদি] সাধন হইতে উৎপন্ন বীর্য্য (—সামর্থ্য) বিশেষ হইতে কাহারও কাহারও অতীন্দ্রিয় শক্তির আবির্ভাব হয়, অপরের [সেইশক্তি] তাহার (—প্রবল প্রারব্ধকর্ম্মের) দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। [অতএব শ্রবণাদি সাধন অতি তীব্র হইলে তাহাও প্রারব্ধকে প্রতিরোধ করিতে পারে। তবে কে কাহার প্রতিরোধ করিল, তাহা ফলদৃষ্টে অনুমেয়]।১৭

[সি:—পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক উত্থাপিত যুক্তির সমাধান—পুরুষেচ্ছার বৈচিত্র্য। শাব্দপ্রমাণজন্য বিদ্যাও প্রতিবন্ধক্ষয়সাপেক্ষ।]

[আর যে বলা হইয়াছে—"পরজন্মে আমার বিদ্যা উৎপন্ন হউক', এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা কেহ করে না" (৭ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর 'ইহ জন্মে, বা পরজন্মে আমার বিদ্যা উৎপন্ন হউক্', এইপ্রকার অবিশেষভাবে ইচ্ছা বিদ্যাবিষয়ে উৎপন্ন হয় না, ইহা বলা যায় না, কারণ অভিসন্ধি নিরঙ্কুশ (—অনেক জন্মপরম্পরাগত এই পরিদৃশ্যমান সংসারদুঃখ এখন হইতে নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানাদির দ্বারা চেষ্টা করিলে আমার সাধনানুষ্ঠানসামর্থ্যানুসারে ইহ জন্মে বা ভাবী জন্মে নিঃশেষে নিবৃত্ত হইবে, এইপ্রকার ইচ্ছার বাধক কিছু নাই।১৮ আর যে বলা হইয়াছে—"বিদ্যা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শব্দপ্রমাণজন্য, তদ্বিষয়ে বিলম্ব সঙ্গত নহে (৯ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] শ্রবণাদিদ্বারাবলম্বনে যে বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তাহাও প্রতিবন্ধের ক্ষয়কে অপেক্ষা করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে।১৯ [বিদ্যোদয় প্রতিবন্ধক্ষয়কে অপেক্ষা করে, এই বিষয়ে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "যিনি বহু ব্যক্তির নিকট শ্রবণের জন্যও লভ্য নহেন (—বহু ব্যক্তি যাঁহার বিষয়ে শ্রবণও করিতে পায় না), যাহারা শ্রবণও করেন, এতাদৃশ বহু ব্যক্তি যাঁহাকে [পরোক্ষরূপেও] জানিতে পারেন না! ইঁহার বিষয়ে বক্তা আশ্চর্য্য (—বিরল), ইহার লব্ধা কুশল (—অনেকের মধ্যে বিরল কেহই অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ), যেহেতু কুশল (—নিপুণ আচার্য্য) কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আশ্চর্য্য (—বিরল) কেহই জ্ঞাতা (—এতদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানবান্) হইয়া থাকেন", ইত্যাদি শ্রুতি আত্মার দুর্বোধতা প্রদর্শন করিতেছেন (১), ইত্যাদি।২০

শাঙ্করভাষ্যম্

এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবম্' (বৃঃ ১।৪।১০, ঐতঃ ২।৫) **ইতি বদন্তী জন্মান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনাৎ জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি।**(১) **নহি গর্ভস্থস্য এব ঐহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সম্ভা-**

ভাষ্যানুবাদ

আর 'গর্ভে থাকিয়াই বামদেব ব্রহ্মভাব অবগত হইয়াছিলেন' এইপ্রকার বর্ণনা-কারিণী শ্রুতি একজন্মে সঞ্চিত সাধন হইতে জন্মান্তরে ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি প্রদর্শন

ভাবদীপিকা

[কঠ ১।২।৭ শ্রুতির ব্যাখ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিতে প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিক্রম]

(১) আত্মার দুর্জ্ঞেয়তাবোধক এই শ্রুতিবাক্য প্রতিবন্ধক্ষয়ের প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ কিপ্রকারে তাহা অনুধাবনযোগ্য। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** বলিয়াছেন—"প্রতিবন্ধকীভূতানি পাপানি দ্বিবিধানি প্রারব্ধফলানি অপ্রারব্ধফলানি চ। তত্র বিবিদিষাপ্রতিবন্ধকীভূতানি পাপানি যানি, তানি অপ্রারব্ধফলানি বিবিদিষোদ্দেশেন কৃতৈঃ কর্মভিঃ নষ্টানি। প্রারব্ধানি তু ভোগৈকনাশ্যানি, ভোগক্ষয়ং বিনা বিবিদিষা এব ন উদেতি, তদিদম্ আহ—"**শ্রবণায়াপি বহুভিঃ যঃ ন লভ্যঃ**", ইত্যাদি। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে—বিবিদিষার (৬৪৯ পৃঃ) প্রতিবন্ধকীভূত আরব্ধ ও অনারব্ধ কর্মসকলের ভোগ ও বিবিদিষার উদ্দেশ্যে কৃত কর্মের দ্বারা ক্ষয় না হইলে বিবিদিষার উৎপত্তি হয় না। আবার বিবিদিষা উৎপত্তির অনন্তরও যদি প্রারব্ধকর্ম প্রতিবন্ধক-রূপে থাকে, তাহা হইলেও ভোগদ্বারা তাহার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রবণাদি দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থাতে যদি শ্রবণের প্রতিবন্ধকীভূত অনারব্ধফল পাপরূপ প্রতিবন্ধক থাকে, জ্ঞানোদ্দেশ্যে কৃত কর্মসকলের দ্বারা তাহাদের বিনাশ হয়, ইহা "জ্ঞানম্ উৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ", "কষায়পক্তিঃ কর্মাণি" (—কর্মসকল পাপনাশক), ইত্যাদি বচনসকলের পর্য্যা-লোচনা হইতে নির্ণীত হয়। অতঃপর বিবিদিষাদৃঢ়ীকরণদ্বারে হয় শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি। সেই অবস্থাতেও আরব্ধফল ও অনারব্ধফল প্রতিবন্ধকবশতঃ সেই সকলের নিয়মিত প্রবৃত্তি হয় না। ভগবতী শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন—"**শৃণ্বন্তোঽপি** বহবো যং ন বিদ্যুঃ", ইত্যাদি। তখন প্রতিবন্ধকীভূত আরব্ধফল প্রতিবন্ধকের ভোগদ্বারা ক্ষয় হয় এবং সন্ন্যাসনিয়মাদৃষ্ট (৬৭৭ পৃঃ) ও শ্রবণাদিনিয়মাদৃষ্ট (৭১২ পৃঃ) দ্বারা অনারব্ধফল প্রতিবন্ধকসকলের নাশ হয়। অতঃপরও প্রতিবন্ধক থাকিলে নিদিধ্যাসনে দৃঢ়া প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকালেও আরব্ধ-ফল প্রতিবন্ধকের ভোগদ্বারা ক্ষয় হয়, অনারব্ধফল তাহা সম্যগ্ ধ্যানের বলে (—সম্যগ্ ধ্যান হইতে উৎপন্ন নিদিধ্যাসননিয়মাদৃষ্টবলে, ৭১৩পৃঃ) বিনষ্ট হয়, ইহা বলিতেছেন—"**কুশলোঽস্য লব্ধা**" ইত্যাদি। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** এই স্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"যস্য ধ্যান-পরিপাকান্তং প্রতিবন্ধকানি প্রারব্ধানি ন ভবন্তি, তস্য ইহৈব বিদ্যা সিধ্যতি, অন্যেষাং তু শ্রবণাদিসাধনানুষ্ঠানপ্রবৃত্তানামপি যথাযথং জন্মান্তরে ইতি"। এইরূপে বিদ্যোদয় প্রতিবন্ধ-ক্ষয়কে অপেক্ষা করে, এই বিষয়ে উক্ত ১।২।৭ কঠশ্রুতিটী লিঙ্গপ্রমাণ, ইহা নির্ণীত হইল। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণাবলম্বনে)। **শঙ্কা**—কিন্তু এক জন্মের সাধন জন্মান্তরে ফলপ্রসূ কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে একজন্মকৃত সাধনের বলে জন্মান্তরে জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—**গর্ভস্থঃ এব**—'আর গর্ভে' ইত্যাদি (২১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ষ্যতে।২২ স্মৃতৌ অপি "অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি" (গী ৬।৩৭) ইতি অর্জ্জুনেন পৃষ্টঃ ভগবান্ বাসুদেবঃ "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" (গীতা ৬।৪০) ইতি উক্ত্বা পুনঃ অস্য পুণ্যলোকপ্রাপ্তিং সাধুকুলে সম্ভূতিং চ অভিধায় অনন্তরম্ "তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্" (ঐ ৬।৪৩) ইত্যাদিনা "অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ যাতি পরাং গতিম্" (ঐ ৬।৪৫) ইতি অনেন এতৎ এব দর্শয়তি।২৩ তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং বা বিদ্যাজন্ম প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া ইতি স্থিতম্।২৪॥৩।৪।৫১॥

ইতি ষোড়শম্ ঐহিকাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন।২১ 'যদি গর্ভে অবস্থিত, তাহার পক্ষে ইহলৌকিক কোনপ্রকার সাধনানুষ্ঠান নিশ্চয়ই সম্ভব নহে।২২ [এক জন্মে কৃত সাধন, জন্মান্তরে ফলদান করে, এই বিষয়ে স্মার্ত্তলিঙ্গ প্রদর্শন করিতেছেন —] স্মৃতিতেও "হে কৃষ্ণ, যোগসংসিদ্ধি (— যোগাভ্যাসের ফলভূত জ্ঞান) লাভ না করিয়া [সাধক] কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়", অর্জ্জুনকর্তৃক এইপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেব "হে তাত, শুভকারী কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না", ইহা বলিয়া পুনরায় তাহার (—সেই শুভকারী সাধকের, স্বর্গাদি) পুণ্যলোক প্রাপ্তি এবং সাধুব্যক্তিগণের গৃহে জন্মগ্রহণের কথা বর্ণনা করিয়া তদনন্তর "সেই স্থলে [পূর্ব্বদেহে উৎপন্ন] সেই বুদ্ধির সহিত সংযোগ লাভ করে", ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "অনেক জন্মে সঞ্চিত যোগের দ্বারা সম্যগ্‌জ্ঞানলাভকরতঃ তদনন্তর পরমা গতি প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি পর্য্যন্ত শ্লোকসকলের দ্বারা ইহাই (—এক জন্মে অনুষ্ঠিত সাধনের জন্মান্তরে ফলদাতৃত্বই) প্রদর্শন করিতেছেন।২৩ সেইহেতু (— শ্রৌত ও স্মার্ত্তলিঙ্গবলে প্রতিবন্ধকবশতঃ শ্রবণাদির ফলকে অনিয়তরূপে অবগত হওয়া যায় বলিয়া) প্রতিবন্ধক্ষয়কে অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি [কারীরী যজ্ঞের ন্যায়] ইহ জন্মে, অথবা [চিত্রাযজ্ঞের ন্যায়] জন্মান্তরে হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইল।২৪॥৩।৪।৫১॥ ঐহিকাধিকরণ সমাপ্ত।

১৭। মুক্তিফলানিয়মাধিকরণম্। [৫২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা সালোক্যাদি মুক্তিতে তারতম্য থাকিলেও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা সদ্যোমুক্তিতে তারতম্যাভাব।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে যেমন ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তিতে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে উৎপত্তিরূপ বিশেষ নিয়ম অঙ্গীকৃত হইয়াছে, প্রস্তাবিত অধিকরণে তদ্রূপ সেই বিদ্যার ফলভূত মোক্ষে তারতম্যরূপ বিশেষ নিয়ম অঙ্গীকার করিতে হইবে, এইরূপে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার নিরতিশয় (—তারতম্যহীন) পুরুষার্থসাধনতা প্রতিপাদিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

মুক্তিঃ সাতিশয়া নো বা ফলত্বাদ্ ব্রহ্মলোকবৎ।
স্বর্গবচ্চ নৃভেদেন মুক্তিঃ সাতিশয়ৈব হি ॥
ব্রহ্মৈব মুক্তির্ন ব্রহ্ম ক্বচিৎ সাতিশয়ং শ্রুতম্।
অতঃ একবিধা মুক্তির্বেধসো মনুজস্য চ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীভারতীতীর্থমুনীশ্বরপ্রণীতায়াং বৈয়াসক-ন্যায়মালায়াং তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়— মুক্তিঃ সাতিশয়া নো বা? ব্রহ্মলোকবৎ স্বর্গবৎ চ ফলত্বাৎ মুক্তিঃ নৃভেদেন সাতিশয়া এব হি। ব্রহ্ম এব মুক্তিঃ, ক্বচিৎ ব্রহ্ম সাতিশয়ং ন শ্রুতম্; অতঃ বেধসঃ মনুজস্য চ মুক্তিঃ একবিধা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাফলং সদ্যোমুক্তিঃ অত্র বিষয়ঃ। সগুণনির্গুণবিদ্যাফলস্য উভয়থাভাবদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—যথা ব্রহ্মলোকাখ্যং ফলং সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য-সার্ষ্টিভেদেন চতুর্বিধম্। যথা বা "কর্ম্মভূয়স্ত্বাৎ ফলভূয়স্ত্বম্" ইতিন্যায়েন স্বর্গঃ বহুবিধঃ এবং সদ্যো-] মুক্তিঃ সাতিশয়া নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মলোকবৎ স্বর্গবৎ চ [অবিশেষেণ] ফলত্বাৎ [নির্গুণবিদ্যায়াঃ ফলভূতা সদ্যো-] মুক্তিঃ নৃভেদেন সাতিশয়া এব হি [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[নিত্যসিদ্ধং স্বস্বরূপভূতং একরসস্বরূপং] ব্রহ্ম এব [সদ্যো-] মুক্তিঃ, [ন তু স্বর্গাদিবৎ আগন্তুকং কিঞ্চিৎ। সালোক্যাদিবিশেষস্তু জন্যরূপত্বাৎ উপাসনাতারতম্যেন সাতিশয়ঃ ভবিষ্যতি। পরন্তু শ্রুত্যাদৌ] ক্বচিৎ ব্রহ্ম সাতিশয়ং ন শ্রুতম্, [অপিতু একবিধত্বেন শ্রুতং নির্ণীতং চ]। অতঃ বেধসঃ মনুজস্য চ [সদ্যো-] মুক্তিঃ একবিধা [এব ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফল সদ্যোমুক্তি এখানে বিষয়। সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার [ক্রমমুক্তি ও সদ্যোমুক্তিরূপ (১২৬৯ পৃঃ) ফলের উভয়প্রকারতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সংশয় হয়—যেমন ব্রহ্মলোকাখ্য ফল সালোক্য (—সমানলোকে অবস্থিতি), সারূপ্য (—চতুর্মুখত্বাদি সমানরূপতা), সামীপ্য (—ধ্যেয় দেবতা সমীপে স্থানলাভ) এবং সার্ষ্টি (—হিরণ্যগর্ভাদি ধ্যেয় দেবতার সমান ঐশ্বর্য্যযুক্ততা) ভেদে চারিপ্রকার। অথবা যেমন "কর্ম্মাধিক্যবশতঃ ফলাধিক্য", এই ন্যায়বলে স্বর্গ বহুপ্রকার, এইপ্রকারে সদ্যো-] মুক্তি সাতিশয়া (—তরতমভাবযুক্ত), অথবা নহে?

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মলোক এবং স্বর্গের [ন্যায় অবিশেষভাবে] ফল হওয়ায় [নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা সদ্যো-] মুক্তি মনুষ্যভেদে (—অধিকারিভেদে) অবশ্যই তারতম্যযুক্ত।

সিদ্ধান্ত—[নিত্যসিদ্ধ স্বস্বরূপভূত ও একরসস্বরূপ (—স্বগতাদিভেদবিহীন] ব্রহ্মই [সদ্যো-] মুক্তি, [কিন্তু স্বর্গাদির ন্যায় আগন্তুক কিছু নহে। সালোক্যাদি মুক্তি-বিশেষ কিন্তু উৎপাদ্যস্বরূপ হওয়ায় উপাসনার তারতম্যবশতঃ সাতিশয় (—তরতমভাবযুক্ত) হইবে। পরন্তু শ্রুতি প্রভৃতিতে] কোন স্থলে ব্রহ্ম সাতিশয়রূপে বর্ণিত হন নাই। [অধিকন্তু

একাবধরূপেই শ্রুতিতে বর্ণিত ও নির্ণীত হইয়াছেন।। সেইহেতু ব্রহ্মার ও মনুষ্যের [সদ্যো-] মুক্তি একপ্রকারই হইয়া থাকে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, তারতম্যযুক্ত মুক্তি কর্ম্মসাধ্য, সুতরাং ৩।৪।১ অধিকরণ ব্যর্থ। সিদ্ধান্তে—জ্ঞানৈকাভিব্যক্ত মুক্তি নিত্যসিদ্ধ ও নিরতিশয়, সুতরাং ৩।৪।১ অধিকরণ সার্থক।

এবংমুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥৩।৪।৫২॥

পদচ্ছেদ—এবম্, মুক্তিফলানিয়মঃ, তদবস্থাবধৃতেঃ, তদবস্থাবধৃতেঃ।

সূত্রার্থ—[সদ্যোমুক্তিঃ বিষয়ঃ। যথা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ শ্রবণাদিসাধনোৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্ ঐহিকামুষ্মিকবিদ্যাজন্মরূপোপচয়াপচয়বত্ত্বনিয়মঃ, এবং তৎফলে সদ্যোমুক্তৌ অপি উপচয়াপচয়বত্ত্বনিয়মঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **এবম্**—বিদ্যোৎপত্তিবৎ, **মুক্তিফলানিয়মঃ**—সদ্যোমুক্তিরূপে ফলে বিশেষনিয়মঃ নাস্তি। [কুতঃ ?] **তদবস্থাবধৃতেঃ**—তদবস্থায়াঃ—ব্রহ্মরূপায়াঃ মোক্ষাবস্থায়াঃ "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিনা একরূপত্বেন অবধৃতেঃ—অবধারণাৎ। **তদবস্থাবধৃতেঃ**—ইতি পদাভ্যাসঃ অধ্যায়পরিসমাপ্তিদ্যোতনার্থঃ।

অনুবাদ—[সদ্যোমুক্তি এখানে বিষয়। যেমন ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদিসাধনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষবশতঃ ইহজন্মে বা জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তিরূপ উৎকর্ষাপকর্ষযুক্ততাবিষয়ক নিয়ম আছে, এইপ্রকারে তাহার ফলভূতা সদ্যোমুক্তিতেও উৎকর্ষাপকর্ষযুক্ততাবিষয়ক নিয়ম আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **এবম্**—ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তির ন্যায়, **মুক্তিফলানিয়মঃ**—সদ্যোমুক্তিরূপ ফলে বিশেষের (—উৎকর্ষাপকর্ষযুক্ততার) নিয়ম নাই। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **তদবস্থাবধৃতেঃ**—যেহেতু সেই অবস্থার, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপা মোক্ষাবস্থার "অস্থূল অনণু", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা একরূপাত্মকরূপে অবধৃতেঃ—অবধারণ হইয়াছে। **তদবস্থাবধৃতেঃ**—এই পদের পুনরাবৃত্তি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সূচনার জন্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা মুমুক্ষোঃ বিদ্যাসাধনাবলম্বিনঃ সাধনবীর্য্যবিশেষাৎ বিদ্যালক্ষণে ফলে ঐহিকামুষ্মিকফলত্বকৃতঃ বিশেষপ্রতিনিয়মঃ দৃষ্টঃ, এবং মুক্তিলক্ষণে অপি উৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কশ্চিৎ বিশেষপ্রতিনিয়মঃ স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—'এবং মুক্তিফলানিয়মঃ' ইতি।১ ন খলু মুক্তিফলে * কশ্চিৎ, এবংভূতঃ বিশেষপ্রতিনিয়মঃ

* 'মুক্তৌ' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি ও বিষয়। পূঃ—নিত্যব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা সদ্যোমুক্তিতে ব্যক্তিভেদে তারতম্য।]

যেমন ব্রহ্মবিদ্যার [শ্রবণাদি] সাধন অবলম্বনকারী মুমুক্ষুর সাধনজনিত বীর্য্য (—শক্তি-) বিশেষবশতঃ [প্রতিবন্ধক্ষয়কে অপেক্ষা করিয়া] ব্রহ্মবিদ্যারূপ ফলে ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে ফলোৎপত্তির দ্বারা কৃত বিশেষ প্রতিনিয়ম (—প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য বিভিন্ন নিয়ম) পরিদৃষ্ট হইয়াছে (৩।৪।৫১ সূঃ ২৪ বাক্য), এইপ্রকারে [সদ্যো-] মুক্তিরূপ ফলেও উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতাকৃত

শাঙ্করভাষ্যম্

আশঙ্কিতব্যঃ।২ কুতঃ ?৩ 'তদবস্থাবধৃতেঃ'।৪ মুক্ত্যবস্থা হি সর্ব্ববেদান্তেষু একরূপা এব অবধার্য্যতে।৫ ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা।৬ ন চ ব্রহ্মণঃ অনেকাকারযোগঃ অস্তি, একলিঙ্গত্বাবধারণাৎ "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮), "সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ ৩।৯।২৬), "যত্র ন অন্যৎ পশ্যতি" (ছাঃ ৭।২৪।১), "ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ" (মুঃ ২।২।১১), "ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬), "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৪।৪।২৫), "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৭ অপিচ বিদ্যাসাধনং

ভাষ্যানুবাদ

প্রত্যেকের পক্ষে (—প্রত্যেকের মুক্তিতে) প্রযোজ্য কোনপ্রকার বিশেষ নিয়ম হইবে, এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] আশঙ্কা করিয়া—

[সিঃ—নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপভূত স্বস্বরূপই সদ্যোমুক্তি, তাহাতে কোনপ্রকার তারতম্য নাই।]

[সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—"এবং মুক্তিফলানিয়মঃ" ইত্যাদি।১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—সদ্যো-] মুক্তিরূপ ফলে প্রত্যেকের পক্ষে প্রযোজ্য এইপ্রকার কোন বিশেষ নিয়ম নিশ্চয়ই আশঙ্কা করা উচিত নহে।২ তাহাতে হেতু কি ?৩ [উত্তর—] "তদবস্থাবধৃতেঃ"।৪ [ইহার অর্থ—] যেহেতু সকল উপনিষদে মুক্তিরূপ অবস্থা একইরূপে অবধারিত হইতেছে।৫ [কিন্তু মুক্তি যদি কোনপ্রকার অবস্থা হয়, তাহা হইলে জাগ্রদাদি অবস্থার ন্যায় তাহাও নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলা যায় না], যেহেতু ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা।৬ [কিন্তু তাহা হইলেও সদ্যোমুক্তিতে উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতারূপ প্রকারভেদ থাকিবে না কেন ? উত্তর—] আর অনেক আকারের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ নাই, যেহেতু "স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন", "ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে [নিষেধমুখে] বর্ণিত সেই এই আত্মা", "যাঁহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না", "পুরোভাগে এই যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, তাহা অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই", "এই সমস্তই [তাহা], যাহা এই ["দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি স্থলে বর্ণিত] আত্মা", "সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা জরাহীন মৃত্যুহীন অমৃতস্বরূপ ভয়বর্জ্জিত এবং নিরতিশয় মহান্", "কিন্তু যখন সমস্তই ইঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গেল, তখন কোন্ করণের দ্বারা [কে] কাহাকে দর্শন করিবে", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে [তাঁহার] একলিঙ্গতা (—সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদহীনতা, ৩।২।৫ অধিকরণে] অবধারিত হইয়াছে।৭

[সিঃ—বিদ্যার উৎপত্তিতে সময়তারতম্য থাকিলেও বিদ্যাস্বরূপে ও তল্লভ্য সদ্যোমুক্তিতে তাহা নাই।]

[শ্রবণাদিসাধনের তারতম্যবশতঃ সাধ্য বিদ্যাতে তারতম্য আপাততঃ অঙ্গীকার করিয়াও বিদ্যালভ্য মুক্তিতে তারতম্য নাই, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] আর

শাঙ্করভাষ্যম্

স্ববীর্য্যবিশেষাৎ স্বফলে এব বিদ্যায়াং কঞ্চিৎ অতিশয়ম্ আসঞ্জয়েৎ, ন বিদ্যাফলে মুক্তৌ; তৎ হি অসাধ্যম্।৮ নিত্যসিদ্ধস্বভাবম্ এব বিদ্যয়া অধিগম্যতে ইতি অসকৃৎ অবাদিষ্ম।৯ ন চ তস্যাম্ অপি উৎকর্ষনিকর্ষাত্মকঃ অতিশয়ঃ উপপদ্যতে, নিকৃষ্টায়াঃ বিদ্যাত্বাভাবাৎ, উৎকৃষ্টা এব হি বিদ্যা ভবতি।১০ তস্মাৎ তস্যাং চিরাচিরোৎপত্তিরূপঃ অতিশয়ঃ ভবন্ ভবেৎ।১১ ন তু মুক্তৌ কশ্চিৎ অতিশয়সম্ভবঃ অস্তি।১২ বিদ্যাভেদাভাবাৎ অপি তৎফলভেদনিয়মাভাবঃ, কর্ম্মফলবৎ।১৩ নহি মুক্তিসাধনভূতায়াঃ

ভাষ্যানুবাদ

সেই, ব্রহ্মবিদ্যার সাধন [শ্রবণাদি] নিজের সামর্থ্যবিশেষবলে স্বফলভূত ব্রহ্মবিদ্যাতেই কোনপ্রকার অতিশয় (—তারতম্যভাব) আধান করিবে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা মুক্তিতে নহে; কারণ তাহা সাধ্য (—উৎপাদ্য) নহে।৮ [তবে তাহা কি ? উত্তর—জীবের] নিত্যসিদ্ধ স্বভাবই (—স্বরূপই) বিদ্যার দ্বারা অধিগত হওয়া যায়, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি।৯ [সাধ্য ব্রহ্মবিদ্যাতে সাধনকৃত তারতম্য অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অস্বীকার করিতেছেন—] আর তাহাতেও (—ব্রহ্মবিদ্যাতেও) উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতারূপ অতিশয় সঙ্গত হইতেছে না, কারণ যাহা নিকৃষ্ট [স্বস্বরূপাভিব্যক্তির হেতু না হওয়ায়] তাহা বিদ্যাই নহে; যাহা উৎকৃষ্ট, [স্বস্বরূপাভিব্যক্তির হেতু হওয়ায়] তাহাই বিদ্যাশব্দবাচ্য।১০ [কিন্তু তাহা হইলে পূর্ব্বাধিকরণে বিদ্যাবিষয়ে কালকৃত বিশেষ কেন বর্ণিত হইয়াছে ? উত্তর—] সেইহেতু (—শ্রবণাদি সাধনসামগ্রী থাকিলেও প্রারব্ধাদিকৃত প্রতিবন্ধ থাকায়) তাহাতে (—বিদ্যাতে) বিলম্বে বা অবিলম্বে উৎপত্তিরূপ অতিশয় থাকে, থাকুক [কিন্তু তাহার স্বরূপে কোনপ্রকার অতিশয় নাই।১১

সিঃ—জ্ঞানসমকালেই মুক্তি। বিদ্যোৎপত্তিতে কালকৃত তারতম্য থাকিলেও বিদ্যাফলে তাহা নাই।]

[যদি বলা হয়—বিদ্যার উৎপত্তিতে কালের অল্পতা ও দীর্ঘতারূপ তারতম্যের ন্যায় বিদ্যাফল সদ্যোমুক্তিতেও তাদৃশ তারতম্য (—কাহারও জ্ঞানসমকালে মুক্তি, কাহারও বা বিলম্বে, ইহা) অঙ্গীকার্য্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—] মুক্তিতে (—সদ্যোমুক্তির অভিব্যক্তিতে) কিন্তু কোনপ্রকার অতিশয় (—তারতম্য) সম্ভব নহে। [কারণ বিদ্যোৎপত্তিসমকালেই অবিদ্যানিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী]।১২

[সি—সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে ফলের তারতম্য থাকিলেও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা সদ্যোমুক্তিতে তাহা নাই।]

[যদি বলা হয়—দহর ও বৈশ্বানরাদি ব্রহ্মবিদ্যাসকল প্রতিপুরুষে ভিন্ন হয় বলিয়া নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাও অবিশেষভাবে ব্রহ্মবিদ্যা হওয়ায় প্রতিপুরুষে ভিন্ন হইবে। ফলে তল্লভ্য সদ্যোমুক্তিও হইবে প্রতিপুরুষে বিভিন্ন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] [নির্গুণব্রহ্ম-] বিদ্যাতে ভেদের অভাববশতঃও কর্ম্মফলের ন্যায় তাহার ফলভেদ-

শাঙ্করভাষ্যম্

বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণাম্ ইব ভেদঃ অস্তি ইতি ।১৪ **সগুণাসু তু বিদ্যাসু "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ"** (ছাঃ ৩।১৪।২) **ইত্যাদ্যাসু গুণাবাপোদ্বাপবশাৎ ভেদোপপত্তৌ সত্যাম্ উপপদ্যতে যথাস্বং ফলভেদনিয়মঃ কর্ম্মফলবৎ** ।১৫ **তথাচ লিঙ্গদর্শনম্—"তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি"** (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২০) **ইতি** ।১৬ **নৈবং নির্গুণায়াং বিদ্যায়াং, গুণাভাবাৎ** ।১৭ **তথাচ স্মৃতিঃ—"নহি গতিঃ অধিকাস্তি**

ভাষ্যানুবাদ

নিয়মের অভাব আছে (১)।১৩ যেহেতু **কর্ম্ম**সকলের ন্যায় [সদ্যো-] মুক্তির সাধনভূতা [নির্গুণব্রহ্ম-] বিদ্যার বিভিন্নতা নাই।১৪ [সগুণব্রহ্মবিদ্যাতে বিভিন্নতাবশতঃ ভেদ অঙ্গীকার করিতেছেন—] "মনোময় প্রাণশরীর", ইত্যাদিরূপে বর্ণিত [শাণ্ডিল্যাদি] সগুণবিদ্যাসকলে কিন্তু গুণসকলের (—উপাসনাঙ্গসকলের) উপসংহার ও অনুপসংহারবশতঃ বিভিন্নতা যুক্তিসঙ্গত হইলে কর্ম্মফলের ন্যায় যথাস্বম (—প্রত্যেককে যথাযোগ্য) ফলভেদবিষয়ক নিয়ম যুক্তিযুক্ত।১৫ আর [সগুণব্রহ্মবিদ্যার বিভিন্ন ফলবিষয়ে] সেইপ্রকার লিঙ্গপ্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"তাহাকে যিনি যেপ্রকারে উপাসনা করেন, সেইপ্রকারই হইয়া থাকেন", ইত্যাদি।১৬ নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে কিন্তু এইপ্রকার [বিভিন্ন ফল লব্ধ] হয় না, যেহেতু [তাহাতে মনোময়ত্বাদি, বা সত্যসঙ্কল্পত্বাদি] গুণ নাই।১৭ স্মৃতিও তাহাই বলেন—"কাহারও (—নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাযুক্তের) গতি (—বিদ্যালভ্য ফল) অধিক

ভাবদীপিকা

(১) **"কর্ম্মফলের ন্যায়"**, ইহা 'ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত'; **'কর্ম্মের ফলে যেমন হয়, সেইপ্রকার হইবে না'**, **এইপ্রকার** অর্থ বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই—কর্ম্মসকল এবং দহরাদি তত্তৎ উপাসনাসকল গুণভেদে বিভিন্ন, সেইহেতু অঙ্গাধিক্যে ফলাধিক্যন্যায়ে সেই সকলে ফলের তারতম্য যুক্তিসঙ্গত। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা কিন্তু একরূপ আত্মাকে বিষয় করে বলিয়া একই প্রকার হইয়া থাকে। সেইহেতু অধিকারী পুরুষ বিভিন্ন হইলেও কোনপ্রকার বিশেষ (—ভেদ) তাহাতে থাকে না। আর সেইহেতু কর্ম্ম ও উপাসনার ন্যায় তাহা অনেকপ্রকার ফলোৎপাদক নহে। সুতরাং তৎফলভূতা সদ্যোমুক্তিও প্রতিপুরুষে বিভিন্ন নহে। নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে কর্ম্মসকলের ন্যায় ভেদ নাই, ইহা বলিতেছেন- **নহি মুক্তি**—'যেহেতু কর্ম্ম' ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

কস্যচিৎ, সতি হি গুণে প্রবদন্তি অতুল্যতাম্”, ইতি ॥১৮ তদবস্থাবধৃতেঃ তদবস্থাবধৃতেঃ ইতি পদাভ্যাসঃ অধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥৫২॥৩।৪।৫২॥ ইতি সপ্তদশং মুক্তিফলানিয়মাধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য “নির্গুণ-বিদ্যায়াঃ অন্তরঙ্গবহিরঙ্গসাধনবিচারাখ্যঃ” চতুর্থঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

হয় না, যেহেতু গুণ থাকিলেই [তাহাদের উপসংহার বা অনুপসংহারবশতঃ ‘অস্মাদিকো ফলাধিক্যন্যায়ে’, ফলের] অতুল্যতার কথা [তত্ত্বদর্শিগণ] বলিয়া থাকেন”, ইত্যাদি ।১৮ “তদবস্থাবধৃতেঃ” — যেহেতু ব্রহ্মরূপা মোক্ষাবস্থার একরূপতা অবধারিত হইয়াছে), “তদবস্থাবধৃতেঃ”, এইপ্রকারে পদের দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি দ্যোতনা করিতেছে ।.৯ [অতএব জ্ঞানসমকালে উৎপন্ন সদ্যোমুক্তি নিরতিশয়, তাহা কর্ম্ম ও উপাসনাসাধ্য নহে, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥৩।৪।৫২॥

মুক্তিফলানিয়মাধিকরণ সমাপ্ত

শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়ের ‘নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাতে অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গসাধনবিচার নামক’ চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যে সাধনাখ্যঃ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

“যদৈক মযতৈা বৈরাগ্যতত্ত্বমর্থোপসংহৃতিঃ।
শান্ত্যাদিসাধনং সর্ব্বং প্রত্যপাদি তদস্ম্যহম্” ॥

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী (তৃতীয়াধ্যায়স্থ)

তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ (রংহতিপাদঃ)

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ (গুণোপসংহারপাদঃ)

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ

—:(*):—

ভাবদীপিকাতে আলোচিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সূচী

বিষয় (তৃতীয়াধ্যায়স্ত) পৃষ্ঠা

—:(•):—

“মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ”॥
(গীতা ৯।৩৪)

শুদ্ধিপত্র (তৃতীয়াধ্যায়স্য)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১/৩০	১/১১	-র্ণাস্থাস্থং/ভ্‌ক্তে	-ণাস্থাস্থং/-ভ্‌ক্তে
১৭/৩৮	১৪/২১,২৫	কপূয়,শোচা,-শিচত	কপূয়/-শোচ,-শিচত্ত
৪৩/৪৭	২৮/৫	২।৭৪/নাহ	২।৭৪২/নহে
৫১/৫৪	৮/৩২	পাণিণাং/ (২)	পাপিনাং / (২ক)
৬৭/৬৮	৩০/৮	-করহ/ভূনি-	-কতর/ভূনি-
৭০/৭১	২১/১৭	-শ্লেষঃ/নাস্তিঃ	শ্লেষঃ/নাস্তি
৮১/৮৩	১০/৩	-শ্লিষ্ট/ইত্যাদি	-শ্লিষ্ট/ইত্যাদি
৮৫/৮৭	১৫/২২	ভূয়স/অমনস্থি	ভূয়সঃ/আমনস্থি
৮৭	২১	মুখ,ককর্তৃক...ক নির্দেশ	'অমুককর্তৃক··· নির্দেশ
৯৫	১৯,২৪	সামাধান, দর্শীক	সমাধান,-দর্শীকে
১০১	১৭,১২	অনিমা, অবিস্থত	অণিমা, অবস্থিত
১০২/১০৬	১১/১২	সামর্থের/যস্থ	সামর্থ্যের/যস্ব
১০৮	৩,১৪,১৩	তচ্ছ্রুতে, অভ্যাস্তরে, সপ্না-	তচ্ছ্রুতেঃ, অভ্যন্তরে, স্বপ্না-
১১৫/১২০	৭/১৬	-ইদয়ে/নহে	-হৃদয়ে/নহে
১২৯/১৩১/১৩২	৫/১০/১৫	প্রবধয়োঃ/প্রাণোম্নাণোঃ/ঐ	প্রবোধয়োঃ/প্রাণোম্নণোঃ/ঐ
১৪১/১৪৫	৫/২	উদ্ভভ-/গতি	উদ্ভব-/গতিঃ
১৪৮/১৫১	২৬/১১	সঃ/মূর্ত্ত	সঃ হ/মূর্ত্তঃ
৭০	৯,১০	পরামাশত্বাৎ, আভাহত-	-পরামর্শিত্বাৎ, অভিহিত-
১৭০	১৩,৩১	নির্দ্ধার-, হত্যাদি	নির্দ্ধার-, ইত্যাদি
১৭৩/১৭৫	২৭/৭	অথা/সপ্রপ্রকং	অথবা/সপ্রপঞ্চং,
১৭৬/১৭৭/২০৫	১৭/১৯/২১	হইয়ছে/ঐ/যাবান	হইয়াছে/ঐ/যাবান্
২০৮/২১২	৩০/১৪	পর্ক্ক-/অচার্য্য	পূক্ক-/আচার্য্য
২১৩/২১৮	২৮/২০	সপক্ষ/প্রাতপাদন	স্বপক্ষ/প্রতিপাদন
২২১	৫,৮,১২	পর্ব্বা-,বক্তং, অনাশাস-	পূর্ব্বা-, বক্তুং, অনাশ্বাস-
২৩০/২৩২	১৪/৯	অধ্যাত্তা/প্রণান্	অধ্যেতা/প্রাণান্
২৩৪	৩,৩২	-হত্তম্, বক্য	-হত্তুম্, বাক্য
২৩৬/২৩৭	১৪/৮	সমামনাস্থ/আথর্বণ	সমামনস্থি/আথর্বণি-
২৪১/২৪৩	২১/১৫	-শেষানাম/বিস্তৃভাবে	শেষাণাম্/বিস্তৃতভাবে
২৪৫/২৫৭	১৩/৩৩	অচাধ্রুং/সংক্কোচ	অচ্যধ্রুং/সঙ্কোচ
২৬০/২৬৭	৩৭/৪,১১	সম্বই/গোত্তোঃ,-রূপ	সম্বন্ধই/গেত্তোঃ -রূপ
২৭১/২৭৫	৩১,৩৫	ইহবে/নীলাভগ্নঃ	হইবে/নীলাভিন্নঃ
২৭৬/২৮৫	২৬/২১	২ ভাবদীঃ/আনুমানকা	১ ভাবদীঃ/আনুমানিকা
২৮৮/২৯৬	২০/৪	গূঢ়োজ্ঞা / শিষ্ট	গূঢ়োক্ত্বা / শিষ্টা
৩০২/৩০৪	১৫/৫,২৮	উপাক্রমা-/আবস্তুণ-,সত্তাজতি-	উপক্রমা-/আবস্তুণ-, সত্তাজাতি-
৩১৮/৩২০	৩৫/১৭	বীপরীত/আধিদেবিক	বিপরীত / আধিদৈবিক
৩২০/৩৪০	২১/১৩	-দিদৈবয়োঃ / ঋত্তিগ্-	-দ্বিদৈবয়োঃ / ঋত্বিগ্-
৩৪৬,৩৪৯/৩৫০	৩২/২৭/৫	স্বধীন- / ক্রাচ্/মন্ত্রণাং	স্বাধীন- / ক্রুাচ্ / মন্ত্রাণাং
৩৬২/৩৬৪/৩৭০	১৭/২/৩	ষোড়াশী / বিনধুন/কত্তে	ষোড়শী / বিধুনন / ক্রত্তে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭২/৩৭৩	৩৫/৩৬	পুণাপাপ / মৃলালিস্তার	পুণ্যপাপ / মূলাবিস্তার
৩৭৫/৩৮০	৯/২৮	-ত্যাগের / ব্যাসভাস্য	-ত্যাগের / ব্যাসভাষ্য
৩৯০/৩৯৩	১১/৩১	অনয়মা- / যাবদাধ-	অনিয়মা- / যাবদধি-
৩৯৫/৪০০	৭/২৯	স্কন্ধেষেন / পরিদৃষ্টিতে	স্কন্দষেন / পরদৃষ্টিতে
৪০২/৪০৩	১৩/৩০	পারিনি- / -লাভাতে	পরিনি- / -লাভান্তে
৪১২/৪১৪	৩৫/৪	ক্রমাণুসারে / ছিন্ন-	ক্রমানুসারে / চ্ছিন্ন-
৪২০/৪৩৫	৩৬/২৮	অম্নন: / আক্ষ্যাদি-	আত্মন: / অক্ষ্যাদি-
৪৩৬/৪৪০	৩৪/৩৭	শ্যাণোতি / বৃহদণ্যকে	শৃণোতি / বৃহদারণ্যকে
৪৪৪/৪৫২	২৬/২০	-মালাকরের / অগ্র্-	-মালাকারের / অগ্র্য-
৪৫৯/৪৬২	৩৬/২১	আনরভ্যা- / অধোস্থ	অনারভ্যা- / অধঃস্থ
৪৬৩/৪৬৪	১০,৩৩/৭	হটা, সঙ্গতা- / প্রভিত-	ইহা, সাঙ্গতা- / প্রভৃতি
৪৬৮/৪৭০	৩৬/১৮	দধে / আধ্যাত্ম	দধ্রে / অধ্যাত্ম
৪৭৬/৪৭৭	১৪/৩৩	পূজাপাদ / দার্ব্বিহোম	পূজ্যপাদ / দর্ব্বিহোম
৪৭৮/৪৮১	৪/২০	পথগ্ / পতপথ-	পৃথগ্ / শতপথ-
৪৯৪/৫০০	৪/৩১	১০৫৩।১২ /ব্রহ্মে-	১০।৫।৩।১২ / ব্রাহ্ম-
৫০৪/৫২০	৪/৮	প্রশংসন /১০৫	প্রশংসন্ / ১০।৫
৫২৬	৭/৩১	বৈশ্বনর / বিচায়য়ি-	বৈশ্বানর / বিচারয়ি-
৫২৭/৫৪৮	২৭/১,২৬	ফদভেদ / ৪৪৮, তট্রস্থো-	ফলভেদ / ৫৪৮, তটস্থো-
৫৫৩/৫৫৪	২০/৮	গাদোহন / আয়শ্র-	গোদোহন / আশ্রয়-
৫৫৫/৫৫৯	২৮/১৩	প্রাণবো- / -শ্রত্তেশ্চ	প্রণবো- / -শ্রুতেশ্চ
৫৫৮/৫৬০	৩৫/৩০	সমুচ্চিতা- / যুক্তির	সমুচ্চিত্যা- / যুক্তির
৫৬৭/৫৭০	২৬/১৩	-ঈান্ত / যান্	-ঈপ্সি / যান
৫৭২/৫৭৮	৭/৬	ভ্রতৃব্যা- / মৃত্যনা	ভ্রাতৃব্যা- / মৃত্যুনা
৫৮১/৫৮২	১৫/২৯,৩২	তিনষ্ট / অননস্তু-, পূবর্ব্বর্ত্তী-	তিনিষ্ট / অনন্ত-, পূর্ব্ববর্ত্তী-
৫৯৭/৫৯৮	৩৭/৩৩	অগ্নিহোত্রাদি / -প্রপ্তির	বৈশ্বদেবকর্ম্ম (৬৮৭পৃঃ)/-প্রাপ্তির
৬০৪/৬০৭	১২/২৪	শ্রদ্ধাদি / -বাকতা	শ্রাদ্ধাদি / -বাক্যতা
৬১০/৬১১/৬১২	১৬/২২/৫	-মর্ম্মাণি/জন্ম/চতুবু	মকর্ম্মাণি/জন্ম/চতুর্ব্ব
৬১৪/৬১৫	৩৩/৩৬	অশ্রমো- / সিদ্ধ	আশ্রমো- / ইহা সিদ্ধ
৬১৬/৬১৮	৩৩/৩৬	আরুনি- / -রিতেছেন—াচ	আরুণি/করিতেছেন—তথাচ
৬২০/৬২২	২৩/৩৮	সন্নাসে / কর্ম্মব্যাগ্র	সন্ন্যাসে / কর্ম্মাব্যগ্র
৬২৩/৬২৪	২৯/৩০	স্তোস্ত্রম্ / লোকস্পণা	স্তোত্রম্ / লোকস্পৃণা
৬৩১/৬৩৯	৭/২২	পারিপবে / আত্মনাং	পারিপ্লবে / আত্মানং
৬৪৪/৬৪৬	১৪/৩৪	-তদতয়া / বধি	-তদঙ্গতয়া / বিধি
৬৪৯/৬৫১/৬৫৯	২৯/১৬/২০	শ্রতি / ক্রিমী / কম্য	প্রতি / ক্রিমি / কাম্য
৬৫৯/৬৬৪	৩২/১	স্মামবতী / তথচ	কামবতী / তথাচ
৬৬৭/৬৬৯	৩১/১৯	হোয / অসক্তি	হোম (৬৮৭ পৃঃ) / আসক্তি
৬৭১/৬৭৪	২৩/১০	-পঙ্গাদী-/আপো-	-পঙ্গ্বাদী-/অপো-
৬৮২	৫,১৬	যথাবিধিঃ, শস্ত্রনির্দ্দিষ্ট	যথাবিধি, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট
৬৮৪/৬৮৮	৩/৩৭	প্রায়শ্চিত্তস্ত/৫৭	প্রায়শ্চিত্তস্ত/৫।৭
৬৯২/৬৯৪	২৭,৩০/১০	-বাক্য-, নির্দোষ:/হইলে	-বাক্য-, নির্দোষ:/হইতে
৬৯৯/৭১৪/৭১৫	১০/৩৪/৩০	-ভ্যেরন্/ভাবন/তভ্যাং	-র্ভ্যেরন্/-ভাবনা/তাভ্যাং

মুদ্রণে—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭/১২/১৬	২৭ ২০/২৮	ধাক্কাদিতে/পরামর্শা-/বৃহস্পতি	ধাক্কাদিতে/পরামর্শা-/বৃহস্পতি

এতদ্ব্যতীত অক্ষরভঙ্গ ও মুদ্রণদোষবশতঃ আরও অশুদ্ধি আছে। পাঠক মহোদয় স্বয়ংই তাহা বুঝিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের আশা।

বেদান্তদর্শন, প্রথমাধ্যায়ে—

৪৩৮	১৪,১৯,২০,২৫,২৭	আহবণীয়	আহবনীয়
"	২৪	শেষোক্ত অগ্নিদ্বয়কেও	শ্রৌত সভ্য এবং স্মার্ত আবসথ্য, এই অগ্নিদ্বয়কেও
"	২৫	দূরে পূর্ব্বভাগে, যজমান	দূরে যজমান
"	২৬	"ইহাতেও…আহুতি প্রদত্ত হয়"—এই অংশ বাদ দিয়া তৎস্থলে—"ব্রহ্মযজ্ঞ (—নিত্য বেদাধ্যয়ন) এই অগ্নিসমীপে সম্পাদিত হয়"।—ইহা যোগ করিতে হইবে।	
"	২৭	"সভ্যাগ্নি হইতে আরও"—এই অংশ বাদ দিতে হইবে এবং তৎস্থলে "ইহার পরিচয় ৩।৬৮৭ পৃষ্ঠাতে দ্রঃ"—ইহা যোগ করিতে হইবে।	
"	২৮	"পূর্ব্বভাগে….প্রদত্ত হয়"—এই সমগ্র পংক্তি বাদ দিয়া তৎস্থলে—"পঞ্চৈব মহাযজ্ঞাঃ, তান্যেব মহাসত্রাণি, ভূতযজ্ঞঃ মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞঃ দেবযজ্ঞঃ ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি" (শতঃ ব্রাঃ ১১।৩।৮।১), এই শ্রুতিবোধিত দেবযজ্ঞ (৩।৬৬৭ এবং ৩।৬৮৭ পৃঃ দ্রঃ). ইহাতে সম্পাদিত হয়"।—এই পংক্তিগুলি যোগ করিতে হইবে।	
৪৩৮	২৯	প্রধানতঃ সাগ্নিক	সাগ্নিক
৪৩৮	৩১	বলেন, যথা—সভ্য…	বলেন, পঞ্চাগ্নিকের সভ্য…
"	৩১	সোমযজ্ঞে	সোমযজ্ঞেও
৪৩৯	২৫-২৮	"অতিথিগণকে আবাস….হইতে ইত্যাদি", এই পর্য্যন্ত অংশ বাদ দিতে হইবে।	

বেদান্তদর্শন, দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

২০৫	৪৭	১৯ তাবদীঃ দ্রঃ	২০ তাবদীঃ দ্রঃ
৭৫১	২৯	৩/৩/১ সূঃ	৩/১/১ সূঃ
"	৩৫	"১৭ তাবদীঃ"—ইহার পর "এবং ৪।২।৫ অধিঃ ৪ তাবদীঃ দ্রঃ"—ইহা যোগ করিতে হইবে।	

কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষী ও পত্রিকার অভিমত—

Swami Visvarupananda's translation of Sankaracharya's commentary on Vedanta Sutras together with his own elaborate elucidations based on a number of standard works in Sanskrit on the subject is a valuable addition to the vernacular literature on Indian philosophy. Sankara's work represents the most learned and authoritative interpretation of the spirit of the ancient Upanishads and is the cream of Vedantic monism. The present author has spared no pains to make this classical work accessible to the modern readers and great credit is due to him for the sustained labour and energy which have carried him successfully through his self-imposed task in the midst of numerous difficulties and at great personal sacrifice. Financial stringency did not allow him to proceed with the publication of this MONUMENTAL work beyond the introductory portion, but the little that has been published will suffice to convince anyone of the merit of the work. The book is in Bengali, but it can be easily rendered into Hindi or any other Indian vernacular after it is once published. I hope liberal patronage will not be wanting to make the work available in print. It will be a NATIONAL LOSS if a useful work of this kind is suffered to be neglected and destroyed for lack of requisite funds.......The author's labour should be saved from oblivion *....

MAHAMAHOPADHYAYA GOPINATH KAVIRAJ, M.A., D.Litt,
Retd. Principal, Govt, Sanskrit College, Varanasi,

* ইহা একটা পরিচয় পত্রের অংশ। মাননীয় কবিরাজ মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এতৎসহ অনুবাদকদ্বারা ভারতপ্রসিদ্ধ এক শ্রেষ্ঠীর নিকট অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু এতদ্দ্বারা পরমশ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের মহানুভবতা, বিদ্যোৎসাহ, এই পুস্তকবিষয়ে আগ্রহ এবং সুচিন্তিত অভিমত পরিস্ফুট হইয়াছে।

...The book under review, dealing with the well-known 'Vedanta Sutras' and their commentaries, is happily intended for both classes of readers. It contains original masterly commentaries on Vedanta as well as expositions of them in simple Bengali, understandable to uninitiated truth-seekers. ......The Bhava-dipika is really a valuable contribution, in Bengali, to Vedanta literature. It reveals the annotator's sound scholarship, penetrating insight, most patient and persevering research, and rare capacity to simplify the most abstruse subjects. What is particularly remarkable is that he has put the most subtle arguments of the Bhashya and the Tikas in the plainest language possible. He has thus rendered valuable service to the culture of Vedanta in the country. Scholars will be delighted to find that the learned annotator has not left untouched a single point of fundamental importance, while those whose knowledge of Sanskrit is not sufficiently adequate for the study of the original commentaries will be gratified to find that they are not thereby deprived of the right to be conversant with the great truths of Vedanta Philosophy. In the preparation of this work, the annotator,

Swami Vishwarupananda, had the rare privilege of the valuable help and guidance of two of the foremost scholars of the day, viz. late Swami Chidghanananda (Rajendra Nath Ghosh) and Ananda Jha. We fervently hope that this valuable work will be widely appreciated by the Bengali-knowing public interested in the study of Vedanta. (Principal) A. K. BANERJEA.
(Prabuddha Bharata, March, 1952).

...The book is an outcome of strenuous labour of long years. Swami Visvarupananda has worked hard to unfold the quintessential import of the writings of the Vedantic masters. An ardent and loyal follower of Sankara-Vedanta he has very creditably maintained throughout a critical philosophical attitude in the exposition of problems. In some respects the author has improved upon his predecessors in the field. He has made the work really helpful to the readers, who are eager to know the fundamentals of the Sankara School of Vedanta.... (Prof.) S. M. MUKHOPADHYAYA.
(Vedanta Keshari, October, 1951)

..."The translator's explanatory note, called 'Bhava-Dipika' in Bengali, is very informative and useful. It contains the essence of Vachaspati Misra's Bhamati, Anandagiri's Nyaya-Nirnaya and several other outstanding Sanskrit glosses.......The translation is quite close to the text and clear in exposition. The explanation will acquaint the reader with the vast literature, that hasgradually grown in Sanskrit on the Vedanta Darshana....
(MODERN REVIEW, Nov. 1951)

...ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার কৌস্তভমণি বেদান্তদর্শন। ষড়্দর্শনের মধ্যে কেবল বেদান্ত-দর্শনের, বিশেষতঃ অদ্বৈত-বেদান্তের সর্বাধিক আলোচনা হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের নিকট সংস্কৃতজ্ঞানাভাব ও পারিভাষাবাহুল্য শাস্ত্রপ্রবেশনে প্রবল অন্তরায়। গ্রন্থকারের বঙ্গানুবাদ এত মূলানুগত ও প্রাঞ্জল হইয়াছে যে, জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রই ইহার দ্বারা উপকৃত এবং ভাষ্যের তাৎপর্যনির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। গ্রন্থকারকৃত 'ভাবদীপিকা' সত্যই তত্ত্ববিচারকে বিশ্লেষণপ্রভায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী ও অন্যান্য বেদান্তবিৎ পণ্ডিত এই গ্রন্থের প্রকাশনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রায়শঃ সম্পূর্ণ দুরূহ না হইলেও সুখবোধ্য নহে। বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদ এত সরল ও অনাড়ম্বর হইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতিরেকেও অনেকের তত্ত্বপিপাসা নিবারিত হইতে পারে।...

(অধ্যাপক) জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম, এ, (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৫৮)